Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রউফুর রহীম

নবিজীবনের বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা

ড. 'আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

sean
PUBLICATION

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

sean
PUBLICATION

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

sean

PUBLICATION

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময়, মহান দয়ালু

রউফুর-রহীম

নবিজীবনের বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুবাদ	ফখরুল ইসলাম
সম্পাদনা	আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
বানান ও ভাষারীতি	যাহিদ আহমাদ, মাকামে মাহমুদ
পৃষ্ঠাসজ্জা	মাসুদ শরীফ, শেখ নাসিম উদ্দিন
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ শরীফুল আলম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রউফুর রহীম

নবিজীবনের বিশুদ্ধ ও বিস্তারিত গ্রন্থনা

(২য় খণ্ড)

ড. 'আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ

মাহমুদুল হাসান

ফখরুল ইসলাম

হাসান শুয়াইব

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEAN PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ১১

মাদীনায় হিজরাত ১৭

হিজরাতের পূর্ব-প্রস্তুতি ১৭

মুহাজিরদের সাদরে গ্রহণ এবং মু'মিনদের অন্তরে এর প্রভাব: ৩২

ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে মাদীনাকে বেছে নেওয়ার কারণ: ৩৮

৪৪ রাসূল ﷺ-ও আবু বাক্‌র সিদ্দীকের হিজরাত

রাসূল ﷺ-কে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র: ৪৫

শিক্ষা ও উপকারিতা: ৬০

মুহাজিরদের পুরস্কার ও পেছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের প্রতি ধমক: ৮৪

৯৪ মাদীনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন

মাদীনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন: ৯৫

সারকথা ও শিক্ষা ১০৫

আরও কয়েকটি উপকারিতা ও শিক্ষা ১০৭

কিছু উপকারী কথা ও শিক্ষা ১০৮

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতীক ১০৯

কিছু শিক্ষা ও কিছু উপকারিতা ১১৫

মানবীয় মূল্যবোধ ও মহান আদর্শ ১২২

মুহাজির, আনসার ও ইয়াহূদিদের মাঝে রাসূলের চুক্তি স্বাক্ষর ১২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সনদের উপকারিতা ও শিক্ষা ১৩১
নবি ﷺ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার ১৫২
প্রতিরক্ষা-নীতি ও সমরাভিযান ১৭১
প্রশিক্ষণ কৌশলে রাসূলের দিক-নির্দেশনা প্রদান ১৭৪
আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদের লক্ষ্য: ১৭৫
আবওয়া অভিযান ১৮৪
প্রথম বদরযুদ্ধ ১৮৬

কিছু শিক্ষা, কিছু অর্জন ১৮৭
বনু জামরাহ গোত্রের সঙ্গে চুক্তিপত্রের মূল কথা ও পর্যালোচনা ১৮৯
আল্লাহর পথে প্রথম ধনুক নিক্ষেপকারী ১৯০
কথা বলার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রাসূলের অনন্য নীতি ২০০
রাসূলের কয়েকটি মহান আদর্শ ২০৫
রাসূলের সময়-সুযোগ বুঝে শালীনভাবে প্রশ্ন করা ২১৩

কিছু ঘটনা, কিছু বিধান ২১৩

২১৮ ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধ

যুদ্ধপূর্ব কয়েকটি খণ্ডচিত্র ২১৯

বদর প্রান্তরে রাসূল ﷺ ও সাহাবিগণের অবস্থান ২৩৩
রণাঙ্গনের কিছু চিত্র ও ঘটনা ২৫০
কয়েকজন শহিদের ঘটনা ২৫৭
গানীমাত ও বন্দিদের ব্যাপারে মতবিরোধ ২৬০
বদরযুদ্ধের ফলাফল ও রাসূলকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা ২৭৮

বদরযুদ্ধের কয়েকটি শিক্ষা, উপদেশ ও উপকারিতা ২৮৬
বদর ও উহুদ-মধ্যবর্তী কয়েকটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ২৯৯
ইসলামি রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের নির্মূল ৩০৯
কয়েকটি সামাজিক ঘটনাবলি ৩১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩২২ | উহুদযুদ্ধ

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও কারণসমূহ ৩২৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধপরিকল্পনা: ৩৩৬
শুরু হলো যুদ্ধ ৩৩৯
উহুদের আলোচিত শহিদেরা ৩৪৮
কিছু নবুওয়াতি নিদর্শন ৩৬৩
যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ৩৬৫
নারী সাহাবিয়াদের ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত ৩৭২
উহুদযুদ্ধ: শিক্ষা ও ইতিবাচক দিকসমূহ ৩৭৮
তিরন্দাজ বাহিনী ও মুনাফিকদের সঙ্গে নবিজির আচরণ ৩৮৬

৩৯০ | উহুদ ও খন্দক মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

ইসলামি রাষ্ট্র ধ্বংসে মুশরিকদের সমূহ অপতৎপরতা: ৩৯১
নবিজির দু'টি বিয়ে এবং অন্যান্য বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ৪১০
গাযওয়া: যা-তুর রিকা ৪৩৬
প্রতিশ্রুত বদরযুদ্ধ ও দাওমাতুল জান্দাল ৪৪২
গাযওয়া বনু মুসতালিক ৪৪৭
বনু মুসতালিক যুদ্ধ ও ইফকের ঘটনা থেকে পাওয়া কতিপয় শিক্ষণীয় বিষয় ৪৭৪
প্রান্তটীকা ৪৭৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পাদকের কথা

৩ আমার এক বন্ধুর বাবা, যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা। ভদ্রলোক সব সময় টুপি পরে থাকেন, দাড়িও রেখেছেন; নামাজ-কালাম পড়েন, দান-সাদাকাও করেন বেশ। দেশে এলে মাঝেসাঝেই আমার সাথে নানান বিষয়াদি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। একদিন আলোচনার একপর্যায়ে তার মনের গভীরে প্রোথিত কিছু বিষয় বেরিয়ে আসে। বিষয়টি হলো, মাদীনার ইহুদি গোত্র বানু কুরাইযাকে নবি মুহাম্মাদ (সা.) কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রদান। এটা নিয়ে তার প্রবল আপত্তি। আপত্তির হাড়ি যখন ভাঙল, আরও অনেক কিছু বেরিয়ে এলো। এই যেমন মা-বাবার চেয়েও কেন নবিজিকে বেশি ভালোবাসতে হবে; পালক ছেলের বৌকে বিয়ে ইত্যাদি।

এমন রোগে আক্রান্ত অনেক রুগীর সাথে আমার এই জীবনে অনেকবার কথা হয়েছে। তাই আমার বুঝতে বাকি ছিল না এর গোড়া কোথায়, আর কোথায়ই বা শেষ। আমি তাকে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে। তবে তিনি স্পষ্ট হয়েছেন কি না তা নিয়ে আমার শক্ত সন্দেহ রয়ে গেছে। একটু সংশয়াপন্ন অবস্থা দেখা গেলেও দৃশ্যত তিনি তার মত পরিত্যাগ করেননি। কী আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? দাড়ি-টুপি, সালাত-সিয়াম, দান-সাদাকা সবই আছে, অথচ ঈমানটাই নেই!

হাজ্জের সফরে ছিলাম। একদিন আসরের পর মাত্বাফে বসে একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে আছি আল্লাহর ঘরের দিকে। পাশ থেকে এক ভদ্রলোকের সালামে সম্বিত ফিরে এল। জানলাম, তিনিও বাংলাদেশি; এটা তার দ্বিতীয় হাজ্জ। এক কথা দু কথায় আমাদের আলাপ জমে উঠল। একপর্যায়ে হাজ্জ আর বাইতুল্লাহ নিয়ে তার মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা নানা সংশয় বাইরে বেরিয়ে পড়তে লাগল। আমি যখন কিছুটা পাল্টা যুক্তি দিলাম, অকপটে তিনি বলেই ফেললেনে, 'আমি একটা ঘরকে ঘিরে এভাবে প্রদক্ষিণ করার সাথে মূর্তিপূজার তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না।' শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম! ভাবল হাজী সাহেব। কিন্তু ঈমান নেই!

৩ একটি হাদিসের এমন ভাষ্য আমরা এমনটা শুনেছি যে, একজন মানুষ জান্নাতের পথে চলতে থাকবে। চলতে চলতে তার আর জান্নাতের মাঝে সামান্য ব্যবধান থাকবে। তখন সে এমন কাজ করবে যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। হাদিসে এ ধরনের বক্তব্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শুনে কারও কারও মেনে নিতে কষ্ট হয়; ভাবে, এটা কেমন কথা। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কথা তো আর ভুল হতে পারে না।

আমরা নিজেদেরকে ঈমানদার দাবি করতে ভালোবাসি। কিন্তু আমাদের কারও অন্তরে এমন কোনো সন্দেহ-সংশয় রয়ে গিয়েছে কি না তা বলা যায় না। কিংবা যে-বিষয়গুলোকে ঈমানের জন্য পূর্বশর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেগুলো আমরা হয়তো ঠিকমতো জানিই না। আর সে-কারণে কুফরি মনের কোণে ঘাপটি মেরে আছে কি না তাও হয়তো আমরা টের পাই না। কিন্তু যদি থেকেই থাকে, মৃত্যুর পূর্বের সেই কঠিন সময়ে তা নিশ্চিত বেরিয়ে আসবে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!

ﷺ নবিজিকে মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-সম্পদ, ঘর-বাড়ি—সবকিছু থেকে, এমনকি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতে হবে—এটা ঈমানের শর্ত; এটা ছাড়া ঈমান যে গ্রহণযোগ্যই নয়, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কতজন সত্যিকারভাবে নবিজিকে সবার চেয়ে, সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পেরেছি তা কেউ না জানলেও আল্লাহ ঠিকমতোই জানেন।

আল্লাহর ভালোবাসা উপলব্ধি করা আর রাসূলের ভালোবাসা উপলব্ধি করার মধ্যে কিছুটা তফাত আছে। কারণ, মানুষ যে-দিকে চোখ ফেরায় আল্লাহর কুদরত নিজ চোখে দেখতে পায়। তাই আল্লাহকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা দেওয়ার যৌক্তিকতা সহজেই খুঁজে পায়। কিন্তু ১৪ শ বছর পূর্বে আগত একজন মানুষকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসার যৌক্তিকতা এত সহজে উপলব্ধি করা যায় না।

এই যৌক্তিকতা কেবল তখনই উপলব্ধি করা যাবে যখন আমরা জানব—আমাদের জন্য নবি মুহাম্মাদ (সা.) কী অবদান রেখেছেন, কী কষ্ট করেছেন, কী ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছেন।

ইতিহাসের পাতা চিরে চিরে এই গ্রন্থটি সেই চিত্রই তুলে ধরবে আমাদের সামনে।

ﷺ নবিজির জীবনীগ্রন্থ আন্তরিক অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসার সূত্রপাত হবে। যত বিস্তারিত জানব, ভালোবাসার অনুভূতি তত গভীরতা লাভ করবে।

এরপর সেই ভালোবাসাকে জীবনের অন্য সবকিছুর ওপরে স্থান দেওয়ার জন্য আমাদেরকেও ভালোবাসার দাবি পূরণ করতে হবে। কেবল জানার মাধ্যমে এ দাবি পূরণ হবে না। এ ভালোবাসাকে জীবনে সবকিছুর ওপর স্থান দিতে হলে আমাদেরকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। অন্যান্য ভালোবাসা যেমন ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিখাদ ও গভীর হয়, তেমনি নবিজির ভালোবাসাকে সবকিছুর ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে হলেও ত্যাগের বিকল্প নেই। ত্যাগ স্বীকার করতে হবে সেই নবির আনীত দীনের জন্য, তাঁর প্রাণপ্রিয় উম্মাতের জন্য।

আমরা যখন সেই নবির আনীত দীনের ঝান্ডা সমুন্নত রাখার জন্য অবদান রাখব, দীনের জন্য জান-মালের কুরবানি করব, ব্যক্তিগত-পারিবারিক, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে তাঁর আনীত দীনের বাস্তবায়ন করব; যে উম্মাতের কল্যাণ সাধনে নবিজি তাঁর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গোটা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন, সেই উম্মাতের নিরাপত্তা রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সাধ্যমতো ভূমিকা রাখব; দৈনন্দিন যাপিত জীবনে তাঁর আদর্শের চর্চা করব, তখনই তাঁর ভালোবাসা আমাদের অন্তরে স্থায়ী শেকড় গাড়বে, অন্য সকল ভালোবাসার ওপর স্থান লাভ করবে; ঠিক যেভাবে প্রতিনিয়ত আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালোবাসা ও প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের হৃদয়ে ভালোবাসা গভীর থেকে গভীরতর হয়।

৩ মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে তাঁর প্রিয় রাসূলকে বেশ কিছু নামে উল্লেখ করেছেন। নবিজি তাঁর উম্মাতের প্রতি যে দরদ ও মায়া-মমতা দেখিয়েছেন, তার সবচেয়ে অধিক প্রতিফলন ঘটেছে দুটো নামের মধ্যে— 'রউফ' ও 'রহীম'। এ নাম দুটি আল্লাহর আসমাউল হুসনা'র অন্তর্ভুক্ত। শুরুতে 'আলিফ লাম' যুক্ত করলে কেবল আল্লাহর শানেই ব্যবহার্য। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এ নামে উল্লেখ করা দ্বারা বোঝা যায়, এই উম্মাতের প্রতি মহান স্রষ্টার পর তাঁর নবির দরদ ও অবদানই সবচেয়ে বেশি। তাই আমরা তাঁর সীরাত গ্রন্থটিকে 'রউফুর রহীম' নামে নামকরণ করেছি।

আল্লাহ এই বইয়ের লেখক, পাঠক ও এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আল্লাহর রাসূলের জন্য সর্বোচ্চ ভালোবাসা নিবেদনের তাওফিক দিয়ে ধন্য করুন।

৩ ড. সাল্লাবির লিখনীর সাথে যখন থেকে আমার পরিচয় তখনও 'সিয়ান'-এর জন্ম হয়নি। সেই ২০০৭/৮ সালের কথা। তন্ময় হয়ে আরব এক শাইখের একটি লেকচার সিরিজ শুনতাম। যতক্ষণ শুনতাম মনে হতো যেন টাইম মেশিন রিওয়াইন্ড করে চৌদ্দশ বছর আগে ফিরে গিয়েছি। যেন হাঁটছি মাক্কা-মাদীনার অলিগলিতে। ঘুরে ফিরছি বাদ্‌র আর উহুদের প্রান্তরে।

এই লেকচার সিরিজে প্রায় প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও উপদেশগুলো তুলে ধরার সময় যাদের নাম অবধারিতভাবে এসে যেত, তাদের অন্যতম হলেন ড. সাল্লাবি। যতদূর জানি, সে-সময়ে তার বইগুলো ইংরেজিতে প্রকাশ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। বক্তা আরব হওয়ায় তিনি সাল্লাবির রচনার সাথে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলেন। বক্তা ও বক্তৃতার প্রতি ভালোবাসার সাথে সাথে অবচেতন মনে এই লেখকের লিখনির প্রতিও তৈরি হয়ে যায় গভীর এক ভালোবাসা।

'সিয়ান' শুরু করার পর যখনই ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করার প্রসঙ্গ সামনে এসেছে, আমার প্রথম পছন্দ ছিলেন ড. সাল্লাবি। পরামর্শ-সভায় উত্থাপন, আলোচনা এবং নানা দিক খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আমরা ড. সাল্লাবির ইতিহাস সিরিজ নিয়েই কাজ করব।

'সিয়ান'-এর তৎকালীন অন্যতম দায়িত্বশীল শরিফ আবু হায়াত অপু ভাইয়ের ওপর দায়িত্ব পড়ে যোগাযোগ স্থাপনের। তিনি মূল আরবি প্রকাশক লেবাননের দার আল মা'রিফার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন এবং প্রকাশক ও লেখক উভয়ের পক্ষ থেকে বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার লিখিত অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর আমরা রাসূলুল্লাহর সীরাত নিয়ে কাজ শুরু করি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের অনুবাদক জনাব ফখরুল ইসলাম ভাই পূর্ণকালীন আরবি অনুবাদক হিসেবে সাল্লাবি প্রকল্পের কাজ শুরু করেন। আরও কয়েকজনকে খণ্ডকালীন কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু তখন আকস্মাৎ সিয়ানের ওপর এমন এক ঝড় আসে যে, ঠিকমতো কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর আগেই প্রচণ্ড এ ঝড়ে অনেক কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

ঝড় থামার পর যখন আবার কাজ শুরু করলাম, তখন আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে কিছুটা পরিবর্তন এনে সীরাতুর-রাসূলের অনুবাদ প্রকাশের পূর্বেই খুলাফা' আর-রাশিদূন পর্বটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এর পেছনে যৌক্তিকতা ছিল, ঠিক এই মানের না হলেও সীরাতুর-রাসূলের ওপর বেশ কিছু ভালো বই বাংলা ভাষায় ইতিমধ্যেই রয়েছে এবং তা পাঠকের প্রয়োজন অনেকটা পূরণ করছে। কিন্তু খুলাফা' আর-রাশিদূনের ইতিহাস নিয়ে বাংলা ভাষায় এক নামে রেফার করার মতো ভালো কোনো কাজই নেই। এই জায়গাটিতে বড় একটি শূন্যতা তৈরি হয়ে আছে। তাই আমরা সেটা আগে পূরণ করে এরপর সীরাতুর-রাসূল প্রকাশ করব। ইতিমধ্যে অন্যান্য কিছু প্রকাশনীও সাল্লাবির বইগুলো নিয়ে কাজ শুরু করায় আমাদের সেই চিন্তাটির আর তেমন বাস্তবতা রইল না। তাই আমরা আবার সীরাতুর-রাসূল এবং খুলাফা' আর-রাশিদূন যুগপৎ প্রকাশ করার সিদ্ধান্তে ফিরে আসি।

ﷻ ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করা এক সুবিশাল কর্মযজ্ঞ। বিশাল এই কাজে রয়েছে অনেকের অবদান। পর্দার পেছনেও এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত আছেন অনেকে। সিয়ান টিমের প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বইগুলোর উৎকর্ষ বাড়াতে তাদের কারও অবদানই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহ তাদের সবার কষ্টটুকু কবুল করে নিন, উত্তম বিনিময় দিন।

মহান আল্লাহর সৃষ্টিই যে একমাত্র নিখুঁত—মানুষের প্রতিটি কাজই তার সাক্ষ্য বহন করে চলে। শতভাগ চেষ্টার পরও মানুষের কোনো কাজই নির্ভুল ও নিখুঁত নয়; ভুল থাকবে, আরও উন্নত করার সুযোগ থাকবে সবসময়ই। আমাদের এ কাজটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখিনি।

আপনি পাঠক হিসেবে কোনো ভুল বা অসংগতি আপনার দৃষ্টিগোচর হলে ইমেল অথবা ফোনে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি।

গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পথে আমাদের এই পথ চলায় আপনিও হোন আমাদের অংশীদার।

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
প্রধান সম্পাদক
সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
মার্চ ৩০, ২০১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাদীনায় হিজরাত

হিজরাতের পূর্ব-প্রস্তুতি

মাদীনায় হিজরাতের আগে সুবিস্তৃত, সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত একটি প্রস্তুতিপর্ব ছিল। নবি ﷺ খুব সূক্ষ্মভাবে তা করেছিলেন। সর্বোপরি এটা অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক এবং সম্পন্ন হয়েছিল দুদিক থেকে: মুহাজিরদের মানসিক অবস্থা ও হিজরাতভূমি মাদীনাকে রাজনৈতিকভাবে তাদের উপযোগী করা নিয়ে।

মুহাজিরদের প্রস্তুতি

চিত্তবিনোদন কিংবা রিফ্রেশমেন্টের জন্য ঘুরাঘুরি বা বনভোজনের নাম হিজরাত নয়; বরং নিজ দেশ, পরিবার, আত্মীয়স্বজনের মায়া ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবকিছুর মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর জন্য অন্য দেশে পাড়ি জমানোর নাম হিজরাত। উপার্জনের আরও ভালো সুযোগের জন্যও নয়, আপন আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিরক্ষার খাতিরেই তাদের এ হিজরাত। তবে এটা সহজ কোনো ব্যাপার ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল অনেক কষ্ট ও পরিশ্রমের, অনেক দীক্ষা, প্রশিক্ষণ আর প্রস্তুতির। শেষ পর্যায়ে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার হিজরাত করা যেতে পারে। হিজরাত উপলক্ষ্যে মুহাজিরদের প্রস্তুতির কিছু নমুনা—

ক. অবিচল ঈমানের প্রশিক্ষণ; যার বিশদ আলোচনা আমরা প্রথম খণ্ডে করেছি।

খ. মু'মিনরা এমন এমন জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তারা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে বসবাস করা আর সম্ভব নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুরআনের মাক্কায় অবতীর্ণ অংশে হিজরাতের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ ছিল। সে ইঙ্গিত বুঝতে মু'মিনদের বেগ পোহাতে হয়নি। কেননা পৃথিবীটা মাক্কাতেই সীমাবদ্ধ নয়; আল্লাহর যমিন অনেক বিস্তৃত। আল্লাহ বলেন—

> (আমার এ কথাটি) বলে দাও, হে আমার বান্দারা, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো। যারা এ দুনিয়ায় সৎকাজ করে তাদের জন্য কল্যাণ আছে। আর আল্লাহর যমিন প্রশস্ত। ধৈর্যধারণকারীদের বিনা হিসাবে পুরোপুরি পুরস্কার দেওয়া হবে। [সূরা যুমার, ৩৯: ১০]

সূরা কাহফেও হিজরাতের আলোচনা এসেছে। যে যুবকরা তাদের রবের ওপর পূর্ণ ঈমান এনেছে, নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে গুহায় হিজরাত করেছে, তাদের কথা সবিস্তার আলোচনা করেছে সূরাটি। সাহাবিদের সামনে হিজরাত সম্পর্কে কুরআনে বিধৃত এমন ঘটনা ও আলোচনা তাদের মনে দারুণভাবে দাগ কাটে। তাদের ঈমান আরও অবিচল হয়। তারা নিশ্চিত হন, আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে নিজ দেশ; এমনকি পরিবার-সংসার পর্যন্তও ছেড়ে দেওয়া যায়।

এরপর সূরা নাহ্‌লে কুরআন হিজরাত সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা করেছে। আল্লাহ বলেন,

> নির্যাতিত হওয়ার পর যারা আল্লাহর জন্য হিজরাত করেছে, দুনিয়ায় আমি তাদের উত্তম বাসস্থান দেবো। আর আখিরাতের পুরস্কার তো আরও বড়, যদি তারা জানত! (এরা তারাই) যারা ধৈর্যধারণ করেছে ও তাদের রবের ওপর ভরসা করে। [সূরা নাহ্‌ল, ১৬: ৪১,৪২]

সূরাটির শেষদিকে হিজরাতের অর্থকে আরও ব্যাপক করে দেয় কুরআন। আল্লাহ বলেন:

> যারা নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর হিজরাত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে ও ধৈর্য ধরেছে, (তাদের জন্য) এসব কিছুর পর অবশ্যই তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা নাহ্‌ল, ১৬: ১১০]

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমদের কাছে হিজরাত একটি পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠে। এমন নয় যে, তারা বিষয়টিকে একেবারেই জানেন না। দেশ ছেড়ে পরিবার-পরিজন রেখে আবিসিনিয়ায় হিজরাত করার কার্যত একটা নজির মুসলিমদের সামনে ইতোমধ্যে রয়েছেও বটে।[১]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়াসরিবে প্রস্তুতি

প্রথম খণ্ডের আলোচনাগুলো খেয়াল করলে দেখব যে, শুরুর সেই দিনগুলো থেকে রাসূল ﷺ আনসারদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোনোরকম তাড়াহুড়ো করেননি। দুবছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করেছেন। যখন তিনি নিশ্চিত যে, সেখানে নেতৃত্বের অনুকূল ভালো একটা বলয় গড়ে উঠেছে এবং একই সঙ্গে মাদীনায় মুস'আব ؓ-এর যাওয়ার কারণে পরিবেশটাও হয়ে উঠেছে কুরআনময়, তখনই তিনি হিজরাতের বিষয় নিয়ে ভাবেন।

তা ছাড়াও রাসূল ﷺ আরও নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, মাদীনার আনসার সাহাবিদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ইয়াসরিবের পরিবেশ অনুকূলে হওয়ায় আনসাররাও আল্লাহর রাসূলকে তাদের কাছে হিজরাত করার আর্জি পেশ করেন। এ প্রস্তুতি তো আছেই, তারও আগে আকাবায় আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে আনসারদের এসব বিষয়ে অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা হয় এবং তারা আল্লাহর রাসূলের কাছে আনুগত্যের শপথ নেন। সে সময় রাসূল ﷺ ইয়াসরিবে হিজরাত করে তাদের কাছে চলে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যে কারণে পরিকল্পনা অনুযায়ী তারাও প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাসূলের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকেন। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—নিজ সন্তান ও পরিবার-পরিজনকে তারা যেসব বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন, রাসূল ﷺ-কেও তারা সেসব থেকে সুরক্ষা দেবেন। নবিজিকে কষ্ট দেয় যে মিনাবাসী ও কুরাইশরা, প্রয়োজনে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের মাধ্যমে ফায়সালার ব্যাপারেও সেদিন প্রচণ্ড আগ্রহী ছিলেন আনসার সাহাবিরা। কিন্তু রাসূল ﷺ সময়টাকে উপযুক্ত মনে করেননি বলে তাদের এমনটা করার অনুমতি দেননি; বরং তাদের বলেছিলেন, 'আমাদের এ বিষয়ে এখনো আদেশ দেওয়া হয়নি।'

এভাবেই আনসাররা মাক্কার মুহাজিরদের সাদরে বরণ ও তাদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ইয়াসরিবকে উপযুক্ত করার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। যেন হিজরাতের কারণে মুশরিকদের পক্ষ থেকে কোনো বিপদ এলে শক্ত হাতে তা প্রতিহত করা যায়।[২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিজরাতের সূচনা

দীনের কল্যাণকামী ও আলোর পতাকাবাহী ইয়াসরিববাসী আল্লাহ্‌র রাসূলের হাতে বাই'আত গ্রহণ করে ইসলামকে সুরক্ষা দানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বিষয়টি জানার পর মুশরিকদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। প্রচণ্ডভাবে কেঁপে ওঠে তারা। গোস্বায় মুসলিমদের ওপর নির্যাতন আরও বাড়িয়ে দেয়। নির্যাতনের এমন বেপরোয়া ভাব দেখে রাসূল ﷺ সাহাবাদের মাদীনায় হিজরাতের অনুমতি দেন। মাদীনা হিজরাতের উদ্দেশ্যই হলো—সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। যে রাষ্ট্র পৃথিবীর প্রান্তে দীনের দাওয়াত বয়ে নিয়ে যাবে। ইসলাম ও মুসলিম জাতির সুরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়বে জিহাদে। মুসলিমদের ওপর হাত তোলার সাহস যেন কারও না থাকে এবং আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন ইসলামই যেন সব ব্যবস্থার ওপর বিজয় লাভ করে।[৩] আল্লাহ তা'আলাই মাদীনায় হিজরাত করতে আদেশ করেছেন। 'আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে ৭০ জন লোক যখন বাই'আত নিয়ে গেলেন, তখন তাঁর অন্তর খুশিতে ভরে উঠল। আল্লাহ তাঁর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। রক্তে যুদ্ধের নেশা মিশে আছে, এমন এক জাতিকে তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন।

এদিকে মুসলিমদের হিজরাতের খবর পেয়ে মুশরিক সব দিশেহারা। তারা সাহাবিদের চারপাশ থেকে চেপে ধরল। সংকীর্ণ করে দিলো তাদের জীবনযাপন। নানা গালিগালাজ ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ করে তুলল তাদের জীবন। এই অসহনীয় জুলুমের কথা বলে সাহাবাগণ আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে হিজরাতের অনুমতি চান। রাসূল ﷺ বললেন, নিশ্চয় আমাকে তোমাদের হিজরাতের আবাসন দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী খেজুর বাগান বিশিষ্ট একটা ভূমি।

এরপর কয়েকদিন তিনি চুপচাপ থাকেন এবং একদিন খুব খুশি মনে সাহাবিদের কাছে এসে বললেন, নিশ্চয় আমাকে তোমাদের হিজরাতের স্থান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেটা হলো ইয়াসরিব। তাই যারা আগ্রহী তারা যেন সেদিকে বেরিয়ে পড়ে।

আল্লাহ্‌র রাসূলের মুখ থেকে হিজরাতের অনুমতি পেয়ে মাক্কার মুসলিমরা প্রস্তুতি নিতে থাকেন। কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে, কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই একে একে তারা মাদীনার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবিদের মধ্যে মাদীনায় প্রথম এসে পৌঁছান আবু সালামা ইবনু 'আবদুল আসাদ। এরপর আসেন আমির ইবনু রাবী'আহ , সঙ্গে স্ত্রী লাইলা বিনতে আবু হাস্‌মাহ; তিনি মাদীনায় পালকিতে চড়ে আসা প্রথম নারী। তারপর দলে দলে সাহাবিরা মাদীনায় আসেন। মাদীনায় এসে তারা আনসারদের বাড়িতে ওঠেন। আনসাররাও তাদের সাদরে সম্ভাষণ জানান, নানাভাবে সাহায্য করেন। রাসূল ﷺ পৌঁছার আগেই আবু হুযাইফার মুক্ত দাস সালিম ؓ মুহাজিরদের নিয়ে কুবায় ইমামতি করে সালাত আদায় করেন।

মাদীনার উদ্দেশে মুসলিমদের হিজরাতের খবর শুনে কুরাইশদের ক্ষোভ তখন চূড়ান্ত মাত্রায়। বংশের যেসব যুবকের হিজরাতের খবর পেয়েছিল, তাদের ওপর নৃশংসভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা।

এর আগে আনসারদের একদল মুসলিম যুবক আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে দ্বিতীয় আকাবার বাই'আত অনুষ্ঠানে আনুগত্যের শপথ নিয়ে নিজ এলাকা মাদীনায় ফিরে যান। মুহাজির সাহাবিদের প্রথম দল যখন হিজরাত করে কুবা মাসজিদে এসে পৌঁছান, একই সময়ে আনসারদের কয়েকজন মাদীনা থেকে বের হয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে মাক্কায় আসেন। পরে আবার সেখান থেকে মাক্কার মুহাজিরদের সঙ্গে তারাও হিজরাত করে মাদীনার দিকে রওনা দেন; এরই মধ্য দিয়ে তারা একই সঙ্গে আনসার ও মুহাজির হয়ে যান। সংখ্যায় তারা খুব বেশি ছিলেন না। যাকওয়ান ইবনু 'আব্‌দ কাইস, 'উকবাহ ইবনু ওয়াহাব ইবনু কিলদাহ, আব্বাস ইবনু 'উবাদাহ ইবনু নাদ্‌লাহ, যিয়াদ ইবনু লাবীদ ؓ প্রমুখ। মুসলিমরা সবাই মাদীনার উদ্দেশে হিজরাতে বেরিয়ে পড়েন। রাসূল ﷺ, আবু বাক্‌র ؓ, 'আলি ؓ, আর অসুস্থ অথবা বের হতে অক্ষম এমন কয়েকজন ছাড়া মাক্কায় আর কোনো মুসলিম ছিলেন না।[৪]

মুহাজির মুসলিমদের আটকাতে কুরাইশদের নানা অপচেষ্টা

হিজরাত না করে তখনো যে মুসলিমরা মাক্কায় রয়ে গেছেন, তাদের আটকাতে এমন কোনো চেষ্টা নেই যা কুরাইশ নেতারা করেনি। তারা যেসব চক্রান্ত করেছে, তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো:

১। স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের আলাদা করে ফেলা:

আমরা প্রথম খণ্ডে উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা, হিন্‌দ বিনতে আবু উমাইয়া নিজের ও তার স্বামী আবু সালামার হিজরাতের সময় ঈমানের অবিচলতার কথা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলোচনা করেছি। তিনি বলেন, 'মাদীনায় হিজরাত করার বিষয়ে যখন আবু সালামা রাজি হলেন, তিনি আমার জন্য তার উটটি নিয়ে আসেন। আমাকে সেটার ওপর আরোহণ করান। আমি আমার ছেলে সালামা ইবনু আবু সালামাকে কোলে নিয়ে হাওদায় বসি। মুগীরা ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনু মাখযূম গোত্রের কিছু লোক আমার স্বামীকে দেখে তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, আমাদের ওপর বিজয়ী হবে আর আমরা আমাদের কন্যাকে তোমার হাতে ছেড়ে দেবো, আর তুমি তাকে নিয়ে ভিন দেশে পাড়ি জমাবে?

উম্মু সালামা বলেন, শেষে তারা আবু সালামার হাত থেকে উটের রশি ছিনিয়ে নিয়ে গেল এবং আমাকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধরে নিয়ে গেল।

আবু সালামার গোষ্ঠী 'আবদুল আসাদ বংশ খবর জানতে পেয়ে কুরাইশদের ওপর প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে বলল—না, আল্লাহর কসম, আমরা আমাদের ছেলেকে তাঁদের হাতে ছেড়ে দেবো না।

সালামার মা বলেন, তারা আমার ছেলে সালামাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা ছেলের হাত ছেড়ে দিলে 'আবদুল আসাদ গোত্র তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়; কিন্তু মুগীরা বংশের লোকেরা আমাকে তাদের কাছে আটকে রাখে। শুধু আমার স্বামী আবু সালামা একাই মাদীনায় হিজরাত করে চলে যান।

উম্মু সালামা বলেন, এভাবেই আমাদের তিনজন পরস্পর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমি প্রতিদিন সকালবেলা ঘর থেকে বের হয়ে আতবাহ নামক স্থানে এসে বসে থাকি। একা একা বসে আমি শুধু কাঁদি আর কাঁদি। কাঁদতে কাঁদতে সকাল গড়িয়ে সাঁঝ নামে। এক বছর কিংবা কিছু কম সময় পর্যন্ত আমি এভাবেই কেঁদে যাই। একদিনের ঘটনা—আমি সেখানে বসে আছি। এমন সময় আমার চাচার বংশ মুগীরা গোত্রের এক লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। আমার অবস্থা দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। সহানুভূতি দেখায় আমার প্রতি। পরে সে তার বংশ মুগীরার লোকদের কাছে গিয়ে বলল, আচ্ছা তোমরা কি এই অসহায় মহিলাকে যেতে দেবে না? তোমরা তার থেকে তার স্বামী ও ছেলেকে কেন বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ?

লোকটি এসে বলল, তুমি এখন ইচ্ছা করলে তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উম্মু সালামা বলেন, 'আবদুল আসাদ গোত্রের লোকেরা তখন ছেলেকে আমার কাছে ফেরত পাঠায়।

এরপর আমি আমার উটে চেপে রওনা হই। এসে পৌঁছি আমার স্বামীর কাছে। পথে, তান'ঈম নামক এলাকায়, 'উসমান ইবনু তালহা ইবনু আবু তালহা, 'আবদুদ-দার বংশের ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন তিনি আমাকে বলেন, কোথায় চললে, হে আবু উমাইয়ার মেয়ে?

আমি বললাম, মাদীনায় আমার স্বামীর কাছে।

তিনি বললেন, সঙ্গে কেউ কি আছে?

আমি বললাম, না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। আর আছে আমার এ ছেলেটি।

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি বড়ই অসহায়।

এ কথা বলে তিনি উটের রশি হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চললেন। আল্লাহর কসম, তার মতো এত উদার, এত সম্মানিত আরবের আর কোনো লোককে আমি দেখিনি। একসময় আমরা মাদীনায় এসে পৌঁছি। আমার নামার জন্য তিনি উটকে মাটিতে বসার আওয়াজ করেন। আমি নামা পর্যন্ত তিনি দূরে সরে দাঁড়ান। আমি নেমে গেলে তিনি উট নিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধেন।

কুবার বনু 'আমর ইবনু 'আওফ গ্রামটি দেখে বললেন, এ গ্রামেই তোমার স্বামী থাকেন। মাক্কা থেকে এসে আবু সালামা এই গ্রামেই ওঠেন। উম্মু সালামা নেমে পড়েন সেখানে। আর লোকটি মাক্কায় ফিরে যান।

উম্মু সালামা প্রায়ই বলতেন, আল্লাহর কসম, ইসলামের এমন কোনো পরিবার দেখিনি যারা আবু সালামা পরিবারের মতো কষ্ট ভোগ করেছে এবং এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি, যে কিনা 'উসমান ইবনু তালহার চেয়ে মহৎ।[৫]

হিজরাত থেকে মুসলিমদের আটকাতে গিয়ে কুরাইশরা যে কঠিন পথে হেঁটেছে আবু সালামার পরিবার তার একটা উদাহরণ। তিনি একজন মাত্র ব্যক্তি। অথচ তাকে তার স্ত্রী থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করা হয়। কলিজার টুকরা ছেলের মুখ দেখা থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। তাকে হিজরাত থেকে নিবৃত্ত রাখতেই এত হাঙ্গামা। কিন্তু যখন একজন মু'মিনের অন্তরে ঈমান আস্থার জায়গায় আসন গেড়ে নেয়, তখন কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শক্তিই তাকে ইসলাম থেকে দূরে রাখতে পারে না। মোহ-প্রমত্ত-প্রলোভন অথবা বাধাবিপত্তির কৃপাণ তার অভীষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে পথ আটকে দাঁড়াতে পারে না। হোক না সে বাধাটা তার অতি আপন ব্যক্তি অথবা বস্তু; কিংবা তার জীবনেরই কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন: বাধার পর্বতকে তুড়ি মেরে মাদীনায় হিজরাত করে চলে যান আবু সালামা ﷺ। তার এমন দৃঢ়চেতা ভূমিকার কারণেই মুশরিকদের সব ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আল্লাহর পথের দা'ঈদের জন্য তার নেওয়া পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে আদর্শের খোরাক।[৬]

'উসমান ইবনু তালহা সেদিন যা করলেন, তা সত্যিই এক অসাধারণ কাজ। অথচ তখন তিনি কাফির ছিলেন (পরে অবশ্য ইসলাম গ্রহণ করেন; মাক্কা বিজয়ের পূর্বে)। ঈমানহীন ব্যক্তি হয়েও তাদের কবল থেকেই মুক্তির পথে ছুটতে থাকা অসহায় একজন নারী ও তার শিশুসন্তানকে উটের রশি ধরে মাক্কা থেকে সুদূর মাদীনায় পৌঁছে দিয়ে আসা নিতান্তই কোনো তুচ্ছ ঘটনা নয়। সেকালে তিনি কাফির থাকা সত্ত্বেও উম্মু সালামা ﷺ তার সৎসঙ্গের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি সত্যিকার অর্থেই উত্তম কর্মে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দুর্বলকে সাহায্য করার তার যে মানবিক ঔদার্য, সেটারই প্রশংসা করেছেন উম্মু সালামা।[৭] 'উসমান ইবনু তালহার সহজাত মানবিকতা ও একজন আরব হিসেবে তার মৌলিক চারিত্রিক দৃঢ়তা কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারেনি যে, একজন সম্ভ্রান্ত রমণীকে এই বিপদসংকুল ধু-ধু মরুভূমিতে অনিশ্চয়তার মধ্যে একা ছেড়ে দেবেন। হোক না এই মহিলা অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী; কিন্তু তাকে তো একা একা যেতে দেওয়া যায় না! তা ছাড়া তিনি জানতেন, উম্মু সালামা হিজরাত করছেন মাদীনায়। কুরাইশ কাফিররা তাকে একা পেলে যেকোনো বিপদ ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

হে আমার মুসলিম জাতি, এমন চারিত্রিক মাধুরী আজ কোথায়! বিংশ শতাব্দীতে এসে, সভ্য জগতে বাস করে আজ এমন চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব বড়ই অনুভূত হচ্ছে। সর্বত্রই তো এখন মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, মান-সম্মানের ওপর আঘাত হেনে আনন্দ পাচ্ছে মানুষ বেশের কাপুরুষরা। খুন, রাহাজানি, গুম অহরহ নিত্য ঘটনা। প্রতিদিন খবরের পাতা উলটাতেই আমাদের চোখে মুখে আছড়ে পড়ছে মানবতা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার গাদাগাদা অস্বস্তিকর খবর।

'উসমান ইবনু তালহার ঘটনাটি একটি আদর্শ ঘটনা। আরব সমাজ কলুষিত হওয়ার পরেও যে কয়টা ভালো গুণের চর্চা তখনো পর্যন্ত তাদের মধ্যে ছিল, এই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘটনাটি তার প্রতিনিধিত্ব করে। পৃথিবীর অন্য যেকোনো জাতির তুলনায় আরবরা ভালো কাজের চর্চায় এগিয়ে ছিল অনেক। আর এমন কিছু ভালো গুণ তাদের মধ্যে ছিল বলেই শেষ নবি ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা তাদেরই মধ্য থেকে বেছে নিলেন। [৮]

যুগে যুগে আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করে থাকেন। সবকিছু তাদের অনুগত করে দেন। উম্মু সালামা ইসলামের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় এ বান্দার কাজে মনোযোগী হওয়ার জন্য 'উসমান ইবনু তালহার অন্তরকে বিগলিত করে দিলেন। উম্মু সালামার জন্য তিনি তার সময় ও শ্রম ব্যয় করলেন।[৯] ভালো কাজের প্রতি এগিয়ে যাওয়ার 'উসমানের সহজাত প্রবৃত্তির সপ্রমাণও ঘটনাটি। আর এমন সহজাত স্বভাবই তাকে পরবর্তী সময়ে—হুদাইবিয়া সন্ধির পর—ইসলাম গ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করে। তার হৃদয় আলোকিত হয়ে ওঠে, সম্ভবত উম্মু সালামার সঙ্গে মাদীনার অভিমুখে তার সেই সফরেই।[১০]

ছিনতাই:

মাক্কার ভেতরকার মুসলিমদের হিজরাত করতে বাধা দিয়েই মুশরিকরা ক্ষান্ত হলো না, এবার সীমা অতিক্রম করে অপচেষ্টা চালাচ্ছে হিজরাত করে মাদীনায় চলে যাওয়া মুসলিমদের কীভাবে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। এ অপচেষ্টায় তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলও হয়; একজন মুহাজিরকে মাদীনা থেকে ছিনিয়ে এনে মাক্কায় ফেরত পাঠায়।[১১] মুশরিকদের ছিনতাইয়ের ঐতিহাসিক এই চিত্রটি আমাদের কাছে তুলে ধরেন সাহাবি 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ। তিনি বলেন, যখন 'আইয়াশ ইবনু রাবী'আ , হিশাম ইবনুল 'আস ইবনু ওয়াইল আস-সাহমি এবং আমি মাদীনায় হিজরাত করব বলে ঠিক করেছি। মাক্কা থেকে ১০ মাইল দূরে, সারিফ উপত্যকার ওপরে, গিফার গোত্রের এক গাছ তলায় আমরা তিনজন একত্রিত হব বলে সিদ্ধান্ত হয়। আলোচনায় বলা হয়, আমাদের মধ্যে যে সকালে এই গাছের কাছে আসতে না পারে, তাহলে বুঝতে হবে তাকে আটক করা হয়েছে। সুতরাং বাকি সঙ্গী দুজন এগিয়ে যাবে।

'উমার ﷺ বলেন, সকালে 'আইয়াশ ইবনু আবু রাবী'আ ও আমি গাছটির কাছে আসি; কিন্তু আমাদের হিশামকে আটক করা হয়।[১২]

এরপর আমরা মাদীনায় এসে কুবায় 'আমর ইবনু 'আওফ গোত্রে উঠি। আবু জাহল ইবনু হিশাম ও হারিস ইবনু হিশাম 'আইয়াশ ইবনু আবু রাবী'আর খোঁজে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বের হয়। ‘আইয়াশ ছিলেন তাদের দুজনের চাচাতো ভাই। শেষ পর্যন্ত তার খোঁজ করতে করতে তারা দুজন আমাদের কাছে মাদীনায় এসে হাজির হয়। তখন রাসূল ﷺ মাক্কায়। তারা দুজন ‘আইয়াশের কাছে এসে বলল, তোমার মা মানত করেছেন, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মাথায় চিরুনি পর্যন্ত দেবেন না, ছায়া গ্রহণ করবেন না। তখন আমি তাকে বললাম, ‘আইয়াশ, আল্লাহর কসম, যদি তোমার জাতি তোমাকে চেয়েই থাকে; তবে তা কেবল তোমাকে তোমার দীন থেকে বিচ্যুত করার জন্যই। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হও।

আমি আরও বললাম, আল্লাহর কসম, তুমি ভালো করেই জানো যে, আমি কুরাইশদের মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। আমার সম্পদের অর্ধেক তোমার জন্য। তারপরও তাদের সঙ্গে তুমি যেয়ো না; কিন্তু সে আমার কথা রাখল না। বেরিয়ে গেল তাদের সঙ্গে। যাওয়ার আগে আমি তাকে বললাম, আমি যা বলার তা তো তোমাকে বলেছিই। আমার উটটি সঙ্গে নাও। এটি খুবই দামি ও অত্যন্ত অনুগত। তুমি এর পিঠেই বসে থাকবে। যদি তাদের থেকে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে, তবে সঙ্গে সঙ্গে এটা নিয়ে চলে আসবে। এরপর সে এটাতে চড়ে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে আবু জাহ্ল তাকে বলল—হে আমার ভাই, আল্লাহর কসম, আমার উটটি আমার ভার আর বইতে পারছে না। তোমার উটের পেছনে কি আমাকে বসতে দেবে! তিনি বললেন, অবশ্যই। এরপর আবু জাহ্লকে চড়ানোর জন্য যেই তিনি তার উটনীকে নিচু করলেন, অমনি তারা দুজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে ধরে-বেঁধে মাক্কায় নিয়ে আসে। তার ওপর অনেক নির্যাতন চালানো হয়।[১৩]

‘উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, আমরা বলাবলি করছিলাম, যে বিচ্যুত হয়েছে আল্লাহ তার কোনোকিছুই গ্রহণ করবেন না। তারা তো এমন এক জাতি যারা আল্লাহকে চিনত, তারপর তারা কুফরির দিকে ফিরে গেল। রাসূল ﷺ মাদীনায় এলে আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেন—

> বলে দাও, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ! আল্লাহর রাহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তো সব গুনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। তোমাদের ওপর শাস্তি আসার আগে তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো। তার পরে তোমাদের সাহায্য করা হবে না। আকস্মিকভাবে বা অজ্ঞাতসারে শাস্তি এসে পড়ার আগে তোমাদের রবের নিকট থেকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের (অর্থাৎ কুরআনের বিধানসমূহের) অনুসরণ করো। [সূরা যুমার, ৩৯: ৫৩-৫৫]

'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, আমি আয়াতগুলো আমার নিজের হাতে সহীফাতে লিখে হিশাম ইবনু 'আসের কাছে পাঠাই। হিশাম বললেন, আয়াতগুলো আমার কাছে এলে আমি তুওয়া উপত্যকায় উঠতে উঠতে পাঠ করছিলাম; কিন্তু কিছুতেই এর মর্মার্থ আমার বুঝে আসছিল না। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি—হে আল্লাহ, আয়াতগুলো আমাকে বুঝিয়ে দাও। তিনি বলেন, অবশেষে আল্লাহ আমার অন্তরে আয়াতগুলোর একটা বুঝ দিয়ে দিলেন। আমি বুঝতে পারলাম, এগুলো আমাদেরই বিষয়ে, আমরা আমাদের নিজেদের নিয়ে যা যা বলছিলাম তা নিয়ে এবং আমাদের নিয়ে যা বলা হয়েছে সেসব নিয়েই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর আমি দ্রুত উটের পিঠে উঠে আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে দেখা করি। রাসূল ﷺ তখন মাদীনায় অবস্থান করছিলেন।[১৪]

এই ঘটনাটি আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেয় যে, কীভাবে 'উমার ﷺ তার নিজের জন্য ও তার সঙ্গী 'আইয়াশ ও হিশামের জন্য হিজরাতের পরিকল্পনা করেন। তারা তিনজন কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের ছিলেন। দেখা করার জন্য বেছে নেন মাক্কা থেকে দূরে, হারাম এলাকার বাইরে, মাদীনা যাওয়ার পথে একটি জায়গা। দেখা করার সময় ও স্থান নির্ধারিত হয় খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে। যাতে একজনের অন্যথা হলেও সঙ্গী অন্য দুজন তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন ঠিক ঠিকভাবে। তার অপেক্ষায় থেকে সময়ক্ষেপণ না হয়। কারণ, সে তো ধরা পড়েই গেছে এবং সত্যি সত্যি তাই হয়েছিল। হিশাম ইবনুল'আস ধরা পড়ে যান; কিন্তু বাকি দুজন অর্থাৎ 'উমার ও 'আইয়াশ ﷺ তাদের হিজরাতের কাজ চালিয়ে যান। পরিকল্পনাটি শতভাগ সফল হয়। তারা নিরাপদে মাদীনায় পৌঁছান। [১৫]

ওদিকে কুরাইশ কাফিররা কিছুতেই মুহাজিরদের পিছু ছাড়ছে না। জোঁকের মতো এঁটে আছে তাদের পেছনে এবং মাদীনা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। এসবের মূল হোতা আবু জাহ্ল ও হারিস; দুজনই 'আইয়াশের বৈমাত্রেয় ভাই; কিন্তু 'আইয়াশের কাছে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি চেপে গিয়ে এমনভাবে মাক্কায় ফিরে যাওয়ার বিষয় উপস্থাপন করে যে, তার কোনো ধরনের সন্দেহ জাগেনি। আর সন্দেহ জাগবেই-বা কীভাবে, বিষয়টি যখন তার মায়ের সঙ্গে জড়িত! ষড়যন্ত্রটি মূলত আবু জাহ্লই তুলে ধরে সাহাবি 'আইয়াশের কাছে। কারণ, আবু জাহ্ল ভালো করেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জানত—'আইয়াশ তার মায়ের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। মায়ের কথা বললে সে না গিয়ে থাকতেই পারবে না। তার এমন সহানুভূতির প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন তিনি তাদের দুজনের সঙ্গে যেতে রাজি হন। 'উমার ﷺ তাকে বারণ করা সত্ত্বেও তিনি তাদের সঙ্গে মাক্কায় যেতে রাজি হয়ে যান। [১৬]

ইসলাম তার অনুসারীদের অন্তরে যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করেছে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ওপরের ঘটনাটি। আরেক মুসলিম ভাইয়ের জান ও ঈমানের নিরাপত্তা-চিন্তায় উদ্‌বিগ্ন হয়ে এবং ফিরে যাওয়ার পর মুশরিকরা তাকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে, এ ভয়ে 'উমার ﷺ নিজের অর্ধেক সম্পত্তি তার জন্য উৎসর্গ করে দিতে চেয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত 'আইয়াশ তার মায়ের প্রতি আবেগের মোহ কাটিয়ে উঠতে অক্ষম হন। তাই মাক্কায় গিয়ে তিনি মায়ের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। 'আইয়াশ ﷺ-এর সহজাত নির্মল চারিত্রিক গুণের কারণে তিনি 'উমার ﷺ -এর অর্ধেক সম্পদ গ্রহণ করার প্রস্তাবকেও সসম্মানে এড়িয়ে যান। 'উমার ﷺ মাদীনায় হিজরাত করলেও তার সহায়সম্পত্তি মাক্কাতেই ছিল । 'আইয়াশ এর কিছুই গ্রহণ করেননি। তবে 'উমার ﷺ ছিলেন খুবই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন সাহাবি। 'আইয়াশ ﷺ যদি মাক্কায় ফিরে যান তাহলে তার ওপর কী নির্যাতনটাই না নেমে আসতে পারে— তিনি তা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছিলেন। সেজন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি দরদদিল হয়ে নিজের অর্ধেক সম্পত্তি তাকে দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন; কিন্তু এতেও যখন 'আইয়াশ মাক্কায় ফিরে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হলেন না, তখন 'উমার ﷺ তার দ্রুতগামী ও ভালো জাতের উটনীটি তাকে দেন। তার ব্যাপারে মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতার যে আশঙ্কা তিনি করেছিলেন শেষমেশ সেটাই ঘটল।[১৭]

মুসলিমদের জানা ছিল, যারা বিভ্রান্ত হবে, অন্যদের বিভ্রান্ত করবে এবং জাহিলি সমাজের সঙ্গে উঠাবসা ও মেলামেশা করবে, আল্লাহ তাদের কোনো দান গ্রহণ করবেন না। এরপর আল্লাহর এ কথা নাযিল হয়; আল্লাহ বলেন—

> বলে দাও, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ, আল্লাহর রাহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তো সব গুনাহ মাফ করে দেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। [সূরা যুমার, ৩৯: ৫৩]

আয়াতগুলো নাযিল হতে না হতেই 'উমার ﷺ দৌড়ে গেলেন। তার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন দুভাই 'আইয়াশ ও হিশামের কাছে আয়াতগুলো পাঠিয়ে দেন। যেন তারা মাক্কার কাফিরদের পরিবেষ্টন থেকে নিজেদের মুক্ত করে সে এলাকা ছাড়তে পারে।[১৮]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বন্দি করে রাখা:

হিজরাত করতে বাধা দেওয়ার জন্য একপর্যায়ে কুরাইশরা মুসলিমদের বন্দি করে রাখার কৌশল অবলম্বন করে। মুসলিমদের কাউকে হিজরাত করার উদ্যোগ নিতে জানলেই তারা তাকে আটক করে বন্দি করে রাখত। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখত কোনো একটা ঘরে। বন্দি যাতে পালাতে না পারে, সেজন্য কঠোর পাহারা থাকত। কখনো সেই বন্দিখানা হতো ছাদহীন একটি ঘর। 'আইয়াশ ও হিশাম ইবনুল 'আসকে মুশরিকরা আটকে রেখেছিল এমনই একটা ঘরে, চারপাশে দেয়াল; কিন্তু ওপরে ছাদ নেই।[১৯] ছাদযুক্ত ঘরের অভাব ছিল—ব্যাপারটি এমন নয়; বরং এমন ঘরে রেখে শাস্তির মাত্রা বাড়ানোই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। মাক্কার মতো উত্তপ্ত পরিবেশে রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খোলা আকাশের নিচে থাকাটা অবশ্যই অসহ্য রকমের একটা শাস্তি!

মুসলিমদের আটক রেখে শাস্তি দিয়ে কাফিররা মূলত দুটো উদ্দেশ্য হতো—বন্দিদের হিজরাত করতে বাধা প্রদান। অন্যটা হলো, মাক্কায় তখনো যেসব মুসলিমরা রয়ে গেছেন, আর মনে মনে হিজরাত করার চিন্তা করছেন, তারা যেন বন্দির ঘটনায় ভীত হয় এবং ভুলেও হিজরাত করার চেষ্টা না করে; কিন্তু মুশরিকদের এমন হীন চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। মাদীনা মুনাওয়ারায় হিজরাত করা থেকে তারা মুসলিমদের আটকাতে পারেনি। 'আইয়াশ ও হিশাম ﷺ-এর মতো মাক্কার নিপীড়িত মুসলিমরা বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং মাদীনায় গিয়ে আবাসন গাড়েন।[২০]

হিজরাত করে আসার পর নবি ﷺ মাক্কার দুর্বল মুসলিমদের জন্য কুনুতের সালাত পড়ে দু'আ করেন। বিশেষ করে কয়েকজন মুসলিমের নাম ধরে তিনি দু'আ করেন। হযরত আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখনই শেষ রুকু থেকে মাথা ওঠাতেন, তখন বলতেন—হে আল্লাহ, আপনি 'আইয়াশ ইবনু আবু রাবী'আকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ, আপনি সালামা ইবনু হিশামকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ, আপনি ওয়ালিদ ইবনু ওয়ালিদকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ, আপনি দুর্বল মু'মিনদের মুক্ত করুন। হে আল্লাহ, মুদার গোত্রের ওপর আপনি আপনার চাপ প্রয়োগ করুন। হে আল্লাহ, আপনি সেটাকে (চাপ প্রয়োগকে) ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষে পরিণত করুন।'[২১]

মুসলিমরা তাদের ভাই 'আইয়াশের ছিনতাই হয়ে যাওয়াটা প্রতিকারহীন ছেড়ে দেননি। রাসূল ﷺ তাঁর একজন সাহাবিকে প্রতিনিধি করে মাক্কায় পাঠান। মেধা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শক্তি খাটিয়ে তাদের দুজনকে যে ঘরে বন্দি রাখা হয়, সেখানে আসেন তিনি। মুক্ত করেন উভয়কে এবং তাদের সঙ্গে নিয়েই ফিরে আসেন মাদীনায়।[২২]

সহায়সম্পত্তি থেকে বিতাড়ন করা:

একবার রোমানরা নামির ইবনু কাসিত গোত্রে আক্রমণ করে। তখন সুহাইব ইবনু সিনান আন-নামারি ছোট এক বালক। রোমানরা তাকে বন্দি করে নিয়ে যায়। যারা তাকে বন্দি করে, তিনি তাদের অনেক গালমন্দ করেন। শেষে সাহাবি 'আবদুল্লাহ ইবনু জুদ'আন তাকে কিনে নিয়ে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দেন। 'আম্মার ইবনু ইয়াসিরের সঙ্গে তিনি একই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৩]

সুহাইবের হিজরাতের সময়, কার্যতই ঈমানের সৌন্দর্য ও একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়ার বাস্তবায়ন ঘটে। তিনি সাধ্যের সবটুকু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে ব্যয় করেন। তাওহীদ ও ঈমানের ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হন।[২৪] হযরত আবু 'উসমান আন-নাহদি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে খবর এসেছে যে, সুহাইব যখন মাদীনায় হিজরাত করতে চাইলেন, তখন মাক্কাবাসীরা তাকে বলল, তুমি আমাদের এখানে এসেছিলে নিঃস্ব ও অপমানিত হয়ে। এরপর ধীরে ধীরে আমাদের কাছে তোমার সহায়সম্পত্তি বাড়ে। এভাবেই আজ তুমি এমন অবস্থানে পৌঁছেছ। এখন তুমি তোমার সম্পত্তি নিয়ে চলে যাবে, আল্লাহর কসম, এটা হতে পারে না। তিনি বললেন, আচ্ছা আমি যদি আমার সমুদয় সম্পত্তি রেখে যাই তাহলে তোমরা আমাকে চলে যেতে দেবে তো?

তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর সুহাইব তার সব সম্পত্তি জমা করে তাদের দিয়ে দেন।

সুহাইবের ঘটনাটি শোনার পর রাসূল ﷺ বললেন, সুহাইব লাভবান হয়েছে, সুহাইব লাভবান হয়েছে।[২৫] সাহাবি ইকরামা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুহাইব যখন হিজরাতের উদ্দেশে বের হন, তখন মাক্কাবাসীরাও তাকে অনুসরণ করে পেছনে পেছনে আসে। সুহাইব তার পিঠে থাকা তূণীর থেকে একে একে চল্লিশটি তির বের করে আনেন। পেছন পেছন আসা কাফিরদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার কাছাকাছি পৌঁছার চেষ্টা করো না; তাহলে তোমাদের প্রত্যেকের দিকে আমি তির ছুড়ে মারব। তির শেষ হলে তরবারি হাতে নেব; আর তোমরা তো ভালো করেই জানো যে, আমি একজন পুরুষ (বীরপুরুষ)।'[২৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইকরামা বলেন, এরপর আল্লাহর রাসূলের ওপর নাযিল হয় কুরআনের এ আয়াত, আল্লাহ বলেন—

> মানুষের মধ্যে আবার এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আল্লাহ (তাঁর) বান্দাদের প্রতি পরম স্নেহপরায়ণ। [সূরা বাকারাহ, ২: ২০৭]

রাসূল ﷺ তাকে দেখে বলে উঠলেন, আবু ইয়াহইয়া, ব্যবসা সফল হয়েছে। তারপর এ আয়াত তাকে তিলাওয়াত করে শোনান।[২৭]

সুহাইব ﷛ দীনের জন্য যে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, বিনিময়ে তিনি কোনো পদের দাবি তোলেননি। নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিনিময়ে তাকে দুনিয়ার কোনো পদপদবি আর্থসামাজিক কোনো সুবিধা দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেননি।

মাক্কা ছেড়ে মাদীনার মু'মিনদের দলে যুক্ত হওয়ার জন্য তার যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা ছিল, তা তিনি স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছেন। দীনের পথে, আল্লাহর খুশি কামনা করে নিজের সবকিছু যেভাবে উজাড় করে দিয়েছেন, তা মুসলিম তরুণ-যুবকদের জন্য এক অনন্য নজির হয়ে থাকবে। আশা করা যায় যুবকরা অনুপ্রাণিত হয়ে তারই দেখানো পথে ইসলামের কাজে এগিয়ে আসবে। [২৮]

মহান হিজরাতের অনেক অনেক বিরল ঘটনার মধ্যে আমরা মাত্র কয়েকটা ঘটনার অবতারণা করেছি এখানে। হিজরাতের প্রক্রিয়াটি আগাগোড়া এমন অগুনতি ঘটনায় ভরপুর। দীনের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া, নিজেকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করার মতো ত্যাগের বিরল সব ঘটনা ছড়িয়ে আছে হিজরাতের ঘটনার পরতে পরতে। সম্মানের সৌধ গড়ে মর্যাদা অর্জন কীভাবে করা যায়, সে শিক্ষাটা মুসলিম উম্মাহ এখান থেকেই পেতে পারে। [২৯]

মুহাজিরদের সাদরে গ্রহণ এবং মু'মিনদের অন্তরে এর প্রভাব:

মাদীনার আনসার সাহাবিদের ঈমান আনা, আল্লাহর রাসূলের কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ এবং সাহায্য-প্রতিশ্রুতির একটা ফল হলো, তারা রাসূল ﷺ ও মুসলিমদের মাদীনায় হিজরাত করার আহ্বান জানান। অন্য একটা সুফল হলো, মুহাজির সাহাবিদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আনসারদের বাড়িঘরের দরজা মুহাজির নারী-পুরুষদের জন্য অবারিত করে দেওয়া হয়। আনসাররা তাদের সাদরে গ্রহণ করে নেন । একটি বাড়িতে ভাগাভাগি করে থেকেছেন একজন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুহাজির ও একজন আনসার। একজন মহিলা আনসার ও একজন মহিলা মুহাজির। আনসাররা কেবল মুহাজিরদের জন্য আবাসনেরই ব্যবস্থা করেননি; বরং তারা তাদের ধনসম্পদও মুহাজিরদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিয়েছেন অকাতরে। নিজের পাতের খাবার তুলে দিয়েছেন মুহাজির ভাইয়ের মুখে। তাদের ওপর অর্পিত ইসলামের দায়িত্বগুলো পালন করেছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। মুহাজিরদের সাদরে ঠাঁই দিয়েছে যাদের ঘরগুলো:

১) কুবার মুবাশশির ইবনু 'আবদুল মুনযির ইবনু যানবারের বাড়ি: মুহাজির নারী-পুরুষদের একটি দল তার বাড়িতে এসে ওঠেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাবের পরিবার ও গোত্রের কয়েকজন, কন্যা হাফসা ﵂ ও তার স্বামী এবং 'আইয়াশ ইবনু আবু রাবী'আহ ﵁ মাদীনায় এসে এ বাড়িতেই বসবাস করেন।

২) সুনাহ নামক জায়গায় হারিস বংশের আরেক ভাই খুবাইব ইবনু ইসাফের বাড়ি:[৩০] তালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উসমান ও তার মা এবং সুহাইব ইবনু সিনান এ বাড়িতে এসে ওঠেন।

৩) নাজ্জার গোত্রের আস'আদ ইবনু যারারার বাড়ি: বলা হয় হামযাহ ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব এ বাড়িতে এসে ওঠেন।

৪) নাজ্জার গোত্রের আরেক শাখার সা'দ ইবনু খাইসামার বাড়ি: একদল অবিবাহিত মুহাজির বাড়িটিতে হিজরাতের পর বসবাস করতেন বলে বাড়িটির নামই হয়ে যায় 'অবিবাহিত বা কুমারদের বাড়ি।'

৫) বাল'আজালানে আরেক শাখা কুবার 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামার বাড়ি: মাক্কায় হিজরাত করে এসে এখানে ওঠেন 'উবাইদা ইবনু হারিস, তার মা সাখীলা, মিসতাহ ইবনু আসাসাহ ইবনু 'আব্বাদ ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব, তুফাইল ইবনু হারিস, তুলাইব ইবনু 'উমাইর, হুসাইন ইবনু হারিস।

৬) জাহজাবই গোত্র ও মুহতাদিন অর্থাৎ মুনযির ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'উকবাহর বাড়ি: এখানে এসে ঠাঁই নেন যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম, তার স্ত্রী আসমা বিনতে আবু বাক্র, আবু সাবরাহ ইবনু আবু রুহম, তার স্ত্রী উম্মু কুলসুম বিনতে সুহাইল।[৩১]

৭) 'আবদুল আশহাল গোত্র এবং মুহতাদিন অর্থাৎ সা'দ ইবনু মুআয ইবনু নু'মানের বাড়ি: মুস'আব ইবনু 'উমাইরের স্ত্রী হামনাহ বিনতে জাহাশকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিয়ে এখানেই এসে ওঠেন।

৮) নাজ্জার গোত্র ও মুহতাদিন অর্থাৎ আওস ইবনু সাবিত ইবনু মুনযিরের বাড়ি: 'উসমান ইবনু 'আফফান ও তার স্ত্রী, আল্লাহ্‌র রাসূলের কন্যা রুকাইয়া ﵂।[৩২]

আনসারদের এমন বণ্টন ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান রাসূল ﷺ ও তাঁর মুহাজির সাহাবিদের মাদীনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমনকি আল্লাহ্‌র রাসূলের ওফাতের পরেও মুহাজিররা মাদীনায় খুব সুন্দরভাবে বসবাস করে গেছেন। মিলমিশ করে একসঙ্গে বসবাস করার এমন দৃষ্টান্ত যেকোনো মানুষের অন্তরকেনাড়া দেবেই।[৩৩]

উদার মানসিকতা, অবিচল ঈমান, লেনদেনের ব্যাপারে স্বচ্ছ সততার মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব। আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের মাঝে গড়ে ওঠে আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসার সেতুবন্ধন। তবে ফাঁকফোকরে প্রশ্ন ওঠে, আনসারদের এ বাড়িগুলোতেও যে পরস্পরে বিবাদের কিছু ঝাপটা লেগেছিল, আমরা কেন সেগুলো আমলে নিই না! কিংবা এর সপক্ষে তুলে ধরি না শক্তিশালী কোনো রেফারেন্স? কলহ-বিবাদে নাম করেছেন এমন মুসলিম নারীদের নামই বা কেন কোথাও উল্লেখ করা হয় না?

ইসলাম সত্য এক দীন। প্রতিটি সত্তার নড়াচড়ার মাপকাঠি হিসেবে ইসলাম নির্ধারণ করেছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। মুসলিমদের পরস্পরে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা ও দীনকে সাহায্য করার বিষয়টিকে ঘোষণা করা হয়েছে উন্নত চারিত্রিক সুষমা হিসেবে। এর সূচনা হয়েছিল আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে আনুগত্যের শপথ করার মাধ্যমে। তাদের অন্তরে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। প্রত্যেক সাহাবি সততার সঙ্গেই মুসলিম উম্মাহ্‌র একতার জন্য কাজ করেছেন। কবরের শাস্তি, কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি এবং বিনিময়ে সাওয়াব ও জান্নাতে যাওয়ার আশা নিয়ে তারা এমন ভালো কাজগুলো করেছেন। এটা ঈমানের সুদৃঢ় দেয়ালের ভেতরের উষ্ণতা, ব্যক্তি ও চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং নিয়তের বিশুদ্ধতার প্রতীক। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আনুগত্যের শপথ করেছেন এবং যে মুসলিম নারীই জেনেশুনে আনুত্যের শপথ নিয়ে দীনের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন, তারা মনগড়া কিছু করেননি; যে আদেশ তাদের করা হয়েছে, তারা তা-ই তামিল করেছেন মাত্র। একনিষ্ঠ ছিলেন কথা ও কাজে। যা বলতেন, বুঝেশুনেই বলতেন। আল্লাহকে ভয় করতেন সর্বাবস্থায়; কি প্রকাশ্যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কি গোপনে। কেবল আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে পেরেছেন বলেই আনসাররা নিজেদের কোঁচড়ে ঠাঁই দিতে পেরেছিলেন মুহাজিরদের। প্রত্যেকেই কাজ করতেন, সর্বস্ব বিলিয়ে দিতেন তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য।

আনসাররা যা করেছেন, এর চেয়ে উত্তম পারস্পরিক সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিরল নজির আর হতে পারে না। পার্থিব কোনো প্রাপ্তির আশা তাদের মনে ঘুণাক্ষরেও জাগেনি। আল্লাহই দেবেন তার প্রতিদান, সাওয়াব দেবেন একমাত্র তিনিই—এমন আশাতেই অনুপ্রাণিত ছিলেন তারা।[৩৪]

ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দান-অনুদানের বিষয়টি খুবই স্পষ্ট; আমরা প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি মুহূর্তে মাদীনার আনসার সাহাবিদের এমন ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা বলেই যাব। আমরা আজকের সামসময়িক বিশ্বের 'ব্রেইন ওয়াশড' মুসলিমদের কাতারে গিয়ে গবেষণার নামে হয়তো তাদের কিছু দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করলাম, এতে ফায়দা কী? ক্ষুদ্র দিয়ে বৃহৎ ঢাকার চেষ্টা? সাহাবিরা তো আমাদের মতো ছিলেন না! ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে আগের মতো নিষ্পাপ হয়ে যেতেন। ভুলের জন্য অনুতাপ তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। মানবিক দুর্বলতাগুলো ডিঙিয়ে দীনের জন্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য তারা যা করেছেন, তার তুলনা চলে না। আনসার সাহাবিরা মাক্কায় আগত মুহাজির দলটির জন্য নিজেদের ঘরের সবগুলো দুয়ার খুলে দেন; নিছক দু-একজন ব্যক্তির জন্যই নয়; বরং যত জন মুহাজির মাদীনায় এসে ওঠেন, তাদের সবাইকেই তারা নিজেদের করে নেন, আপন করে নেন। আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি দু-এক দিনের জন্য ছিল না, আনসারদের ঘরে মুহাজিররা বসবাস করেন মাসের পর মাস। খাবার খান ধারাবাহিকভাবে। তাদের কাছে আগত মুহাজির ভাইদের জন্য আনসাররা নিজেদের ধনসম্পদ বিলিয়ে দেন। আপন করে নেন ভালোবাসা দিয়ে। পাশে গিয়ে দাঁড়ান তাদের সুবিধা-অসুবিধায়। আমরা এখন এমন এক ইসলামি সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, যা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। নিজেদের আদর্শের জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আনসারদের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দান-অনুদানের কোনো কাজে লাগতে পারছিলেন না মুহাজিররা। মাদীনায় এলে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার অঙ্গীকার ছিল, কিন্তু এই রকম অন্য-বস্ত্র-বাসস্থানের আশা ও নিশ্চয়তা তাদের সামনে ছিল না। মাক্কায় মুহাজিররা সব ত্যাগ করে এলেন, মাদীনায় আনসাররা নিজেদের অঙ্গ-অংশ ত্যাগ করে বাস্তুভিটা ছেড়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসা মুহাজিরদের সমীপে তা নিবেদন করে দিলেন। কুরআন তাদের ভূষিত করে এভাবে—

(এ সম্পদ) দেশত্যাগী গরিবদের জন্য (গরিব মুহাজিরদের জন্য), যারা তাদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে; তারাই সত্যবাদী। [সূরা হাশ্‌র, ৫৯: ৮]

মাদীনার নতুন পরিবেশ গড়ে ওঠে ঈমান, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির ওপর ভিত্তি করে। তবে রাসূল ﷺ তখন পর্যন্ত মাদীনায় হিজরাত করেননি। শিষ্যরা যেভাবে ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ-কে সাহায্য করেছিলেন, তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে নিজ জাতির কাছে গ্রহণযোগ্যতা আছে এমন ১২ জন আনসার সাহাবি প্রতিনিধির কাছ থেকে তাকে নিরাপত্তা দিতে পারবেন মর্মে আশ্বাস পেয়েই কেবল রাসূল ﷺ পরবর্তী সময়ে হিজরাত করেন। ইতোমধ্যে হিজরাত করে মাদীনায় চলে এসেছেন মুহাজিরদের নেতৃত্বস্থানীয় দলটিও; তারা মাদীনার মুসলিমদের নবি ﷺ-এর দেখানো পথের কথা বলেন, শোনান নবি ﷺ-এর মুখনিঃসৃত অমিয় বাণী। তাদের এমন দাওয়াতি প্রচেষ্টার কারণেই সেখানে একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে এবং মুহাজিরদের এ দলটির তত্ত্বাবধান পেয়েই রাসূল ﷺ সেখানে হিজরাত করেন।[৩৫]

নতুন এ সমাজের অনন্য ও বিরল একটি বৈশিষ্ট্য হলো, শ্রেণিবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার কবর রচনা করা। ছোট-বড়, সাদা-কালো কিংবা ধনী-গরিবের কোনো ফারাক ছিল না সমাজটিতে। তাদের সালাতের ইমামাত করতেন হুযাইফা ﷺ-এর মুক্ত করা দাস সালিম ﷺ। তিনি তাদের সবার মধ্যে ভালো কুরআন পড়তে জানতেন। অথচ তাদের মধ্যে অনেক নেতা ছিলেন। আনসার-মুহাজির, কুরাইশ, আওস এবং খাযরাজের বড় বড় সব নেতাই সেখানে ছিলেন। সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, অথচ সালাতের ইমামাত করছেন তাদের কেউ নন, একজন কুরআনের হাফিজ। সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হতো কুরআনের পাঠক ও বাহককে। তিনি কেবল সালাতেরই ইমামাত করতেন না, যুদ্ধের ঝান্ডাও থাকত তার হাতে। ইসলামের সোনালি সে যুগে কুরআনের বাহক আর যুদ্ধের পতাকাবাহীর মাঝে কোনো তফাত ছিল না। আজ আমাদের সমাজে এ প্রভেদটা বড়ই প্রকট। নেতৃত্বটা আজ দুইটা শিবিরে বিভক্ত; সালাতের ইমামাত করছেন কুরআনের বাহকগণ, আর আল্লাহর পথে জিহাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব কেবল মুজাহিদগণের কাঁধে। আমরা এই রকম ধারণা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও মানসিক বৈকল্য নিয়েই ইসলাম পালন করে যাচ্ছি। ইয়ামামার যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা বহন করছিলেন হুযাইফা ﵁-এর সেই মুক্ত করা দাস সালিম ﵁; যুদ্ধের একপর্যায়ে তার ডান হাত কেটে গেলে বাম হাতে তুলে নেন পতাকা। বাম হাতও কেটে যায় একসময়; তিনি এবার কাঁধ ও ঘাড়ের সাহায্যে পতাকা আঁকড়ে ধরেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, একপর্যায়ে তিনি শহিদ হন আল্লাহর পথে।[৩৬]

নতুন ইসলামি সমাজের অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহর পথে মানুষকে প্রকাশ্যে আহ্বান করা। কারও আর জানার বাকি নেই যে, ইয়াসরিবের অধিকাংশ নেতা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন। দাওয়াতি কাজ থেকে কেউই পিছিয়ে নেই; কি যুবক, কি নারী, কি পুরুষ সবাই মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার কাজে নেমে পড়েছেন। দ্বারে দ্বারে দিয়ে যাচ্ছেন মাদীনায় আল্লাহর রাসূলের আগমন ও কর্মতৎপরতার সুসংবাদ।

আবিসিনিয়ায় অবস্থানকারী মুসলিম সমাজ এবং ইয়াসরিবে অবস্থাকারী মুসলিম সমাজে একটা তুলনা করা যেতে পারে। আবিসিনিয়ার মুসলিম সমাজ যত না—ইসলামি সমাজের ছাপ বহন করছিল, তার চেয়ে রাজনৈতিক একটা আশ্রয় এবং প্রবাসী কলোনির ছাপ বহন করছিল বেশি। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, মুসলিমরা সেখানে 'ইবাদাতের পুরোপুরি স্বাধীনতা পেতেন। অমুসলিম সমাজ থেকে তাদের বসবাস দূরে হওয়ার কারণে দীনের দাওয়াত দিয়ে তারা নিকটবাসী খ্রিষ্টানদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত প্রভাব ফেলতে পারছিলেন না। মাক্কায় ইবাদাত করার কোনো স্বাধীনতা ছিল না, দাওয়াত দেওয়ার জন্যও মিল ছিল না সেরকম কোনো সুযোগ, এমন বৈরী পরিবেশের কারণে যদিও আবিসিনিয়ায় সাহাবিরা হিজরাত করেন, কিন্তু আবিসিনিয়ায় এসেও সে সুযোগ যে খুব একটা মিলেছে সে কথা বলা যাবে না। বিপরীতে মাদীনার চিত্রটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুহাজিররা সেখানে বৈরী কোনো পরিবেশে নয়, বন্ধুভাবাপন্ন একটা পরিবেশে গিয়ে ওঠেন। নিশ্চিন্ত মনে তারা মানুষকে আহ্বান করেন আল্লাহর পথে। আল্লাহর 'ইবাদাত করেন স্বাধীনভাবে। এজন্যই আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণ কেবল মাদীনায় হিজরাত করার খবরটি শুনেই সেখান থেকে মাদীনার দিকে রওনা দেন। তারা মাদীনায় হিজরাতের খবর শুনে আর দেরি করেননি, সোজা মাদীনায় গিয়ে ওঠেন। শুধু নেতৃত্বস্থানীয় কয়েকজন মুহাজিরকে সেখানে থেকে যেতে বলা হয়। যুগ যুগ ধরে পৌত্তলিক মুশরিকদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে এভাবেই মাদীনা হয়ে ওঠে আল্লাহর রাসূলের শহর, মুসলিম শহর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়াসরিব এখন আর ইয়াসরিব নেই, তার নাম এখন মাদীনাতুন নবি বা নবির শহর। পৌত্তলিকতার কবল থেকে মুক্ত হয়ে নবির শহরে গড়ে ওঠে একটি পূর্ণাঙ্গ মুসলিম সমাজব্যবস্থা। মূলত এ সমাজটির কার্যকর ভিত্তিস্থাপন এবং উন্নতি শুরু হয় প্রথম আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে ১২ জন সাহাবি মাদীনায় ফিরে আসার পর পরই। এ দলটির নেতৃত্বে ছিলেন আস'আদ ইবনু যারারাহ। কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, তারা কেবল দাওয়াতি মিশন নিয়েই ঘুরে বেড়ান মানুষের দ্বারে দ্বারে। তাদের কাজের পরিসর, ব্যাপকতা ও পরিধি পূর্ণতা পায় ৭০ জন সাহাবি ফিরে আসার পর। ৭০ জনের এ দলের সবার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সামাজিক জ্ঞান ছিল পূর্ণমাত্রায়। একত্র হয়ে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, তাদের দেশটি হবে পৃথিবীর বুকে মুসলিমদের প্রথম রাজধানী। বাইরের শত্রুর যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার প্রস্তুতি তারা নিয়ে রাখেন। এভাবেই রাসূল ﷺ মাদীনায় তাদের কাছে আসার ক্ষণ ঘনিয়ে আসে।

যে নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য রাসূল ﷺ অবিশ্রান্তভাবে তাঁর মেধা সময় ও শ্রম দিয়েছিলেন, তার সুফল বইতে শুরু করেছে এখন। সুফলের প্রভাবটা বেশি অনুভূত হচ্ছে মাদীনার নতুন এ সমাজের উদ্যমতা ও তৎপরতার মধ্য দিয়ে। রাসূলের নেতৃত্বকে যেমন তারা নিজেদের কল্যাণের চাবিকাঠি জ্ঞান করে লুফে নিয়েছে, তেমনি ইসলামের সমস্ত বিধি-নিষেধ পালনেও একনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্ব মিলেমিশে হয়ে গেছে একাকার।

রাসূল ﷺ খাঁটি মনের এ মানুষগুলোকে তৈরি করেছেন সুনিবিড় তত্ত্বাবধানে। একতার গলনপাত্রে ঢেলে সাজিয়ে তুলে এনেছেন পাকসাফ করে। সিসাঢালা প্রাচীরতুল্য এক সুদৃঢ় ঢাল ও শক্তিতে পরিণত করেন তাদের। সাহাবিরা উদ্ধত কাফিরদের বিপক্ষে, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে জিহাদ করার শপথ নেওয়ার পরই মুসলিম সমাজের ওপর ভিত্তি করে ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এ কারণে আমরা বলতে পারি, পৃথিবীতে ইসলামি সমাজকে সুরক্ষা দেওয়ার মতো যথাযথ প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পরই কেবল ইসলামি সমাজ গড়ে ওঠে আপন ভিত্তিতে।[৩৭]

ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে মাদীনাকে বেছে নেওয়ার কারণ:

মাদীনাকে হিজরাত ও দাওয়াতের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়ার পেছনে আল্লাহর কী প্রজ্ঞা কাজ করেছে, সে রহস্য আল্লাহই ভালো জানেন। তবে আমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এতটুকু বলতে পারি, শহরটি প্রাকৃতিকভাবেই সুরক্ষিত ও যুদ্ধ উপযোগী। সুরক্ষিত হওয়ার দিক থেকে আরব উপদ্বীপের আর একটি শহরও এর ধারে কাছে ছিল না। বিস্তৃত পাহাড়শ্রেণি আগলে আছে মাদীনার পশ্চিম ও পূর্ব দিক; চাইলেও কেউ এই দুটি দিক দিয়ে শহরটিতে আক্রমণ করতে পারবে না। কেবল উত্তর দিকটি উন্মুক্ত ছিল; তাতেও নিরাপত্তার কোনো সমস্যা ছিল না (৫ম হিজরিতে, আহযাব যুদ্ধে পরিখা খনন করে রাসূল ﷺ এ দিকটি থেকে মাদীনাকে সুরক্ষা দেন)। অন্যদিকে দক্ষিণ দিক খেজুরবাগান ও ঘন ঝোপঝাড়ে বেষ্টিত ছিল; কোনো সৈন্যদল আক্রমণ করার ইচ্ছায় এ দিকটাকে যদি বেছেও নেয়, তবে তাদের মাড়াতে হবে খুবই সংকীর্ণ ও বিপৎসংকুল পথ। যেখানে কোনো ভাবেই সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। সারিবদ্ধভাবে এগোনোর কোনো সুযোগ নেই এ পথ ধরে।

সামরিক বিবেচনায় ছোট একটা পাহারাও অনেক সময় সামরিক শৃঙ্খলাকে ধূলিসাৎ করা এবং সামনে এগোতে বাধা দানে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেন, মাদীনার একটি দিক ছিল খোলামেলা। আর বাকি সবগুলো দিক ছিল বাড়িঘর এবং খেজুর বাগানে পরিবেষ্টিত, কোনো শত্রুদল বাধাগুলো অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখত না।[৩৮]

মাদীনাকে বেছে নেওয়ার পেছনে আল্লাহর প্রজ্ঞার কথা জানাতে গিয়ে হিজরাতের আগে রাসূল ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের হিজরাত করার জায়গা দেখেছি। দু-লাবাতের মাঝে খেজুর বেষ্টিত।'[৩৯] এরপর হিজরাতে আগ্রহী সাহাবিরা দল বেঁধে মাদীনায় হিজরাত করেন।

মাদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র দুটির লোকজন ছিল আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, সাহসী, শক্তিশালী ও স্বাধীনচেতা। কারও সামনে নত হওয়ার নজির তাদের ইতিহাসে নেই। তারা কখনো কোনো গোত্র কিংবা কোনো শাসন কর্তৃত্বের কাছে নতজানু হয়ে কর দেয়নি। ইবনু খালদূন বলেন, এ দুটি গোত্রই ইয়াসরিবে প্রভাব বিস্তার করে ছিল। ইয়াসরিবের প্রতিরক্ষার সবগুলো দিক ছিল তাদের নখদর্পণে। আওস ও খাযরাজের এমন শক্তিমত্তা দেখে প্রতিবেশী মুদার গোত্র তাদের দলে এসে যোগ দেয়।

আল্লাহ্‌র রাসূলের মামার বংশ 'আদি ইবনু নাজ্জার গোত্রেরই একজন নারী ছিলেন দাদা 'আবদুল মুত্তালিবের মা; হাশিম 'আদি ইবনু নাজ্জার গোত্রের একজন 'আমরের কন্যা সালমাকে বিয়ে করেন। তার ঘরেই জন্ম নেন আল্লাহ্‌র রাসূলের দাদা 'আবদুল মুত্তালিব। হাশিম ছেলেকে সালমার কাছে রেখে চলে আসেন। বয়ঃসন্ধিক্ষণে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পৌঁছার আগেই চাচা মুত্তালিব তাকে মাক্কায় নিয়ে আসেন। আরব সামাজিক জীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ককে অত্যন্ত সমীহ করা হতো। আবু আইয়ুব আল-আনসারি এমনই একজন আত্মীয়, রাসূল ﷺ মাদীনায় গিয়ে যার বাড়িতে ওঠেন।

মাদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা ছিলেন কাহতান বংশের মুহাজির, মাক্কার প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা এবং এর আশপাশের লোকজন ছিলেন 'আদনানের বংশধর। রাসূল ﷺ হিজরাত করে মাদীনায় এলে আনসাররা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। সেখানেই 'আদনানি ও কাহতানি আরবরা ইসলাম নামের একই পতাকা তলে সমবেত হন। যেন সবাই মিলে হয়ে ওঠেন একটি শরীর, একই আবেগ ও আক্রোশ সম্মিলিত করে তাদের সকলকে। অথচ জাহিলি যুগে তারা পরস্পরে শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করত, বংশ গৌরবের প্রতিযোগিতায় নামত; কিন্তু আজ তারা এক হয়ে যাওয়ায় শয়তান জাহিলি ধারায় কাহতানি কিংবা 'আদনানি সূত্রিতার কোনো জিদ উসকে দেওয়ার রাস্তা পাচ্ছিল না। এভাবেই রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের বসবাস, দীনের দাওয়াত ও দাম্ভিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য মাদীনা হয়ে ওঠে যথোপযুক্ত ভূমি। মাদীনা নামক সুদৃঢ় কেন্দ্র থেকেই ইসলাম তার আপন মহিমায় গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। প্রথমে জয় করে নেয় আরব উপদ্বীপ, তারপর একে একে তার বিজয় নিশান নিয়ে ছুটে চলে পৃথিবীর দিকে দিকে, পথে-প্রান্তরে।[৪০]

১) মাদীনার প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূলের মুগ্ধতা এবং এর জন্য তাঁর দু'আ:

রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে এ বলে দু'আ করেছেন, 'মাক্কা যেমন আমাদের প্রিয়, হে আল্লাহ, আপনি মাদীনাকে আমাদের কাছে সেরূপ প্রিয় করে তুলুন বা তার চেয়েও বেশি।'[৪১] হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল ﷺ যখনই কোনো সফর থেকে ফিরতেন, তিনি মাদীনার উঁচু উঁচু রাস্তার দিকে তাকাতেন, তাঁর উটনীকে জোরে হাঁকাতেন। আর যদি (উটনী না হয়ে) অন্য কোনো বাহন হতো, তাহলে সেটাকে দ্রুত ছোটাতেন।' [৪২]

২) মাক্কার তুলনায় মাদীনাতে দ্বিগুণ বারাকাহর জন্য আল্লাহর কাছে আল্লাহ্‌র রাসূলের দু'আ:

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন তাদের গাছের প্রথম ফলটি আল্লাহ্‌র রাসূলের দরবারে নিয়ে আসতেন। রাসূল ﷺ সেটা দেখে বলতেন, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ফলে আমাদের জন্য বারাকাহ দিন, বারাকাহ দিন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের মাদীনাতে, বারাকাহ্ দিন সা'-এ এবং বারাকাহ্ দিন আমাদের মুদ্দ-এ। হে আল্লাহ, নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন আপনার বান্দা, আপনার বন্ধু এবং আপনার একজন নবি। আর আমিও আপনার বান্দা এবং আপনার একজন নবি। তিনি মাক্কার জন্য আপনার নিকট দু'আ করেছিলেন। আর আমিও মাদীনার জন্য আপনার কাছে সেই দু'আ করছি, যা তিনি মাক্কার জন্য করেছিলেন এবং তার অনুরূপ।'[৪৩]

৩) আল্লাহ্র রাসূলের বারাকাহর কল্যাণে মাদীনাকে দাজ্জালের হাত থেকে ও প্লেগ রোগের প্রকোপ থেকে সুরক্ষা দান:

আল্লাহ তা'আলা মাদীনার সুরক্ষার জন্য একদল ফেরেশতা নিয়োজিত করে দেন। তাদের নিরাপত্তা দেওয়াল ভেদ করার সাধ্য দাজ্জালেরও নেই। সে সময়ে মাদীনায় বসবাসরত কাফির-মুনাফিকদের দাজ্জালের কাছে ছুড়ে মারবে। এমনিভাবে রাসূল ﷺ মাদীনাবাসীর সুস্বাস্থ্যের জন্য দু'আ করেছিলেন বলে সেখানে প্লেগ থাবা বসাতে পারেনা।[৪৪]

৪) মাদীনার দুর্দিনে ধৈর্য ধরার ফজিলত:

যে ব্যক্তি মাদীনার কঠিন দিনে এবং রুটি-রুজির অনটনের দিনে ধৈর্যধারণ করবে, রাসূল ﷺ কিয়ামাতের দিন তার জন্য সুপারিশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৪৫] সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মাদীনা তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা জানত। যে ব্যক্তি মাদীনার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে মাদীনাকে ছেড়ে যাবে না, আল্লাহ তাকে এর থেকেও উত্তম একটা অবস্থানে উপনীতকরবেন।'[৪৬]

৫) মাদীনায় মারা যাওয়ার ফজিলত:

ইবনু 'উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যার পক্ষে সম্ভব সে যেন মাদীনায় মৃত্যুবরণ করে; কারণ, যে ব্যক্তি সেখানে মারা যাবে, আমি তার জন্য সুপারিশ করব।[৪৭] হযরত 'উমার ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه এ দু'আটি প্রায়ই করতেন, 'হে আল্লাহ, আপানার পথে শহিদ হওয়ার এবং আপনার রাসূলের শহরে মৃত্যুবরণেরতাওফীকদিন।[৪৮]

আল্লাহ তা'আলা 'উমার ফারূক رضي الله عنه-এর দু'আ কবুল করেন; 'উমার رضي الله عنه ফাজ্রের সালাতের ইমামাত করার সময় আল্লাহ্র রাসূলের মিহরাবে শাহাদাত বরণ করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬) মাদীনা ঈমানের ঘাঁটি এবং সকল পঙ্কিলতা থেকে নিষ্কলুষ:

ঈমানের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে মাদীনা। পৃথিবীর সেরা মানুষেরা আবাস গেড়েছেন সেখানে। দুষ্ট ও খারাপ লোকরা হয়েছে বিচ্যুত ও বিতাড়িত। কিছুদিন বুদ্‌বুদের মতো নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ঠিকই; কিন্তু খুব দ্রুতই তাদের উবে যেতে হয়েছে। আপন তাগিদেই রণে ভঙ্গ দিয়ে তারা পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়েছে। কখনো শোনা যায়নি, মাদীনার প্রতি বিরাগভাজন হয়ে কোনো মুসলিম মাদীনা ছেড়ে অন্য কোথাও থেকেছেন। তবে আল্লাহ কারও ভাগ্যে অন্য কিছু লিখে রাখলে সেটা ভিন্ন কথা।[৪৯]

আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় ঈমান মাদীনার দিকে এসে মিলিত হবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে সাপ তার গর্তে গিয়ে আশ্রয় নেয়।[৫০]

রাসূল ﷺ বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, জেনে রাখো, নিশ্চয় মাদীনা হাপরের মতো; অনিষ্টকর সবকিছু সে বের করে দেয়। হাপর যেভাবে লোহার জং দূর করে, ঠিক সেভাবে মাদীনা তার সব অনিষ্ট মিটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কিয়ামাত হবেনা।[৫১]

৭) যাইদ ইবনু সাবিত ﷺ থেকে বর্ণিত;

রাসূল ﷺ বলেন, নিশ্চয় এটা (মাদীনা) পবিত্র। সে সব পাপাচার মিটিয়ে দেয় ঠিক সেভাবে, যেভাবে আগুন রুপার ময়লা দূর করে।[৫২]

৮) অনিষ্টকারীর হাত থেকে মাদীনাকে আল্লাহর সুরক্ষা প্রদান:

মাদীনার বিনাশ চায়, এমন যেকোনো লোকের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তা'আলা মাদীনা শহরকে সুরক্ষা দান করবেন। যে মাদীনায় কোনো বিদা'আত সৃষ্টি করবে কিংবা কোনো বিদা'আতিকে সেখানে আশ্রয় দেবে, অথবা মাদীনাবাসীকে হুমকি দেবে, রাসূল ﷺ এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর অভিশাপ, শাস্তি এবং দ্রুত ধ্বংস হওয়ার ভয় দেখিয়েছেন।[৫৩]

সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, মাদীনাবাসীর বিরুদ্ধে যে-ই ষড়যন্ত্র পাকাবে, সে লবণ যেভাবে মিশে যায় সেভাবে গলে যাবে।[৫৪]

রাসূল ﷺ আরও বলেন, মাদীনা একটি পবিত্র স্থান; যে ব্যক্তি সেখানে বিদা'আত সৃষ্টি করবে কিংবা কোনো বিদা'আতিকে প্রশ্রয় দেবে, তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামাতের দিন তার কোনো দান-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অনুদান এবং বিনিময় গৃহীত হবে না।[৫৫]

৯) মাদীনার পবিত্রতা:

রাসূল ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওয়াহির ভিত্তিতে মাদীনাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন; অতএব, সেখানে কোনো ধরনের রক্তপাত বৈধ নয়। তাই এখানকার অধিবাসীরা কারও চোখ রাঙানির ভয়ে তটস্থ থাকতে হবে না। এই ভূমির গাছপালা কাটা যাবে না। পথে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু নিজের মনে করে পকেটে পুরে ফেলার কোনো সুযোগ নেই, যথাযথ মালিকের হাতে তুলে দিতে হবে[৫৬]। এমন আরও অনেক কিছুই করা যাবে না মাদীনার সে হারাম এলাকায়; কারণ সেখানে এগুলো করা হারাম।

রাসূল ﷺ বলেন, নিশ্চয় ইবরাহীম মাক্কাকে হারাম (পবিত্র) বলে ঘোষণা করেছেন এবং এর জন্য দু'আ করেছেন। ইবরাহীম যেভাবে মাক্কাকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই আমি মাদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছি এবং এর মুদ্দ ও সা'-এ বারাকাহর বিষয়ের জন্য আমি দু'আ করেছি। ঠিক সেভাবেই, যেভাবে ইবরাহীম عليه السلام মাক্কার জন্য দু'আ করেছেন।[৫৭]

তিনি আরও বলেন, হে আল্লাহ, নিশ্চয় ইবরাহীম মাক্কাকে হারাম করেছেন, আর আমি দুই লাবিতের মাঝে অবস্থানকারীকে হারাম করেছি,[৫৮] অর্থাৎ মাদীনা।

মাদীনার এমন অনন্য মর্যাদার পুরোমাত্রায় ভাগীদার ছিলেন সাহাবিরা। মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরাত করে কখন আসবেন, সেখানে কবে থেকে বসবাস শুরু করবেন—এ নিয়ে সাহাবিরা খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এভাবেই মুসলিম উম্মাহর শৌর্য-বীর্য সব এসে একত্রিত হয় মাদীনার ভূখণ্ডে। পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে উম্মাহ তার শক্তি নিয়োগ করে সব ধরনের শির্ক ও রংবেরঙের কুফুরির মূলোৎপাটনে। তারাই পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বয়ে নিয়ে যান ইসলামের বিজয় পতাকা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৬

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও আবু বাক্‌র আস-সিদ্দীকের হিজরাত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল ﷺ-ও আবু বাক্‌র সিদ্দীকের হিজরাত

রাসূল ﷺ-কে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র:

সব ধরনের কুৎসিত শক্তির দাপট প্রদর্শন ও নোংরা অপচেষ্টা চালানোর পরও যখন মুশরিক-কুরাইশরা সাহাবিদের মাদীনায় হিজরাত থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি, তখন নিজেদের অবস্থার ভঙ্গুরতা তারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে যায়। দু ধরনের আশঙ্কা তাদের পেয়ে বসে; রুটিরুজির বন্দোবস্ত করার জন্য তাদের বছরে দুটি বাণিজ্যিক সফর করতেই হয়। মাদীনার পাশ দিয়েই সমস্ত সামানাপত্তর আর লোক-লস্করের বহর নিয়ে যাতায়াত করতে হয়, দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। যেহেতু মাদীনা এখন মুসলিমদের হাতে, তাদের আশঙ্কা—মুসলিমরা সুযোগ বুঝে হামলে পড়বে তাদের বহরে। দ্বিতীয় যে আশঙ্কা তাদের মনে দানা বাঁধে, সারা আরবে, আরব উপদ্বীপে, কুরাইশদের যে একচ্ছত্র মোড়লিপনা চলে আসছিল এতদিন ধরে, তা বুঝি শেষ হতে চলল। দিশেহারা হয়ে বর্তমান কর্তব্য ঠিক করার জন্য নেতারা গিয়ে জমায়েত হয় তাদের পরামর্শগৃহ 'নাদওয়ায়'; কীভাবে মুসলিমদের অবিসংবাদিত নেতা মুহাম্মাদ ﷺ-কে আটকানো যায়, সে নিয়ে চলে আলোচনা। তাদের ষড়যন্ত্র পাকানোর এ কথা আল্লাহ কুরআনে এভাবে উল্লেখ করে বলেন—

> (স্মরণ করো) যখন কাফিররা তোমাকে বন্দি করার জন্য অথবা হত্যা করার জন্য কিংবা (মাতৃভূমি থেকে) বের করে দেওয়ার জন্য তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল; আল্লাহও কৌশল করছিলেন। আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী। [সূরা আনফাল, ৮: ৩০]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় সাহাবি ইবনু 'আব্বাস ﵁ বলেন, কুরাইশরা মাক্কার পরামর্শগৃহে একে একে পরামর্শ দিতে থাকে। তাদের কেউ কেউ বলল, সকাল হলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গলায় শিকল পরিয়ে তাঁকে আটকে রাখো। অন্য কয়েকজন দ্বিমত পোষণ করে বলল, না, বরং তাঁকে হত্যা করো। বাকিরা বলল, না তা-ও না, এর চেয়ে ভালো তোমরা তাকে বের করে দাও। শেষ পর্যন্ত হত্যা করার সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো। আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রের আদ্যোপান্ত তার নবি ﷺ-কে অবহিত করেন। সে রাতে আলি আল্লাহর রাসূলের বিছানায় শুয়ে পড়েন।[৫৯] আর রাসূল ﷺ ঘর থেকে বেরিয়ে যান। সকাল বেলায় মুশরিকরা আল্লাহর রাসূলের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। গিয়ে তো তাদের চক্ষু ছানাবড়া; সেখানে রাসূল ﷺ নেই। তাঁর বিছানায় শুয়ে আছেন আলি ؓ। আলিকে দেখেই তারা বুঝে ফেলে আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রের কথা মুহাম্মাদ ﷺ-কে জানিয়ে দিয়েছেন। আলিকে উদ্দেশ্য করে তারা বলে, তোমার এ সাথি কোথায়? আলি ؓ সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন, আমি জানি না। সুতরাং রাসূল ﷺ-কে ঘরে না পেয়ে তাঁর পায়ের ছাপ অনুসরণ করে তারা পাহাড়ের কাছে এসে থামে; কিন্তু এখানে এসে তারা দ্বিধায় পড়ে যায়। আশপাশের সবকিছু আরও ভালো করে দেখার জন্য এবার তারা পাহাড়ে গিয়ে ওঠে। এরপর একটা গুহার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পায় মাকড়সা গুহার মুখে বসে বসে জাল বুনছে। নিজেরাই বলে উঠল, তিনি যদি এখানে প্রবেশ করতেনই, তাহলে তো গুহার মুখে মাকড়সার জাল থাকার কথা না। অথচ রাসূল ﷺ সেই গুহার ভেতরেই ছিলেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন।[৬০]

রাসূল ﷺ-কে নিয়ে মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের কথা বর্ণনা সংবলিত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় প্রফেসর সাইয়িদ কুতুব বলেন, মাক্কার সার্বিক অবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আয়াতগুলো। ভবিষ্যতের দৃঢ় অবস্থানের দিকেও ইঙ্গিত দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। আল্লাহ যে কাজ করেন, যে আদেশ করেন, এর পেছনে তাঁর পরিকল্পনা ও প্রজ্ঞার কথারও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আয়াতগুলোতে...। প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা, কুরআনের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তিগণ মাক্কা ও মাদীনা দুটি শহরের অবস্থার কথা ভালো করেই জানতেন; এ জানাটা কারও কাছ থেকে ধার করা নয়; নিজেরা থেকেছেন, দেখেছেন এবং চলতে-ফিরতে অর্জন করা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান তাদের। বর্তমান অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মাদীনায় মুসলিমরা যে খুব নিশ্চিন্ত ও নিরাপদে আছেন—কথাটি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের নিকট অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট ছিল; কী অস্থিরতায়, কী ভয়াবহতার মধ্য দিয়েই না তারা একটা দীর্ঘ সময় পার করেছেন মাক্কায়। দাওয়াহর কাজ থেকে রাসূল ﷺ-কে নিবৃত্ত করতে পদে পদে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে, বাধা দিয়েছে। চেষ্টা করেছে রাসূল ﷺ-কে মেরে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফেলার; কিন্তু আজ তারা মুশরিকদের সব বাধা ডিঙিয়ে পরিত্রাণই পায়নি কেবল, বরং তারা মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের সব পথ বন্ধ পর্যন্ত করে দিয়েছে।

মুশরিকরা ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল রাসূল ﷺ-কে গলায় রশি প্যাঁচিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত বন্দি করে রাখার। বুদ্ধি পাকাচ্ছিল কীভাবে রাসূল ﷺ-কে হত্যা করে তাঁর প্রভাব থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। কিংবা মাক্কা থেকে তাঁকে চিরদিনের নির্বাসনে পাঠানো যায়...। পরামর্শ সভায় মুশরিকরা দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রস্তাবিত প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করে। শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গর্হিত কাজটির জন্য তারা মাক্কার প্রতিটি গোত্র থেকে একজন করে সুঠামদেহী যুবককে বেছে নেয়। যেন রাসূল ﷺ-কে হত্যার দায় কোনো একটি গোত্র কিংবা কোনো একক ব্যক্তির ওপর না চাপে। আল্লাহ্‌র রাসূলের বংশ বনু হাশিম সারা আরবের বিরুদ্ধে একা লড়তে পারবে না। বাধ্য হয়েই তারা আপসে আসবে; রক্তপণ নিয়েই থাকবে সন্তুষ্ট। বিষয়টি সেখানেই খতম হবে বিবেচনা করে তারা এই সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

আল্লাহর বাণী—

> তারাও চক্রান্ত করছিল আর আল্লাহও কৌশল করছিলেন। [সূরা আনফাল, ৮: ৩০]

কঠিন একটা চিত্র আয়াতটি চিত্রায়ণ করছে আমাদের সামনে। একই সঙ্গে সেটি ভীতিপ্রদও বটে। কী করে কৃশকায়, দুর্বল মানুষেরা মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর শক্তির সামনে দাঁড়ানোর স্পর্ধা দেখায়, যিনি তাঁর বান্দাদের ওপর এক মহাপরাক্রান্ত সত্তা। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে এবং সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন কেবল তিনিই।[৬১]

হিজরাতের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রস্তুতি:

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা ﵂ বলেন, দিনের দুই প্রান্ত ভাগের একটিতে; সকাল কিংবা সন্ধ্যায়, আবু বাক্‌র ﵁-এর বাসায় রাসূল ﷺ আসতেনই, কখনো ব্যত্যয় হতো না; কিন্তু যেদিন রাসূল ﷺ-কে হিজরাত করতে বলা হয়, কেবল সেদিনই এ নিয়মের হেরফের ঘটে; তিনি সেদিন আমাদের কাছে এসেছিলেন দ্বিপ্রহরের কিছু পরে। সাধারণত তিনি এ সময়টাতে আসেন না। আবু বাক্‌র ﵁ তাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তো সাধারণত এ সময়টাতে আসেন না, গুরুত্বপূর্ণ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছু হয়েছে বলেই তিনি এসেছেন।

রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করলে আবু বাক্‌র ﷺ তাকে বসতে দিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, ঘরের লোকদের একটু দূরে যেতে বলো। আবু বাক্‌র ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এরা তো অন্য কেউ না, আমারই দুই মেয়ে। আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক! আপনার কী হয়েছে? রাসূল ﷺ বললেন, আমাকে মাক্কা ছেড়ে হিজরাত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবু বাক্‌র ﷺ জানতে চান, সাহচর্য, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ? রাসূল ﷺ জানালেন, সাহচর্য। সেদিন (আমার পিতা) আবু বাক্‌রকে না দেখলে আল্লাহর কসম, আমি হয়তো জানতেই পারতাম না যে, খুশিতে কেউ এভাবে কাঁদতে পারে। আবু বাক্‌র ﷺ এরপর বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই উট দুটিকে এ সফরের জন্যই আমি প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। উট দুটির ইজারা নেয় বনু দুওয়াইল ইবনু বাক্‌র গোত্রের ‘আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিত নামের এক মুশরিক ব্যক্তি। তার মা সাহম ইবনু ‘আমর গোত্রের একজন মহিলা। তিনি উট দুটির দেখভালের দায়িত্ব লোকটার হাতে তুলে দেন। সে সেগুলো নিজের কাছে রেখে যথাসময়ের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিল।[৬২]

সফরের জন্য আমরা উট দুটিকে যথাসম্ভব দ্রুত প্রস্তুত করে ফেলি এবং তাদের জন্য একটা সুফরাহ (খাবারের কাজে ব্যবহৃত এক ধরনের মাদুর) তৈরি করে বস্তায় ভরি। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র ﷺ তার কোমর বন্ধনীর একটা অংশ কেটে নিয়ে বস্তার মুখ শক্ত করে বাঁধেন। এ কাজের কারণেই তিনি ‘যাতুন-নিকাতাইন’ বা দুটি কোমরবন্ধনীর অধিকারিণী বলে সবার কাছে পরিচিতি পান। এরপর রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌র ﷺ সাওর পাহাড়ের গুহার দিকে এগিয়ে যান। সেখানে তিন রাত আত্মগোপন করে থাকেন।[৬৩] আবু বাক্‌র সিদ্দীকের ছেলে ‘আবদুল্লাহ তখন তরুণ, চটপটে ও বুদ্ধিমান। রাতের বেলা সে তাদের দুজনের সঙ্গে গুহায় থাকত এবং সকাল হওয়ার আগেই মাক্কায় এসে হাজির। কুরাইশদের মাঝে এমনভাবে ঘুরে বেড়াত, যেন সে রাতে মাক্কাতেই ছিল। তাদের দুজনের বিরুদ্ধে মাক্কার যেখানেই কোনো ষড়যন্ত্রের কথা তার কানে আসত, রাতে গিয়ে সে খবর পৌঁছে দিত।

বিকাল গড়িয়ে একসময় অন্ধকারে ছেয়ে যায় চারপাশ। মরুভূমির বুকে সন্ধ্যা নামে। আরও বেশ পরে; ইশার এক ঘণ্টা পার হওয়ার পর চুপিসারে তাদের কাছে যেত আবু বাক্‌রের দাস ‘আমির ইবনু ফুহাইরাহ। ভেড়ার দুধ দোহন করে সে তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুজনকে পান করিয়ে আসে। 'আমির সুবহে সাদিকের পূর্বক্ষণে ভেড়াগুলো হাঁকিয়ে ফিরে যায় মাক্কায়। ওই তিনদিন সে নিয়ম করেই তার কাজ করে।

'আবদ ইবনু 'আদি গোত্রের দুওয়াইল বংশের একজন দক্ষ লোককে নিজেদের গাইড হিসেবে ভাড়া করেন রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌র رضي الله عنه। এই বংশের সঙ্গে 'আস ইবনু ওয়াইল আস-সাহমি বংশের মিত্রতা ছিল। লোকটা ছিল কাফির কুরাইশদের আচরিত ধর্মের অনুসারী। তা সত্ত্বেও তারা লোকটিকে বিশ্বাস করেন এবং নিজেদের ঘোড়ার লাগাম তার হাতে ছেড়ে দেন। তিন রাত পর তৃতীয় দিন সকালে তাদের ঘোড়া নিয়ে সাওর পাহাড়ের গুহার মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়ও নির্ধারণ করে দেন। তারা সফর শুরু করলেন, সঙ্গে 'আমির ইবনু ফুহাইরাহ ও সেই গাইড। লোহিত সাগরের কোল ঘেঁষে যে পথটি মাদীনার দিকে এগিয়ে চলেছে, সে পথেই গাইড তাদের নিয়ে চলল।[৬৪]

গুহা অভিমুখে আল্লাহ্‌র রাসূলের পথ চলা:

মাক্কা ছেড়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের চলে যাবার খবরটি 'আলি, আবু বাক্‌র সিদ্দীক ও তার পরিবার ছাড়া আর কেউ জানত না।

'আলি رضي الله عنه তো আল্লাহ্‌র রাসূলের ঘরেই ছিলেন। রাসূল ﷺ-ই তাকে আদেশ করেন থেকে যেতে। আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে মাক্কাবাসীর গচ্ছিত ধনসম্পদ যেন তিনি মালিকদের হাতে পৌঁছে দিতে পারেন। মাক্কার লোকেরা আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে তাদের সম্পদ গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হতো। তারা জানত, জগতের পরম বিশ্বস্ত মানুষটির কাছ থেকে তার সম্পদ খোয়ানোর কোনো ভয় নেই।[৬৫] আলি رضي الله عنه-কে সবার আমানত বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে আবু বাক্‌রের ঘর থেকে;[৬৬] প্রায় মধ্যরাতে তারা দুজন বেরিয়ে পড়েন অত্যন্ত গোপনে, টের পেয়ে কুরাইশরা যেন পিছু না নিতে পারে এবং হিজরাতের মতো বারাকাহপূর্ণ এক সফর থেকে তাদের আটকাতে না পারে।

মাক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় নবিজির বেদনা:

মাক্কা থেকে হিজরাত করে মাদীনায় যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযওয়ারাহ নামক মাক্কার একটা জায়গায় একটু দাঁড়ান। বলেন, হে মাক্কা, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্‌র যমিনের শ্রেষ্ঠ অংশ তুমিই, আল্লাহর যমিনের মধ্যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে তুমিই প্রিয়। আমাকে যদি তোমার বুক থেকে বের করে দেওয়া না হতো, তাহলে আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।[৬৭]

এরপর রাসূল ﷺ ও তার প্রিয় সাহাবি এগিয়ে চললেন। মুশরিকদের পাকড়াও ও নজরদারি থেকে আল্লাহ তাদের দুজনকে নিরাপদে পার করেন।

রাসূল ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলার সুরক্ষা দান:

মাদীনায় হিজরাত করার পথ নিরাপদ করার জন্য রাসূল ﷺ জাগতিক সব ধরনের প্রস্তুতিই গ্রহণ করেন। তবে এমন নয় যে, জাগতিক প্রস্তুতির ওপরই তাঁর নির্ভরতা ছিল; বরং পূর্ণ আস্থা ছিল আল্লাহর ওপর। আশা ছিল—তাঁর কাজে আল্লাহ সাহায্য করবেন, তাঁকে সমর্থন করবেন। সাহায্য কামনা করে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন; দু'আর কথাগুলো আল্লাহই তাঁকে শিখিয়েছেন;[৬৮] আল্লাহ বলেন—

> বলো, হে আমার রব, আমাকে ভালোভাবে প্রবেশ করান এবং ভালোভাবে বের করুন। আর আমার জন্য আপনার পক্ষ থেকে এক সহায়ক শক্তির ব্যবস্থা করুন। [সূরা ইসরা, ১৭: ৮০]

কুরআনের এই আয়াতে রয়েছে, এমন একটি দু'আ যা আল্লাহ তাঁর নবিকে শিখিয়েছেন, যেন তিনি এর মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকেন। আল্লাহর কাছে দু'আ করার জন্য তাঁর উম্মাহকেও যেন শিখিয়ে দেন। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়— এক. যে দেশের অধিবাসীরা সত্যকে ভলোবাসে, সেখানে প্রবেশ করানোর কথা আছে। দুই. আর যেখান থেকে বের হওয়া প্রয়োজন, সেখান থেকে বের করে আনার কথাও আছে। মোটকথা, সফরের আগাগোড়া যাতে নিরাপদ হয় এবং সফরসঙ্গীরা যেন দীনের জন্য একনিষ্ঠ হন, সেই দু'আও আছে। সফরটির শুরু-শেষ, প্রথম ও পরের ধাপগুলো এবং এর মাঝের যতগুলো পদক্ষেপ আছে, সব নিরাপদে শেষ হয়।

সত্যের রয়েছে উপযুক্ত একটি মূল্য; এ মূল্যকে অবমূল্যায়ন করার জন্য মুশরিকরা নানান ফন্দি-ফিকির আঁটে। আল্লাহকে উপাস্য না মেনে নিজেদের মনগড়া দেবদেবীকে তারা উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল এবং এর জন্য তারা নিজেদের জানমাল বাজি রেখেছিল। মনে করেছিল এতে করে তারা নবি ﷺ-কে ঘাবড়ে দিতে পারবে; কিন্তু আল্লাহ তাদের সব অপকর্মের কথাই তার নবিকে জানিয়ে দেন। সত্যকে কে না ভালোবাসে? সমাজের বুকে সত্য ঠাঁই পেয়েছে বিশেষ এক স্থানে; যে সমাজে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রশান্তি, পরিচ্ছন্নতা ও নিষ্ঠা আছে, সে সমাজের মানুষ সততাকে নিয়েছে একান্ত আপন করে। আল্লাহ দু'আ শিখিয়ে বলছেন—

> আর আমার জন্য আপনার পক্ষ থেকে এক সহায়ক শক্তির ব্যবস্থা করুন।
>
> অর্থাৎ এমন সাহায্যকারী আমার জন্য ব্যবস্থা করুন, মুশরিকদের ওপর যাদের প্রভাব হবে প্রবল। যাদের শক্তিমত্তা ও ক্ষমতার দাপট পৃথিবীর বুকে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আয়াতের একটি শব্দ مِن لَّدُنكَ—আপনার পক্ষ থেকে; একজন প্রার্থনাকারী আল্লাহর সঙ্গে নিজেকে খুবই সম্পৃক্ত ও ঘনিষ্ঠ মনে করে। এতটাই যে, তার চাওয়ার ভাষার মধ্যে, তার দু'আর বাক্যের মধ্যে ফুটে ওঠে নৈকট্যের ছোঁয়া। আর এমন নৈকট্যের বলেই কেবল সে বলতে পারে, অন্য কারও পক্ষ থেকে নয়, কারও ওয়াসিলা বা কারও মাধ্যমেও নয়, রব, আমি সরাসরি আপনার কাছেই চাই, স্রেফ আপনার কাছ থেকেই।

এমনভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করে সে ভালো করেই জানে যে, ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি কেবল আল্লাহ। তিনি ছাড়া কেউই কাউকে ক্ষমতা দিতে পারে না। সে বিশ্বাস করে, কোনো দাবিদাওয়া আর মনের আকুতি-মিনতি বলতে হলে কেবল আল্লাহর কাছেই বলতে হবে; অন্য কারও কাছে নয়। কারণ, দিতে পারেন শুধু তিনিই। তিনিই তাকে সাহায্য করেন। আবার চাইলে সাহায্যের সকল দুয়ার বন্ধ করে দেন। যতদিন পর্যন্ত সে আল্লাহর দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ না করে দু'আ করবে, ততদিন আল্লাহর সাহায্য আসবে না। একান্ত মিনতি করে যদি প্রবল ক্ষমতাধর বা অত্যন্ত ত্যাঁদড় কারও কাছেও কিছু চাওয়া হয়, একসময় ওই ব্যক্তির মন গলে যায়। আবার অনেক সময় মিনতিকারী ওই ক্ষমতাধরের সেবকে পরিণত হয়েও সফলতা আদায় করে নেয়; কিন্তু আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য কোনো প্রভাবশালীর মধ্যস্থতা শর্ত নয়। কে সাহায্য পাবে আর কে পাবে না, বিষয়টি একান্তই আল্লাহর। জনগণের দুয়ারে সরকারের সাহায্য আসে প্রতিনিধির হাত হয়ে; কিন্তু বান্দার প্রয়োজনে আল্লাহর সাহায্য আসে আরশ থেকে সরাসরি। [৬৯]

একসময় মুশরিকরা গুহার চারপাশ ঘিরে ফেলে। রাসূল ﷺ ও আবু বাক্র ؓ তাদের গুহা থেকে তাদের দেখতে পাচ্ছিলেন; তখন রাসূল ﷺ আবু বাক্র ؓ-কে সান্ত্বনার বাণী শোনান। বলেন, আল্লাহ আমাদের সঙ্গেই আছেন। পরবর্তী সময়ে আবু বাক্র ؓ বর্ণনা করে বলেন, গুহায় অবস্থানকালে আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম, তাদের কেউ তাঁর পায়ের দিকে তাকালেই তো সে আমাদের দেখে ফেলবে। তখন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল ﷺ বললেন, এমন দুজনের ব্যাপারে তুমি কি চিন্তা করো, যাঁদের তৃতীয়জন আল্লাহ?[৭০]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, শান্ত হও আবু বাক্‌র, দুজনের আল্লাহ তাদের তৃতীয় জন।

গুহায় বসে আবু বাক্‌র ﷺ-কে বলা আল্লাহ্‌র রাসূলের সান্ত্বনার বাণীটি কুরআনে বিধৃত হয়েছে এভাবে; আল্লাহ বলেন—

> তোমরা যদি তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে (তাঁর কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ) আল্লাহ তো তাঁকে তখনো সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাঁকে বের করে দিয়েছিল, যখন সে ছিল দুজনের দ্বিতীয়জন, তারা দুজন গুহায় ছিল, সে তাঁর সঙ্গীকে বলেছিল, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ওপর শান্তি বর্ষণ করেছেন, তোমরা দেখনি এমন সেনাদল (ফেরেশতাদের) দিয়ে তাঁকে সমর্থন জুগিয়েছেন এবং কাফিরদের কথা হেয় করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর কথাই সমুন্নত (রয়েছে)। আল্লাহ পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ। [সূরা তাওবাহ, ৯: ৪০]

হিজরাতের পথে উম্মু মা'বাদের তাঁবুতে:

সাওর পাহাড়ের গুহায় তিন রাত কাটিয়ে রাসূল ﷺও আবু বাক্‌র ﷺ গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। চারপাশ তখন শান্ত। মুশরিক অনুসন্ধানকারী দল রাসূল ﷺ-কে খুঁজে পাওয়ার আশা বহু আগেই ছেড়ে দিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছিলাম, রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌র ﷺ বনু দুওয়াইল গোত্রের 'আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিতকে গাইড হিসেবে ভাড়া করেছিলেন। লোকটি মুশরিক জানার পরেও তার ওপর আস্থা রেখেছিলেন তারা। নিজেদের উটের দড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন তার হাতে। তিন রাত পর গুহায় আসার জন্য বলেও দেন তাকে। লোকটি কথা রাখে; যথাসময়ে গুহায় এসে হাজির হয়। তাদের দুজনকে নিয়ে সে অপরিচিত, প্রায় অব্যবহৃত একটি পথ দিয়ে চলা শুরু করে। কাফির কুরাইশদের কেউ তাদের খোঁজে পেছনে লেগে থাকলেও সহজেই পথটির সন্ধান পাবে না।[৭১]

চলতে চলতে তারা খুযা'আহ গোত্রের বাসস্থান কুদাইদ এলাকার উম্মু মা'বাদ নামক এক ভদ্রমহিলার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার পুরো নাম 'আতিকা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিনতে কা'ব আল-খুযা'আহ; খুনাইস ইবনু খালিদ আল-খুযা'ইর বোন। খুনাইস ইবনু খালিদই বোনের ঘটনাটি বর্ণনা করেন। উম্মু মা'বাদের ঘটনাটি বেশ প্রসিদ্ধ ও বর্ণনা-বহুল। সীরাত সংকলকগণ তাদের গ্রন্থে ঘটনাটি বেশ গুরুত্ব ও যত্নের সঙ্গে উল্লেখ করে থাকেন। ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, তার ঘটনাটি একটি বিখ্যাত ঘটনা। অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত; একটি সূত্র অপরটিকে শক্তিশালী করে জোরালোভাবে।[৭২]

খালিদ ইবনু খুনাইস আল-খুযা'ই ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ মাক্কা ছেড়ে হিজরাত করার জন্য মাদীনা অভিমুখে বের হন, সঙ্গে সাহাবি আবু বাকর ও তার আযাদকৃত দাস 'আমির ইবনু ফুহাইরা ﷺ এবং তাদের গাইড 'আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিতও ছিল। তারা উম্মু মা'বাদ আল-খুযা'ইয়্যার তাঁবুর পাশ অতিক্রম করছিলেন। উম্মু মা'বাদ ছিলেন বেশ বয়স্ক মহিলা; কিন্তু শক্তিশালী ও অকুতোভয়। হাতের ওপর হাত ভাঁজ করে হাঁটুতে ঠেস দিয়ে তিনি তখন বসে ছিলেন তাঁবুর বাইরে। তার কাছে কিছু গোশত ও খেজুর চাইলেন তারা; এমনি এমনি না, দাম দিয়েই কিনে নেবেন। কিন্তু উম্মু মা'বাদ এর কিছুই তাদের দিতে পারেননি। কারণ, তার গোত্রের লোকদের তখন খাদ্যের জোগান ফুরিয়ে যায়, তারা একপ্রকার দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করছিল।

রাসূল ﷺ তাঁবুর পাশে একটা ভেড়া দেখতে পান। জিজ্ঞেস করেন, ভেড়াটির কী হয়েছে, হে উম্মু মা'বাদ?

সে বলল, দুর্ভিক্ষ তাকে দুর্বল করে রেখে গেছে।

রাসূল ﷺ জানতে চান, তার কি কিছু দুধ হবে?

সে বলল, দুধ দোহানোর মতো অবস্থায় সে নেই।

রাসূল ﷺ বললেন, এর দুধ দোহন করতে আপনি কি আমায় অনুমতি দেবেন?

তিনি বললেন, অবশ্যই, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। হ্যাঁ, দুধের কোনো আশা যদি আপনি দেখতে পান, তাহলে দোহন করুন।

রাসূল ﷺ প্রথমেই আল্লাহর কাছে বারাকাহর জন্য দু'আ করেন। এরপর ভেড়ার ওলানে হাত রেখে বিসমিল্লাহ বলেন। ভেড়াটি দোহনে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য ওলান প্রস্তুত করে দাঁড়ায় এবং দুধ দেওয়া শুরু করে। রাসূল ﷺ একটি পাত্র নিয়ে আসার জন্য বলেন। দুধে পাত্র এমনভাবে ভরে যায় যে তা পুরো একটা দল খেতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পারবে। এরপর রাসূল ﷺ উম্মু মা'বাদকে সে দুধ পান করান। তিনি পরিতৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত পান করেন। নবিজি তাঁর সফরসঙ্গীদেরও পান করান। তারাও পান করে পরিতৃপ্ত হন। সবশেষে রাসূল ﷺ নিজে পান করেন। নতুন করে তিনি আবার দুধ দোহন করেন। পাত্র কানায় কানায় ভরে যায়। দুধসমেত সে পাত্র রাসূল ﷺ উম্মু মা'বাদের কাছে রেখে যান। যাওয়ার আগে পরিশোধ করেন তার দুধের মূল্য। সেখান থেকে তারা আবার সফর শুরু করেন।

রাসূল ﷺ তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে চলে গেছেন বেশিক্ষণ হয়নি। একটু পরই উম্মু মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ পেছনে একপাল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা দুর্বল ছাগল নিয়ে হাজির। দুধ দেখে তো তিনি অবাক। বললেন, হে উম্মু মা'বাদ, কোথায় পেলে এ দুধ? ভেড়া তো চারণভূমিতে এখন আর চরে না। উপরন্তু সেটা কোনো বাচ্চাও প্রসব করেনি। আর ঘরে না আছে কোনো দুগ্ধবতী উটনী।

জবাবে উম্মু মা'বাদ জানালেন, না, আল্লাহর কসম, একজন কল্যাণময় ব্যক্তি আমাদের পাশ দিয়ে গেছেন। তাঁর এই এই অবস্থা। তিনি বললেন, হে উম্মু মা'বাদ, আমার কাছে তাঁর বর্ণনা দাও। তিনি বললেন, আমি সৌন্দর্য ও নান্দনিকতার মিশেলের এক ব্যক্তিকে দেখেছি। প্রদীপ্ত চেহারা, রুচিবান ব্যক্তিত্ব; না কৃশকায় আর না স্থূলকায়, না খর্বকায় না দীর্ঘকায়, সুদর্শন, চোখের কালো অংশটি গভীর কালো আর সাদা অংশটি উজ্জ্বল সাদা। ঈষৎ কোকড়ানো চুল। কণ্ঠস্বর মিষ্টি, দীর্ঘ গ্রীবা, নিবিড় দাড়ি। চিকন কিন্তু লম্বা ও জোড়া ভ্রূ। যখন চুপ থাকেন তখন অত্যন্ত গুরুগম্ভীর, আর যখন কথা বলেন তখন মাথা উঁচু করে বলেন। দূর থেকে তিনি অত্যন্ত সুদর্শন আর কাছ থেকে আরও প্রদীপ্ত। মিষ্টভাষী; না অনর্থক, না গোঁজামিল; বরং একটা পরিমিতিবোধ পরিলক্ষিত হয় তাঁর কথায়। মালার সুতা ছেড়ে দিলে একটার পর একটা দানা যেভাবে আলাদা আলাদা করে বেরিয়ে আসে, তাঁর কথাগুলো সেভাবে পরিস্ফুট হয়। তিনজনের মধ্যে দেখতে তিনিই সবচেয়ে প্রাণবন্ত, আর আকারে সবচেয়ে সুন্দর। সঙ্গী-সাথিরা তাঁকে আগলে রাখেন চারপাশ থেকে। যখন কথা বলেন, তারা মন দিয়ে শোনে। আদেশ করলে সেটা পালনে উঠে-পড়ে লাগে। বিরক্ত নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে থাকেন না, অজ্ঞতা কিংবা নির্বুদ্ধিতার কোনো ছাপ তাঁর মাঝে নেই।

আবু মা'বাদ বলেন, আল্লাহর কসম, তিনি কুরাইশদের সেই লোক, তাঁর সম্পর্কেই আমাদের বলা হয়েছে। আমার অভিপ্রায় তাঁর সঙ্গী হব। যে-কোনোভাবেই আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হব।[৭৩]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল ﷺ-কে ধরার অভিযানে সুরাকা ইবনু মালিকের পশ্চাদ্ধাবন:

মাক্কার সব জায়গায় কুরাইশ নেতারা ঘোষণা দেয়, মুহাম্মাদকে যে জীবিত বা মৃত ধরে নিয়ে আসতে পারবে, তাকেই পুরস্কৃত করা হবে; তার জন্য রয়েছে ১০০ উট। বাতাসের বেগে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। মাক্কার উপকণ্ঠে বাস করা গোত্রগুলোও শুনতে পায় ঘোষণাটা। পুরস্কারের লোভ লেগে যায় সুরাকা ইবনু মালিক ইবনু জু'শুমের মনে। সে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ে; কিন্তু আল্লাহর শক্তির সঙ্গে পেরে ওঠার সাধ্যি কার! যে সুরাকা পুরস্কারের লোভে রাসূল ﷺ-কে ধরার জন্য বেরিয়েছিল, আল্লাহ তাকেই আল্লাহ্র রাসূলের একজন রক্ষকে পরিণত করেন।

ইবনু শিহাব বলেন, সুরাকা ইবনু মালিক ইবনু জু'শুমের ভাতিজা আবদুর রাহমান ইবনু মালিক আল-মুদলিজি আমাকে সংবাদ দেন, তার বাবা তাকে জানিয়েছেন, তিনি সুরাকাহকে বলতে শুনেছেন, কাফির কুরাইশদের কয়েকজন দূত একদিন আমাদের কাছে এসে ঘোষণা দেয়, যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ অথবা আবু বাক্‌র رضي الله عنه-কে ধরে নিয়ে আসতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে; তাদের দুজনের যেকোনো একজনকে হত্যা কিংবা বন্দি করে কেউ আনতে পারলেই সে হবে পুরস্কারের অধিকারী। আমি সে সময় আমার গোত্র বানু মুদলিজের একটা বৈঠকে বসা ছিলাম। গোত্রের একজন আমাদের দিকে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, হে সুরাকা, সাগরের ওই দিকটায় আমি ছায়ার মতো কালো একটা জিনিস দেখেছি; মনে হচ্ছে মুহাম্মাদ ও তাঁর সফরসঙ্গীরা। সুরাকা মনে মনে বলল, আমি বুঝে ফেলি এরাই তারা (মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সঙ্গী-সাথিরা)। তবে প্রকাশ্যে ওই লোকটাকে বললাম, আরে না, তারা না। অন্য কেউ হবে।

এরপর ঘণ্টাখানিক বৈঠকে বসে থাকি, যেন কেউ আমার মতলব না বোঝে। তারপর বাসায় গিয়ে দাসীকে বলি আমার ঘোড়াটিকে পাহাড়ের ওপাশে নিয়ে প্রস্তুত করে আমার জন্য অপেক্ষা করতে। এ ফাঁকে আমি তির নিয়ে ঘরের খিড়কি পথে বেরিয়ে আসি। তিরের নিচের অংশ মাটিতে গেড়ে ভাগ্য গণনা করি। এরপর ঘোড়ায় চড়ে বসি। তাদের নাগাল পাওয়ার আশায় দ্রুত ছুটাই ঘোড়া। একসময় খুব কাছাকাছি চলে আসি। এমন সময় আমার ঘোড়া আচমকা এত জোরে হোঁচট খায়, আমি দূরে ছিটকে পড়ি। উঠে দাঁড়িয়ে তূণীরের দিকে হাত বাড়াই। বের করে আনি ভাগ্য গণনার তির। দেখার চেষ্টা করি, আমি কি তাদের ধরতে পারব, নাকি পারব না? কিন্তু আমি যা অপছন্দ করি সেটাই বেরিয়ে আসে; আমি তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারব না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি সোজা ঘোড়ায় চড়ে বসি এবং ভাগ্য গণনার তিরের ব্যাপারটি উপেক্ষা করি। এমনকি তাদের কাছাকাছি চলে আসি। এতটাই কাছে যে, রাসূল ﷺ-এর তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু তিনি পেছনে ঘুরেও তাকাননি। অন্যদিকে আবু বাক্‌র ﷺ বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন। আচমকা আবার আমার ঘোড়ার সামনের পা দুটি মাটিতে দেবে যায়। যেতে যেতে একেবারে হাঁটু পর্যন্ত এসে ঠেকে। আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ি। উঠে দাঁড়ানোর জন্য ঘোড়াটিকে খোঁচাতে থাকি; কিন্তু কিছুতেই সে মাটি থেকে পা বের করতে পারছে না। ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু পা খুব সামান্যই বের করতে পেরেছে। এ সময় পুরো আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। আবার ভাগ্য গণনার জন্য তিরের দিকে হাত বাড়াই। যা চাচ্ছিলাম ফলাফল তার বিপরীত হলো। অর্থাৎ আমি তাদের কেশাগ্রও ছুঁতে পারব না। এদিকে ঘোড়া আছে আটকে। বাধ্য হয়ে নিরাপত্তা চেয়ে তাদের ডাকলাম। তারা দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘোড়ায় চড়ে আমি তাদের কাছে এসে পৌঁছি। যে আমি তাদের বন্দি করতে এলাম, সে আমি এখন তাদের কাছে অনুগ্রহ চাচ্ছি। আল্লাহ্‌র রাসূলের সত্যতার বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। আমি বললাম, আপনার জাতি আপনাকে ধরে দিতে পারলে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। কুরাইশের কাফিররা তাদের নিয়ে কী করতে চেয়েছিল, সে খবরটাও দিই। আমি তাদের রসদ সরবরাহের প্রস্তাব দিই; কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি। তিনি শুধু বলেছেন, আমাদের বিষয়টি গোপন রাখবে। তখন আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে একটা আবদার করি। তিনি যেন আমাকে নিরাপত্তা দানের কথা লিখে দেন। রাসূল ﷺ 'আমির ইবনু ফুহাইরাহকে লিখে দিতে আদেশ দিলেন। সে চামড়ার একটা টুকরায় আমাকে নিরাপত্তানামা লিখে দেয়। এরপর তারা চলে যান।[৭৪]

সুরাকাকে নিয়ে ইতিহাসে একটা বিখ্যাত গল্প প্রচলিত আছে। ইবনু 'আবদুল বার ও ইবনু হাজারসহ অনেকেই তার সেই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনু 'আবদুল বার বলেন, সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনা আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একবার সুরাকা ইবনু মালিককে বলেন, খসরুর হাতের বালা যখন তুমি পরবে, তখন তোমার কেমন লাগবে? এর অনেক বছর পর খলীফা 'উমারের যুগে মুসলিমরা পারস্য বিজয় করে। অনেক গানীমাতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সঙ্গে খসরুর দুটি বালা, বেল্ট ও মুকুট খলীফা 'উমারের কাছে নিয়ে আসা হয়। 'উমার ﷺ সুরাকা ইবনু মালিককে ডেকে পাঠালেন। মাথাভর্তি চুল ও লোমশ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাত ছিল সুরাকার। 'উমার ﷺ তাকে হাত দুটো এগিয়ে দিতে বললেন এবং বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার; আল্লাহ মহান। সকল গুণগান আল্লাহ্র। যিনি এ দুটোকে কিসরা ইবনু হুরমুজের কাছ থেকে এনে দিয়েছেন; সে দাবি করত, আমিই মানুষের প্রতিপালক। এরপর 'উমার ﷺ আল্লাহ্র রাসূলের ভবিতব্য প্রাপ্ত মুদলিজ গোত্রের সেই বেদুইন সুরাকা ইবনু মালিক ইবনু জু'শুমকে বালা দুটো পরিয়ে দেন।

'উমার ﷺ কথাগুলো উচ্চকিত আওয়াজে বলেন।[৭৫] এরপর সুরাকাকে একটা বাহনের ওপর আরোহণ করিয়ে দিলেন। মাদীনার পথে পথে তাকে কুচকাওয়াজ করান। তার চারপাশে উৎসাহী ও আনন্দিত লোকজনের স্রোত ছিল। সুরাকা ﷺ তখন 'উমার ফারুকের কথাগুলো প্রতিধ্বনিত করছিলেন। তিনি বলছিলেন, আল্লাহু আকবার; আল্লাহ মহান। আলহামদুলিল্লাহ; সকল গুণগান আল্লাহরই। যিনি এ দুটোকে কিসরা ইবনু হুরমুজের কাছ থেকে এনে দিয়েছেন এবং মুদলিজ গোত্রের বেদুইন সুরাকা ইবনু জু'শুমকে তা পরিয়েছেন।[৭৬]

আল্লাহ যাকে পথে এনেছেন তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না:

রাসূল ﷺ-কে পাকড়াও করে মাক্কার নেতাদের হাতে তুলে দিয়ে ১০০ উটের বিশাল পুরস্কার বাগিয়ে নিচ্ছে—এমন অভিপ্রায় নিয়েই সুরাকা প্রথমে আল্লাহ্র রাসূলের পেছনে লাগে; কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে চিত্রপট পালটে যায়, যে এসেছিল জীবিত কিংবা মৃত রাসূল ﷺ-কে পাকড়াও করতে, সে-ই এখন রাসূল ﷺ-কে প্রতিরক্ষা দিচ্ছে। রাসূলুল্লাহকে খুঁজে বের করতে এসেছে, এমন যার সঙ্গেই তার দেখা হয়, তাকেই সে ফেরত পাঠায়। বলে, তিনি আর তোমাদের নাগালের মধ্যে নেই। রাসূল ﷺ নিরাপদে মাদীনায় গিয়ে পৌঁছেছেন—বিষয়টি নিশ্চিন্ত হওয়ার পর সুরাকা নিজের গল্পটি প্রকাশ করলেন। পথে কী কী ঘটেছিল, তার ঘোড়ার ভাগ্যে কী জুটেছিল, আগাগোড়া সমস্ত বলে যান মানুষের কাছে। মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে গল্পটি। মানুষের মুখে মুখে ঘুরে একসময় গিয়ে পৌঁছে মাক্কায়। কুরাইশ মোড়লরা এমন গল্প শুনে ভড়কে যায়। তাদের ভয়—এই বুঝি গল্পটি শুনে লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল! প্রতিবাদ হিসেবে তারা খুব বেশি কিছু করার সাহস দেখাল না। কারণ, সুরাকা তার গোত্র মুদলিজের মামুলি কোনো লোক ছিল না; বরং সে তাদের নেতা। সুতরাং অনুসারীদের কাছে নেতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার রটিয়ে ফায়দা হবে না। অগত্যা আবু জাহল তাদের কাছে একটা চিঠি লেখে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল ﷺ-কে আনসার সাহাবিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা:

হিজরাতের পথে রাসূল ﷺ-এর মাক্কা ছেড়ে বের হওয়ার খবরটা যেদিন প্রথম মাদীনার মুসলিমদের কানে এসেছে, সেদিন থেকে প্রতিদিন সকালে তারা হাররায় এসে তাঁর অপেক্ষায় থাকতেন এবং দুপুরের রোদের প্রখরতায় বাড়ি ফিরে যেতেন। রোজকার এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটল একদিন। সেদিন তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বাড়ির পথ ধরছিলেন, এমন সময় একজন ইয়াহূদি কেল্লা থেকে কী একটা দেখছে বলে চিৎকার করে ওঠে। দূরের দৃশ্য স্পষ্ট হলে দেখা যায় সাদা পোশাক গায়ে রাসূল ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা এগিয়ে আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে উঠে, হে আরব সমাজ, ইনিই তিনি, যাঁর অপেক্ষা তোমরা করছিলে। তৎক্ষণাৎ মুসলিমরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়েন। হাররায় গিয়ে তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে দেখা করেন। বানু 'আমর ইবনু 'আওফ গোত্রে গিয়ে রাসূল ﷺ তাঁর যাত্রা বিরতি করেন। দিনটি ছিল সোমবার, রবিউল আওয়াল মাস।[৭৭] আবু বাক্‌র رضي الله عنه উপস্থিত লোকদের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। রাসূল ﷺ তখন চুপচাপ বসা। আগত আনসারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যারা রাসূল ﷺ-কে এর আগে কোনোদিন দেখেননি। আবু বাক্‌রকে দাঁড়ানো দেখে তাকেই নবি ভেবে অনেকে অভিবাদন জানাচ্ছিল। এদিকে আল্লাহ্‌র রাসূলের গায়ে রোদের তাপ এসে পড়লে আবু বাক্‌র رضي الله عنه এগিয়ে যান। নিজের চাদর দিয়ে আড়াল করে রাসূল ﷺ-কে ছায়া দেন। এমন দৃশ্য দেখে উপস্থিত লোকদের বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, বসা ব্যক্তিই হলেন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ।

বানু 'আমর ইবনু 'আওফ গোত্রে রাসূল ﷺ ১৩ থেকে ১৫ দিন ছিলেন।[৭৮] এ সময় তিনি সেখানে একটা মাসজিদ নির্মাণ করেন। যে মাসজিদের ভিত্তিই হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। মাসজিদে রাসূল ﷺ সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁর বাহনে চরে আবার রওনা হন।[৭৯]

বেশ কিছুদিন কুবায় অবস্থান করে রাসূল ﷺ এবার মাদীনায় প্রবেশ করতে চাইলেন। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন। ডাকে সাড়া দিয়ে তারা রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌রের কাছে আসেন। দুজনকেই সালাম দিয়ে তারা বললেন, নিরাপদের সঙ্গেই আপনারা দুজন আরোহণ করুন। আপনাদের আনুগত্য করা হবে। তাদের এমন কথা শোনার পর নবি ﷺ ও আবু বাক্‌র رضي الله عنه নিজেদের বাহনে চড়ে বসেন। আনসাররা অস্ত্র হাতে তাদের গার্ড অব অনার করতে করতে এগিয়ে নিয়ে চলেন।[৮০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল ﷺ মাদীনায় প্রবেশ করার সময় মাদীনার লোকজন বলতে লাগল, আল্লাহর নবি ﷺ এসেছেন। আল্লাহর নবি ﷺ এসেছেন।[৮১]

যেদিন রাসূল ﷺ মাদীনায় পা রাখলেন, সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য সেদিনটি ছিল সবচেয়ে খুশি ও আনন্দের দিন। আগে বা পরে ইতিহাসে আর কখনো মাদীনায় এমন উৎসবমুখর দিন দেখা যায়নি। লোকেরা নিজেদের সবচেয়ে উত্তম পোশাক পরিধান করে আসে, যেন তারা ঈদ উদ্‌যাপন করছে। মাদীনার রৌদ্রোজ্জ্বল দিকে-প্রান্তরে আনন্দের হৃদয় প্রশান্তকারী আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। মাক্কার সংকীর্ণ ও বৈরী পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামের অবস্থান এখন উদার ও বন্ধুভাবাপন্ন একটা পরিবেশে। মাদীনার এই পবিত্র পরিবেশের সব জায়গায় ইসলাম তার আপন বাণী নিয়ে হাজির হচ্ছে মানুষের দ্বারে দ্বারে। এখান থেকেই পরবর্তীকালে পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে পৌঁছে যায় ইসলামের সুমহান দাওয়াহর বাণী।

আল্লাহ্‌র রাসূলের কারণেই আল্লাহ মাদীনাবাসীকে ভালোবাসেন এবং তাঁর কারণেই আল্লাহ তাদের সম্মানিত করেছেন—বিষয়টি খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন আনসার সাহাবিরা। তাদের শহর মাদীনা পরিণত হয় রাসূল ﷺ ও তাঁর মুহাজির সাহাবিদের আবাসনে। পরবর্তীকালে ইসলামকে সাহায্য করার কেন্দ্রও হয়ে ওঠে এটি। এমনিভাবে বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে মাদীনা হয়ে ওঠে আলোচনার কেন্দ্র। আল্লাহ্‌র রাসূলের কারণেই তাদের এত সম্মান, মাদীনার এমন সুনাম—বিষয়টি উপলব্ধি করেই আল্লাহ্‌র রাসূলের আগমনে তারা খুশি হয়, আনন্দ প্রকাশ করতে করতে মাদীনা থেকে বেরিয়ে আসে রাসূল ﷺ-কে অভ্যর্থনা জানাতে। আপ্লুত কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ; ইয়া মুহাম্মাদ; ইয়া রাসূলাল্লাহ।[৮২]

ইমাম মুসলিম তার নিজের সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল ﷺ যখন মাদীনায় প্রবেশ করেন, নারী-পুরুষরা ঘরবাড়ির ছাদে গিয়ে ওঠে এই ঐতিহাসিক দৃশ্যের সাক্ষী হওয়ার জন্য। ছেলে, জোয়ান, সোমত্তরা রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বলতে থাকে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ; ইয়া মুহাম্মাদ; ইয়া রাসূলাল্লাহ।[৮৩] মানব ইতিহাসের বিরল এক অভ্যর্থনা গ্রহণ করার পর রাসূল ﷺ সামনে এগিয়ে চলেন। গিয়ে নামেন একেবারে আবু আইয়ূব আনসারির ঘরে। হযরত আনাস ﵁ থেকে হিজরাতের লম্বা এক হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এরপর রাসূল ﷺ এগিয়ে চললেন। গিয়ে থামলেন একেবারে আবু আইয়ূবের ঘরের পাশে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমাদের পরিবারের[৮৪] মধ্যে কোন ঘরটা সবচেয়ে কাছে? আবু আইয়ূব বললেন, আমার, হে আল্লাহর নবি, এই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে এটা আমার ঘর। এটা দরজা। রাসূল ﷺ বললেন, এগিয়ে চলো, আমাদের জন্য বিশ্রামের জায়গা প্রস্তুত করো।[৮৫] এরপর রাসূল ﷺ আবু আইয়ূবের সেখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে এখানেই তিনি তাঁর মাসজিদ ও বাসস্থান নির্মাণ করেন।

আবু আইয়ূবের বাড়িতে অবতরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের হিজরাত-যাত্রার সমাপ্তি হয়; তবে হিজরাতের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তা এখনো শেষ হয়নি; বরং রাসূল ﷺ নিরাপদে মাদীনায় এসে পৌঁছানোর পরই কেবল তা সাধনের যাত্রা শুরু হলো। একই সঙ্গে শুরু হলো বিপদ,কষ্ট ও চ্যালেঞ্জের সফরও। আল্লাহর রাসূল কোনো কিছুই পরোয়া করেননি; বিপদের পর্বত ডিঙিয়ে তিনি প্রস্তুত করে যান উম্মাহ্‌র জন্য উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎ। ভিত্তি স্থাপন করেন ইসলামি রাষ্ট্রের রূপরেখার। যে রাষ্ট্র পৃথিবীকে উপহার দেয় অনন্য মানবিক সভ্যতা। মিথ্যা, জড়তা কিংবা অপষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় সে রাষ্ট্র; এর ভিত্তি ঈমান, তাকওয়া; পরোপকার ও ন্যায়নিষ্ঠা। রাসূল মাদীনায় এমনই এক রাষ্ট্র গঠন করেন যে রাষ্ট্রের ধারক-বাহকগণ উন্নত চারিত্রিক সুষমা ও ইসলামের আলোয় উজ্জীবিত ছিলেন। ঐক্যের সমন্বয়ে তারা এতটাই উদ্দীপ্ত ছিলেন যে, পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের মতো তৎকালীন পৃথিবীর দুই পরাশক্তি রাষ্ট্রকে স্বল্প সময়ের মধ্যে অনায়াসেই পরাভূত করে ফেলেন।[৮৬]

শিক্ষা ও উপকারিতা:

১) সত্যা ও মিথ্যার চিরকালের সংঘাত:

সেই প্রথম মানব, নবি আদম عليه السلام-এর সঙ্গে ইবলিসের যে সত্য-মিথ্যার সংঘাত শুরু হয়েছিল, তা আজও চলছে এবং চলবে। আল্লাহ বলেন—

> যাদের কেবল 'আমাদের রব আল্লাহ' বলার কারণে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভবে বের করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ যদি একদল মানুষকে আরেকদল মানুষ দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে আশ্রম, গীর্জা, সিনাগগ ও মাসজিদসমূহ; যেখানে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়, অবশ্যই বিধ্বস্ত হয়ে যেত। আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ তো অবশ্যই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। [সূরা হাজ্জ, ২২: ৪০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে এ সংঘাতের পরিণতি কী, সেটা সবারই জানা; আল্লাহ বলেন—

> আল্লাহ লিখে দিয়েছেন: আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব।
> [সূরা মুজাদালাহ, ৫৮: ২১]

২) দীনের দা'ইদের প্রতি শত্রুতা:

যুগে যুগে সব নবি-রাসূলই এমন ষড়যন্ত্রের মুখোমুখি হয়েছেন। যারাই দাওয়াহর কাজ করবেন, তাদের বেলায়ও একই জিনিসের পুনারাবৃত্তি ঘটবে। বহুভাবে কাফির-মুশরিকরা তাদের কষ্ট দেয়; বন্দি করা, হত্যা করা, নির্বাসনে পাঠানো কিংবা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তারা দাওয়াহর পথ রুদ্ধ করতে চেষ্টা চালায়। যত উপায় আর কূটচাল আছে, এর কিছুই বাদ দেয় না। প্রতিটি যুগেই এর বিপুল নমুনা আছে। তাদের আপতিত এই বিপদগুলোর মুখে একজন দা'ইকে উদ্যমহারা হলে চলবে না। তাকে অবশ্যই তার রবের কাছে আশ্রয় নিতে হবে। ভরসা রাখতে হবে কেবল তাঁরই ওপর। দৃঢ় বিশ্বাস, অটল পদক্ষেপ, মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞা এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকতে হবে। কুচক্রীরা তাদের অপকর্ম অব্যাহত রাখবে, কিন্তু আল্লাহর বিরুদ্ধে জয়ী হবার সাধ্যি আছে কার![৮৭] আল্লাহ বলেন—

> (স্মরণ করো) যখন কাফিররা তোমাকে বন্দি করার জন্য অথবা হত্যা করার জন্য কিংবা (মাতৃভূমি থেকে) বের করে দেওয়ার জন্য তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিল। তারাও ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহও কৌশল করছিলেন।
> [সূরা আনফাল, ৮: ৩০]

বাতিলপন্থি ও দীনের শত্রুরা দাওয়াহকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য দুর্বল মনের অধিকারী লোকদের অর্থের প্রলোভন দেয়। তারা ঘোষণা দেয়, দুই মুহাজিরের একজন রাসূল ﷺ কিংবা আবু বাক্‌র رضي الله عنه-কে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে তাকে ১০০ উট পুরস্কার দেওয়া হবে। এমন লোভনীয় পুরস্কারের কথা শুনে অনেকেই প্রলুব্ধ হয়। তাদের একজন সুরাকা। ১০০ উট পুরস্কারের এমন জাগতিক প্রাপ্তিকে দুপায়ে মাড়িয়ে একসময় সুরাকা ফিরে আসে তৃপ্তির পথে, সত্যিকারের লাভের দিকে, পবিত্র রিজিকের দিকে; ঈমানের রিজিক। সব ছেড়ে-ছুড়ে সে ইসলাম গ্রহণ করে। অন্ধকার পথ থেকে কেবল ফিরেই আসেনি, আরও যারা ওই পথ মাড়াবার জোর চেষ্টা করেছেন, রাসূল ﷺ-কে ধরে পুরস্কার বাগাবার খায়েশে মেতেছে, তাদের সে ভুল পথ দেখিয়ে দিয়ে আল্লাহর রাসূলের অনিষ্টতা থেকে নিরত করেছে। আল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তা'আলা এভাবেই তাঁর বন্ধুদের, দীনের দা'ইদের সকল অনিষ্টের কবচ থেকে রক্ষা করেন।[৮৮] আল্লাহ বলেন—

> যারা কুফরি করে, তারা আল্লাহর পথ থেকে (লোকদের) বিরত করতে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে থাকে। অতএব, তারা তা ব্যয় করবে; তবে অবশেষে এই সম্পদ তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। তারপর তারা পরাজিত হবে। আর কাফিরদের জাহান্নামে একত্র করা হবে। [সূরা আনফাল, ৮ : ৩৬]

৩) হিজরাতের পরিকল্পনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্ন করতে রাসূল ﷺ যে যে উপায়-উপকরণ গ্রহণ করেছেন—

সীরাত-পাঠকদের যে কেউ এগুলো নিয়ে ভালোভাবে গবেষণা করলে চিন্তার অনেক খোরাক পাবেন। উপলব্ধি করবেন, ওয়াহির আলোকে নেওয়া প্রতিটি পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ তিনি কী প্রজ্ঞার সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছেন। কোনো ভালো কাজে পরিকল্পনা ও শলা-পরামর্শ সুন্নাতেরই একটা অংশ। প্রতিটি কাজে পরিকল্পনা করে আগোনোর তাগাদা মুসলিমদের আল্লাহই দিয়েছেন। পরিকল্পনা ও শলা-পরামর্শকে সুন্নাহ মনে না করে অনেকের মধ্যে এগুলোকে পাশ কাটানোর প্রবণতা আছে। এরা নিশ্চিত ভুলের মধ্যে আছে।[৮৯]

রাসূল ﷺ মাদীনায় হিজরাতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তা নিম্নরূপ:

ক) তখন সূর্য প্রচণ্ড তাপদাহ ছড়াচ্ছে। সাধারণত কেউ এ সময় ঘর থেকে বের হয় না। ঠিক এ সময়টাতেই রাসূল ﷺ আবু বাক্‌র সিদ্দীকের বাসায় আসেন। কেন? যাতে কেউ দেখা তো দূরে থাক, বুঝতেও না পারে।

খ) আবু বাক্‌রের বাড়ি যাওয়ার পথে গোপনীয়তার জন্য নিজের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখেন। সম্পূর্ণ মাথা ও চেহারার কিছু অংশ ঢেকে পথে বের হন।[৯০]

গ) গিয়েই প্রথমে আবু বাক্‌রকে আদেশ করেন সেখানে উপস্থিত অন্যান্য লোকদের সরিয়ে দিতে। তাও মাদীনায় হিজরাত করার বিষয়টি ছাড়া বিস্তারিত পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। এমনকি কোন পথে মাদীনায় গিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পৌঁছাবেন, সেটা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করলেন না।

ঘ) তিনি আবু বাক্‌রের বাসা থেকে রাতের বেলায় খিড়কি পথ দিয়ে বের হন।[৯১]

ঙ) নিরাপদে, নির্বিঘ্নে মাদীনায় পৌঁছানোর জন্য রাসূল ﷺ অপরিচিত একটা পথ বেছে নিলেন। মানুষজনের চলাচলও সে পথে বেশি একটা নেই; কদাচিৎ সে পথ ব্যবহার করে তারা। মরুভূমির গতিপ্রবাহ ও রাস্তাঘাট চেনে এমন একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ লোকের সাহায্য নেন রাসূল ﷺ। অভিজ্ঞ সেই গাইড মুশরিক বটে তবে আচার-আচরণ ও চারিত্রিক গুণে অত্যন্ত ভদ্র ও গুরুগম্ভীর স্বভাবের। একজন মুশরিককে গাইড হিসেবে নেওয়ার বিষয়টি সপ্রমাণ যে, লোক যে-ই হোক না কেন—পেশাদার ও অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য নিতে রাসূল ﷺ দ্বিধা-সংশয়ে ভুগতেন না।[৯২]

হিজরাতের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পদক্ষেপ যথার্থ করার জন্য রাসূল ﷺ কিছু দক্ষ ও বিশ্বাসী লোককে বেছে নেন। একটু খেয়াল করলেই দেখব যে, অভিজ্ঞ এ লোকগুলো হয় তাঁর সঙ্গে, না হয় আবু বাক্‌রের সঙ্গে সম্পর্কিত অথবা বিশেষ কোনো কাজে বিশেষভাবে পারদর্শী। দলের সবার পারস্পরিক সহযোগিতা আবর্তিত হয় মহান একটা লক্ষ্য বাস্তবায়নকে ঘিরে; হিজরাত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক—একযোগে সবার চাওয়া হয়ে ওঠে এটাই।

রাসূল ﷺ প্রত্যেক কাজের জন্য যথার্থ লোককেই বেছে নেন। হিজরাত সফল হওয়ার পেছনে আল্লাহ্‌র রাসূলের এ পরিকল্পনা যথাযথভাবেই কাজে দেয়।

আল্লাহ্‌র রাসূলের বিছানায় 'আলি ইবনু আবু তালিবের ঘুমিয়ে থাকাটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ এক কৌশল ছিল। কাফিরদের বোকা বানাতে কৌশলটির জুড়ি মেলা ভার। আল্লাহ্‌র রাসূলের ওপর থেকে তাদের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরে যায়। এ সুযোগে রাসূল ﷺ বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। মুশরিকরা টেরই পায়নি। আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে তাদের হাত থেকে রক্ষা করেন। সকালবেলা তাদের দৃষ্টি আটকে আল্লাহ্‌র রাসূলের বিছানায়। সবই ঠিক আছে, মুহাম্মাদ রাতের বেলায় বের হতে পারেননি। এখনো চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানাতেই ঘুমিয়ে আছেন—এ ব্যাপারে তাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ কাজ করেনি। অথচ বিছানায় রাসূল ﷺ নন, ঘুমিয়ে আছেন তাঁর চাচাতো ভাই ও সাহাবি 'আলি ইবনু আবু তালিব رضي الله عنه।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিজরাতে কার কী ভূমিকা:

ক) 'আলি ﷛ : আল্লাহ্‌র রাসূলের বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন। প্রথমত এতে কাফিরদের বোকা বানানো হয়। তা ছাড়া আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে গচ্ছিত রাখা কাফিরদের সম্পদ যথাযথভাবে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি তাকেই দিয়ে যান।

খ) 'আবদুল্লাহ ইবনু আবু বাক্‌র ﷛ : হিজরাতের প্রথম দিকে, রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌র ﷛ তখন গুহায়, সে সময় তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। সব সময় চোখ রাখেন শত্রুদের প্রতিটি গতিবিধির ওপর ।

গ) আসমা ﷛: মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করার জন্য মুশরিকরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সব জায়গায়। এমন বিপৎসংকুল পরিবেশেও আসমা বিনতে আবু বাক্‌র ﷛ সবার চোখ এড়িয়ে মাক্কা থেকে তাদের জন্য নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতেন।

ঘ) 'আমির ইবনু ফুহাইরা: সাদাসিধে ও বিশ্বস্ত একজন রাখাল। প্রতিদিন গুহায় রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌রের জন্য খাদ্য সরবরাহ করতেন। হিজরাত সফল করতে তিনি আরেকটা দুর্দান্ত কাজ করেন। মরুভূমির বালুর ওপরে তার মেষপাল ছুটিয়ে রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌র ﷛-এর পায়ের চিহ্ন মিশিয়ে দিতেন; খুঁজতে আসা লোকজন যাতে কোনো ভাবেই পায়ের চিহ্ন ধরে তাদের হদিস বের করতে না পারে—বিষয়টি তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত করেন।

ঙ) 'আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিত: হিজরাতের পরম বিশ্বস্ত একজন গাইড। মরুভূমির অপরিচিত ওই পথটি তার নখদর্পণে। নিজের কাজ সম্পাদন করেছে সে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সঙ্গেই; গুহা থেকে তাদের পথ দেখিয়ে নিরাপদেই নিয়ে যায় ইয়াসরিবে।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরাত নিরাপদ করার জন্য রাসূল ﷺ সম্ভবপর সব ধরনের কৌশলই গ্রহণ করেছেন। তাঁর গৃহীত এমন কৌশল বিচক্ষণতা এবং গোপনীয়তার যোগসাজশেই সহজে সব ধরনের ঝামেলা এড়ানো গেছে। এ কথা ঠিক যে, তাঁর পরিকল্পনাটি বিশদ ও নিশ্ছিদ্র। তবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেটাকে জটিল বলা চলে না। সঠিক মানুষ চিনে তিনি তাকে উপযুক্ত জায়গায় কাজে লাগান। এই সঠিক লোকদের সংখ্যাও ছিল একেবারে যথাযথ; না বেশি, না কম। [৯৩]

৪) উপায়-উপকরণ গ্রহণের আবশ্যকতা:

উপায়-উপকরণ গ্রহণ এমন একটা বিষয় যা অত্যন্ত জরুরি ও আবশ্যক। তবে এর অর্থ এই নয় যে, উপায়-উপকরণ অবলম্বন করলেই এর ফলাফল আসতে বাধ্য। কারণ, কোনো কাজের ফলাফল আসাটা আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর ওপর ভরসা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা বিষয়। আর হবেই-বা না কেন, উপকরণ গ্রহণের পূর্ণতাপ্রাপ্তির একটা দুয়ার তো এই তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, প্রস্তুতি আর উপায়-উপকরণ গ্রহণ করেই রাসূল ﷺ ক্ষান্ত হননি। পূর্ণ ভরসা রেখেছেন আল্লাহর ওপর। তাকে ডেকেছেন, তাঁর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন। মহান রব তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। সাহায্য করেছেন পদে পদে; গুহার মুখে দাঁড়ানোর পরেও রাসূল ﷺ-কে মুশরিকরা দেখতে পায়নি। সুরাকার ঘোড়ার পা মাটিতে দেবে যায় । আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিভিন্ন পন্থায় রক্ষা করেছেন এবং তাঁর হিজরাতকে করেছেন সাফল্যমণ্ডিত।[৯৪]

৫) মু'জিজা বা অলৌকিক ঘটনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন:

নবি ﷺ-এর হিজরাতের ঘটনায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, যা আমাদের রাসূলের প্রতি আল্লাহর হেফাজত নিরাপত্তাবিধানের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এর একটি উদাহরণ এরকম, রাসূল ﷺ যে গুহায় আত্মগোপন করে ছিলেন, গুহাটির মুখে মাকড়সা জাল বোনে। আরেকটি ঘটনা ছিল, রাসূল ﷺ যখন উম্মু মা'বাদের তাঁবু অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি সেখানে নেমে পড়েন। আল্লাহর অশেষ কৃপায় তিনি উম্মু মা'বাদের জীর্ণ-শীর্ণ দুর্বল ভেড়ার দুধ দোহন করেন। আরেকটি মু'জিজা হলো সুরাকার ঘটনা। রাসূল ﷺ তাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, সে একদিন পারস্য সম্রাটের দুটি বালা পরিধান করবে।

আমাদের মুসলিমদের জন্য নবি-জীবনের বৃত্তান্ত শুধু পড়া বা জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। আমরা প্রতিটি খুঁটিনাটি আদ্যোপান্ত জানব, আলোচনা করব, যদি দেখা যায়, মু'জিজাটি সাহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তাহলে সেটাতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিশ্বাস স্থাপন করব, জ্ঞানের বিভিন্ন আসরে আলোচনা তুলব। মানুষকে দেখিয়ে দেব, মু'জিজাটি নবি ﷺ-এর নবুওয়াতেরই একটা নিদর্শন।[৯৫]

৬) বিশ্বস্ত কাফিরের সাহায্য-সহযোগিতা নেওয়ার বৈধতা:

একজন দা'ইর পক্ষে এমন একজন কাফিরের সাহায্য নেওয়ার সুযোগ আছে, যে লোক তার দাওয়া বিশ্বাস করে না। তবে ঢালাওভাবে সব কাফিরের সাহায্য গ্রহণ করা যাবে না। পেশাদারিত্ব ও বিশ্বস্ততার প্রশ্নে লোকটিকে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। তবেই তার সাহায্য নেওয়ার প্রসঙ্গ আসবে। হিজরাতের ঘটনায় আমরা দেখেছিলাম, রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌র ؓ একজন মুশরিককে ভাড়া করেন তাদের মাদীনার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। নিজেদের বাহনের ভার পুরোপুরি ছেড়ে দেন তার হাতে। তিন দিন পর সাওর পর্বতের গুহায় তাদের সঙ্গে দেখা করার সময়ও নির্ধারণ করে দেন লোকটিকে। বিশ্বাসের মাত্রাটা কত বেশি হলে এমন স্পর্শকাতর একটা গোপন বিষয়ে তাকে বিশ্বাস করতে পারেন! এতে প্রমাণিত হয়, কোনো কাফির কিংবা পাপাচারীর ওপরও কখনো কখনো আস্থা রাখা যায়; নির্ভর করে, যে কারণে তাকে বিশ্বাস করার প্রশ্ন আসে, ওই বিষয়ে সে পূর্ণ দক্ষ কিনা। হয়তো সে ওই মুসলিমের খুব কাছের কেউ, কিংবা তাকে তিনি অনেকদিন ধরে খুব ভালো করেই জানেন, বা লোকটা তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশী, কিংবা নৈতিকতার প্রশ্নে সে সবার কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। অথবা অন্য যেকোনো ভালো গুণের কারণেই লোকটিকে বিশ্বাস করা যায়। তবে কোনো কাফিরকে বিশ্বাস করাটা একান্তই নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট মুসলিমের বিচারবিবেচনার ও তার বুদ্ধিমত্তার ওপর। তিনি কাফির, ওই লোকটিকে কতটা চেনেন, কীরকম জানেন তার ওপরই নির্ভর করে—তার থেকে কোনো সাহায্য নেওয়া যাবে কিনা।[৯৬]

৭) হিজরাতের ঘটনায় মুসলিম নারীদের ভূমিকা:

হিজরাতের আকাশে নারীদেরও অনেকগুলো নাম জ্বলজ্বল করছে, যাদের ভূমিকা নেহায়াতই কম নয়। এদের একজন হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীকের মেয়ে 'আয়িশা ؓ। হিজরাতের ঘটনায় তার ভূমিকা সবার থেকে একটু ভিন্ন; মোটেই বিস্মৃত না হয়ে তিনি ঘটনার আদ্যোপান্ত মনে রেখেছেন এবং উম্মাহর কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। অত্যন্ত ধৈর্যশীল উম্মু সালামা; তিনি মাদীনায় হিজরাত করেন। আসমা যাতুন নিতাকাইন;[৯৭] তিনি রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌রের জন্য বিভিন্ন বস্তুর জোগান দিতেন। খাবার ও পানীয় সরবরাহ করতেন। কী কষ্টটাই না তিনি আল্লাহর পথে সহ্য করেছেন! ইতিহাসের পাতায় তিনি নিজেই আমাদের কাছে তার ঘটনা ব্যক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেছেন; তিনি বলেন—

'রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌র যখন বের হয়ে যান, তার একটু পরই কুরাইশদের একটা দল আমাদের কাছে আসে। আবু জাহল ইবনু হিশামও ছিল তাদের মধ্যে। আবু বাক্‌রের দরজায় এসে তারা দাঁড়ায়। দেখে আমি এগিয়ে যাই। তারা বলল, হে আবু বাকরের মেয়ে, তোমার বাবা কোথায়? জবাবে আমি বললাম, আমি জানি না, আল্লাহর কসম, আমার বাবা কোথায়! আবু জাহল ছিল বদমাশ ও পাজি প্রকৃতির লোক, সে কষে আমার গালে এমন এক চড় বসাল যে, কানের দুল ছিটকে গিয়ে পড়ে। এরপর তারা চলে যায়।[৯৮]

রাসূল ﷺ-এর হিজরাতের খবর শত্রুদের কাছে গোপন রাখা এবং উৎপীড়ক ও অত্যাচারীর সামনে ভড়কে না গিয়ে আসমা رضي الله عنها যেভাবে অবিচল ও অটল ছিলেন, তা সব মুসলিম নারী-পুরুষের জন্যই অনন্য এক শিক্ষা। তার অবিচল ভূমিকা এখানেই শেষ নয়, অন্য একটি ঘটনাও তিনি অত্যন্ত শক্তহাতে সামলেছেন; দাদা আবু কুহাফা তখন অন্ধ, একদিন তার কাছে এসে বলেন, আমি নিশ্চিত আবু বাক্‌র তার সমুদয় সম্পদ নিয়ে গিয়ে তোমাদের বিপদে ফেলে গেছে। আসমা বললেন , না, অবশ্যই না, দাদা। এই যে আপনি এগুলোর ওপর হাত রেখে দেখুন। আসমা বলেন, তিনি সেগুলোর ওপর হাত রাখলেন। এরপর বললেন, তাহলে তো ঠিকই আছে। যদি সে তোমাদের জন্য সম্পদগুলো রেখেই যায়, তাহলে সে তো ভালোই করেছে। পরে আসমা رضي الله عنها বলেন, না, আল্লাহর কসম, তিনি আমাদের জন্য কিছুই রেখে যাননি। তবে আমি এর দ্বারা দাদাকে শুধু প্রবোধ দিতে চেয়েছিলাম।[৯৯]

আসমা رضي الله عنها তার বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের মাধ্যমে বাবার বিষয়টি গোপন রাখতে সক্ষম হন। তার অন্ধ দাদার মনেও কোনোরূপ সন্দেহের উদ্রেক হতে দেননি। এসব করার জন্য তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি। বাস্তবেই আবু বাক্‌র رضي الله عنه তাদের জন্য পাথরগুলো রেখে যান। যাতে মেয়ে তার দাদাকে এগুলো দেখিয়ে বুঝ দিতে পারেন। তবে তিনি পাথরগুলোর সঙ্গে তাদের জন্য রেখে যান আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও দৃঢ় ঈমান। কোনো পাহাড়ধস যে ঈমানকে টলাতে পারবে না, দুমড়ে-মুচড়ে দিতে পারবে না প্রবল উত্তাল ঘূর্ণিঝড় এসেও। বাবা মেয়ে উভয়েই আল্লাহর ওপর ঈমানের এমন এক স্তরে ছিলেন যে, সম্পদের অভাব-অনটন কিংবা প্রাচুর্য কোনোকিছুই তাদের বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি। আবু বাক্‌র رضي الله عنه পরিবারের সদস্যদের মধ্যে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরকালীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার এমন এক বীজ রোপণ করেন, যা তাদের সকল ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি দেয়। দুনিয়ার তুচ্ছ কোনো বস্তু নয়, তাদের চাওয়া কেবল ওপরের দিকে; রবের সন্তুষ্টি কামনাই যার আসল লক্ষ্য। তিনি একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠন করেন, যার নজির বিরল।

আবু বাক্‌রের কন্যা আসমা ﵂-ও মুসলিম নারীদের জন্য স্থাপন করেন অনুপম এক দৃষ্টান্ত। আজ সময় এসেছে মুসলিম নারীরা নিজেদের আসমা ﵂-এর আদর্শে উন্নীত করবেন।

রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌র ﵁ হিজরাত করে মাদীনায় চলে যান। আর আসমা ﵂ ও তার বোনেরা মাক্কাতেই রয়ে যান। আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে মুখ বুজে পড়ে ছিলেন সেখানে। নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা, অভাব-অনটনের কথা কাউকে বলেননি। এজন্য কাউকে দোষারোপ করেননি, কোনো অভিযোগ দায়ের করেননি—এভাবে কিছু দিন কেটে গেল। রাসূল ﷺ একসময় যাইদ ইবনু হারিসা ও তার মুক্ত দাস আবু রাফিকে মাক্কায় পাঠান। সঙ্গে দিয়ে দেন দুটি উট ও পাঁচশো দিরহাম। তারা মাক্কা যান। ফিরতি পথে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন আল্লাহ্‌র রাসূলের দুকন্যা ফাতিমা ও উম্মু কুলসুম, আল্লাহ্‌র রাসূলের স্ত্রী সাওদা বিনতে যাম‘আহ , ‘উসামা ইবনু যাইদ, তার মা উম্মু বারাকা; যার উপনাম উম্মু আইমান। তাদের সঙ্গে এসে আরও যোগ দেন ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবু বাক্‌র ﵁, সঙ্গে আবু বাক্‌রের পরিবার; ‘আয়িশা ও আসমা। একটা সময় তারা মাদীনায় এসে পৌঁছেন। সেখানে এসে তারা প্রথমে হারিসা ইবনু নু’মানের বাসায় ওঠেন। [১০০]

৮) আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে মুশরিকদের গচ্ছিত ধনসম্পদ:

মাক্কার কাফির-মুশরিকরা একদিকে আল্লাহ্‌র রাসূলের দাওয়াহ কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়, তাঁকে হত্যা করার জন্য নানা ফন্দিফিকির করে। অন্যদিকে নিরাপত্তার ভয়ে, চুরি যাওয়ার ডরে নিজেদের ধনসম্পদ অন্য কারও কাছে নয়, নিয়ে রাখত পরম বিশ্বস্ত আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছেই। মজার ব্যাপার হলো, এমন স্ববিরোধী কাজের দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও খুব একটা চোখে পড়ে না; যে লোকটাকে তারা মিথ্যাবাদী, জাদুকর এবং পাগল বলে গালমন্দ করত, দিনশেষে হিসাব মিলিয়ে দেখত, তাঁর চেয়ে উত্তম আমানাতদার এবং পরম বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর একজনও নেই। তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট নিজেদের সম্পদ আমানাত রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাত। এটা প্রমাণ করে যে, সততার প্রশ্নে রাসূল ﷺ উত্তীর্ণ না হওয়ার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণে যে তারা তাকে মানে না—ব্যাপারটা তেমন নয়; বরং রাসূল ﷺ ইসলাম নামের যে সত্যটা নিয়ে আগমন করেছেন, সেটা নিয়েই তাদের মাথাব্যথা। গায়ে জ্বালা ধরার যত কারণ এই সত্য দীনটাই। ইসলাম তাদের ঔদ্ধত্যে, অহংকারের দেওয়ালে প্রবল আঘাত হানে। নিজেদের মিথ্যা ক্ষমতার মসনদ নিয়ে বেশিদিন টিকতে পারবে না—এ ভয় তাদের পেয়ে বসে।[১০১] আল্লাহ বলেন—

> আমি তো জানি, তারা যা বলে তা তোমাকে দুঃখ দেয়। তবে তারা তো তোমাকে অবিশ্বাস করে না; বরং (এই) অত্যাচারীরা (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর আয়াতসমূহকেই অস্বীকার করে। [সূরা আন'আম, ৬: ৩৩]

রাসূল ﷺ একে একে গচ্ছিত সম্পদের সবকিছু আলির হাতে বুঝিয়ে দিয়ে আদেশ করেন, মালিকদের কাছে সেগুলো পৌঁছে দিতে। তিনি যখন আলিকে আমানাত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করছেন, তখন কঠিন একটা মুহূর্ত; মৃত্যু ওত পেতে আছে রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে। রাত পোহালেই তাকে হত্যা করা হবে—এমন সিদ্ধান্তে উন্মাদ কাফিররা। কঠিন এই মুহূর্তে মানুষ একটা জিনিসই কেবল ভাবতে পারে—পলায়ন। আল্লাহর রাসূলের তখন ভাবনা হওয়ার দরকার ছিল, কীভাবে হিজরাতের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সফল করা যায়; কিন্তু তিনি তো আল্লাহর রাসূল। এমন সংকটাপন্ন মুহূর্তেও মালিকদের কাছে তাদের সম্পদ ঠিকঠিকভাবে পৌঁছানোর কথা ভুলে যাননি। ঠিক এমন সঙ্গিন অবস্থায় পড়লে অন্যদের সম্পদের কথা দূরে থাক, নিজেদের কথাই ভুলে যেতাম আমরা।[১০২]

৯) মূল্য দিয়ে বাহন খরিদ:

আবু বাকর ﵁ চড়ার জন্য রাসূল ﷺ-কে একটা বাহন সাধলেন; কিন্তু রাসূল ﷺ বিনামূল্যে সে বাহনে চড়তে রাজি হননি। শেষ পর্যন্ত আবু বাকর ﵁ মূল্য নিতে রাজি হলেই কেবল রাসূল ﷺ বাহনটিতে চড়ে বসেন। তবে রাসূল ﷺ তখনই মূল্য পরিশোধ করতে পারেননি। বাকিতে কিনে নেন। বিষয়টি আমাদের একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, একজন দা'ইর পক্ষে কোনো সময়ই অন্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। তারা কেবল দিতেই জানবেন, নিতে নয়; কল্যাণকর সকল কিছু তারা কেবল দেবেনই।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য যে, তারাও আর দশজনের মতোই মানুষ; আর্থিক অভাব-অনটনে পড়া স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে দান-সাদাকাহ করা হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু তাদের জন্য গ্রহীতা হওয়া সাজে না। আর এমন উন্নত মূল্যবোধ ছিল বলেই রাসূল ﷺ আবু বাক্‌রের কাছ থেকে বাহনটি খরিদ করতে জোরাজুরি করেন। রাসূল ﷺ-এর এ গুণটি কুরআনেরই একটি হুবহু অনুবাদ। আল্লাহ্ বলেন—

> আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। বিশ্বজগতের রবই আমার প্রতিদান দেবেন। [সূরা আশ-শু'আরা, ২৬: ১০৯]

যারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখেন, বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ করেন এবং মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে তারা হাত পাতবেন—এটা কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটা স্পষ্ট স্ববিরোধী একটা কাজ। তারাই সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইতে বলেন। অথচ নিজেদের প্রয়োজনের সময় তারা আল্লাহর কাছে না চেয়ে চাচ্ছেন চাচ্ছেন তাঁরই একজন বান্দার কাছে! দাওয়াহর সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হলো, মুখে মুখে না বলে আমলটা নিজেই করে দেখানো। এতে মানুষ প্রভাবিত হয়। মানার আগ্রহ জন্মে।

আল্লাহকে ভয় করে তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশা নিয়ে যে কণ্ঠস্বর দাওয়াহর আওয়াজ উচ্চকিত করে, তার সঙ্গে ওই দা'ইর তফাতটা হবে বিস্তর, যার দাওয়াহর লক্ষ্যই হলো দুনিয়া কামানো। টাকার পেছনে তিনি যখন ছুটবেন, কথা বলবেন টাকার বিনিময়ে, তখন তিনি টাকার কাছে বিক্রিত পণ্য। সত্য বলার কণ্ঠস্বর তখন স্তিমিত একজন অকৃতকার্য 'জড়বস্তু'। প্রাচীন একটা প্রবাদ আছে, ভাড়াটে বিলাপকারিণী কখনোই শোকসন্তপ্ত মায়ের মতো শোকাতুর নয়। দুনিয়ায় লালসিত ব্যক্তি দাওয়াহর কাজে আন্তরিক নয় বলে খুব কম মানুষই তার কথায় প্রভাবিত হয়।[১০৩]

১০) মানুষের ধনসম্পদ থেকে দা'ইকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে:

সুরাকা একপর্যায়ে রাসূল ﷺ-কে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই আমার তূণীর, এখান থেকে আপনার যতটা ইচ্ছা তির নিতে পারেন। আপনি আরও সামনের দিকে এগোলে অমুক অমুক জায়গায় আমার ভেড়ার পালের দেখা পাবেন। প্রয়োজনমাফিক আপনার যতটা ভেড়া নিতে মন চায়, নিতে পারেন। রাসূল ﷺ-এর মতো রুচিবান একজন ব্যক্তিত্ব সবিনয়ে সুরাকার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তাকে বলেন, এর কোনোকিছুরই আমার প্রয়োজন নেই।[১০৪]

অন্যের সম্পদের লোভ থেকে দা'ই নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারলে এই কারণেই মানুষ তাকে ভালোবাসবে, আপন করে নেবে। চিত্রটা যদি বিপরীত হয়,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থাৎ অন্যের সম্পদের ওপর তার লোভাতুর চোখ থাকে, তাহলে ভালোবাসা দূরে থাক, মানুষ তাকে ঘৃণা করবে, তার থেকে পালিয়ে বাঁচবে। আল্লাহর পথের একজন দা'ইর জন্য এতে রয়েছে পর্যাপ্ত শিক্ষা।[১০৫]

১১. উন্নত প্রশিক্ষণ ও আনন্দাশ্রু:

আল্লাহ্র রাসূলের তারবিয়া ও প্রশিক্ষণ দানের মাত্রা কেমন ছিল, তার একটা সাক্ষাৎ প্রতিফলন মেলে আবু বাক্র ও আলির মধ্যে; আবু বাক্রের কাছে মাদীনায় হিজরাতের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করার সময় রাসূল ﷺ বলেন, তাড়াহুড়ো করো না, আল্লাহ হয়তো তোমার একজন সফরসঙ্গী মিলিয়ে দেবেন। সেদিন থেকেই আবু বাক্র ؓ প্রস্তুতি গ্রহণে ও পরিকল্পনা প্রণয়নে লেগে গেলেন। হিজরাতের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তিনি দুটো বাহন কেনেন। সেগুলোকে নিজের ঘরে রেখেই যত্ন-আত্তি করেন ও খাবারদাবার খাওয়ান। বুখারির এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি দুটো পশুকে নিজের কাছে রেখে সুমুরের (একধরনের গাছ) পাতা খাইয়েছেন টানা চার মাস। আবু বাক্র ؓ, আল্লাহ্র রাসূলের ওফাতের পর যিনি হবেন মুসলিমদের প্রথম খলীফা, তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে ঠিকই দেখেছেন যে, হিজরাতের ক্ষণটি হবে খুবই কঠিন; আগে থেকে জানান না দিয়ে একদিন হঠাৎ করে এর আদেশ চলে আসবে। বুঝতে পেরে আর বসে ছিলেন না; লেগে যান সফরের বাহন জোগাড়ে, খাদ্য সরবরাহে। নিজের পরিবারকেও প্রস্তুত করেন আল্লাহ্র রাসূলের যেকোনো সেবার প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে।

এরপর একদিন রাসূল ﷺ এলেন। জানালেন, আল্লাহ্ তাকে মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় হিজরাত করার আদেশ করেছেন। শুনে আবু বাক্র ؓ-এর কান্না আর থামে না, খুশিতে তিনি কেঁদে ফেলেন। পরবর্তী সময়ে 'আয়িশা ؓ ঘটনাটি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর কসম, খুশিতে কেউ এভাবে কাঁদতে পারে, ওই দিনের আগে বিষয়টি আমার জানা ছিল না। মানুষের খুশির আধিক্যতা প্রকাশের ধরনটাই এমন বিচিত্র; বেশি খুশি হলে সে কেঁদে ফেলে।

আবু বাক্র সিদ্দীক ؓ ঠিকই এই সাহচর্যের মানে বুঝে ফেলেন; তিনি তখনই টের পেয়ে যান, অচিরেই বিশ্বজগতের রব মহান আল্লাহর দূতের মহিমান্বিত হিজরাতের সফরসঙ্গী হতে চলেছেন তিনি। জগতের আর কেউ না, তিনি একাই আল্লাহ্র রাসূলের সফরসঙ্গী হতে চলেছেন; নিজেকে সম্মানিতবোধ করলেন। একদিন দুদিন নয়, কমপক্ষে ১৩ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত। তার নেতা, সেনাপতি ও তার বন্ধু মুহাম্মাদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ﷺ-এর জন্য একান্ত সান্নিধ্যে পাশে থাকবেন, প্রয়োজনে নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেবেন। একজন লোক পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম সম্মান আর কী আশা করতে পারে? তিনি তো দুনিয়ার যেনতেন কোনো লোকের সফরসঙ্গী নন। তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর হিজরাতের সফরসঙ্গী। এটা চাট্টিখানি কোনো কথা নয়; গোটা দুনিয়ায় আর কারও কপালে এমন সম্মান জুটেছে?[১০৬] গুহায় অবস্থানকালে আবু বাক্‌র ﷺ ভয় পেয়ে যান এই বুঝি মুশরিকরা দেখে ফেলল! তার এই ভয় ছিল স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায়। মুশরিকরা এখনই নিজের প্রাণবায়ু বের করে ফেলবে—এমন ভাবনা ঘুণাক্ষরেও তার মনে ঠাঁই পায়নি। জীবনের মায়া যদি তিনি করতেনই, তাহলে কখনোই এমন কঠিন পরিস্থিতে মৃত্যুর খড়্গ ঝুলে থাকা আল্লাহ্‌র রাসূলের সফরসঙ্গী হতে রাজি হতেন না। কারণ, তিনি নির্বোধ ছিলেন না। ভালো করেই জানতেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে তাকেও যদি মুশরিকরা পাকড়াও করতে পারে, তাহলে নির্ঘাত মৃত্যু। জোটবদ্ধ মুশরিকরা এর চেয়ে কম মাত্রার কোনো শাস্তি দেবে না। সবকিছু জেনেশুনেই তিনি এখন আল্লাহ্‌র রাসূলের হিজরাতের সফরসঙ্গী। তার যত উৎকণ্ঠা আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবন নিয়ে। তিনি উদ্‌বিগ্ন, রাসূল ﷺ যদি মুশরিকদের হাতে ধরা পড়ে যান, তাহলে সদ্য প্রস্ফুটিত ইসলামের কী হবে?[১০৭]

শুধু গুহাতেই নয়, আবু বাক্‌র ﷺ হিজরাতের সফরে পথের পুরো সময়টাই আল্লাহ্‌র রাসূলের নিরাপত্তা নিয়ে ভীষণ উদ্‌বিগ্ন ছিলেন। পথে এক লোক তাকে জিজ্ঞেস করে বসল, আপনার সঙ্গে উনি কে? আবু বাক্‌র বললেন, ইনি একজন পথপ্রদর্শক; আমাকে পথ দেখান। লোকটি মনে করল, আবু বাক্‌র ﷺ বুঝি পথ দ্বারা এখানে মরুভূমির রাস্তা বুঝাচ্ছেন; কিন্তু তিনি তো পথ দ্বারা এখানে বুঝিয়েছেন হিদায়াতের পথ, কল্যাণের পথ। তাই তো রাসূল ﷺ মানবজাতিকে কল্যাণের পথেরই দিশা দেন। তিনি তো আলোর পথেরই দিশারি। আবু বাক্‌র ﷺ এখানে কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি; বরং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে হিজরাতের গোপনীয়তা রক্ষা করে লোকটার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এমনও তো হতে পারত, লোকটা আল্লাহ্‌র রাসূলের পরিচয় জেনে গেলে তা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াত![১০৮] আবু বাক্‌র ﷺ সে ঝুঁকিটা পর্যন্ত নেননি। সত্য কথা বলেই তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে লোকটার প্রশ্নের উত্তর দেন।[১০৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবার আসা যাক 'আলি ইবনু আবু তালিবের কথায়। তিনিও রাসূল ﷺ-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ইসলামের জন্য ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ। নেতা মুহাম্মাদ ﷺ-এর গায়ে যেন একটা আঁচড়ও না লাগে, সেজন্য এগিয়ে গেলেন নিজের জীবন নিয়ে। কারণ, রাসূল ﷺ যদি নিরাপদ থাকেন, তাহলে ইসলাম নিরাপদ থাকবে। আর তাঁর কোনো ক্ষতি মানে ইসলামেরই ক্ষতি। হিজরাতের রাতে আল্লাহ্‌র রাসূলের বিছানায় নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়েন তিনি। সকালবেলা তাকেই মুহাম্মাদ ভেবে কুরাইশদের সবগুলো তলোয়ার একযোগে আঘাত হানতে পারে—এমন বিপদের কথা জেনেও তিনি পরোয়া করেননি। নিশ্চিন্তে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন আল্লাহ্‌র রাসূলের বিছানায়। তার জীবনের বিনিময়ে হলেও মুসলিম উম্মাহর নবি, আল্লাহর রাসূল ﷺ নিরাপদ থাকবেন—এর চেয়ে ভিন্ন কিছু চাওয়া ছিল না।[১১০]

১২) একজন আদর্শ নেতার বৈশিষ্ট্য:

আবু বাক্‌র رضي الله عنه রাসূল ﷺ-কে কতটা ভালোবাসতেন, হিজরাতের বিস্তৃত আলোচনায় তার একটা ঝলক আমাদের নজরে এসেছে। আল্লাহ্‌র রাসূলের সব সাহাবিই তাঁকে এমন ভালোবাসতেন। সীরাতের পরতে পরতে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। অন্তরের গহিন থেকে এ ভালোবাসা উৎসারিত ছিল। মোটেও কপট কিংবা মেকি নয়। ছিল না পার্থিব কোনো স্বার্থ উদ্ধার; কিংবা রাসূল ﷺ-কে ধরে নিজের আখের গোছানোর ফন্দি। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করেই রাসূল ﷺ-কে তারা ভালোবাসতেন। একজন নেতার যত ভালো গুণ থাকতে পারে, তার সবই ছিল আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে। সাহাবিরা সেগুলো নিজ চোখে দেখেছেন। তারা দেখেছেন, রাসূল ﷺ জেগে থাকেন, তারা যেন ঘুমাতে পারেন। তিনি কাজ করে যান আপন মনে, যেন তারা বিশ্রাম নিতে পারেন। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে পরিতৃপ্ত করে যান তাঁর সাহাবিদের। তিনি আকাশে ধরাছোঁয়ার বাইরে জ্বলতে থাকা তারার মতো কোনো নেতা ছিলেন না। তিনি তাদেরই একজন হয়ে তাদের নেতা ছিলেন; সবার সুখে সুখী যেমন সবার দুঃখেও দুঃখী। তিনি সাহাবিদের চিন্তার সমান ভাগীদার হতেন, পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। বাড়িয়ে দিতেন সাহায্যের হাত। রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে যেভাবে উত্তম আচরণ করতেন, কোনো নেতা যদি ঠিক সেভাবেই তার অনুগামীদের সঙ্গে করেন, স্রেফ আল্লাহর জন্য তাদের দুঃখে-সুখে পাশে থাকেব, তাহলে অবশ্যই সে নেতা অধস্তন এবং অনুগামীদের থেকে এমন ভালোবাসাই পাবেন। বিশেষ করে তিনি যদি মুসলিম উম্মাহ্‌র নেতা হয়ে থাকেন, তাহলে অনুসারীদের এমন ভালোবাসা তার জন্য অবধারিত।[১১১]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অধীনদের হয়তো জোর করে কোনো কাজে বাধ্য করা যায়; কিন্তু তাদের ভালোবাসা পাওয়া যায় না। তারা হয়তো তাদের নেতাকে ঘৃণা করে, ভয়ের কারণে প্রকাশ করে না। সত্যিকারের নেতা তো আসলে তিনিই, যিনি জোর করে নয়, কাজ আদায় করেন ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। নিজের দিয়ে জয় উত্তম আচরণ করেন অনুসারীদের মন। নেতা অনুসারীদের প্রতি কতটা উদার, কেমন উত্তম আচরণ করেন তাদের সঙ্গে—এর ওপরই নির্ভর করে অনুসারীর আনুগত্যের মাত্রা। অনুসারীদের জন্য তিনি নিজেকে যতটা বিলিয়ে দিতে পারবেন, ততটা ভালোবাসা পাবেন তাদের থেকে। তারা তাকে প্রাণখুলে ভালোবাসবে। আল্লাহ্‌র রাসূলের মতো একজন উত্তম নেতার নজির পৃথিবীতে বিরল; অনুসারী ও সাহাবিদের প্রতি তিনি একই সঙ্গে দরদি ও সমব্যথী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ সাহাবি নিরাপদে মাদীনায় হিজরাত করে চলে যাওয়ার পরই কেবল তিনি হিজরাত করেন।[১১২]

১৩) পথিমধ্যে বুরাইদা আল-আসলামির ইসলাম গ্রহণের ঘটনা:

পরিস্থিতি যত কঠিন হোক, বিপদ যত বড় হোক, সত্যিকার মুসলিম এগুলোকে পরোয়া করে না। আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকার ক্ষুদ্র কোনো সুযোগও তিনি অবহেলায় হারাতে চান না। প্রতিটি সুযোগ তার কাছে সুবর্ণ। মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকে সে সুযোগকে তিনি যথাযথ কাজে লাগান। আল্লাহর নবি ইউসুফ عليه السلام সুযোগের এমনই সদ্ব্যবহার করেছিলেন। অন্যায়ভাবে জেলের প্রকোষ্ঠে তখন তিনি বন্দি। সুন্দর আচরণে মুগ্ধ হয়ে অন্য বন্দিরা তার চারপাশে ভিড় জমায়। শুনতে চায় তার মুখের মিষ্টি বাণী। তিনি সুযোগটা হাতছাড়া করলেন না। জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠ তাকে তাওহীদের দাওয়াহ দেওয়া থেকে বিমুখ করতে পারেনি। লোকদের তিনি এক আল্লাহর কথা শোনালেন। আল্লাহর সঙ্গে শিরক না করার কথা বললেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা যাবে না—সে কথাও জানালেন। কেবল আল্লাহর সামনেই নত হতে বলেন, কোনো সৃষ্টিজীবের সামনে নয়। আল্লাহ বলেন—

> এবং আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করেছি। আমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করি না। এটা আমাদের প্রতি ও মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। হে কারাগারের সঙ্গীদ্বয়, পৃথক পৃথক অনেক প্রভু ভালো নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? আল্লাহ ব্যতীত তোমরা তো কেবল কতগুলো নামের পূজা করছ, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারাই রেখেছ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তো ওগুলো সম্পর্কে কোনো প্রমাণ পাঠাননি। কার্যকর নির্দেশ তো একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কিছুরই উপাসনা না করো। এটাই সঠিক ধর্ম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। [সূরা ইউসুফ, ১২: ৩৭-৪০]

সূরা ইউসুফ মাক্কি; আল্লাহর পথে ডাকার জন্য রাসূল ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা আগেকার নবি-রাসূলদের পথ ও পন্থা অনুসরণের তাগিদ দিয়েছেন। রাসূল ﷺ অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর আদেশ মেনে চলেছেন। মাক্কা ছেড়ে মাদীনার পথে যখন তিনি হিজরাত করছিলেন, রক্তলোলুপ খুনি মুশরিকরা পেছন পেছন ধাওয়া করে আসছে। ঘোষণা দিয়েছে, জীবিত কিংবা মৃত রাসূল ﷺ-কে ধরে আনতে পারলে নগদ ১০০ উট পুরস্কার। এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও রাসূল ﷺ তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব ভুলে যাননি। পথে বুরাইদা ইবনুল হুসাইব আল-আসলমি নামের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়। লোকটির সঙ্গে তার জাতির আরও কয়েকজন ছিল। রাসূল ﷺ তাদের ইসলামের পথে আহ্বান জানালে তারা বিশ্বাস করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।[১১৩]

ইমাম ইবনু হাজার আস্‌কলানি উল্লেখ করেন, মাদীনায় হিজরাতের পথে রাসূল ﷺ বুরাইদা ইবনুল হুসাইব ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিস আল-আসলামির সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাকে ইসলামের পথে আহ্বান করেন। বুরাইদা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের একজন দা'ই বনে যান এবং পরবর্তী সময়ে তিনি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে থেকে ১৬ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।[১১৪] তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার গোত্র 'আসলাম'-এর লোকদের জন্য হিদায়াতের দুয়ার খুলে দেন। তার দাওয়াহর মধ্য দিয়ে পুরো গোত্র ইসলামের দিকে আসে। রাসূল ﷺ তার সম্পর্কে বলেছেন, 'আসলাম', আল্লাহ একে নিরাপদ করেছেন। 'গিফার', আল্লাহ একে ক্ষমা করেছেন। এটা আমি বলছি না। এ কথা বলছেন আল্লাহ নিজেই।[১১৫]

১৪) দুজন চোরের ইসলাম গ্রহণ:

মাদীনার কাছাকাছি একটা জায়গায় মুহানান নামের দুজন চোরকে দেখে রাসূল ﷺ এগিয়ে যান। উপস্থাপন করেন ইসলামের অনুপম শিক্ষা। আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে তারা মুগ্ধ হয়ে ইসালম গ্রহণ করেন। এরপর রাসূল ﷺ তাদের নাম জানতে চান। জবাবে তারা বলেন, আমরা মুহানান (অপদস্থ)। রাসূল ﷺ বললেন, না, তোমরা বরং মুক্‌রমান (সম্মানিত)। এরপর রাসূল ﷺ তাদের দুজনকে মাদীনায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন।[১১৬] চোর দুজনের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সপ্রমাণ যে, আল্লাহর পথে দাওয়াহ দেওয়াকে রাসূল ﷺ কতটা গুরুত্বের সঙ্গে নিতেন। চলতি পথে পাওয়া ছোট্ট একটা সুযোগও তিনি হাতছাড়া করেননি; দাওয়াতের কাজে সদ্ব্যবহার করেছেন। চোর দুজনকে ইসলামের পথে ডেকেছেন। সে ডাকে তারাও সাড়া দিয়েছেন। গ্রহণ করেছেন ইসলাম। [১১৭]

১৫) পথে আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে যুবাইর ও তালহার সাক্ষাৎ:

পথে আরেকটি ঘটনা ঘটে। যুবাইর ইবনুল 'আওয়াম একটি বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে শাম থেকে ফিরছিলেন। পথে দেখা হয়ে যায় আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে। রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌রকে তিনি সাদা কাপড় উপহার দেন। ঘটনাটি ইমাম বুখারি উল্লেখ করেছেন।[১১৮]

সীরাতপ্রণেতারা অন্য একটি ঘটনাও নিয়ে আসেন তাদের বইয়ে। সেটা হলো, তালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহও হিজরাতের সে পথে তাদের দুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তখন শাম থেকে ফিরছিলেন। কিছু কাপড় তিনিও উপহার দিয়েছিলেন।[১১৯]

১৬) শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ অপসারণে দীনের ভূমিকা:

গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করা ও শত্রুতাকে মিত্রতায় উন্নীত করার জন্য ইসলামি অনুশাসনের বিকল্প নেই। পৃথিবীর আর কোনো ধর্মীয় অনুশাসন কিংবা অন্য কোনো মূল্যবোধের সাধ্য নেই, এমন একটা ভূমিকা পালন করে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে। ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা ব্যতীত জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ ঘোচানো কোনো কালেই সম্ভব না। বিগত কয়েকটি পরিচ্ছেদের আলোচনায় আমরা দেখেছি, ইসলাম কী করে অসম্ভব একটা কাজকে সম্ভব করেছে। আওস ও খাযরাজের মতো চিরশত্রু গোত্র দুটোকে ইসলাম একত্র করেছে। মিটিয়ে দিয়েছে যুগের পর যুগ চলতে থাকা তাদের ক্রুদ্ধ-যুদ্ধের ইতিহাস। যে আওস ও খাযরাজের লোকেরা মওকা পেলেই একে অপরের বিরুদ্ধে তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারাই কিনা এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আরও দেখেছি, কীভাবে ইসলাম মাদীনার আনসার সাহাবিদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়; মাক্কার মুহাজিরদের সাদরে গ্রহণ করেন তারা। নেন আপন করে। পরস্পরে এমন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যান, পৃথিবীর ইতিহাস যা কেউ কোনোদিন দেখেনি, আর দেখবে কিনা সন্দেহ। সমাজে শান্তি আনয়নের অংশ হিসেবে সংস্কারকরা সাহাবিদের এই সব ভ্রাতৃত্বের উপমা পেশ করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা মনে লালন করা এবং সে অনুযায়ী জীবনধারণের প্রচেষ্টা ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো চিন্তাচেতনা, মন্ত্র-তন্ত্র, প্রতীক সভ্যতা কার্যকর ও আদর্শ শক্তি হতে পারে না।

এখনো ইসলামি বিশ্বাসের শক্তিমত্তা ও এর প্রভাব সম্পর্কে দীনের শত্রুরা সম্যক ওয়াকিবহাল। যার ফলে তারা এই বিশুদ্ধ আকীদার শক্তিমত্তা কমিয়ে দিতে গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। মুসলিমদের মন-মগজ থেকে দীনের প্রভাব ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে তারা সাধ্যের কিছু বাকি রাখছে না। একের পর এক নতুন নামে, সুন্দর মোড়কে বিশুদ্ধ আকীদাবিরোধী বিভিন্ন মতবাদ তুলে ধরছে আমাদের সামনে। জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধের চেতনা ও সাম্প্রদায়িকতার গালভরা মন্ত্র গিলিয়ে সামগ্রিক ঐক্যের বাসনা বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা পরিবর্তন-পরিমার্জন ও বিকৃতির মিশন নিয়ে এগিয়ে চলেছে দুর্দান্ত গতিতে। নানান ফিরকা ও মতবাদ উসকে দিয়ে ইসলাম নামের দুর্গে ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছে। [১২০]

১৭) রাসূল ﷺ মাদীনায় পৌঁছালে সাহাবিদের আনন্দ:

রাসূল ﷺ নিরাপদে মাদীনায় এসে পৌঁছেছেন। ইয়াসরিবের অধিবাসী আনসার ও মুহাজিরগণ এ খবরে যারপরনাই খুশি। ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন নারী ও শিশুরা। পুরুষ সবাই কাজ ফেলে দৌড়ে আসেন রাসূল-কে সংবর্ধনা দিতে। আনন্দের এই মিছিলে ইয়াহূদিরাও এসে যোগ দেয়। তবে এটা ছিল বাহ্যিক প্রকাশ। কীভাবে আল্লাহর রাসূলের ক্ষতি করা যায়, তলে তলে সে ষড়যন্ত্রে মত্ত ছিল তারা; কিন্তু মু'মিনদের আনন্দ ইয়াহূদিদের ন্যায় মেকি বা কপট ছিল না। অনেকদিন পর আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন, এ আনন্দে তারা বিভোর। একটা জীবন তো তারা আগুনের কুণ্ডলীর কাছাকাছি ছিলেন। বাস করেছেন অন্ধকার জগতে। রাসূল ﷺ-ই তাদের আগুনের কিনারা থেকে উদ্ধার করেন। অন্ধকার পথ থেকে নিয়ে আসেন পরাক্রান্ত, প্রশংসিত রবের নির্দেশিত আলোর ভুবনে। [১২১]

মাদীনায় রাসূল ﷺ-কে আনসার ও মুহাজির সাহাবিগণের সংবর্ধনা থেকে একটা বিষয় অনুমিত হয়, আমির-উমারা ও আলিম-উলামাগণের সম্মানার্থে এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন জানানো যেতে পারে। এতে দোষের কিছু নেই। রাসূল ﷺ-কেও আনসার ও মুহাজিরগণ এগিয়ে গিয়ে সম্মান দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। তারা রাসূলকে ভালোবেসেই সম্মানপ্রদর্শন করেন এবং এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন জানান; কিন্তু এ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সময়ে আমাদের নেতারা যেভাবে সংবর্ধনা নেন, সেটা সমীচীন নয়। রাসূলুল্লাহকে সংবর্ধনা দেওয়ার সঙ্গে এদের সংবর্ধনা দেওয়ার দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।

রাসূল ﷺ-কে সংবর্ধনা দেওয়ার ঘটনা থেকে আরেকটি জিনিস অনুমিত হয়। উত্তম ও কল্যাণকর কাজে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করা। সম্মানিত ব্যক্তিকে, জ্ঞানী-গুণীজনকে সমীহ করার ক্ষেত্রে পরস্পরে রীতিমতো পাল্লা দেওয়া যেতে পারে। মাদীনায় রাসূল ﷺ আসার পর আমরা এমনই একটা চিত্র দেখি। সব গোত্রের একই আশা, রাসূল তার আতিথেয়তা গ্রহণ করবেন। গোত্রের পুরুষেরা বেরিয়ে আসেন আল্লাহর রাসূলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। সাহাবিদের এমন প্রতিযোগিতা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।[১২২]

১৮) 'ধীরে চলো' নীতি:

মাক্কা পর্বের শেষ দিকের আলোচনায় আমরা লক্ষ করে থাকব, আনসারদের প্রথম প্রতিনিধিবর্গ মাক্কায় এসে পৌঁছালে রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। ইসলামের প্রতি তাদের উদ্‌বুদ্ধ করা এবং তাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা ছাড়া সে সময় তিনি আর কিছুই করেননি। প্রতিনিধিদলটি পরের বছর আবার এলেন। রাসূল ﷺ এবার 'বাই'আতুন-নিসা' বা মহিলাদের আনুগত্যের শপথের ন্যায় তাদের থেকেও একই শপথ গ্রহণ করেন; ইবাদাত, সচ্চরিত্র এবং মহৎ ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদনের শপথ। এরপর তারা আবারও মাক্কায় আসেন। এবার রাসূল ﷺ তাদের থেকে যে শপথটা নিলেন, ইতিহাসে সেটা আকাবাহর দ্বিতীয় বাই'আত নামে খ্যাত; জিহাদ—অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, দীনকে সাহায্য ও রাসূল ﷺ-কে আশ্রয় দেবেন—এ মর্মে তারা আনুগত্য করেন।[১২৩]

এখানে খেয়াল করার বিষয়, তাদের থেকে জিহাদ বা যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করার জন্য পাক্কা দুবছর সময় নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এমন একটা শপথের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে তারা সময় লাগিয়েছেন টানা দুবছর। যখন তারা নিজেদের প্রস্তুত মনে করলেন, আর দেরি করলেন না, আল্লাহর রাসূলের সমীপে এসে ব্যক্ত করেন জিহাদের শপথ। এভাবে তিলে তিলে বিষয়টি পূর্ণতার দিকে গড়ায়। প্রথমদিন থেকে ইসলাম ধীরে-সুস্থে চলার যে পদ্ধতি গ্রহণ করে এগোচ্ছিল, তার সঙ্গে পূর্ণ সংগতি রেখেই সম্পাদিত হয় এই গুরুত্বপূর্ণ বাই'আত পর্ব।[১২৪]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধাপে ধাপে চলার বিষয়টিকে আল্লাহ তাঁর নবি ﷺ-এর জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন। রাসূল ﷺ কখনোই তাঁর রবের নির্দেশিত এ পথের বাইরে হাঁটেননি। তিনি মাদীনার আনসারদের কাছে থেকে দুটো আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। একদম 'ধীরে চলো' নীতির আলোকে; তাড়াহুড়ো করে নয়। যার কারণে দুটো বাই'আতই ফলপ্রসূ ও কার্যকারিতার দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে; প্রথম আনুগত্যের শপথে ছিল ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষার উপস্থাপন, দ্বিতীয়টি ছিল জিহাদ অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধব্যবস্থার প্রতিজ্ঞা। কী অপূর্ব বিচক্ষণতা এবং ধারাবাহিকতা দুটোর মধ্যে; একত্রেই যেমন সব গিলিয়ে দেওয়া হয়নি, পরের জিনিসকে আগে আর আগের জিনিসকে পরে নিয়ে এসেও লেজেগোবরে করে ফেলা হয়নি।

আরেকটা জরুরি কনসেপ্ট হলো, ইসলাম ব্যতীত কোনো আদর্শ, নৈতিকতার প্রতিযোগিতা কিংবা কল্যাণের পথে প্রাণ বিসর্জনও একটি জীবনের জন্য পূর্ণাঙ্গতা নয়। আনসাররা আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ধাতস্থ করেন নিজেদের ইসলামের সঙ্গে। মোটামুটি দুই বছর ইবাদাত-বন্দেগি ও মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর তারা জিহাদ করার শপথ গ্রহণ করেন।

এখানে দ্রষ্টব্য যে, ইসলাম এসেছে তাও অনেক দিন হয়ে গেল। ওই দিনের আগ পর্যন্ত রাসূল ﷺ কোনো মুসলিমের কাছে থেকেই জিহাদের শপথ নেননি। মাক্কার মুসলিমদের আরবের মোড়ল কুরাইশরা যেভাবে দাবিয়ে রাখত, আনসারদের বেলায় তেমন কোনো বিপত্তি ছিল না। জিহাদের শপথ নেওয়ার জন্য ইসলাম এখানে আনসারদের মতো মানুষ পেল; এমন একটা গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণে যাদের কোনো বাধা কিংবা পিছুটান ছিল না। ইয়াসরিবের মতো শহর জুটল, ভৌগোলিক দিক থেকে যে একটি প্রাকৃতিক দুর্গ হয়ে আগলে রেখেছিল তার জনপদকে। অন্যদিকে মাক্কা তখন পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য যথার্থ বলে বিবেচিত ছিল না। কুরাইশের কাফিরদের বেপরোয়া আচরণে সাহাবিরাও ছিলেন বিপর্যস্ত।[১২৫]

শারী'আতের বিধানদাতা আল্লাহ ভালো করেই জানেন, কখন কোন বিধান দিতে হবে; মুসলিমদের একটা ইসলামি রাষ্ট্র হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহও তাদের ওপর জিহাদ করাকে আবশ্যক করেননি। রাষ্ট্রটি হবে দুর্গসম এমন এক আবাসন, যেখানে গিয়ে তারা আশ্রয় নেবে। ইতিহাসে প্রথম এই ইসলামি রাষ্ট্রের নাম 'আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারাহ।'[১২৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রাসূলের হাতে করা আনসারদের প্রথম বাই'আতের ভিত্তি ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ঈমান ও পূর্ণ আস্থা। আর দ্বিতীয় বাই'আতের ভিত্তি হলো, হিজরাত ও জিহাদ। এ তিনটি মৌলিক কাজ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান, হিজরাত ও জিহাদের মাধ্যমে মাদীনাতে ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আবার যদি আশ্রয়দানে আগ্রহী এমন একটা দল প্রস্তুত না থাকত, তাহলে হিজরাত করা সম্ভব হয়ে উঠত না। আর আল্লাহ কুরআনে এ তিনটি ভিত্তিকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে—

> যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে, নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (তাদের) আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারা সবাই একে অপরের মিত্র। আর যারা ঈমান এনেছে; কিন্তু হিজরাত করেনি, তাদের প্রতি তোমাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরাত করে। আর যদি তারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তাহলে (তাদের) সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য; তবে তা এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সঙ্গে তোমাদের মৈত্রীচুক্তি রয়েছে। আর তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সব দেখতে পান। [সূরা আনফাল, ৮: ৭২]

আল্লাহ আরও বলেন—

> আর যারা পরে ঈমান এনেছে এবং হিজরাত করে তোমাদের সঙ্গে জিহাদও করেছে তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত। আর রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়রা (উত্তরাধিকার প্রশ্নে) আল্লাহর বিধানে পরস্পরের অধিকতর হকদার। আল্লাহ সবকিছু ভালোভাবে অবগত আছেন। [সূরা আনফাল, ৮: ৭৫]

রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের মাদীনায় হিজরাতের সবশেষ পটভূমি ছিল জিহাদের শপথ। এভাবেই ইসলাম তার নিজের জন্য এমন একটি নিবাসের সন্ধান পায়, যেখান থেকে সত্যের দা'ইরা অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও কৌশলের সঙ্গে দীনের দাওয়াহ নিয়ে ছুটবেন পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে। সেখানে গড়ে ওঠে আল্লাহর নাযিলকৃত শারী'আতের পূর্ণ আনুগত্যসমেত ইসলামি রাষ্ট্র।[১২৭]

১৯) আল্লাহর পথে ত্যাগের অনুপম এক দৃষ্টান্ত হিজরাত:

নিজেদের পিতৃভূমি মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় হিজরাত করাটা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট ত্যাগ। হিজরাতের প্রাক্কালে মাক্কাকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ বলেছিলেন, তুমি আল্লাহর যমিনের শ্রেষ্ঠ অংশ এবং আল্লাহর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাছে আল্লাহর যমিনের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় তুমিই। আমাকে যদি বের করে দেওয়া না হতো, আমি কখনোই বের হতাম না।[১২৮]

> 'আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন মাদীনায় আগমন করেন, তখন সেটা আল্লাহর যমিনের মধ্যে জ্বর-উপদ্রুত একটা এলাকা। রং ও স্বাদ বিনষ্ট হওয়া লোনা পানিতে সয়লাব হয়ে গেছে এখানকার উপত্যকাগুলো। তাই কিছুদিনের মধ্যেই আল্লাহর রাসূলের সাহাবিদের বিভিন্ন রোগ-বালাই পেয়ে বসে। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে এসব রোগ-বালাই থেকে রক্ষা করেন। আবু বাক্র ﷺ, 'আমির ইবনু ফুহাইরা ﷺ ও বিলাল ﷺ এক ঘরেই থাকতেন। তারাও জ্বরে আক্রান্ত হন। আমি তাদের দেখতে যেতে চাইলে রাসূল ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন। এটা পর্দার বিধান আসার আগের ঘটনা। আমি তাদের ঘরে গিয়ে দেখি প্রত্যেকের অবস্থা খুবই সঙ্গিন; জ্বরের মাত্রা ভয়াবহ। আমি একে একে সবার কাছে গিয়ে খোঁজখবর নিলাম। জানতে চাইলাম, তারা এখন কেমন বোধ করছেন। আমার কথার উত্তর তারা ঠিকই দিয়েছেন; কিন্তু জ্বরের প্রকোপে হয়তো নিজেরাই জানেন না কী বলেছেন!

আমি তাদের অবস্থার কথা রাসূল ﷺ-কে জানাই। তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ, আমাদের কাছে মাদীনাকে প্রিয় করে দিন, যেভাবে আপনি মাক্কাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দিয়েছিলেন বা তা থেকেও বেশি। আপনি এখানকার জ্বর জুহফাহ্র দিকে স্থানান্তরিত করেন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের মুদ্দ ও সা'-এ বারাকাহ দিন।[১২৯]

আল্লাহ তাঁর আল্লাহ্র রাসূলের ডাকে সাড়া দেন, দু'আ কবুল করেন। এরপরই মুসলিমরা জ্বর থেকে সেরে ওঠেন। মাদীনা মুহাজির ও তার কাছে আগত মেহমানদের জন্য হয়ে ওঠে নির্মল পরিবিবেশের অনন্য আবাসন।[১৩০]

২০) উম্মু মা'বাদকে আল্লাহ্র রাসূলের প্রতিদান:

মাদীনায় হিজরাতের পথে উম্মু মা'বাদের ওখানে আল্লাহ্র রাসূলের যে মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে, তা আমরা পেছনে আলোচনা করেছি। বর্ণিত আছে, ওই ঘটনার পর উম্মু মা'বাদের ভেড়ার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তেই থাকে। একদিন তিনি তার বিশাল ভেড়ার পালের একটা অংশ নিয়ে মাদীনায় এসে হাজির। ওই সময় আবু বাক্র ﷺ সেখান দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। মহিলার ছেলে তাকে দেখেই চিনে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফেলেন। মাকে বলেন, মা, ওই দিন কল্যাণময় লোকটির সঙ্গে যে ব্যক্তি ছিলেন, ইনিই সে লোক।

উম্মু মা'বাদ এগিয়ে যান আবু বাক্‌রের দিকে। গিয়ে বলেন, হে আবদুল্লাহ (কারও নাম না জানলে আরবরা সবাই এই নামেই সম্বোধন করে), আপনার সঙ্গে ওদিন যিনি ছিলেন, তিনি কে?

আবু বাক্‌র ﵁ তাকে পালটা প্রশ্ন করেন, আপনি কি বুঝতে পারেননি, তিনি কে?

উম্মু মা'বাদ বলেন, না।

আবু বাক্‌র রা. বললেন, তিনি আল্লাহর নবি। এরপর আবু বাক্‌র ﵁ তাকে নিয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে আসেন। রাসূল ﷺ তাকে খাবার খাওয়ালেন এবং দিয়েও দিলেন। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, এরপর তিনি আমার সঙ্গে রওনা দিলেন এবং রাসূল ﷺ-কে আরবের বিখ্যাত একটা পণ্য হাদিয়া দিলেন। রাসূলও তাকে কাপড় উপহার দিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ও তার স্বামী হিজরাত করেন। তার ভাই খুনাইসও ইসলাম গ্রহণ করেন। মাক্কা বিজয়ের দিন তিনিশহিদহন।[১৩১]

২১) আবু আইয়ূব আল-আনসারির আতিথেয়তা:

আবু আইয়ূব আল-আনসারি ﵁ বলেন, মাদীনায় আসার পর রাসূল ﷺ আমার বাড়িতেই মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। তিনি থাকতেন নিচ তলায় আর আমি ও আইয়ূবের মা ওপরের তলায়। আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম হে আল্লাহ্‌র নবি, আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আমি এটাকে ঘৃণা করি এবং বড় ধরনের ধৃষ্টতা মনে করি যে, আপনি নিচে অবস্থান করছেন আর আমি কিনা ওপরে! আপনি ওপরে উঠে আসুন এবং সেখানেই অবস্থান করুন। আমরা নিচে নেমে আসি। রাসূল ﷺ বললেন, হে আবু আইয়ূব, বাসার নিচ তলায় অবস্থান করাটা আমাদের যেমন সহজ, তেমনই সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্যও সুবিধা। একদিন আমাদের পানিভর্তি বড় একটা মটকি ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি ও আইয়ূবের মা আমাদের এক টুকরা মখমল দিয়ে দ্রুত সব পানি শুকিয়ে ফেলি। পানি শুকানোর মতো আমাদের কাছে অন্য কিছু ছিল না বিধায় এই ব্যবস্থা। ভীষণ ভয় হচ্ছিল, পানির ফোঁটা গড়িয়ে নিচে আল্লাহ্‌র রাসূলের গায়ে পড়ে তাকে কষ্ট দেবে।[১৩২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২২) আলি ইবনু আবু তালিবের হিজরাত:

রাসূল ﷺ তাঁর নিকট গচ্ছিত রাখা লোকদের মালামাল হিজরাতের রাতে 'আলি ؓ -এর হাতে বুঝিয়ে দিয়ে আসেন। 'আলি ؓ যথাযথভাবে সে দায়িত্ব পালন করেন; যার যার মাল তার তার কাছে বুঝিয়ে দেন। এরপর তিনি সময়-সুযোগ করে মাদীনার উদ্দেশে হিজরাত করেন। রাসূল ﷺ কুবায় গিয়ে পৌঁছানোর দুই কি তিন রাত পর 'আলি ؓ কুবায় গিয়ে পৌঁছেন; সেখানেই তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের সাক্ষাৎ পান। দুই রাত কাটানোর পর আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে জুমার দিনে মাদীনার উদ্দেশে রওনা দেন। [১৩৩]

কুবায় অবস্থানকালে 'আলি ؓ একটা অবাক করা বিষয় লক্ষ করেন। দেখেন, এক অবিবাহিত লোক গভীর রাতে একজন মুসলিম নারীর দরজায় এসে কড়া নাড়ছেন। দরজা খুলে যায়। বেরিয়ে আসেন সে নারী। লোকটি তার হাতে কী যেন একটা তুলে দেন। তিনি সেটা গ্রহণ করেন। 'আলি ؓ বলেন, লোকটার ব্যাপারে আমার সন্দেহ জাগে। আমি মহিলার কাছে গিয়ে জানতে চাই, হে আল্লাহর বান্দি, কে এই লোক, যিনি প্রতি রাতে তোমার দরজায় আসেন? কিন্তু তুমি তো একজন মুসলিমাহ। উপরন্তু তোমার এখনো বিয়েশাদি হয়নি! উত্তরে মহিলা বললেন, লোকটার নাম সাহ্‌ল ইবনু হুনাইফ ইবনু ওয়াহাব। কীভাবে যেন তিনি জানতে পারেন, আমি একাকী থাকি, আমার আর কেউ নেই। তাই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তার জাতি পূজা-অর্চনা করে চলে যাওয়ার পর তিনি সে মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলেন। তারপর ভাঙা টুকরাগুলো আমাকে এনে দেন জ্বালানির কাজে ব্যবহার করার জন্য। পরবর্তীকালে 'আলি ؓ যখন ইরাকে অবস্থান করছিলেন তখন সেখানেই তার কাছে সাহ্‌ল ইবনু হুনাইফ মারা যান।[১৩৪]

২৩) মানব ইতিহাসে আল্লাহ্‌র রাসূলের হিজরাতের গুরুত্ব:

মাক্কা থেকে মাদীনায় আল্লাহ্‌র রাসূলের হিজরাত এমন একটি মহান ঘটনা, যা ইতিহাসের গতিধারা পালটে দেয়। ঝিমিয়ে পড়া জীবন ও জীবনপ্রণালি আবার জেগে উঠে। এই হিজরাতের কারণেই ব্যক্তি ও সমাজ আবার প্রাণ ফিরে পায়।[১৩৫]

২৪) নবি-রাসূলগণের এক অমোঘ নিয়তি হিজরাত:

আল্লাহর পথে, আল্লাহর জন্য হিজরাত করার ঘটনা নতুন কোনো বিষয় নয়; প্রাচীনকাল থেকেই এই রীতি চলে আসছে। হিজরাতের ইতিহাসে মুহাম্মাদ ﷺ-এর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বসতভিটা ছেড়ে যাওয়া প্রথম ঘটনা নয়। ইতঃপূর্বে তাঁর ভাই অন্যান্য নবি-রাসূলগণও আল্লাহর জন্য হিজরাত করেছেন। যে জন্য নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি জমানো, হিজরাত করে পেছনকে ফেলে আসা, প্রতিটি যুগেই সেটার কারণ একই ছিল—দীনের অনুসারীদের মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা করা এবং দাওয়াহ্‌র কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া। সেজন্য তারা নিরাপদ ও দীনের কাজে উর্বর এমন একটা দেশে হিজরাত করে পাড়ি জমিয়েছেন, যে দেশ তাদের দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করেছে। স্থানীয় অধিবাসীরা দীনের দাওয়াহ্‌র ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে।

আমরা এতক্ষণ আল্লাহ্‌র রাসূলের মহান হিজরাতের অনুপম কিছু শিক্ষা নিয়ে নিবিড় আলোচনা করেছি। এ মহান ঘটনার সব শিক্ষা আমরা এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি—এমন অবান্তর দাবি করব না। মান্যবর পাঠক, আপনি যখন বিবরণটি পড়ছেন, আপনার মাথায় হয়তো হিজরাতের নতুন একটা শিক্ষার চিন্তা আসতে পারে, যা আমার মাথায় আসেনি। সে শিক্ষা থেকে আপনি উপকৃত হবেন। পাশের মুসলিম ভাইকে জানান, তিনিও হয়তো আপনার এ চিন্তা থেকে পথ চলার উত্তম পাথেয় পেয়ে যাবেন।[১৩৬]

মুহাজিরদের পুরস্কার ও পেছনে থাকা লোকদের প্রতি ধমক:

নবি ﷺ-এর মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরাতের বৃত্তান্তটি ইসলামের ইতিহাসে মহান এক ঘটনা। শুধু ইসলাম কিংবা আরব নয়, পৃথিবীর ইতিহাসের বয়ে চলা গতিধারাও পালটে দেয় এই হিজরাত; এর আগ পর্যন্ত মাক্কার মুসলিমরা শুধু দাওয়াহ্‌র কাজ করতেন। সে সময় এমন কোনো রাজনৈতিক পরিকাঠামো তাদের ছিল না, যা ইসলামের দা'ইদের সুরক্ষা দিতে পারে। রুখে দেবে শত্রুদের আক্রমণ।

কিন্তু হিজরাতের পর মুসলিমদের একটি রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রটির মূল কাজই হয়ে ওঠে দিকে দিকে ইসলামের সুমহান দাওয়াহকে ছড়িয়ে দেওয়া; আরব উপদ্বীপের ভেতরে এবং বাইরে। দা'ইদের পাঠিয়ে দেয় পৃথিবীর নানা প্রান্তে। দায়িত্ব নেয় এদের সুরক্ষার ও শত্রুদের প্রতিহত করার। এ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার জন্য যদি যুদ্ধও করতে হয়, তাতেও রাষ্ট্রটি প্রস্তুত।[১৩৭]

এ তো গেল এক দিক। কুরআন বোঝা এবং এ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার বেলায়ও নবি ﷺ-এর হিজরাতের গুরুত্ব অপরিসীম। 'আলিমগণ পুরো কুরআনকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাক্কি ও মাদানি এ দুভাগে ভাগ করেছেন; ওই সূরাগুলোকে মাক্কি বলা হয়, যা হিজরাতের পূর্বে নাযিল হয়েছে, যদিও সেটা মাক্কায় না হয়। আর হিজরাতের পরে নাযিল হওয়া সূরাগুলোকে বলা হয় মাদানি। সেটা যে স্থানেই অবতীর্ণ হয়ে থাকুক। সূরাগুলো মাক্কি ও মাদানিতে বিন্যস্ত হওয়ায় যেসব শিক্ষণীয় দিক রয়েছে, তা হলো:

১) কুরআনের অনুপম উপস্থাপনশৈলীর স্বাদ আস্বাদন এবং দাওয়াহ দেওয়ার বেলায় তার প্রয়োগ ঘটানো।

২) কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে হিজরাতের ঘটনা অনুধাবন করা:[১৩৮] হিজরাতের গুরুত্ব অপরিসীম; সন্দেহ নেই। আমরা দেখি কুরআন মু'মিনদের আল্লাহর পথে হিজরাত করার ব্যাপারে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে; কখনো মুহাজিরদের প্রশংসা করে, কখনো বা তাদের পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। আবার কখনো হিজরাত না করে পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের সতর্ক করারমাধ্যমে।[১৩৯]

কুরআনে মুহাজিরদের প্রশংসা:

যেসব গুণে গুণান্বিত করে কুরআনে মুহাজিরদের প্রশংসা করা হয়েছে:[১৪০]

১) নিষ্ঠা: আল্লাহ বলেন—

(এ সম্পদ) দেশত্যাগী (মুহাজির) গরিবদের জন্য, যারা তাদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী। [সূরা হাশ্‌র, ৫৯: ৮]

আয়াতের يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا অংশটি প্রমাণ করে যে, মুহাজিররা কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ ছেড়ে আসেননি। স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই পথে হিজরাত করেন।[১৪১]

২) ধৈর্য: আল্লাহ বলেন—

নির্যাতিত হওয়ার পর যারা আল্লাহর জন্য হিজরাত করেছে, দুনিয়ায় আমি তাদের উত্তম বাসস্থান দেবো। আর আখিরাতের পুরস্কার তো আরও বড়,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যদি তারা জানত! (এরা তারাই) যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং তাদের রবের ওপর ভরসা করে। [সূরা নাহ্‌ল, ১৬: ৪১,৪২]

৩) সততা: আল্লাহ বলেন—

(এ সম্পদ) দেশত্যাগী (মুহাজির) গরিবদের জন্য, যারা তাদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে, তারাই সত্যবাদী। [সূরা হাশ্‌র, ৫৯: ৮]

ইমাম বাগাউই তার বিখ্যাত তাফসীরে 'তারা সত্যবাদী' আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ তারা তাদের ঈমানে সত্যবাদী।[১৪২]

৪) জিহাদ ও ত্যাগ-তিতিক্ষা: আল্লাহ বলেন—

যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, মর্যাদায় তারাই আল্লাহর কাছে বড়। আর তারাই সফলকাম। [সূরা তাওবা, ৯: ২০]

আয়াতটিতে লক্ষ করার মতো বিষয় হলো, আল্লাহর পথে জিহাদ ও ত্যাগ-তিতিক্ষা একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া জিহাদের কল্পনাই করা যায় না।[১৪৩]

৫) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করা: আল্লাহ বলেন—

এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী। [সূরা হাশ্‌র, ৫৯: ৮]

৬) আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা: আল্লাহ বলেন—

যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং তাদের রবের ওপর ভরসা করে। [সূরা নাহ্‌ল, ১৬: ৪২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭) আশা-আকাঙ্ক্ষা: আল্লাহ বলেন—

> যারা ঈমান এনেছে, যারা হিজরাত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা সবাই আল্লাহর দয়া কামনা করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা বাকারাহ, ২: ২১৮]

আয়াতে يَرْجُونَ (তারা কামনা করেন) বলে মুহাজিরদের প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করার পরেও পৃথিবীতে কেউই হলফ করে বলতে পারবে না যে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। দুটি কারণে—এক, কারও জানা নেই অন্তিম মুহূর্তটা তার কীসের ওপর হবে; ঈমান না কুফুরি? দুই, সৎকাজ করছে বলে মনে ফুরফুরে কোনো আমেজও আনা যাবে না। এমন ভাব করা যাবে না যে, তার সৎকাজ অবশ্যই তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তবে মুহাজির সাহাবিদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর দয়া ও কৃপার আশা করতেন। এটা তাদের ঈমান বৃদ্ধিরই লক্ষণ।[১৪৪]

৮) দুর্দিনেও আল্লাহ্র রাসূলের আনুগত্য: আল্লাহ বলেন—

> আল্লাহ দয়াপরবশ নবির প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা সংকটের সময়ে তার অনুসারী হয়েছিল, তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহশীল হয়েছেন, যখন ইতোমধ্যেই তাদের মধ্যে একটি দলের মনে (এ ব্যাপারে) বিভ্রান্তি সৃষ্টির উপক্রম হয়েছিল, অতঃপর তিনি তাদের ক্ষমাও করে দিয়েছিলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরম দয়ালু। [সূরা তাওবা, ৯: ১১৭]

তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাযিল হয়।

মুফাস্সির কাতাদা বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় সাহাবিগণ শাম অভিমুখে রওনা হন। তখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। এমন খরা রোদে তাদের খুব কষ্ট হয়। এরপর একটা পর্যায়ে গিয়ে এমন অবস্থাও হয় যে, দুজন সাহাবিকে মাত্র একটা খেজুরও ভাগ করে খেতে হয়েছিল।[১৪৫]

৯) ঈমান ও সৎকাজে অগ্রগামীদের নেতৃত্ব অর্জন: আল্লাহ বলেন—

> প্রথমদিকের মুহাজির ও আনসারদের প্রতি এবং তাদের যথার্থ অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাই আল্লাহ তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই তো বড় সাফল্য। [সূরা তাওবা, ৯: ১০১]

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি বলেন, মর্যাদা পেতে হলে অগ্রগামী হওয়া চাই। এমন ভালো কাজে অগ্রগামিতার জন্য তাদের অনুসরণ আবশ্যক। এতে প্রমাণিত হয় যে, মুহাজিররাই মুসলিমদের নেতা ও তাদের সর্দার।[১৪৬]

১০) সফলতা: আল্লাহ বলেন—

যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, মর্যাদায় তারাই আল্লাহর কাছে বড়। আর তারাই সফলকাম। [সূরা তাওবা, ৯: ২০]

আবু সঊদ তার তাফসীরে বলেন, আল্লার বাণী, أُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ 'তারাই সফলকাম' অর্থাৎ একটা মহান সফলতা প্রাপ্তির জন্য তারা বিশেষভাবে যোগ্য। কেমন যেন অন্যদের সাফল্য মুহাজিরদের সফলতা প্রাপ্তির ধারে কাছেও নেই।[১৪৭]

১১) ঈমান: আল্লাহ বলেন—

যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (তাদের) আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই হচ্ছে সত্যিকার মু'মিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। [সূরা আনফাল, ৮: ৭৪]

মুহাজিরদের জন্য পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি:

মুহাজিরদের আল্লাহ পৃথিবীতে ও পরকালে যে যে নি'আমাহ ও অনুগ্রহ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কুরআনে সেগুলো বিধৃত হয়েছে এভাবে:

১) দুনিয়াতে আল্লাহ তাদের রুটিরুজিতে প্রশস্ততা দান করবেন: আল্লাহ বলেন—

যে আল্লাহর পথে হিজরাত করে, সে পৃথিবীতে অনেক আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশে হিজরাত করে নিজের ঘর থেকে বের হয়, তারপর (হিজরাতে থাকা অবস্থায়) মারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যায়, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, দয়াময়। [সূরা নিসা, ৪: ১০০]

ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) ও গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) দিয়ে আল্লাহ মুহাজিরদের দুনিয়াতে রিজিকের প্রশস্ততা দান করেন। রিজিকে তাদের এমন প্রশস্ততা দেওয়ার কারণও আছে। তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য নিজেদের ভিটেভূমি ছেড়ে ভিনদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। সুতরাং এমন সম্পদ পাওয়ার হকদার তো এরাই।[১৪৮]

২) তাদের পাপ মোচন: আল্লাহ বলেন—

অতঃপর তাদের রব তাদের দু'আ কবুল করে বলেন, তোমাদের কারও কাজ আমি নষ্ট করি না (বিফলে যেতে দিই না), সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। তোমরা একে অপরের অংশ। তাই যারা হিজরাত করেছে, নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে নিপীড়িত হয়েছে এবং (আমার পথে) যুদ্ধ করেছে ও শহিদ হয়েছে, আমি তাদের খারাপ কাজগুলো (আমালনামা থেকে) মুছে দেবো এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা পুরস্কার। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে উত্তম পুরস্কার। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯৫]

হিজরাত পাপ মোচনের বড় একটা মাধ্যম—এমন ধারণাই মেলে আল্লাহ্র রাসূলের বহু হাদীসে।

৩) রবের নিকট তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি: আল্লাহ বলেন—

যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, মর্যাদায় তারাই আল্লাহর কাছে বড়। আর তারাই সফলকাম। [সূরা তাওবা, ৯: ২০]

শারীরিক ও আর্থিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে যারা হিজরাত ও জিহাদ করেছেন, প্রকৃত অর্থে তারাই পদের দিক থেকে ও সম্মানের দিক থেকে মহান।[১৪৯]

৪) জান্নাতের সুসংবাদ: আল্লাহ বলেন—

তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর দয়া, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের, যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী সুখের ব্যবস্থা। সেখানে তারা চিরকাল বাস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করবে। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে রয়েছে এক মহান পুরস্কার। [সূরা তাওবা, ৯: ২১-২২]

মুহাজিরদের অনবরত কষ্ট সহ্য করার দরুন আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে যেসব সাওয়াব ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বিধৃত হয়েছে আয়াতটিতে।[১৫০]

হিজরাত না করে পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের সতর্কীকরণ: আল্লাহ বলেন—

> নিজেদের প্রতি জুলুমকারী (হিজরত না করা) অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের প্রাণ নেয়, তাদের তারা প্রশ্ন করে, তোমরা কোন অবস্থায় ছিলে? উত্তরে তারা বলে, আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর যমিন কি তোমাদের হিজরাত করার মতো প্রশস্ত ছিল না? তাই এসব লোকের নিবাস হলো জাহান্নাম, সেটা বড় খারাপ ঠিকানা! [সূরা নিসা, ৪: ৯৭]

ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলেন, মাক্কাবাসীদের একটা জাতি ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে ইসলাম গ্রহণের কথা তারা গোপন রাখতেন। এরপর একটা সময় এলো, যখন মুশরিকরা তাদের সঙ্গে বদর প্রান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাদের কেউ কেউ নিহত হয়। তখন মুসলিমরা বলাবলি করতে লাগল, নিজেদের প্রতি জুলুমকারী অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের প্রাণ নেয়, তাদের তারা প্রশ্ন করে, তোমরা কোন অবস্থায় ছিলে? তখন পর্যন্ত মুসলিমদের যে কয়জন খোঁড়া অজুহাতে হিজরাত না করে মাক্কায় থেকে যান, তাদের পরিপ্রেক্ষিতেই আয়াতটি নাযিল হয়। মুশরিকরা তাদের একলা পেয়ে যারপরনাই নির্যাতন করে। তখন নিচের আয়াতটি নাযিল হয়; আল্লাহ বলেন—

> কিছু মানুষ আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; কিন্তু যখন তারা আল্লাহর পথে নিপীড়িত হয়, তখন মানুষের নিপীড়নকে আল্লাহর শাস্তির ন্যায় গণ্য করে। আর যখন তোমার রবের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য (বা বিজয়) আসে, তখন তারা বলে, আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। আল্লাহ কি বিশ্বাসীর অন্তরের কথা সম্যক অবগত নন? [সূরা 'আনকাবূত, ২৯: ১০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবিরা আয়াতটি মাক্কায় অবস্থানরত মুসলিমদের কাছে লিখে পাঠায়। তারা বেরিয়ে পড়ে এবং ভাবে যে, তারা সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। এরপর তাদের প্রেক্ষিতে আরেকটি আয়াত নাযিল হয়; আল্লাহ বলেন—

> যারা নির্যাতন ভোগের পর হিজরাত করেছে, তারপর জিহাদ করেছে ও ধৈর্য ধরেছে, তাদের জন্য এসবকিছুর পরে অবশ্যই তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা নাহ্‌ল, ১৬: ১১০][১৫১]

হিজরাত না করে যারা পেছনে থেকে গেছে, আল্লাহ তাদের 'নিজেদের প্রতি জুলুমকারী' বলে অভিহিত করেছেন। এ আয়াতে জুলুম বলতে বোঝানো হচ্ছে, যারা ইসলাম গ্রহণের পরেও দারুলকুফ্‌র বা কাফিরদেশে থেকে গেছেন, মাদীনায় হিজরাত করেননি, কার্যত তারা হিজরাত ছেড়ে দিয়ে নিজেরদের ওপর অন্যায় করেছেন।[১৫২]

পরের আয়াতে এমন লোকদের ধমকি দেওয়া হয়েছে। তাদের পরকালের ঠিকানা বড়ই খারাপ বলে নিন্দামন্দ করা হয়েছে।

এরপর সাহাবিরা আল্লাহর আদেশ শিরোধার্যরূপে মেনে নেন। হিজরাত করেন মাদীনায়। আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করেন। এমন ধমক তাদের অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলে। মনে সারাক্ষণ আল্লাহর ভয় কাজ করে। দামরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ নামের একজন সাহাবির কাছে যখন কুরআনের এই আয়াতটি গিয়ে পৌঁছে, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ—নিজেদের প্রতি জুলুমকারী অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের প্রাণ নেয়, তখন তিনি মাক্কায় অবস্থান করছিলেন। ছেলেদের ডেকে বলেন, তোমরা আমাকে নিয়ে চলো। আমি দুর্বল নই। আমি পথ পেয়ে গেছি। আর একটা রাতও মাক্কায় থাকতে চাই না। ছেলেরা তাকে একটা খাটে তুলে নিয়ে মাদীনা অভিমুখে রওনা হন। তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ। নিজের গণ্ডদেশকে ডানদিক থেকে বামদিকে ঘুরিয়ে দেন এবং বলেন, হে আল্লাহ, এটা আপনার জন্য এবং আপনার আল্লাহ্‌র রাসূলের জন্য। আপনার রাসূল যেসব বিষয়ে আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন, সেসব বিষয়ে আমি আপনার নিকট শপথ করছি। খাইবার এলাকায় আসার পর তিনি মারা যান। ছেলেরা বলছিল, হায় তিনি যদি মাদীনায় মারা যেতেন! তখন এই আয়াত নাযিল হয়;[১৫৩] আল্লাহ বলেন—

> দুর্বল নরনারী ও শিশুরা ব্যতীত; যারা কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথেরও সন্ধান পায় না। আশা আছে, আল্লাহ এদের মার্জনা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। [সূরা নিসা, ৪: ৯৮, ৯৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আয়াতগুলো আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, পরিস্থিতি যত খারাপই হোক, প্রথম প্রজন্মের সাহাবিরা আল্লাহর আদেশ পালনে এবং সেটা বাস্তবায়নে খুবই একনিষ্ঠ ও কর্মঠ ছিলেন। কোনো ধরনের অজুহাত দাঁড় করাতেন না। কোনো সুযোগ খুঁজতেন না।[১৫৪]

কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, দামরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ হিজরাত না করে মাক্কায় থেকে যান। তার যৌক্তিক কারণও ছিল। তিনি ছিলেন অসুস্থ।[১৫৫] কিন্তু হিসাবনিকাশ করে তিনি দেখলেন, তার তো সম্পদ আছে। তিনি এর সাহায্য নিলেন। খাটিয়ায় চড়ে রওনা দেন মাদীনার দিকে। এতদিন যে কারণে মাক্কায় পড়ে ছিলেন, ভাবলেন সেটা কোনো গ্রহণযোগ্য কারণই না। এমন চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে উবে যায় তার এ অজুহাত। প্রমাণ হয় তার ঈমান ও একনিষ্ঠতার।[১৫৬]

আল্লাহ বলেন—

> দুর্বল নরনারী ও শিশুরা ব্যতীত; যারা কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো পথেরও সন্ধান পায় না। আশা আছে, আল্লাহ এদের মার্জনা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। [সূরা নিসা, ৪: ৯৮, ৯৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৭

মাদীনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাদীনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন

মাদীনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন:

মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় হিজরাত করে আসেন রাসূল ﷺ। মজবুত একটা ভিত্তির ওপর নতুন এ রাষ্ট্রের কাঠামো স্থাপন করার পেছনে তিনি পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। এ কাজের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মাদীনায় একটি মাসজিদ তৈরি করেন। কেবল আল্লাহকে ভালোবাসার শর্তে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করলেন মুহাজির ও আনসারদের। মাদীনায় বসবাসরত মুসলিম, ইয়াহূদি ও মুশরিকদের মধ্যকার পারস্পরিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রণয়ন করেন 'মাদীনা সনদ'। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিধানে গঠন করেন সেনাবাহিনী। রাষ্ট্রের পক্ষে হুমকি—প্রাণপণে এমন সব ব্যক্তি ও কাজের প্রতিরোধ করবে তারা। যারা সব সময় নতুন এ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং সমস্যা সমাধানে সম্মুখভাগে এগিয়ে থাকবে। অন্যদিকে কুরআন আগের মতো মাদীনাতে এসেও ঘোষণা করে যাচ্ছে আল্লাহর মাহাত্ম্য। উন্মোচন করে যাচ্ছে সৃষ্টির রহস্য। মুসলিমদের অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে জান্নাতের দিকে। সমানতালে দেখিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের ভয়। একই সঙ্গে বাতলে দিচ্ছে মুসলিম উম্মাহর প্রশাসনিক বিধিবিধান।

দাওয়াহ, সমাজ বিনির্মাণ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর আচরণগত ও জ্ঞানগত আদর্শের পথে চলাও সমানতালে এগিয়ে চলছিল।

মাদীনায় চলমান সব ধরনের সংকট সমাধানে রাসূল ﷺ সরাসরি আল্লাহর দ্বারস্থ হন। ওয়াহির আলোকে তিনি পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সুরাহা করেন। চারিত্রিক দীক্ষাও ছিল সুসংহতভাবে; একে একে ফরজ করা হলো সালাত, সিয়াম, সম্পদশালীদের ওপর আবশ্যক করা হলো যাকাত, সামর্থ্যদের জন্য হাজ্জ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিনে দিনে ইসলামি ব্যবস্থাপনা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠল সুষ্ঠ ও সঙ্গত জীবনবিধান হিসেবে, সমাজ এগিয়ে চলল উন্নতির পানে। মাদীনার নতুন ইসলামি রাষ্ট্রটি দাঁড়িয়ে গেল শক্ত ও দৃঢ় একটি ভিত্তির ওপর।

প্রথম খুঁটি: মাদীনায় মাসজিদুন নাবাওয়িয়ির ভিত্তিস্থাপন

মাদীনায় রাসূল ﷺ প্রথমেই মাসজিদ তৈরির কাজ সম্পাদন করেন। মাসজিদ ইসলামের বড় একটি শি'আর বা নিদর্শন। এখানে মুসলিমরা সালাত আদায় করবে। যোগাযোগ স্থাপন হবে মহান রব আল্লাহর সঙ্গে। আত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটবে। পৃথিবীর পাপ-পঙ্কিলতা থেকে নির্মল থাকবে মুসল্লির অন্তর।[১৫৭]

ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ তাঁর বাহনে চড়ে মাদীনায় প্রবেশ করেন। সঙ্গে আশপাশে লোকজনও ছিল। এসময় তার বাহন গিয়ে বসে পড়ে মাদীনায় আল্লাহর রাসূলের মাসজিদের কাছে। এখানে মুসলিমরা পূর্ব থেকেই সালাত পড়ে আসছিলেন। তারও আগে এখানে খেজুর শুকানোর কাজ চলত। সাহ্ল ও সুহাইল নামের দুজন ইয়াতীম বালক জায়গাটির মালিক; এরা আস'আদ ইবনু যুরারাহের ঘরে লালিতপালিত হয়। বাহনটি সে স্থানে হাঁটু গেড়ে বসার পর রাসূল ﷺ বললেন, এটাই হবে ইনশাআল্লাহ, মাসজিদের স্থান। এরপর তিনি জায়গাটির মালিক বালক দুজনকে ডেকে পাঠালেন। তাদের জায়গাটি বিক্রয়ের প্রস্তাব দিলেন। বালক দুজন বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনাকে হেবা (দান) করলাম। দান হিসেবে তাদের থেকে জায়গা নিতে রাসূল ﷺ রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি তাদের বিনিময় দিয়ে জায়গাটি কিনে নেন।[১৫৮]

হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, জায়গাটিতে খেজুরগাছ আর মুশরিকদের কবর ছিল। এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল কিছু খোয়া-সুরকি। রাসূল ﷺ গাছগুলো কেটে ফেলার নির্দেশ দিলে সাহাবিরা সেগুলো কেটে ফেলেন। সরিয়ে ফেলা হয় মুশরিকদের কবরগুলো। খোয়া-সুরকিগুলো মিশিয়ে দেওয়া হয় মাটির সঙ্গে। সবাই কাজ করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাসূলও। সাহাবিরা তখন গীত গাইছিলেন এভাবে—

হে আল্লাহ, কেবল পরকালের কল্যাণই কল্যাণ
আনসার মুহাজিরদের সাহায্য করো
করো তাদের মূল্যায়ন।[১৫৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবিদের কাজের তাগাদা দিয়ে রাসূল ﷺ আরাম করে বসে থাকেননি। তাঁর প্রিয় সাহাবিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনিও কাজে নেমে পড়েন। মাটিতে কোদালের প্রথম কোপটি তিনিই দেন। মাসজিদের ভিত্তিস্থাপনের কাজ শুরু হয়ে গেল। গভীরতা ছিল তিন হাত। এর পরের ধাপে সাহাবিরা পাথর ফেলে ভিত্তি মজবুত করে। মাসজিদের দেয়ালের উচ্চতা একজন মানুষের স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে সামান্য বেশি। দেয়ালের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত হয় বালির মিশ্রণে তৈরি মাটির ইট।[১৬০] উত্তরদিকে দাঁড় করানো হয় খেজুর-পাতার ছাউনি ঢাকা ছাদ। ছাদ ঠেকিয়ে রেখেছিল খেজুরগাছের খুঁটি। এটার নাম ছিল সুফ্ফাহ। মাসজিদের বাকি অংশ ছাদবিহীন খোলামেলাভাবেই রেখে দেওয়া হয়।[১৬১]

মাসজিদের দরজা ছিল তিনটি: দক্ষিণমুখী দরজা, পূর্বমুখী দরজা; 'আয়িশার কামরা থেকে বের হয়ে রাসূল ﷺ এই দরজা দিয়েই মাসজিদে প্রবেশ করতেন। অন্য দরজাটি ছিল পশ্চিমমুখী; বাবুর রাহ্মাহ বা বাবুল 'আতিকাহ নামেও পরিচিত ছিল।[১৬২]

মাসজিদ সংলগ্ন আল্লাহ্র রাসূলের ঘরবাড়ি:

মাসজিদের পাশে আল্লাহ্র রাসূলের জন্য অনেকগুলো কামরা তৈরি করা হয়। সেখানেই তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করেন। তবে সেগুলো সিজার, খসরু ও বিভিন্ন রাজন্যবর্গের প্রাসাদসম আলিশান কোনো বাড়ি ছিল না। দুনিয়াবিমুখ এবং আখিরাতমুখী একজন মানুষের ঘরদোর ঠিক যেমন হওয়া উচিত, তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। মাসজিদের মতো তার আবাসনগুলোরও ভিত্তি ছিল বালির মিশ্রণে মাটির ইট দিয়ে। একজন উঠতি বয়সের বালক ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে কামরাগুলোর ছাদ ছুঁতে পারত। বালক বয়সে মা খাইরাহ, উম্মু সালামাহ্র মুক্ত করা দাসী, এর সঙ্গে থাকাকালে একটা ঘটনার কথা বলতে গিয়ে ইমাম হাসান বসরি বলেন, আমি আমার হাত দিয়ে আল্লাহ্র রাসূলের কামরার ছাদের প্রান্ত সীমা ছুঁয়ে ছিলাম।

সার্বিকভাবে এই ছিল আল্লাহ্র রাসূলের আবাসনের চিত্র; কিন্তু সাধারণত সে সময়ে মাদীনার আবাসনগুলো ভিন্ন কাঠামোর হতো। সুরক্ষিত ও সৌকর্যমণ্ডিত বসতবাড়ির জন্য মাদীনার খুব নাম-ডাক ছিল। সমাজের গণ্যমান্যদের পদভারে মুখরিত থাকত। মানুষ গর্ব করে একেকটার শৌখিন নাম রাখত। যেমন: 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সলূলের দুর্গের নাম ছিল 'মুযাহিম'। হাস্সান ইবনু সাবিতের দুর্গের নাম ফারি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েও রাসূল ﷺ তাঁর ঘরদোর বানালেন অত্যন্ত সাদামাঠা করে; অহংকারের ছিটেফোঁটা নেই। ইচ্ছে করলে তিনিও নিজের জন্য আলিশান প্রাসাদ তৈরি করতে পারতেন। এর জন্য তাকে খুব বেশি কিছু করতে হতো না। নিজের এমন ইচ্ছের কথা মুখে না বলে ইঙ্গিতে বোঝালেই সাহাবিরা প্রাণ উজাড় করে লেগে যেতেন তাদের প্রাণাধিক প্রিয় নবির ইচ্ছেপূরণে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি অনেক কিছু করতে পারতেন। পারতেন ফাই ও রাজস্বের মতো রাজ্যের সমুদয় সম্পত্তি জমা করে নিজের পদতলে নিয়ে আসতে; কিন্তু তিনি এসব করেননি। পার্থিব বিলাসিতা গ্রহণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি সেসব গ্রহণ না করে উম্মাহর জন্য স্থাপন করে গেছেন এক অনুপম দৃষ্টান্ত। পূর্ণ একাগ্রতা নিয়ে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য।

মাদীনায় আযানের ধ্বনি:

মাসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ। রাসূল ﷺ এবার মনোযোগ দিলেন লোকদের মাসজিদমুখী করতে। সালাতের সময় হয়েছে, এ কথা কীভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি ও উদাসীন মানুষজনকে জানানো যায়, এ নিয়ে রাসূল ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শে বসেন। কেউ বলেন, সালাতের সময় হলে একটা পতাকা উঠানো হবে। যা দেখে মানুষ সহজেই অনুমান করতে পারবে সালাতের সময় হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তিকে পতাকা উত্তোলন পদ্ধতিতে জাগানো যাবে না বিধায় অন্যরা এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন। কেউবা বললেন, কোনো টিলার ওপর থেকে আগুন জ্বালানো হোক; লোকেরা দেখে বুঝতে পারবে সালাতের সময় হয়েছে; কিন্তু সভায় এ প্রস্তাবটিও নাকচ করা হয়। দু-একজন আবার বিউগল বাজানোর কথা বললেন। বিউগল পদ্ধতিটি সে সময়ে ইয়াহূদিরাও তাদের সালাতের জন্য লোকদের ডাকতে ব্যবহার করত। এই পদ্ধতি আল্লাহর রাসূলের একদম পছন্দ হয়নি। কারণ, তিনি সব সময়ই চাইতেন ইয়াহূদিদের কর্মকাণ্ডের বিপরীত কিছু করতে। তখন কয়েকজন সাহাবি পরামর্শ দিলেন কাঁসার ঘণ্টা বাজানোর কথা; সে সময়কার খ্রিষ্টানরা এ ঘণ্টা ব্যবহার করত; কিন্তু রাসূল ﷺ এ প্রস্তাবকেও উপেক্ষা করলেন। একদল সাহাবি পরামর্শ দিলেন, সালাতের সময় হলে কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাবেন এবং মানুষজনকে সালাতের দিকে আহ্বান করবেন। এ পদ্ধতিটি পরামর্শ সভায় গৃহীত হলো।

একজন আহ্বানকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ আল-আনসারি رضي الله عنه একদিন না-ঘুম না-জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় তিনি স্বপ্নে দেখেন, একজন লোক তার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, আচ্ছা আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শেখাব না, যা তুমি সালাতের দিকে আহ্বানের কাজে বলতে পার ? তিনি বললেন, অবশ্যই। লোকটি বললেন, দুবার 'আল্লাহু আকবার', দুবার 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', এরপর দুবার 'হাইয়া 'আলাস-সালাহ', দুবার 'হাইয়া 'আলাল-ফালাহ', তারপর 'আল্লাহু আকবার' দুবার, শেষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একবার বলো। ঘুম থেকে জেগে 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ আল-আনসারি ﷺ আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত পেশ করেন। সব শুনে রাসূল ﷺ বললেন, নিঃসন্দেহে এটা সত্য স্বপ্ন। এরপর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, বিলালকে তুমি বাক্যগুলো শিখিয়ে দাও। তার আওয়াজ তোমার চেয়েও বেশি। তিনি বাক্যগুলো বিলাল ﷺ-কে শিখিয়ে দিলে ইসলামের প্রথম মুআয্যিন বিলাল সে মতে আযান দেওয়া শুরু করেন। সালাতের জন্য বিলাল ﷺ-এর আযান শুনে হযরত 'উমার ﷺ গায়ে চাদর জড়িয়ে দৌড়ে এসে বললেন, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল, অনুরূপ বাক্যগুলো আমিও স্বপ্নে দেখেছি। বিলাল ইবনু রাবাহ ﷺ ছাড়াও মাদীনার মাসজিদের জন্য দুজন মুআয্যিন ছিলেন; তিনি হলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতূম ﷺ। ফাজরের সালাতের আযানে 'হাইয়া 'আলাস-সালাহ' বাক্যটির পর বিলাল ﷺ 'আস-সালাতু খাইরুম-মিনান্নাউম' দুবার বলতেন। আযানে বিলালের বাড়তি এ বাক্যটি যোগ করার বিষয়টি রাসূল ﷺ প্রত্যাখ্যান করেননি। আযান প্রচলনের পর প্রথম দিকে বিলাল ﷺ একটা উঁচু স্থান থেকে আযান দিতেন। পরে এর জন্য একটা মিনার তৈরি করা হয়।

মাদীনায় রাসূল ﷺ-এর প্রথম ভাষণ:

মাদীনায় উপস্থিত লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ বিখ্যাত একটি ভাষণ দেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করেন। তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এরপর বলেন—

অতঃপর কথা হলো এই যে, হে মানব সকল, নিজের জন্যই কিছু আগে বাড়াও। এক টুকরা খেজুর দিয়ে হলেও কেউ যদি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে, তাহলে সে যেন তা-ই করে। যদি সেটা না জোটে, তাহলে একটা সুন্দর কথা দিয়ে হলেও সে যেন তা-ই করে। ওয়াস-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর তিনি আরেকবার ভাষণ দেন—

'নিশ্চয় সব গুণগান আল্লাহর। আমি তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের নিজেদের সকল অনিষ্টতা এবং কর্মের কদর্যতা থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যার পথকে আল্লাহ দীনের আভায় উদ্ভাসিত করেছেন, তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে এমন কেউ নেই। আর যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া তাকে পথ দেখায় এমন কে আছে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। নিশ্চয় উত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব। যার অন্তরকে আল্লাহ কুরআনের আলোয় আলোকিত করেছেন, কুফুরির পর যাকে তিনি ইসলামের পথে হাঁটিয়েছেন এবং যে মানুষের হাজারও কথার ভিড়ে কেবল কুরআনকেই বেছে নিয়েছে, অবশ্যই সে সফলকাম হয়েছে। নিশ্চয় কুরআন সবচেয়ে সুন্দর কথা এবং চূড়ান্ত বাণী। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে তোমারা তাকে ভালোবাসো। মনে-প্রাণে তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো। তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদাত করো, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করো না। ভয় করার মতোই তোমরা তাঁকে ভয় করো। ওয়াস-সালামু 'আলাইকুম।[১৬৩]

মাসজিদুন-নাবাওয়ির পাশেই সুফ্ফার অবস্থান:

রাসূল ﷺ হিজরাত করে মাদীনায় আসার ষোলো মাস পর আল্লাহর নির্দেশে কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের বদলে কা'বার দিকে ঘুরে যায়।[১৬৪] কিবলা পরিবর্তন হলেও এতদিন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে সালাত পড়ার সময় সামনে থাকা দেয়ালটি না ভেঙে রেখে দেওয়া হয়। কিবলা উলটো দিকে ঘুরে যাওয়ায় এই দেয়ালটি এখন পেছনে পড়ে যায়। আল্লাহর রাসূলের আদেশে সেখানে একটা ছাদ উঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন থেকে এর নাম হয়ে যায় 'আস-সুফ্ফাহ' বা 'আয-যুল্লাহ'।[১৬৫]

কাজি 'ইয়াজ বলেন, 'সুফ্ফাহ' আল্লাহর রাসূলের মাসজিদের পশ্চাদ্ভাগের এমন একটি ছায়াময় স্থানের নাম, যেখানে মিসকিন ও অসহায় লোকজন এসে আশ্রয় নিতেন। এদের ডাকা হতো আহ্লুস-সুফ্ফাহ নামে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ বলেন, মাদীনার মাসজিদুন-নাবাওয়ির পশ্চাদ্ভাগের উত্তরদিকে অবস্থান ছিল সুফফাহর।[১৬৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম ইবনু হাজার বলেন, মাসজিদুন-নাবাওয়িয়ির পেছন দিকের ছায়াময় একটি স্থানের নাম সুফ্‌ফাহ। যাদের যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই, পরিবার-স্বজন নেই, এমন অসহায় লোকদের জন্যই এটি তৈরি করা হয়।[১৬৭]

১) আহ্‌লুস-সুফ্‌ফাহ্‌ বা সুফ্‌ফাহ্‌র অধিবাসীগণ:

সাহাবি আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, সুফ্‌ফাহ্‌র অধিবাসীগণ ইসলামের মেহমান; তারা কোনো পরিবার, ধনসম্পদ কিংবা কোনো ব্যক্তির কাছে ধরনা দেননি, আশ্রয় নেননি।[১৬৮]

মাক্কা থেকে মুসলিমরা হিজরাত করে আসেন। আল্লাহ্‌র রাসূলের হিজরাতের আগেই অনেকে এসে পৌঁছেন। দু-একজন আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে আসেন। কয়েকজন পরে। বদরের যুদ্ধের আগ পর্যন্ত হিজরাত করে যারাই মাদীনায় এসেছেন, আনসাররা তাদের সবাইকে নিজেদের ঘরে আপ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে আবাসনের ব্যবস্থা করে দেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুহাজিরদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে অনেককেই আর সার্বিকভাবে সহযোগিতাকরাসম্ভবহয়নি।[১৬৯]

মূলত, 'এরপরে দিন দিন মুহাজিরদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। কারণ, মাদীনায় এসে ইসলামকে আর পেছনে তাকেতে হয়নি; শুধু মাদীনাতেই নয়, আশপাশের বিস্তর এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের মহান বাণী। দলে দলে মানুষ এসে আশ্রয় নেয় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে...। ধনী-গরিব, ফকির-মিসকিন, বিবাহিত-অবিবাহিত সব ধরনের মুসলিমরাই হিজরাত করে মাদীনায় এসে পৌঁছেন। এদের মধ্যে যাদের অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা হয়নি, তারা এখানেই আশ্রয় নেন। আশ্রয় নেন নবির মাসজিদেরসুফ্‌ফাহ্‌অংশে।'[১৭০]

সাহাবিরা হিজরাত করে মাদীনায় এসে প্রথমে আল্লাহ্‌র রাসূলের সঙ্গে দেখা করে নিজের অবস্থানের কথা জানাতেন। এরপর যে আনসার সাহাবি তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন, তার কাছে যেতেন। তবে এ মুহাজির যদি এমন কাউকে না পান, তখন সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য সুফ্‌ফাহ্‌তে অবস্থান করতেন। পরে যদি কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসতেন, তিনি সুফ্‌ফাহ্‌র অবস্থান ছেড়ে তার তত্ত্বাবধানে চলেযেতেন।[১৭১]

সাহাবি 'উবাদাহ ইবনু সামিত ﵁ থেকে মুসনাদে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তিই হিজরাত করে মাদীনায় আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে আসতেন, তিনি তাকে আমাদের কোনো একজনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি তাকে কুরআন শেখাতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একদিন রাসূল ﷺ আমার কাছে একজন মুহাজিরকে পাঠান। বাড়িতে তিনি রাতে আমার সঙ্গেই থাকেন। আমি তাকে পরিবারের রাতের খাবার খাওয়াই। আমি তাকে কুরআনপড়াতাম।[১৭২]

সুফফাহতে যেহেতু মুহাজিররাই প্রথমে অবস্থান করেন,[১৭৩] তাই তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে স্থানটির নামকরণ করা হয় সুফ্‌ফাতুল-মুহাজিরীন বা মুহাজিরদের সুফ্‌ফাহ।[১৭৪] শুধু তাই নয়, ভিনদেশি অনেক দলও এখানে এসে আশ্রয় নিত। এরা প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা দিয়ে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের আনুগত্যের কথা জানান দিয়ে এখানে এসে ওঠে।[১৭৫] সুফ্‌ফাহ অধিবাসীদের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন সাহাবি হযরত আবু হুরাইরা ؓ। রাসূল সা. যখন তাদের কোনো বিষয়ে দাওয়াহ দেওয়ার ইচ্ছে করতেন, তিনি আবু হুরায়রাকে ডেকে পাঠাতেন। আবু হুরায়রা ؓ একে একে সবাইকে ডেকে আনতেন। ইবাদাতে তাদের অবস্থান এবং জ্ঞান অর্জনে পরিশ্রম সবকিছু তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে তুলে ধরতেন। কোনো কোনো আনসার সাহাবিও দুনিয়াবিমুখতা, পরিশ্রম এবং দারিদ্র্যের প্রতি অনুরাগী হয়ে সুফ্‌ফাহ'য় এসে থাকা শুরু করেন। এমন নয় যে মাথা গোঁজার জন্য তাদের ঠাঁই নেই, ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাবার নেই। মাদীনায় তাদের ঘরদোর, আত্মীয়-পরিজন সবই ছিল। এমন কয়েকজন আনসার সাহাবি হলেন কা'ব ইবনু মালিক আল-আনসারি, হানজালাহ ইবনু আবু 'আমির আল-আনসারি; তিনি 'গসীলুল-মালাইকাহ' বা ফেরেশতা কর্তৃক গোসলকৃত উপাধিতে বিখ্যাত ছিলেন, হারিসাহ ইবনু আন-নু'মান আল-আনসারি প্রমুখ।[১৭৬]

আহলুস সুফফাহদের দৈনন্দিন খরচাপাতি এবং তাদের রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের তত্ত্বাবধান:

রাসূল ﷺ নিজেই সুফ্‌ফাহবাসীকে দেখাশোনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঘুরে ঘুরে সবার কাছে যান। ভালোমন্দ খোঁজখবর নেন। অসুস্থ ব্যক্তির শিয়রে দাঁড়িয়ে নিরাময়ের দু'আ করেন। তাদের সঙ্গে ঘন ঘন ওঠাবসা করেন। বিষণ্ন ব্যক্তিকে সান্ত্বনার বাণী শোনান। নিজে উপস্থিত থেকে তাদের শিখিয়ে দেন কুরআনের পাঠ। ধরে ধরে বুঝিয়ে দেন কুরআনের অনুপম সব শিক্ষা। উদ্‌বুদ্ধ করেন সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য। আখিরাত নিয়ে বেশি করে ভাবনার জন্য তাগাদা দেন।[১৭৭] রাসূল ﷺ নিজ তত্ত্বাবধানে বিভিন্নভাবে তাদের খরচের অর্থ জোগান দিতেন:

ক) আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে কোনো সাদাকাহ্ এলে তিনি এর কিছুমাত্র গ্রহণ না করে পুরোটাই পাঠিয়ে দিতেন সুফফাহ্‌বাসীর কাছে। আবার তাঁর জন্য হাদিয়া বা উপঢৌকন এলে সেখান থেকে সামান্য অংশ নিজের জন্য রেখে বাকিটা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

খ) অধিকাংশ সময়ই রাসূল ﷺ তাদের কাউকে কোনো একজন উম্মুল-মু'মিনীনের বাসায় খাবারের জন্য ডেকে পাঠাতেন। রাসূল ﷺ কখনো তাদের বিষয়ে বেখবর ছিলেন না। তাদের সমস্ত খোঁজখবর তিনি রাখতেন। সাহাবি 'আবদুর রাহমান ইবনু আবি বাক্‌র ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফফাহ্‌বাসীরা ছিলেন খুবই অসহায় মানুষ। একবার রাসূল ﷺ বলেছিলেন, যার কাছে দুজনের খাবার আছে, সে যেন তৃতীয়জনকে নিয়ে আসে। আর যার নিকট চারজনের খাবার আছে, সে ৫ম জন বা ৬ষ্ঠ জনকে নিয়ে আসে। আবু বাক্‌র ﷺ তিনজনের খাবারের বন্দোবস্ত করেছেন; আর রাসূল ﷺ করেছেন দশজনের খাবারের ব্যবস্থা।[১৭৮]

গ) রাসূল ﷺ সর্বদা সুফফাহ্‌বাসীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। এমনকি নিজের প্রয়োজন পূরণের চেয়েও তাদের প্রয়োজনকে আমলে নিতেন বেশি। একবার নবি-কন্যা ফাতিমা আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে কাজকর্মের সুবিধার জন্য একজন কাজের লোক চাইলেন। জবাবে রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন— মুসনাদ ইমাম আহমাদে এসেছে, আল্লাহ্‌র কসম, সুফফাহ্‌বাসীকে না দিয়ে আমি তোমাদের দেবো না; বরং আমি এটা বিক্রি করে এর মূল্য তাদের জন্য খরচ করব।[১৭৯]

কাজ, ইবাদাত ও জিহাদের প্রতি তাদের পূর্ণ মনোনিবেশ:

সুফফাহ্‌র অধিবাসীরা সর্বদা মাসজিদে 'ইতিকাফে থাকতেন। আল্লাহ্‌র ইবাদাতে মাশগুল থাকতেন। একটু নির্জন সময় পেলে অবহেলায় নষ্ট করতেন না। সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র আয়াত নিয়ে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন। বেশি বেশি আল্লাহ্‌র স্মরণ করতেন। কেউ কেউ আবার সেখানে থেকেই হাতের লেখা চর্চা করেন। এদেরই একজন খুশি হয়ে নিজের ধনুক সাহাবি 'উবাদাহ ইবনু সামিতকে হাদিয়া দেন। কারণ, তিনি এদের কুরআন তিলাওয়াত ও লিখতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শিখিয়েছেন।[১৮০]

তারা সব সময় মাসজিদেই আটকে থাকতেন না; জিহাদেও অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি তাদের কয়েকজন ময়দানে শহিদও হন। রাতের বেলায় তারা নিমগ্ন থাকতেন আল্লাহর ইবাদাতে, দিনে হতেন রণাঙ্গনের ঘোড়সওয়ার।[১৮১] সুফফাহবাসীরা সম্পূর্ণ নিজেদের ইখতেয়ারে সেখানে পড়ে থাকতেন। ইবাদাতের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আর আল্লাহ্‌র রাসূলের সান্নিধ্যের সুযোগ তারা হারাতে চাইতেন না। এই সুফফাহবাসীদের একজন হযরত আবু হুরাইরা ﵁। তিনি কোনো ভাবেই রাসূল ﷺ—এর সঙ্গ ছাড়া থাকতে চাইছিলেন না; আল্লাহ্‌র রাসূলের কোনো হাদীস, কোনো নির্দেশনা ছুটে যাওয়ার ভয়ে তিনি সর্বদা সুফফাহতে পড়ে থাকতেন। আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, তোমরা তো বলে থাকো যে, নিশ্চয় আবু হুরাইরা রাসূল ﷺ থেকে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আরও বলো যে, মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের কী হলো, তারা আবু হুরাইরার ন্যায় রাসূল ﷺ থেকে বেশি হাদীস বর্ণনা করছেন না! প্রকৃতপক্ষে আমার মুহাজির ভাইয়েরা তো বাজারের লেনদেন, ক্রয়বিক্রয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আর আমি সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছাকাছি থাকি। তিনি যা বলেন, সেটা বুক পেতে লুফে নিই। অন্যরা যেখানে অনুপস্থিত, আমি সেখানে হাজির। তারা যখন ভুলে যাচ্ছেন, আমি তখন সেটা মনে রাখছি। অন্যদিকে আমার আনসার ভাইয়েরাও ব্যস্ত থাকেন নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে। আমি তো কেবল সুফফাহর একজন অসহায় ব্যক্তি। তারা যখন ভুলে যান আমি তখন সেটা মনে রাখি।[১৮২]

তাদের সংখ্যা ও নাম:

সময়ে সময়ে তাদের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের মাদীনায় আগমনের কারণে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার ভিনদেশিদের মাদীনায় আসা কমে গেলে তাদের সংখ্যা কমে যায়। যাইহোক, সাকুল্যে তারা ছিলেন ৭০জন পুরুষ। কখনো কখনো তাদের সংখ্যা বেড়ে যেত; এমনও নজির আছে, সাহাবি সা'দ ইবনু 'উবাদা ﵁ একাই সুফফাহদের আশিজনকে মেহমানদারি করিয়েছেন। উপরন্তু আরও অনেককে তিনি অন্য সাহাবিদের মাঝে ভাগ করে দেন।[১৮৩] তবে কোনো পাঠক যদি তাদের নামের ব্যাপারে কৌতূহলী হন তবে সীরাতের যেকোনো বই হাতে নিলেই তিনি তাদের নামগুলো পেয়ে যাবেন।[১৮৪]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামি সমাজ বিনির্মমাণে মাসজিদের ভূমিকা

ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মাসজিদ নির্মাণ এক অপরিহার্য বিষয়; কারণ, মাসজিদই হলো এই সমাজের প্রাণকেন্দ্র। মুসলিম সমাজ এখান থেকেই দীনের নীতি জেনে আদর্শ গ্রহণ করে, শিষ্টাচার শিখে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ হয়। মাসজিদ থেকেই আসে প্রেরণার জীবনীশক্তি।[১৮৫] আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন—

> ...যে মাসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর, প্রথম দিন থেকে তা বেশি হকদার যে, তুমি সেখানে সালাত কায়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। [সূরা তাওবা, ৯: ১০৮]

> তিনি আরও বলেন, সেসব ঘরে, যাকে সমুন্নত করতে এবং সেখানে আল্লাহর নাম যিকির করতে আল্লাহই অনুমতি দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। [সূরা নূর, ২৪: ৩৬]

> আরও বলেছেন, সেসব লোক, যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়বিক্রয়, আল্লাহর যিকির আদায়, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না, তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উলটে যাবে, যাতে আল্লাহ তাদের কৃত উত্তম আমালের জন্য তাদের প্রতিদান দেন এবং তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাদের আরও বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন। [সূরা নূর, ২৪: ৩৮]

মাসজিদ ও মাসজিদে নববি

মাসজিদ মু'মিনদের ইবাদাতগাহ। এখানে তারা সালাত কায়েম করে, আল্লাহর যিকির ও তাসবীহ পাঠ করে এবং হামদ ও প্রশংসা জ্ঞাপন করে। তাই সকল মুসলিম মাসজিদের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে থাকেন।

মাসজিদে নববিতে রাসূল ﷺ সাহাবা ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। যারা দাওয়াত ও রিসালাতকে বিশ্বাস করে হিদায়াতের উদ্দেশ্যে সেখানে আসতেন।

মাসজিদে নববি ইল্‌ম, জাগতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ওয়াহি বিষয়ক জ্ঞানের মহাবিদ্যাপিঠ, যা জ্ঞান লাভের জন্য মানুষকে উৎসাহ দেয়। মাসজিদে নববি এমন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিদ্যালয়, যেখানে মু'মিনরা তাদের চিন্তা ও জ্ঞানের আদানপ্রদান করে। এটা এমন প্রতিষ্ঠান, যার সার্বিক নেতৃত্বে থাকে জ্ঞানপিপাসুরা—যারা দীনের গভীর জ্ঞান লাভ করে সুসংবাদ ওসতর্কবার্তা নিয়ে ফিরে যায় স্বজাতির কাছে—যারা আহ্বান করে, দিশা দেয় আল্লাহর পথের এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ধারণ করে এই মহান দায়িত্ব।[১৮৬]

মাসজিদে নববি নির্মিত হয়েছে এতটাই উদার মানসিকতায়, যেন ভিনদেশি মুসাফির আশ্রয় নিতে পারে, পথিক বিশ্রাম নিতে পারে—পাছে কোনো দাতার দান যেন তাকে সংকোচে না ফেলে। এটি যেন সুপেয় পানির উন্মুক্ত ফোয়ারা, যেখানে যেকেউ তৃষ্ণা মিটাতে পারে, গ্রহণ করতে পারে মন ও বিবেকের সঠিক দিশা। কেউ তাকে জ্ঞানের আহরণে কিংবা বিচিত্র দিশার সন্ধানে বাধা দেবে না। কত সেনাপতি এই প্রাঙ্গণে স্নাতক হয়েছেন! তাদের বীরত্বের উন্মেষ ঘটেছে এই চার দেওয়ালের মধ্য থেকে! কত আলিম এই অঙ্গন থেকে গভীর জ্ঞানার্জন করে মানুষের জ্ঞান-তৃষ্ণা মিটিয়েছেন! আল্লাহমুখী কত দা'ঈ এই অঙ্গন থেকে দাওয়াহর দীক্ষা নিয়ে হাদি ও দা'ঈগণের আদর্শ হয়েছেন! হয়েছেন রাইহানা পুষ্প, যার সুবাসে হৃদয়সমূহ বিমোহিত হয়ে দিশার তরে জ্যোতির্ময় হতে ছুটেছে।[১৮৭]

রূঢ়, জ্ঞানহীন কত বেদুইন রাসূলের কাছে এসে তাঁর সাহাবিদের মাঝে বসে পড়ে। মূর্খতার চাদরে ঢাকা পড়ে গেলেও আল্লাহর দেওয়া বিবেক তো তার ভেতর সুপ্ত ছিল! একসময় বিবেকের ওপর থেকে আবরণ সরে যায়। সে বুঝতে ও অনুধাবন করতে শুরু করে। তারপর হিদায়াত ও নূর নিয়ে আল্লাহমুখী দা'ঈ হয়ে ইমামরূপে স্বজাতির কাছে ফিরে যায়। তাঁর শিক্ষাদীক্ষার আলোকে তাদের গড়ে তোলে। তারাও তাঁর দাওয়াতে ঈমান গ্রহণ করে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এরা ছিলেন এক জ্যোতির্ময়দল।[১৮৮]

মাসজিদে নববি একটি দুর্গ। জিহাদের ডাক এলে মুজাহিদরা এখানেই সমাবেত হন। এখানেই জিহাদ ও দাওয়াতের পতাকা ওড়ানো হয়। সেনাপতিদের সামনে ওড়ে রণাঙ্গনে ছুটে যাওয়ার পতাকা। যার ছায়ায় দাঁড়ায় আল্লাহর সৈনিকেরা, বিজয় কিংবা শাহাদাতের অমিয় সুধা পানের তীব্র আশায়।

মাদীনার এ মাসজিদ ছিল নতুন মুসলিম সমাজের একটি আস্থার খুঁটি। রণাঙ্গনে যুদ্ধাহত সৈনিকদের চিকিৎসাকেন্দ্র। রাসূল ﷺ আহতদের খোঁজখবর নিতেন ও শুশ্রূষা করতেন। তাদের জন্য ওষুধপত্র ও চিকিৎসা-সেবা প্রদান করতেও বিশেষ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুবিধা হতো। এককথায় এ আঙিনা হয়ে উঠত অস্থায়ী ও ইমার্জেন্সি হাসপাতাল রূপে। ময়দানে ফার্স্ট এইডের পর এখানে নিয়ে এসে শুরু হতো চূড়ান্ত চিকিৎসা।

এটি একটি ইসলামি বার্তা-প্রতিষ্ঠান। এখান থেকেই বিভিন্ন খবর প্রচার করা হয়, সংবাদ প্রকাশ করা হয়। শান্তি কিংবা যুদ্ধের রাজনৈতিক খবরাখবর আদানপ্রদান হয়। এখানেই গ্রহণ ও পাঠ করা হয় সুখবর, বিজয় কিংবা রসদের আবেদনপত্র। ঘোষণা করা হয় রণাঙ্গনের শহিদদের মৃত্যু-সংবাদ, যেন হারানোর বেদনায় মুষড়ে পড়ারা শোক প্রকাশ করে আর শাহাদাতপিপাসুরা নেমে পড়ে প্রতিযোগিতায়।

এই মাসজিদ মুসলিম সমাজের একটি পর্যবেক্ষণ-চৌকি। এখান থেকেই সন্দেহভাজন শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। বিশেষত মুসলিম সমাজে সহাবস্থানকারী সংখ্যালঘু ইয়াহূদি, মুনাফেক ও চরমপন্থি মুশরিক শত্রুদের গতিবিধির প্রতি কঠোর নজরদারি করা হয়, যেন মুসলিম সমাজ তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অপকৌশল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

রাসূল ﷺ তাঁর হিজরাতের এলাকা মাদীনায় এসে প্রথমে মাসজিদে নববি নির্মাণ করেন—এটি ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্যের একটি অনুকরণীয় আদর্শ। এই মাসজিদ ইসলামের মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নের কেন্দ্রস্থল। তিনি এই মাসজিদ নির্মাণ করেন স্বল্প খরচ ও সহজ পরিশ্রমে।[১৮৯]

আরও কয়েকটি উপকারিতা ও শিক্ষা

কর্মের আদর্শের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান:

মাসজিদ নির্মাণে রাসূল ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে নিজেও কাজে নেমে পড়েন। বুকে-কাঁধে করে ইট-পাথর বহন করেন। নিজ হাতেই মাটি খনন করেন।

এককথায় তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক, যাঁর কাছে শাসক-শাসিত কিংবা ধনী-গরিব সবাই সমান—যেমন আল্লাহর কাছে সবাই সমান। ইসলাম আরব কিংবা অনারবকে ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করে না—তবে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির ব্যাপারটা ভিন্ন। তাই সবকিছুতে ন্যায়পরায়ণতা ও সমতা বিরাজমান থাকে। দুনিয়াবি জনকল্যাণমূলক সামাজিক কাজে দাতা কৃতিত্বের ভাগ পায়। আর এখানে কৃতিত্ব হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওয়াব ও প্রতিদান। রাসূলও সাধারণ মুসলিমদের মতো আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সাওয়াবের আশা করতেন।[১৯০] তাই মাসজিদ নির্মাণের কাজে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূলের অংশগ্রহণ অন্যান্য সাহাবিদের মতো ছিল। ফিতা কাটা কিংবা ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কোদালের প্রথম কোপ দেওয়ার মতো নিছক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নয়; একজন সাধারণ শ্রমিকের মতোই তিনি নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিমরা রাসূলের ধুলোমাখা অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। 'উসাইদ ইবনু হুদাইর রাসূলের বোঝাটা তুলে নেওয়ার জন্য তাঁর দিকে ছুটে আসেন—হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে দিন। রাসূল ﷺ বলেন, যাও, অন্য একটা নিয়ে এসো। তুমি আল্লাহর প্রতি আমার চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী নও।[১৯১] রাসূলের কথা শুনে মুসলিমদের কাজের উদ্দীপনা অনেক গুণে বেড়ে গেল।[১৯২]

সাহাবাগণ ব্যাপকভাবে নির্মাণ কাজে লেগে পড়েন। এই কর্মময় শিক্ষা-প্রদান শুধু উপদেশ অথবা ভরাট গলার বক্তৃতার মাধ্যমে সম্ভব নয়; বরং এর জন্য দরকার নিরলস শ্রম ও আল্লাহর মনোনীত মহান আদর্শবান ব্যক্তিত্ব। তা ছাড়া যা কিছু মাক্কার কঠোর নির্যাতন-নিপীড়ন ও বিতাড়নের পরিবেশে করা সম্ভব হয়েছিল, তা এই নতুন সমাজে ও ভবিষ্যৎ-রাষ্ট্রেও করা সম্ভব।

ইয়াসরিবীয় সমাজে খাইবার থেকে মাদীনা অভিমুখী খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি শস্যের প্রতি মানুষের বিশেষ আগ্রহ ছিল; কিন্তু পবিত্র মাসজিদে নববির ইটের বোঝার সামনে এগুলো খুবই তুচ্ছ মনে হলো। কারণ, তারা আখিরাতের সামনে দুনিয়াকে খুবই নগণ্য মনে করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তোমাদের নিকট যা আছে, তা ফুরিয়ে যায়। আর আল্লাহর নিকট যা আছে, তা স্থায়ী। [সূরা নাহল, ১৬: ৯৬]

কিছু উপকারী কথা ও শিক্ষা

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন

কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, সাহাবি তলক বিন 'আলি আল-ইয়ামামি আল-হানাফি মাসজিদে নববির নির্মাণকালে খুব দক্ষতার সাথে মাটির সংমিশ্রণ করতেন। ইবনুল আসীর রচিত *জামিউল 'উসূল* গ্রন্থে এই ধরনের আরও কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি *বুখারির* সালাতের অধ্যায়ে মাসজিদ নির্মাণে সামাজিক সহযোগিতা পরিচ্ছেদে হাদীসটি সংকলন করেন। *বুখারিতে* হাদীসটির ক্রমধারা ৪৪৭ এবং বুখারির জিহাদ অধ্যায়ে মাথার ধূলি মোছার পরিচ্ছেদে ২৮১২ ক্রমে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনুল আসীর রাযীনের সূত্রে বলেন, হাদরামাউত এলাকা মাটির খামির তৈরি করতে একজন দক্ষ রাজমিস্ত্রী আসেন। রাসূল ﷺ তাঁর জন্য আল্লাহর দয়া ও রাহমাতের দু'আ করেন। এ কাজে তার ঝোঁক দেখে এই পেশায় মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেন।

মাদীনায় এই নতুন আগন্তুককে নবি ﷺ গুরুত্বসহকারে নেন। কারণ, প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের সচরাচর এই দক্ষতা ছিল না। ভালোভাবে মাটির খামির তৈরি করতে রাসূল ﷺ তাকে কাজে লাগান। এতে মুসলিমদের জন্য অমূল্য শিক্ষা আছে যে, কীভাবে যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে হয় এবং তা থেকে উপকৃত হতে হয়। নববি দিক-নির্দেশন মানুষকে ক্রমেই শিক্ষা-সমৃদ্ধ করে। [১৯৩]

মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতীক

আন্তর্জাতিকভাবে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের মহান প্রতীক সালাতের আযান—

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'—অর্থাৎ আল্লাহ সবচেয়ে মহান। তিনি অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী।

'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—শাসকত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব জগতের একমাত্র রব মহান আল্লাহর। বিধান একমাত্র তাঁরই। তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র অর্থ হলো—একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সার্বভৌম শাসক, কোনো আদেশদাতা কিংবা কোনো বিধানদাতা নেই।

'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'—আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে নেতৃত্ব দান করেছেন। কারও সাধ্য নেই তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার। তাঁর নেতৃত্ব সরাসরি চলবে কুরআন ও সুন্নাহর ওয়াহির দ্বারা পূর্ণ দীন কায়েম হওয়া পর্যন্ত।[১৯৪] মানে, নবিজির রিসালাত, দীন-দুনিয়ায় তাঁর নেতৃত্ব, শ্রবণ ও তাঁর প্রতি আনুগত্য মেনে নিতে হবে। তাঁর ওয়াফাতের পরেও তাঁকে অনুরূপ বিশ্বাস করে যেতে হবে। সব সময়ে তিনি সমান প্রাসঙ্গিক। [১৯৫]

'হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ'—হে মানুষ, আল্লাহর দাসত্বে গড়া রাষ্ট্রের পতাকাতলে আলোকিত হতে এসো। যে রাষ্ট্রের লক্ষ্য—স্রষ্টা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিমদের মাঝে অটুট সম্পর্ক স্থাপন করা।

'কাদ কামাতিস সালাহ'—সকল ইবাদাতের মাঝে নির্বাচিত ইবাদাত সালাত; কারণ, সালাত গোটা দীনের খুঁটি। সালাতের রুকু, সিজদা, কিয়াম ইত্যাদি আল্লাহর সম্মুখে বান্দার বিনয়, আনুগত্য, দাসত্ব ও দীনতা প্রকাশ করে। সালাতের মধ্য দিয়ে দাস আনুগত্য ও দীনতাভরে মনিবের সামনে সমর্পিত বদনে দাঁড়ায়। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আনুগত্যের স্বরূপ তুলে ধরে বলেন,

বলো, যেহেতু আমার রবের পক্ষ থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে, তাই তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের আহ্বান করো, নিশ্চয় তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর জগৎসমূহের পালনকর্তার নিকট আত্মসমর্পণ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। (সূরা গাফির, ৪০: ৬৬)

'হাইয়া আলাস সালাহ' ও 'কদ কামাতিস সালাহ'—এই মহান দুই বাক্যের সঙ্গে রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রতীক, আল্লাহর বিধায়কত্ব, শারী'আতের কর্তৃত্ব, তাগুতি আইনকানুন ও শাসনব্যবস্থা পতনের সম্পর্ক এই ইঙ্গিত করে যে, যথাযথ সালাত সম্পাদন কেবল এমন রাষ্ট্রের ছায়াতেই সম্ভব, যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় সালাতের মাধ্যমে ও সালাতের জন্য।

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'—তারপর পূর্বের কথার তাগিদ দেওয়ার জন্যআবারবলাহয়।[১৯৬]

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলিমরা মাক্কার গিরিপথে লুকিয়ে সালাত সম্পাদন করত। পরে আনসারদের তলোয়ারের ছায়ায় মাদীনাতে সালাত প্রতিষ্ঠিত হলে সাহাবিগণ প্রকাশ্যে আযান-ইকামাত দিয়ে মহান রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশে রুকু-সিজদা করেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দীনের শত্রুদের থেকে প্রজাদের সুরক্ষা দিতে পারে, এমন শক্তিধর রাষ্ট্রেই আল্লাহর যথাযথ ইবাদাত সম্ভব। কুফরের পতাকা ভূপাতিত করতে, ঈমানের পতাকা তুলে ধরতে এবং শারী'আহ-পরিচালিত তাওহীদি রাষ্ট্র কায়েম করতে আমাদের অন্তর থেকে আযানের মর্মকথা অনুধাবন করতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাসজিদে নববির মর্যাদা

রাসূল ﷺ মাসজিদে নববির মর্যাদা সম্পর্কে সাহাবিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সাহাবিরা তাদের ভালোবাসায় এই মাসজিদকে এমনভাবে গ্রহণ করেছেন যে মাসজিদে নববি জুড়ে আছে তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ বুখারি ও মুসলিমে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা মাসজিদে নববির ফাযীলাহ সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস উল্লেখ করছি—

আবু হুরায়রা রাসূল ﷺ থেকে শুনে বর্ণনা করেন, যে আমাদের এই মাসজিদে কল্যাণকর কোনো বিষয় শিখতে অথবা শেখাতে আসে, সে আল্লাহর পথের মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করবে। আর যে ভিন্ন উদ্দেশ্যে আসে, সে যেন অন্যের সম্পদে দৃষ্টি দিল।[১৯৭]

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অনুপম ভ্রাতৃত্ব

রাষ্ট্র, জাতি ও প্রশাসনের সংস্কারপ্রকল্পে রাসূলের সর্বপ্রথম কাজ ছিল মানুষকে তাওহীদ ও কুরআনের দাওয়াত দেওয়া, মাসজিদ নির্মাণ করা ও মুহাজির-আনসার ভ্রাতৃত্ব তৈরি করা। সবগুলোই সমান গুরুত্ববহ। ভ্রাতৃত্ব তৈরি মাসজিদ নির্মাণের চেয়ে কোনো ভাবেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ, এর মাধ্যমে নতুন জাতিসত্তার অবকাঠামো নির্মাণ ও লক্ষ্য নির্ধারিত হয়।[১৯৮]

দাওয়াতের সূচনাকাল থেকেই মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব গড়ার কাজ শুরু হয়। হাদীসে আছে—তোমরা পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ ও ছিদ্রান্বেষণ করো না; বরং ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলিম যেন তার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে না থাকে।[১৯৯]

রাসূল ﷺ বলেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই। এক মুসলিম অপর মুসলিমকে জুলুম করবে না এবং একে অপরকে জুলুম থেকে বাঁচাবে। যে মু'মিন ভাইয়ের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, আল্লাহও তার প্রয়োজনে এগিয়ে আসেন। যে ব্যক্তি কোনো মু'মিন ভাইয়ের দুঃখ মুছে দেবে, আল্লাহও কিয়ামাতের দিন তার দুঃখ মুছে দেবেন এবং যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে, আল্লাহও কিয়ামাতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।[২০০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুরআনুল কারীমে মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরো এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামাতকে স্মরণ করো—যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে; তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন, অনন্তর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। (সূরা আলে-ইমরান, ৩: ১০৩)

তিনি অন্য আয়াতে বলেন—

> আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। যদি তুমি যমিনে যা আছে, তার সম কিছু ব্যয় করতে—তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (সূরা আনফাল, ৮:৬৩)

আমাদের এই আলোচনা বিশেষ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে। যে ভ্রাতৃত্বে কিছু বিশেষ অধিকার ও কর্তব্য আছে, যা মু'মিনদের সাধারণ মেলবন্ধনে আবশ্যক নয়।[২০১] তবে কোনো কোনো আলিম হিজরাতের আগে মাক্কিজীবনে মুহাজিরদের মাঝে আরেক ভ্রাতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বালাযুরি মাক্কায় মুসলিমদের মাঝে সত্য ও সহমর্মিতার ওপর রাসূলের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের ইঙ্গিত দেন। রাসূল ﷺ ভাই ভাই বানিয়ে দেন হামযাহ ও যাইদ বিন হারিসাকে, আবু বাক্‌র ও 'উমারকে, 'উসমান ইবনু 'আফফান ও 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আউফকে, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদকে, উবাইদা ইবনুল জাররাহ ও বিলাল হাবশিকে , মুসআব ইবনু উমাইর ও সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ও হুযাইফার মুক্ত দাস সালিমকে, সায়ীদ বিন যাইদ বিন আমর বিন নুফাইল ও তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহকে এবং রাসূল নিজে ভাইয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন 'আলি বিন আবু তালিবেরসঙ্গে।[২০২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঐতিহাসিক বালাযুরি (২৭৬ হিজরি) একজন প্রবীণ সারির ইতিহাসবিদ। তিনি ও আরও কয়েকজন ঐতিহাসিক মাক্কিজীবনের ভ্রাতৃত্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ব্যাপারে ইবনু 'আবদিল বার (৪৬৩ হিজরি) ও ইবনু সাইয়িদিন নাস তার সঙ্গে একমত।[২০৩]

ইবনু 'উমার থেকে জামি ইবনু উমাইরের সূত্রে হাকিম তার *মুসতাদরাকে* উল্লেখ করেন, রাসূল ﷺ ভাইভাই বানিয়ে দেন আবু বাকর ও 'উমারকে, তালহা ও যুবাইরকে এবং 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ ও 'উসমানকে।[২০৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, রাসূল ﷺ যুবাইর ও ইবনু মাসঊদকে ভাই ভাই বানিয়ে দেন।[২০৫]

ইবনুল কাইয়িম, ইবনু কাসীর প্রমুখ ইতিহাসবিদের মতে মাক্কায় কোনো ভ্রাতৃত্ব স্থাপন হয়নি। তবে ইবনুল কাইয়িম বলেন, জানা যায়, রাসূল ﷺ দ্বিতীয়বার মুহাজিরদের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। সেবার তিনি 'আলিকে নিজের ভাই বানান; তবে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন মাদীনাতেই হয়েছিল।[২০৬] ইবনু কাসীর বলেন, কতিপয় আলিম মাক্কার এই ভ্রাতৃত্বসংক্রান্ত বক্তব্যটি নাকচ করে দিয়েছেন—কারণ, ইবনুল কাইয়িম নাকচ করেছেন।[২০৭]

সীরাতের প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে মাক্কায় ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত মেলে না। সে মতে বালাযুরির বর্ণনার সনদ না থাকায় তা গ্রহণযোগ্য নয়; এমনকি বালাযুরি নিজেও হাদীস পর্যালোচকদের নিকট দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে বিবেচিত। তবে মাক্কায় এই ভ্রাতৃত্বের কথা মেনে নিলেও তা ছিল শুধু পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদুপদেশের জন্য, উত্তরাধিকারের হক সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নয়।[২০৮]

মাদীনায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

রাসূল ﷺ মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যকে এক সুতোয় বাঁধার লক্ষ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করেন। এক অন্যরকম পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গীণ ভ্রাতৃত্ব, যার সামনে জাহিলি স্বজনপ্রীতি একেবারে বিলীন; বংশ, বর্ণ ও রাষ্ট্রের শ্রেণিভেদ হয়ে যায় অস্তিত্বহীন; ফলে কেউ অগ্রসর কিংবা পশ্চাৎপদ নয়। একমাত্র ইসলামের জন্যই তারা নিজেদের জানমাল সর্বস্ব উৎসর্গ করে। তাদের কাছে সম্মানের মাপকাঠি তাকওয়া ও মানবতা। রাসূলের গড়া এ ভ্রাতৃত্ব শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তির কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছিল না; বরং তা ছিল আত্মার অটুট বন্ধনের উপমাবাহী বিস্ময়কর ঘটনা—যা ত্যাগ, সহমর্মিতা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। নতুন সমাজ বিনির্মাণে এই অনন্য ভ্রাতৃত্বের প্রভাব ছিল অপরিসীম।[২০৯] আল্লাহর ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়া এই সমাজের প্রত্যেক সদস্য একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহর দীন তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শেখায় ঈমান, আমাল, কথা, কাজ ইত্যাদি। ফলে তারা হয়েছেন অনন্য মানুষ। কুরআনের ভাষায় তারা ছিলেন এমন—

> মু'মিনদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে এই মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম। [সূরা নূর, ২৪: ৫১]

এই অনন্য ভ্রাতৃত্বের কল্যাণেই আজও মুসলিম উম্মাহর সমৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এরই মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দীন ও রাসূলকে সুদৃঢ় করেছিলেন। রাসূল ﷺ আজীবন তাঁর দাওয়াতি কাজে এর সুফল পেয়েছেন; এমনকি আবু বাক্‌র সিদ্দীকের বাই'আতকালেও মুসলিম উম্মাহ এই ভ্রাতৃত্বের সুফল পায়। আনসার সাহাবিগণ ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে উম্মাহর ঐক্যে চিড় ধরাননি। মোটকথা, রাজনৈতিক অঙ্গনে ভ্রাতৃত্বের অভূতপূর্ব এই শিক্ষার মাধ্যমে রাসূল ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি করেন এবং তাদের মনে ভ্রাতৃত্বের শিকড় গেঁথে দেন। ফলে আন্তরিকভাবে তারা এর যত্ন নেন; এমনকি এই ভ্রাতৃত্বের ধারা বাস্তবায়নে রীতিমতো তারা প্রতিযোগিতা করতেন।[২১০] বিশেষত, আনসার সাহাবিদের বদান্যতা ও উদারতার যথাযথ বিবরণ দেওয়া কোনো লেখক-গবেষকের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই পারেন এর যথার্থ বিবরণ দিতে।[২১১] তিনি বলেন—

> আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মাদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এই সম্পদে অংশ রয়েছে); আর যারা তাদের কাছে হিজরাত করে এসেছে, তাদের ভালোবাসে। আর মুহাজিরদের যা প্রদান করা হয়েছে, তার জন্য তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও তাদের অগ্রাধিকার দেয়। মনের কার্পণ্য থেকে যাদের রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯: ৯)

আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ কতিপয় আনসার-মুহাজির

আবু বাক্‌র সিদ্দীক ও খারিজা ইবনু যুহাইর, 'উমার ইবনুল খাত্তাব ও ইতবান ইবনু মালিক, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ ও সা'দ ইবনু মু'আয, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ ও সা'দ ইবনুর রাবি , যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও সালামাতু ইবনু সালামাতু ইবনু ওয়াকশ, তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ ও কা'ব বিন মালিক, সায়ীদ ইবনু যাইদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও উবাই ইবনু কা'ব, মুসআব ইবনু উমাইর ও আবু আইয়ুব খালিদ বিন যাইদ, আবু হুযাইফা ইবনু উতবা ইবনু রাবী'আ ও আববাদ ইবনু বিশর ইবনু ওয়াকশ, আম্মার ইবনু ইয়াসীর ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, আবু যার গিফারি ও মুনযির ইবনু আমর, হাতিব ইবনু আবু বালতা ও উয়াইম ইবনু সাইয়িদা, সালমান আল ফারসি ও আবু দারদা, রাসূলের মুয়াজ্জিন বিলাল ও আবু রুওয়াইহা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রাহমান আল খাস'আমি ﷺ পরস্পর আনসার-মুহাজির কেবল আল্লাহর জন্যভ্রাতৃত্ববন্ধনেআবদ্ধছিলেন।[২১২]

কিছু শিক্ষা ও কিছু উপকারিতা

আকীদা-বিশ্বাসের বন্ধনই প্রকৃত বন্ধন:

ইসলামি সমাজের মূল ভিত্তি আকীদা-বিশ্বাস, যা সরাসরি ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই ইসলামি সমাজে বন্ধুত্ব কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সঙ্গেই হতে পারে। এটিই গভীর আন্তরিক সম্পর্ক। কারণ, এখানে বিশ্বাস, চিন্তা ও প্রেরণার ঐকতান ঘটে।[২১৩] হিজরাতের অন্যতম প্রেরণা ছিল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব। এই মহান আদর্শের আলোকেই কুরআনুল কারীম মুসলিমদের পরিচালিত করে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা নূহ নবির সন্তানকে তার ঔরসজাত হওয়া সত্ত্বেও শুধু আকীদার ভিন্নতার কারণে নবির পরিবারভুক্ত বলে গণ্য করেননি। আল্লাহ তা'আলা নবি নূহ ও তার পুত্র সম্পর্কে বলেন—

> আর নূহ তার রবকে ডাকল এবং বলল, হে আমার রব, নিশ্চয় আমার সন্তান আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা সত্য। আর আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি বললেন, হে নূহ, নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, আমার কাছে তা চেয়ো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও। [সূরা হূদ, ১১: ৪৫, ৪৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব একমাত্র মু'মিনদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

নিশ্চয় মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, হয়তো তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। [সূরা হুজরাত, ৪৯: ১০]

ইসলামি আদর্শে কাফের, মুশরিক, ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান অর্থাৎ গায়রুল্লার পূজারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে মুসলিমদের কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে—এমনকি তারা পিতা, ভাই কিংবা সন্তান হলেও। যে মুসলিম এই কাজ করল, সে অন্যায়ে লিপ্ত হলো। সুতরাং মুসলিম-অমুসলিম বন্ধুত্ব মহাপাপ। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফুরিকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই জালিম। [সূরা তাওবা, ৯: ২৩]

আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বারণ করেছেন; আরও নিষেধ করেছেন তাদের প্রতি ভরসা রাখতে এবং আনুগত্য করতে। এই প্রসঙ্গে কুরআন কারীমের অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে।[২১৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন—

হে মু'মিনগণ, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের একটি দলের আনুগত্য করো, তারা তোমাদের ঈমানের পর তোমাদের কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে। [সূরা আলে ইমরান, ৩:১০০]

তিনি আরও বলেন—

হে মু'মিনগণ, ইয়াহুদি ও নাসারাদের তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ জালিম কওমকে হিদায়াত করেন না। [সূরা মায়িদা, ৫: ৫১]

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য বন্ধুত্বের একক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেন তাদের ঈমানের কোনো ক্ষতি না হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ—যারা সালাত কায়েম করে এবং বিনীত হয়ে যাকাত দেয়। আর যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও মু'মিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী। [সূরা মায়িদা, ৫: ৫৫, ৫৬]

সাহাবিগণ এটি খুব ভালো করে বুঝে নিয়েছিলেন যে, তাদের বন্ধুত্ব হবে একমাত্র নেতৃত্বের জন্য, একনিষ্ঠতা হবে শুধু আকীদার জন্য আর তারা জিহাদ করবেন আল্লাহর কালেমা সমুন্নত রাখার জন্য। তাই তারা ব্যক্তিজীবনে এর বাস্তবায়ন ও সামাজিক জীবনে সঠিক প্রয়োগ করেন। ফলে তাদের বন্ধুত্ব হয় শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সঙ্গে। তাদের জীবনেতিহাসে বন্ধুত্বের গভীর মর্মানুধাবনের অসংখ্য উদাহরণ মেলে। স্রষ্টা, দীন, আকীদা ও মু'মিনদের প্রতি তারা ছিলেন আন্তরিক ও উদার।

আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্ব হয় এমন এক আকীদার ভিত্তিতে, যে ব্যাপারে আগে থেকেই তারা জনতেন ও বিশ্বাস করতেন। কারণ, পরস্পরবিরোধী আকীদা পোষণকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়া খুবই কঠিন; বিশেষত রক্ষণশীল ধার্মিক লোকজনের পক্ষে এটা অসম্ভব। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা ভ্রাতৃত্বকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীন ইসলামের আকীদার মূল উপাদান বানিয়েছেন। এই আকীদাই মানুষকে সকল শ্রেণিভেদ ভুলে একমাত্র তাকওয়া ও নেক আমলের ভিত্তিতে এক আল্লাহর দাসত্বের সারিতে বসায়।[২১৫]

আল্লাহকেন্দ্রিক ভালোবাসা সভ্য সমাজ বিনির্মাণের ভিত্তি আল্লাহকেন্দ্রিক ভালোবাসা-ভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব মুসলিম জাতি গঠনের এক শক্তিশালী স্তম্ভ। এই স্তম্ভ দুর্বল হলে পুরো জাতিই দুর্বল হয়ে পড়ে।[২১৬] তাই রাসূল ﷺ নতুন মুসলিম সমাজে আল্লাহকেন্দ্রিক গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যারা একমাত্র আমার উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালো-বেসেছে, তারা আজ কোথায়? আমি তাদের আমার আরশের ছায়ায় স্থান দেব। আজ কোনো ছায়া নেই আমার আরশের ছায়া ছাড়া।[২১৭]

নতুন সভ্য সমাজে ছিল আল্লাহকেন্দ্রিক ভালোবাসার গভীর প্রভাব। এই প্রসঙ্গে আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বলেন, মাদীনায় সবচেয়ে বেশি খেজুরগাছ ছিল আবু তালহার। বাইরুহা নামক বাগান তার সবচেয়ে পছন্দের ছিল। মাসজিদে নববির দিকে মুখ ছিল বাগানটির। মাঝে মাঝে রাসূল ﷺ এখানে এসে ঝরনা থেকে সুপেয় পানি পান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতেন। একসময় নাযিল হয়—

> তোমরা কখনো সাওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ভালোবাসার জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৯২]

এই আয়াত শুনে আবু তালহা রাসূলের নিকট ছুটে যান। বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ বলেছেন, তোমরা কখনো সাওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালোবাসো; আর আমার প্রিয় সম্পদ 'বাইরুহা' বাগান। এটা আল্লাহর রাস্তায় সাদাকা করে দিলাম। এটা থেকে আমি আল্লাহর নিকট সাওয়াব ও পুণ্য কামনা করি। আপনি যেখানে ভালো মনে করেন, সেখানে এটি ব্যয় করুন। রাসূল ﷺ বলেন, ওটা তো লাভজনক সম্পদ, ওটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা আমি শুনেছি। তবে আমার মত হলো, তুমি ওটা নিকটাত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দাও। আবু তালহা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তা-ই করব। তারপর আবু তালহা বাগানটি তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মাঝে ভাগ করেদেন।[২১৮]

আল্লাহকেন্দ্রিক গভীর ভালোবাসার একটি ঘটনা। 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আউফ ﷺ বলেন, আমরা যখন মাদীনায় উদ্বাস্তু হয়ে আসি, রাসূল ﷺ আমাকে সা'দ ইবনু রাবির ভাই বানিয়ে দেন। সা'দ ইবনু রাবি বলেন, মাদীনার আনসারদের মধ্যে আমার সম্পদ অনেক বেশি; আমার ইচ্ছে, আমার সম্পদের অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দেবো। আমার দুই স্ত্রীর যাকে তোমার ভালো মনে হয়, তাকেই তোমার জন্য ছেড়ে দেবো—আর ইদ্দত শেষে তুমি তাকে বিয়ে করে নেবে। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ বলেন, আমার এত কিছুর প্রয়োজন নেই; তুমি বরং আমাকে একটা ব্যস্ত বাজার দেখিয়ে দাও। তিনি আমাকে কাইনুকার বাজারের কথা বললেন। তার কথামতো আমি কাইনুকা বাজারে চলে যাই।[২১৯]

আল্লাহকেন্দ্রিক ভ্রাতৃত্বে পারস্পরিক শুভ কামনা

মুসলিম সমাজে একে অপরের কল্যাণ কামনায় ভ্রাতৃত্বের গভীর প্রভাব ছিল। রাসূল ﷺ সালমান ও আবু দারদাকে একে অপরের ভাই বানিয়ে দেন। একদিন সালমান আবু দারদার বাড়িতে বেড়াতে যান। তিনি আবু দারদার স্ত্রীকে অপরিপাটি দেখে জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার, আপনার এই অবস্থা কেন? তিনি উত্তর দেন, আপনার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভাই আবু দারদার দুনিয়ার কোনো চাহিদাই নেই। তাই সাজুগুজুর দরকার হয় না। আবু দারদা বাড়ি ফিরে তার জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাকে বলেন, তুমি খেয়ে নাও, আমি আজ সাওম করছি। সালমান বলেন, তুমি না খেলে তো আমি খাব না। তার কথা শুনে আবু দারদা খেতে বসেন।

রাত গড়িয়ে এলে আবু দারদা সালাতে দাঁড়াতে যান। তার অবস্থা দেখে সালমান বলেন, ঘুমোতে এসো। তিনি তার সঙ্গে ঘুমান। কিছুক্ষণ পর তিনি আবার সালাতে দাঁড়ানোর ইচ্ছে করেন। সালমান তাকে শুইয়ে দেন। অবশেষে রাতের শেষাংশে সালমান তাকে জাগিয়ে দেন। সালমান তাকে বলেন, এখন ওঠো। তারা একসঙ্গে সালাত আদায় করে আলাপ করতে বসেন। সালমান তাকে বলেন, তোমার প্রতি তোমার রবের অধিকার আছে, তোমার প্রতি তোমার নিজের অধিকার আছে, তোমার প্রতি তোমার পরিবারের অধিকার আছে। সুতরাং প্রত্যেক প্রাপককে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও। তারপর আবু দারদা নবিজির নিকট এসে এই বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চান। নবিজি ﷺ বলেন, সালমান সত্য বলেছে।[২২০]

আনসারদের অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্ব ও নজিরবিহীন সহমর্মিতা

আনসারগণ মুহাজির ভাইদের প্রতি খুব আন্তরিক ও সহমর্মী ছিলেন। এমনকি দুনিয়ার সম্পদের ব্যাপারেও আনসারগণ তাদের খুব প্রাধান্য দিতেন। এই প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, আনসারগণ নবিজির নিকট এসে আবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের ভাই ও আমাদের মাঝে খেজুরগাছগুলো ভাগ করে দিন। তিনি অসম্মতি জানান। তারপর তারা বলেন, আমরা শ্রম দেবো, তবে ফসলে আপনাদের ভাগ দেবো। তারা বলেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।[২২১]

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, আনসারগণ রাসূলের নিকট এই আবেদন করেন, তিনি যেন দায়িত্ব নিয়ে তাদের একমাত্র সম্পদ খেজুরগাছ মুহাজির ও আনসারদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এই ব্যাপারে রাসূল ﷺ অসম্মতি জানান। তবে তাঁর মাথায় আরেকটি চিন্তা আসে; তিনি ভাবেন, যেন সহমর্মিতাও হয়, আবার সম্পদ হারিয়ে আনসারগণ ক্ষতিগ্রস্তও না হন; তাই আনসারগণ মুহাজিরদের বলেন, আমরাই খেজুর বাগানে পানি সেচ ও পরিচর্যা করব এবং আপনাদের ফসলে ভাগ দেবো। রাসূল ﷺ দেখলেন, তাদের এই চিন্তায় মুহাজিরদের অভাবও মোচন হয়, আবার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আনসারদের প্রতি ইনসাফও হয়। তাই তিনি এই অভিমতে সম্মতি দেন। তাঁর সম্মতি শুনে সাহাবিরা বলেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।[২২২]

আনসারদের কাজকর্ম, উদারতা, মহানুভবতা ও কোমলতায় মুহাজিরগণ যারপরনাই কৃতজ্ঞ হয়ে রাসূল ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের স্বাগতিকরা দুঃসময়ের মহান সহমর্মী আর সচ্ছল সময়ের উদারমনা জাতি। সত্যিই এরা বেনজির—তুলনাহীন। কী দয়ার্দ্রতা—তারা একাই পরিশ্রম করবে আর ফসলের ভাগ দেবে আমাদের! এরা তো মনে হয় একাই সব সাওয়াব নিয়ে যাবে। রাসূল ﷺ মুহাজিরদের কথা শুনে বলেন, না, আল্লাহর দয়া অসীম। তোমরা বরং তাদের জন্য দু'আ করার সাওয়াব পাবে আর তারা তোমাদের সহযোগিতা করার সাওয়াব পাবে।[২২৩] এতেই বোঝা যায়, মুহাজিরগণ পারলৌকিক প্রতিদান কত গভীরভাবে অনুভব করতেন! এই অনুভব কত প্রভাবশালী ছিল তাদের চিন্তার জগতে! তারা ইহকালের চেয়ে পরকালকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। কারণ, পরকালই তো উত্তম ও চিরস্থায়ী।[২২৪]

একবার রাসূল ﷺ মুহাজিরদের প্রতি আনসারদের পরম মহানুভবতার প্রতিদান পেশ করতে চান। এই প্রসঙ্গে আনাস বিন মালিক رضي الله عنه বলেন, রাসূল ﷺ আনসারদের বাহরাইনের গানীমাত দেওয়ার জন্য ডাকেন; কিন্তু তারা বলেন, আপনি আমাদের মুহাজির ভাইদেরও সমপরিমাণ দিলে আমরা গ্রহণ করব। তাদের কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেন, যদি তোমরা গ্রহণ না করো, তাহলে আমার পরবর্তী সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকো। সাবধান—জেনে রাখো, আমার পরে নিশ্চয় তোমরা স্বার্থপরতার শিকার হবে।[২২৫]

রাসূল ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে গভীর ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করেন। এই ভ্রাতৃত্বের কল্যাণে অনেক লক্ষ্য অর্জন খুব সহজ হয়ে যায় এবং উদ্বাস্তু মুহাজির সাহাবিদের প্রবাস-আতঙ্ক কেটে যায়; কেটে যায় পরিবার ও প্রিয় মানুষদের শূন্যতা। আনসার ও মুহাজির—একে অপরের সম্পর্ক দৃঢ় হয়; এ থেকেই উত্থান হয় নতুন রাষ্ট্রের। কারণ, জাতীয় ঐক্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রের উত্থান সম্ভব নয়; পারস্পরিক পৃষ্ঠপোষকতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা ছাড়া একটি অভূত জাগরণ দুরূহই বটে। জাতীয় ঐক্য ও সুষ্ঠু ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ব্যতিরেকে যেকোনো জনগোষ্ঠীকে জড়ো করে টেকসই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভব নয়।[২২৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা

গোটা মানব ইতিহাসে আনসারদের ভালোবাসা, উদারতা, বদান্যতা ও মহানুভবতার উপমা মেলা ভার। তারা যে ব্যাকুলতা, ভালোবাসা ও সহৃদয়ে উদ্বাস্তু মুহাজিরদের বরণ করে নেন, সত্যিই তা বিরল ও অভূতপূর্ব। এই ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে রাসূল ﷺ সকল ভাইদের কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেন। আল্লাহ তা'আলা রক্ত-সম্পর্কীয়ের মতো এই ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্কের ওপর ধার্য করেন আত্মীয়তা ও উত্তরাধিকার। এই ধার্যকরণের পেছনে অন্যতম প্রজ্ঞা হলো—এই ভ্রাতৃত্ব শুধু মুখের রটনা হবে না; বরং এটি হবে প্রকৃত মহান ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন ও উদাহরণ।[২২৭]

হিজরাতের প্রথম ধাপে আনসার ও মুহাজিরগণ সহযোগিতা, সহায়তাদান ও আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠার মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের সম্মুখীন হন। কারণ, মুহাজিরগণ মাক্কায় তাদের পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ ও ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নেন মাদীনার আনসার ভাইদের কাছে। তাই রাসূল ﷺ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি মনে করেন। কেননা, রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গভীর ও মজবুত একটি সম্পর্কের দায়বদ্ধতা তৈরি না হলে এ অভূতপূর্ব ঐক্যের স্থায়িত্ব ঠুনকো ও সাময়িক হয়ে পড়বে। রাসূলের তৈরি যুগান্তকারী এই ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক একসময় মাদীনার সবচেয়ে শক্তিধর সম্পর্কে রূপ নেয়। এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে মাদীনার নতুন সামাজিক বন্ধন।

মুহাজিরগণ ধীরে ধীরে মাদীনার পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেন। জীবিকা উপার্জনের নানা কায়দাকানুন আয়ত্ত করেন। এদিকে আবার বদরযুদ্ধ থেকে লাভ করেন বিপুল পরিমাণ গানীমাত। যার মধ্য দিয়ে মুহাজিরদের অধিকারেও পর্যাপ্ত সম্পদ অর্জিত ও সঞ্চিত হয়। তারা ব্যক্তিগতভাবে সাবলম্বী হয়ে ওঠেন। ফলে নিরেট দীনের জন্য গড়ে ওঠা ভাতৃত্বের বিনিময়ে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের প্রয়োজন থাকে না; বরং তারচেয়েও গুরুতর গুরুত্ব রাখে রক্ত-সম্পর্কীয় প্রিয়জনদের জন্য। ফলে উত্তরাধিকার প্রক্রিয়া পূর্বেকার রক্ত-সম্পর্কের নীতিতে ফিরে যায়। বাতিল হয়ে যায় আনসার-মুহাজির দুই ভাইয়ের উত্তরাধিকার নীতি। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং তোমাদের সঙ্গে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; আর আত্মীয়স্বজনরা একে অপরের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুলনায় অগ্রগণ্য—আল্লাহর কিতাবে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহাজ্ঞানী। [সূরা আনফাল, ৮: ৭৫]

এই আয়াতে রক্ত-সম্পর্কের বাইরে ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে উত্তরাধিকারনীতি রহিত করা হয়।[২২৮] তবে একে অপরের মাঝে আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও শুভকামনা আজীবন বজায় ও সতেজ রাখার শিক্ষা বহাল রাখা হয়।[২২৯] এই প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস কুরআনুল কারীমের—

আর আমি প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেছি উত্তরাধিকারী, পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়স্বজন যা রেখে যায় এবং যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তি করেছ, তা থেকে। সুতরাং তোমরা তাদের অংশ তাদের দিয়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর সাক্ষী। (সূরা নিসা, ৪: ৩৩)

এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, মুহাজিরদের মাদীনা আগমনের পর প্রথমদিকে তারা রক্ত-সম্পর্ক ছাড়াই রাসূলের গড়ে দেওয়া ভ্রাতৃত্বের সূত্রে আনসারদের সম্পদে উত্তরাধিকার লাভ করতেন। পরে এই আয়াত—আর আমি প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেছি উত্তরাধিকারী—নাযিল হলে আনসার-মুহাজির ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আরোপিত উত্তরাধিকারনীতি রহিত হয়ে যায়; তবে সহযোগিতা ও শুভকামনার বিষয়টি স্থায়ী থাকে।[২৩০]

মানবীয় মূল্যবোধ ও মহান আদর্শ

আনসার-মুহাজিরদের মাঝে রাসূলের গড়া ভ্রাতৃত্বের কল্যাণে সামাজিক মানবীয় মূল্যবোধ ও মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা পূর্বেকার গোত্রীয় সমাজের মানুষ জানতই না—এটি রাসূলের মহান সমাজনীতির অবদান।

আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিভেদ নিরসন

জাহিলি সমাজে আঞ্চলিক ও গোত্রীয় বিভেদ নিরসন করা খুব সহজ ছিল না। সাম্প্রদায়িক বিভেদই তাদের ধর্মের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। আর নববি ভ্রাতৃত্বের মূল লক্ষ্যই ছিল জাহিলি পরিবেশের কেন্দ্র থেকে পুরো সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মুছে ফেলা। বর্তমানে বিভিন্ন ইসলামি দলের অন্যতম সমস্যা হলো, আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক দূষিত চেতনার কুপ্রভাব। এ সকল দূষিত চেতনা মুসলিম উম্মাহ ও এর সম্ভাবনার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, উম্মাহকে দুর্বল ও শতধা বিভক্ত করে রাখে, উম্মাহ মহান লক্ষ্য ছেড়ে অস্তিত্ব রক্ষায় হিমশিম খায়। মুসলিম উম্মাহর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুর্ভাগ্যের অন্যতম কারণ হলো, কতিপয় মনীষীর কুরআন-সুন্নাহর বিকল্প খোঁজা, মুহাম্মাদে আরাবির আদর্শ ছেড়ে অন্য কোথাও সমাধান খোঁজা। ফলে উম্মাহর মাঝে পরস্পর রক্তপাত ও সহিংসতা বেড়ে যায়। বর্তমান যুগের মুসলিম উম্মাহর উচিত তৎকালীন মুহাজির-আনসারদের মতো গভীর ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা। ব্যক্তিজীবনে সাহাবিগণের মহান আদর্শ ধারণ করা ছাড়া ইসলামসমৃদ্ধ জীবন গড়া, মহান ত্যাগ ও ঈমানের উচ্চস্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

উম্মাহর পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ফলাফল অভ্যন্তরীণ সুসংহতি

উম্মাহর অভ্যন্তরীণ সংহতি রক্ষার জন্য কিছু কাজ করা জরুরি। প্রত্যেক মুসলিমকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। সমাজে ইসলামি নেতৃত্বদানে যোগ্য লোকবল তৈরি করতে হবে। বিভেদের কারণসমূহ প্রতিহত করতে হবে। ঐক্য ও একতার মূলনীতি মেনে চলতে হবে।[২৩১] উম্মাহর ঐক্যের মূলনীতি হলো বিশ্বাসে একতা স্থাপন করা। আন্তরিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। হকের সন্ধানে মনোনিবেশ করা। সাধারণ মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব তৈরি করা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে তাঁর সাহায্য ও মু'মিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করেছেন। যদি তুমি যমিনে যা কিছু আছে, তার সবকিছু ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরসমূহে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন, নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান। [সূরা আনফাল, ৮: ৬২-৬৩]
>
> আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেন, নিশ্চয় মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আশা করা যায়, তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। [সূরা হুজরাত, ৪৯: ১০]

এই অনুপম ভ্রাতৃত্ব বরণ করা ছাড়া ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন, যে তিনটি গুণ ধারণ করবে, সে ঈমানের স্বাদ লাভ করবে:

১. অন্য সকলের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বেশি ভালোবাসা।

২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালোবাসা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. কুফুরিতে ফিরে যেতে ঘৃণা করা— যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে লোকে ঘৃণা করে।[২৩২]

আল্লাহকেন্দ্রিক ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকলে মুসলিম উম্মাহ যেকোনো বিপর্যয়ে অটল থাকতে পারে। এই আন্তরিক ভ্রাতৃত্বই মুসলিম উম্মাহর একতা, শক্তি, উন্নতি ও গর্বের আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামক।[২৩৩]

আনসার সাহাবিদের বৈশিষ্ট্য

ক—আল্লাহর পক্ষ থেকে আনসার নামকরণ: মাদীনাবাসী মু'মিনদের আনসার খেতাবটি তাদের ইসলামপূর্ব কোনো খেতাব নয়; বরং ইসলামের শপথ গ্রহণকালে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাদের আনসার খেতাব প্রদান করেন। কারণ, তারা বাস্তুচ্যুত মুহাজিরদের আশ্রয় দান করেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দীনের আন্তরিক সহায়তা করেন।[২৩৪] এই প্রসঙ্গে গাইলান বিন জারীর রাহি. বলেন, একবার আমি আনাস ﷺ-কে আনসার খেতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, এই খেতাব সম্পর্কে আপনার মতামত কী? এটা কি আপনাদের নিজেদের দেওয়া নাম, নাকি আল্লাহপ্রদত্ত? তিনি বলেন, এটা আল্লাহপ্রদত্ত।[২৩৫]

আনসারদের অবদান ও বৈশিষ্ট্য অসংখ্য ও অগুনতি। তাদের সম্বন্ধে বিবরণসংবলিত কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা হলো—

> আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মু'মিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। [সূরা আনফাল, ৮: ৭৪]

> আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে—এটিই মহাসাফল্য। [সূরা তাওবা, ৯: ১০০]

> আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মাদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে); আর যারা তাদের কাছে হিজরাত করে এসেছে, তাদের ভালোবাসে। আর মুহাজিরদের যা প্রদান করা হয়েছে, তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈর্ষা অনুভব করে না এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার দেয়। মনের কার্পণ্য থেকে যাদের রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম। [সূরা হাশর, ৫৯: ৯]

খ—রাসূলের কাছে আনসারগণ: আনসারদের সম্বন্ধে বিবরণসংবলিত কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হলো—

আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আনসারদের দুই গৃহ অথবা দুই দরজার মধ্যে যাত্রাবিরতি করে, এমন নারী ক্ষতির সম্মুখীন হবে না।

আনাস ﵁ বলেন, একবার নবি ﷺ একদল নারী ও শিশুকে আসতে দেখে সোজা দাঁড়িয়ে বলতে থাকেন, (বর্ণনাকারী বলেন, মনে হয় আনাস ﵁ বিয়ে ভোজের কথা বলেছিলেন। আল্লাহর শপথ, তোমরা আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ—এভাবে তিনবার বলেন।[২৩৬]

বারা বিন আযিব ﵁ বলেন, আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি, মু'মিন মাত্রই আনসারকে ভালোবাসে আর মুনাফিক মাত্রই তাদের ঘৃণা করে। সুতরাং যে তাদের ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর যে তাদের ঘৃণা করে, আল্লাহও তাকেঘৃণাকরেন।[২৩৭]

রাসূল ﷺ বলেন, যদি আনসাররা কোনো উপত্যকা কিংবা গিরিপথ ধরে চলত, তাহলে আমিও তাদের পথে চলতাম। যদি হিজরাতপর্ব না থাকত, তবে তো আমি একজনআনসারিইহয়েযেতাম।[২৩৮]

বুখারি বর্ণনা করেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু ফযল আনাস বিন মালিককে বলতে শুনেছেন, আমি মাদীনার হতাহতদের জন্য ভীষণ মর্মাহত। আমার তীব্র দুঃখের কথা শুনে যাইদ বিন আরকাম আমাকে এই মর্মে চিঠি লেখেন, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ, আনসার ও তাদের সন্তানদের ক্ষমা করে দিন। [২৩৯]

আনাস ﵁ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আনসারগণ আমার দল, আমার সঙ্গী। আর সাধারণ লোকের সংখ্যা বাড়তে-কমতে পারে। তোমরা আনসারদের সৎকর্মশীলকে গ্রহণ করো আর মন্দ কাজের লোককে ক্ষমা করো।[২৪০]

আবু কাতাদা ﵁ বলেন, আমি রাসূলকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে আনসারদের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি—যে আনসারদের নেতৃত্ব দেবে, সে যেন তাদের সৎকর্মশীলকে দয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে আর মন্দ কাজের লোককে ক্ষমা করে। আর যে তাদের আতঙ্কে রাখে, সে যেন এই (নিজের দিকে ইশারা করে বলেন) ব্যক্তিকেই আতঙ্কে রাখে।[২৪১]

মাদীনার লিখিত সংবিধান

রাসূল ﷺ মাদীনাবাসীদের মধ্যকার সম্পর্ক ও দায়িত্বগুলো সনদ আকারে লিখে রাখেন, যা ঐতিহাসিক বিভিন্ন সূত্রের উৎস হিসেবে গণ্য হয়। তিনি মাদীনার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই সনদ রচনা করেন। সনদটিকে প্রাচীন সূত্রগুলোতে নথি আর আধুনিক সূত্রগুলোতে সংবিধান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ড. আকরাম জিয়া আল উমারি তার *আস-সীরাতুন নাবাবি আস-সাহীহা* বইতে সনদপত্র বোঝার পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। তার মতে এটি সার্বিকভাবে একটি সহিহ হাদীসের মান রাখে[২৪২] এবং এর ভাষাশৈলী আরবি উচ্চাঙ্গ রীতির। সনদের মূল বক্তব্য রাসূলের সমকালীন আরবি ভাষার উচ্চাঙ্গ শৈলীতে হওয়ায় পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এই সনদে একক ব্যক্তি অথবা দলের প্রশংসা কিংবা নিন্দা করে কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি। তাই একে একটি মৌলিক ও সুসংক্ষিপ্ত-সুসমৃদ্ধ সনদ বলা যায়।[২৪৩] তারপরও সনদের শৈলী ও রাসূলের অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের শৈলীর মাঝে বড় সাদৃশ্য আছে, যা সনদটির মান বাড়ায়।

মুহাজির, আনসার ও ইয়াহুদিদের মাঝে আল্লাহ্‌র রাসূলের চুক্তি স্বাক্ষর

সনদের মূল বক্তব্য[২৪৪]—

১. এটি আল্লাহর নবি ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ থেকে সম্পাদিত, কুরাইশের ও ইয়াসরিবের মু'মিন ও মুসলিমগণের মাঝে লিখিত এবং তাদেরও জন্য, যারা অনুগামী হয়ে তাদের দলভুক্ত হয়েছে এবং একসঙ্গে জিহাদ করেছে।

২. এরা এক জাতি, অন্য সকল মানুষ থেকে আলাদা।

যথাক্রমে ৩-১১ নং ধারার মূল কথা একই—শুধু গোত্রভেদে আলাদা আলাদা করে ধারাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা ক্রম মেনে গোত্রগুলোর নাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উল্লেখ করে ধারাটির বিবরণ দেবো—

৩–১১. বনু 'আউফ, বনু হারিস, বনু সাইদা, বনু জুশাম, বনু নাজ্জার, বনু আমর ইবনু 'আউফ, বনু নাবীত, বানুল আউছ তাদের পূর্বের অবস্থায় থাকবে। নিজেদের মাঝে পূর্বের রীতিতে রক্তপণ আদানপ্রদান করবে এবং নিজেদের বন্দির মুক্তিপণ পরিশোধ করবে। আর তা করবে মু'মিনদের মাঝে স্বীকৃত নীতি ও ইনসাফ অনুসারে।

১২. রক্তপণ ও মুক্তিপণের ক্ষেত্রে মু'মিনগণ তাদের কোনো গোত্র ও মিত্রহীন ঋণগ্রস্তের সংগত অর্থ-সহায়তা ত্যাগ করবে না।

১৩. মুত্তাকি মু'মিনদের শক্তি নিজ জাতির এমন প্রতিটি লোকের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকবে, যে জুলুম করে কিংবা অন্যায় প্রতিরোধে উপহার-উৎকোচ চায় কিংবা জুলুম অথবা মু'মিনদের মাঝে অনাচার-বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চায়; তাদের বিরুদ্ধে মু'মিনগণের প্রতিরোধশক্তি সক্রিয় থাকবে—এমনকি সে তাদের কারও সন্তান হলেও।

১৪. এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে কোনো কাফিরের বদলে হত্যা করবে না এবং কোনো কাফিরকে কোনো মু'মিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।

১৫. আল্লাহর নিরাপত্তা অবিভাজ্য। কোনো সাধারণ মু'মিন ব্যক্তিও সবার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা দিতে পারে। আর মু'মিনরাই অন্য সকল মানুষের পরিবর্তে একে অপরের বন্ধু।

১৬. ইয়াহূদিদের মধ্যে যে আমাদের অনুগামী হবে, সেও সাহায্য-সমতা পাবে। তার ওপর জুলুম করা যাবে না, তার বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্যও করা যাবে না।

১৭. মু'মিনদের সন্ধি অবিভাজ্য। আল্লাহর পথে লড়াইয়ে এক মু'মিন অন্য মু'মিনকে ছাড়া (বিচ্ছিন্নভাবে) ও নিজেদের মাঝে ন্যায় ও সমতা ছাড়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সন্ধিতে আবদ্ধ হবে না।

১৮. আমাদের প্রত্যেক সহযোদ্ধাই একে অন্যের স্থলবর্তী হবে (অর্থাৎ সকল মুসলিম পালাক্রমে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে)।

১৯. আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে মু'মিনগণ একে অন্যকে সাহায্য করবে।

২০. মুত্তাকি মু'মিনরা এমন প্রত্যেকের বিরুদ্ধে থাকবে যে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করবে, বিদ্রোহ করবে, সীমালঙ্ঘন করবে অথবা মুমিনদের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করবে। সকলেই এমন অপরাধীর বিরুদ্ধে একাট্টা থাকবে, যদি সে তাদের কারও সন্তান হয় তবুও।

২১. যার সম্পর্কে নিরপরাধ মু'মিনকে জেনে-বুঝে হত্যা করা প্রমাণিত হয়, তাকেও হত্যার বদলে হত্যা (কিসাসরূপে) করা হবে, যদি না নিহতের স্বজনরা (রক্তপণ বা ক্ষমা করতে) রাজি হয়। আর সকল মু'মিন হত্যাকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। অন্যথা করা তাদের জন্য বৈধ নয়।

২২. কোনো মু'মিন, যে এই সনদের ধারাগুলো স্বীকার করেছে এবং আল্লাহ ও শেষ-দিবসে ঈমান এনেছে, তার জন্য বৈধ নয়, কোনো দুষ্কৃতিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দেওয়া। যে তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দেবে, তার ওপর কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর গযব ও লা'নত পতিত হবে। তার নিকট থেকে না তাওবা কবুল করা হবে, না মুক্তিপণ।

২৩. আর যে বিষয়েই তোমাদের মাঝে মতভেদ হবে, তা আল্লাহ ও মুহাম্মাদের সমীপে উপস্থাপিত হবে।

২৪. মু'মিনগণ যে পর্যন্ত যুদ্ধরত থাকে, ইয়াহূদিরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধের খরচ বহন করবে।

২৫. বনু 'আউফের ইয়াহূদিরা মু'মিনদের দলভুক্ত—ইয়াহূদিদের জন্য ইয়াহূদি ধর্ম, মুসলিমদের জন্য ইসলাম ধর্ম—তারা ও তাদের মিত্ররা অভিন্ন। তবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে জুলুম ও পাপ করে, সে শুধু নিজেকে ও নিজের পরিবারকে ধ্বংস করে।

যথাক্রমে ২৬–৩০ নং ধারার মূল কথা একই—শুধু গোত্রভেদে আলাদা আলাদা করে ধারাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা ক্রম মেনে গোত্রগুলোর নাম উল্লেখ করে ধারাটির বিবরণ দেবো—

২৬–৩০. বনু নাজ্জার, বনু হারিছ, বনু সায়িদা, বনু জুশাম এবং বনু আউসের ইয়াহূদিগণ বনু 'আউফের ইয়াহূদিদের মতোই অধিকার ভোগ করবে।

৩১. বনু সা'লাবার ইয়াহূদিগণ বনু 'আউফের ইয়াহূদিদের মতোই অধিকার ভোগ করবে। তবে যে অন্যায় ও অপরাধ করবে, সে শুধু তার পরিবার ও নিজেকেই সমস্যায় ফেলবে।

৩২. সা'লাবার শাখা-গোত্র জাফনাহ সা'লাবার মতোই অধিকার ভোগ করবে।

৩৩. বনুশ শুতাইবাহ বনু 'আউফের ইয়াহূদিদের মতোই অধিকার ভোগ করবে। আর নিশ্চয় পুণ্য ও পাপ একেবারেই ভিন্ন।

৩৪. সা'লাবার মিত্রগোষ্ঠী সা'লাবার মতোই অধিকার ভোগ করবে।

৩৫. ইয়াহূদিদের শাখাগোত্রগুলোও তাদের (মূল গোত্রের) মতোই অধিকার ভোগ করবে।

৩৬. ইয়াহূদিদের কেউ মুহাম্মাদের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে জড়াবে না। এই সনদ কোনো আঘাতের বদলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। আর যে রক্তপাত করে, এর দায় তাকে ও তার পরিবারকে বহন করতে হবে (চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত অন্যরা তা বহন করবে না)।

৩৭. মুসলিম ও ইয়াহূদিরা নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করবে। তবে কেউ এই সনদের অন্তর্ভুক্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে (ইয়াহূদি-মুসলিম) একে অপরকে সাহায্য করবে এবং একে অপরের কল্যাণকামী হবে। আর বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে, বিশ্বাসভঙ্গ করবে না।

৩৮. কাউকে তার মিত্রের অপরাধের বোঝা বইতে হবে না। অত্যাচারিতমাত্রই সাহায্য পাবে। ইয়াহূদিরা মু'মিনদের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যয় বহন করবে—যে পর্যন্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা যুদ্ধরত থাকবে।

৩৯. এই সনদের অন্তর্ভুক্তদের জন্য ইয়াসরিবের অভ্যন্তর 'হারাম' (নিরাপদ স্থান) বলে গণ্য।

৪০. নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সনদভুক্ত নিরাপত্তাদাতার মতো—যতক্ষণ সে ক্ষতি সাধনকারী ও অপরাধী না হয়।

৪১. কোনো নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এলাকায় সেখানকার লোকদের অনুমতি ছাড়া কাউকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে না।

৪২. এই সনদের অন্তর্ভুক্ত পক্ষসমূহের মাঝে যদি কোনো সমস্যা বা বিবাদ সৃষ্টি হয়, যা থেকে হানাহানি বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে তা নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমীপে পেশ করতে হবে। এই চুক্তিনামায় যা রয়েছে, এর প্রতি সর্বাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা পোষণকারীর সঙ্গে আল্লাহ রয়েছেন।

৪৩. (চুক্তির সকল পক্ষ) ইয়াসরিবে অতর্কিতে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করবে। তবে কুরাইশ এবং তাদের কোনো মিত্রকে নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না।

৪৪. যে সন্ধিতে মুসলিমরা যুক্ত, সে সন্ধিতে যখন তাদের আহ্বান করা হবে, তখন তারাও তা করবে ও শামিল হবে। তদ্রূপ তারা যখন অনুরূপ বিষয়ে আহ্বান করবে, তারাও মুসলিমদের নিকটে এই অধিকার লাভ করবে—ওই সম্প্রদায় (কুরাইশ) ছাড়া, যারা দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। প্রত্যেক পক্ষকে নিজ নিজ এলাকা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

৪৫. আর 'আউসের ইয়াহূদিরা—নিজেরা হোক বা তাদের মিত্রগোষ্ঠী—এই চুক্তিতে শরীক পক্ষসমূহ সমান অধিকার লাভ করবে। আর তারাও এই লিপির অন্তর্ভুক্তদের সঙ্গে পূর্ণ বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। এই চুক্তিনামায় যা রয়েছে, এর প্রতি সর্বাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা পোষণকারীর সঙ্গে আল্লাহ রয়েছেন।

৪৬. আর এই সনদ কোনো অত্যাচারী বা অপরাধীর পক্ষে সহায়ক হবে না। যে যুদ্ধে বের হবে আর যে মাদীনায় থাকবে, উভয়ই নিরাপত্তার হকদার, অবশ্য অত্যাচারী ও অপরাধী এর বাইরে। আর আল্লাহ তা'আলা ও মুহাম্মাদ ﷺ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সৎকর্মশীল ও মুত্তাকিদের অভিভাবক।[২৪৫]

সনদের উপকারিতা ও শিক্ষা

‘উম্মাহ’ শব্দের মর্ম নির্ধারণ

রাসূলের সনদের ধারাসমূহ ছিল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচলিত সংবিধানের চেয়েও প্রাসঙ্গিক ও অধিকতর ফলপ্রসূ। এই সনদের প্রথম ধারাই জাতি শব্দের মর্ম নির্ধারণ করে দেয়। ফলে সনদে ব্যবহৃত ‘উম্মাহ’ শব্দের আওতায় মুসলিম—মুহাজির-আনসার, তাদের অনুসারী, অনুগামী ও সহযোদ্ধা সকলেই এক জাতি-কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত হন।[২৪৬] এটি আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অভিনব অধ্যায়, যে অধ্যায়ে রাসূল ﷺ তাঁর জাতিকে গোত্র ও কাবীলার সীমানা ছাড়িয়ে নতুন দীনাবলম্বী জাতির প্লাটফর্মে নিয়ে পৌঁছান। রাসূলের সনদ এই জাতিকেই ‘উম্মাহ ওয়াহিদা’ বা একক জাতি নাম দিয়েছে। এই জাতিকেই আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

> নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব, তোমরা আমার ইবাদাত করো। [সূরা আম্বিয়া, ২১: ৯২]

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমে এই জাতিকে মধ্যমপন্থি আখ্যা দিয়ে বলেন,

> আর এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যমপন্থি উম্মাত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ব্যাপারে সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ব্যাপারে। আর যে কিবলার ওপর তুমি ছিলে, তা কেবল এজন্যই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে আমি জেনে নিই যে, কে রাসূলকে অনুসরণ করে এবং কে তাঁর পেছনে ফিরে যায়—যদিও তা অতি কঠিন (অন্যদের কাছে), তাদের ছাড়া, যাদের আল্লাহ হিদায়াত করেছেন; এবং আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। [সূরা বাকারা, ২: ১৪৩]

আল্লাহ তা‘আলা মধ্যমপন্থি জাতির ইতিবাচকতা বর্ণনা করতে গিয়ে এ জাতির মহান দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন[২৪৭]—

> তারা সমকালীন সমস্যার ব্যাপারে উদাস থাকবে না; বরং মানুষকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেবে। তারা কল্যাণের পথে আহ্বান করবে আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মন্দ কাজ থেকে সতর্ক করবে। কুরআনুল কারীমে বিবৃত হয়েছে, তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, যাদের মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের কতক ঈমানদার, অধিকাংশই ফাসিক। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১১০]

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন, মুসলিম ও তাদের অনুসারী ইয়াসরিববাসীকে 'সর্বোত্তম উম্মাত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ফলে কুল, দল ও গোত্রের সকল বন্ধন ছিঁড়ে মানুষ ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। তারা উদার মনে একে অপরের সহযোগিতা করে, মাজলুমকে সাহায্য করে জালিমের বিরুদ্ধে; যত্ন নেয় আত্মীয়তা, ভালোবাসা ওপ্রতিবেশীসম্পর্কের।[২৪৮]

ইয়াসরিবের আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় আনসারদলে একীভূত হয়ে যায়। তারপর আনসার ও মুহাজিরদল মুসলিম দলে একীভূত হয়ে তারা সকলে এক জাতিতে রূপ নেয়।[২৪৯] যে জাতির প্রত্যেক সদস্য রক্ত নয়; বরং বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ—তাদের আবেগ-অনুভূতি এক, চিন্তা-চেতনা এক, এক তাদের সালাতের কিবলা। তাদের বন্ধুত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য, স্বগোত্রীয় হওয়ার কারণে নয়। তারা বিধান মানেন শারী'আতের, সমাজের নয়। তৎকালীন সময় গোটা পৃথিবীতে শুধু তারাই ছিলেন এই মহান গুণে গুণী এক জাতি। তাই শুধু মুসলিমরাই এই মহান বন্ধনে আবদ্ধ হন, ইয়াহূদি ও অন্যান্য মিত্ররা নয়।

দীনি জামা'আতের মধ্যে পারস্পরিক অটুট বন্ধন থাকা অত্যন্ত জরুরি। যাতে পারস্পরিক দৃঢ়তা ও স্বকীয়তা রক্ষা পায়।[২৫০] এটাই মুসলিম জামা'আতের কিবলার ঐক্য—অর্থাৎ কা'বা অভিমুখিতার মাঝে প্রকাশ পায়।[২৫১]

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিগণকে অনেক বিষয়ে আর দশটি জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করে গড়ে তোলেন। এতে তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল, ইয়াহূদি সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করা। যেমন: ইয়াহূদিরা মোজা পরে সালাতে দাঁড়ায় না, তাই রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিগণকে মোজা পরে সালাত আদায়ের অনুমতি দেন। ইয়াহূদিরা পাকা চুলে কোনো রং ব্যবহার করত না, তাই মুসলিমগণ পাকা চুলে মেহেদি ব্যবহার করেন। ইয়াহূদিরা মুহাররামের দশ তারিখের সাওম পালন করত; রাসূল ﷺ -ও তা-ই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করতেন; শেষ জীবনে তিনি ইয়াহূদি-বিরোধিতার জন্য মুহাররমের নয় তারিখেও সাওম পালন করেন[১]। মুসলিমদের অমুসলিম-বিরোধিতা এবং তাদের থেকে আলাদা হওয়া ছিল আমাদের রাসূলের মহান আদর্শ। এই প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন, যে কোনো জাতির অনুকরণ করে, সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন, তোমরা ইয়াহূদিদের অনুকরণ করো না।[২৫২] এই বিষয়ে রাসূলের অনেক হাদীস আছে। তবে এই হাদীসগুলোর উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদের অন্য জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা করে গড়ে তোলা। কারণ, বিজাতীয় অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি গঠন করা সম্ভব নয়;কিন্তু মুসলিম উম্মাহর অনন্যতা ও আত্মমর্যাদাশীলতার কারণে অন্য জাতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে কোনো সমস্যা হয় না। কারণ, মুসলিম উম্মাহর জাতিসত্তা উন্মুক্ত, অবারিত। যে কেউ ইসলামি আকীদায় বিশ্বাস স্থাপন করে মুসলিম উম্মাতে দাখিল হতে পারে। [২৫৩]

রাসূলের সনদে ইয়াহূদিদের ইসলামি রাষ্ট্র মাদীনার নাগরিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এজন্যই সনদের ষোড়শ ধারায় বলা হয়েছে, যে সকল ইয়াহূদি আমাদের আনুগত্য মেনে নেবে, সে সাহায্য ও অনুকম্পা লাভ করবে। তার প্রতি কোনো জুলুম কিংবা তাকে কোনো আক্রমণ করা হবে না। সনদের পঞ্চদশ ও পরবর্তী ধারায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে যে, বনু 'আউফের ইয়াহূদিরা মু'মিনদের সঙ্গে একই দলভুক্ত; ইয়াহূদিদের জন্য ইয়াহূদিদের ধর্ম, মুসলিমদের জন্য মুসলিমদের ধর্ম; তারা ও তাদের মিত্ররা অভিন্ন। তবে যে জুলুম করে ও পাপ করে, সে তো শুধু নিজেকে ও নিজের পরিবারকে ধ্বংস করে। এ থেকে প্রতিভাত হয়, ইসলাম মুসলিম রাষ্ট্রের নানা প্রান্তে বসবাসরত আহলে কিতাবিদের নাগরিক হিসেবেই গণ্য করে এবং এরা শর্তসাপেক্ষে অনেকটা মু'মিনদের মতোই নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। সুতরাং সনদের ধারা অনুযায়ী ধর্মের পার্থক্যের কারণে কেউ নাগরিকতা থেকেবঞ্চিতহবেনা।[২৫৪]

আল্লাহ ও রাসূল—রাষ্ট্রের সর্বশেষ ভরসাস্থল

রাসূলের সেই মাদীনা সনদে রাষ্ট্রীয় সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। ত্রয়োবিংশ ধারায় বিরোধ নিরসনের

---

(১) মুসলমানগণ 'আশুরার রোযা দুটি পালন করবেন। মুহাররমের ৯-১০ অথবা ১০-১১। অর্থাৎ আশুরার দিনের সঙ্গো আগের দিন অথবা পরের দিন মিলিয়ে একত্রে দুটি রোযা রাখবেন। যাতে ইয়াহূদিদের সঙ্গো ভিন্নতা থাকে। - সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভরসাস্থল সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আর যে বিষয়েই তোমাদের মাঝে মতভেদ হবে, তা আল্লাহর সমীপে ও মুহাম্মাদের সমীপে উপস্থাপিত হবে। এই ধারার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট, আর তা সর্বোচ্চ ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, যা সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এবং বহুজাতিক জনগণের অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা দমন করে বিরোধ নিষ্পত্তি করবে; সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের সর্বত্র রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।[২৫৫]

রাসূল ﷺ তাঁর সনদে কর্তৃত্বের তিন উৎস; তথা সাংবিধানিক, বিচারিক ও কার্যনির্বাহী কর্তৃত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেন। তিনি নতুন রাষ্ট্রের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালান। কারণ, উম্মাহর মাঝে আল্লাহর বিচারপতিত্ব বাস্তবায়নই নবিজির ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুনির্ধারিত লক্ষ্য। এর মধ্য দিয়েই প্রকৃত একত্ববাদ ও বিশুদ্ধ দীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি; বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত করো না; এটিই সঠিক দীন; কিন্তু অনেক লোক জানে না। [সূরা ইউসুফ, ১২: ৪০]

অর্থাৎ, প্রভুত্ব, আকীদা-বিশ্বাস, দাসত্ব ও লেনদেনের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিধানই অনুসরণযোগ্য, যা তিনি তাঁর নির্বাচিত রাসূলের নিকট ওয়াহিরূপে পাঠান। এই সব ক্ষেত্রে কোনো মানুষের মত, প্রবৃত্তি, যুক্তি, তর্ক, দর্শন ও গবেষণা-রচিত বিধান গ্রহণযোগ্য নয়। এই মূলনীতিই ছিল নানা যুগ ও জায়গায় প্রেরিত অসংখ্য নবি-রাসূলের নিকট আল্লাহর দীনের ভিত্তি।[২৫৬]

দাসত্ব ও বিচারপতিত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য, এই সত্য প্রতিষ্ঠাই কুরআন মাজিদ নাযিলের মূল লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> নিশ্চয় আমি তোমার কাছে যথাযথভাবে এই কিতাব নাযিল করেছি; অতএব, আল্লাহর ইবাদাত করো তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। জেনে রেখো, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদাত-আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারা বলে, আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদাত করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে, নিশ্চয় আল্লাহ সে ব্যাপারে তাদের মাঝে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফায়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না। [যুমার, ৩৯: ২-৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে সে অনুযায়ী ফায়সালা কর, যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। [নিসা, ৪: ১০৫]

একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়ন করতে যেমন কুরআন নাযিল হয়েছে, তেমনি একমাত্র তাঁরই বিচারপতিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এই কুরআন এসেছে দুনিয়ায়। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো আনুগত্য শারী'আতের বিধিবিধান ছাড়া কোনো আইন গ্রহণযোগ্য হবে না।[২৫৭] আকীদা, ইবাদাত ও শারী'আত পালনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর দাসত্ব জিন ও মানুষের ওপর সমানভাবে প্রযোজিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদাত করবে। [সূরা যারিয়াত, ৫১: ৫৬]

মাদীনার ইয়াহূদিরা রাসূলের সনদে আল্লাহ তা'আলার বিচারিক কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। তারা সনদের বিয়াল্লিশমতম ধারা মোতাবিক মামলাও রুজু করত; কিন্তু ইয়াহূদি সমাজে তারা সর্বদা ইসলামি আইনের দ্বারস্থ হতো না। শুধু ইয়াহূদি-মুসলিম বিবাদে ইসলামি আইনের শরণাপন্ন হতো। আর তাদের অভ্যন্তরীণ সামাজিক বিষয়ে তাওরাতের শরণাপন্ন হতো। এতে তাদের পণ্ডিতগণ বিচারকের ভূমিকা পালন করতেন। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে মন চাইলে বা ঠেকে গেলে তারা রাসূলের নিকট বিচার নিয়ে আসত। তবে এই ক্ষেত্রে কুরআন রাসূলকে পূর্ণ ইখতিয়ার দেয়, তিনি চাইলে বিচার করেন কিংবা ইয়াহূদি পণ্ডিতদের নিকট পঠিয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

তারা চরম মিথ্যা শ্রবণকারী, হারামের অধিক ভক্ষণকারী। সুতরাং যদি তারা তোমার কাছে আসে, তবে তাদের মধ্যে ফায়সালা করো অথবা তাদের উপেক্ষা করো। যদি তাদের উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; আর যদি তুমি ফায়সালা কর, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে ফায়সালা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। [সূরা মায়িদা, ৫: ৪২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সনদের ৪২ তম ধারা (সনদের অন্তর্ভুক্ত পক্ষসমূহের মাঝে যদি চরম বিবাদ সৃষ্টি হয়, যাতে নৈরাজ্য বেঁধে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তা নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সমীপে পেশ করতে হবে) বলে সর্বোচ্চ বিচারিক ক্ষমতা রাসূল ﷺ-এর হাতে চলে আসে। ফলে সকলেই এই ধারায় রুজু করে এবং নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শরণাপন্ন হয়। এতে কার্যনির্বাহী ক্ষমতা থাকায় তা মান্য করা বাধ্যতামূলক হয়। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার আদেশমাত্রই শিরোধার্য এবং অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে—যেমন: রাসূলের আদেশ-নিষেধ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে, আর তা মান্য করা বাধ্যতামূলক।[২৫৮]

> এই প্রক্রিয়ায় রাসূল ﷺ রাষ্ট্রপ্রধান হন এবং একই সময় বিচার, আইন ও কার্যনির্বাহী বিভাগের প্রধান হন। তিনি আল্লাহর বিধান, প্রচার ও ব্যাখ্যা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত রাসূল—এই ক্ষমতাবলে তিন বিভাগেরই প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শাসক হিসেবে কার্যনির্বাহী ও রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতাও তিনি গ্রহণ করেন। সনদের ৩৬ তম ধারা (মুহাম্মাদের অনুমতি ছাড়া কেউ যুদ্ধে জড়াতে পারবে না) মোতাবেক স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর ঐকমত্যে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হন; এই ধারায় কুরাইশ কিংবা শত্রু গোত্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করা হয়। ৪৩-এর পরবর্তী ধারাগুলোতে স্পষ্টভাবে বলা হয়, কুরাইশ কিংবা এর মিত্র কাবীলাকে কোনো প্রকারের সহযোগিতা করা যাবে না। উল্লেখ্য, এই সনদের একটি সংবেদনশীল বিষয় হলো, এতে একমাত্র রাসূল মুহাম্মাদের নাম ছাড়া আর কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি।[২৫৯]

রাষ্ট্রের অঞ্চল

সনদের ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে, চুক্তিবদ্ধ সকল জাতির জন্য ইয়াসরিবের মাটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল। নিরাপদ মানে এখানকার গাছ কাটা যাবে না, পাখি মারা যাবে না। গাছ-পালা ও পশু-পাখির নিরাপত্তাই যদি এত কঠোর হয়, তাহলে মানুষের জানমালের নিরাপত্তার কথা তো আর আলাদা করে ভাবতে হয় না![২৬০] এই সনদমতে রাষ্ট্রের প্রতীক হলো জাতীয় ঐক্য; মাদীনার সার্বভৌমত্ব, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা—যা আল্লাহর বিধানের আলোকে জনগণের বিচার করবে।

মাদীনা ইসলামি রাষ্ট্রের সূতিকাগার। এখান থেকেই ইসলামি মানচিত্র বিস্তার লাভ করে। প্রত্যন্ত এলাকায় শান্তি, নিরাপত্তা ও সুশাসনের বাতাস বয়ে যায়। রাসূল ﷺ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চারদিকে সাহাবিদের পাঠিয়ে মাদীনার নিরাপত্তা সীমানা নির্ধারণ করে দেন। পূর্ব-পশ্চিমে দুই উষ্ণ পাথুরে প্রান্তর এবং উত্তরে সাওর পাহাড় ও দক্ষিণে আইর পাহাড়।

ইসলামের বিজয় ও বিজিত অঞ্চলে মানুষের ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমা দিন দিন বাড়তে থাকে। জল, স্থল ও দিগন্ত—সর্বময় ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র বিস্তার লাভ করে। পশ্চিমের আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে শুরু করে পূর্বের চীন, রাশিয়া ও আফ্রিকার মধ্য ও উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্র বিস্তার লাভ করে। তুচ্ছ ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমানা নির্ধারণ করে নয়, কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড বণ্টন আদর্শের সর্বময় বিস্তৃতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা ভৌগোলিক কিংবা রাজনৈতিক সীমানা থেকে মুক্ত ও অবারিত ছিল। ফলে ইসলামি রাষ্ট্র রাজধানী মাদীনা থেকে শুরু হয়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> মূসা তার কওমকে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্যধারণ করো; নিশ্চয় যমিন আল্লাহর। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি চান, তাকে তাঁর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন; আর শেষ কল্যাণ মুত্তাকিদের জন্য। [সূরা আরাফ, ৭: ১২৮]

'মুসলিম জাতি' শব্দটি যেমনি গোত্র-বর্ণ-ভাষা ও ভূ-সীমার ঊর্ধ্বে, তেমনি 'মুসলিম দেশ' শব্দটিও গোত্র-বর্ণ-ভাষা ও ভূ-সীমার ঊর্ধ্বে হওয়া চাই। গোটা দুনিয়া যাঁর, তাঁর দীন যখন সর্বময় সমান প্রসারতা পাবে, মুসলিমরা পারস্পরিক কাঁটাতারের দুই পাশে আটকা থাকবেন না, দীন পালন, আদানপ্রদান ও উম্মাহর জন্য উতলা হয়ে ছুটে চলা যখন সহজ হবে, ইসলামি রাষ্ট্রের সঠিক অর্থ ও কার্যকারিতার সুফলও তখন সর্বময় ব্যপ্ত হবে। ইসলামি রাষ্ট্র বিশ্ব রিসালাতের রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকই এর একটি অংশের মালিক। আর এই রাষ্ট্র বিস্তার লাভ করবে একমাত্র অন্যায়, জুলুম ও শিরক-কুফুরির বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে।[২৬১]

স্বাধীনতা ও মানবাধিকার

সনদের ধারা প্রণয়ন ও ধারার আন্তঃসংযোগ নির্ণয়ে রাসূলের গভীর প্রতিভার পরিচয় মেলে। তিনি সনদের ধারাসমূহে আন্তঃসংযোগ ও ব্যাপকতার প্রতি বিশেষ লক্ষ রেখেছেন। ফলে এ থেকে সমকালীন মাদীনার নানা প্রথার সংস্কার সাধন হয় এবং মানুষের মাঝে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বর্ণ, ভাষা ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধর্মের বৈচিত্র্যসত্ত্বেও সকল মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে পারে। অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ সালীম আল-আওয়ারের মতে, রাসূলপ্রণীত এ সনদের মূলনীতিগুলো মোটামুটিভাবে মানুষের চর্চার মধ্যেই থাকবে এবং রাজনীতির ইতিহাসে বহু যুগ পরেও একালের বিভিন্ন দেশের সংবিধানে এখনো প্রায় হুবহু টিকে আছে।[২৬২] রাসূলের সনদের প্রজ্ঞাপণমতে সকল স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে; যেমন: আকীদা ও ইবাদাতের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা অধিকার ইত্যাদি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। মুসলিমরা তাদের দীন মানবে আর ইয়াহূদিরা মানবে তাদের ধর্ম। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত হাতল আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা বাকারা, ২: ২৫৬]

রাসূলের সনদে চুক্তি ভঙ্গকারীদের আল্লাহর আযাব ও শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয় এবং গণমানুষের মাঝে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলা হয়। মনে রাখা চাই, নাগরিকদের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা ইসলামি রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য এবং সহজ ও দ্রুততম প্রক্রিয়ায় প্রার্থনাকারীর অধিকার ও প্রাপ্য যেন তার হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়, ইসলামি সংবিধান সে আজ্ঞার প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ করে।[২৬৩]

ইসলাম বিচারকদের ভাষা, দেশ ও সামাজিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে এসে মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেয়। তাই বিচারকগণ কে শত্রু, কে মিত্র, কে ধনী, কে গরিব, কে দিনমজুর আর কে মনিব—এই পরিচয় না খুঁজে বাদী-বিবাদীর মাঝে ন্যায়বিচার করবেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সঙ্গে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোনো কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদের প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। [সূরা মায়িদা, ৫: ৮]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বজনপ্রীতি কিংবা প্রতিহিংসাবশে অন্যায়ে লিপ্ত হতে বারণ করেছেন। তাই একজন বিচারককে অত্যন্ত সতর্কতা ও ইনসাফের সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[২৬৪]

রাসূলের সনদে সাম্য-নীতি প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সুরক্ষা একটিই; তাই একজন নগণ্য মুসলিমও আমান বা নিরাপত্তা দিতে পারবে; আর অন্য সকলকে ছাড়াই মুসলিমরা পরস্পর বন্ধু ও অভিভাবক। আর সর্বশেষ ধারার অর্থ হলো, মুসলিমরা সুখে-দুঃখে একে অপরকে সাহায্য করবে।

ঊনবিংশ ধারায় আছে, আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে মু'মিনগণ একে অন্যের সাহায্য করবে। সাম্যের নীতি ইসলামের স্বীকৃত সাধারণ নীতি। মুসলিম সমাজ বিনির্মাণে এই নীতি গভীর অবদান রাখে।[২৬৫] আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> হে মানুষ, আমি তোমাদের এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবহিত। [সূরা হুজরাত, ৪৯: ১৩]

সাম্য প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন, হে মানুষ, তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয় তোমাদের রব একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন। সুতরাং কোনো আরব অনারবের ওপর প্রাধান্য পাবে না; তদ্রূপ কোনো অনারব আরবের ওপরও প্রাধান্য পাবে না। কোনো শেতাঙ্গ কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর প্রাধান্য পাবে না, তদ্রূপ কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শেতাঙ্গের ওপরও প্রাধান্য পাবে না। একমাত্র তাকওয়ার বিচারে প্রাধান্য প্রণিধানযোগ্য। তারপর রাসূল ﷺ জানতে চান, আমি কি বোঝাতে পারলাম?[২৬৬]

প্রথম যুগে মুসলিমদের শক্তির অন্যতম উৎস ছিল সাম্যের নীতি। এই নীতিতে আকর্ষিত হয়ে সে যুগে অনেক জাতিগোষ্ঠী ইসলামে দাখিল হয়। এখানে ইসলামের সাম্য বলতে সমাজতন্ত্রের অন্ধ সাম্যবাদ নয়, যা জীবনের সকল বিভাগে সমতা রক্ষার মুখস্থ শ্লোগান; বরং মেধা, মান ও যোগ্যতার অসমতা সৃষ্টিকুশলেরই একটি নিপুণ বিষয়। মূলত ইসলামি শারী'আর সমতাই কাঙ্ক্ষিত ও ন্যায়ানুগ সমতা। এই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমতা স্থান, কাল ও পাত্র বিচারে ওঠানামা করে; কিন্তু ব্যক্তি, জাতি, বর্ণ, সম্পদ, প্রতিপত্তি ইত্যাদি বিষয় এই সমতায় কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না।

রাসূলের এই সনদে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক, সাংবিধানিক ও নগর-নাগরিকের সম্পর্কবিষয়ক প্রয়োজনীয় সকল নীতিই ছিল। পাশাপাশি ১০ বছরব্যাপী কুরআন নাযিল ও তাঁর মহান সুন্নাহর ব্যাপক দিক-নির্দেশের কল্যাণে জীবনধারা, বিধিবিধান, রাজনীতি, সমাজনীতি, হালাল-হারামের হুকুম, বিচারিক অবকাঠামো ও মুসলিম রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র-পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয় ব্যাপক সমৃদ্ধ হয়। এই সনদে সাংবিধানিক উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল এবং এই সনদকে দেখা হয় মুসলিম-অমুসলিমের ধৈর্য, ন্যায় ও সমতার সঙ্গে সহাবস্থানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চুক্তিনামা হিসেবে। যদি এটিকে প্রথম ও একমাত্র ইসলামি চুক্তিনামা হিসেবে দেখা হয়, যা গোত্র-সাম্প্রদায়িকতা, অন্যায়, অত্যাচার ও লুণ্ঠনে জর্জরিত জাতিগোষ্ঠীর মাঝে সুপরীক্ষিত, তাহলে এটিই উন্নত সভ্যতার মর্মকথা ও মানবাধিকার রক্ষার এক অনন্য সংবিধান। তাই চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষের উচিত এর ধারাগুলো বুকে ধারণ করা। আমরা কি একে বুকে ধারণ করতে পেরেছি?

মাদীনার ইয়াহূদিদের অবস্থা

মাদীনার ইয়াহূদি সম্প্রদায় মুহাম্মাদের রিসালাত ও নবুওয়াতের ব্যাপারে স্পষ্ট দলিল প্রমাণ পাওয়ার পরও নবিজি ও সাহাবিদের প্রতি চরম শত্রুতা, অহংকার ও প্রতিহিংসায় জড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা এবং পরবর্তীকালে রাসূলের স্ত্রী ও উম্মাহাতুল মু'মিনীন সাফিয়া ﵂ বলেন,

আমার বাবার সন্তানদের মধ্যে তার কাছে ও ইয়াসির চাচার কাছে আমি ছিলাম সবচেয়ে আদরের। তাদের যেকোনো সন্তান থেকে তারা আমাকে বেশি ভালোবাসতেন। যাহোক, রাসূল ﷺ মাদীনায় এসে বনু আমর বিন আউফের কুবা এলাকায় অবস্থান করেন। একদিন খুব ভোরে আমার বাবা হুয়াই বিন আখতাব ও চাচা ইয়াসির বিন আখতাব বের হন; আর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সূর্যাস্তের সময় ঘরে ফেরেন। আমি আমার নিত্য অভ্যেস মতো উৎফুল্ল মনে তাদের কাছে গেলাম; কিন্তু আল্লাহর শপথ, অতি দুশ্চিন্তার কারণে তারা কেউ আমার দিকে ভ্রুক্ষেপই করলেন না। এই ফাঁকে আমি শুনতে পাই, ইয়াসির চাচা বাবাকে বললেন, এই কি সেই? বাবা বলেন, আল্লাহর শপথ এই-ই সেই। চাচা জানতে চাইলেন, আপনি কি তাঁকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিশ্চিতভাবে চেনেন? বাবা উত্তর দেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। ইয়াসির চাচা জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আপনি তাঁর ব্যাপরে কী সিদ্ধান্ত নিতে চান? বাবা উত্তর দেন, আল্লাহর শপথ, তাঁর প্রতি আমার আমরণ শত্রুতা থাকবে। [২৬৭]

ইয়াহূদি সম্প্রদায় রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের বিরুদ্ধে বহুবার অপপ্রচার চালিয়ে ছিল, যেন লোকজন তাঁকে খলচরিত্রের মনে করে আস্থা হারিয়ে তাঁর থেকে দূরে সরে যায়। তারা ইসলামকে তাদের স্বার্থ ও আকীদাবিরোধী মনে করত। কারণ, তাদের বিকৃত আদর্শ সম্পূর্ণ দম্ভ, অহমিকা ও অহংবোধে ভরা। তারা ইয়াহূদি ছাড়া সকল মানুষকে নীচ জাতের মনে করে। রাসূল ﷺ মানুষকে একত্ববাদের দিকে ডাকেন আর তারা বলে, উযাইর আল্লাহর ছেলে। রাসূল ﷺ মানুষের মাঝে সমতার আওয়াজ তোলেন—কোনো জাতি কিংবা কোনো দল কেউ কারও থেকে মহান নয়; কিন্তু তারা নিজেদের সকল জাতির চেয়ে মহান, অভিজাত ও আল্লাহর মনোনীত জাতি মনে করে। ফলে তারা সনদের ধারাগুলো অমান্য করে এবং রাসূলের নবুওয়াত ও রিসালাতের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে। রাসূলকে নানা বিব্রতকর প্রশ্ন করে মু'মিনদের প্রতারণা ও ধোঁকায় ফেলতে চায় এভাবে নানা কুকর্ম করেই চলে।(২)

মুসলিমদের মাঝে ইয়াহূদিদের কোন্দল বাধানোর চেষ্টা:

মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইয়াহূদিদের অবিরাম যুদ্ধের আরকেটি ঘৃণ্য কৌশল হলো, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, জাহিলি অহমিকা, আঞ্চলিক অহংকার, গোত্র-সাম্প্রদায়িকতা ও ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব উসকে দিয়ে তাদের ভালোবাসার বন্ধন ও ঐক্য ভেস্তে দেওয়া; অথচ মুসলিমরা তো পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতায় যেন একই দেহ—কোনো অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে বাকি অঙ্গসমূহ জ্বর ও বিনিদ্রায় যেমন একাত্ম হয়ে যায়, মুসলমানগণ পরস্পরের জন্য তো তেমনই দেহতুল্য।

---

(২)বর্তমানে ভ্রষ্ট ইয়াহূদিদের ধর্মগ্রন্থ প্রধানত ৩টি: নারগুম, তালমুদ, কাব্বালা। এর মধ্যে প্রথমটায় তাদের ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষার বিবরণ মেলে। শঠতা, জড়তা, ধূর্ততার মূর্ছনা তাদের বিকৃত ধর্মীয় শিক্ষা। দ্বিতীয়টা তাদের হুকুমত, বিধিবিধান সংবলিত। এতে দাবি করা হয়েছে, ইয়াহূদি বাদে পৃথিবীতে আর কারও বেঁচে থাকার ও বসবাস করার অধিকার নেই। রাজত্ব, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব একমাত্র ইয়াহূদি জাতিরই প্রাপ্য, তারা বাদে বাকি সব নস্যি। কাব্বালা জাদুটোনার কিতাব। বিপক্ষকে বশীভূত করতে ও নিজেদের ইচ্ছেপূরণে শয়তানের আশ্রয় নেওয়ার পূর্ণাঙ্গ কোর্স তাদের ধর্মীয় কিতাব কাব্বালা। - সম্পাদক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একবার জনৈক বৃদ্ধ ইয়াহূদি আনসারদের ঐক্যে চিড় ধরাতে গোত্র-সাম্প্রদায়িকতা উসকে দেওয়ার কুপরামর্শ দেয়, পাঁয়তারা হলো সাহাবিরা যেন আবার জাহিলি যুগে ফিরে যায়, তাদের মাঝে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকে—এতে রাসূলের শক্তিধর আনসারগণ হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তিনি বেকাদায় পড়বেন।

এই প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেন, একবার জঘন্য কাফির, চরম মুসলিমবিদ্বেষী কুঁজো বৃদ্ধ সা'স বিন কাইস আউস ও খাযরাজ গোত্রের একদল সাহাবির আলাপকালে তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তাদের অতীত জাহিলি যুগের পর ইসলামি যুগের ভালোবাসা, একতা ও সৌহার্দ্য দেখে তার মনে হিংসার আগুন ধরে যায়। সে নিজ দলে গিয়ে বলে, এই দেশে কাইলার (আউস ও খাযরাজের মা) ছেলেরা একতা গড়ছে। আল্লাহর শপথ, ওদের ঐক্য হয়ে গেলে তাদের সঙ্গে আমাদের আর শান্তি হবে না। সে তখনই এক ইয়াহূদি যুবককে আনসারদের আসরে গিয়ে বুআস যুদ্ধের রণসংগীত ও তার পূর্বেকার কথা উঠানোর নির্দেশ দিয়ে পাঠায়।

জাহিলি যুগে আউস ও খাযরাজের মাঝে বুআস নামে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে আউস গোত্র বিজয় লাভ করে। আউসের নেতৃত্ব দেয় হুদাইর বিন সাম্মাক আল-আসহালি , আবু উসাইদ বিন হুদাইর। খাযরাজের নেতৃত্ব দেয় 'আমর বিন নু'মান আল-বায়াদি। এই যুদ্ধে তারা দুজনই প্রাণ হারান। ইবনু ইসহাক বলেন—ইয়াহূদি যুবক মুসলিমদের আসরে গিয়ে তা-ই করে। ফলে লোকেরা কথা কাটাকাটি আর তর্কে জড়িয়ে যায়। একপর্যায়ে আউস গোত্রের হারিসা ইবনুল হারিসের আউস ইবনুল কাইদি নামক এক ছেলে ও খাযরাজ গোত্রের সালামার জাব্বার বিন সাখর নামক এক ছেলে লাফিয়ে উঠে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি শুরু করে দেয়; এমনকি একজন বলেই বসে, তোমরা চাইলে এখনই আমরা তোমাদের আরও তুমুল আরও নির্মম যুদ্ধ ফেরত দেবো। এ কথায় উভয় দলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তারা বলে, আমরা রাজি আছি। যাহিরা প্রান্তরে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধের ডাক পড়ে গেল। লোকেরা রণাঙ্গনের দিকে ছুটল।

রাসূল ﷺ এই খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুহাজির সাহাবিদের নিয়ে তাদের কাছে ছুটে যান। তাদের লক্ষ করে বলেন, হে মুসলিমরা, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করো। আমি তোমাদের মাঝে থাকতেও তোমরা জাহিলি ডাকে সাড়া দাও! অথচ আল্লাহ তোমাদের ইসলামের পথ দেখিয়ে সম্মানিত করেছেন। তোমরা তো ইসলামের মাধ্যমে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাহিলি কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছ এবং আল্লাহ কুফুরি থেকে রক্ষা করে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিক সম্পর্ক করে দিয়েছেন।

তখন লোকেরা বুঝতে পারে যে, এটা শয়তানের ধোঁকা ও শত্রুর চক্রান্ত। রাসূলের নাসীহত শুনে আউস ও খাযরাজের লোকেরা কেঁদে ফেলে এবং একে অপরকে আলিঙ্গন করে। তারপর তারা শান্ত ও প্রশান্ত মনে রাসূলের সঙ্গে ফিরে যায়।

আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে তার শত্রু সা'স বিন কাইসের চক্রান্ত ভণ্ডুল করে দেন এবং তার হুলিয়া ও কুকর্ম সম্পর্কে বলেন,

> বলো হে আহলে কিতাব, তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করছ? আর তোমরা যা করছ, আল্লাহ সে ব্যাপারে সাক্ষী। বলো হে আহলে কিতাব, তোমরা কেন আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিচ্ছ তাদের, যারা ঈমান এনেছে? তোমরা তাতে বক্রতা অনুসন্ধান কর, অথচ তোমরা সাক্ষী। আর তোমরা যা কর, তা থেকে আল্লাহ গাফেল নন। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৯৮-৯৯]

আউস বিন কাইযি, জাব্বার বিন সাখর ও তাদের গোত্রের লোকেরা সা'সের জাহিলি কুমন্ত্রণায় প্ররোচিত হয়ে যা করেছিল, সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—হে মু'মিনগণ, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের একটি দলের আনুগত্য কর, তারা তোমাদের ঈমানের পর তোমাদের কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে। আর কীভাবে তোমরা কুফুরি কর, অথচ তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং তোমাদের মাঝে রয়েছেন তাঁর রাসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তাকে অবশ্যই সরল পথের দিশা দেওয়া হবে। হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যথাযথ ভয়। তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেয়ো না। আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না। তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামাতকে স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন—অনন্তর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাইভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন,

> যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে; তারাই সফলকাম। তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১০০-১০৫]

আলোচ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে নববি নেতৃত্বের আদর্শে দেখতে পাই, কীভাবে তিনি ইয়াহূদি-চক্রান্ত ভন্ডুল করে দিয়েছেন, যা মুসলিমদের ঐক্যের জন্য হুমকি ছিল। আরও দেখতে পাই, মুসলিমদের নানা বিষয়ে রাসূলের গুরুত্বারোপ, তাদের প্রতি তাঁর দয়া এবং নানা বিপদ ও চক্রান্তের প্রতি সজাগ সচেতনতা। তাই তো তিনি দ্রুত আনসারদের নিকট গিয়ে আল্লাহর কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তোমরা যা করতে যাচ্ছ, তা জাহিলি যুগের কাজ। তাদের ইসলামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আল্লাহ তোমাদের মাঝে অন্যায় যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করে তোমাদের সম্মানিত করেছেন। তোমাদের হৃদয়গুলো হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত করে ঈমানের সুতোয় বেঁধেছেন। রাসূলের বাণী তাদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে, তাদের দেহে নতুন চেতনা জাগায়, ফলে আল্লাহর করুণায় তাদের অন্তরের সকল জাহিলি প্রভাব দূর হয়ে যায়। তারা রাসূলের সারগর্ভ কথা, তেজোদীপ্ত চেতনা ও ক্ষীপ্র সতর্কতার ভাব দেখে বুঝতে পারেন, তারা যা করতে যাচ্ছিলেন, তা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ইয়াহূদি শত্রুদের চক্রান্ত। তাই তারা কৃত পাপের জন্য আফসোস করে কেঁদে ওঠেন এবং ঈমানী ভালোবাসায় একে অপরকে আলিঙ্গন করেন। [২৬৮]

মহান আল্লাহর প্রতি আগ্রাসী মনোভাব:

বহু সীরাতগ্রন্থ ও তাফসীরগ্রন্থে এসেছে, একবার আবু বাক্র ﷺ ইয়াহূদিদের মিদরাস (তাওরাত পাঠশালা) গৃহে যান। সেখানে দেখেন, ফিনহাস নামের এক লোককে কেন্দ্র করে অনেক মানুষ জমায়েত হয়েছে। ফিনহাস একজন ইয়াহূদি পণ্ডিত। তার সঙ্গে আশয়া নামের এক শিষ্যও ছিল। আবু বাক্র ফিনহাসকে লক্ষ করে বলেন, ধিক ফিনহাস, আল্লাহকে ভয় করো। মুসলিম হয়ে যাও। আল্লাহর শপথ তুমি তো জানো, নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তিনি তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে এসেছেন। আর এই তথ্য তো তোমাদের তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত আছে! ফিনহাস আবু বাক্রকে বলল, আল্লাহর শপথ আবু বাক্র, আল্লাহর নিকট আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং তিনিই আমাদের মুখাপেক্ষী। তিনি আমাদের কাছে যেভাবে বিনীত হন, আমরা তাঁর নিকট সেভাবে হই না। আর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিশ্চয় আমরা তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী; কিন্তু তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী। তিনি আমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হলে আমাদের নিকট ঋণ চাইতেন না—যেমন: আপনাদের সঙ্গী (মুহাম্মাদ ﷺ) বলে থাকেন। তিনি আপনাদের রিবা (সুদ) থেকে বারণ করেন আর আমাদেরই রিবা দেন। তিনি আমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হলে আমাদের রিবা দিতেন না। ফিনহাসের কথায় আবু বাক্‌র ক্রুদ্ধ হয়ে তার মুখে প্রচণ্ড আঘাত করেন। সঙ্গে শাসিয়ে বলেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! হে আল্লাহর শত্রু, তোদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি না থাকলে আজ তোকে খতম করে দিতাম।

ফিনহাস রাসূলের নিকট বিচার নিয়ে যায়। মুহাম্মাদ, দেখো তোমার সঙ্গী আমার সর্বনাশ করেছে। রাসূল ﷺ আবু বাক্‌রকে জিজ্ঞেস করেন, আবু বাক্‌র, তুমি এটা কী করলে? আবু বাক্‌র বলেন, হে রাসূল, আল্লাহর এই শত্রু আল্লাহর সম্পর্কে জঘন্য কথা বলেছে। তার দাবি—আল্লাহ নাকি ফকির আর ওরা ধনী। তার কথায় আমি আল্লাহর জন্য রেগে তার মুখে আঘাত করি। ফিনহাস অস্বীকার করে বলে, আমি এমন কোনো কথা বলিনি। এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিনহাসের বিরুদ্ধে আবু বাক্‌রের কথার স্বপক্ষে আয়াত নাযিল হয়—

> নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, নিশ্চয় আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী! অচিরেই আমি লিখে রাখব, তারা যা বলেছে এবং নবিদের অন্যায়ভাবে হত্যার বিষয়টিও, এবং আমি বলব, তোমরা উত্তপ্ত আযাব ভোগ করো। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৮১]

আর আবু বাক্‌র সিদ্দীক رضي الله عنه ও তার তীব্র ক্রোধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়,[২৬৯]

> অবশ্যই তোমাদের তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৮৬][২৭০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুরআনের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে ইয়াহূদিদের অসদাচরণ, নিন্দা ও কটূক্তির কথা এসেছে। এটা স্পষ্ট বেয়াদবি ও শিষ্টাচারবহির্ভূত কাজ। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আর ইয়াহূদিরা বলে, 'আল্লাহর হাত বাঁধা'। তাদের হাতই বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং তারা যা বলেছে, তার জন্য তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছে; বরং তার দুহাত প্রসারিত—যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার ওপর তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফুরি বাড়িয়েই দিচ্ছে। আর আমি তাদের মধ্যে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা ঢেলে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা যমিনে ফাসাদ করে বেড়ায় এবং আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালোবাসেন না। [সূরা মায়িদা, ৫: ৬৪]

এটা স্পষ্ট যে, ইয়াহূদিরা রাসূলের জনপ্রিয়তা ও দাওয়াতের প্রসার দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে এই তিক্ত অবস্থান নেয়। সেই সঙ্গে আরেকটা কারণ হলো, তাদের প্রতি মুসলিমদের অনীহা, সূক্ষ্ম চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধির কারণে তাদের এড়িয়ে চলা এবং কুরআনে তাদের ব্যাপারে সতর্কতার কারণে তারা রাসূলের বিরুদ্ধে এই অবস্থান নেয়। এতে তাদের অর্থনীতিতে মন্দা ভাব দেখা দেয়। ফলে তারা ভীষণ ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। আল্লাহর ব্যাপারে তাদের ভেতরকার বেয়াদবি ও ধৃষ্টতা বেরিয়ে আসে এবং অশোভনীয়ভাবে তারা রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করে।[২৭১]

আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে ইয়াহূদিদের দুর্ব্যবহার:

ইয়াহূদিরা রাসূলের সঙ্গে সামনে–পেছনে প্রতিটা সুযোগেই অশোভনীয় আচরণ করত। তাঁর নামে জনে জনে কুৎসা রটাত। তাঁকে হিংসা করে নানান ভাষা ও ভঙ্গিমায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত। এমনকি রাসূলের ওপর নিজেদের নোংরা চরিত্রের জঘন্য সব রূপ প্রয়োগ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করত না।

ইয়াহূদিদের দুর্ব্যবহার প্রসঙ্গে 'আয়িশা ﵂ বলেন, একবার একদল ইয়াহূদি রাসূলের নিকট এসে বলে, হে আবুল কাসেম, আস সামু আলাইকুম (সাম মানে মৃত্যু)। তাদের জবাবে আমি আস সামু আলাইকুম এবং তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ তা-ই করুন। আমার কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেন, আয়িশা, চুপ করো। নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীলতা ও অশ্লীলতার ভাষণ অপছন্দ করেন। আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনি দেখেছেন তারা কী বলে! তিনি বলেন, আয়িশা, তুমি দেখছ না আমি তাদের কথার উত্তর দিয়ে বললাম, তোমাদের ওপরও। তারপর এই ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহর আয়াত নাযিল হয়[২৭২]—

> তুমি কি তাদের দেখোনি, গোপন পরামর্শ করতে যাদের নিষেধ করা হয়েছিল! তারপরও তারা তারই পুনরাবৃত্তি করল, যা করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল। তারা পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপন পরামর্শ করে। যখন তোমার কাছে আসে, তখন তারা তোমাকে এমন (কথার দ্বারা) অভিবাদন জানায়, যেভাবে আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি, তার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেন? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। আর তা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। [সূরা মুজাদালা, ৫৮: ৮]

এই আয়াতে ইয়াহুদি মনের বিষাক্ত হিংসা, ইসলামবিধ্বংসী নানা তৎপরতা, ইসলামের রাসূল থেকে মুক্তি ও মুসলিমদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে ইয়াহূদিদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া হয়; কিন্তু সাক্ষাতে আসা ইয়াহূদি দল যখন সালামের আদলে রাসূলের মৃত্যু কামনা করে, এতে তাদের মানসিক দুর্বলতা, হীনম্মন্যতা এবং কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা না পাওয়ার খেদ প্রকাশ পায়। ইসলামি শক্তির নতুন এ আয়োজনের সঙ্গে তারা কুলিয়ে উঠতে পারে না। ফলে অহমিকা, হিংসা-বিদ্বেষের বশে তারা নতুন এই শারী'আত প্রত্যাখ্যান করে। মেতে ওঠে ষড়যন্ত্রে। সালামের আদলে অশুভ কামনা করার মতো নীচ কাজ, সামনে-পেছনে সুযোগ বুঝে যথেচ্ছা আচরণ, জনে জনে মাঠে-ঘাটে কুৎসা রটনা প্রভৃতিসহ এসব ইয়াহূদি কর্মকাণ্ড তো ব্যর্থ ও পরাজিতদের সর্বশেষ অবলম্বন! তাদের এমন নানাবিধ উপায়হীন বেপরোয়া আক্রোশে দিনে দিনে ইয়াহূদিসংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

'আয়িশার প্রতিবাদ শুনে রাসূল তাকে কোমলতা ও সহিষ্ণুতার আহ্বান জানান। তাকে বোঝান, কোনো মুসলিম ক্রোধ পুষে রাখবে না। কারণ, কোমলতা ইসলামে উত্তম চরিত্রের নমুনা। আল্লাহ কোমল, তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। কোমলকে তিনি যে প্রতিদান দেন, কঠোরকে তা দেন না।

এবার নবি-রাসূল থেকে তাদের অর্জনের কথা শোনা যাক। একবার আল্লাহর রাসূলের নিকট আবু ইয়াসির বিন আখতাব, নাফে বিন আবু নাফে, আযের বিন আবু আযেরসহ একদল ইয়াহূদি আসে। তারা রাসূলকে জিজ্ঞেস করে, কোন কোন রাসূলের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতি তিনি ঈমান রাখেন। রাসূল জবাবে বলেন, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখি, আরও ঈমান রাখি আমাদের প্রতি নাযিলকৃত বিধিবিধান এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের বংশধরদের প্রতি নাযিলকৃত বিধিবিধানের প্রতি। আরও ঈমান রাখি মূসা, ঈসাসহ আল্লাহর প্রেরিত সকল নবিগণের প্রতি। আমরা এ সকল নবিদের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। আর আমরা তারই অনুগত। মুহাম্মাদ ﷺ নবি ঈসা ﷺ-এর নাম বললে তারা বলে, আমরা মারইয়ামের পুত্র ঈসার প্রতি ঈমান রাখি না এবং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাদের প্রতিও আমরা ঈমান রাখি না।[২৭৩]

> তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করেন, বলো হে কিতাবিরা, কেবল এ কারণে কি তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তার প্রতি? আর নিশ্চয় তোমরা ফাসিক। [সূরা মায়িদা, ৫: ৫৯]

ইয়াহূদিরা কুরআনুল কারীমে তাদের প্রশ্নের জবাব খুঁজতে চেষ্টা ও দীর্ঘ পর্যালোচনা চালায়। ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ মাদীনায় এলে ইয়াহূদি পণ্ডিতরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে, হে মুহাম্মাদ, আপনার এই কথার (আর তারা তোমাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, রুহ আমার রবের আদেশ থেকে, আর তোমাদের জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই দেওয়া হয়েছে। [বনি ইসরাইল, ১৭: ৮৫] ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? সামান্য জ্ঞানের পাত্র বলতে কি আপনি আমাদের লক্ষ্য করছেন, নাকি আপনার স্বজাতিকে?

রাসূল ﷺ উত্তর দেন, সবাইকে। তারা আবার জানতে চায়, আপনি আপনার কিতাবে পাঠ করেন, আমাদের তাওরাত প্রদান করা হয়েছে, আর তাতে সকল কিছুর বৃত্তান্ত আছে। রাসূল ﷺ উত্তর দেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর জ্ঞানের কাছে এর জ্ঞান সামান্য। আর তোমরা যদি তোমাদের তাওরাত মানতে, তাহলে এটা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলের নিকট তাদের প্রশ্ন প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন,

> যমিনে যত গাছ আছে,তা যদি কলম হয়, আর সমুদ্র হয় কালি, তার সঙ্গে কালিতে পরিণত হয় আরও সাত সমুদ্র, তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা লুকমান, ৩১: ১৭]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুনাফিকদেরকে ইহুদীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ষড়যন্ত্র:

আমরা কুরআনুল কারীমে ইয়াহূদিদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব সম্পর্কে জানতে পারি। তারা মুনাফিকদের নানা কুপরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করত। সমস্ত শয়তানিতে ইয়াহূদিরাই নাটের গুরু; তারা অত্যাচারীদের নানা কুপরিকল্পনা ও দিক-নির্দেশ করত। মুনাফিকদের প্রতারণার নানান পদ্ধতি ও নৈরাজ্য উসকে দেওয়ার কূটকৌশল শেখাত। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আর যখন তারা মু'মিনদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন তাদের শয়তানদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। [বাকারা, ২: ১৪]

নাসফি তার তাফসীরগ্রন্থে বলেন, তাদের মধ্যে শয়তানগোছের লোকেরা শয়তানের মতোই সীমা ছাড়িয়ে যায়। এরা সবাই ইয়াহূদি বংশোদ্ভূত। মাদীনার ইয়াহূদিরা মুনাফিকদের সঙ্গে নিয়ে ষড়যন্ত্র করত। তাদের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যারা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর। [সূরা নিসা, ৪: ১৩৮-১৩৯]

অধ্যাপক মুহাম্মাদ দারওয়াযাহ বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে কাফির বলতে ইয়াহূদিদের বোঝানো হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে এই মতেরই সত্যতা মেলে। যেমন: পরের আয়াতেও আছে, মুনাফিকরা ইয়াহূদিদের গুরু মেনে তাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক করত। এই দুই আয়াতে দাওয়াহ ও ইসলামি শক্তির বিরুদ্ধে ইয়াহূদি ও মুনাফিকদের গভীর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ আছে।[২৭৪] ইয়াহূদিরা রাসূলের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের প্ররোচিত করত। এই প্রসঙ্গে উরওয়া বিন যুবাইর বলেন, উসামা বিন যাইদ তাকে বলেছেন—বদরযুদ্ধের আগে একবার রাসূল ﷺ গাধায় চড়ে হারিস বিন খাযরাজ গোত্রে সা'দ বিন উবাদাকে দেখতে যান। বাহনে ফাদাক এলাকার তৈরি চাদরে বসেন আর পেছনে বসান উসামা বিন যাইদকে। তিনি বলেন, চলতে চলতে একসময় তিনি আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূলের আসরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনো সে ইসলাম গ্রহণের দাবি করেনি। তার আসরে অনেক মুসলিম, মূর্তিপূজক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুশরিক ও ইয়াহূদি বসা ছিল। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহাও ছিলেন। নবিজি সেখানে এলে গাধার পা থেকে কিছুটা ধুলো উড়ে যায়। আবদুল্লাহ চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে বলেন, আমাদের ওপর ধূলি উড়াবেন না। রাসূল ﷺ তাদের সালাম দিয়ে থামেন এবং ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে শোনান। কুরআন শুনে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল বলে ওঠে, এটা তোমাদের কথার চেয়ে সুন্দর না। আর যদি সত্যও হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের আসরে বিরক্ত করবেন না। যান, আপনার বাহনে ফিরে যান। যে শুনতে আসে, তাকে শোনান। তার কথায় আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, অবশ্যই আপনি আমাদের এই আসরে কুরআন শোনাবেন। আমরা তো কুরআন ভালোবাসি। এই কথায় আসরের ভিন্ন ধর্ম ও মতের লোকদের মাঝে হট্টগোল বেধে যায়। অবস্থা এতই প্রকট হয় যে, একে অন্যকে আক্রমণ করে বসবে। রাসূল ﷺ খুব চেষ্টা করে সবাইকে শান্ত করেন।

রাসূল ﷺ ফের চলতে শুরু করেন। কিছু দূর যাওয়ার পর সা'দ বিন উবাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাকে বলেন, সা'দ, আবু হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কথা শুনেছ? সে এই... এই... বলেছে। সা'দ বিন উবাদা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, ওকে মাফ করুন আর এড়িয়ে চলুন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং যিনি আপনার প্রতি নাযিলকৃত সত্য এনেছেন; হে আল্লাহর রাসূল, শুনুন, আপনি আসার আগে মাদীনার লোকেরা তাকে মুকুট পরিয়ে নেতা বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; কিন্তু আল্লাহ তাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং আপনার রিসালাত প্রতিষ্ঠা করেন—এটা বুঝতে পেরে সে আপনার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ। এ কারণেই সে আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। তার ব্যাপারে জানার পর রাসূল ﷺ তাকে ক্ষমা করে দেন। [২৭৫]

ইয়াহূদি পণ্ডিতদের ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের দুর্নাম রটনা:

আবদুল্লাহ বিন সালাম রাসূলের মাদীনা আগমনের কথা শুনে নবিজির কাছে ছুটে যান। তাঁকে বলেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করতে চাই, যে উত্তরগুলো একমাত্র কোনো নবির পক্ষেই দেওয়া সম্ভব।

এক. কিয়ামাতের প্রথম শর্ত কী?

দুই. জান্নাতবাসী প্রথম কী খাবে?

তিন. কী কারণে সন্তান তার পিতা কিংবা মাতার মতো হয়?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার প্রশ্ন শুনে রাসূল ﷺ বলেন, এইমাত্র জিবরীল আমাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানিয়ে গেছেন। জিবরীলের নাম শুনে আবদুল্লাহ বলেন, ফেরেশতাদের মধ্যে জিবরীলকে ইয়াহূদিরা শত্রু মনে করে। তারপর রাসূল ﷺ প্রশ্নগুলোর পর্যায়ক্রমিক উত্তর দেন—

এক. কিয়ামাতের প্রথম আলামাত হলো, এক প্রকাণ্ড অগ্নি, যা মানুষকে ধাওয়া করে পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলে সমবেত করবে।

দুই. জান্নাতবাসীর প্রথম খাবার হবে তিমির কলিজা।

তিন. সন্তানের সাদৃশ্যের ব্যাপারটি হলো, স্বামী-স্ত্রী সহবাসকালে পুরুষের তরল স্খলন স্ত্রীর তরলের উপর জয়ী হলে সাদৃশ্য স্বামীর হয় আর নারীর তরল বিজয়ী হলে সাদৃশ্য স্ত্রীর হয়। এই তিন প্রশ্নের উত্তর শুনে আবদুল্লাহ বিন সালাম বলে ওঠেন, আমি সাক্ষ্য দিই, আপনি আল্লাহর রাসূল।

তারপর তিনি বলতে শুরু করেন, হে আল্লাহর রাসূল, ইয়াহূদিরা অপবাদপ্রবণ জাতি। তারা যদি আমার ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে আপনার জিজ্ঞাসার আগেই জানে, তাহলে তারা আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট অপবাদ দেবে।

ইয়াহূদিদের মনোভাব জানার জন্য রাসূল তাদের ডাকেন। তাদের জমায়েত হওয়ার আগেই আবদুল্লাহ ঘরের ভেতর ঢুকে যান। তারপর রাসূল ﷺ তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন সালাম কেমন লোক? তারা বলে, তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী মানুষ। তার বাবাও একজন বড় জ্ঞানী ব্যক্তি। তারপর রাসূল ﷺ বলেন, আবদুল্লাহর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কী? তারা উত্তর দেয়, আল্লাহ তাকে ইসলাম থেকে রক্ষা করুন। এরপর আবদুল্লাহ তাদের মাঝে হাজির হয়ে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তারা আবদুল্লাহ বিন সালামের মুখে এই সাক্ষ্য শুনে বলে, সে তো আমাদের মাঝে দুষ্ট চরিত্রের লোক। তার বাবাও দুষ্ট চরিত্রের লোক। এই ঘটনার পর থেকে ইয়াহূদিরা তার বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

কোনো ইয়াহূদি পণ্ডিত ইসলাম গ্রহণ করলেই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে তাকে নিপীড়ন করত। যাচ্ছেতাই কুৎসা রটাত। কুরআনুল কারীম ইয়াহূদিদের এই অপকৌশল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছে এবং ইয়াহূদি হামলার শিকার এ সকল মু'মিনদের পক্ষে কথাও বলেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তারা সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে একদল ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে; তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে; আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। তারা যে ভালো কাজ করে, তা কখনো অস্বীকার করা হবে না। আল্লাহ মুত্তাকিদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১১৩-১১৫]

ওয়াহিদি এই আয়াতের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন, ইবনু আব্বাস ও মুকাতিলের বর্ণনায় আছে—আবদুল্লাহ বিন সালাম, সা'লাবা বিন সায়ীয়া, উসাইদ বিন সায়ীয়া ও আসাদ বিন উবাইদ প্রমুখ ইয়াহূদি ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের পণ্ডিতেরা প্রচার করতে শুরু করে—আমাদের দলের কিছু দুষ্ট লোক মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান এনেছে। এরা আমাদের সমাজের ভালো লোক হলে পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করত না। সঙ্গে তারা ইয়াহূদি ধর্মত্যাগীদের বলে, মনে রেখো, তোমরা ধর্ম ত্যাগ করা মাত্রই গাদ্দারি করলে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তারা সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে একদল ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১১৩][২৭৬]

নবি ﷺ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার:

ইয়াহূদিরা সব সময় ইসলামের ক্ষতি করার অপেক্ষায় থাকত। সারাক্ষণ মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার সুযোগ খুঁজত। প্রথমদিকে আকাবার শপথের মুখপাত্র আবু উমামা আসআদ বিন যুরারা আল-আনসারি আল-খাযরাজির মৃত্যুতে তারা সে সুযোগ পেয়ে যায়। তিনি গুটিবসন্তে আক্রান্ত হলে রাসূল তাকে দেখতে গিয়ে দুইবার বলেন, ইয়াহূদিদের জন্য এটা একটা ক্ষতিকর মৃত্যু (কারণ, তার মৃত্যুতে ইয়াহূদিরা আরও পথভ্রষ্টতার দিকে চলে যাবে)। তারা বলবে—মুহাম্মাদ তার সঙ্গীর মৃত্যু ঠেকাতে পারল না কেন? কিন্তু আমি তো কারও উপকার কিংবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখি না। আমি শুধু নিরাময়ের চেষ্টা করতে পারি। রাসূল ﷺ তার মাথায় সেক দেওয়ার পরামর্শ দেন। পরামর্শ অনুযায়ী সেক দেওয়া হয়। তারপর তিনি মারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যান। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তার ঘাড়ে বৃত্তাকারে দুটি সেক দেওয়ার পর তিনি মারাযান।[২৭৭]

ইয়াহুদিদের মুসলিমবিদ্বেষ বিষয়ে এই ঘটনা সামান্য নমুনা। তারা প্রথম হিজরি সনে মুসলিমদের জন্মরোধে জাদু করার অপপ্রচারও চালায়। তাদের এই অপপ্রচারের মূল লক্ষ্য—মুসলিমদের জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করা এবং রাসূলের শহরে সাহাবিদের জীবনযাপন সংকটময় করে তোলা—যেন প্রীতি-সম্প্রীতিপূর্ণ স্বচ্ছ মুসলিম পরিবেশ দূষিত হয়ে ওঠে। ইয়াহূদি প্রোপাগাণ্ডায় মুসলিমরা কতটুকু অতিষ্ঠ ছিল, তা বোঝা যায় মুহাজির-সমাজে প্রথম পুত্র সন্তান আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের জন্মের মাধ্যমে। তার জন্মে মুসলিমরা ভীষণ খুশি হন।

এই প্রসঙ্গে আবু বাক্রের আসমা ﷺ বলেন, তিনি মাক্কায় অবস্থানকালেই অন্তঃসত্ত্বা হন। তার পুরো বক্তব্য, আমি প্রায় পূর্ণ গর্ভ নিয়ে মাদীনা যাত্রা করি। মাদীনায় এসে কুবা এলাকায় যাত্রাবিরতি দিই। তারপর কুবাতেই আমার সন্তান প্রসব হয়। আমি তাকে রাসূলের নিকট এনে তাঁর কোলে দিই। তিনি খেজুর চিবিয়ে তাঁর লালা বাচ্চার মুখে দেন, তাই আমি বলি, আমার সন্তানের পেটের প্রথম খাবার রাসূলের মুখের লালা। তাহনীক করে (খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখে দেওয়া) তিনি তার জন্য কল্যাণের দু'আ করেন। আমার সন্তানই ছিল হিজরাতের পর প্রথম সন্তান। তার জন্মে মুসলিমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কারণ, ইয়াহূদিরা গর্ভনিরোধক জাদু করার প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে ছিল।[২৭৮]

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ তার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। পরবর্তী সময়ে তার বাবা যুবাইরের নির্দেশে সাত কি আট বছর বয়সে তিনি রাসূলের হাতে শপথ গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ তাকে আসতে দেখে ঈষৎ হেসে ওঠেন এবং তাঁর হাতে শপথ গ্রহণ করেন। কারণ, তিনিই রাসূলের মাদীনায় হিজরাতের পর মুহাজির সমাজের প্রথম পুত্রসন্তান। তার জন্মের কারণে মুসলিমরা আশঙ্কামুক্ত হয়। ইয়াহূদিরা প্রচার করত, আমরা তাদের জন্মরোধ করে রেখেছি। তাই মাদীনায় তাদের আর কোনো পুত্র সন্তান জন্ম নেবে না। পরে আবদুল্লাহর জন্মে রাসূলের সাহাবিগণ তাকবীরধ্বনি দেন।[২৭৯]

কিবলার পরিবর্তনে ইয়াহূদিদের অবস্থানের উন্মোচন:

বাইতুল মাকদিস থেকে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইয়াহূদিদের তর্কযুদ্ধ, হিংসা-বিদ্বেষ ও অনধিকার চর্চার আসল মতলব ফাঁস হয়ে যায়। তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধ্যানে-জ্ঞানে ফন্দি-লক্ষ্য ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল করে দেওয়া। এই প্রসঙ্গে বারা বিন আযেব ﵁ বলেন, রাসূল ﷺ প্রথম মাদীনায় এসে তাঁর আনসারি দাদার বংশে বাস করেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, নানার বংশে। এ সময় তিনি ষোলো কিংবা সতেরো মাস বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। তবে তাঁর পছন্দের কিবলা কা'বা। আর তিনি প্রথম কিবলা কা'বায় জামা'আত সহকারে আসরের সালাত আদায় করেন। জামা'আত শেষে জনৈক সাহাবি এক মাসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পূর্বের কিবলা অভিমুখে সালাত আদায়রত মুসলিমদের দেখে ঘোষণা দেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করে বলছি, এইমাত্র আমি রাসূলের সঙ্গে কা'বামুখী হয়ে সালাত আদায় করে এসেছি। তার কথা শুনে সেই অবস্থাতেই তারা কা'বা অভিমুখে ঘুরে যান। তবে ইয়াহূদি সম্প্রদায় নিজেরা আহলে কিতাব হিসেবে মুসলিমদের বাইতুল মাকদিস অভিমুখে সালাত আদায় করা পছন্দ করত। মুসলিমরা কা'বা অভিমুখী হয়ে গেলে তারা বেঁকে বসে[৩]।[২৮০] এই প্রসঙ্গেই নাযিল হয় মুসলিম-ঐক্যের জন্য শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও দীক্ষাসমৃদ্ধ কয়েকটি আয়াত; আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। আর নিশ্চয় তা তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা থেকে গাফিল নন। আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং যেখানেই থাকো, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও, যেন তোমাদের বিপক্ষে মানুষের বিতর্ক করার কিছু না থাকে। তবে তাদের মধ্য থেকে যারা জুলুম করেছে, তারা ছাড়া। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, আমাকে ভয় করো, যাতে আমি আমার নিয়ামাত তোমাদের ওপর পূর্ণ করতে পারি এবং তোমরা যেন

---

৩ তিনটি সেমেটিক ধর্মের কাছে (ইয়াহূদি, খ্রিষ্টান, ইসলাম) জেরুসালেম মহাপবিত্র। এই তিনটি ধর্ম হযরত ইবরাহীম ﵇-এর বংশধরদের থেকে বিস্তার লাভ করেছে। অর্থাৎ এদের সবার জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। জেরুসালেম এই তিন সেমেটিকের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মাকদিস এখানে অবস্থিত, ইয়াহূদিদের মহাপবিত্র ওয়েস্টার্ন ওয়ালও সেখানেই, খ্রিষ্টানদের প্রধান—যিশু (ঈসা আলাইহিস সালাম)-এর জন্মস্থান বেথেলহাম (বায়তুল লাহাম)-ও এই শহরেই।

ইয়াহূদিদের ওয়েস্টার্ন ওয়াল এখানে এবং মুসলিমরা এদিকে ফিরে নামায পড়া ছেড়ে দেওয়াটা ইয়াহূদিদের ভালো লাগেনি এবং এই মনস্তাত্ত্বিক আক্রোশে তারা শত্রুতায় আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। - সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। যেভাবে আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন। আর তোমাদের শিক্ষা দেন এমন কিছু, যা তোমরা জানতে না। অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় করো, আমার সঙ্গে কুফুরি করো না। [সূরা বাকারা, ২: ১৪৯-১৫২]

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদিদের সন্দেহ বিস্তার ও প্রশ্ন উত্থাপনের পূর্বেই বাইতুল মাকদিস থেকে কা'বা অভিমুখে কিবলা পরিবর্তনকালের পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিয়ে দেন; এতেই নবি মুহাম্মাদের নবুওয়াতের প্রামাণ মেলে। কারণ, তিনি অদৃশ্য বিষয় ঘটার পূর্বেই ওয়াহির মাধ্যমে জেনে মানুষকে তা জানিয়ে দেন। নানা সমস্যা সমাধানের দিক-নির্দেশ দেন তা ঘটার পূর্বেই, যেন মুসলিমরা নতুন উদ্ভূত প্রসঙ্গ মোকাবিলায় বাহ্যিক ও মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখে।

আবু সঊদ তার তাফসীরগ্রন্থে বলেন, তিনি ঘটনা ঘটার পূর্বেই জানিয়ে দেন, যেন মানুষ বিপদাপদে মানসিকভাবে অবিচল থাকে। কারণ, হঠাৎ বিপদাপদে মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর ইয়াহূদিদের মতো জঘন্য দুষ্কৃতিবাজদের দমন করতে কঠোর জবাবের কোনো বিকল্প নেই। কিবলা পরিবর্তনের বিরোধিতা ও রাসূলের বিরুদ্ধে চক্রান্তের কারণে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদিদের নির্বোধ বলেছেন। আবু আস-সঊদ বলেন, নির্বোধ তারা, যারা দিবা স্বপ্ন দেখে এবং চিন্তা-গবেষণা বাদ দিয়ে অন্ধ অনুকরণ করে যায়। যেমন: আরবিতে দুর্বল বুননের কাপড়কে 'সাওব সাফীহ' বলা হয়। আর জঘন্য মিথ্যুককে নির্বোধ বলা হয়, যে তার জানা বিষয়ের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। মূলত ইয়াহূদিরা জঘন্য অত্যাচারী, গণ্ডমূর্খ ও নির্বোধ।[২৮১]

> রাসূলের প্রকৃত অনুসারী নির্ণয় করতেই আল্লাহ তা'আলা কিবলা পরিবর্তন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আর এভাবেই আমি তোমাদের মধ্যমপন্থি উম্মাত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর। আর যে কিবলার ওপর তুমি ছিলে, তাকে কেবল এজন্যই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে আমি জেনে নিই যে, কে রাসূলকে অনুসরণ করে এবং কে তাঁর পেছনে ফিরে যায়—যদিও তা (অন্যদের কাছে) অতি কঠিন তাদের ছাড়া, যাদের আল্লাহ হিদায়াত করেছেন; এবং আল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। [সূরা বাকারা, ২: ১৪৩]

আয়াতের ভাষ্যমতে বাইতুল মাকদিসের দিকে সালাত আদায় করা ছিল একটি পরীক্ষা। তারপর কা'বার দিকে পরিবর্তন করাও ছিল আরেকটি পরীক্ষা। বাইযাবি তার তাফসীরগ্রন্থে বলেন, আর আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য বাইতুল মাকদিসমুখী কিবলার উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে পরীক্ষা করে নির্ণয় করা—কে রাসূলের অনুসারী আর কে রাসূলের বিরুদ্ধাচারী, এবং এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যে, কে আপনাকে সালাতে অনুসরণ করে আর কে পূর্বপুরুষের কিবলার টানে আপনার দীন থেকে বিমুখ হয়; অথবা এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে করে না এবং প্রতিবন্ধক থাকলে কী অবস্থা হয় আর না থাকলে কী হয়—তা নিরূপণ হয়ে যাবে এর মাধ্যমে। প্রথম মতানুসারে এর অর্থ, আপনাকে পূর্বেকার কিবলায় ফিরানোর একমাত্র উদ্দেশ্য, কে ইসলামের ওপর অটল আর কে উৎকণ্ঠা ও ঈমানি দুর্বলতার কারণে তার পশ্চাতে ফিরে যায়।[২৮২]

প্রথম যুগে কা'বার দিকে সালাত আদায় করা, তারপর বাইতুল মাকদিসের দিকে, আবার কা'বার দিকে ফিরে যাওয়া—এই প্রক্রিয়ায় কোনো সমস্যা নেই—যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশেই হয়ে থাকে। কারণ, সর্বাবস্থায় অভিমুখী হওয়াটাই হলো ইবাদাত। আর মানুষের কর্তব্য হলো, একান্তভাবে মহান আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা। তাই যে রাসূলের অনুসরণ করে তাঁর নির্দেশ মেনে চলে সে পরীক্ষায় সফল; আর যে শারী'আর কোনো বিধান অস্বীকার করে সে ব্যর্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত।

মু'মিনের প্রকৃত ঈমান অর্জিত হয় পূর্ণ আনুগত্য ও প্রবৃত্তির বিরোধিতার মাধ্যমে। এজন্যই সাহাবাগণ রাসূলের ডাকে অটল থেকে আল্লাহর নির্দেশে সাড়া দেন। ইবনু 'উমার ﷺ বলেন, কুবার মাসজিদে লোকদের ফজরের সালাত আদায়কালে জনৈক আগন্তুক ঘোষণা করেন, গত রাতে রাসূলের প্রতি কা'বাকে কিবলা করার নির্দেশ নিয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, তাই আপনারাও কা'বা অভিমুখী হয়ে যান। তখন তারা শাম অভিমুখী ছিলেন, ঘোষণা শোনামাত্র (সালাতরত অবস্থাতেই) তারা কা'বার দিকে ঘুরে যান।

কা'বা পরিবর্তনের আয়াতে মু'মিনদের গভীর ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিক ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। কা'বা অভিমুখে কিবলা পরিবর্তনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মু'মিনরা তাদের পূর্ববর্তী ভাইদের জন্য উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে, যারা বাইতুল মাকদিস অভিমুখে সালাত আদায়ের যুগে মারা যায়। সাহাবিদের উদ্‌বেগ কাটানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন, তাদের সালাত কবুল হয়ে গেছে। ইবনু আব্বাস বলেন, রাসূলের কিবলা কা'বার দিকে পরিবর্তনের পর সাহাবিগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের যেসকল ভাই বাইতুল মাকদিসের কিবলার যুগে মারা গেছে, তাদের ইবাদাত কি কবুল হবে? এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন,

> এবং আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন। [সূরা বাকারা, ২:১৪৩][২৮৩]

(আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের আত্মপ্রশান্তির জন্য জানিয়ে দেন) তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু। এই ঘোষণা শুনে মু'মিনদের মনের উদ্‌বেগ দূর হয়ে প্রশান্তি আসে। তাদের মনে সন্তুষ্টি, আস্থা ও বিশ্বাস উপচে পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উদ্‌বেগ দূর করতে, প্রশান্তি দিতে এবং আহলে কিতাবদের স্বরূপ চিনিয়ে দিতে কয়েকটি আয়াত নাযিল করেন[২৮৪]—

> আকাশের দিকে বার বার তোমার মুখ ফিরানো আমি অবশ্যই দেখছি। অতএব, আমি অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাব, যা তুমি পছন্দ করো। সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকো, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও। আর নিশ্চয় যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা অবশ্যই জানে যে, তা তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এবং তারা যা করে, সে ব্যাপারে আল্লাহ বেখবর নন। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তুমি যদি তাদের নিকট সব নিদর্শন উপস্থাপন কর, তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না আর তুমিও তাদের কিবলার অনুসরণকারী নও এবং তারা একে অপরের কিবলার অনুসরণকারী নয়। যদি তুমি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তুমি তখন জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে চেনে, যেমন চেনে তাদের সন্তানদের। তাদের মধ্য থেকে একটা দল অবশ্যই সত্যকে গোপন করে, অথচ তারা জানে সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর প্রত্যেকের রয়েছে একটি দিক, যে দিকে সে চেহারা ফেরায়; সুতরাং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমরা কল্যাণকর্মে প্রতিযোগিতা করো। তোমরা যেখানে থাকো না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। [সূরা বাকারা, ২: ১৪৪-১৪৮]

রাসূল ﷺ খুব চাইতেন যে, তাঁর পিতৃপুরুষ ইবরাহীম عليه السلام-এর কিবলামুখী হয়ে তিনি সালাত আদায় করবেন। কারণ, তিনিই তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী মানুষ, তাঁর দাওয়াতের উত্তরাধিকারী এবং তাঁর মতোই তাওহীদের পতাকাবহনকারী। তাই পূর্বেকার ধর্মরাজি থেকে স্বতন্ত্র ও অনন্যভাবে তিনি দীন চর্চা করতে চাইতেন। পূর্বের সেই ধর্মসমূহ ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টধর্মের মতো বিকৃতি আর বিবর্তনের বিষাক্ত আঁচড়ে চেনাই যেত না। তাই তিনি সাহাবিদের তাদের অনুকরণ করতে বারণ করতেন এবং বিরোধিতার জন্য নির্দেশ দিতেন। একই সঙ্গে সতর্ক করে দিতেন তাদের ধর্মের বিকৃতি ও বিভ্রান্তি সম্বন্ধে। সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি চাইতেন, মানবজাতির প্রথম ঘর , নবি-রাসূলের পিতার কিবলায় স্থায়ীভাবে ফিরে যেতে, এই কিবলার অভিমুখে সালাত আদায় করতে।

দীনি, রাজনৈতিক, সামরিক ও ঐতিহাসিক সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে কিবলা পরিবর্তন করা হয়। কা'বা অভিমুখে কিবলা পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিকভাবে আরব-উপদ্বীপ নানা ঘটনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঐতিহাসিকভাবে পৃথিবী যুক্ত হয় ইব্রাহীমের আরব-ঐতিহ্যের সঙ্গে। সামরিকভাবে মাক্কা বিজয়ের পথ সুগম হয় এবং তাওহীদের কেন্দ্র মাসজিদে হারাম মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত হয়। কিবলা পরিবর্তনের ফলে দীনিভাবে মানুষ একনিষ্ঠতার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের ইবাদাতসমূহ অন্যান্য ধর্ম থেকে তার স্বকীয়তা রক্ষা করতে সমর্থ হয়। [৮০]

আল্লাহ তা'আলা কিবলা পরিবর্তনের মহৎ দিকগুলো সম্পর্কে বলেন, তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। আর নিশ্চয় তা সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা থেকে গাফিল নন।

তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকো, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও, যাতে তোমাদের বিপক্ষে মানুষের বিতর্ক করার কিছু না থাকে। তবে তাদের মধ্য থেকে যারা জুলুম করেছে, তারা ছাড়া। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, আমাকে ভয় করো—যেন আমি আমার নিয়ামাত তোমাদের ওপর পূর্ণ করতে পারি এবং তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও—যেভাবে আমি তোমাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য তোমাদের থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়। আর তোমাদের শিক্ষা দেয় এমন কিছু, যা তোমরা জানতে না। অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় করো, আমার সঙ্গে কুফুরি করো না। [সূরা বাকারা, ২: ১৪৯-১৫২]

আলোচ্য আয়াতসমূহ পাঠ করলে স্পষ্ট হয়, আল্লাহ তা'আলা যেন মু'মিনদের বলছেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের কিবলা কা'বা ফিরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক নিয়ামাত দান করেছি। বিশেষত একজন মহান রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি সকলের নেতা, উম্মাহর সুষ্ঠু প্রতিপালনে যত্নবান। যিনি মনের বিজ্ঞানী, হৃদয়ের চিকিৎসক ও অন্তরের জ্যোতি। তিনিই আঁধারের আলো, প্রদীপ ও দিশারি।

রাসূল ﷺ সাহাবিদের শেখাতেন এবং দেখাতেন যেন তারাও মানুষকে আল্লাহর নিয়মে শেখাতে ও দেখাতে পারে। তাই সাহাবিগণ তাঁর কাছ থেকে শোনা, দেখা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা, দীক্ষা, দাওয়াহ ও নেতৃত্বের পদ্ধতি শিখে নেন। ফলে রাসূলের পক্ষে একটি সমৃদ্ধ প্রজন্ম গড়ে তোলা সহজ হয়। যারা বিশ্ব নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখে। এই প্রজন্মই তাঁর মৃত্যুর পর কুরআনি শিক্ষা ও নববি দীক্ষা নিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। মানবজাতির জন্য সত্যের সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূলের আরেকটি দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—আর তোমাদের শিক্ষা দেয় এমন কিছু, যা তোমরা জানতে না। ওয়াহি ও রিসালাতের পূর্বে মানুষ কেমন ছিল? তারপর তারা কেমন হয়েছে? তারা যুদ্ধবিগ্রহ আর অন্ধ মূর্খতায় ডুবে ছিল। নবুওয়াত আসার পর তারা সুমহান উদ্দেশ্যে নিয়োজিত এক মহান জাতিতে পরিণত হয়। যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কাজ করা। শুধু তাঁর দাসত্ব ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। ফলে আত্মকেন্দ্রিকতা, অহমিকা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে তারা এক মহান জাতির বিরাট রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামোয় পরিণত হয়, যা থেকে সৃষ্টি হয় সভ্যতার। আল্লাহর দয়ায় এ সকলের মধ্যমে সৃষ্টিজগতের মহান বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়িত হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়াহুদিদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের ভাষ্য:

ইয়াহূদি জাতির অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে আল্লাহর প্রেরিত রাসূলদের সঙ্গে তাদের জঘন্য দুর্ব্যবহারের কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়। শুদ্ধ দীন ও সঠিক বিশ্বাস থেকে বিচ্যুতির কারণে যেকোনো মানুষের আচরণ এমনই হয়ে থাকে।

ইয়াহূদিদের কাছ থেকে রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের চরম দুর্ভোগ আর যাতনা সহ্য করতে হয়। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে কিছু বর্ণনাও আছে। হাদীস শরীফ, রাসূলের জীবনী ও ইতিহাসের বইগুলোতে ব্যাপক আলোচনা পাওয়া যায়। কুরআন ও রাসূলের হাদীসের ভাষ্যমতে ইয়াহূদি জাতির খলচরিত্রের কিছু নমুনা এখানে উল্লেখ করা হলো। যেমন: মুনাফেকি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে অশোভনীয় আচরণ, ধোঁকা, প্রতারণা, চাটুকারিতা, জ্ঞান দ্বারা উপকৃত না হওয়া, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা, লালসা, কৃপণতা, ভালোর প্রতি অবমূল্যায়ন, নির্লজ্জতা, শঠতা, অহমিকা, লৌকিকতা, ইবাদাতে শিরক করা, নবি-রাসূল ও সৎলোকদের বিরোধিতা, অন্ধ অনুকরণ, জ্ঞান গোপন, তথ্য-বিকৃতি, নিষিদ্ধ কিছু ভোগ করতে কৌশল আঁটা, বিভক্ত হওয়া, পরস্পরকে উসকে দেওয়া, বিচারে স্বজনপ্রীতি, ঘুষ গ্রহণ, মিথ্যাচার, নোংরামি ইত্যাদি।

ইবাদাতে শিরক করা:

ইয়াহূদি জাতি ভ্রান্ত ও শিরকি ধারায় ইবাদাত করত। তারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করত। আল্লাহর ইবাদাতের সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের শিরকের কিছু নমুনা উল্লেখ করে বলেন,

> আর ইয়াহূদিরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা, তারা সেসব লোকের কথার অনুরূপ বলছে, যারা ইতঃপূর্বে কুফুরি করেছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এদের। তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে, তিনি তা থেকে পবিত্র। [সূরা তাওবা, ৯: ৩০-৩১]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়াহূদিরা শুধু কথার শিরকে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তারা তাদের নবি ও সৎলোকদের পূজাও করে। তাদের কবরে সিজদা করে, আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করে।[২৮৬] রাসূল ﷺ তাদের সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ ইয়াহূদিদের ধ্বংস করুন। তারা নবি-রাসূলের কবরে সিজদা করে।[২৮৭]

নবি-রাসূল ও সৎলোকদের বিরোধিতা:

ইয়াহূদিরা পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদের পূজা করত, আবার একই সময় তাদের নবি-রাসূল ও সৎলোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতেও দ্বিধাবোধ করত না। তারা নানা কায়দায় বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত—এমনকি তাদের হত্যা করে ক্ষান্ত হতো। তারা যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া عليهما السلام-কে হত্যা করে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে নবিদের ওপর তাদের নৃশংস বর্বরতার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

> আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, আমরা এক খাবারের ওপর কখনো ধৈর্য ধরব না। সুতরাং তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দু'আ করো, যেন তিনি আমাদের বের করে নেন এমন ভূমিতে যা সবজি; যেমন কাঁকড়, রসুন, মসুর ও পেঁয়াজ উৎপন্ন করে। সে বলল, তোমরা কি যা উত্তম, তার পরিবর্তে এমন জিনিস গ্রহণ করছ, যা নিম্নমানের? তোমরা কোনো এক নগরীতে অবতরণ করো; তবে নিশ্চয় তোমাদের জন্য (সেখানে) থাকবে, যা তোমরা চেয়েছ। আর তাদের ওপর আরোপ করা হয়েছে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হলো—তা এই কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং অন্যায়ভাবে নবিদের হত্যা করত; তার কারণ এই যে, তারা নাফরমানি করেছিল এবং সীমালঙ্ঘন করত। [সূরা বাকারা, ২: ৬১]

জ্ঞান চুরি ও সত্যের বিকৃতি:

প্রাচীনকাল থেকেই ইয়াহূদিরা জ্ঞান গোপন ও সত্য বিকৃত করতে বেশ পটু। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাসূল ﷺ থেকে বলেন, বনু ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল, মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আর বলো 'হিত্তা' (ক্ষমা)। তারা তা বিকৃত করে নিতম্বে হামাগুড়ি দিয়ে বলে, 'হাব্বা ফী শা'ঈরাহ' (যবের মধ্যে গম)।[২৮৮]

সবচেয়ে বড় যে জ্ঞান ইয়াহূদি পণ্ডিতরা গোপন করে এবং এর সত্য ঢাকতে চায়, তা হলো, মুহাম্মাদের নবুওয়াত সম্পর্কিত তথ্য। ইবনু আব্বাস رضي الله عنه বলেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একবার রাফে' বিন হারেসা, সাল্লাম বিন মিশকাম, মালিক বিন সাইফ ও রাফে' বিন হুরাইমিলা রাসূলের নিকট এসে বলে, হে মুহাম্মাদ, আপনি না ইবরাহীমের ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা বিশ্বাসের দাবি করেন? আমাদের তাওরাতের বিধিবিধানের প্রতি ঈমান রাখেন? তাওরাতকে আল্লাহর কিতাব বলে সাক্ষ্য দেন? রাসূল ﷺ তাদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, অবশ্যই; কিন্তু তোমরা তো তাওরাত বিকৃত করেছ এবং তাওরাতে আল্লাহর সঙ্গে তোমাদের ওয়াদা ভঙ্গ করেছ। তোমাদের মানুষের সামনে যা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে, তোমরা তা গোপন করেছ। সুতরাং আমি তোমাদের বিকৃত কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত। রাসূলের কথায় তারা বলে, তাহলে আমরাও আমাদেরটা আঁকড়ে ধরে থাকব; কারণ, আমরা হিদায়াত ও হকের ওপরই আছি। সুতরাং আমরা আপনার আনুগত্যও করি না, আপনার প্রতি ঈমানও রাখি না। এই ঘটনার পর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন,

> বলো হে কিতাবিরা, তোমরা কোনো ভিত্তির ওপর নেই, যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইনজীল ও তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা কায়েম করো। আর তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফুরি বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি কাফির কওমের ওপর হতাশ হয়ো না। [সূরা মায়িদা,৫:৬৮][৯৯]

অভ্যন্তরীণ বিভেদ:

সর্বকালেই ইয়াহূদিরা চিন্তা-চেতনায় শতধা বিভক্ত ও বিচারিক কাজকর্মে ছিল দুর্নীতিগ্রস্থ। বাহ্যিকভাবে তাদের একতাবদ্ধ মনে হলেও সার্বিকভাবে তারা অন্তর্কলহে জর্জরিত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না—তবে সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অবস্থান করে বা দেওয়ালের পেছন থেকে করবে; তারা নিজেরা নিজেদের প্রবল শক্তিধর মনে করে; তুমি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে করছ, অথচ তাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন। এটি এজন্য যে, তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। [সূরা হাশর, ৫৯: ১৪]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘুষ লেনদেন:

বৈধ কিংবা অবৈধ যেকোনো উপায়ে স্বার্থ হাসিলের জন্য ঘুষ লেনদেন করা ইয়াহূদি সমাজের একটি মজ্জাগত চরিত্র। ইয়াহূদি জাতির দুষ্ট চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তারা অধিক মিথ্যা শ্রবণকারী, অধিক হারাম ভক্ষণকারী। সুতরাং যদি তারা তোমার কাছে আসে, তবে তাদের মধ্যে ফায়সালা করো অথবা তাদের উপেক্ষা করো; যদি তাদের উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; আর যদি তুমি ফায়সালা করো, তবে তাদের মধ্যে ফায়সালা করো ন্যায়ভিত্তিক। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। [সূরা মায়িদা, ৫: ৪২]

মুনাফেকি বা কপটতা:

মাদীনায় ইসলাম ও মুসলিমরা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর কতিপয় ইয়াহূদি নেতা ইসলাম গ্রহণের ভান করে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে তাদের আসল রূপ ফাঁস করে দেন।

> আর যখন তারা মু'মিনদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি এবং যখন তাদের শয়তানদের সঙ্গে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী। আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন। [সূরা বাকারা, ২: ১৪,১৫]

চাটুকারিতা ও তাল মিলিয়ে চলা:

ইয়াহূদিরা পরিস্থিতি ও সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলত। অন্যায়ের কোনো বাধা দিত না। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের অভিশাপ দেন। কুরআনুল কারীমে বলেন, বনু ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফুরি করেছে, তাদের দাউদ ও মারইয়াম-পুত্র ঈসার মুখে লা'নত করা হয়েছে—

> তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা নিকৃষ্ট কাজ। [সূরা মায়িদা, ৫: ৭৮, ৭৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জ্ঞান থেকে উপকৃত না হওয়া:

ইয়াহূদি জাতি তাদের জ্ঞানের আলোকে চলত না। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অপচর্চা সম্পর্কে আমাদের ব্যাপক বিবরণ দেন।[২৯০] কুরআনুল কারীমে বলেন,

> যাদের ওপর তাওরাতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তাদের অবস্থা পুস্তক বহনকারী গাধার মতো। যে লোকেরা আল্লাহর আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করে, তাদের অবস্থা কত খারাপ! আল্লাহ জালেমদের সৎপথ দেখান না। [সূরা জুমু'আহ, ৬২: ৫]

হিংসা ও ঘৃণার বিস্তার:

ইয়াহূদি মনের আরেক বিষাক্ত দিক হলো—তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন সবকিছু ঘৃণা করা। সে জিনিস যে প্রকার, যে উৎস থেকেই হোক না কেন, শুধু ইয়াহূদি-ছোঁয়া না থাকার কারণে তা তাদের কাছে ঘৃণা ও অপছন্দের হয়ে যায়। যদি বিষয়টা হয় রাসূল সংশ্লিষ্ট কিছু, তাহলে তো আর কথাই নেই—যেমন:

> কিবলা পরিবর্তনের বিধান, মদ হারামের বিধান ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে মদ হারামের বিধান অবতীর্ণ হলে ইয়াহূদিরা মুসলিমদের বলতে শুরু করে, তোমাদের যে ভাইয়েরা পূর্বে মারা গেছে, তারাও তো মদ পান করত, তাহলে তাদের পরিণাম কী হবে? তাদের প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন—যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারা পূর্বে যা খেয়েছে, তাতে তাদের কোনো পাপ নেই। [সূরা মায়িদা, ৫: ৯৩] আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন, আমিওপাপমুক্ত।[২৯১]

হিংসা-বিদ্বেষ:

ইয়াহূদিরা নবিজিকে তাঁর রিসালাতের কারণে হিংসা করত। কারণ, তারা আশা করত সর্বশেষ নবির আবির্ভাব হবে ইয়াহূদি বংশ থেকে। তারা তাঁর নেতৃত্বে এক হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে; কিন্তু সর্বশেষ নবির আবির্ভাব অন্য বংশ থেকে হওয়ায় তারা রাগে ক্ষোভে হিতাহিত জ্ঞান হারাতে বসে। খেদের প্রকাশ ঘটাতে ও ক্ষতি সাধন করতে তারা নিজ উদ্যোগে নবিজির বিরুদ্ধে জঘন্য শত্রুতায় জড়িয়ে পড়ে। তাঁর সাহাবিদের ঈমান ও তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহের কারণে তারাও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হিংসার পাত্রে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তাদের কাছে সত্য প্রকাশ পাওয়ার পরেও অনেক কিতাবধারী (ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টান) নিজেদের ঈর্ষাবশত তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর আবার তোমাদের কাফের বানাতে চায়। তোমরা ক্ষমা করে যাও এবং উপেক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ (এ ব্যাপারে) তাঁর হুকুম প্রদান করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম। [সূরা বাকারা, ২: ১০৯]

দম্ভ ও অহমিকা:

প্রাচীনকাল থেকেই ইয়াহূদিরা নিজেদের ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গে অহংকার করত। নিজেদের অভিজাত ও উন্নত মনে করত। তাদের দাবি, তারা আল্লাহর পছন্দের জাতি। তাদের বিশ্বাস, জান্নাত শুধু ইয়াহূদিদের জন্য। অন্য সকল ধর্ম ছাড়িয়ে একমাত্র ইয়াহূদি ধর্মই হিদায়াতের ধর্ম। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইয়াহূদিদের ইতর-চরিত্রের মুখোশ তুলে দিয়ে বলেন,

> তারা (ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টানরা) বলে, ইয়াহূদি কিংবা খ্রিষ্টান হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এটা তো তাদের মনের বাসনা। তুমি বলো, তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো। [সূরা বাকারা, ২: ১১১]

ইয়াহূদিরা নানাভাবে বিভিন্ন উপায়ে রাসূলের সঙ্গে অহমিকা-অহংকারে লিপ্ত হতো। তাদের অহমিকার বিবরণ দিতে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, একবার নু'মান বিন আযা, বাহরি বিন আমর ও সা'স বিন আদি রাসূলের সঙ্গে কথা বলতে আসে। রাসূল ﷺ তাদের আল্লাহর পথে ডাকেন। তাঁর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন। রাসূলের কথা শুনে তারা জানতে চায়, মুহাম্মাদ, আপনি আমাদের কীসের ভয় দেখাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ, আমরা তো তাঁর সন্তান ও প্রিয়ভাজন। খ্রিষ্টানরাও এই ধারণাই করে। তাদের ধারণা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলো, তাহলে তোমাদের পাপের কারণে তিনি তোমাদের শাস্তি দেন কেন? তোমরা বরং তার সৃষ্ট অন্যদের মতোই মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আসমান-যমিন ও এর মধ্যবর্তী সবকিছুর কর্তৃত্ব আল্লাহরই। তাঁর কাছেই (সবকিছুর) প্রত্যাবর্তন। [সূরা মায়িদা, ৫: ১৮]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কৃপণতা:

প্রাচীনকাল থেকেই ইয়াহূদিরা সম্পদের প্রতি ভীষণ লালায়িত ও কৃপণ ছিল। তারা ভালো কাজে সম্পদ ব্যয় করত না। আনসারদের সম্পদ ব্যয় না করার কুপরামর্শ দিত এবং বলত, আমাদের আশঙ্কা, তোমরা সম্পদ হারিয়ে দারিদ্র্যের শিকার হবে। প্রতিযোগিতা করে দান খায়রাত করো না। ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করছে, তা তো জানো না। তাদের জঘন্য ধৃষ্টতার ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> (ওরা সেসব লোক) যারা (নিজেরা) কার্পণ্য করে এবং লোকদেরও কার্পণ্য করতে বলে, আর আল্লাহ অনুগ্রহ করে তাদের যা দান করেছেন, তা গোপন করে। আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি লাঞ্ছনাকর শাস্তি। [সূরা নিসা, ৪: ৩৭] অর্থাৎ, তারা আল্লাহর নিয়ামাত আসমানি কিতাব তাওরাতে মুহাম্মাদের সত্যায়নের তথ্য গোপন করে। তাই তাদের জন্য তিনি লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, তারা যদি আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করত এবং আল্লাহ তাদের যে জীবিকা দান করেছেন, তা থেকে (ভালো কাজে) ব্যয় করত, তাহলে তাদের কী এমন ক্ষতি হতো? আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। [সূরা নিসা, ৪: ৩৯]

মুসলিমদের প্রতি চরম শত্রুতাপূর্ণ মানসিকতা:

মুহাম্মাদের নবুওয়াত সত্য, এই তথ্য ইয়াহূদিদের কিতাবেই ছিল এবং এ ব্যাপারে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও শত্রুতাবশত তারা ঈমান থেকে দূরে সরে থাকে। মেতে ওঠে কুফুরি ও মিথ্যাচারে। শত্রুতা এমন এক জঘন্য বিষয়, যা জ্ঞানের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং মানুষকে ঠেলে দেয় মিথ্যা ও ভ্রান্তিতে। তখনই মানুষ কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়। মানুষের এই রুদ্ধ প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> যদি তুমি কিতাবিদের (ইয়াহূদি/খ্রিষ্টানদের) কাছে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত কর, তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না। তুমিও তাদের কিবলার অনুসরণ করতে পার না। তারা নিজেরাও একে অন্যের কিবলার অনুসরণকারী নয়। আর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে, তার পরও যদি তুমি তাদের ইচ্ছানুসারে কাজ কর, তাহলে অবশ্যই তুমি অন্যায়কারীদের একজন বলে গণ্য হবে। [সূরা বাকারা, ২: ১৪৫]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে জাতি ঈমান না এনে শত্রুতা আর বিরুদ্ধাচারকেই নিজেদের ভাগ্য বানিয়ে নেয়। তাদের নিকট মুহাম্মাদ হাজার হাজার দলিল-প্রমাণ হাজির করলেও তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে নিজেদের সিদ্ধান্ত বদলে ঈমান আনবে না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

তবে নিদর্শনসমূহ ও ভীতিপ্রদর্শন অবিশ্বাসীদের কোনো উপকারে আসে না। [সূরা ইউনুস, ১০: ১০১]

আমরা ইয়াহূদি জাতির কয়েকটি দৃশ্যমান দোষের আলোচনা করলাম। কুরআনুল কারীমে ইয়াহূদি জাতির আসল রূপ চিনতে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে। যেন মুসলিম জাতি কোনো সময়, কোনো কালে, কোনো স্থানে ইয়াহূদিদের হাতে প্রতারিত না হয়।

মদিনা সনদের ইহুদিদের প্রতি কৃত ইনসাফের বিপরীতে তাদেরবিশ্বাসঘাতকতা:

মাদীনা সনদপত্রে ইয়াহূদিদের প্রতি রাসূলের সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণতা প্রকাশ পায়। রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকরা ব্যাপক ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে। বহুমুখী আকীদা-বিশ্বাস ও দর্শন মাটিচাপা দেওয়ার নীতি এবং পক্ষপাতিত্বের ভিত্তির সামনে প্রাচীর স্থাপন করা হয়। এই সনদপত্র সাময়িকভাবে কিছুদিন একসঙ্গে পথচলার কোনো পদক্ষেপ নয়; বরং এর মাধ্যমে আল্লাহর রাসূলের জন্য সম্ভব হয়েছে বাইরের শত্রুদের শোধন করা। পাশাপাশি চুক্তিবদ্ধদের বিপরীতে অন্যদেরও শোধনের সূচনা হয়েছে এখানে। আমরা বলতে পারি, ইসলামি রাজনীতির এই অবস্থান আসলে রব্বানি শারী'আত থেকে উদ্ভাসিত।

রাসূলের চুক্তিতে ইয়াহূদিরা ইসলামি রাষ্ট্রের ছায়ায় চুক্তিবদ্ধ জাতি হিসেবে নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা পায়; কিন্তু ইয়াহূদিমনের কলুষ, ধোঁকা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা কখনো দূর হওয়ার নয়। তারা পারল না। আর কোনো কালে মনের বিষাক্ত কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারবেও না। তারা রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চুক্তি ভঙ্গ করে। পরিণামে শাস্তি হিসেবে রাসূল ﷺ বনু কাইনুকা ও বনু নাযীরকে দেশ ছাড়া করেন আর বনু কুরাইযার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড দেন। অতিসত্বর আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চুক্তির ব্যাপারে ইয়াহূদি-চরিত্রের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

(ওরা তো তারাই) যাদের সঙ্গে তুমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছ; কিন্তু প্রতিবারই ওরা নিজেদের চুক্তি ভঙ্গ করে। আর ওরা আল্লাহকে ভয় করে না। [সূরা আনফাল, ৮: ৫৬]

মুফাসসিরদের ব্যাখ্যা মতে ইয়াহূদিরা রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ না করার ও তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষকে সহযোগিতা না করার চুক্তি করেছিল;[২৯২] কিন্তু তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করে রাসূল ও তাঁর সাহাবিদের বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত ও কূটকৌশল আঁটে। তবে মুসলিম ও ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের কোনো চক্রান্তই সফল হয়নি। কারণ, রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সাহাবিদের সর্বোত্তম শিষ্টাচার শেখান। তাদের অন্তরে ঈমানের উন্নত বীজ বপন করেন। নিশ্চিত করেন আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ দাসত্ব। লড়াই করেন সবধরনের শিরকের বিরুদ্ধে। তাঁর সাহাবিদের আরও শেখান বিপ্লবের মাধ্যম, মানসিক ও জাগতিক প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি।

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সম্মান, মর্যাদা, উদারতা, পুরুষত্ব, বীরত্ব, সাহসিকতা, আপসহীনতা, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও ইয়াহূদি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অটল শক্তি হিসেবে গড়ে তোলেন। তাদের শেখান রণাঙ্গনে আমরণ লড়াই ও সমরে শত্রু নিধনের দৃঢ় ও ইনসাফপূর্ণ ফরমুলা। ফলে তারা অবিচল থেকে পরম ধৈর্যের সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক লড়াই করে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হন।

ইয়াহূদিরা ভয়ংকর ধূর্ত ও চরম ধোঁকাবাজ জাতি; কিন্তু তারা রাসূলের যুগের মানুষের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। কারণ, সে সময়কার মানুষেরা ছিলেন আল্লাহর পর্যবেক্ষণ ও রাসূলের নেতৃত্বাধীনে। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও ইয়াহূদিদের সঙ্গে পরিকল্পিত আচরণে নববি আদর্শ চর্চা না করার কারণে মুসলিমরা তাদের নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে জর্জরিত। তাই মুসলিম জাতির একান্ত প্রয়োজন আল্লাহর মনোনীত, প্রাজ্ঞ ও রক্ষণশীল নেতৃত্বের, যা বিপথগামী মানবগোষ্ঠী, ইয়াহূদিদের চরিত্র ও প্রকৃতি বুঝে তাদের সঙ্গে নববি রাজনীতিতে প্রদত্ত মূলনীতির আলোকে রক্ষণশীল আচরণ করবে।

বর্তমানে জাতীয়, রাষ্ট্রীয় নানা খাতে ইয়াহূদিদের নোংরা হস্তক্ষেপ চলছে। যার একমাত্র লক্ষ্যই হলো, মুসলিমদের সব খাতে ব্যাপক নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টি করা। তাদের অরাজকতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

আর তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়। [সূরা মায়িদা, ৫: ৬৩]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়াহূদিদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার এই বিবরণ অতীতের কোনো ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তারা একই কুকর্ম আরও করবে এবং অব্যাহত রাখবে। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত চালিয়ে যাবে। বর্তমানে ইয়াহূদিরা মুসলিমদের নেতৃত্বহীনতার অভাবে পরিকল্পিত চক্রান্তের মাধ্যমে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর জোর কর্তৃত্ব খাটাচ্ছে।

অরাজকতা, নৈরাজ্য ও অশান্তি সৃষ্টিতে ইয়াহূদিদের চাতুর্য কোনো বিতর্কের বিষয় নয়। তারা দুরভিসন্ধি করে নানান জায়গায় পরিকল্পিত দুর্ঘটনা ঘটিয়ে নিজেদের ফায়দা লুটছে। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন বড় ও উন্নত রাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্যহারে ইয়াহূদি উপস্থিতি আছে। তারা দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও প্রচারমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্বের প্রধান দুই মতাদর্শ, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদে তাদের সরব উপস্থিতি। এমনকি দুনিয়াজুড়ে বড় বিপ্লবগুলোতে তারা ঘাপটি মেরে থেকে নিজেদের স্বার্থ লুফে নেয়। তা ছাড়া বর্তমানে ইয়াহূদি লক্ষ্য বাস্তবায়নে ফ্রিম্যাসন, লায়নস, রোটারি, জেহোভা'স উইটনেসেসসহ নানা আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

তবে এটাও সত্য যে, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় এই বিষয়ে কিছু অতিরঞ্জন আছে। অনেকেই স্থায়ীভাবে এই ধারণা করে যে, ইয়াহূদিরাই বিশ্ব চালাচ্ছে। রাজনীতি, গবেষণা, আবিষ্কার ইত্যাদি অঙ্গনে তাদেরই সর্বময় কর্তৃত্ব। ইয়াহূদি নয়, এমন গুণীজনদের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র! উইলিয়াম গায় কারসহ অনেকে এরকম দাবি করেন। এটা সত্য নয়। ইয়াহূদিদের একচ্ছত্র নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তো শুধু শঠতা, প্রতারণা আর হিংসা-বিদ্বেষ উসকে দেওয়ার ক্ষেত্রে, জ্ঞান-বিদ্যায় তাদের অংশগ্রহণ আছে মাত্র, পূর্ণ ক্রেডিট নয়।

ইয়াহূদিদের আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রকাশিত বিপুল সংখ্যক বই তাদের করে যাওয়া অপপ্রচার মেনে নেওয়ার জন্য পরিবেশ তৈরি করে। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে মুসলিম উম্মাহর সাংস্কৃতিক, সামরিক ইত্যাদি পরাজয়ের মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়। যেন সাধারণ মানুষ মনে করে বিশ্বের সব পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ইয়াহূদি ও তাদের দোসরদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। ফলে মানুষ তাদের ভয়ে যুদ্ধ-জিহাদ ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকবে।

ইয়াহূদিরা ইসলামের শত্রু। তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও অস্ত্র দিয়ে রাজনীতি ও সন্ত্রাস করছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইয়াহূদিদের গড়া নানা পথভ্রষ্ট দল শক্তিশালী হচ্ছে। দিন দিন এদের অনুসারী বাড়ছে। অনেকেই এসব ভ্রান্ত দলের অনুসারীর সংখ্যা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও তাদের শক্তি দেখে ভয় পায়। তাদের বিরুদ্ধে লিখলে কিংবা বক্তৃতা করলে জীবন ও জীবিকার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তাই সত্যের পক্ষে থাকা লোকদেরও বড় অংশ অন্তত জীবন-জীবিকা রক্ষার স্বার্থে তাদের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকছে। আসলে মুসলিমদের শত্রু ইয়াহূদিদের খুব ভয়ের চোখে দেখার কিছুই নেই। শয়তানের বন্ধুর চক্রান্ত যত বড়ই হোক না কেন তা দুর্বল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর যারা কাফের, তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। অতএব, তোমরা শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। (দেখবে) শয়তানের কৌশল আসলেই দুর্বল। [সূরা নিসা ৪: ৭৬]

অবিশ্বাসীরা যেটুকু শক্তি পায়, তা কেবল আমরা ঈমান ও ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকার কারণে পায়। সঠিক ঈমানের সামনে এ সমস্ত চক্রান্ত ঝড়ের কবলে পড়া তুলার মতো নিমিষেই উড়ে যায়। তাই শত্রুকে রুখতে হলে আমাদের প্রথম ঈমান মজবুত করতে হবে। তারপর ভয়কে জয় করে এগুতে হবে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে। শত্রুদের ক্রমাগত বিষোদ্গারে আমাদের ভেতর যে ভয় ঝেঁকে বসেছে, তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। ভয় নিয়ে শত্রুর সামনে দাঁড়ানো যায় না, কোনো কাজই করা সম্ভব হয় না।

মুসলিম জাতি সঠিক ঈমান ও ইসলামকে বুকে ধারণ করতে পারলে অবশ্যই ইয়াহূদি ও অন্যান্য শত্রুদের যেকোনো চক্রান্ত নস্যাৎ করতে পারবে। যেকোনো চ্যালেঞ্জ, যেকোনো বিদ্রোহ দৃঢ় হাতে মোকাবিলা করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তোমাদের যদি ভালো কিছু হয়, তাহলে তাদের তা খারাপ লাগে; আর তোমাদের খারাপ কিছু হলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। (তবে) তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জানেন। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১২০]

তবে এসব ইতিবাচক কথায় আবার অতি আশাবাদী হয়ে শত্রু ও তাদের শক্তি সম্পর্কে উদাস ও নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এমনকি নগণ্য ও তুচ্ছ শত্রুর ব্যাপারেও নয়। মধ্যমপন্থায় শত্রুর শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করতে হবে। শত্রুর শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারে ভয়ংকর বক্তব্য দিয়ে সহযোদ্ধাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া যাবে না। এককথায় শত্রুকে তুচ্ছ ভাবা যাবে না আবার ভয়ও পাওয়া যাবে না; বরং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্বচ্ছভাবে যাচাই করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।[২৯৩] সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার ওপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, তাদের কোনো চক্রান্ত কখনো সফল হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের আমাল পরিশুদ্ধ করেন না। [সূরা ইউনুস, ১০: ৮১]

মদিনার প্রতিরক্ষা ও সমরনীতি

প্রতিরোধ-নীতি

রাসূল ﷺ মাদীনায় আগমনের পর মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক পরিসরে প্রতিরক্ষা-নীতি প্রনয়ন ও অবলম্বন করেন। কারণ, শত্রুরা এত বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে, তাদের প্রতিরোধ ও মোকাবিলা ছাড়া এই দীনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আল্লাহ যদি কতক মানুষকে কতক মানুষ দ্বারা দমনের ব্যবস্থা না রাখতেন, তাহলে পৃথিবী বিনষ্ট হয়ে যেত। তবে আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি অনুগ্রহশীল। [সূরা বাকারা, ২: ২৫১]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> যাদের কেবল 'আমাদের প্রভু আল্লাহ' বলার কারণে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে; আর আল্লাহ যদি একদল মানুষকে আরেকদল মানুষ দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে (সন্ন্যাসীদের) আশ্রম, (খ্রিষ্টানদের) গির্জা, (ইয়াহূদিদের) সিনাগগ ও (মুসলমানদের) মাসজিদসমূহ—যেখানে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়—অবশ্যই বিধ্বস্ত হয়ে যেত। আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ তো অবশ্যই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। [সূরা হাজ্জ, ২২: ৪০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হকের মাধ্যমে বাতিলকে দমন করা, সত্যের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিরোধ করা এবং ন্যায়ের মাধ্যমে অন্যায় প্রতিহত করা মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলার এক মহাঅনুগ্রহ—যেমন:

> তিনি তালূত ও মু'মিন সৈন্যদের মাধ্যমে জালূত ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের দমন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তবে আল্লাহ সারা বিশ্ববাসীর প্রতি অনুগ্রহশীল। [সূরা বাকারা, ২: ২৫১]

শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের অনুমোদন মহান অল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ। কারণ, সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে আল্লাহর দীনের বড় সহযোগিতা হয়। আর তাঁর দীনের সহযোগিতায় দীনের ধারকগণ উপকৃত হয়। সূরা হাজ্জে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা একটি মূলনীতি উল্লেখ করে বলেন,

> আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ তো অবশ্যই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। [সূরা হাজ্জ, ২২: ৪০]

মু'মিনদের প্রতি সশসত্র লড়াইয়ের বিধান কয়েকটি ধাপে অবতীর্ণ হয়—

প্রথম ধাপ—বাধা প্রদান। মাক্কায় ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবিগণ রাসূলের নিকট সশস্ত্র লড়াইয়ের অনুমতি চান; কিন্তু তিনি তাদের বাধা দিয়ে বলেন, তোমরা ধৈর্য ধরো, এখনও আমি সশস্ত্র লড়াইয়ের আদেশ পাইনি।

দ্বিতীয় ধাপ—আবশ্যক নয়, শুধু অনুমোদন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদের (আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হলো এ কারণে যে, তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। [সূরা হাজ্জ, ২২: ৩৯]

তৃতীয় ধাপ—মুসলিমদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে উন্মত্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই ফরজ করে দেওয়া হয়। এই বিধান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো আর সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা বাকারা, ২: ১০৯]

চতুর্থ ধাপ—সকল কাফিরের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধ করা ফরজ ঘোষণা। আল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তা'আলা বলেন—

> মুশরিকদের বিরুদ্ধে সবাই একসঙ্গে যুদ্ধ করো, যেমনি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে একসঙ্গে যুদ্ধ করছে। জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গেই আছেন। [তাওবা, ৯: ৩৬]

উদীয়মান ইসলামি রাষ্ট্রের পরিস্থিতি, সামরিক প্রস্তুতি, মানসিক অবস্থা ইত্যাদির আলোকে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হয় সশস্ত্র লড়াইয়ের বিধান। দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরার পর কুরাইশ, ইসলামবিদ্বেষী ও মুসলিমবিরোধী কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই সময়ের দাবি হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে ইসলামি সশস্ত্র লড়াইয়ের বিধান ছিল ঐচ্ছিক, বাধ্যতামূলক নয়—যেন মুসলিমরা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আরব-উপদ্বীপে কাফির-শক্তির সামনে সশক্তিতে দাঁড়াতে পারে। এদিকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা নানা অপপ্রচার ও প্রতিহিংসা ছড়ায়, তখন কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই আবশ্যক হয়ে যায়—তাই ইসলামি রাষ্ট্র ও মুসলিম সেনাবাহিনী সার্বিকভাবে শত্রু মোকাবিলা করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ লড়াইয়ে মুসলিমরা প্রথম কুরাইশ কাফিরদের মোকাবিলা করে। শুরুর এই ধাপটিতে সশস্ত্র লড়াইয়ের বৈধতার অনুমোদন পায়, তবে আবশ্যক হয় না। পরে মুসলিমরা মাদীনায় অবস্থানকালে ইসলাম বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে মুসলিমদের নিরাপত্তা ও আপন ভূমি রক্ষার নিমিত্তে সশস্ত্র লড়াই বাধ্যতামূলক করা হয়—এ থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই মর্মে ফরমান জারি হয়, আর এটিই 'দ্বিতীয় আকাবার শপথ'-এর প্রতিপাদ্য। আকাবার ওই শপথে গোত্র-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল আনসার আল্লাহর আদেশ মেনে ইসলাম, নবি ও সাহাবিদের রক্ষার প্রতিজ্ঞা করেন।

সশস্ত্র লড়াইয়ের অনুমতির পর রাসূল ﷺ সাহাবিদের সামরিক প্রশিক্ষণের প্রতি মনযোগী হন। তাদের শেখান সামরিক কসরত ও আত্মরক্ষার অনুপম সব কৌশল। কারণ, সশস্ত্র লড়াই মহান ও পবিত্রতম ইবাদাত—এতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হয়। তাই তিনি তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করেন। আল্লাহ তা'আলা সামরিক প্রশিক্ষণের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

> তোমরা যেমনই পার তাদের বিরুদ্ধে শক্তি ও অশ্বআরোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরও আতঙ্কিত রাখবে। তোমরা তাদের চেনো না, আল্লাহ চেনেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তা পুরোটাই তোমাদের ফিরিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেওয়া হবে। তোমাদের প্রতি (মোটেও) জুলুম করা হবে না। [সূরা আনফাল, ৮: ৬০]

মুসলিমদের সামরিক প্রশিক্ষণে রাসূল ﷺ নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় দিক থেকেই দিক-নির্দেশ দিতেন।

রাসূলের নৈতিক দিক-নির্দেশ

রাসূল চেষ্টা করতেন—মুজাহিদদের নৈতিক উন্নয়ন যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। তাদের আশার কথা শুনাতেন—নিশ্চিত বিজয় কিংবা জান্নাতের। তখন থেকেই মুজাহিদরা শাহাদাত অথবা শত্রুর প্রাণের নেশায় রণাঙ্গন চষে বেড়াতে শুরু করেন। শাণিত তরবারির ছায়ায় জয় কিংবা শাহাদাতের অগাধ আকাঙ্ক্ষায় জানমাল-মেধাবুদ্ধি সব আল্লাহর রাস্তায় উজাড় করে দেন। জিহাদের পথে মুজাহিদদের উৎসাহ দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার প্রাণ যার হাতে তাঁর শপথ, যদি কতিপয় মু'মিন লোক আমাকে ছেড়ে থাকতে পারত, অথবা আমি তাদের জন্য রণ-পাথেয় গুছিয়ে দিতে সামর্থ্যবান হতাম, তাহলে আমি আল্লাহর পথের কোনো অভিযানেই অনুপস্থিত থাকতাম না। আমার প্রাণ-ধারকের শপথ, আমার ইচ্ছে হয়, আমি আল্লাহর পথে প্রাণ দেবো, আবার জীবিত হব। আবার প্রাণ দেবো, আবার জীবিত হব। আবার প্রাণ দেবো, আবার জীবিত হব। আবার প্রাণ দেবো।[২৯৪] তিনি আরও বলেন, একমাত্র শহিদই জান্নাতে সকল নিয়ামাত লাভের পরেও আবার দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে। তারপর শাহাদাতের মর্যাদার আশায় দশবার আল্লাহর পথে প্রাণ বিনিময় করতে চাইবে।[২৯৫]

প্রশিক্ষণ কৌশলে আল্লাহর রাসূলের দিক-নির্দেশনা প্রদান

আল্লাহর পথের জিহাদে রাসূল ﷺ উম্মাহর সার্বিক শক্তি ব্যয় করার চেষ্টা করতেন। নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলকে জিহাদে যেতে উৎসাহ দিতেন। তির-তরবারি, বাণ-বর্শা, অশ্বারোহণ ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে সামরিক প্রশিক্ষণের তাগিদ দিতেন। রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে নৈতিক দিক-নির্দেশনা ও সামরিক প্রশিক্ষণ একসঙ্গে দিতেন। তাদের দিতেন বিজয়ের সাহস, জান্নাতের আশা ও জানাতেন সামরিক কৌশল। আর বলতেন, সুযোগ পেলেই যেন অস্ত্রবাজি ঝালাই করে নেয়। তিনি বলেন, যে ধনুকবাজি (অস্ত্রচালনা) শিখে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলের না,সেঅবাধ্য।[২৯৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই হাদীসের মর্মে সমগ্র উম্মাহর প্রতি সশস্ত্র প্রশিক্ষণ, হাত-পাকানো ও দৌড়চর্চা করতে বলা হয়েছে। কারণ, ইসলাম সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি যত্নশীল। তাই ইসলাম সর্বদা মহিমান্বিত ত্যাগের উচ্চাভিলাষে আহ্বান করে। মুসলিম উম্মাহকে রাসূল ﷺ সর্বাবস্থায় সাধ্যমতো সামরিক প্রস্তুতির তাগিদ দিতেন। তিনি বলেন, তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে সাধ্যমতো প্রস্তুতি নাও। সাবধান, মনে রেখো, নিক্ষেপণই আসল শক্তি; আবার শোনো, নিক্ষেপণই আসল শক্তি; আবার শোনো, নিক্ষেপণইআসলশক্তি।[২৯৭]

আল্লাহর পথে সশস্ত্র জিহাদের লক্ষ্য:

বিশ্বাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:

সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর দীন নিরাপদ থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো, যাতে ফেতনা (শিরক, কুফর ইত্যাদি অধর্ম) না থাকে এবং দীন সামগ্রিকভাবে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যদি তারা (অন্যায় থেকে) বিরত হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাদের (এ) কাজ দেখতে পান। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (অন্যায় ছেড়ে দিতে রাজি না হয়), তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক; (তিনি) উত্তম অভিভাবক ও উত্তম সাহায্যকারী। [সূরা আনফাল, ৮: ৩৯,৪০]

দীনের অনুষ্ঠান ও ইবাদাতের নিরাপত্তা:

জিহাদ অব্যাহত থাকলে নিরাপদে দীন চর্চা ও ইবাদাত করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আল্লাহ মু'মিনদের রক্ষা করেন। আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যারা যুদ্ধ করছে, তাদের অনুমতি দেওয়া হলো—এ কারণে যে, তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদের কেবল 'আমাদের প্রভু আল্লাহ' বলার কারণে অন্যায়ভাবে বের করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ যদি একদল মানুষকে আরেকদল মানুষ দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে (সন্ন্যাসীদের) আশ্রম, (খ্রিষ্টানদের) গির্জা, (ইয়াহূদিদের) সিনাগগ ও (মুসলিমদের) মাসজিদসমূহ—যেখানে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবশ্যই বিধ্বস্ত হয়ে যেত। আল্লাহ নিশ্চয় তাদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁকে সাহায্য করে। আল্লাহ তো অবশ্যই শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন লোক যে, আমি যদি পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে ও খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবে। আল্লাহর হাতেই সবকিছুর পরিণতি। [সূরা হাজ্জ, ২২: ৩৮-৪১]

দেশে অরাজকতা প্রতিহত করা

জিহাদের মাধ্যমে অরাজকতা ও নৈরাজ্য দমন হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

আল্লাহ যদি কতক মানুষকে কতক মানুষের দ্বারা দমনের ব্যবস্থা না রাখতেন, তাহলে পৃথিবী বিনষ্ট হয়ে যেত। তবে বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহশীল। এগুলো আল্লাহর নিদর্শন; আমি তা তোমার কাছে যথার্থভাবে বর্ণনা করছি। আর অবশ্যই তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা বাকারা, ২: ২৫১-২৫২]

ইবনু কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি কোনো জাতিকে অন্য জাতির মাধ্যমে দমন না করতেন, তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যেত—যেমন: তালূতের সাহসিকতা ও দাউদের বীরত্বের মাধ্যমে বনু ইসরাইলের পক্ষে অন্যদের দমন করেছেন।[২৯৮]

জিহাদ মু'মিনের অন্তরের পরীক্ষা, দীক্ষা ও পরিশুদ্ধির মাধ্যম

জিহাদে গেলে ঈমানের পরীক্ষা হয়—ঈমান খাঁটি ও বিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

অতএব, কাফিরদের সঙ্গে যখন তোমাদের মোকাবিলা হবে, তখন তাদের শিরশ্ছেদ করবে। অবশেষে যখন তোমরা তাদের রক্তপাত ঘটাবে, তখন (অবশিষ্টদের) কষে বাঁধবে (বন্দি করবে)। তারপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ। (তবে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে) যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা নামিয়ে রাখে (শত্রু তার অস্ত্র-সমর্পণ করে)। (এটাই আল্লাহর নির্দেশ) আল্লাহ চাইলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন; কিন্তু তিনি চান, তোমাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করতে। তবে যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় (শহিদ হয়), তাদের কর্ম তিনি কিছুতেই নষ্ট করবেন না। তিনি তাদের সৎপথ প্রদর্শন করবেন এবং তদের অবস্থা ভালো করবেন। আর তাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে বিষয়ে তিনি তাদের জানিয়ে দিয়েছেন। [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ৪-৬]

ইবনু কাসীর— 'কিন্তু তিনি চান, তোমাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করতে' [সূরা মুহাম্মাদ ৪৭: ৪]—আয়াতের তাফসীরে বলেন, কিন্তু তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই ফরজ করেছেন তোমাদের মনের অবস্থা যাচাই করতে, যেমন আল্লাহ তা'আলা জিহাদ-বিধানের রহস্য—'(আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদকারী ও ধৈর্যধারণকারীদের যাচাই করার আগেই কি তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে মনে করছ?' [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৪২]—আয়াতে ঘোষণা করে দিয়েছেন।

জিহাদ কাফিরদের দমনের উপায়

মুসলিমদের সামরিক প্রস্তুতির জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তাদের বিরুদ্ধে যতটা পার শক্তি ও অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যান্যদেরও আতঙ্কিত রাখবেন। তাদের তোমরা চেনো না, আল্লাহ চেনেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পুরোটাই তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তোমাদের প্রতি মোটেও জুলুম করা হবে না। [সূরা আনফাল, ৮: ৬০]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

> তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যেন আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিতে পারেন, তাদের লাঞ্ছিত করতে পারেন, তোমাদের তাদের ওপর বিজয়ী করতে পারেন, মু'মিনদের হৃদয় শান্ত করতে পারেন এবং তাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করতে পারেন। আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা, ক্ষমাশীল হন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ। [সূরা তাওবা, ৯: ১৪-১৫]

রণাঙ্গনে মুজাহিদদের সাহায্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তোমরা তাদের হত্যা করোনি; বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন এবং তুমি যখন (কঙ্কর) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি (তা) নিক্ষেপ করোনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন, যাতে তিনি মু'মিনদের তার পক্ষ থেকে একটি সুন্দর পরীক্ষার মাধ্যমে নিরীক্ষণ করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। এটাই ব্যাপার, আর অবশ্যই আল্লাহ কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন। [সূরা আনফাল, ৮: ১৭-১৮]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন

মুনাফিকদের আসল চেহারা শনাক্ত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদের তোমাদের (বর্তমান) অবস্থায় রাখবেন না। আল্লাহ তোমাদের গায়েব সম্বন্ধেও অবহিত করবেন না; তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান, বেছে নেন। তাই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের বিশ্বাস করো আর তাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৭৯]

ইবনু কাসীর বলেন, এই আয়াতের সারকথা, অবশ্যই এমন একটি পরীক্ষা হওয়া দরকার, যার মাধ্যমে বন্ধু বরণ করা যায় এবং শত্রু শনাক্ত করা যায়। যে পরীক্ষার মাধ্যমে ধৈর্যশীল মু'মিন ও পাপাচার মুনাফিককে পৃথক করা যাবে। এটাই কাঙ্ক্ষিত বদরযুদ্ধ—অগ্নি পরীক্ষা। এই পরীক্ষাতেই মুসলিমদের ঈমান, ধৈর্য, সাহসিকতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যের যাচাই হয় এবং মুনাফিকদের মুখোশ খসে যায়। ফলে জিহাদের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র বিরোধিতা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা

আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করাই জিহাদের মূল লক্ষ্য। কুরআন নাযিলের লক্ষ্য উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আমি তোমার কাছে সত্যসহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি আল্লাহর দেখানো (শেখানো) জ্ঞান দ্বারা লোকদের মাঝে বিচার-মীমাংসা করতে পার। তাই তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। [সূরা নিসা, ৪: ১০৫]

শত্রুতা দমনে জিহাদ

ইসলামের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জিহাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য কাফিরদের পরিকল্পিত শত্রুতা ও আক্রমণ দমন করা। জিহাদের উদ্দেশ্যসমূহ কয়েক ভাগে বিভক্ত—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অমুসলিম দেশে মুসলিমদের সুরক্ষা প্রদান

যদি কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠী নিরাপদ জীবনযাপন ও দীন চর্চার উদ্দেশ্যে কাফির দেশ থেকে মুসলিম দেশে হিজরাত করতে না পারে, তাহলে ওই কাফির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রের জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। নিপীড়িত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে জুলুম অত্যাচার থেকে উদ্ধার করা মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তব্য।[১৯৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তাই যারা আখিরাতের জন্য পার্থিব জীবনকে বিক্রি (ত্যাগ) করতে চায়, তারা যেন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে নিহত কিংবা বিজয়ী হলে অচিরেই আমি তাকে এক মহান পুরস্কার দেবো। তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং সেসব দুর্বল নরনারী ও শিশুদের (রক্ষার) জন্য যুদ্ধ করছ না—যারা বলছে, হে আমাদের প্রভু, অত্যাচারী অধিবাসী-বিশিষ্ট এই জনপদ থেকে আমাদের বের (উদ্ধার) করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী দাও। [সূরা নিসা, ৪: ৭৪-৭৫]

কাফিরদের অগ্রাসন রুখে দেওয়া

ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাফিরদের আগ্রাসন প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং সীমালঙ্ঘন করো না। আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। তোমরা তাদের যেখানেই পাবে, হত্যা করবে এবং তারা যেখান থেকে তোমাদের বের করে দিয়েছিল, সেখান থেকে তাদের বের করে দেবে। ফিতনা (গোলযোগ, বিশৃঙ্খলা, শিরক) হত্যার চেয়েও গুরুতর। তোমরা মাসজিদুল হারামের কাছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের যুদ্ধ করে; যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরা তাদের হত্যা করবে—এটাই কাফিরদের (ন্যায্য) প্রতিফল। আর তারা যদি (যুদ্ধ থেকে) বিরত হয়, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সূরা বাকারা, ২: ১৯০-১৯২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাফিররা ইসলামি রাষ্ট্র আক্রমণ করলে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র জিহাদি প্রতিরোধ গড়ে তোলা মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য—মুসলিম ফকীহগণ এই ব্যাপারে একমত। কারণ, কাফিররা মুসলিম রাষ্ট্রে আক্রমণ করলে ব্যাপক গণহত্যা ও অনাচার চালায় এবং কুফুরি আইন বাস্তবায়ন করে। সেই আইন মানতে নাগরিকদের বাধ্য করে। ফলে মুসলিম রাষ্ট্র আবার কাফির রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

হানাফি আলিমদের কারও কারও মতে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের অবশ্য কর্তব্য কাফিরদের আক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তিনি অসমর্থ হলে নিকটতম অঞ্চলের মু'মিনদের কর্তব্য কাফির-মোকাবিলায় তাকে সহযোগিতাকরা।[৩০০]

জুলুম-অত্যাচার প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে

কোনো কাফির শাসক নাগরিকদের অত্যাচার করলে মুসলিমদের কর্তব্য তাকে প্রতিহত করা। কারণ, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর জুলুম হারাম করে দিয়েছেন। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছেন ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার। অত্যাচার বন্ধে যদি মুসলিমরা এগিয়ে না আসে, তাহলে তারা জঘন্য পাপী সাব্যস্ত হবে। কারণ, শান্তি-সমৃদ্ধি বিস্তৃত করতে জালিম প্রতিহতকরণের কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাক্ষীরূপে তোমরা অবিচল থাকো। কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন ন্যায়বিচার না করতে তোমাদের প্ররোচিত করে। তোমরা ন্যায়বিচার করবে। এটা তাকওয়ার অধিকতর কাছাকাছি। আর আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ নিশ্চয় তার খবর রাখেন। [সূরা মায়িদা, ৫: ৮]

দীন প্রচারের বাধাবিপত্তি দূর করা

মানবজাতির মাঝে আল্লাহর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া মুসলিম উম্মাহর গুরুদায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি দল থাকে, যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজ করতে আদেশ দেবে এবং খারাপ কাজ করতে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম। [আলে ইমরান, ৩: ১০৪]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর শত্রুরা তাঁর দীন প্রচারে সর্বাত্মক বাধা সৃষ্টি করে রাখে। তারা সাধারণ মানুষ ও দা'ঈদের মিলিত হতে দেয় না। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনের পথে সকল বাধা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বলেছেন[৩০১]—

> যারা কুফুরি করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের প্রতি যে সত্য নাযিল করা হয়েছে, তা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের অপরাধসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন। এটা এজন্য যে, যারা কুফুরি করে, তারা মিথ্যার অনুসরণ করে; আর যারা ঈমান আনে, তারা তাদের রবের কাছ থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের উদাহরণ পেশ করেন। অতএব, কাফেরদের সঙ্গে যখন (যুদ্ধের ময়দানে) তোমাদের মোকাবিলা হবে, তখন তাদের শিরশ্ছেদ করবে। অবশেষে যখন তোমরা তাদের (অনেকের) রক্তপাত ঘটাবে, তখন (অবশিষ্টদের) কষে বাঁধবে (বন্দি করবে)। তারপর হয় অনুকম্পা না হয় মুক্তিপণ—যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা নামিয়ে রাখে (শত্রু তার অস্ত্র সমর্পণ করে)। (এটাই আল্লাহর নির্দেশ) আল্লাহ চাইলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন (তাদের শাস্তি দিতে পারতেন); কিন্তু তিনি চান, তোমাদের একদলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করতে। তবে যারা আল্লাহর পথে নিহত (শহিদ) হয়, তাদের কর্ম তিনি কিছুতেই নষ্ট করবেন না। [সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭: ১-৪]

ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধের পূর্বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান:

মাদীনায় রাসূলের নেতৃত্বে নতুন মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্যাণে দেশে স্থিতি ও শান্তি ফিরে আসে; কিন্তু ইসলামের শত্রুদের মনে হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। তারা এই শান্তি ব্যাহত করার জন্য নানা চক্রান্ত ও অপকৌশল আঁটতে শুরু করে। তাই মুসলিমরা শত্রুদের গতিবিধি ও চলাচলের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, যেন তারা দীনের প্রসার ও দাওয়াতের প্রচারে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে না পারে। মাক্কার কুরাইশদের কর্মকাণ্ড রাসূল ﷺ ও মুসলিমদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো অবস্থাতেই তারা কোথাও ইসলামের কোনোরূপ প্রতিষ্ঠা মেনে নিতে পারছিল না। ইসলাম তাদের শিরকের অস্তিত্বের জন্য হুমকি—তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম ও জাহিলিয়াতকে শেষ করবে, তাই ইসলামকে প্রতিহত করতে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। মাক্কার অধিবাসীরা রাসূলের মাদীনা হিজরাত বানচাল করতে ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলাম ও মুসলিমদের গতিরোধ করতে ভয়ংকর অপতৎপরতা চালায়। রাসূলের হিজরাতের পরও তাদের শত্রুতা ও অপতৎপরতা অব্যাহত থাকে। তাদের এই শত্রুতা বিরোধিতা ও অপতৎপরতার জ্বলন্ত বিবরণ মেলে একটি হাদীসে—

আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ থেকে বুখারি বর্ণনা করেন, সা'দ বিন মু'আয বলেন, তিনি উমাইয়া বিন খালফের বন্ধু ছিলেন। উমাইয়া মাদীনার পাশ দিয়ে কোথাও সফরে গেলে সা'দের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। আবার সা'দও মাক্কার পাশ দিয়ে কোথাও সফরে গেলে উমাইয়ার বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। রাসূল ﷺ মাদীনায় হিজরাত করে আসার পর সা'দ 'উমরা পালনের উদ্দেশ্যে বের হন। মাক্কায় পৌঁছে উমাইয়ার বাড়িতে ওঠেন।

উমাইয়া, একটা নির্জন সময়ের কথা বলো তো! যখন আমি একা তাওয়াফ করব, আর কেউ থাকবে না—সা'দ বলেন। উমাইয়া সা'দকে নিয়ে দুপুরের দিকে যান। হঠাৎ কা'বা প্রাঙ্গণে তাদের সঙ্গে আবু জাহলের দেখা হয়ে যায়। আবু জাহল উমাইয়াকে জিজ্ঞেস করে, তোমার সাথে এই লোক কে? উমাইয়া জবাব দেয়, ইনি সা'দ। তাকে লক্ষ করে আবু জাহল বলে, তোমাকে দেখছি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে কা'বায় তাওয়াফ করছ! তোমরাই তো ধর্মত্যাগীদের আশ্রয় দিয়েছ। তাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথাও দিয়েছ। আল্লাহর কসম, আজ উমাইয়া তোমার সঙ্গে না থাকলে তোমাকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে যেতে দিতাম না। আবু জাহলের কথায় সা'দ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, আল্লাহর শপথ, তুমি আমার তাওয়াফে বাধ সাধলে এর চেয়ে কঠিন বাধার মুখে তোমাকে ফেলব। তোমার জন্য মাদীনার আশপাশের ব্যবসায়ের সব পথ বন্ধ করে দেবো। [৩০২]

ইমাম বায়হাকির অন্য বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহর কসম, তুমি আমার তাওয়াফে বাধা দিলে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তোমার শামে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেবো।[৩০৩]

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, আবু জাহল সা'দ বিন মু'আযকে কুরাইশের প্রতিপক্ষ হিসেবে শত্রু দেশের বাসিন্দা গণ্য করে। তিনি কোনো কুরাইশ নেতার নিরাপত্তা না নিয়ে মাক্কায় ঢুকলে তারা তাকে নির্দ্বিধায় হত্যা করে ফেলত। এই হলো, মাদীনাবাসীর প্রতি মাক্কার নেতৃবর্গের এক অচেনা আচরণ। আরব-উপদ্বীপে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাদের আচরণ এমন ছিল না যে, কারও নিরাপত্তা নিয়ে কোনো মাদীনাবাসীর মাক্কায় ঢুকতে হবে; বরং এই নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টির আগে কুরাইশরা মাক্কা-মাদীনার যাতায়াতে কোনোরূপ আনুষ্ঠানিকতার চিন্তাই করতে পারত না। এই প্রসঙ্গে তারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাদীনাবাসীকে লক্ষ্য করে বলে, আল্লাহর শপথ, আরবের বুকে শুধু তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানো ছিল আমাদের কাছে সবচেয়ে ঘৃণার কাজ।

মাক্কা-মাদীনার সম্প্রীতি সম্পর্কে আরেকটি ব্যাখ্যা। আবু জাহল ও সা'দের বাকযুদ্ধের আগপর্যন্ত কুরাইশ ব্যবসায়ী কাফেলাগুলো নিরাপদে শামে যাতায়াত করতে পারত। ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তারা কোনো বাধার শিকার হতো না—অর্থাৎ এই ঘটনার আগ পর্যন্ত মাদীনা মাক্কাবাসীদের ওপর কোনো অর্থনৈতিক বয়কট আরোপ করেনি এবং তাদের চলাচলে বাধা দেয়নি। এই ঘটনা থেকে মাক্কাবাসীর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা মাদীনাকে শত্রুরাষ্ট্র মনে করে এবং তারা মাদীনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়। এ কারণেই আবু জাহল কোনো মুসলিমকে নিরাপত্তা-চুক্তি ছাড়া মাক্কায় ঢুকতে দিতে রাজি ছিল না।

সুনানু আবু দাঊদের আরেকটি ঘটনায় ইসলামি রাষ্ট্র মাদীনার বিরুদ্ধে মাক্কার নেতাদের যুদ্ধংদেহি মনোভাব আগেই প্রকাশ পায়। আবদুর রাহমান বিন কা'ব বিন মালিক রাসূলের কয়েকজন সাহাবির সূত্রে বর্ণনা করেন, কুরাইশরা ইবনু উবাই ও তার আউস ও খাযরাজ বংশের মূর্তিপূজক সহচরদের এই মর্মে চিঠি পাঠায় (এই ঘটনা রাসূলের মাদীনায় অবস্থানকালে বদরযুদ্ধের প্রাককালে): তোমরা আমাদের লোকদের আশ্রয় দিয়েছ; কিন্তু আমরা চাই, তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে দেশছাড়া করবে। যদি না কর, তাহলে আমরা সর্বশক্তি নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামব। আমরা তোমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করব আর নারীদের দাসী বানাব। 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার মুশরিক সহচররা এই সংবাদ পেয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে সমবেত হয়। ব্যাপারটি জানতে পেরে রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে দেখা করে বলেন, তোমরা দেখছি কুরাইশের হুমকিতে খুব সন্ত্রস্ত! শোনো, তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদের চক্রান্ত তোমাদের বিরুদ্ধে কুরাইশের চক্রান্তের চেয়েও জঘন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমরা কি তোমাদের সন্তান ও ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাচ্ছ? রাসূলের কথা শুনে তারা যে যার মতো চলে যায়।[৩০৪] এ থেকে রাসূলের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা ফুটে ওঠে। তিনি সমস্যাটি সূচনাতেই সমাধান করে ফেলেন এবং গোত্রীয় আভিজাত্যের মূলে স্পর্শকাতর টোকা মারেন। তিনি মানব-হৃদয়ের গভীর আকুতি বুঝতে পেরে মাদীনার মুশরিকদের মনে দাগ কাটে এমন কথা বলেন। ইসলামি ঐক্য বিনষ্টকরণ ও অভ্যন্তরীণ শক্তি নির্মূলে মুশরিকদের সমূহ পদক্ষেপে নবিজির এই দূরদর্শিতা আমাদের জানা প্রয়োজন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরবর্তী সময়ে কুরাইশের লোকেরা মাদীনায় ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধের কথা বলতে থাকে। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যুদ্ধের অনুমতি এসে যায়। ফলে কুরাইশের সঙ্গে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মাদীনা রাষ্ট্র উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারে। মাদীনার বিরুদ্ধে কুরাইশের যুদ্ধের ঘোষণা প্রতিহতকরণ ও ইসলামি দাওলাতের ভিত্তি মজবুতকরণের দিকে রাসূলুল্লাহ মনোযোগী হন। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন সারিয়া (শত্রু মোকাবিলার জন্য রাসূলের পরিকল্পনায় পাঠানো মুসলিম সেনাদলের নাম সারিয়া) প্রেরণ ও যুদ্ধ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৩০৫] এখন বদরের আগে উল্লেখযোগ্য কিছু সারিয়ার কথা তুলে ধরব।

আবওয়া অভিযান

রাসূল ﷺ প্রথমে আবওয়া অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযান 'ওয়াদ্দান' নামেও পরিচিতি পায়। আবওয়া ও ওয়াদ্দান এলাকা দুটি মাত্র ছয় কিংবা আট মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এই অভিযানে কোনো লড়াই হয়নি, তবে কিনানার শাখা গোত্র বনু জামরার সঙ্গে শান্তিচুক্তি হয়। দ্বিতীয় হিজরির সফর মাসে এই অভিযান চালানো হয়। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈনিক মিলিয়ে এই অভিযানের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র দুশো।[৩০৬]

উবাইদা ইবনুল হারিসের বাহিনী

রাসূল ﷺ প্রথমে এই বাহিনীর জন্য রণ-কেতন নির্ধারণ করেন।[৩০৭] বাহিনীটি গঠন করা হয় ৬০ জন মুহাজিরের সমন্বয়ে। বিপরীতে কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা ছিল পদাতিক ও আরোহী মিলিয়ে প্রায় দুশো। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু সুফিয়ান বিন হারব। রাবিগ প্রান্তরের জলাশয়ের নিকট দুই পক্ষের মাঝে লঘু সংঘাত হয়। এতে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস তির ছুড়েন। তার ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তিরই ইসলামের পক্ষে প্রথম তির।[৩০৮]

আমিই আল্লাহর পথের প্রথম ধনুক নিক্ষেপকারী পুরুষ

মুসলিমদের সামরিক ইতিহাসে কাফিরদের সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা হয় এই আবু উবাইদা ইবনুল হারিস অভিযানেই। দু-পক্ষে মৃদু বাণ-বিনিময় হয়। সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস প্রথম এই অভিযানে তির ছুড়েন। তিনিই আল্লাহর পথে প্রথম ধানুকির খেতাব পান। তবে তাদের মধ্যকার লড়াই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কারণ, উভয় পক্ষই নিরাপদে গন্তব্যে যেতে মরিয়া ছিল; কিন্তু মুসলিমরা প্রস্থান করে বীরত্ব ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শৃঙ্খলার সঙ্গে। এই নিরাপদ ও বীরত্বপূর্ণ প্রস্থানের অগ্রভূমিকা পালন করেন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস। তার লক্ষ্যভেদী বাণ-বৃষ্টির ফলে কাফিররা দিশেহারা হয়ে ছুটে পালায়। এর ফলে মুসলিমদের পক্ষে এক নিরাপত্তাব্যূহ তৈরি হয়। এই সুযোগে উতবা বিন গাযওয়ান ও আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ﷺ মুসলিমদের কাছে পালিয়ে চলে আসেন। ইতঃপূর্বেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই অভিযানেই সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস ইসলামের পক্ষে প্রথম সামরিক সমৃদ্ধির স্বাক্ষর রাখেন।

হামযাহ বিন 'আবদুল মুত্তালিবের বাহিনী

ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আবওয়া অভিযান থেকে মাদীনায় ফিরে সঙ্গে সঙ্গেই হামযাহ বিন 'আবদুল মুত্তালিবকে ত্রিশজন মুহাজির আরোহী সৈন্য দিয়ে আইস প্রান্তরের সাইফুল বাহর এলাকার উদ্দেশে পাঠান। উপকূলীয় এলাকায় মাক্কার তিনশো আরোহী সৈন্যসহ আবু জাহল বিন হিশামের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। বিচক্ষণ মাজদি ইবনু আমের আল জুহানি তাদের নিবৃত্ত করে উভয় দলকেই সমঝোতায় নিয়ে আসেন। তারা শান্ত হয়ে বিনা লড়াইয়ে যে যার মতো চলে যায়।[৩০৯]

বুওয়াত অভিযান

দ্বিতীয় হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল ﷺ কুরাইশ বণিক কাফেলার গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে দুশো সাহাবি নিয়ে বুওয়াত অভিযানে বের হন। এসময় বণিক কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন উমাইয়া বিন খালফ। তার সঙ্গে ছিল একশো সওদাগর ও দুই হাজার পাঁচশ উট। কৌশলগত কারণে রাসূল ﷺ তাদের মুখোমুখি না হয়ে মাদীনায় ফিরে আসেন।

উশাইরাহ অভিযান

এ যাত্রায় রাসূল ﷺ আবু সালামা বিন 'আবদুল আসাদকে মাদীনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে উশাইরাহ অভিযানে বের হন। সেখানে জুমাদাল উলা মাস ও জুমাদাল উখরা মাসের কয়েক রাত অবস্থান করে বনু মুদলিজ ও তার বনু যামরাহ গোত্রীয় মিত্রদের সঙ্গে সন্ধি করেন। কৌশলগত কারণে যুদ্ধে না জড়িয়ে মাদীনায় ফিরে আসেন। কারণ, রসদবোঝাই বণিক কাফেলাটি দিন কয়েক আগেই সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা দিয়ে শামের উদ্দেশে চলে গেছে—পরবর্তী সময়ে কাফেলা ফেরার সময় যখন আবার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি দেখা দেয়, তখন কুরাইশরা সংবাদ পাওয়া মাত্র দলবেঁধে ছুটে আসে। রাসূলের সঙ্গে তাদের ভয়াবহ মোকাবিলা হয়—এটাই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের বাহিনী

উশাইরাহ যুদ্ধের পর রাসূল ﷺ সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে আট প্লাটুন মুহাজির সাহাবি পাঠান। তারা হিজাযের খাররা এলাকা পর্যন্ত গিয়ে কৌশলগত কারণে বিনা লড়াইয়ে আবার ফিরে আসেন।[৩১১]

প্রথম বদরযুদ্ধ

মাদীনার চারণভূমিতে আক্রমণ চালিয়ে কুরয বিন জাবির আল-ফিহরি কয়েকটি উট ও গবাদিপশু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই খবর পেয়ে রাসূল ﷺ তার তালাশে বদর প্রান্তরের সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত যান। কিন্তু কুরয বিন জাবির পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। রাসূল ﷺ তাকে গ্রেপ্তার না করেই মাদীনায় ফিরে আসেন।[৩১২]

'আবদুল্লাহ বিন জাহশ আল-আসাদির বাহিনী

রজবের শেষ তারিখে রাসূল ﷺ দক্ষিণ মাক্কার নাখলা এলাকার উদ্দেশে 'আবদুল্লাহ বিন জাহশের নেতৃত্বে নজরদারি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য আট প্লাটুন মুহাজির সাহাবি পাঠান; কিন্তু পথিমধ্যে একটি কুরাইশ বণিক কাফেলার সঙ্গে তাদের সংঘাত হয় । এতে তারা জয় লাভ করেন। এই সংঘাতে কুরাইশ বণিক নেতাকে তারা হত্যা করেন আর বাকি দুইজন পুরুষ 'উসমান বিন 'আবদুল্লাহ ও হাকাম বিন কাইসানকে বন্দি করে মাদীনায় নিয়ে আসেন। এই সংঘাত থেকে পাওয়া সম্পদ রাসূল ﷺ গ্রহণ না করে আল্লাহর ওয়াহির অপেক্ষা করতে থাকেন। তারপর আল্লাহর ওয়াহি আসে,

> লোকেরা তোমার কাছে পবিত্র মাসে (মুহাররাম, রজব, যুলকা'দা ও যুলহিজ্জা) যুদ্ধ করা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। তুমি বলে দাও, এসময় যুদ্ধ করা একটি গুরুতর অন্যায়। তবে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেওয়া, তাঁর সঙ্গে কুফুরি করা এবং মাসজিদে হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া ও তার বাসিন্দাদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া—আল্লাহর কাছে আরও গুরুতর অন্যায়। আর ফিতনা হত্যার চেয়ে গুরুতর। তারা (কাফিররা) তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে, যতক্ষণ না তারা পারলে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে নেয়। আর তোমাদের মধ্যে যারা তাদের দীন থেকে ফিরে যাবে এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের কাজসমূহ দুনিয়া ও আখেরাতে নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। [সূরা বাকারা, ২: ২১৭]

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল ﷺ গানীমাত ও বন্দিদের গ্রহণ করেন। এই অভিযানেই মুসলিমরা প্রথম গানীমাত লাভ করেন। আমর ইবনুল হাদরামি মুসলিমদের হাতে প্রথম নিহত ব্যক্তি। আর 'উসমান বিন 'আবদুল্লাহ ও হাকাম বিন কাইসান মুসলিমদের হাতে প্রথম বন্দি।[৩১৩]

কিছু শিক্ষা, কিছু অর্জন

জিহাদের সূচনা

দ্বিতীয় হিজরির গোড়ার দিকে জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হয়। এত দেরির কারণ হলো, হিজরাতের প্রথম বছর মুসলিমদের ধার্মিক ও পার্থিব পরিপাটির পেছনেই কেটে যায়। মাসজিদে নববি নির্মাণ, ঘরদোর গোছানো, আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করা, রাজনীতির পট-পরিষ্কার করা, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন, ইয়াহূদি ও অন্য গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সন্ধি করা ইত্যাদি গোছাতে গোছাতেই তাদের এক বছর কেটে যায়। এসব দিক বিবেচনাতেই হয়তো হিজরি প্রথম বছরের শেষ দিকে জিহাদের বিধানঅবতীর্ণহয়।[৩১৪]

সারিয়া ও গাযওয়ার পারিভাষিক পার্থক্য

সাধারণত সীরাত-রচয়িতাগণ রাসূলের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানের নাম গাযওয়া দেন—এতে লড়াই হওয়া বা না হওয়া কিংবা সৈন্যসংখ্যার কোনো ভূমিকা নেই। আর শত্রু মোকাবিলার জন্য রাসূলের পরিকল্পনায় পাঠানো মুসলিম সেনাদলের নাম সারিয়া বা বি'স রাখেন—এতে সশস্ত্র লড়াই হতেও পারে, নাও হতে পারে; কখনো-বা শত্রুর ওপর নজরদারি কিংবা তথ্যানুসন্ধানের জন্য পাঠনো হয়। সাধারণত সারিয়ার সৈন্যসংখ্যা কম হয়ে থাকে। কারণ, এ সকল অভিযান শত্রুকে ধাওয়া করা, আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্যই পাঠানো হতো। রাসূল ﷺ ২৭টি গাযওয়া পরিচালনা করেন আর ৩৮টি সারিয়া প্রেরণ করেন। উম্মাহর জন্য তিনি এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করেন মাত্র দশ বছর সময়কালে।[৩১৫]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাদীনার আদমশুমারি ও সারিয়া অভিযানে এর প্রভাব

হিজরাতের প্রথম বছর ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ার পর রাসূল ﷺ মাদীনায় লোক গণনার নির্দেশ দেন। শুধু মুসলিমদেরই এই গণনার আওতায় আনা হয়। রাসূল ﷺ বলেন, লোকদের মাঝে ইসলাম গ্রহণকারীদের নামের তালিকা করো। এই পরিসংখ্যানে এক হাজার পাঁচশ মুসলিমের নাম তালিকাভুক্ত হয়। মুসলিমরা তাদের সদস্যসংখ্যা দেখে অবাক ও বিস্মিত হয়ে যায়। কেউ কেউ তো বলেই বসে, আর কীসের ভয়? আমাদের হাজার মানুষের এক বিশাল দল! এই পরিসংখ্যানের আগে মুসলিমরা তাদের সঠিক জনসংখ্যা না জানার কারণে আতঙ্কে থাকত। আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে ঘুমাত। রাসূল ﷺ সাহাবিদের রাতে একাকী বাইরে বের হতে বারণ করতেন—কে জানে কোথায় কোন গুপ্তঘাতক ঘাপটি মেরে বসে আছে! এই আদমশুমারির পর থেকে সরাসরি গাযওয়া ও সারিয়া অভিযান শুরু হয়ে যায়। সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র মাদীনার উন্নয়নের গতি বেড়ে যায় অনেক গুণ।[৩১৬]

রাসূলের জন্য সাহাবিদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাব্যবস্থা

রাসূলের জন্য সাহাবিগণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা তৈরি করেন। মু'মিনজননী 'আয়িশা رضي الله عنها বলেন, একবার এক রাতে রাসূল ﷺ ঘুমাতে পারেননি। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, হায়, যদি কোনো চৌকশ সাহাবি রাতে আমার নিরাপত্তাব্যবস্থা করত! হঠাৎ আমরা অস্ত্রের শব্দ শুনতে পাই। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করেন, কে? জবাব আসে, হে রাসূল, আমি সা'দ। আপনাকে পাহারা দেবো বলে এসেছি। সা'দকে পেয়ে রাসূল ﷺ নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে ঘুমান। আমরা তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতেপাই।[৩১৭]

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের[৩১৮] আগ পর্যন্ত মুসলিমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন। তবে মু'মিনজননী 'আয়িশার বর্ণনা থেকে আত্মরক্ষার বিধান পাওয়া যায়। শত্রু থেকে বাঁচার জন্য মুসলিমদের অবশ্যই আত্মরক্ষা ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীন হওয়া যাবে না। মুসলিমদের নেতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। শত্রুর গুপ্তহত্যার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এই সমস্ত মহান কাজে ব্রতী রক্ষী অনেক সাওয়াব ও সম্মান অর্জন করে। রাসূল ﷺ আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখার পরেও নিরাপত্তা তলব করেছেন শুধুই পার্থিব রীতি চর্চার এবং উম্মাহকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে।[৩১৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনু জামরাহ গোত্রের সঙ্গে চুক্তিপত্রের মূল কথা ও পর্যালোচনা

রাসূলের চুক্তিপত্রটি এমন ছিল—

> ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে বনু জামরাহ বিন বাকর বিন 'আবদু মানাত বিন কিনানার সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে যে, তাদের লোকজন ও ধনসম্পদ নিরাপদ। তাদের বহিঃশত্রু থেকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই শর্তে যে, কোনো অবস্থাতেই তারা আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে যেতে পারবে না এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ ডাকামাত্রই তারা তাঁর ডাকে সাড়া দেবে। তাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। সৎকাজ ও তাকওয়ার ভিত্তিতে তারাসহযোগিতাপাবে।[৩২০]

আবওয়া অভিযানে রাসূল ﷺ সুযোগের সদ্ব্যহার করেন। এ যাত্রায় তিনি বনু জামরাহ গোত্রের নেতার সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেন। কারণ, উন্নয়নশীল ইসলামি রাষ্ট্র ও কুরাইশের মধ্যকার যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে এই গোত্রের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে তাদের এলাকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে রাসূল ﷺ মাক্কা-মাদীনার মাঝে যেকোনো মাত্রার সশস্ত্র যুদ্ধে তাদের নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত রাসূল ﷺ মুহাজিরদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানের মাধ্যমে কুরাইশ বণিক কাফেলাগুলোকে তটস্থ করে রাখেন। মজার বিষয় হলো, এই বাণিজ্য কাফেলাগুলোতে কোনো নিরাপত্তাবাহিনী থাকত না। তখনো বিষয়টি কুরাইশ নেতৃবর্গের ধারণার ঊর্ধ্বে ছিল।

বনু জামরাহ ও এর মিত্র কাবীলাগুলো মাদীনার কাছাকাছি বসবাস করত। মাদীনাই তাদের একমাত্র বাজার, জীবিকার উৎস। তাই ভৌগোলিক কারণে তাদের পক্ষেও মাদীনার সঙ্গে শান্তিচুক্তি না করে থাকা সম্ভব ছিল না। ফলে রাসূলের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে তারা কোনো প্রকার আক্রমণ থেকে বিরত থাকে।

ভূ-রাজনীতির সন্ধির কল্যাণে আশপাশের বিভিন্ন গোত্র ও জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মুসলিমদের সামরিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক চুক্তির পথ সুগম হয়ে যায়। ইসলামিক বিধানে রাজনৈতিক মৈত্রীর চর্চা ও প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের ক্ষতিরোধের লক্ষ্যেই তা করা যাবে। মৈত্রী হতে হবে বৈধ ও স্পষ্ট উদ্দেশ্যে, ক্ষতিরোধ ও যৌথ কল্যাণের লক্ষ্যে। মৈত্রী চুক্তিতে মুসলিমদের প্রাধান্য ও প্রভাব থাকা বাঞ্ছনীয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্তমান যুগের তাবেদারি ও লেজুড়বৃত্তিক মৈত্রী ইসলামি বিধিসম্মত নয়। তাই মুসলিম নেতৃবর্গের উচিত রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে রাসূলের আদর্শের আনুগত্য করা এবং ইসলামি বিধির মূলনীতি অনুধাবন করা।

[৩২১]রাসূল ﷺ বনু জামরাহকে এই শর্ত দেন যে, তারা ইসলামের তরে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবেন। এ ক্ষেত্রে বনু জামারাহ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং ইসলাম প্রসারে কোনো বাধা দেবে না। আল্লাহ্‌র রাসূলের অত্যন্ত বিচক্ষণতা সমৃদ্ধ এই সন্ধির ফলে ইসলাম প্রসারের সকল বাধা কেটে গেল।[৩২২] ঐতিহাসিকগণের মতে এই চুক্তি ইসলামের সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে একবিশালঅর্জন।[৩২৩]

আল্লাহর পথে প্রথম ধনুক নিক্ষেপকারী[৩২৪]

মুসলিমদের সামরিক ইতিহাসে কাফিরদের সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা হয় আবু উবাইদা ইবনুল হারিস অভিযানে। দুই পক্ষে মৃদু বাণ বিনিময় হয়। সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস প্রথম এই অভিযানে তির ছুড়েন। তিনিই আল্লাহর পথেপ্রথম ধানুকির খেতাব পান। তবে দু-পক্ষের মধ্যকার লড়াই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কারণ, উভয়পক্ষই নিরাপদে গন্তব্যে যেতে মরিয়া ছিল; কিন্তু মুসলিমরা প্রস্থান করে বীরত্ব ও শৃঙ্খলার সঙ্গে। এই নিরাপদ ও বীরত্বপূর্ণ প্রস্থানের অগ্রভূমিকা পালন করেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ। তার লক্ষ্যভেদী বাণ-বৃষ্টির ফলে কাফিররা দিশেহারা হয়ে ছুটে পালায়। এর ফলে মুসলিমদের পক্ষে এক নিরাপত্তাব্যূহ তৈরি হয়। এই সুযোগে উতবাহ বিন গাযওয়ান ও আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ﷺ মুসলিমদের কাছে পালিয়ে চলে আসেন। ইতঃপূর্বেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই অভিযানেই সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ইসলামের পক্ষে প্রথম সামরিক সমৃদ্ধির স্বাক্ষর রাখেন। আল্লাহ্‌র দীনের সহযোগিতায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ ও অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন।

এই অভিযানের কল্যাণে মুহাজিরদের মাধ্যমে রাসূলের বিশেষ উন্নয়নশীল রাজনীতির গতি বেগবান হয়। বিশেষ করে ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধ পর্যন্ত এই খণ্ড যুদ্ধগুলো পরিচালিত হয় দ্বিতীয় আকাবার ঐক্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে।[৩২৫]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জুহাইনা গোত্রের সঙ্গে সন্ধির অধ্যাদেশ ও পর্যালোচনা

সন্ধি চুক্তির মূল বক্তব্য এমন ছিল—

> জুহাইনার লোকজন ও তাদের সম্পদ নিরাপদ থাকবে। তাদের শত্রু ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাদের সহায়তা দেওয়া হবে—তবে ইসলাম ও মুসলিমদের বেলায় নয়। তাদের পল্লি ও শহরাঞ্চলের মুত্তাকি ও সৎকর্মশীলদের সমতার দৃষ্টিতে দেখা হবে।[৩২৬]

এই সন্ধির সুফল প্রকাশ পায় মাজদি বিন জুহানি যখন হামযা বিন 'আবদুল মুত্তালিব ও আবু জাহল বিন হিশামের মাঝে মধ্যস্থতা করেন। তখন আবু জাহল তিনশ কুরাইশ অশ্বারোহী সৈন্যপরিবেষ্টিত হয়ে বণিক কাফেলা নিয়ে ফিরছিল। জুহাইনা গোত্রের এলাকা আইস প্রান্তরে যুদ্ধংদেহি দুই দল মুখোমুখি হয়। এই উত্তপ্ত মুহূর্তে দুই দলকে নিশ্চিত যুদ্ধ থেকে ফেরান জুহাইনা সরদার মাজদি বিন আমর। তিনি মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধির কারণে উভয় পক্ষের মাঝে শান্তি রক্ষায় অবদান রাখেন। সবাই তার কথা মেনে শান্ত মনে যে যার দেশে চলে যায়।[৩২৭]

এই সন্ধি চুক্তি থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়, সামরিক অভিযানের পূর্বে মুসলিমদের প্রতিবেশী গোত্রদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে নেওয়া ভালোই হয়েছে। এই শান্তি চুক্তির ফলে লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত জুহাইনা গোত্র মাক্কার কাফিরদের সঙ্গে মুসলিমদের যুদ্ধ থামাতে সহায়তা করে।

রাসূলের এই শান্তি চুক্তি থেকে বোঝা যায়, ইসলামি রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মাঝে শান্তি চুক্তি হতে পারে। এই শর্তে ইসলামি রাষ্ট্র তার শত্রু রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করতে পারবে যে, তারা ইসলামি রাষ্ট্রের সহযোগিতা করবে—যদি কোনো রাষ্ট্র, ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুসলিমরা তার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত থাকতে পারবে—যদি শত্রু তার মিত্রের মিত্র হয় এবং এতে মুসলিমদেরও কোনো ক্ষতি না হয়।

হামযা ﵁ ও কুরাইশ বণিক কাফেলা মুখোমুখি হওয়ার কারণে মাক্কার মুশরিকরা ভীষণ ভীত হয়। তারা বাণিজ্যিক সফর ও অর্থনৈতিক শক্তির ব্যাপারে উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে। এমনকি আবু জাহল মাক্কায় এসে তীব্র উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, মুহাম্মাদ মাদীনায় আশ্রয় পেয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। সে তোমাদের সম্পদ হরণ করতে চায়। তোমরা তাঁর এলাকায় সতর্কতার সঙ্গে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চলাফেরা করো। তাঁর ব্যাপারে সাবধান থেকো। সে হিংস্র সিংহের মতো ঘাপটি মেরে বসে আছে। সে তোমাদের বিরক্তির কারণ। তোমরা তাকে বানরের মতো খালি পায়ে ঘর ছাড়া করেছ। আল্লাহর শপথ করে বলছি, সে জাদু জানে। আমার মনে হয়, তাঁর ও তাঁর চ্যালাচামুণ্ডাদের সঙ্গে শয়তান চলাচল করে। আর শুনে রাখো, আমি কাইলার গোত্রকে (আউস-খাযরাজ) ঘৃণা করি। ওরা এক শত্রু, আরেক শত্রুকে আশ্রয়দিয়েছে।[৩২৮]

আবদুল্লাহ বিন জাহশের বাহিনীর বিবরণ ও কিছু শিক্ষা

'আবদুল্লাহ বিন জাহশের বাহিনীর মাধ্যমে মুসলিমদের অনেক উপকার হয়েছে। এই বাহিনীর বিবরণ থেকে জানা যায়, রাসূল ﷺ বাহিনী প্রধানের নিকট একটি চিঠি লেখেন এবং চিঠিটি দুই দিনের পথ পাড়ি দেওয়ার পর খোলার নির্দেশ দেন। কখনো কখনো যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গোপন রাখা অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ রণকৌশল সম্পূর্ণ গোপন রাখেন। রাসূল ﷺ এই বাহিনীর গন্তব্য ও যাত্রাপরিকল্পনা গোপন রাখার জন্যই তাদের দুই দিন পর চিঠি খুলতে বলেন—যেন তারা শত্রু অধ্যুষিত এলাকা পার হয়ে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে যায়। কারণ, মাদীনায় প্রচুর ইয়াহূদি ও মূর্তিপূজক বসবাস করে। তাই রাসূল ﷺ চাচ্ছিলেন, সবার অজান্তে এই দল পূর্বের দলের পদানুসরণ করে গোপনে যেন মাক্কার লোকদের তথ্য সংগ্রহ করে আনে। বাহিনীর সদস্যরা গন্তব্যের সম্পর্কে না জেনেই চলে যাওয়ার পর রাসূল ﷺ আশ্বস্ত হতে পারলেন, তাঁর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য ফাঁস হবে না।[৩২৯]

গবেষক পাঠকের কাছে এই অনুগত বাহিনীর মাঝে নববি শিক্ষার প্রভাব দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তারা সকলেই রাসূলের কথা শোনেন এবং মানেন। তাই শত্রু-এলাকার উদ্দেশে যাত্রা করে নিরাপদে তা পার হয়ে যান। এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, সাহাবিদের ঈমান কত দৃঢ় ছিল। তারা আল্লাহর পথে নিজেদের জীবনকে কত তুচ্ছ মনে করতেন![৩৩০]

পবিত্র মাসে লড়াই বিষয়ে কুরাইশের প্রোপাগান্ডা

মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপারে কুরাইশরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে নানা অপ-প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালায়। তারা দাবি করে, মুসলিমরা পবিত্র মাসের সম্মান রক্ষা করছে না। ইবরাহীমি শিক্ষার অবমাননা করছে—যদিও আরব্য জাহিলি সমাজে ইবরাহীমি শিক্ষার নিষ্প্রভ আলোর কিছুটা তখনো অবশিষ্ট ছিল—যেমন: জাহিলি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরবরা নিষিদ্ধ মাসে খুনখারাবি করা অন্যায় মনে করত। এই সুযোগে তারা রাসূল ﷺ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ মাস অবমাননার অপবাদ রটাতে থাকে। কুরাইশরা বলে বেড়ায়, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীরা পবিত্র মাসের মান রক্ষা করছে না। তারা এই মাসে হত্যা ও রক্তপাতে লিপ্ত হচ্ছে। তারা মানুষের সম্পদ লুট করে তাদের বন্দি বানাচ্ছে।[৩৩১]

প্রত্যক্ষভাবে অপপ্রচার চালিয়ে কুরাইশরা কিছুটা সফলতার মুখ দেখে। তাদের অপপ্রচারে মুসলিমরা কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে যায়। এমনকি খোদ মাদীনায় ও জনমনে এর প্রভাব পড়ে। এ নিয়ে স্বয়ং মুসলিমদের মাঝে বিতর্ক বাড়তে থাকে। কেউ কেউ অভিযানে যাওয়া সদস্যদের অস্বীকার করে বসে। তারা নিষিদ্ধ মাসে সামরিক কর্মকাণ্ড অমান্য করে—পাছে ইয়াহূদিরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং বলে বেড়ায়, কুরাইশ-মুসলিম যুদ্ধ নিশ্চিত। আরেকটু আগ বাড়িয়ে বলে, নিষিদ্ধ মাসের অবমাননার কারণে মুসলিম ও গোটা আরব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। ইয়াহূদিরা রটিয়ে বেড়ায়, ‘আমর ইবনুল হাদরামির ঘাতক ওয়াকিদ বিন ‘আবদুল্লাহ। আমর, তুমি যুদ্ধ জিইয়ে রেখেছ; হাদরামি, তুমি যুদ্ধে হাজির হয়েছ আর ওয়াকিদ তুমি যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করেছ।[৩৩২] ইয়াহূদিদের এই কথাগুলো থেকে মনের ভেতর চেপে রাখা মুসলিম-বিদ্বেষ ঠিকরে পড়ে।[৩৩৩]

চারদিকের নানা গুজব আর অপপ্রচারের কারণে অভিযানের সদস্যরা দ্বিধায় পড়ে যান। তারা মানসিক পরাজয় ও ক্ষতির আশঙ্কা করেন। এই বিপন্ন সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তির বাণী আসে। খসে পড়ে ইয়াহূদি ও মুশরিকদের মিথ্যার মুখোশ। কুরআনের সামনে টিকতে পারে না তাদের কোনো কথা। কুরআন ঘোষণা দেয়—আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া ও কুফুরি করা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। দীনের মাঝে অরাজকতা সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ মাসে হত্যার চেয়েও গুরুতর অন্যায়। অথচ কুরাইশরা এ সকল অন্যায়, অপরাধ অনায়াসে করে বেড়ায় আর নিষিদ্ধ মাসের মান রক্ষার জন্য কপট আক্ষেপ, উদ্‌বেগ প্রকাশ করে। আসলে তাদের এই কপটতা ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধে হামলে পড়ার এক অপকৌশলমাত্র। তারা এই কৌশলে মূর্তিপূজারি গোত্রসমূহের সহমর্মিতা লাভ ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর অপচেষ্টা চালায়।[৩৩৪]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের অপপ্রচারে স্বয়ং রাসূলও ﷺ কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন। অভিযানের নেতা ও সদস্যদের ঈষৎ ভর্ৎসনা করেন। কিছু সময় পরই আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হয়, যা দ্ব্যর্থহীনভাবে কুরাইশদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সকল দাবি প্রত্যাখ্যান করে। নিষিদ্ধ মাসে লড়াই অবৈধ হলেও আল্লাহর নিকট তার কোনো সম্মান নেই, যে অসংখ্য নিষিদ্ধকে লঙ্ঘন করে আল্লাহর পথে বাধা দেয়।[৩৩৫]

সৈনিকের প্রতি সেনাপতির আন্তরিকতা

এক অভিযানে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ও উতবা বিন গাযওয়ান মরুভূমিতে তাদের একটি উট হারিয়ে খুঁজতে থাকেন। এমন সময় কুরাইশের লোকজন রাসূলের নিকট আসে তাদের দুই বন্দিকে ছাড়িয়ে নিতে। তিনি তাদের ছেড়ে না দিয়ে বলেন, আমার আশঙ্কা, তোমরা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ও উতবা বিন গাযওয়ানকে খুন করে এসেছ। কিছুক্ষণ পর সাহাবি দুজন অক্ষত ফিরে এলে রাসূল ﷺ তাদের ছেড়ে দেন। সাহাবিদের প্রতি রাসূলের আন্তরিকতা দেখে হাকাম বিন কাইসান ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলের সান্নিধ্যে থেকে যান। আর 'উসমান বিন 'আবদুল্লাহ বিন মুগীরা কাফির অবস্থায় ফিরে যান।

রাসূলের আদর্শ থেকে আমরা বুঝতে পারি, তিনি সৈনিকের নিরাপত্তার ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, সাহাবিরাই তো দীন কায়েম ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন। আধুনা সামরিক পাঠশালার মতে একজন সৈনিক তখনই সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও ত্যাগ অর্পণ করে, যখন সে মহান নেতৃত্ব, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পায়।[৩৩৬]

সমরে নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের সুফল

ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধের পূর্বেকার খণ্ড অভিযানে বাহিনীগুলোর মধ্যে 'আবদুল্লাহ বিন জাহশের বাহিনী ছিল অসাধারণ। এই বাহিনী কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কুরাইশের অগোচরে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলোতে গোয়েন্দা অভিযান পরিচালনা করেন। রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কুরাইশদের প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মনোভাব যাচাই করেন এবং তাদের নজরদারিতে রাখেন। এ সকল গোয়েন্দা অভিযানে রাসূল ﷺ মুখে কথা বলার চেয়েও গুপ্ত চিরকুটের মাধ্যমে মেয়াদি পদ্ধতিতে তথ্য-বিনিময় করতেন। কারণ, সামরিক কৌশল যত গোপন রাখা যায়, শত্রুকে কুপকাত করা তত সহজ হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবদুল্লাহ বিন জাহশের বাহিনী সর্বোচ্চ ত্যাগ, দায়িত্বশীলতা, আন্তরিকতা, পার্থিব বিমুখতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখে। তারা বিনা প্রশ্নে নির্দ্বিধায় রাসূলের সকল আদেশ-নিষেধ যথাযথ মান্য করেন। নির্দিষ্ট মেয়াদের পর গোপন চিরকুট খুলে যথাবিহীত নির্দেশ পালনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। প্রায়ই সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন জাহশ তার সৈনিকদের বলতেন, তোমাদের মাঝে যার মনে তীব্র শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা আছে, সে-ই যেন আমার সঙ্গে থাকে; আর যার শাহাদাতের ইচ্ছে নেই, সে যেন চলে যায়। আর আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছ, আমি রাসূলের নির্দেশে ছুটে চলি।[৩৩৭]

বদরযুদ্ধের পূর্বে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য

রাসূলের বিভিন্ন অভিযান সম্পর্কে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায়, তিনি গভীর দূরদর্শিতার সঙ্গে অভিযানগুলো পরিচালনা করতেন এবং অনেক উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রতিটি অভিযানের পরিকল্পনা করতেন। ফলে প্রত্যেক অভিযানেই অনেক উপকারিতা, শিক্ষা ও অর্জন থাকত। বদরযুদ্ধের পূর্বেকার কয়েকটা অভিযান পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, এ অভিযানগুলোর সকল সদস্যই মুহাজির, তাদের কেউই আনসার নন। সীরাত-গবেষক ইবনু সা'দ বলেন, সকল সীরাতবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধের পূর্বেকার সকল অভিযানের সদস্যরাই মুহাজির ছিলেন। বদরযুদ্ধের আগ পর্যন্ত রাসূল ﷺ কোনো আনসার সাহাবিকে এ সকল অভিযানে পাঠননি। তিনি এমনটা করেছেন কিছু পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সামনে রেখেই। রাসূলুল্লাহ চিন্তা করেন, সবার আগে মুহাজির সাহাবিদের মনে আল্লাহর পথে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা জাগিয়ে তোলা দরকার, তারপর অন্যদের মাঝে। তিনি ভাবেন, কুরাইশদের অর্থনৈতিকভাবে সংকটে ফেলতে হবে। মুসিলমদের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করতে হবে। কাফিরদের সামরিক শক্তি খর্ব করে দিতে হবে। সাহাবিদের দিতে হবে সামরিক প্রশিক্ষণ। তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে তাদের গতিবিধির ওপর। মাদীনার অভ্যন্তরীণ ও প্রতিবেশী শত্রুদের তটস্থ করে রাখতে হবে। যাচাই করতে হবে শত্রুর সামরিক সক্ষমতা। ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধের পূর্বেকার অভিযানের মাধ্যমে এ সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো—

দেশের ভেতর-বাইরে মাদীনা রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তার করা

এ সকল অভিযানের ফলে মাদীনা ও প্রতিবেশী এলাকার লোকদের কাছে মুসলিম ও ইসলামি রাষ্ট্রের শক্তি-সামর্থ্যের ব্যাপারে একটা সমীহ তৈরি হয়। মুসলিমদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সামরিক শক্তি-সামর্থ্য ও বীরত্ব দেখে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের মনে ভয় ধরে যায়। মাদীনার ইয়াহূদি ও মূর্তিপূজারি গোত্রের লোকজন মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কিংবা কাউকে সামরিক সহায়তা দিতে হাজারবার ভাবতে শুরু করে। ক্রমবর্ধমান সামরিক ও গোয়েন্দা অভিযানের কারণে কুরাইশদের শামকেন্দ্রিক অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য চরম হুমকির মুখে পড়ে যায়। বণিক কাফেলাগুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থা করতে গিয়ে আমদানি-রপ্তানি খরচ অনেক গুণে বেড়ে যায়। ফলে মাক্কার বণিক ও সওদাগরদের জানমালের নিরাপত্তা হুমকির পাশাপাশি দ্রব্যমূল্যও অসহনীয়হারে বেড়েযায়।[৩৩৮]

কতিপয় গোত্রের উপার্জন ও বেদুইনদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ

রাসূল ﷺ জুহাইনা গোত্র ও তাদের প্রতিবেশী কতিপয় গোত্রের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেন। মাক্কা-মাদীনার সীমান্তবর্তী এলাকায় তাদের আবাসস্থল হওয়ায় কুরাইশ-মুসলিম যুদ্ধে তারা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে এবং এই যুদ্ধ তাদের জীবন-জীবিকায়ও বেশ প্রভাব ফেলতে পারে। তা ছাড়া কুরাইশদের সঙ্গে এ সকল গোত্র বহুকাল ধরে দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক রক্ষা করে আসছে। কুরআন মাজীদ এই মৈত্রীকে 'ইলাফ' শব্দে বিবৃত করেছে। এই সম্পর্কের কারণে কুরাইশ তার শাম ও ইয়ামানকেন্দ্রিক ব্যবসায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে পারে। রাসূলের সঙ্গে কয়েকটি গোত্রের শান্তিচুক্তি হলে কুরাইশদের বাণিজ্য ঝুঁকির মুখে পড়ে এবং এই অঞ্চলে মুসলিমদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার লাভ করে।

বেদুইনদের উৎপাত নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ নিরাপদ করতে রাসূল ﷺ এই বিষয়ে মনোযোগ দেন। এমনিতে ব্যবসায়ী কাফেলাগুলো বেদুইনদের নির্মম লুটতরাজের আতঙ্কে থাকত। কোনো মুসাফির তাদের এলাকা দিয়ে যেতে চাইলে তাদের মাশুল দিয়ে যেতে হতো। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তাদের এসব অপকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে তারা কুরয আল-ফিহরির নেতৃত্বে মাদীনা আক্রমণের চেষ্টা করে; কিন্তু রাসূল ﷺ তাকে ধাওয়া করে মাদীনা থেকে দেড়শ কিলোমিটার দূরে বদর প্রান্তরের নিকটবর্তী সাফওয়ান এলাকায় পাঠিয়ে দেন। এই ধাওয়াকে সীরাতবিদগণ অবহিত করেন 'ছোট বদর' যুদ্ধ হিসেবে। এই ধাওয়ায় বেদুইনরা কঠিন শিক্ষা পায়। আর কোনোদিন কোনো বেদুইন মাদীনা আক্রমণের কল্পনাও করতে সাহস করেনি। ফলে লোকজন ডাকাতদের হাত থেকে রেহাই পায়। উপরন্তু সেই দুরন্ত বেদুইনরা এই কাজ ছেড়ে মুসলিমদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়।[৩৩৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামি বিজয়-আন্দোলন বেগবান হয়

ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বহু কমান্ডো ও গোয়েন্দা অভিযান চলানো হয়। ফলে মুসলিম বাহিনীর জন্য এ ধরনের অভিযান নিয়মিত সামরিক চর্চার রূপ নেয়। উত্তাল সমুদ্রের অবিরাম ঢেউয়ের মতো মুসলিমদের সামরিক অভিযানগুলো চলতে থাকে। এতে ইসলামের শত্রুদের মনে ইসলামি জিহাদের ব্যাপারে ভয় ঢুকে যায়। মহান নেতা রাসূলের নেতৃত্বে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়। তাদের যাত্রায় কোনো বিরতি নেই, নেই কোনো ক্লান্তি। বোদ্ধা পাঠকের দৃষ্টি এড়াবার নয় যে, রাসূলের যুগের অভিযানগুলোতে সাহাবিরা সৈনিক কিংবা সেনাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য কী পরিমাণ উদ্‌গ্রীব থাকতেন। তাই রাসূল ﷺ তাদের রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত করতে এবং কাঙ্ক্ষিত বিজয়ের জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত করেন; আর প্রস্তুত করেন মহান জান্নাতের জন্য—যার সুসংবাদ তিনি সাহাবিদের দিতেন যুদ্ধ, শান্তি, ভয় ও নিরাপদ—সর্বাবস্থায়।

রাসূলের পরবর্তীকালের সামরিক অভিযানের সেনা ও সেনাপতিদের দিকে লক্ষ করলে কিছু উজ্জ্বল নাম আমরা দেখতে পাই। শাম বিজয়ী আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, কাদিসিয়ার সেনাপতি ও মাদাইন বিজয়ী সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, ইয়ারমুক রণাঙ্গনে রোম বিজয়ী আল্লাহর মুক্ত তলোয়ার খ্যাত খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং মিশর ও লিবিয়া বিজয়ী আমর ইবনুল আ'স ﵃ প্রমুখ সাহাবি। রাসূলের যুগের সামরিক অভিযানসমূহ ছিল একেকটি জীবন্ত প্রশিক্ষণ; বরং আরও একধাপ এগিয়ে বলা যায়, তা ছিল পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিজয়ীদের নেতৃত্বের প্রশিক্ষণশালা।

চারিত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন

আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনায় হিজরাতের পর সূরা বাকারার শুরুর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও কপট লোকদের গুণাগুণ-পরিচয় এই আয়াতগুলোর আলোচ্যবিষয়। এরপর রয়েছে ইয়াহূদি-খ্রিষ্টান কিতাবধারী সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা। তবে কুরআনুল কারীমে ইয়াহূদি-সম্প্রদায়ের প্রকৃতি, পরিচয় ও স্বরূপ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, মাদীনায় ইসলাম আগমনের পর প্রথম তারাই ইসলামি দাওয়াতি কাজে বাধা দেয়। লক্ষণীয় হলো, আল্লাহ তা'আলা মাদীনাতেই প্রথম মানবজাতিকে তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার আহ্বান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জানান। তিনি সূরা বাকারায় বলেন—

> হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রভুর দাসত্ব করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকতে পার;—যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা এবং আকাশকে শামিয়ানা বানিয়ে দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তার সাহায্যে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপন্ন করেছেন; তাই তোমরা সবকিছু জেনে আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করো না। [সূরা বাকারা, ২: ২১-২২]

মাদানি জীবনে কুরআন মুনাফিকদের ব্যাপারে মুসলিমদের সতর্ক করে দেয়; তাদের অনুসরণ করতে বারণ করে; নতুন রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য তাদের ঝুঁকিযুক্ততার ব্যাপারটি অবহিত করে। কেননা, মাদীনায় ইসলাম আগমনের পরপরই এই কপটদের অপতৎপরতা শুরু হয়। মাক্কায় মুসলিমদের এমন কোনো শক্তি ও কর্তৃত্ব ছিল না, যার দ্বারা মানুষ তাদের ভয় কিংবা শুভকামনার মোসাহেবি করে তাদের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে অথবা বিদ্বেষবশত গোপনে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে; তবে প্রায়শই মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা অপতৎপরতা চালাত। তখনকার ছোট-বড় প্রায় সূরাতেই মুনাফিকদের চরিত্র, প্রকৃতি সম্পর্কে নানা তথ্য ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু সে যুগের দ্বিতীয়ার্ধে এই অপতৎপরতা কমে এসে ক্ষীণ হতে থাকে।[৩৪০]

মাদানি জীবনে কুরআন মানুষের জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ও সৃষ্টির মূল তত্ত্ব উপস্থাপন করে, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে জান্নাতের প্রতি, সতর্ক করে জাহান্নাম থেকে এবং মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নে নানা বিধান প্রণয়ন করে। ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি মজবুত করে। কারণ, ইসলামি রাষ্ট্রই হবে দীন প্রচারের কেন্দ্রভূমি ও আল্লাহর পথে জিহাদের সূচনাপট।

মাদীনায় ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়নের সঙ্গে মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতিও হয়। কুরআন শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের করা হয় বিশেষ মূল্যায়ন। তাদের মূল্যায়ন করেই রাসূল ﷺ অনেক হাদীস বয়ান করেন। পরবর্তী সময়ে হাদীসগ্রন্থগুলোতে শিক্ষাবিষয়ক অনেক অধ্যায় যুক্ত হয়।

কুরআন ও সুন্নায় শিক্ষার গুরুত্ব ও মূল্যায়নের ফলে মুসলিম উম্মাহর মনে এ বিষয়টি বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, শিক্ষাই অস্তিত্বের খুঁটি। আল্লাহ কোনো মূর্খ জাতিকে টিকিয়ে রাখেন না। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে শিক্ষাকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উপস্থাপন করা হয়েছে। উৎসাহিত করা হয়েছে জ্ঞানার্জনের প্রতি। কুরআনের ভাষায় অবিশ্বাস, মূর্খতা ও ভ্রান্তির বিপরীত হলো জ্ঞান। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

যে ব্যক্তি রাতেরবেলায় সেজদারত বা দাঁড়ানো অবস্থায় (সালাতের মধ্যে) আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকে, পরকালের ভয় করে ও নিজ প্রভুর অনুগ্রহ কামনা করে, সে কি (তার সমান হবে, যে এমনটি করে না)? বলো, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? বস্তুত বুদ্ধিমানেরাই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। [সূরা যুমার, ৩৯: ৯]

একমাত্র জ্ঞানের ব্যাপারেই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তৃষিত হৃদয়ে চাইতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

হে মুহাম্মাদ, আপনি বলুন—হে প্রভু, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। [সূরা তাহা, ২০: ১১৪]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা আদমকে সর্বজ্ঞানেই গুণী করে ফেরেশতাদের সামনে হাজির করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

তিনি আদমকে (সকলের) নাম শিখিয়ে দেন; তারপর (নামগুলো যাদের) তাদের ফেরেশতাদের সামনে হাজির করে বলেন, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তাহলে তোমরা আমাকে এদের নামগুলো বলো দেখি। [সূরা বাকারা, ২: ৩১]

এভাবে একই ধারায় রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের ঈমান, আকীদা ও চরিত্র-সংক্রান্ত নানা বিষয় শেখাতে থাকেন। তাদের একক ও দলগতভাবে শেখান শারী'আর নানা বিধিবিধান। সময়ের পরিক্রমায় রাসূলের বিজ্ঞ অধ্যাপনা ও সাহাবিদের নিরলস অধ্যয়নের কল্যাণে আমাদের হাতে আসে এক বিশাল সমৃদ্ধ জ্ঞানভান্ডার। রাসূল ﷺ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সাহাবিদের শেখাতেন, যেন তারা ভালোভাবে শিখে নিজেদের বদলাতে পারে। মাক্কা ও মাদীনার জীবনে রাসূল ﷺ সাহাবিদের কয়েক পদ্ধতিতে শেখাতেন।[৩৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কথা বলার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রাসূলের অনন্য নীতি

বারবার বলা, দ্বিরুক্তি করা

রাসূল ﷺ প্রত্যেক কথা একাধিকবার বলতেন, যেন শ্রোতারা সহজে বুঝতে পারে ও তাদের মনে গেঁথে যায়। কথার সারমর্ম অনুধাবন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি হাদীস—

> আনাস বিন মালিক ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ একটি কথা তিনবার বলতেন, যেন শ্রোতা মর্মানুধাবন করতে পারে।[৩৪২]

ধীরে ধীরে ও থেমে থেমে বলা

রাসূল ﷺ শ্রোতার সুবিধার্থে ধীরে ও থেমে কথা বলতেন, এমনকি শব্দ ও বাক্য আলাদা আলাদা বলতেন—যেন শ্রোতার শুনেই মুখস্থ হয়ে যায়। রাসূলের থেকে বর্ণনা করতে কোনো বিকৃতি কিংবা পরিবর্তনের কসুর না ঘটে। রাসূল ﷺ এতটাই ধীরে সাগ্রহে কথা বলতেন, শ্রোতা চাইলে তাঁর কথার বাক্যগুলো গুনতে পারত।[৩৪৩] উরওয়া বিন যুবাইর বর্ণনা করেন, আয়িশা ﷺ তাকে বলেন, ওমুককে দেখে তোমার অবাক লাগে না! একবার আমি যিকির করছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার কামরার পাশে বসে আমাকে শোনানোর জন্য রাসূলের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করেন। আমার যিকির শেষ করার আগেই সে উঠে চলে যায়। আমি তাকে পেলে শুধরে দিতাম যে, রাসূল ﷺ তোমাদের মতো এভাবে (হড়বড় করে) কথা বলতেননা।[৩৪৪]

সহজবোধ্য কথা, সাবলীল ও সময়-উপযোগী ভাষার ব্যবহার

রাসূল ﷺ মধ্যমপন্থায়, পরিমিত মাত্রায়, নির্দিষ্ট বিষয় ও সময়ের দিকে নজর রেখে তাঁর সাহাবিদের উপদেশ দিতেন, যেন সাহাবিগণ সানন্দে তাঁর কথা শুনতে ও মানতে আগ্রহী হন। তিনি সাহাবিদের প্রতি লক্ষ রাখতেন, তারা যেন সহজে বুঝতে পারেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেন, 'রাসূল ﷺ আমাদের খুব যত্নসহকারে উপদেশ দিতেন—পাছে আমরা যেন বিরক্ত না হই, তা খেয়াল রাখতেন।[৩৪৫]

উপমাসহকারে বক্তব্য দেওয়া

উপমাসহ বক্তব্য শ্রোতার মন-মগজে গভীর রেখাপাত করে। এমন বক্তব্যে শ্রোতা যেন বক্তার আসর থেকে সরেজমিনে হাজির হয়। কাহিনি ও কাহিনিস্থলের সম্পর্ক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শ্রোতার চোখে ভাস্বর হয়ে ধরা দেয়। তা ছাড়া উপমায় হৃদয় বুঁদ হয় আর মগজ প্রখর হয়। এজন্যই কুরআন অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপমানির্ভর বক্তব্য পেশ করেছে এবং অনেক আয়াত উপমার সুদিকগুলো ব্যাখ্যা দেয়। উপমা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> এসব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দিয়ে থাকি। তবে কেবল জ্ঞানীরাই তা বুঝতে পারে। [সূরা আনকাবূত, ২৯: ৪৩]
>
> অন্যত্র বলেন, আমি যদি এই কুরআনকে একটি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম, তাহলে পাহাড়টিকে তুমি আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হতে দেখতে। আমি মানুষের জন্য এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি, যেন তারা চিন্তা করে। [সূরা হাশর, ৫৯: ২১]

এভাবে রাসূল ﷺ তাঁর ভাষারীতিতে ঐশ্বরিক ধারা অবলম্বন করতেন। প্রচুর পরিমাণে উপমা উদাহরণ দিতেন।

> 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল থেকে এক হাজার উপমা মুখস্থ করেছি। পরবর্তী সময়ে রাসূলের হাদীস থেকে অনেক উপমাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এমন একটি অন্যতম উপমাগ্রন্থের নাম *আমসালুল হাদীস*—

এটি রচনা করেন কাজি আবু মুহাম্মাদ বিন হাসান বিন 'আবদুর রহমান আর রামাহুরমুযি। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৩৬০হিজরিতে।[৩৪৬]

বক্তার পক্ষ থেকে শ্রোতাদের প্রশ্ন করা

আরও জীবন্ত ও আরও প্রাণবন্ত উপায়ে পাঠদান করতে হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি প্রশ্ন করতে হবে। এতে শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক গভীর হয়। শিক্ষার্থীর মাথা প্রখর হয়। উদ্যম ও সতেজতা ফিরে পায়। রাসূল ﷺ সাহাবিদের শিক্ষা দিতে নানাভাবে প্রশ্ন করতেন। ফলে তারা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতেন, চিন্তা করতেন এবং মুখস্থ করে নিতেন। সাহাবিদের উদ্দীপ্ত করতে রাসূল ﷺ সাধারণত কয়েকভাবে প্রশ্ন করতেন—

দৃষ্টি-আকর্ষণ-অব্যয় ব্যবহার করতেন। এই রীতি প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদের আল্লাহর পাপ মোচন ও সম্মান বৃদ্ধির কারণসমূহ জানিয়ে দেবো? সাহাবিগণ বলেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। রাসূল ﷺ বলেন, শীতকালে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভালোভাবে ওযু করা, বেশি বেশি মাসজিদে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাওয়া, এক সালাত শেষে আরেক সালাতের অপেক্ষায় থাকা। আর জেনে রেখো, এতেই মুসলিম রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরার সাওয়াব মিলবে।[৩৪৭]

কখনো সাহাবিদের সম্পূর্ণ অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। আর তারা সবিনয়ে জানিয়ে দিতেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল তাদের উৎসুক আর উদ্‌গ্রীব করতেই এমনটা করতেন। আবু হুরায়রা ﷺ বলেন, রাসূল তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি জানো, কে রিক্তহস্ত? সাহাবিরা বলেন, যার দিরহাম নেই, পার্থিব কিছু নেই, সে-ই তো রিক্তহস্ত। রাসূল তাদের শুধরে দিয়ে বলেন, আমার উম্মাহর মাঝে সে-ই রিক্তহস্ত, যে কিয়ামাতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাতের 'আমাল নিয়ে হাজির হবে—আবার সঙ্গে গালি, অপবাদ, লুণ্ঠন, খুন ও অত্যাচারের পাপ থাকবে। তখন সকল সংক্ষুব্ধকে তার পুণ্য দিয়ে দেওয়া হবে। বিচার নিষ্পত্তির আগে তার পুণ্য ফুরিয়ে গেলে সংক্ষুব্ধদের পাপ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপকরাহবে।[৩৪৮]

কখনো রাসূল ﷺ প্রশ্ন করতেন আর কোনো সাহাবি সঠিক উত্তর দিতে পারলে তাকে সাহস দেওয়ার জন্য তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। উপস্থিত অন্যান্য সাহাবিদের উৎসাহ দিতেন। একবার রাসূল ﷺ উবাই ইবনু কা'বের সঙ্গে এই আচরণ করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আবুল মুনযির, কুরআনের কোন আয়াতটি সবচেয়ে মহান বলো তো? আমি তাঁকে সবিনয়ে জানাই, সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসি অংশ। তিনি আমার উত্তরে খুশি হয়ে আমার বুক চাপড়ে বলেন, আবুল মুনযির, জ্ঞানই হোক তোমার জন্য সহজলভ্য।[৩৪৯]

দুর্লভ ও উদ্দীপক বিষয় উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীর জ্ঞানপিপাসা বাড়িয়ে দেওয়া:

এই প্রসঙ্গে জাবির বিন 'আবদুল্লাহ একটি সুন্দর ঘটনা বলেন, একবার রাসূল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে মাদীনার বাজারের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখতে পান, পথের পাশে একটি মৃত মেষশাবক পড়ে আছে; কান দুটো কাটা। রাসূল ﷺ শাবকটির কানে হাত রেখে সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কেউ কি এটা এক দিরহামের বিনিময়ে নেবে? তারা জানান, আমরা নেব না; এটা আমাদের কী কাজে আসবে? তারপর রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা কি চাও এটা তোমাদের হোক? তারা জবাব দেন, আল্লাহর শপথ, এটা জীবিত হলেও তো কান কাটা, আর মরে যাওয়ার পর তো প্রশ্নই আসে না। সাহাবিদের জবাবে রাসূল বলেন, তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহর নিকট দুনিয়া এই মৃত মেষের চেয়েও তুচ্ছ।[৩৫০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্ণনামূলক মাধ্যমে উপস্থাপনা

হালের বর্ণনামূলক উপস্থাপনার মাধ্যমে বক্তৃতা করতেন রাসূল ﷺ, যেন বক্তব্যের কথা শ্রোতার মন-মগজে গভীর রেখাপাত করে পরিবেশ পরিস্থিতিসমেত তারা রাসূলের মর্মকথা অনুধাবন করতে পারেন। রাসূলের বর্ণনামূলক রীতি ছিল—

ইঙ্গিতনির্ভর উপস্থাপনা

হাত নেড়ে বিবৃতি দেওয়া। রাসূল ﷺ দুই হাতের আঙুল একসঙ্গে মিলিয়ে দুই বিশ্বাসীর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বোঝাতেন। এই সম্পর্কে আবু মূসা আশ'আরি রাসূলের বিবৃতি বর্ণনা করেন—

> বিশ্বাসী বিশ্বাসীর জন্য যেন প্রাচীরের গাঁথুনি—এই বলে দুই হাতের আঙুলগুলো একসঙ্গে মিলিত করেন রাসূল ﷺ।[৩৫১]

চিত্রনির্ভর উপস্থাপনা

একবার সাহাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মাটিতে কয়েকটি রেখা এঁকে রাসূলুল্লাহ এর ব্যাখ্যা দেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেন, একটি রেখা এঁকে রাসূল ﷺ বলেন, এটা আল্লাহর পথ। তারপর সেই রেখার ডানে বামে আরও কয়েকটি রেখা এঁকে বলেন, এগুলো বিচ্ছিন্ন কিছু পথ। এ সকল পথে আহ্বান করে একেকজন নিযুক্ত শয়তান। অবশেষে কুরআন থেকে ব্যাখ্যা দেন তিনি,

> আর এই হচ্ছে আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এই পথই অনুসরণ করো, অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না। করলে সেসব পথ তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। তিনি তোমাদের এই আদেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা (বিভ্রান্তি থেকে) বেঁচে থাকতে পার।[৩৫২] [সূরা আন'আম, ৬: ১৫৩]

আলোচ্যবস্তু হাজির করে বক্তব্য প্রদান করা

পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় ও স্বর্ণালংকারের বিধান আলোচনা করতে গিয়ে রাসূল ﷺ এগুলো হাজির করেন। এই প্রসঙ্গে 'আলি বিন আবি তালিব رضي الله عنه বর্ণনা করেন, একবার রাসূল ﷺ তাঁর ডান হাতে এক টুকরো রেশমি বস্ত্র, বাম হাতে এক টুকরো স্বর্ণ নিয়ে বলেন, আমার উম্মাহর পুরুষদের জন্য এই দুটি বস্তু নিষিদ্ধ।[৩৫৩] আরেকটি বর্ণনায় নাসাঈ আবু মূসার সূত্রে বলেন, আমার উম্মাহর নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমি বৈধ আর পুরুষদের জন্য অবৈধ।[৩৫৪]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উম্মাহকে রেশমি ও স্বর্ণের বিধান জানাতে রাসূল ﷺ সরাসরি এগুলো হাজির করেন, যেন সুধীসমাজ এগুলো দেখে ও রাসূলের বাণী শুনে বিধানটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

সরাসরি প্রায়োগিক শিক্ষাপ্রদান

সালাতের প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে স্বয়ং রাসূল ﷺ মিম্বারে সালাত সম্পাদন করে সাহাবিদের দেখান। সাহল বিন সা'দ আসসা'দি رضي الله عنه বলেন, সেই আসরে রাসূলকে মিম্বারে সালাত সম্পাদন করতে দেখি আমরা। মিম্বারে দাঁড়িয়েই তিনি তাকবীর ও রুকূ করেন। একটু পেছনে সরে এসে মিম্বারেই সিজদা করেন। এভাবেই সালাত সম্পন্ন করে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, হে লোকেরা, তোমাদের শেখা ও অনুকরণের উদ্দেশ্যে আমি করে দেখালাম।[৩৫৫]

কোমল ও হৃদয়গ্রাহী কথা বলে শিক্ষাদান

কোমল ও সুন্দর কথায় শ্রোতার মনে বক্তার প্রতি আগ্রহ জন্মে। শ্রোতা শুনতে চায়, মনে রাখতে চায় তার কথা। রাসূল ﷺ তাঁর কথা শুরু করতেন কোমল ও সুন্দর কথা দিয়ে। সুন্দর ও মৃদু বাক্যে শ্রোতার মনে সত্যের প্রতি আগ্রহ জাগাতেন। বিশেষত সংকোচজনক বিষয় শিক্ষাদানকালে বেশ শিষ্টাচার রীতি অবলম্বন করতেন।

একবার সাহাবিদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার আসন শেখাতে গিয়ে বেশ সৌম্য কায়দায় তিনি সেটা দেখান। বিশ্বাসীদের সন্তানের প্রতি সুহৃদ বাবার মতো আগলে রেখে শেখান। এই প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের পিতার মতো আমি, আমি তোমাদের শেখাব। তোমাদের কেউ শৌচাগারে গিয়ে কিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ দিয়ে বসবে না, আর ডান হাতে শৌচকার্য সারবে না।[৩৫৬]

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের মহান আদর্শ ও উঁচুমানের শিষ্টাচার শেখাতেন। তাঁর সংস্রবে এসে সাধারণ মরুচারীও একজন মহান আদর্শবান দিগ্‌বিজয়ী মানবে পরিণত হতো। তাঁর শিক্ষা, শিষ্টাচার, দীক্ষা ও প্রতিপালনের কল্যাণে চিরকাল তারা অনুসরণীয় হয়ে থাকেন। সাধারণ ধুলোর মানুষ হয়েও স্বর্গীয় চরিত্র ধারণ করেন।[৩৫৭]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ্‌র রাসূলের কয়েকটি মহান আদর্শ

সুযোগ্যকে উৎসাহ দান ও প্রশংসা জ্ঞাপন

জ্ঞান-পিপাসা ও আগ্রহ বাড়ার জন্য রাসূল ﷺ আবু মূসা আশ'আরিকে উৎসাহ দিতেন। তার সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত শুনে রাসূল ﷺ বলেন, তুমি যদি দেখো আমি তোমার সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনছি, তাহলে মনে করবে, তোমাকে দাউদের পরিবারের একটি অনবদ্য বংশী দেওয়া হয়েছে।[৩৫৮]

কেউ ভুল করলে কোমলভাবে তা শুধরে দেওয়া

রাসূল ﷺ সাহাবিদের অবস্থা ও সামর্থ্যের দিকে গভীর খেয়াল রাখতেন। তাদের অজ্ঞতা মেনে নিয়েই কোমলভাবে তা শোধরানোর চেষ্টা করতেন। সাহাবিদের প্রতি রাসূলের কোমলতা ও নম্রতার কারণে তারা বেশ মুগ্ধ হয়ে তাঁর বাণী মুখস্থ ও প্রচার করতেন। মুআবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামি رضي الله عنه তার নিজ অভিজ্ঞতার কথা বলেন, একবার রাসূলের সঙ্গে আমার সালাত আদায়কালে একলোক হাঁচি দেয়। 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে আমি তার হাঁচির উত্তর দিই। উত্তর শুনে সবাই একযোগে আমার দিকে তাকায়। অবস্থা দেখে আমি বলে বসি, কী ব্যাপার! এভাবে তোমরা আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? রানে হাত চাপড়ে সকলে আমাকে থামাতে চেষ্টা করে। আমিও থেমে যাই। তারপর রাসূলের সালাত শেষ হলে তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। অত্যন্ত কোমলতার সঙ্গে বললেন, এই সালাতে কোনো কথাবার্তা বলা যায় না। কারণ, সালাত তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের কাজ। তিনি আমাকে একটু বকলেন না, একটু শাসালেনও না। আল্লাহর শপথ, আমি তাঁর মতো কোমল, দয়ালু শিক্ষক আর দেখিনি।[৩৫৯]

নিন্দনীয় বিষয়ে ব্যক্তিকে না শাসিয়ে সকলকে একসঙ্গে উপদেশ করা ভালো

এমন পরিস্থিতিতে একক ব্যক্তিকে না শাসিয়ে সবাইকে একসঙ্গে উপদেশ করলে অপরাধী-নিরপরাধী সকলের মাঝে আত্মসংশোধনের মনভাব তৈরি হয়। এতে যে ভুল করে, তার অনুভূতির প্রতিও সম্মান বজায় থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে এমন ভুল না করার জন্য সতর্ক হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ বিন লাতাবিয়ার ঘটনা বেশ উল্লেখযোগ্য—

> একবার রাসূল ﷺ তাকে বনু সুলাইম গোত্রের সাদাকা সংগ্রাহক পদে নিয়োগ দেন। এই যাত্রায় তিনি নিজের জন্য উপহারও সংগ্রহ করেন। আবু হুমাইদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আস-সাদি ﷺ বলেন, 'রাসূল ﷺ ইবনু লাতাবিয়া নামের এক লোককে বনু সুলাইমের সাদাকা সংগ্রহের কাজে নিয়োগ দেন। তিনি সাদাকার সম্পদ এনে বুঝিয়ে দেওয়ার সময় বলেন, এটা আপনাদের সম্পদ আর এটা আমার উপহার। তার কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেন, তাহলে তুমি তোমার বাবা-মায়ের ঘরে যখন অবস্থান করতে, তখন দেখা যেত, কে তোমার নিকট উপহার নিয়ে আসে—এমন পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ আমাদের একত্র করে বোঝান—সাদাকা সংগ্রহের দায়িত্ব আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন আর আমি তোমাদের কাউকে দিয়ে এই কাজ আদায় করে নিই। এমতাবস্থায় কেউ যদি এসে বলে—এটা তোমাদের সম্পদ আর এটা আমার উপহার—তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়! সে যদি উপহার পাওয়ার লোকই হতো, তাহলে সে বাড়িতে তার বাবা-মায়ের নিকট বসে থাকত, তখন দেখা যেত, কে তার নিকট উপহার নিয়ে আসে! সাবধান, আল্লাহর শপথ, তোমাদের কেউ যদি অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ আত্মসাৎ করে, তাহলে কিয়ামাতের দিন অবশ্যই তা নিয়ে আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে। আর আমি অবশ্যই সেই লোককে চিনে নেব, যে আওয়াজরত উট, গরু ও ছাগল নিয়ে হাজির হবে। তারপর তিনি আকাশের দিকে দুই হাত তুলে বলেন, হে আল্লাহ, অবশ্যই আমি আমার দেখা ও শোনা অনুযায়ী তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি।[৩৬০]

প্রয়োজনে ক্ষোভ প্রকাশ

কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মাধ্যমে তার অজ্ঞাতসারে শারী'আ-বিরোধী ঘটনা হয়ে গেলে—যা ইসলাম, ঈমান ও তাওহীদের পরিপন্থি, রাসূল ﷺ তার সংশোধন ও তাকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার জন্য ভীষণ রাগ দেখাতেন। এই জাতীয় রাগের ধরন বোঝা যায় 'উমারের ঘটনা থেকে। একবার রাসূলকে পড়ে শোনানোর উদ্দেশ্যে তিনি এক কপি তাওরাত নিয়ে আসেন। জাবির বিন 'আবদুল্লাহ বলেন, একবার 'উমার ইবনুল খাত্তাব এক কপি তাওরাত নিয়ে রাসূলের নিকট আসেন। তিনি রাসূলকে শুনিয়ে পড়তে শুরু করেন। তার পাঠ শুনে রাসূল ﷺ নীরবে ক্রোধ সংবরণ করেন। অবস্থা দেখে আবু বাকর ﷺ 'উমারকে শাসিয়ে বলেন, তুমি রাসূলের মুখে ক্রোধ দেখতে পাচ্ছ না? রাসূলের মুখের দিকে তাকিয়ে 'উমার বলেন, আমি রাসূল ও তাঁর রবের ক্রোধ থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। আমি রব হিসেবে আল্লাহ, দীন হিসেবে ইসলাম এবং নবি হিসেবে মুহাম্মাদকে পেয়েই সন্তুষ্ট। তার কথায় রাসূল ﷺ বলেন, আমার প্রাণ-ধারকের শপথ, যদি স্বয়ং মূসা আসতেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে, তাহলেও তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে! মূসা যদি আমার নবুওয়াতকালে বেঁচে থাকতেন, অবশ্যই তিনি আমার আনুগত্যকরতেন।[৩৬১]

রাসূলের সংশোধনীমূলক ক্রোধের আরেকটি উদাহরণ। তিনি ইমাম সাহাবিদের দীর্ঘ সালাতের ব্যাপারে বারণ করতেন। কারণ, জামা'আতের সালাতে অনেক অসুস্থ, বৃদ্ধ ও শিশু থাকে। রাসূলের বারণসত্ত্বেও কোনো কোনো সাহাবি লম্বা সময় নিয়ে সালাতের ইমামতি করতেন। অসুস্থ, বৃদ্ধ ও শিশুদের দুর্দশার কথা জানতে পেরে রাসূল ﷺ খুব রাগ করেন। এই প্রসঙ্গে আবু মাসউদ আল-আনসারি ؓ বলেন, এক লোক রাসূলের নিকট অভিযোগ নিয়ে আসে, অমুক ইমামের দীর্ঘ সালাতের কারণে আমি সালাত আদায় করতে পারি না। তার অভিযোগ শুনে রাসূল ﷺ খুব রাগ করেন। আমি কখনো তাঁকে এতটা রাগ করতে দেখিনি। এরপর তিনি লোকদের লক্ষ করে বলেন, তোমরা লোকদের সালাতবিমুখ করো না। তোমাদের কেউ ইমামতি করলে সে যেন নাতিদীর্ঘ করে। কারণ, সালাতের জামা'আতে অসুস্থ, দুর্বল ও প্রয়োজনগ্রস্ত লোকেরাও থাকে।[৩৬২]

রাসূলের সংশোধনীমূলক এমন ক্রোধের আরও একটি উদাহরণ। একবার সাহাবিগণ তাকদীর তথা ভাগ্য বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে তিনি খুব রাগ করেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আস ؓ বর্ণনা করেন, একবার রাসূল ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশে বের হয়ে দেখেন, তারা তাকদীর তথা ভাগ্য বিষয়ে বিতর্ক করছেন। এই অবস্থা দেখে তিনি ভীষণ রাগ করেন। তাঁর চেহারায় যেন জ্বলন্ত ছাইয়ের প্রলেপ। সাহাবিদের লক্ষ করে তিনি বলেন, তোমাদের কি এই কাজের আদেশ করা হয়েছে, এই কাজের জন্যই কি তোমাদের সৃষ্টি? তোমরা তো দেখছি কুরআনের এক অংশের সঙ্গে অপরাংশের বিরোধ বাঁধাচ্ছ। জেনে রেখো, এরকম বিতর্কে জড়িয়েই পূর্বের জাতিগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে গেছে।[৩৬৩]

এমনিভাবে সাহাবিগণ রাসূলের নির্দেশ এড়িয়ে ধর্মীয় বিষয়ে অতিরঞ্জন ও অতিকৃচ্ছ্রতা চর্চা করলে তিনি খুব রাগ করতেন। 'আয়িশা ؓ থেকে একটি বর্ণনা আছে। সাহাবিদের তিনি তাদের সামর্থ্যমতো কাজ করার নির্দেশ করতেন। একবার এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ একজন বলেন, হে রাসূল, আমাদের ও আপনার অবস্থা এক নয়। আল্লাহ তা'আলা তো আপনার পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের কথায় রাসূল ﷺ রাগ করেন। মাঝে মাঝে রাগে মুখ লাল করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি বলতেন, তোমাদের মাঝে আল্লাহকে আমিই সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং জানি।[৩৬৪] এই জাতীয় পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ অনর্থক রাগ করতেন না; বরং তিনি রাগ করতেন, যেন সাহাবিগণ সচেতন ও শিক্ষানুরাগী হন। আর সতর্ককারী রাগমাখা চেহারার হওয়াই স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে একজনকে কখনো কোমল, কখনো কঠোর হতে হয়। সুতরাং শিক্ষক কিংবা সতর্ককারীভেদে স্থান-কাল ও পাত্র বিচারে আচরণ ও অবস্থার তারতম্য হতে পারে।[৩৬৫]

কোনো আকস্মিক ঘটনার সাহায্যে গভীর শিক্ষাপ্রদান

রাসূলের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটত। সেসব ঘটনার মাধ্যমে তিনি উদাহরণ দিয়ে সাহাবিদের শেখাতে চেষ্টা করতেন। এতে উপমা ও উপমেয় উভয়টিই খুব স্পষ্টভাবে শ্রোতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব—

> একবার রাসূলের নিকট একদল যুদ্ধবন্দি আসে। তাদের মধ্যে এক নারী বন্দি অস্থির পায়ে হাঁটছিল আর নিজ স্তন দোহন করছিল। এমন সময় এক শিশুকে পেয়ে সে বুকে জড়িয়ে দুধ পান করাতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে রাসূল ﷺ আমাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি মনে হয়, এই মা তার সন্তানকে আগুনে ছুড়ে ফেলতে পারে! আমরা বললাম না, সে তার সন্তানকে আগুনে ছুড়ে ফেলতে পারে না। আমাদের কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেন, সন্তানের প্রতি এই মায়ের দয়ার চেয়েও মানুষের প্রতি আল্লাহর দয়া অনেক অনেক বেশি গভীর।[৩৬৬] এভাবেই রাসূল ﷺ উপস্থিত সাহাবিদের দুগ্ধপোষ্য শিশুহারা মায়ের ব্যাকুলতা দেখিয়ে শিক্ষা দেন। মায়ের দয়া ও ব্যাকুলতা তুলনা করেন আল্লাহর দয়া ও ব্যাকুলতার সঙ্গে, যেন সাহাবিরা মানুষের প্রতি আল্লাহর গভীর দয়া অনুভব করতে পারেন।[৩৬৭]

রাসূলের আসরে সাহাবিদের শিষ্টাচার

তীব্র আগ্রহ ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে সাহাবিগণ রাসূলের জ্ঞানদানের আসরে বসতেন। একনিষ্ঠ মনে রাসূলের আসরে উপস্থিত থাকার কল্যাণে তাঁর বাণী খুব সহজে তাদের মুখস্থ হয়ে যেত এবং মানুষের মাঝে আল্লাহর দাওয়াত প্রচার করতে পারতেন। এখানে সাহাবিগণের শিষ্টাচার সম্পর্কে ঈষৎ আলোকপাত করা হবে—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পূর্ণ মনোযোগী ও উৎকর্ণ হয়ে শোনা

সাহাবিগণ আল্লাহর রাসূলকে মহামান্য ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করতেন। তাঁর আসরে উদাস, নির্লিপ্ত থাকা কিংবা কোলাহল করার প্রশ্নই আসে না; বরং তারা গভীর মনোযোগী ও উৎকর্ণ হয়ে রাসূলের বাণী শুনে আত্মস্থ করতেন। রাসূলের সভা ও সুধী সম্পর্কে 'আলি ইবনু আবু তালিব ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ সভায় স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। প্রত্যেকে তন্ময় হয়ে তাঁর বাণী শুনতেন, যেন তাদের মাথার ওপর পাখি নীড় বেঁধেছে। রাসূলের কথা শেষ হওয়ার পর তারা কথা বলতেন।[৩৬৮]

> 'আলির কথার ব্যাখ্যায় শাইখ 'আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ বলেন, উটের মাথায় উকুন খেতে কাক বসলে সে মাথা নাড়ে না, যেন কাক সময় নিয়ে তার মাথার বিরক্তিকর উকুন খেয়ে সাবাড় করে দেয়। এখান থেকেই বলা হয় 'যেন তাদের মাথায় পাখি নীড় বেঁধেছে।' যাহোক, পূর্ণ নীরবতা বোঝানোই এই উপমার উদ্দেশ্য। রাসূলের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধার কারণে সাহাবিগণ পূর্ণ নীরবতার সঙ্গে তাঁর বাণী শুনতেন।[৩৬৯]

মনোযোগসহকারে বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত শোনা

নীরবে বক্তব্য শোনা একটি মহান শিষ্টাচার। এতে সকল সুধী শান্তভাবে বক্তব্য শুনতে পারে। বক্তা ও সুধীর মনোযোগ অক্ষুণ্ন রেখে বক্তব্যের সারমর্ম বোঝা যায়। পূর্বের আলোচনায় রাসূলের সুধীমণ্ডলী সম্পর্কে 'আলির হাদীস থেকে বুঝে আসে, রাসূলের সামনে তারা বিতর্কে জড়াতেন না। সাহাবিগণ রাসূলের সামনে তাদের প্রথম ব্যক্তির কথা বলাই যথেষ্ট মনে করতেন। এক সাহাবি কথা বললে তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য সাহাবি কথা বলতেন না। তারা রাসূলের সভায় তর্ক, বিরোধ ও দ্বিমত থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতেন। তাঁর সভা হতো একদম কোলাহলমুক্তনীরবওশান্ত।[৩৭০]

জটিল বিষয় বারবার ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন

রাসূলের মহান গম্ভীর ব্যক্তিত্বসত্ত্বেও কোনো বিষয় জটিল মনে হলে সাহাবিগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে দ্বিধা করতেন না। তারা চাইতেন, রাসূলের প্রত্যেকটা বক্তব্য বুঝে সে অনুযায়ী আমল করতে এবং নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে। আর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরপর্বের মাধ্যমে আলোচ্যবিষয় আরও স্পষ্ট হয়। হাফসা ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার আশা—বদর ও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হুদাইবিয়ার কোনো সদস্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, ইনশাআল্লাহ। এই কথা শুনে হাফসা ﷺ জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন,

> আর তোমাদের প্রত্যেককে সেখানে যেতে হবে। এটা তোমার প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। [সূরা মারইয়াম, ১৯: ৭১]

হাফসার প্রশ্নে রাসূল ﷺ বলেন, তুমি কি এর পরের আয়াতটা শোনোনি? আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> অতঃপর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছিল, আমি তাদের উদ্ধার করব এবং জালিমদের হাঁটুতে ভর করা অবস্থায় সেখানে রেখে দেবো। [সূরা মারইয়াম ১৯:৭২][৩৭১]

এই উত্তর শুনে হাফসা ﷺ -এর মন প্রশান্ত হয়।

প্রশ্নের মাধ্যমে রাসূল ﷺ থেকে আলোচ্যবিষয় বুঝে নেওয়া সম্পর্কে আরেকটি ঘটনা বলেন জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ ।

> 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা হাশরের দিন মানুষকে বস্ত্রহীন, খতনাহীন ও নিঃস্ব অবস্থায় সমবেত করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'বুহমান' শব্দের অর্থের জন্য আমরা রাসূলকে জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তর দেন, এর অর্থ হলো, যার কিছুই নেই। তারপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলবেন, 'আমিই রাজাধিরাজ, আমিই বিধাতা। জুলুমের ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত কোনো জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করতে এবং কোনো জাহান্নামবাসী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে না। এমনকি একটি থাপ্পড়ের ফায়সালাও করা হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলের নিকট আমরা জানতে চাই, কী করে সেটা সম্ভব? আমরা তো আল্লাহর নিকট হাজির হব নিঃস্ব ও খতনাহীন অবস্থায়। রাসূল ﷺ উত্তর দেন, পাপ-পুণ্যের বিনিময়ে ফায়সালা হবে। তারপর রাসূল এই আয়াত পাঠ করেন,

> আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। আজ (কারও প্রতি) কোনো অবিচার নেই। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। [সূরা গাফির ৪০:১৭][৩৭২]

এভাবেই সাহাবিগণ রাসূল থেকে জটিল বিষয়ের সমাধান জেনে নিতেন। এই জিজ্ঞাসার ফলে তারা আরও ভালোভাবে মুখস্থ ও আত্মস্থ করতে পারতেন।[৩৭৩]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাদীসের পর্যালোচনা

রাসূলের মুখ থেকে কোনো হাদীস শোনামাত্রই সাহাবিগণ সে প্রসঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনায় আত্মনিয়োগ করতেন। মুখস্থ, আত্মস্থ ও আত্মজীবনে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বারবার তারা রাসূলের বাণী আওড়াতেন। আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, আমরা রাসূলের আসরে বসে হাদীস শুনতাম এবং আসর শেষে উঠে গিয়ে মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতাম[৩৭৪] এবং তাঁর মৃত্যুর পরও সাহাবিদের মাঝে এই পর্যালোচনার ধারা অব্যাহত ছিল।

সাহাবিগণের অন্যতম কাজ সম্পর্কে আবু নাযরাহ আল-মুনযির বিন মালিক বিন কিত'আ বলেন, রাসূলের সাহাবিগণ একত্র হলেই ইল্ম সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং সূরা পাঠ করতেন।[৩৭৫] বিখ্যাত সাহাবি আবু সায়ীদ খুদরি তার ছাত্রদের হাদীস বর্ণনা ও পর্যালোচনার নির্দেশ দেন। কারণ, হাদীসচর্চার মাধ্যমে একে অপর থেকে উপদেশলাভ করে।[৩৭৬]

ইল্ম ও আমলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা

ইল্মের আলোকে জীবন পরিচালনার জন্যই সাহাবিগণ নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। তবে তারা অপ্রয়োজনীয় ও বিরক্তিকর প্রশ্ন থেকে বিরত থাকতেন। অতিরিক্ত প্রশ্ন করা সম্পর্কে সাহল বিন সা'দ আস-সা'দি বলেন, রাসূল ﷺ অহেতুক প্রশ্ন অপছন্দ ও দোষের মনে করতেন।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাওয়াযি বলেন, রাসূলের প্রশ্ন অপছন্দের অর্থ হলো, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন। কোনো মুসলিমের সম্মান ক্ষুণ্ন হয় কিংবা কোনো মুসলিম নরনারীর শ্লীলতাহানি হয়, এমন প্রশ্ন তিনি অপছন্দ করতেন। তবে দীনসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করা যেত। এতে তিনি বিরক্ত হতেন না।[৩৭৭]

কৃত্রিমতা বর্জন করা এবং অস্পষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞেস না করা

কৃত্রিমতা বর্জন ও জানতে সংকোচ করতে রাসূল নিষেধ করেছেন। কৃত্রিম কায়দায় যারা কথা বলে, রাসূল ﷺ তাদের অপছন্দ করেন এবং তাদের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেন। এই সম্পর্কে 'আয়িশা ﷺ বলেন, একবার রাসূল ﷺ এই আয়াত পড়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের সতর্ক করেন,

> তিনিই তোমার কাছে এই কিতাব নাযিল করেছেন। এর মধ্যে এমন সব আয়াত রয়েছে, যা একেবারেই স্পষ্ট, এগুলোই কিতাবের মূল; আবার (এতে) অন্য কতিপয় দ্ব্যর্থবোধক আয়াতও আছে। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এর দ্ব্যর্থবোধক অংশের (আয়াতসমূহের) তাৎপর্য খুঁজতে এর পেছনে লেগে যায়। অথচ এর (আসল) তাৎপর্য আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলে, আমরা এগুলো বিশ্বাস করেছি—সবই আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে (এসেছে)। কেবল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই (এভাবে) উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ৭]

আয়াত পাঠ শেষে রাসূল ﷺ বলেন, যদি তুমি দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের অনুসারীদের দেখতে পাও, তো আল্লাহ এদের নামই উল্লেখ করেছেন আর তুমি তাদের থেকে সতর্কথেকো।[৩৮]

কোনো বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের নীরব থাকলে সে বিষয়ে প্রশ্ন না করা

শারী'আ-প্রণেতা যে বিষয়ে নীরব থেকেছেন, সাহাবিগণ সে বিষয়ে প্রশ্ন করে রাসূলকে বিব্রত করতেন না—পাছে সাধারণ আবশ্যক অথবা বৈধ বিষয় নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এ জাতীয় প্রশ্নের ফলে মুসলিমদের জীবনে সংকীর্ণতা নেমে আসতে পারে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা এমন সব জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের কাছে স্পষ্ট করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কুরআন অবতরণকালে তোমরা এরকম প্রশ্ন কর, তাহলে তোমাদের কাছে তা স্পষ্ট করা হবে। (পেছনে যা হয়েছে) আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল। তোমাদের পূর্বে একটি সম্প্রদায় এরকম প্রশ্ন করেছিল। তারপর এ কারণেই তারা অবিশ্বাসী হয়েছিল। [সূরা মায়িদা, ৫: ১০১-১০২]

রাসূল ﷺ এমন কাজ করতে বারণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে রাসূলের বাণী উদ্ধৃত করেন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ, মুসলিম সমাজে জঘন্য অপরাধী সেই, যার প্রশ্নের কারণে কোনো সাধারণ বৈধ জিনিস নিষিদ্ধ করা হয়।[৩৭৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূলের সময়-সুযোগ বুঝে শালীনভাবে প্রশ্ন করা

রাসূলকে প্রশ্ন করার জন্য সাহাবিগণ সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। তাঁকে নির্জন অবস্থায় পেলেই তারা শালীনভাবে প্রশ্ন করার চেষ্টা করতেন—পাছে তিনি যেন বিব্রত কিংবা বিরক্ত না হন, সেদিকেও লক্ষ রাখতেন। আবু মূসা আল-আশ'আরি বলেন, সাধারণত ফজরের সালাতের পর আমরা রাসূলের দিকে মুখ করে বসতাম। তখন কেউ কুরআন, কেউ আবশ্যক বিষয়াদি আবার কেউ স্বপ্ন সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেসকরত।[৬০]

রাসূলের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা এবং প্রশ্ন করে বিব্রত না করা

রাসূলকে অতিরিক্ত প্রশ্ন করার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে বারণ-বাণী আসার পর থেকে সাহাবিগণ সতর্ক হয়ে যান। এরপর থেকে কোনো বেদুইন কিংবা জ্ঞানীকে প্রশ্নের জন্য এগিয়ে দিয়ে তারা পেছন থেকে নীরবে আলোচনা শুনতেন। সাহাবিগণের এই শালীন সংস্কৃতি সম্পর্কে আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, একবার রাসূলকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার ব্যাপারে আমাদের বারণ করা হয়। তারপর থেকে আমরা কোনো বেদুইন কিংবা জ্ঞানী লোকের অপেক্ষায় থাকতাম। পেছনে থেকে রাসূলের সঙ্গে তাদের আলাপচারিতা শুনি। একবার পল্লি এলাকার এক লোক এসে রাসূলকে বলে, মুহাম্মাদ, তোমার প্রতিনিধি আমাদের নিকট এসে বলে, তোমাকে নাকি আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন? রাসূল ﷺ বলেন, সে সত্য বলেছে।[৬১]

এভাবেই ইসলামি নতুন সমাজের উন্নয়ন চলতে থাকে। রাসূলের অধ্যাপনা ও সাহাবিদের অধ্যয়নের মাধ্যমে এই সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিষ্টাচারপূর্ণ উৎকর্ষ হতে থাকে। সমাজের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তির চিন্তা, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তম অংশ জনগোষ্ঠীর উন্নতি হতে থাকে—যা পরবর্তীকালে বিশাল ইসলামি রাষ্ট্রের স্থিতি ও স্থায়িত্বের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে।

কিছু ঘটনা, কিছু বিধান

অর্থনৈতিক সংকট নিরসন

মুসলিমদের মাদীনা হিজরাতের ফলে নতুন রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। মহান নেতা রাসূল ﷺ নানাভাবে এই সংকট মোকাবিলার চেষ্টা করেন। আনসার-

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুহাজির ভ্রাতৃত্ব গড়েন। নববি মাসজিদের অধীনে দরিদ্র মুহাজিরদের মাথা গোঁজার ঠাঁই—সুফ্ফা নির্মাণ করেন। মাদীনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ দেখতে পান, দেশের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ ইয়াহূদিদের হাতে। মাদীনার বাণিজ্য-বাজার, সম্পদ সবকিছু তাদের কর্তৃত্বে। পণ্য, পণ্য-মূল্য ও ভোক্তা-চাহিদাও তাদের নিয়ন্ত্রণে। মাদীনার এমন পরিস্থিতি দেখে রাসূল ﷺ মুসলিমদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক স্বাধীন বাজার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনবোধ করেন, যেখানে বাণিজ্যিক জগতে ইসলামিক মহান আদর্শের স্বাধীন চর্চা হবে।

রাসূল ﷺ মানুষকে কুরআনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আলোকে উপদেশ দিয়ে অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের চেষ্টা করেন। তিনি মানুষকে অতীতের জাতিগোষ্ঠীর পরিণাম থেকে শিক্ষা নিতে বলেন। আসমানি ওয়াহির আলোকে আল্লাহভীরু-সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে যা যা প্রয়োজন, তিনি সবই করেন। তাওহীদ ও রিসালাতের দায়িত্ব বহনে সক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে স্বাবলম্বী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাসূলের মাদীনায় ছোট-বড় সব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদারকি করা হয়। কারণ, এসবই এই রাষ্ট্রের উন্নয়নের উপাদান।

হিজরাতের পরবর্তী দুই বছরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইবাদাতমূলক কয়েকটি উপাদান হলো—যাকাত, সাদাকাতুল ফিতর ও সাওম সাধনা। এ সময়ে মুসলিম সমাজের উন্নয়নে সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে ক্রমন্বয়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়; কোনো তাড়াহুড়া কিংবা কঠোরতা ছিল না; বরং যথাসময়ে তা সম্পাদন করাহয়েছে।[৬২]

সাওম বিধানের ইতিহাস

হিজরি দ্বিতীয় বছরের শা'বান মাসে সাওম আবশ্যক করে আল্লাহ তা'আলা একে ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ ঘোষণা করেন। তবে সাওমের ইতিহাস নবি মুহাম্মাদের জাতির ওপরই প্রথম নয়। পূর্বেকার জাতির ওপরও এই বিধান ছিল। এতেই সাওমের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। সাওম ফরজের বিধান ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য যেমন সাওম ফরজ করা হয়েছিল, তেমনি তোমাদের জন্যও তা ফরজ করা হলো, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। [সূরা বাকারা, ২: ১৮৩]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাকাতুল ফিতর বিধানের ইতিহাস

সাওম ফরজ করার বছরেই সাদাকাতুল ফিতর ফরজ হয়। স্বাধীন, দাস, নারী, পুরুষ, ছোট ও বড় সকল মুসলিমের সাদাকাতুল ফিতর প্রদান করা আবশ্যক। মুসলিমদের প্রতি সাদাকাতুল ফিতর বিধানের প্রজ্ঞা স্পষ্ট। এই দানের প্রজ্ঞা সম্পর্কে 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, পাপ মোচন ও অনাথ-ভোজের উদ্দেশ্যে রাসূল সাওমপালনকারীর প্রতি সাদাকাতুল ফিতর আবশ্যক করেছেন। ঈদের সালাতের পূর্বে যে প্রদান করবে, তা গ্রহণযোগ্য সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে গণ্য হবে। আর পরে যে প্রদান করবে, তা সাধারণ সাদাকারূপে গণ্য হবে।[৩৮৩]

যাকাত বিধানের ইতিহাস

যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। দ্বিতীয় হিজরিতে রামাদানের পর এই বিধান অবতীর্ণ হয়। কেননা সাধারণ যাকাতের বিধান সাদাকাতুল ফিতরের পরে হয়। আর সাদাকাতুল ফিতর অবশ্যই রামাদানের ফরজ সিয়ামের পর। ইমামদের বর্ণনা দ্বারা এমনটাই বুঝা যায়, যেমন: আহমাদ, ইবনু খুজাইমা, *নাসায়ি* ও *ইবনে মাজাহ* এবং হাকিম প্রমুখ ইমামগণ কায়েস ইবনু সা'দ ইবনু উবাদা সূত্রে একটা হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাতের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমাদের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর যখন তা অবতীর্ণ হলো তিনি আমাদের আদেশ করেননি এবং নিষেধ করেননি। আর আমরাও এভাবেই করে যেতে থাকলাম।[৩৮৪] হাফিজ ইবনু হাজার এর সনদকে সহীহ বলেছেন, আর সালাফ ও পরবর্তী সময়ের অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত, যাকাতের এই বিধান দ্বিতীয় হিজরিতে মাদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। [৩৮৫]

ঈদের সালাতের ইতিহাস

দ্বিতীয় হিজরিতেই রাসূল প্রথম ঈদের সালাত আদায় করেন। এ দিনেই সাহাবিদের নিয়ে মহান আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলতে বলতে তিনি ঈদগাহে যান।

আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে 'আয়িশার বিবাহ

খাদীজার মৃত্যুর পর হিজরাতের পূর্বে মাক্কায় রাসূলের সঙ্গে 'আয়িশার বিয়ের চুক্তি সম্পাদন হয়। চুক্তি সম্পাদনের সময় 'আয়িশার বয়স ছিল ছয় বছর। পরে মাদীনায় হিজরাতের প্রথম বছরে শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে তার সঙ্গে বাসর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়।[৩৮৬] বিবাহ কিংবা বিবাহোত্তর আনুষ্ঠানিকতার কারণে রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের জীবনে প্রচার, লড়াই, শিক্ষা ও রাষ্ট্রবিনির্মাণের কাজে কোনো ছন্দপতন ঘটেনি; বরং বিবাহ—এমনকি বহুবিবাহ তাদের জীবনে পানাহারের মতো একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল। কারণ, ইসলাম প্রকৃতি ও বাস্তবতাবান্ধব জীবনব্যবস্থা—বরং বিবাহ ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

চুয়ান্ন বছর বয়সে 'আয়িশার সঙ্গে বাসরে গমন করেন রাসূল ﷺ—এ কথা শোনামাত্রই আমাদের মাথায় বার্ধক্য, অক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় ভেসে ওঠে। কারণ, বছরের অঙ্কের সঙ্গে বয়সের অঙ্কটাও পাল্লা দিয়ে বাড়ে—এটাই আমাদের সাধারণ চিন্তানীতি; কিন্তু প্রকৃত চিন্তানীতি হলো মানুষের জীবনীশক্তি, কর্মতৎপরতা ও সামর্থ্য। দেখুন, আমাদের সমাজে কোনো কোনো মানুষ ত্রিশ বছর বয়সেই পঞ্চাশ বছরের পরিপক্বতা লাভ করে, আবার অনেক পঞ্চাশ বছর বয়সি মানুষও ত্রিশ বছর বয়সের পরিপক্বতা অর্জন করতে পারে না। তবে এ ক্ষেত্রে রাসূলের ব্যক্তিত্ব অনন্য ও বিরল। পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁর পুরুষত্ব, মনোবল ও দৃঢ়তা ছিল টগবগে তরুণের মতো—পৌরুষ ও যৌবনের বিচারে কোনো মানুষ তাঁর সমকক্ষ নয়।

রাসূল ﷺ ও 'আয়িশার বয়সের দূরত্ব প্রকৃতপক্ষে কোনো দূরত্বই নয়। তারা মাঝে মাঝেই তরুণদের মতো দৌড়-প্রতিযোগিতা করতেন। একবার 'আয়িশা প্রথম হন, পরের বার রাসূল ﷺ প্রথম হয়ে বলেন, পূর্বের হারের বদলে এবারের বিজয়। রাসূল ﷺ ও 'আয়িশার জীবনে এ জাতীয় প্রেমময় আবেগসিক্ত ঘটনা অসংখ্য।[৩৮৭]

রাসূল ﷺ ও 'আয়িশার বিবাহে ধীসম্পন্ন যেকোনো মানুষের পক্ষে উজ্জ্বল প্রজ্ঞা অনুধাবন করা সম্ভব। তাঁর হিজরাত পরবর্তী মাদানিজীবনের শুরুতেই এই পুণ্যময় বিবাহ সম্পাদন হয়। মানুষ জীবনের একটি বড় অংশ কাটায় আপন ঘর ও পরিবারে। রাসূল-আয়িশার এই পুণ্যময় মহান জুটির দাম্পত্যজীবন থেকে যেকোনো মানুষের জন্য ঘর ও পরিবার-সংশ্লিষ্ট অগাধ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এই অবদানের পেছনে বিশেষ কৃতিত্ব রাখেন উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা رضي الله عنها, আর সাধারণভাবে রাখেন অন্যান্যরা। মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে তিনি তার মেধা ও জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যয় করেন। ইতিহাসের জগতে সীরাতগ্রন্থগুলো তার উজ্জ্বল সাক্ষী। রাসূলের মৃত্যুপরবর্তী পঞ্চাশটি বছর দীন প্রচারে বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতায় অসাধারণ অবদান রাখেন তিনি। এই মহান জননীর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকুন।[৩৮৮]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৮

ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধ

যুদ্ধপূর্ব কয়েকটি খণ্ডচিত্র

শাম থেকে কুরাইশদের এক বিরাট ব্যবসায়ী কাফেলা আসছে। প্রচুর পণ্য বোঝাই করা, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে স্বয়ং আবু সুফিয়ান, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আছে ত্রিশ-চল্লিশজন যোদ্ধা। এ কথা মুসলিমরা আল্লাহর রাসূলকে জানান। তিনি বাসবাস বিন আম্‌রকে সেই বাণিজ্যকাফেলার তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠান। বাসবাসের মাধ্যমে সত্য সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ সাহাবিদের তৈরি হতে নির্দেশ দেন। তাদের উদ্দেশে বলেন, দেখো, কুরাইশ ব্যবসায়ী কাফেলা অজস্র সম্পদ নিয়ে তোমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তোমরা তাদের আক্রমণ করো। হয়তো আল্লাহ এই সম্পদ তোমাদের ভাগ্যে রেখেছেন।

দ্বিতীয় হিজরির ১২ রামাদান। রাসূল মাদীনা থেকে বের হন। তবে এটা নিশ্চিত যে, সমরসাজে বের হলেও লড়াইয়ের ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল, জালিম কুরাইশের বণিক কাফেলা। এদিকে মাদীনার মুসলিম ও মাক্কার কাফিরদের মধ্যকার অবস্থা ছিল যুদ্ধংদেহি। আর যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রুর সম্পদ ও রক্ত প্রতিপক্ষের জন্য বৈধ। এই বৈধতা আরও বেড়ে যায় যখন জানা যায়, শত্রু নিরীহ প্রতিপক্ষকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে।

এ যাত্রায় রাসূল ﷺ 'আবদুল্লাহ বিন উম্মু মাকতূমকে মাদীনায় সালাতের দায়িত্ব দেন এবং রাওহা এলাকা থেকে আবু লুবাবাকে ফিরিয়ে এনে মাদীনার গভর্নর করেন। প্রথমেই কুরাইশ-কাফেলার তথ্য সংগ্রহের জন্য রাসূল ﷺ দুজন সাহাবিকে বদরের উদ্দেশে পাঠান। তারা সংবাদ নিয়ে আসেন। বদরযুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে রাসূলের সেনাসংখ্যা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মাঝে দ্বিমত আছে। ইমাম বুখারির মতে,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩১০-এর চেয়ে সামান্য বেশি;[৩৮৯] ইমাম মুসলিমের মতে ৩১৯ জন।[৩৯০] আবার কোনো কোনো সূত্রে ৩৪০ জন সাহাবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বদরযুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা একটি ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তির সমতুল্য ছিল না। তা ছাড়া মুসলিমরা যাত্রা করেছিল একটি কাফেলার মুখোমুখি হওয়ার জন্য, যুদ্ধ করার জন্য নয়। তাদের জানাই ছিল না যে, পুরো কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের সঙ্গে তারা যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। এই যুদ্ধে কুরাইশসৈন্যসংখ্যা ছিল এক হাজার। তাদের উটগুলোর পাশাপাশি দুশো ঘোড়াও ছিল। ছিল অনেক ঢাকিনী ও গায়িকা। তারা রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক গান পরিবেশন করছিল। পক্ষান্তরে মুসলিমদের ছিল মাত্র দুটি ঘোড়া ও ৭০টি উট। পালা করে তারা উটে আরোহণ করছিলেন।[৩৯১]

বদর উদ্দেশে যাত্রাপথে কয়েকটি ঘটনা

রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের বদরে যাওয়ার পথে শিক্ষা ও উপদেশ-সংবলিত কিছু ঘটনা ঘটেছিল। ধারাবাহিকভাবে কিছু উল্লেখ করা হলো—

অপ্রাপ্ত বয়সের কারণে যুদ্ধ থেকে বারণ

আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে ধরার উদ্দেশ্যে সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে রাসূলের যাত্রার পর তারা মাদীনার বাইরে বুয়ূতুস সুকয়া এলাকায় পৌঁছান। রাসূল ﷺ সেখানে সেনাছাউনি স্থাপন করে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যাওয়ার অনুপযোগী যোদ্ধাদের রেখে যান। তন্মধ্যে বারা বিন আযিব ও 'আবদুল্লাহ বিন 'উমারকে তাদের অপ্রাপ্ত বয়সের কারণে রেখে যান—যদিও তারা জিহাদে শরিক হওয়ার জন্য পূর্ণ আগ্রহ ও মনোবল নিয়েই বের হয়েছিলেন।

মুশরিকের সহায়তাগ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন

বদরের উদ্দেশে যাত্রাপথে জনৈক মুশরিক নেতার সঙ্গে রাসূলের সাক্ষাৎ হয়। তিনি সদলবলে মুসলিমদের সাহায্য করার আগ্রহ দেখান। তাকে ফিরিয়ে দিয়ে রাসূল ﷺ বলেন, চলে যাও তুমি; আমি কোনো মুশরিকের সহায়তা নিতে চাই না। তার পীড়াপীড়িসত্ত্বেও রাসূল তাকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশেষে সে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিমবাহিনীতে যোগ দেয়।[৩৯২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কঠিন পরিস্থিতিতে সাহাবিদের সঙ্গে রাসূলের সহাবস্থান

এই প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ বলেন, বদরযুদ্ধের সময় আমরা একটি উটে তিনজন করে চড়তাম। আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে এক উটে চড়েন আবু লুবাবা ও 'আলি ইবনু আবি তালিব। রাসূলের পেছনে বসেন তারা। রাসূলের উদ্দেশ্যে তারা বলেন, আমরা আপনার পেছনে হাঁটছি। রাসূল ﷺ তাদের বলেন, তোমরা আমার চেয়ে শক্তিশালী নও, আবার তোমাদের চেয়ে আমার সাওয়াবের প্রয়োজনও কম নয়[৩৯৩]

বদরযুদ্ধে মুসলিমদের আত্মবিশ্বাস

আবু সুফিয়ানের কাফেলা ধরতে রাসূল ﷺ সাহাবিদেরসহ মাদীনা থেকে বের হয়েছেন—এই কথা জানতে পেরে আবু সুফিয়ান সমুদ্র উপকূলীয় পথ ধরে পালিয়ে যান এবং কুরাইশদের তাদের জানমাল রক্ষার ডাক দিতে আমর বিন দামদাম আল-গিফারিকে মাক্কার দিকে দ্রুত পাঠান। চতুর আবু সুফিয়ান মুসলিমদের খবরাখবর নিতে শুরু করেন। তাদের অবস্থাদি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। রীতিমতো গুপ্তচরবৃত্তি করে যান। বদর প্রান্তরে এসে স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এখানে কোনো বহিরাগতদের আনাগোনা লক্ষ করেছ কখনো? তারা অপরিচিত দুজন লোককে দেখেছে বলে জানায়। তিনি তাদের সেই লোকদের বাহনের চলার জায়গাটা দেখিয়ে দিতে বলেন। তারা তাকে সেই জায়গা দেখিয়ে দেয়। তিনি উটের লাদি হাতে নিয়ে ভেঙে দেখেন। এর ভেতরে খেজুরদানা দেখে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, এটা তো ইয়াসরিবের জন্তুর লাদি।[৩৯৪] এ থেকে তিনি প্রতিপক্ষের গতিবিধি আঁচ করতে পারেন। এমনকি জন্তুর লাদির মাধ্যমে অনুসন্ধানী অভিযানের দলের তথ্যও তিনি বের করে ফেলেন। নিশ্চিত হন যে, অপরিচিত লোকেরা মাদীনার মুসলিম অধিবাসী এবং তারা ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে বেরিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তিনি আমর ইবনু দামদামকে কুরাইশদের উদ্দেশে পাঠিয়ে নিজে কাফেলা নিয়ে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা হয়ে মাক্কায় পৌঁছেন।

বাণিজ্য কাফেলার বিপদের খবর শুনে কুরাইশরা তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কারণ, এতে তাদের আত্মমর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িয়ে আছে। পাশাপাশি আরব গোত্রগুলোর মাঝে তাদের ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কাও ছিল। সেজন্য সর্বোচ্চ সামরিক শক্তি দিয়ে মুসলিমদের তারা প্রতিহত করতে নামে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু সুফিয়ানের বার্তাবাহক আমর ইবনু দামদাম আল-গিফারি ভয়ংকর ও উত্তেজনাময় কায়দায় কুরাইশদের মাঝে হাজির হয়। যে কেউ তাকে দেখলে কিংবা তার কথা শুনলে ভয়ে আঁতকে উঠবে। সে বাহনের মুখ ঘুরিয়ে মাক্কায় প্রবেশ করে—তার জামার সামনে-পেছনে ছিঁড়ে সাওয়ারির নাক কেটে রক্তাক্ত করে ফেলে। সে চিৎকার করে ঘোষণা দেয়, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, বাণিজ্য কাফেলা বাঁচাও! বাণিজ্য কাফেলা বাঁচাও! মুহাম্মাদ ও তাঁর সহচররা আবু সুফিয়ানের সেই কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছে। তোমাদের সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। বাঁচাও, বাঁচাও।

এদিকে আবু সুফিয়ান কাফেলা নিয়ে নিরাপদে জুহফা এলাকায় এসে কুরাইশ নেতাদের উদ্দেশে বার্তা পাঠান—তিনি ও বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে আছেন। তাই তোমরা মাক্কায় ফিরে যাও।

মাক্কায় ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কুরাইশ ও মিত্ররা তীব্র মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশই বদর প্রান্তর পর্যন্ত যাওয়ার ব্যাপারে মত দেয়। তারা মুসলিমদের উচিত শিক্ষা দিতে চায়। কুরাইশ-বাণিজ্যপথ সুগম করতে চায়। অপরাপর আরব-কাবিলাগুলোর মনে কুরাইশের প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয় ধরিয়ে দিতে চায়; কিন্তু বনু যুহরা ও বনু আদি পিছুটান নেয়, তারা মূল কুরাইশের সঙ্গে বদরযাত্রায় দ্বিমত পোষণ করে মাক্কায় ফিরে যায়। আর সাধারণ কুরাইশ ও মিত্র কাবিলাগুলো বদর অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখে।[৩৯৫]

সাহাবিদের সঙ্গে আল্লাহ্‌র রাসূলের পরামর্শ

বণিক কাফেলার নিরাপদ প্রস্থান ও রাসূলের বিরুদ্ধে মাক্কার নেতৃস্থানীয়দের যুদ্ধ করার আগ্রহের কথা জানতে পেরে বিষয়টি নিয়ে রাসূল ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন।[৩৯৬] কোনো কোনো সাহাবি কুরাইশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে অমত প্রকাশ করেন। কারণ, কুরাইশদের মোকাবিলায় নিজেদের তারা তখনো অপ্রস্তুত মনে করতেন। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা বিষয়টি রাসূলকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এ সকল সাহাবি ও সাধারণ মু'মিনদের মানসিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরে কুরআন বলে, যেমন:

> তোমার প্রভু যৌক্তিক কারণে তোমাকে তোমার ঘর থেকে বের করেছিলেন। আর মু'মিনদের একটি দল তা অপছন্দ করেছিল। সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তারা সত্যের ব্যাপারে তোমার সঙ্গে বিতর্ক করছিল, যেন তাদের মৃত্যুর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর তারা (সেদিকে) তাকিয়ে আছে। (স্মরণ করো) যখন আল্লাহ (তোমাদের শত্রুপক্ষের) দুটো দলের যেকোনো একটির ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হবে। তোমরা চাচ্ছিলে, কণ্টকমুক্ত (নিরস্ত্র) দলটি তোমাদের হোক; অথচ আল্লাহ চাচ্ছিলেন, তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও কাফেরদের শিকড় কেটে দিতে; কারণ, আল্লাহর উদ্দেশ্যই ছিল সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা আর মিথ্যাকে নির্মূল করা—যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করেছিল। [সূরা আনফাল, ৮: ৫-৮]

মাদীনা থেকে বের হয়ে বদর প্রান্তরে গিয়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। নেতৃস্থানীয় মুহাজির সাহাবিগণ বদর প্রান্তরে গিয়ে শত্রু মোকাবিলার জন্য একমত হন। এ ব্যাপারে মিকদাদ বিন আসওয়াদের ভূমিকা অসাধারণ। তার সম্পর্কে ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ رضي الله عنه বলেন, আমি মিকদাদের যে অবস্থা দেখেছি, তা এককথায় অভূতপূর্ব। তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিশাপের বুলি আওড়াতে আওড়াতে রাসূলের নিকট আসেন। রাসূলকে সাহস দিয়ে বলেন,

> আমরা নবি মূসার জাতির মতো আপনাকে বলব না, ‘তুমি ও তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুজনে যুদ্ধ করো’ আমরা এখানেই বসে থাকব। [সূরা মায়িদাহ, ৫: ২৪]

আমরা বরং আপনার সামনে-পেছনে ও ডানে-বামে থেকে আমরণ লড়াই চালিয়ে যাব। মিকদাদের কথায় রাসূলের চোখেমুখে আনন্দের দ্যুতি ফুটে উঠল।[৩৯৭] অন্য এক সূত্রমতে[৩৯৮]—বদরের দিন রাসূলকে লক্ষ্য করে মিকদাদ বলেন, আমরা আপনার সঙ্গে মূসা ও বনু ইসরাইলের আচরণ করব না—

> তুমি ও তোমার প্রভু যাও এবং তোমরা দুজনে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকব। [সূরা মায়িদা, ৫: ২৪]

বরং আমরা বলব, আপনি এগিয়ে চলুন আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। তার কথায় রাসূলের বুকটা আনন্দে ভরে গেল।

মুহাজিরদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে রাসূল ﷺ আনসারদের নিকট যান। তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে লোকেরা, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আনসাররাই মুসলিম সেনাবাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ। তা ছাড়া দ্বিতীয় আকাবার শপথে রাসূলকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মাদীনার বাইরে নিরাপত্তা দেওয়ার কোনো শর্তও ছিল না। রাসূলের পরামর্শ চাওয়ার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আনসারদের পতাকাধারক সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস ﷺ এগিয়ে এসে বলেন, আল্লাহর শপথ, হে রাসূল, আপনি আমাদের অংশগ্রহণ কামনা করছেন? রাসূল উত্তর দেন, অবশ্যই। রাসূলের উত্তর শুনে তিনি বলেন, আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনাকে বিশ্বাস করেছি। আপনার আনীত বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। আর এই প্রসঙ্গে আমাদের আনুগত্য ও বশ্যতার প্রতিশ্রুতিও আমরা আপনাকে দিয়েছি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আপনার লক্ষ্যে এগিয়ে যান, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। শপথ সেই রবের, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন; আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রাভিযানেও বের হন, তবে আমরা সমুদ্রাভিযানেই বের হব। আমাদের একজন সদস্যও পিছু হটবে না। আর আগামীকাল একসঙ্গেই আমরা শত্রুর মোকাবিলা করব। আমরা রণাঙ্গনে অবিচল থাকব। শত্রুর সামনে অটল থাকব। অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে প্রশান্তিদায়ক অভিজ্ঞতাই দেবেন। সুতরাং আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে এগিয়ে চলুন।

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের কথায় রাসূল খুব আনন্দিত হন, সাহস পান। সাহাবিদের উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন, সুসংবাদ তোমাদের জন্য, তোমরা যুদ্ধে বের হও। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের জন্য দুটি দলের একটিকে নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহর শপথ, আমি তো শত্রুদের নিশ্চিত মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি।[৩৯৯] সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের কথায় রাসূল ﷺ ও সাহাবিগণ অশেষ অনুপ্রেরণা পান। শত্রু-মোকাবিলায় তাদের মনোবল ও সাহস অনেক বেড়ে যায়।

নানা যুদ্ধবিগ্রহে সাহাবিদের সঙ্গে রাসূলের আলোচনা থেকে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব বোঝা যায়।[৪০০]

যুদ্ধ-যাত্রা ও তথ্য সংগ্রহ

সাহাবিদের আনুগত্য, সাহসিকতা ও একতা দেখে রাসূল ﷺ তাদের সামরিক বিন্যাস করেন। সাদা ঝান্ডা বেঁধে মুস'আব বিন 'উমাইরের হাতে দেন। সা'দ বিন ওয়াক্কাস ও 'আলি বিন আবি তালিবের হাতে দুটি কালো পতাকা দেন। আর কাফেলার পেছনের অংশের দায়িত্ব দেন কায়েস বিন আবু সা'সা'কে। এদিকে রাসূল ﷺ আবু বাক্‌রকে নিয়ে মুশরিক বাহিনীর তথ্য সংগ্রহের কাজে নেমে পড়েন। পথিমধ্যে জনৈক আরব বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। রাসূল ﷺ ছদ্মবেশে বৃদ্ধকে কুরাইশ বাহিনী, মুহাম্মাদ ও তাঁর সহচরদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। ছদ্মবেশী রাসূলের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ বেঁকে বসে। তোমাদের আসল পরিচয় না দিলে আমি তোমাদের কোনো তথ্য দেবো না। বৃদ্ধের কথায় রাসূল ﷺ চট করে বলেন, আগে তথ্য দাও, তবেই আমাদের পরিচয় দিচ্ছি। এবার রাসূলের কৌশলে বৃদ্ধ ধরা দিল। তা-ই বটে; ঠিক আছে। বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বলতে শুরু করল, শুনেছি অমুক দিন মুহাম্মাদ ও তাঁর সহচররা বের হয়েছে। যদি আমার জানা সঠিক হয়, তাহলে তারা আজ অমুক জায়গায় আছে—মুসলিম সেনাবাহিনীর গন্তব্যে। আরেকটি খবর পেয়েছি, কুরাইশ বাহিনী অমুক দিন বের হয়েছে। যদি আমার জানা সঠিক হয়, তাহলে তারা আজ অমুক এলাকায় আছে। অবশেষে বৃদ্ধ বলে, আমার ঝুলির তথ্য তো দিলাম, এবার বাপু তোমাদের পরিচয়টা বলো! 'আমরা মা-এর লোক'[৪]—বলে রাসূল ﷺ ও আবু বাক্‌র চটজলদি বৃদ্ধের কাছ থেকে কেটে পড়েন। আর বৃদ্ধ ফিসফিস করে বলতে থাকে, কোথাকার মা? ইরাকের মা অঞ্চল?

রাসূল ﷺ যেদিন আবু বাক্‌রকে নিয়ে বের হন, সেদিন সন্ধ্যাতেই তিনি 'আলি ইবনু আবি তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের সমন্বিত একদল সাহাবিকে কুরাইশ বাহিনীর তথ্য সংগ্রহের জন্য বদরের কূপ এলাকায় পাঠান। তারা সেখানে গিয়ে মুশরিক বাহিনীর জন্য পানি সংগ্রাহক দুই দাসের সাক্ষাৎ পান। তাদের আল্লাহর রাসূলের নিকট ধরে আনেন। রাসূল তাদের নিকট কুরাইশ বাহিনীর তথ্য জানতে চান। তারা বলে, আল্লাহর শপথ, ওরা ওই দূরের পাহাড়ের উপত্যকার পেছনে আছে। তাদের নিকট কুরাইশের সৈন্যসংখ্যা জানতে চাওয়া হলে তারা অস্পষ্টভাবে জানায়, অনেক; কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা জানতে চান। তারা বলে, আমরা সঠিক সংখ্যা জানি না। তারা দৈনিক কয়টি উট জবাই করে—জানতে চাইলে দাস দুটি সংখ্যা জানায়, কোনো দিন নয়টি, কোনো দিন ১০টি। তাদের কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেন, ওদের সংখ্যা ৯০০ কিংবা এক হাজারের বেশি হবে না। রাসূল ﷺ জানতে চান, কুরাইশ নেতাদের কে কে এসেছে? দাসরা জানায়, রাবী'আর দুই ছেলে উতবা ও শাইবা, আবু জাহ্ল, উমাইয়া বিন খালফ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কুরাইশ। দাসদের সঙ্গে আলাপ শেষে রাসূল সাহাবিদের সঙ্গে আলোচনা

(৪) আরবি 'মা' শব্দের অর্থ হলো পানি। 'নাহনু মিনাল মা' এর শাব্দিক অর্থ আমরা পানি থেকে। এই বাক্য দ্বারা তিনি একটু ডিপ্লোম্যাটিকভাবে উত্তর দিয়েছেন; বাক্যগত দিক থেকে সত্য কথাও বলেছেন আবার নিজেদের অবস্থানের তথ্য গোপন রাখার কাজটিও সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শুরু করেন। তিনি বলেন, আরে, এ যে দেখছি, মাক্কাবাসী তাদের হৃদয়ের মানিকদের তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠিয়েছে।[৪০১]

শত্রুপক্ষের তথ্য সংগ্রহ করা, তীক্ষ্ণভাবে তদের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা আল্লাহর রাসূলের অন্যতম সামরিক কৌশল। এতে খুব সূক্ষ্মভাবে শত্রু মোকাবিলা ও সামরিক পরিকল্পনা করা যায়। তাই বদরযুদ্ধে রাসূল ﷺ শত্রুপক্ষের তথ্য প্রথমে নিজে সংগ্রহ করেন এবং পরে অন্যের মাধ্যমে করেন। সাধারণত তিনি সকল যুদ্ধেই ভীষণ গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন। রণকৌশলের প্রতি কুরআন মাজীদ ভীষণ গুরুত্বারোপ করেছে। তা'আলা বলেন, যখন তাদের কাছে নিরাপত্তা কিংবা ভয়ের কোনো বিষয় উপস্থিত হয়, তখন তারা সেটা প্রচার করে দেয়। (তা না করে) তারা যদি বিষয়টা রাসূল ও তাদের মধ্যে দায়িত্বশীলদের গোচরে আনত, তাহলে সেটা তাদের থেকে সরাসরি এমন লোকেরা জানতে পারত, যারা তার সূত্র উদ্ঘাটন করতে পারত।

> তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকত, তাহলে অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে। [সূরা নিসা, ৪: ৮৩]

সকল যুদ্ধে আল্লাহর রাসূলের গোপনীয়তা সম্পর্কে কা'ব বিন মালিক বলেন, রাসূল ﷺ কোনো যুদ্ধের পরিকল্পনা করলেই কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করতেন।[৪০২] বদরযুদ্ধে তাঁর এই মহান চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বদরে আল্লাহর রাসূলের গোপনীয়তার আরও কিছু দৃষ্টান্ত ছিল এমন—বদরযুদ্ধের দিন তিনি উটের গলার ঘণ্টা খুলে রাখার নির্দেশ দেন। এই প্রসঙ্গে 'আয়িশা رضي الله عنها বলেন, 'বদরযুদ্ধের দিন উটের গলার ঘণ্টা খুলে রাখতে আদেশ দেন রাসূল ﷺ। এমনকি বদর যাত্রাকালে গন্তব্যের নামও গোপন রাখেন। তিনি সাহাবিদের বলেন, এক বিশেষ লক্ষ্যে আমরা যাত্রা করছি। যার যানবাহন প্রস্তুত আছে, সে যেন আমাদের সঙ্গে বের হয়।[৪০৩] এই হাদীসের আলোকে ইমাম নাবাওয়ি যুদ্ধে ছদ্মবেশনীতিকে প্রশংসনীয় বলেছেন। তার মতে সেনাপতির উচিত গন্তব্যের নাম গোপন রাখা—পাছে শত্রুপক্ষ জেনে সতর্ক ও সচকিত হয়ে যেতে পারে।[৪০৪]

রাসূলের জীবনব্যবস্থায় সর্বযুগেই নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ অব্যাহত ছিল। ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশিক্ষণ তৎপরতাও উন্নত হতে থাকে। বিশেষত যুদ্ধাভিযানে নিরাপত্তার প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বদরযুদ্ধে হুবাব বিন মুনযিরের পরামর্শ

বদরের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে রাসূল ﷺ কুরাইশদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। তাদের আগেই রণাঙ্গনে গিয়ে পানির উৎসগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাহাবিদের নিয়ে দ্রুত বদর অভিমুখে যাত্রা করেন। বদরের কোনো এক কুয়োর কাছে যাত্রাবিরতি করেন; কিন্তু জায়গাটি সাহাবি হুবাব বিন মুনযিরের কাছে খুব ভালো মনে হলো না। তিনি রাসূলের নিকট বিনীতভাবে জানতে চান, হে আল্লাহর রাসূল, এটা কি আল্লাহর সিদ্ধান্তে নির্ধারিত জায়গা যে আমাদের আগে-পিছে যাওয়ার সুযোগ নেই, নাকি আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ? রাসূল ﷺ বলেন, না, এটা আমার ব্যক্তিগত পছন্দ। আর জানো তো, যুদ্ধের অপর নাম কৌশল। রাসূলের কথা শুনে হুবাব বলেন, 'তাহলে হে আল্লাহর রাসূল, এই জায়গাটি আমাদের জন্য খুব উপযোগী নয়। আপনি বরং সাহাবিদের নিয়ে কুরাইশ বাহিনীর কুয়োর নিকটে অবস্থান নিন। আমরা তাদের কূপগুলো ধ্বংস করে দিয়ে নিজেদের জন্য কিছু কূপ তৈরি করব। কূপগুলোতে পানি ভরে রেখে আমরা পানি পান করব আর ওরা পিপাসার্ত থাকবে। রাসূল ﷺ তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন। তিনি সাহাবিদের নিয়ে শত্রুপক্ষের নিকটতম কুয়োর ধারে অবস্থান নেন। সেখানে অনেকগুলো কূপ তৈরি করে বাকি কূপগুলো বন্ধ করে দেন।

এখানেই ফুটে ওঠে রাসূলের নেতৃত্বের মহান বৈশিষ্ট্য। মহান নেতা হয়েও একজন সাধারণ সাহাবির কথার মূল্যায়ন করেছেন। নেতা ও জনতা এমন অহমিকামুক্ত হলেই সেই সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়। রাসূল ﷺ তাঁর মহান নেতৃত্বের সুউচ্চ অবস্থানসত্ত্বেও সাধারণ সাহাবিদের সঙ্গে মাটির মানুষের মতো মিশতেন। তাদের কথা ও পরামর্শের মূল্যায়ন করতেন। সাধারণ কোনো নেতা কিংবা রাজার মতো তিনি আচরণ করতেন না। নেতা ও জনতার দূরত্ব তিনিই প্রথম উৎখাত করেন।

নেতা ও জনতার মাঝে কোনো দূরত্ব নেই—এই মহান আদর্শের ভিত্তিতে রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ফলে সে সমাজ সাধারণ-অসাধারণ সব ধরনের মানুষ থেকে উপকৃত হতে পারত। তাদের মেধা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতো। তাই তাদের নেতা বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও জাতিকে সফল নেতৃত্ব উপহার দিতে পারতেন। কারণ, তিনি একক সিদ্ধান্ত কিংবা শক্তিধর দলের মতানুসারে মনমতো কাজ করতেন না। তাঁর কাছে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়েও সমাজের স্বার্থ মহান ও গুরুত্বপূর্ণ; বরং সকল সদস্যের অভিমতের কথা তিনি ভাবেন। এমনকি সঠিক অভিমত হলে অতি নগণ্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সদস্য থেকেও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন। এমন নেতার কাছে শিষ্যের মত পৌঁছুতে কোনো বাধা নেই।

বদর প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর অবস্থান পরিবর্তনের বিষয়ে একজন সাধারণ সাহাবির পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করেন রাসূল ﷺ—এটিই রাসূলের মহান আদর্শিক শিক্ষা। এতেই বোঝা যায়, নেতা ও শিষ্যের ঘনিষ্ঠতা কত গভীর! সামগ্রিক কল্যাণের লক্ষ্যে শিষ্য নির্দ্বিধায় পরামর্শ দেন এবং নেতাও সুবিবেচনায় তা গ্রহণ করেন। তবে শিষ্য সাহাবির বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নটি ছিল শিষ্টাচার ও বিনয়ের বিচারে অনন্য। যখন তিনি জানতে পারেন, স্থান নির্ধারণের সিদ্ধান্তটি আল্লাহ-নির্ধারিত নয়, তখন সাহাবি হুবাব তার সামরিক কৌশলের কথা রাসূলকে জানান। যদি এই সিদ্ধান্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে হতো, তাহলে তিনি তা পরিবর্তনের কথাই মাথায় আনতেন না। কারণ, আল্লাহর সিদ্ধান্তের সামনে জীবন উৎসর্গ করতেই তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। আর মানবীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তনযোগ্য বলেই তার নতুন রণকৌশল ও অভিনব পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। এই মহান মানসিকতা থেকে শেখা যায়—মহানবির সামনে পরামর্শ প্রদান ও মতপ্রকাশের মূলনীতি, আনুগত্য ও বশ্যতার ধরন এবং সাধারণ শিষ্যের মত গ্রহণে মহানবির উদারতা কেমন ছিল। তার এবং তাদের অনুসারী মুসলিমদের যাবতীয় কাজে শুভাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শ কীভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। [৪০৫]

কুরআনের ভাষায় মুশরিক বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার বিবরণ

মুশরিকদের যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা দম্ভভরে ও লোকদেখানোর জন্য নিজেদের ঘর থেকে বের হয়েছে এবং আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখছে। তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহ ঘিরে রেখেছেন। [সূরা আনফাল, ৮: ৪৭]

এই আয়াতে মহান আল্লাহ কাফিরদের অনুকরণে দম্ভভরে লৌকিকতা করে ঘর থেকে বের হতে মু'মিনদের বারণ করেন। এখানে তিনি কাফিরদের তিনটি প্রধান দোষের কথা উল্লেখ করেন :—১. দম্ভ; ২. লৌকিকতা; ৩. আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া।

এই আয়াতের মূল আরবিতে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়—আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের দম্ভের বিবরণে স্থিরতা ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক বিশেষ্যপদ ব্যবহার করেন; আর তাঁর পথে বাধা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রদানের বিবরণে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যব্যঞ্জক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি বলেন, এখানে উদ্দেশ্য আবু জাহ্‌ল ও তার সহচররা। যারা ব্যবসায়ী কাফেলা উদ্ধারের লক্ষ্যে বদর অভিমুখে অনেক নর্তকী, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যাত্রা করে। তারা যুহফা এলাকায় পৌঁছালে আবু জাহ্‌লের খুফাফ আল-কিনানি নামক এক বন্ধু তার চাচাতো ভাইয়ের মাধ্যমে কিছু উপহার পাঠান এবং এই মর্মে বার্তা পাঠান, তুমি চাইলে আমাদের দৈন্যদশাসত্ত্বেও লোকবল পাঠিয়ে তোমাকে সাহায্য করব। আর যদি আমাকে চাও, তাহলে আমি নিজেই চলে আসব। তার পত্র পড়ে আবু জাহ্‌ল বলে, মুহাম্মাদের কথামতে আমাদের লড়াই যদি আল্লাহর বিরুদ্ধে হয়, তাহলে আল্লাহর সঙ্গে লড়াই করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর যদি আমাদের লড়াই হয় মানুষের বিরুদ্ধে, তাহলে প্রতিপক্ষের চেয়ে আমরা মহাশক্তিধর। আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে লড়াই না করে আমরা যাব না। বদর প্রান্তরে গিয়ে আমরা মদ্যপান করব আর নর্তকীরা নাচবে। বদর তো আরব্য সংস্কৃতির রমণীয় মৌসুম ও লোভনীয় আড়ং। আরবজাতি আমাদের রণযাত্রার কথা জানুক আর চিরকাল শ্রদ্ধা করুক আমাদের। দম্ভ-অহংকারে পূর্ণ যাত্রার মধ্য দিয়ে নিশ্চিত ধ্বংসের প্রান্তর বদরেপৌঁছায়তারা।[৪০৬]

বদর প্রান্তরে মুশরিকরা

বদর প্রান্তরে এসে মুশরিকরা কী করল, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> যদি তোমরা মীমাংসা চাও, তাহলে তোমাদের কাছে মীমাংসা এসে গেছে। যদি তোমরা (অন্যায় থেকে) বিরত হও, তাহলে তোমাদের জন্য মঙ্গল; আর যদি (অন্যায়ের) পুনরাবৃত্তি কর, তাহলে আমিও (শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করব। সংখ্যায় বেশি হলেও তোমাদের দল তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের সঙ্গে আছেন। [সূরা আনফাল ৮: ১৯]

বদর প্রান্তরে পৌঁছে কুরাইশরা মতবিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, বদর রণাঙ্গনে মুসলিমরা অবতীর্ণ হলে মুশরিকরা এগিয়ে আসে। রাসূলের দৃষ্টি পড়ে লাল ঘোড়ায় চড়া উতবা বিন রাবী'আর ওপর। তিনি বলেন, শত্রুপক্ষের কারও মধ্যে যদি কল্যাণ থাকে, তাহলে তা আছে লাল ঘোড়সাওয়ারের মধ্যে। যদি তারা তার কথা শুনত, তাহলে সুপথের দিশা পেত। কুরাইশ-যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে উতবা বলে, হে লোকেরা, শত্রুপক্ষের ব্যাপারে তোমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমার কথা শোনো। যদি তোমরা যুদ্ধে জড়াও, তাহলে এ যুদ্ধের ক্ষত কখনো তোমাদের হৃদয় থেকে শুকাবে না। প্রত্যেকেই তার ভাই কিংবা পিতার ঘাতকের দিকে তাকিয়ে আছে। তোমরা শপথ গ্রহণের ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে ঘরে ফিরে যাও। উতবার কথা শেষে আবু জাহ্ল মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবিদের দেখে বলে, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদের জাদু কত তীব্র! আমাদের সঙ্গে ওরা যুদ্ধে এলে ওদের পরিণতি হবে ভীষণ ভয়াবহ। আবু জাহ্লের কথায় উতবা বলে, শিগগিরই তোমরা সেই কাপুরুষকে চিনতে পারবে, যে স্বজাতির কপালে বিনাশ ডেকে আনে। সাবধান, আমার মনে হচ্ছে শত্রুপক্ষ তোমাদের ওপর ভয়ংকর আঘাত হানবে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না ওদের মাথাগুলো যেন অজগর আর মুখগুলো যেন তলোয়ার।

মুসলিম হওয়ার পূর্বে মুশরিকদের দলে থাকাকালে বদরযুদ্ধ সম্পর্কে হাকীম বিন হিযাম বলেন, বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আল্লাহর নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছি আমরা। উতবা বিন রাবী'আর সঙ্গে দেখা করে বলি, হে ওয়ালীদের বাবা, তুমি কি আজীবন এই দিনের কৃতিত্ব বরণ করে বাঁচতে চাও? উতবা উত্তর দেয়, আমার কী করার আছে বলো ? আমি তাকে বলি, তোমরা তো মুহাম্মাদের কাছ থেকে বিন হাদরামির রক্তপণ নিতেই এসেছ। তা ছাড়া তার তোমার মৈত্রীচুক্তিও ছিল। তার রক্তপণ উসূল করার দায়িত্ব তোমার।'

আমার কথায় উতবা বলে, 'তুমি কিংবা ওমুক যে-ই হোক, আমাকেই তার রক্তপণ উসূল করতে হবে। তুমি বরং বিন হানযালিয়া—মানে আবু জাহ্লকে গিয়ে বলো, আপনি কি আপনার চাচাতো ভাইদের জীবিত অবস্থায় নিয়ে ফিরতে চান? আমি আবু জাহ্লের নিকট এসে দেখি, অসংখ্য মানুষ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিন হাদরামির ভাই। সে বলে, আবদুশ শাম্স ও বনু মাখযুমের সঙ্গে আমার মৈত্রীচুক্তি রহিত করলাম। তখন তাকে বলি, উতবা বিন রাবী'আ তোমাকে বলেছে, তুমি কি তোমার চাচাতো ভাইদের জীবিত অবস্থায় নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাও? আবু জাহ্ল বিরক্ত হয়ে বলে, দূতিয়ালির জন্য তোমাকে ছাড়া বুঝি আর কাউকে পেল না! আমি তার উত্তরে বলি, আমিও কারও দূতিয়ালি করতে আগ্রহী নই।

হাকীম বলেন, তারপর দ্রুত আমি উতবার নিকট চলে যাই, যেন কোনো তথ্যই ভুলে না বসি! গিয়ে দেখি, উতবা মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে অহেতুক যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছে, অথচ সে-ই কুরাইশকে আহ্বান করেছিল, যেন তারা মুহাম্মাদকে নিজের মতো থাকতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেয়। মুহাম্মাদ সত্যবাদী হলে তার সম্মান কুরাইশের সম্মান, তার রাজত্ব কুরাইশের রাজত্ব এবং সে জগতের সর্বসুখী মানুষ। আর মিথ্যুক হলে আরবের ইতিহাসে নিশ্চিহ্ন ও বিলীন হয়ে যাবে; কিন্তু মূর্খ অহমিকা কখনোই সত্যের কর্তৃত্ব সহ্য করতে পারে না। কারণ, মিথ্যা জানে, সত্যের উত্থানে তার পতন নিশ্চিত। সত্যের আগমনে মিথ্যার অপনোদন হবেই হবে।

কুরাইশরা উমাইর বিন ওয়াহাব আল জুমাহিকে মুহাম্মাদের সহচরদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠায়। সে মুসলিম বাহিনীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের জানায়, সংখ্যায় তারাতিনশোর একটু কম বা বেশি হবে। তবে আমাকে একটু সুযোগ দিলে তাদের ব্যাপারে তথ্য পাওয়ার কোনো রাস্তা আছে কিনা, খুঁজে দেখব। এই বলে সে পাহাড়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত যায়; কিন্তু কিছুই খুঁজে পায় না। ফিরে এসে বলে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমার মনে হয়, এই সংকট তোমাদের মৃত্যু ডেকে আনবে। ইয়াসরিবের মাটিতেই বুঝি তোমাদের নির্ঘাত মৃত্যু ওত পেতে বসে আছে। মুহাম্মাদের সহচরদের কাছে হাতিয়ার বলতে একটি তলোয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই। তবে আমার বিশ্বাস, তাদের প্রত্যেকেই তোমাদের একেকজনকে হত্যা করা ছাড়া মরবে না। যদি তাদের সমপরিমাণ লোক তোমাদের মধ্য থেকে মারা পড়ে, তাহলে তোমাদের কী অবস্থা হবে একটু ভেবে দেখো! এখন তোমরাই তোমাদের সিদ্ধান্ত নাও।

উমাইয়া বিন খালফের ঘটনা আরও হাস্যকর। সে মৃত্যুকে ভীষণ ভয় পায়। আগে সে যুদ্ধে যেতেও রাজি ছিল না। আবু জাহ্‌লের মাত্রাতিরিক্ত পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে বের হয়। আবু জাহ্‌ল তার সঙ্গে দেখা করে বলে, হে আবু সাফওয়ান, আপনি দেশের নেতা হয়ে পিছিয়ে থাকলে সাধারণ মানুষ তো আর বেরই হবে না। তাকে পীড়াপীড়ি করতে করতে আবু জাহ্‌ল বলেই বসল, আপনি যদি না গিয়ে বাঁচতে পারেন, তাহলে আমি মাক্কার সর্বোৎকৃষ্ট উটটা কিনব। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না উমাইয়া। স্ত্রীকে হাঁক দিয়ে বলল, আমার পাথেয় গুছিয়ে দাও। স্ত্রী তাকে সতর্ক করে বলল, আরে সাফওয়ানের বাবা, তুমি কি তোমার ইয়াসরিবের ভাই সা'দ বিন মু'আযের কথা ভুলে গেছ? তিনি তো তোমাকে বলেছিলেন, আমি রাসূলকে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে শুনেছি যে, নিশ্চয় তারা তোমাকে হত্যা করবে। স্ত্রীর জবাবে উমাইয়া বলে, আমি তো বেশি দূর যাব না। কাপুরুষ উমাইয়া চরম অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাত্রা করল এবং বদর প্রান্তের গিয়ে সাধের প্রাণটি হারাল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ধূর্ত আবু জাহ্ল উমাইয়াকে বের করার কোনো কৌশলই বাদ দেয়নি। তাকে প্ররোচিত করার জন্য উকবা বিন আবু মুয়ীতকে নিযুক্ত করে। সে উমাইয়ার সামনে একটি চুলা এনে তাকে বলে, তুমি তো নারীদের দলে যোগ দিয়েছ। উকবার কথায় উমাইয়া মানসিকভাবে ভীষণ আহত হয়।

মাক্কার কুরাইশবাহিনীর মানসিক অবস্থা ছিল চরম বিপর্যস্ত। বাহিরে তাদের জৌলসপূর্ণ মনে হলেও ভেতরে ভেতরে তারা ভয়ংকর দুর্বলতা ও আতঙ্কে ভুগছিল। কারণ, জালিমের বিরুদ্ধে নিপীড়িতদের প্রতিরোধ-ঐক্য নির্ঘাত পতন ডেকে আনে। আশু পরিণাম টের পেয়ে অনেক কুরাইশই পিছুটান দিতে চাচ্ছিল; কিন্তু তা আর সম্ভব নয়।

মাক্কাবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করে 'আবদুল মুত্তালিবের কন্যা আতিকার স্বপ্ন। সে স্বপ্নে দেখে, এক লোক কুরাইশদের ধাওয়া করে মাক্কার আবু কুবাইস পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি প্রকাণ্ড পাথর ছুড়ে মারে। পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে কুরাইশদের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ে। এই নিয়ে আব্বাস ও আবু জাহ্লের মাঝে ভীষণ বিতর্ক হয়। এদিকে বণিক কাফেলার দুঃসংবাদ নিয়ে হাজির হয় দামদাম গিফারি। মাক্কায় থেমে যায় স্বপ্ন-বিতর্ক। মানুষ পেয়ে যায় ব্যাখ্যা।

কুরাইশ বাহিনী যুহফায় পৌঁছার পর একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখে জুনহাইম বিন সাল্ত বিন মুত্তালিব বিন 'আবদু মানাফ। তিনি দেখেন, জনৈক অশ্বারোহী তার উটসহ এসে ঘোষণা দেয়, রাবী'আর পুত্র উতবা ও শাইবা, 'আবুল হাকাম বিন হিশাম, উমাইয়া বিন খালফ প্রমুখ নিহত হবে। তারপর সে গুণে গুণে সেসকল অভিজাত কুরাইশের নাম উল্লেখ করে, যারা বদর যুদ্ধে নিহত হয়। নামতালিকা ঘোষণার পর সে তার উটের কণ্ঠদেশে আঘাত করে একে সেনাবাহিনীর নিকট পাঠায়। তখন দেখা যায়, সেনাবাহিনীর সবগুলো তাঁবুতে উটের ছোপ ছোপ রক্তের দাগ লেগে আছে।

এই স্বপ্নের কথা আবু জাহ্লের কানে গেলে সে তিরস্কার ও দম্ভ করে বলে, মুত্তালিবের ছেলেপিলেদের ভেতরে দেখছি আরেকজন নবি মাথাচাড়া দিতে যাচ্ছে। আগামীকাল আমরা লড়াইয়ে নামলেই বোঝা যাবে, কে নিহত হবে![৪০৭] এই স্বপ্নের কারণে কুরাইশ বাহিনীর মনোবল চরমভাবে ভেঙে পড়ে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বদর প্রান্তরে রাসূল ﷺ ও সাহাবিগণের অবস্থান

সেনাপতির ছাউনি নির্মাণ

সাহাবিদের নিয়ে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন রাসূল ﷺ। মুশরিকদের সবচেয়ে নিকটতম কুয়োর কাছে যাত্রাবিরতি করেন। সেনাপতির নিরাপত্তার কথা ভেবে সা'দ বিন মু'আয রাসূলের নিকট একটি নিরাপদ ছাউনি নির্মাণের আবেদন করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার জন্য একটি নিরাপদ ছাউনি নির্মাণ করতে চাই। আপনি সেখান থেকে আমাদের নির্দেশনা দান করবেন। আমরা আপনার নেতৃত্বে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ব। যদি আল্লাহ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় অবধারিত করেন, তাহলে এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। আর যদি অন্যথা হয়, তাহলে আপনি বাহনে চড়ে পশ্চাৎ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেই তারা আপনাকে নিয়ে পিছু হটবে। হে আল্লাহর রাসূল, অনেক মানুষই যুদ্ধে আসতে পারেনি। তারা যদি জানত যে, আপনি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, তাহলে অবশ্যই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। তারা আপনার শুভকামী, আপনার সহযোদ্ধা। সা'দের কথা শুনে রাসূল ﷺ তার প্রশংসা ও দু'আ করেন।

মুসলিমরা রাসূলের জন্য ছাউনি নির্মাণের কাজে নেমে পড়েন। রণাঙ্গনে একটি উঁচু টিবির ওপর নির্মিত হয় ছাউনি। সেখানে রাসূলের সঙ্গে আবু বাক্‌রও অবস্থান করেন। সা'দ বিন মু'আযের নেতৃত্বে একদল তরুণ আনসারি সাহাবি রাসূলের ছাউনির নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকেন। সেনাপতির ছাউনি নির্মাণের কিছু লক্ষণীয় বিষয়:[৪০৮]

১. সেনাপতির ছাউনি রণাঙ্গনমুখী উঁচু ভূমিতে অবস্থিত হওয়া উচিত। ফলে রণাঙ্গন পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা সহজ হয়।

২. সেনাপতির ছাউনির নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত রণরক্ষী রাখতে হবে।

৩. সেনাপতির জীবন রক্ষায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. সেনাপতির জন্য বিকল্প নিরাপত্তাব্যবস্থা রাখতে হবে যেন রণাঙ্গনের যোদ্ধারা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও তিনি বিকল্প ব্যবস্থা দাঁড় করাতে পারেন।[৪০৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লড়াই শুরুর আগেই আল্লাহর করুণা

বদর প্রান্তরে লড়াই শুরুর আগেই মুসলিমরা আল্লাহর দয়া হিসেবে তন্দ্রা ও বৃষ্টি লাভ করে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> (স্মরণ করো) যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিলেন এবং তোমাদের পবিত্র করার জন্য, তোমাদের থেকে শয়তানের অপবিত্রতা অপসারণ করার জন্য, তোমাদের অন্তর শক্ত করার জন্য এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করার জন্য আকাশ থেকে তোমাদের ওপর পানি (বৃষ্টি) বর্ষণ করেছিলেন। [সূরা আনফাল, ৮: ১১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি বলেন, এখানে তন্দ্রা বলতে লড়াই শুরুর আগের রাতের কথা বলা হয়েছে। লড়াইপূর্ব রাতে একটি গভীর ঘুমের মূল্য অসীম। আল্লাহ তাঁর দীনের সৈনিকদের প্রয়োজনের ব্যাপারে বিশেষ লক্ষ রাখেন।

বদরযুদ্ধ সম্পর্কে 'আলি ﵁ বলেন, বদর-দিবসে আমাদের একমাত্র অশ্বারোহী ছিলেন মিকদাদ। একটি চিত্রা বর্ণের ঘোড়ায় আরোহণ করেন তিনি। আমার মনে পড়ে, বদরের আগের রাতে আমাদের কোনো সদস্যই ঘুমায়নি। এই রাতটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ অবিরাম সালাত ও ক্রন্দনে কাটান।

বদরের লড়াইপূর্ব রাতে তন্দ্রার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রদানের দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে—

১. কালকের লড়াইয়ের জন্য বিশ্রাম করে শক্তি সঞ্চয়;

২. সাহাবিদের মনের ভয় দূর করে আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তা প্রদান;

যেমন: কথায় আছে—নিরাপত্তা আনে নিদ্রা আর ভয় আনে বিনিদ্রা।

অমৌসুমি বৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ মুসলিমদের সম্মানিত করেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান, দয়া ও অনুগ্রহ। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাযি ﵀ বলেন, সাধারণত মু'মিনরা গোসল না করে অপবিত্র থাকতে অপছন্দ করে। এ কারণে তারা বিষণ্ণতা ও সংকোচবোধ করে। তাই আল্লাহ নিজেই তাদের বৃষ্টিস্নাত করে পবিত্র করে নেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া।

বদর প্রান্তরে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন যেন মু'মিনরা পবিত্র হয়। ইবনু আব্বাসের সূত্রে ইবনু জারির বলেন, যখন রাসূল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে বদরের উদ্দেশে যাত্রা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেন, দীর্ঘ সফরের পর ক্লান্তি দূর করতে মুসলিমরা পানির প্রয়োজন অনুভব করেন; কিন্তু তখনো বদরের কূপগুলো থেকে মুসলিমদের অবস্থান ঢের দূরে। ক্লান্তির কারণে মুসলিমদের মনে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়—তোমরা তো আল্লাহর বন্ধু ও তাঁর রাসূলের সহচর হওয়ার দাবি কর, অথচ পানির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মুশরিকদের হাতে; আর তোমরা অপবিত্র অবস্থায় সালাত সম্পাদন করছ। এই কুমন্ত্রণার প্রভাব দূর করতে আল্লাহ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মুসলিমরা বৃষ্টির পানি পান করেন এবং তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করেন। তাদের অন্তর থেকে শয়তানের অপবিত্রতা দূর হয়ে যায়। বৃষ্টি হওয়ায় মরুভূমির বালু বসে যায় এবং মানুষ ও জীবজন্তুর চলাচল সুগম হয়।

শয়তানের কুমন্ত্রণায় মু'মিনরা যেন প্রভাবিত না হয়, তাই যুদ্ধের পূর্বে বৃষ্টি বর্ষণের কারণ হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের মানসিক ও শারীরিক পবিত্রতার ব্যাখ্যা দেন—এতে মু'মিনদের দেহ-মন সুদৃঢ় হয়। তা ছাড়া ধু-ধু মরুময় আরব অঞ্চলের পরিবেশে বৃষ্টি না হলে চলাচল কঠিন হয়ে যায়, হাঁটতে গেলেই পা দেবে যায়। তাই বৃষ্টি হওয়াতে রণাঙ্গনে মুসলিমদের চলাচল সহজ ও নির্বিঘ্ন হয়।[৪১০]

আল্লাহর রাসূলের রণ-পরিকল্পনা

বদরের দিন আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে রাসূল ﷺ নতুন কয়েকটি অভিনব রণকৌশল আবিষ্কার করেন, যা তখনো মানুষ জানত না। প্রথম সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেন রাসূল ﷺ।[৪১১] সারিবদ্ধ রণশৈলী সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে (অটল থেকে) কাতার বেঁধে যুদ্ধ করে, যেন তারা এক সুদৃঢ় প্রাচীর। [সূরা সফ, ৬১: ৪]

এই রণশৈলীতে যোদ্ধারা সালাতের সারি আকারে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে। সৈন্যসংখ্যা কমবেশি হওয়ার কারণে সারি কমবেশি হতে পারে। বর্শাধারি যোদ্ধাদের সারি হবে সবার আগে, যেন অশ্বারোহী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। তারপর হবে ধানুকি যোদ্ধাদের সারি, যেন শত্রুর ওপর আক্রমণকারী যোদ্ধাদের সহযোগিতা করা যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বদর যুদ্ধে সারিবদ্ধ রণকৌশলের কিছু উপকারিতা:

১. শত্রুর মনে ভীতিসঞ্চার করা। মুসলিম সেনাবিন্যাসের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা।

২. গোটা যুদ্ধ পরিচালনা সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে থাকা। এতে প্রতিপক্ষের আক্রমণ কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তিনি তাৎক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী শত্রু থেকে সেনা শাখার নিরাপত্তায় তার দিক-নির্দেশ পাওয়া যায়। বদরযুদ্ধেই প্রথম এই সমরশৈলী প্রয়োগ করা হয়। তৎকালে একে ইসলামি সামরিক প্রশিক্ষণের অনন্য ও আধুনিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা হতো।

সীরাত-গবেষকদের নিকট এই ব্যাপারটি স্পষ্ট যে, রাসূলের অত্যাধুনিক সমরশৈলীর কারণে শত্রুপক্ষ তাঁকে তীব্র হিংসা করত—বিশেষত আরবদের নিকট অভূতপূর্ব রণশৈলীর কারণে। যেমন: বদর, উহুদ ইত্যাদি যুদ্ধের কৌশলসমূহ। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করলে তৎকালে রাসূলের মতো মানুষের এ জাতীয় সামরিক চৌকশময়তা ও বুদ্ধিমত্তা রীতিমতো অবাক করার বিষয় ছিল। কারণ, তাঁর সামরিক প্রশিক্ষণসমূহ আধুনিক অস্ত্রচালনার নীতিমালার সঙ্গে খুব সংগতি রাখত। তিনি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধরীতি বেশি অনুসরণ করতেন। শত্রুকে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করতেন না।

আল্লাহর তাওফিক, রাসূলের সূক্ষ্ম রণকৌশল ও সাহাবিদের অনবদ্য ত্যাগের কল্যাণেই শত্রুর মনে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং সম্ভব হয়েছিল নিজেদের চেয়ে তিনগুণ বেশি শক্তিধর শত্রুর মোকাবিলা করার। রাসূল ﷺ সব সময় সকলের কল্যাণ বিবেচনা করে চলতেন। স্থান-কাল বিচার করে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন। সামরিক বিষয়ে সর্বোচ্চ দিক-নির্দেশনামূলক নেতৃত্ব দিতেন। তবে বদরে সম্মতকরণনীতি অবলম্বন করেছেন। এই যুদ্ধে তিনি সাহাবিদের সঙ্গে নানা বিষয়ে সরাসরি মতবিনিময় করেন। কারণ, তিনি কর্তৃত্ববাদী নীতিতে পরিচালনা করতেন না; বরং দক্ষতা ও আস্থার ভিত্তিতে পরিচালনা করতেন। তিনি নিজের মত নিয়ে গোঁড়ামি করতেন না। সাহাবিদের সঙ্গে নানা বিষয়ে পরামর্শ করতেন। যার মত অধিকতর সঠিক মনে হতো, তারটাই গ্রহণ করতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বদরে দিক-নির্দেশনামূলক নেতৃত্বের কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয়:

শত্রু খুব কাছাকাছি চলে আসার পর তির ছোড়ার নির্দেশ। কারণ, নিকটতম দূরত্বে তির অধিকতর লক্ষ্যভেদী হয়। রাসূল ﷺ বলেন, প্রতিপক্ষ খুব নিকটে চলে এলে তির ছুড়ে তাদের প্রতিহত করবে।

শত্রুপক্ষ সারির ভেতরে ঢুকে না পড়া পর্যন্ত তলোয়ার খাপমুক্ত না করা। রাসূলের বাণী, তোমাদের মাঝে শত্রু ঢুকে না পড়া পর্যন্ত তোমরা তলোয়ার বের করবে না।

তির ছোড়ার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন। রাসূলের বাণী, তূণীরে কিছু তির অবশিষ্টরেখো।[৪১২]

রাসূলের সামরিক শিক্ষাগুলো আধুনিক প্রতিরোধব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তিনি ক্যাডেট ইন্সটিটিউটে না পড়েই সবার আগে এ সকল আধুনিক সমরকৌশলে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

শত্রু প্রতিহত করতে প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার

শত্রুকে প্রতিহত করতে রাসূল ﷺ প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যহার করতেন। নিজ সেনাবাহিনীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে যেকোনো পরিস্থিতির সুফল কাজে লাগাতেন। প্রাকৃতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যহার সম্পর্কে সীরাতবিদ মাকরিযি বলেন, কুরাইশ বাহিনী বদর রণাঙ্গনে আসার আগেই খুব প্রত্যুষে সাহাবিদের নিয়ে রাসূল ﷺ রণাঙ্গনে উপস্থিত হন এবং ঠিক সূর্যোদয়কালে সেনাসারি বিন্যাস করে পশ্চিমাভিমুখী হন। এতে সূর্যের বিরক্তিকর রশ্মি থেকে নিরাপদ থাকেন। আর শত্রুবাহিনী সূর্যরশ্মির মুখোমুখি পড়ে। এই অনন্য পরিকল্পনা রাসূলের গভীর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। যোদ্ধাদের স্বার্থে প্রাকৃতিক পরিস্থিতি থেকেও উপকৃত হতে ভোলেননি তিনি। কারণ, যোদ্ধার মুখে সূর্যরশ্মি পড়লে শত্রু-মোকাবিলা ব্যাহত হয়। রণাঙ্গনে সামরিক শক্তিতে ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে সূর্য, বাতাস, ভূতত্ত্ব ও অবস্থান। অনন্য বিজয় লাভের জন্য এ ধরনের মাধ্যমগুলো যেন মুসলিমরা কাজে লাগায়, এটাইচেয়েছেনআল্লাহতা'আলা।[৪১৩]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সেনাসারিতে সাওয়াদ বিন গাযিয়ার অবস্থান ও রাসূলুল্লাহ

যোদ্ধাদের অটুট বন্ধন বজায় রাখতে বদরযুদ্ধে সারি বিন্যাস ও সেনা পরিপাটির কাজ করেন রাসূল নিজেই। একটি পালকহীন তির হাতে নিয়ে সেনাসারিতে গিয়ে লক্ষ করেন, সাওয়াদ বিন গাযিয়া নামক এক যোদ্ধা সারির বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পেটে আলতো আঘাত করে রাসূল ﷺ বলেন, সাওয়াদ, সোজা হয়ে দাঁড়াও। সাওয়াদ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন। সততা ও সত্যের সমন্বয়ে আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন। আমাকে প্রতিশোধ নিতে দিন। রাসূল ﷺ তাঁর পেট উদাম করে বলেন, এই নাও, প্রতিশোধ নাও। সাওয়াদ রাসূলকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পেটে চুমু খান। তাঁর কাণ্ড দেখে রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, এমন করলে কেন, সাওয়াদ! তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, জীবনের শেষ মুহূর্তে আপনার দেহের স্পর্শ লাভের আশাতেই এমনটা করেছি। তার কথা শুনে রাসূল তার জন্য কল্যাণের দু'আ করেন।[৪১৪]

সাওয়াদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষণীয়:

* নিয়মকানুন ও শৃঙ্খলার প্রতি ইসলামের গুরুত্ব।

* আল্লাহর রাসূল তাকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া প্রমাণ করে আইনের চোখে সবাই সমান।

* সেনাপতির প্রতি সৈনিকের ভালোবাসা।

* মৃত্যু ও শাহাদাতের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

* আল্লাহর রাসূলের দেহ মুবারক বরকতময়।

* (পুরুষের) পেট সতরের অংশ নয়; এ কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ পেটের কাপড়সরিয়েদিয়েছেন।[৪১৫]

লড়াইয়ের জন্য রাসূলের উৎসাহ দান

সাহাবিদের পর্বতসম মানসিক দৃঢ়তার প্রশিক্ষণ দিতেন রাসূল ﷺ। শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের আশা, সাহস ও বীরত্বে তাদের কোনো কমতি ছিল না। সাহাবিদের দৃঢ়তার প্রশিক্ষণে আশা প্রদান ও ভীতিপ্রদর্শনের নীতি অবলম্বন করতেন তিনি। অটল, সাহসী যোদ্ধাদের সাওয়াবের আশা দিতেন আর রণাঙ্গন থেকে পলায়নের ব্যাপারে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কঠিন শাস্তির ভয় দেখাতেন; সঙ্গে সঙ্গে তাদের যুদ্ধ জয়ের কৌশল শেখাতেন। আর পরাজয় এড়ানোর কায়দা বলতেন।

আল্লাহর আদেশের প্রতিফলন ঘটানোর জন্যই তিনি সাহাবিদের যুদ্ধে যেতে উৎসাহ দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> হে নবি, মু'মিনদের যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করো। তোমাদের ২০ জন ধৈর্যশীল (অবিচল) লোক হলে তারা দুশোজনকে পরাভূত করবে; আর তোমাদের ১০০ জন হলে কাফেরদের এক হাজার জনকে পরাভূত করবে; কারণ, ওই লোকগুলো আসলে বোঝে না। [সূরা আনফাল, ৮: ৬৫]

ঐতিহাসিক বদরযুদ্ধে সাহাবিদের উদ্দেশে রাসূল ﷺ বলেন, আকাশ ও পৃথিবীজোড়া প্রশস্ত জান্নাতের দিকে তোমরা ধাবিত হও। রাসূলের কথা শুনে অবাক হয়ে 'উবাইর বিন হুমাম আল-আনসারি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আকাশও পৃথিবীজোড়া প্রশস্ত হবে! রাসূল ﷺ বলেন, হ্যাঁ। সাহাবি বলেন, বাহ্ বাহ্। তার কথায় রাসূল ﷺ বলেন, কেন তুমি বাহ্ বাহ্ বললে? তিনি উত্তর দেন, হে রাসূল, আমি প্রশ্ন করেছি জান্নাতবাসী হওয়ার আশায়। এবার রাসূল ﷺ তাকে সরাসরি জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই তুমি জান্নাতবাসী হবে।' রাসূলের সুসংবাদ শুনে লোকটি তার থলে থেকে কিছু খেজুর বের করে খেতে শুরু করে। তারপর অধীর হয়ে বলে, এই খেজুর খাওয়ার সময় কত দীর্ঘ—এই বলে তার হাতের খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে শত্রুর ওপর প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[৪১৬]

আনাসের সূত্রে অন্য এক বর্ণনায় আছে, আনসারি সাহাবি এই চরণগুলো বলতে বলতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন—

শূন্য হাতে ছুটে চলো আল্লাহর পানে,
রেখো শুধু আমাল ও তাকওয়া প্রাণে,
অবিচল থেকে লড়ে যাও তাঁরই পথে,
ফুরিয়ে যাবে সব পাথেয়,
রয়ে যাবে শুধু আল্লাহভীতি,
নেক আমাল আর অনুপম স্মৃতি।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এভাবে লড়াই করতে করতে আনসারি সাহাবি শহিদ হয়ে যান[৪১৭]

সাহাবিদের মনোবল চাঙ্গা করার আরেক পদ্ধতি ছিল, রাসূল তাদের মুশরিক নেতাদের নিহত হওয়ার সুসংবাদ দেন; বরং তারচেয়েও একধাপ এগিয়ে তাদের প্রত্যেকের নিহত হওয়ার স্থানগুলো চিহ্নিত করে দেখান। লড়াই শুরুর আগ থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের সুসংবাদ দিতেন। তিনি বলেন, হে আবু বাক্‌র, লোকদের সুসংবাদ শোনাও। সাহাবিদের উদ্দেশে রাসূল ﷺ বলেন, আজকের লড়াইয়ে যে কেউ সাওয়াবের আশায় ধৈর্যের সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ দেবে, অবশ্যই আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৪১৮] এ সকল মানসিক প্রণোদনা সাহাবিদের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মনেও।[৪১৯]

রাসূলের নির্দেশনা ছাড়া সাহাবিরা যুদ্ধে যাক, এটা তিনি চাইতেন না। এই প্রসঙ্গে আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ ও সাহাবিগণ মুশরিকদের আগেই বদর প্রান্তরে উপস্থিত হন। তারপর মুশরিকরা আসে। সাহাবিদের উদ্দেশে রাসূল ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন আমার নির্দেশনা ছাড়া অগ্রসর না হয়।[৪২০] মুশরিকরা এগিয়ে এলে সাহাবিদের লক্ষ করে রাসূল ﷺ বলেন, আকাশ ও পৃথিবীজোড়া জান্নাতের দিকে ছুটে চলো। অর্থাৎ শত্রুর মোকাবিলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে জান্নাত অর্জন করো—যে জান্নাত আকাশ ও পৃথিবীজোড়া প্রশস্ত।[৪২১]

আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা

বদরযুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য রাসূল ﷺ আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> (স্মরণ করো) যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছিলে এবং তিনি তোমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমাদের এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করব, যারা একজনের পেছনে আরেকজন ক্রমান্বয়ে আসতে থাকবে। [সূরা আনফাল, ৮: ৯]

রণাঙ্গনে সেনাবিন্যাস ও নানা দিক-নির্দেশনা দিয়ে আবু বাক্‌রকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল ﷺ তাঁর জন্য নির্মিত ছাউনিতে ফিরে আসেন। সা'দ বিন মু'আয ছাউনির দরজায় খাপমুক্ত তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছিলেন। রাসূল আপন রবের উদ্দেশ্যে কায়মনোবাক্যে দু'আ করতে শুরু করেন। প্রতিশ্রুত বিজয়ের জন্য দু'আ করেন। তাঁর দু'আয় বিশেষভাবে বলেন, হে আল্লাহ, আপনার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করুন। হে আল্লাহ,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আজ যদি এই মুসলিম জনগোষ্ঠী বিলীন হয়ে যায়, তাহলে আর আপনার ইবাদাত করা হবে না। এত পরিমাণে কাঁদলেন এবং দু'আ করলেন যে, তাঁর চাদর পড়ে গেল। চাদরটি তুলে আবু বাক্‌র ﷺ তাঁর কাঁধে রেখে বলেন, মহান রবের উদ্দেশে আপনার এই প্রার্থনাই যথেষ্ট। অবশ্যই তিনি আপনার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন।[৪২২] এরপরই আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হয়—

> (স্মরণ করো) যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছিলে এবং তিনি তোমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। [সূরা আনফাল ৮: ৯]

ইবনু আব্বাসের বর্ণনায় আছে, বদরের দিন রাসূল ﷺ বলেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার কাল ও প্রতিশ্রুতির শপথ করে বলছি, আপনি যদি চান, আপনার ইবাদাত বন্ধ হয়ে যাক...—এতটুকু বলামাত্রই আবু বাক্‌র ﷺ তাঁকে নিজ হাতে বারণ করে বলেন, আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট। তারপর যুদ্ধরত সাহাবিদের উদ্দেশে বের হয়ে রাসূল ﷺ বলেন,

> (কাফিরদের) এ দল শিগ্‌গিরই পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। [সূরা কামার ৫৪: ৪৫][৪২৩]

ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় আছে—রাসূল ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ, এই যে কুরাইশ সম্প্রদায় দম্ভ ও অহংকার ভরে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে এসেছে, আপনার রাসূলকে মিথ্যুক বলেছে—হে আল্লাহ, অবিলম্বে আপনি রাসূলকে প্রতিশ্রুত সাহায্য করুন।[৪২৪]

এতে প্রত্যেক নেতা, শাসক ও জনপ্রতিনিধির জন্য এই গভীর ঐশী শিক্ষা রয়েছে, কঠিন পরিস্থিতিতে তীব্র ব্যাকুলতা ও অসহায়ত্ব নিয়ে আল্লাহর দারস্থ হতে হবে—যেভাবে আল্লাহর সাহায্য পেতে দুহাত তুলে রাসূল ﷺ দু'আ করেছেন। দু'আ করার সময় তীব্র ব্যাকুলতার কারণে তাঁর চাদরও পড়ে গেছে। ইসলামের ইতিহাসে রাসূলের এই ব্যাকুলতা চির অম্লান হয়ে থাকবে—যে ব্যাকুলতা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চিত বিজয় অর্জন করেই তবে ক্ষান্ত হয়েছে।[৪২৫]

শত্রু দমনে আল্লাহর সাহায্য

ছাউনিতে ব্যাকুল হৃদয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও পরম দু'আ শেষে রাসূল ﷺ বেরিয়ে আসেন। একমুষ্ঠি ধূলি নিয়ে মুশরিকদের দিকে ছুড়ে মেরে বলেন, মলিন হোক ওদের মুখ। এরপর সঙ্গে সঙ্গেই সাহাবিদের আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। তারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঝাঁপিয়ে পড়েন। আল্লাহর সাহায্যে মুশরিকদের চোখে গিয়ে পড়ে সেই ধূলিকণা। ধূলির কারণে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।[৪২৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তুমি যখন (কঙ্কর) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি (তা) নিক্ষেপ করোনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন। [সূরা আনফাল, ৮: ১৭]

এই আয়াতের মর্ম হলো, রাসূলের নিক্ষেপ করাটা আল্লাহ মেনে নিয়েছেন; কিন্তু শত্রু পর্যন্ত পৌঁছানোটা স্বয়ং আল্লাহর কাজ। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বস্তু-জাগতিক ও মানসিক সকল মাধ্যম অবলম্বন গ্রহণ করেই রাসূল ﷺ আল্লাহর ওপর নির্ভর করেছেন, তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা এসেছে—এমনই ছিল বদরযুদ্ধ। জাগতিক সকল মাধ্যম ও মানসিক সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেই আল্লাহর ওপর ভরসা করার ফলে মুজাহিদরা অফুরন্ত ধারায় সরাসরি আল্লাহর সাহায্য পেয়েছেন।

বদরযুদ্ধে মুসলিমদের লৌকিক প্রস্তুতিগুলো—যেমন: উপযুক্ত রণাঙ্গন, সঠিক পরিবেশ, পূর্ণ আস্থাভাজন নেতৃত্ব, সামরিক দিক থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানসিক দৃঢ়তা ইত্যাদি—এ সবকিছুই ছিল আল্লাহর সরাসরি অনুগ্রহ। আর কিছু প্রস্তুতি রাসূল ﷺ কাঙ্ক্ষিত মাধ্যম থেকে গ্রহণ করেছেন। জাগতিক মাধ্যমসমূহ ও আল্লাহর অব্যাহত পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই এ যুদ্ধে মুসলিমদের চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব হয়। সেনা ও সেনাপতির বিশুদ্ধ নিয়ত, আল্লাহর ওপর দৃঢ়বিশ্বাস ও জাগতিক মাধ্যম অবলম্বন করে রণাঙ্গনে এলে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিজয় অবধারিত—এ যুদ্ধ তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৪২৭]

লড়াইয়ের সূচনা ও মুশরিকদের পরাজয়

বদর প্রান্তরে একক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। মুশরিকপক্ষ থেকে বের হয় রাবী'আর দুই পুত্র উতবা, শাইবা ও শাইবার পুত্র ওয়ালিদ। একক যুদ্ধের ডাক দেয় তারা। তাদের ডাকে বের হন তিনজন আনসার সাহাবি; কিন্তু তাদের ফিরিয়ে নিলেন রাসূল ﷺ। তিনি চান, তাদের কোনো নিকটাত্মীয়ের সঙ্গেই তাদের লড়াই হোক। তাই তিনি উবাইদা বিন হারিস, হামযাহ ও 'আলিকে লড়াইয়ে পাঠান। হামযাহ ও শাইবার লড়াইয়ে প্রথম ধাপেই নিহত হয় শাইবা। 'আলি ও ওয়ালিদের লড়াইয়ে ওয়ালিদ নিহত হয়। উবাইদা বিন হারিস ও উতবার মাঝে তুমুল লড়াই হয়। তারা একে অপরকে তীব্র আঘাত করে। হামযাহ ও 'আলি এগিয়ে এসে এক আঘাতেই উতবাকে হত্যা করে। উবাইদাকে তুলে তারা রাসূলের নিকট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিয়ে আসেন। কিন্তু আঘাতের ধকল সামলাতে না পেরে ক্ষণিকের মধ্যেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে রাসূল ﷺ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি শহিদ।[৪২৮] এই ছয় যোদ্ধা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> এরা (বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীরা) দুই প্রতিপক্ষ। তারা তাদের প্রভু সম্বন্ধে পরস্পর বিতর্ক করে। অতএব, অবিশ্বাসীদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপর থেকে ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। এর দ্বারা তাদের পেটের বস্তু ও চামড়া গলিয়ে দেওয়া হবে। আর তাদের (শাস্তি দেওয়ার) জন্য থাকবে (বাঁকা করে তৈরি) লোহার আংটা যখনই তারা কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদের সেখানে ফেরত পাঠানো হবে। আর বলা হবে, অগ্নিদহনের যন্ত্রণা আস্বাদন করো। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদের সোনার কাঁকন ও মুক্তার অলংকার পরানো হবে। আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (দুনিয়ায়) তারা উত্তম কথার প্রতি দিক-নির্দেশনা পেয়েছিল এবং পরম প্রশংসিত আল্লাহর পথে পরিচালিত হয়েছিল। সূরা হাজ্জ ২২: ১৯-২৪]

একক যুদ্ধে তিন কুরাইশ বীরকে নিহত হতে দেখে ক্রোধে ফুঁসে ওঠে কাফিররা। এবার সদলবলে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সীসানির্মিত প্রাচীরের মতো অবিচল থেকে তাদের প্রতিরোধ করে মুসলিমরা। রাসূলের নির্দেশমতো 'আহাদ আহাদ' স্লোগানে শর ছুড়তে থাকে তারা। তাদের লড়াইয়ে উৎসাহিত করে প্রতিরোধযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন রাসূল ﷺ। সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও দেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির যে জন্য প্রাণ উৎসর্গ করবে, সে জান্নাত পাবে। রাসূলের মুখে আল্লাহর এই বাণী—(তাদের) এ দল শিগ্‌গিরই পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে (পালিয়ে যাবে)।—শুনে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিমরা। ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্যের সংবাদ পেয়ে মুসলিমদের সাহস ও উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তা ছাড়া মুসলিম ও মুশরিক দল তারা একে অপরকে সংখ্যায় কম মনে করার কারণেও মুসলিমদের সাহস বেড়ে যায়।[৪২৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুদলের মোকাবিলার আগের রাতে স্বপ্নে রাসূল দেখেন, মুশরিকরা সংখ্যায় কম। এ স্বপ্ন সম্পর্কে তিনি সাহাবিদের জানালে তারাও একে শুভ মনে করে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> (স্মরণ করো) যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন। তিনি যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশি দেখাতেন, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে নিজেরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে; কিন্তু আল্লাহ (তোমাদের) রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় ভালো করে জানেন। [সূরা আনফাল ৮: ৪৩]

এই আয়াতের সারমর্ম হলো, মুশরিক দলকে রাসূল ﷺ স্বপ্নে স্বল্পসংখ্যক দেখেছিলেন। সাহাবিদের তাদের দল ছোট বলেই অবহিত করেন। এতে তাদের দৃঢ়তা ও সাহস অনেক গুণে বেড়ে যায়। বিখ্যাত তাফসীরকার মুজাহিদ বলেন, যদি স্বপ্নে তাদের বিপুলসংখ্যক দেখতেন, তাহলে তারা আতঙ্কিত হয়ে যুদ্ধে যেতে ভয় পেতেন এবং শত্রু মোকাবিলায় মতবিরোধে জড়িয়ে পড়তেন। তবে আলোচ্য আয়াতে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া ব্যবহৃত হলেও এটা অতীতকালের অর্থ দেবে। কারণ, আয়াত অবতীর্ণ হয় স্বপ্নে দেখানোর পর; কিন্তু আল্লাহ তাদের রক্ষা করেন—অর্থাৎ হতাশা ও মতবিরোধ থেকে তাদের নিরাপদ রাখেন। তাই রাসূলকে কম করে দেখান শত্রুসংখ্যা। আর স্বপ্নে শত্রুসংখ্যা কম দেখেছেন বলে সাহাবিদের অবহিত করেন তিনি। এতে শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের মনোবল ও সাহস অনেক বেড়ে যায় এবং মুসলিম-মুশরিক লড়াইয়ে একে অন্যকে খুব স্বল্পসংখ্যক দল মনে করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> (স্মরণ করো) তোমরা যখন (যুদ্ধের ময়দানে) পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিলে, তখন আল্লাহ পূর্ব নির্ধারিত একটি কাজ সম্পন্ন করার জন্য তোমাদের তাদের সংখ্যা কম করে দেখিয়েছিলেন এবং তাদের দৃষ্টিতেও তোমাদের সংখ্যা কমিয়ে দেখিয়েছিলেন। আর সকল বিষয় আল্লাহর কাছেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে। [সূরা আনফাল ৮: ৪৪]

রাসূলের স্বপ্নের সত্যতা বজায় রাখতেই মুশরিক দলকে মুসলিমদের চোখে কম দেখানো হয়েছে এবং রাসূলের সংবাদের সত্যতার ভিত্তিতে তাদের শত্রু মোকাবিলায় আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়।[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ বলেন, আমার পাশের

---

(৫) রাসূলের স্বপ্নও এক প্রকার ওয়াহি। ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি পদ্ধতিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক লোককে আমি জিজ্ঞেস করি, 'ওদের সংখ্যা কি ৭০ জন মনে হচ্ছে তোমার? সে বলে, ১০০জন মনে হচ্ছে।' তারপর এক মুশরিককে বন্দি করে আমরা জিজ্ঞেস করি, তোমরা কতজন এসেছ? এক হাজার—সে জানায়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—তোমাদের তাদের চোখে কম দেখান। দৃষ্টিবিভ্রমে পড়ে এক মুশরিক বলেই বসে, মুসলিমরা তো একটি ক্ষুদ্র দলমাত্র।

মুসলিমদের চোখে মুশরিকদের ক্ষুদ্র দল হিসেবে দেখানোর উদ্দেশ্য হলো, যেন শত্রুসংখ্যা কম দেখে মুসলিমদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায় আর নির্ভয়ে মুশরিকদের মোকাবিলা করে।

মুশরিকদের চোখে মুসলিমদের ক্ষুদ্র দল হিসেবে দেখানোর উদ্দেশ্য হলো, যেন মুসলিমদের ক্ষুদ্র সংখ্যক মনে করে তারা বেপরোয়া হয়ে নির্ভয়ে অসতর্কাবস্থায় যুদ্ধে নামে। তারপর লড়াই যখন তুঙ্গে, তখন হতভম্ব ও আতঙ্কিত হয়ে যাবে এবং অপ্রস্তুত ও হীনমনা হয়ে পরাজিত হবে। আর তাদের পরাজয়ই মুসলিমদের জয়ের কারণ হবে।[৪৩০]

মুসলিমদের সাহায্যে ফেরেশতা প্রেরণ

কুরআনুল কারীমের আয়াত, রাসূলের হাদীস ও অসংখ্য বদরি সাহাবির বিবৃতি থেকে এটা প্রমাণিত যে, আল্লাহ কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> (স্মরণ করো) যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের কাছে বার্তা পাঠান, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; অতএব, তোমরা মু'মিনদের অবিচল রাখো। আমি শিগগিরই কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দেবো। তখন তোমরা শত্রুদের ঘাড়ে এবং তাদের প্রত্যেক আঙুলের ডগায় আঘাত করোবে। (সূরা আনফাল ৮: ১২]

ওপর ওয়াহি অবতীর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে একটা হলো নবিজির স্বপ্ন। হালকা তন্দ্রাবস্থায় তিনি এই রকম ওয়াহি প্রাপ্ত হতেন।

কুরআন নাযিলের সময় অনেক আয়াত, স্বপ্ন, ইঙ্গিত নাযিল হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে যা রহিত হয়ে যায়। যেহেতু ইসলামের সূচনাকাল ছিল, নানান মত ও মতবাদের মানুষ সম্পূর্ণ নতুন একটা বিশ্বাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, সে কারণে তাৎক্ষণিক অনেক ফরমানই নাযিল করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে সেগুলো রোহিত হয়ে যায়। এই রকম বাতিল করে দেওয়া ফরমানসমৃদ্ধ অনেক ওয়াহি কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি; কিন্তু যতদিন বলবৎ ছিল, সাহাবিরা মনেপ্রাণে মেনেছিলেন। - সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন—

তোমরা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বদরে আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করেছিলেন; অতএব, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। (স্মরণ করো) যখন তুমি মু'মিনদের বলছিলে, তোমাদের প্রভু (আসমান থেকে) নাযিলকৃত তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করলে সেটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না? অবশ্যই (যথেষ্ট হবে)। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও সতর্কতা অবলম্বন কর , আর তারা (মুশরিকরা) তোমাদের ওপর এ রকম আচমকা আক্রমণ করে বসে, তাহলে তোমাদের প্রভু প্রচণ্ড আক্রমণকারী পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ এটা করেছেন কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ এবং যেন তোমাদের মন নিশ্চিন্ত হয়। আর সাহায্য তো শুধু পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১২৩-১২৬]

বদরযুদ্ধে ফেরেশতাদের সরাসরি অংশগ্রহণের ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি, মুসলিম, আহমাদ বিন হাম্বাল প্রমুখ হাদীসবিশারদগণ। মুশরিকদের আহত ও নিহত করার ক্ষেত্রে তারা অবদান রাখেন। ইবনু আব্বাস বলেন, বদরযুদ্ধের দিন জনৈক মুসলিম এক মুশরিককে ধাওয়া করার সময় হঠাৎ তার ওপর চাবুকের শব্দ ও ঘোড়সওয়ারের ডাক শুনতে পান—হাইযুম, এগিয়ে চলো। ঈষৎ পরেই দেখতে পান, চাবুকের প্রচণ্ড আঘাতে মুশরিক লোকটির নাকমুখ নীল হয়ে গেছে। রাসূলের নিকট এসে আনসারি সাহাবি এই ঘটনার বিবরণ দেন। তার কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেন, এটা তৃতীয় আকাশ থেকে আশা সাহায্য।[৪৩১] অন্য এক হাদীসে ইবনু আব্বাস বলেন, বদর-রণাঙ্গনে রাসূল ﷺ ঘোষণা দেন, এই তো ঘোড়ায় চড়ে সশস্ত্র জিবরীল عليه السلام আসছেন।[৪৩২]

বদর রণাঙ্গনে অলৌকিক সাহায্য সম্পর্কে 'আলি বিন আবি তালিব বলেন, বদরের দিন আব্বাস বিন 'আবদুল মুত্তালিবকে খাটো গড়নের এক আনসারি সাহাবি বন্দি করে আনেন। রাসূলের সামনে এসে আব্বাস বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ, এই লোক আমাকে বন্দি করেনি। আমাকে বন্দি করেছে চিত্রা ঘোড়সওয়ার বাবরি চুলের সুদর্শন এক যুবক। আজ আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না; কিন্তু আনসারি সাহাবি গোঁ ধরে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমিই তাকে বন্দি করেছি। রাসূল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ﷺ বলেন, শোনো, একজন মহান ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করেছেন—বলেন রাসূলুল্লাহ।

এক হাদীসে আবু দাঊদ আল-মাযিনি বলেন, হত্যার উদ্দেশ্যে আমি এক মুশরিককে ধাওয়া করি। হঠাৎ দেখি, আমার আঘাতের আগেই তার মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে। তখনই আমি বুঝতে পারি, অন্য কেউ তাকে হত্যা করেছে।

বদর রণাঙ্গনে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিমদের সাহায্যের বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত। মুসলিমদের চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিত করার জন্যই আসে এই ইলাহি সাহায্য। ফেরেশতা নামিয়ে মুসলিমদের বিজয় নিশ্চিত করার জন্য যা যা করা প্রয়োজন, তা-ই করা হয়—যেমন মুসলিমদের বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান আর মুশরিকদের অন্তরে ভীতিসঞ্চার করা ইত্যাদি। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ, মুশরিকদের হত্যা ও বন্দিকরণে সহযোগিতার ফলে মুসলিমদের যুদ্ধ জয়ের মনোবল অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ যুদ্ধে আসমানি সাহায্যের সত্যতার ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদীস আছে।

মুশরিকদের দমনে জিবরীলের মতো মহাশক্তিধর একজন ফেরেশতাই তো যথেষ্ট। সেখানে অসংখ্য ফেরেশতা পাঠানোর কী দরকার আছে?

এ উত্তরে অধ্যাপক ‘আবদুল কারীম যাইদান বলেন, মহান আল্লাহর চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী সত্য মিথ্যার লড়াই হবেই। আর বিজয়ও আসবে চিরাচরিত নিয়মেই। পৃথিবীতে লড়াই হয় সত্য ও মিথ্যা এ দুটি দলের মধ্যে। সত্যকে আঁকড়ে ধরে যারা সত্যের ওপর পরিচালিত হয় বিজয়ের ফল তারাই ভোগ করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তারাই নানাভাবে সাহায্য পায়; কিন্তু প্রতিরোধ প্রতিহিংসা চলবেই। এটাই আল্লাহর চিরাচরিত রীতি। আবার সত্যের সৈনিকদেরে পক্ষে সাহায্য-সহযোগিতাও অব্যাহত থাকবে। সুতরাং বদর রণাঙ্গনে ফেরেশতাবহিনীর সহযোগিতা ছিল মু’মিন যোদ্ধাদের ঈমানেরই একটি অর্জন। আর এই অর্জনের ফলেই শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের নিরঙ্কুশ বিজয় সম্ভব হয়। তবে এই বিজয় মু’মিনদের সশস্ত্র লড়াই, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, জান ও মাল উৎসর্গের ওপর নির্ভরশীল থাকার কারণেই হয়েছে। মহান আল্লাহর জাগতিক রীতি অনুযায়ী পার্থিব যাবতীয় প্রস্তুতির পাশাপাশিই অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। এজন্যই ইসলাম সব সময় মুসলিমদের সরাসরি মিথ্যার মোকাবিলা করতে বলে। মিথ্যার মোকাবিলায় সামরিক, মানসিক ও ঈমানি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলে। তাহলেই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মিথ্যার অনুসারীদের বিরুদ্ধে সত্যের বাহকদের বিজয় অর্জিত হবে এবং মিথ্যার অনুসারীরা বিভীষিকাময় পরিণাম ভোগ করবে।[৪৩৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো; যেন আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিতে পারেন, তাদের লাঞ্ছিত করতে পারেন, তাদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করতে পারেন, মু'মিনদের বুক শান্ত করতে পারেন এবং তাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করতে পারেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ। [সূরা তাওবা, ৯: ১৪, ১৫]

মু'মিনদের পক্ষে আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়া এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এতে তারা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস লাভ করে। রণাঙ্গনে শত্রুর মোকাবিলায় তাদের অদম্য সাহস দেয় এই অনুভূতি। কারণ মু'মিন ও কাফির বাহিনীর মধ্যে পার্থিব ও সামরিক অসমতা দূর করতে এর কোনো বিকল্প ছিল না।

আকাশ থেকে ফেরেশতা অবতরণের ঘটনায় কাফিরদের মনোবলে ফাটল ধরে। তারা যখন বুঝতে পারে যে, এক অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে লিপ্ত, ঠিক তখনই হতভম্ব হয়ে পড়ে। কীভাবে এই অদৃশ্য শত্রুর মোকাবিলা করবে? কত তাদের সংখ্যা? তাদের সামরিক শক্তি কেমন? কিছুই জানে না তারা। রাসূলের যুগে, সাহাবিদের যুগে এমনকি পরবর্তী যুগেও যুদ্ধবিগ্রহে মু'মিনরা এই অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতি টের পেয়েছে। যার ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে মু'মিনদের নিশ্চিত বিজয় অর্জন হয়েছে।[৪৩৪]

মুসলিমদের জয় ও নিহত মুশরিকদের উদ্দেশে রাসূলের ঘোষণা

মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের অসামান্য বিজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয় বদরযুদ্ধ। এ যুদ্ধে নেতৃস্থানীয় ৭০ জন মুশরিক নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দি হয়; আর ১৪ জন মুসলিম শহিদ হন। এদের ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসার সাহাবি। মুশরিকদের পরাজয়ের পর যুদ্ধ শেষে মাদীনাবাসীকে মুসলিমদের বিজয়ের সুসংবাদ দিতে 'আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা ও যাইদ বিন হারিসাকে সেখানে পাঠান রাসূল ﷺ।

রাসূল ﷺ বদর প্রান্তরে তিনদিন অবস্থান করেন। তাঁর অবস্থান প্রসঙ্গে আনাস বিন মালিক বলেন, তিনি কোনো জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে গেলে সেখানে তিন রাত অবস্থান করতেন।[৪৩৫] হয়তো এই প্রজ্ঞার কারণেই বদরেও তিন দিন অবস্থান করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বদর প্রান্তরে তিনদিন অবস্থানের পেছনে নিহিত প্রজ্ঞাসমূহ:

যেসকল শত্রু পাহাড়ে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গেছে, তাদের পক্ষ থেকে ব্যর্থ আক্রমণ প্রতিহত করে নিজেদের অবস্থান স্পষ্টকরণ।

শহিদ যোদ্ধাদের কাফনদাফনের কাজ সমাপ্ত করা। প্রত্যেকটি রণাঙ্গনে রাসূল ﷺ নিজে উপস্থিত থেকে শহিদ যোদ্ধাদের রণাঙ্গনে দাফন করতেন। তবে তাদের জানাযার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তাদের সকলকে বদর প্রান্তরেই দাফনকরাহয়।[৪৩৬]

গানীমাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। একজন যোগ্য ব্যক্তিকে গানীমাত সংরক্ষণ ও বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োগ করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি হলেন মাযিন গোত্রের বিন হারিস 'আবদুল্লাহ বিন কা'ব আল-আনসারি।[৪৩৭]

বিজয়ী সেনাবাহিনীকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া। কারণ, যুদ্ধ শেষে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে খুব ক্লান্ত। এসময়ে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

কুরাইশ পরাশক্তির বিরুদ্ধে অসামান্য বিজয়ের কারণে মহান আল্লাহর সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেও তার অবস্থান। এসময় যোদ্ধারা রণাঙ্গনের রোমহর্ষক স্মৃতিচারণ করেন। কী ভয়ানক ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়, কত যোদ্ধাকে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে জীবনবাজি রেখে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়, কী অবিচলতার সঙ্গে কৌশলী শত্রুকে কুপোকাত করতে হয়—রণাঙ্গনের নানা শিক্ষা ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেন তারা, যেন এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের যুদ্ধে কাজে লাগাতে পারেন, যেন তাদের জন্য এই শিক্ষা জিহাদ, ধৈর্য ও চূড়ান্ত বিজয়ের পাথেয় হয়।

রণাঙ্গনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শত্রুদের লাশের সৎকার করা। এসময় তিনি আহত কিংবা নিহত শত্রুদের পরিচয় ও অবস্থান শনাক্ত করে তাদের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যেন কোনো আহত শত্রুকে যন্ত্রণাদায়ক ভবিষ্যতের প্রহর গুণতে না হয়—যেমনটা ঘটেছিল এ জাতির ফিরআউন পাপিষ্ঠ আবু জাহল, কাফির-নেতা উমাইয়া ও তার সহচরদের ক্ষেত্রে। শত্রুবাহিনীর বিক্ষিপ্ত লাশগুলো সংগ্রহ করে বদর-রণাঙ্গনের এক পরিত্যক্ত অন্ধকূপের পাশে জমা করার নির্দেশ দেন রাসূল ﷺ। সেখানে দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ মর্মাহত হৃদয়ে ঘোষণা দেন, তোমরা ছিলে রাসূলের নিকৃষ্টতম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিবেশী। তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করেছ, অথচ অন্য লোকেরা আমার ওপর ঈমান এনেছে। তোমরা আমাকে অপমান করেছ আর লোকেরা আমায় সহযোগিতা করেছে। তোমরা আমাকে নির্বাসিত করেছ আর লোকেরা আমায় আশ্রয় দিয়েছে।[৪৩৮]

তারপর রাসূল ﷺ লাশগুলো বদরের অন্ধকূপে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কূপের ধারে দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ ডাক দেন, হে রাবী'আর পুত্র উতবা, ওহে রাবী'আর পুত্র শাইবা, হে অমুক, হে অমুক—তোমরা কি তোমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুত বিষয় বাস্তবে পেয়েছ? আমি তো আমার রবের প্রতিশ্রুত বিষয় বাস্তবেই পেয়েছি। মরদেহের সঙ্গে রাসূলের কথা শুনে 'উমার তাঁর নিকট জানতে চান, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি মৃতদেহের সঙ্গে কথা বলছেন? রাসূল বলেন, আমার প্রাণধারকের শপথ, তোমাদের চেয়েও তারা বেশি শুনতে পায় আমার কথা।[৪৩৯] কাতাদা বলেন, রাসূলের কথা শোনার জন্যে আল্লাহ তাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার ঘটান, যেন তারা ভোগ করে তিরস্কার, ভর্ৎসনা, প্রতিশোধ, আফসোস ও হতাশার তিক্ত অনুভূতি।

কুরাইশ মৃতদেহের সঙ্গে রাসূলের কথা বলা থেকে একটি বিষয় প্রতিভাত হয় যে, এ সকল মৃতদেহ একটি নতুন জীবনে প্রবেশ করেছে। আর তা হলো, বারযাখের জীবন। এই বিশেষ জীবনে তারা জীবিতদের কথা শুনবে; কিন্তু কোনো উত্তর অথবা কোনো কথা বলতে পারবে না। এই জীবনের প্রতি মুসলিমদের ঈমান রাখতে হবে—এটি ইসলামি আকীদার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবরজীবনে শাস্তি ও শান্তি সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে রাসূলের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একবার তিনি দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, এ দুটি কবরে শাস্তিযজ্ঞ চলছে।[৪৪০] তবে এই শাস্তি বড় কোনো পাপের জন্য নয়; বরং মানুষের মাঝে মিথ্যা রটানো ও প্রস্রাব শেষে পবিত্র না হওয়ার কারণে।

রণাঙ্গনের কিছু চিত্র ও ঘটনা

পাপিষ্ঠদের মৃত্যু

আবু জাহল বিন হিশাম আল-মাখযূমির মৃত্যু : আবদুর রাহমান ইবনু আওফ ﵁ বলেন, বদরের দিন আমি সেনাসারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় দেখি, আমার দুই পাশে দুই জন আনসারি কিশোর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে দাঁড়াতে আমারও ভালো লাগছিল। তাদের একজন এসে আমার কানে কানে বলল, চাচা, আবু জাহলকে চেনেন? আমি বলি, হ্যাঁ; কিন্তু ভাতিজা ওকে তোমার কী দরকার? সে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলল, আমি জানতে পেরেছি, সে রাসূলকে গালি দেয়। আমার আল্লাহর শপথ, ওকে পেলে আমি জীবিত ছাড়ব না। আমি কিশোরের প্রত্যয়ে অবাক হই। একই কায়দায় অপর কিশোরটিও আমাকে জিজ্ঞেস করে।

একটু পরই দেখি, আবু জাহল লোকদের মাঝে পায়চারি করছে। অমনি আমি কিশোরদের ডেকে বলি, ওই দেখো, তোমাদের শিকার যায়। তারা আমার ডাক শুনে বাজের মতো তলোয়ারের আঘাত হানে আবু জাহলের ওপর। এক আঘাতেই সে ভূপতিত হয়। কিশোররা আল্লাহর রাসূলকে জানাতে ছুটে আসে। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কে তাকে হত্যা করেছে? তাদের প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতা করে বলতে শুরু করে, আমি হত্যা করেছি। তাদের উৎসাহ দেখে রাসূল ﷺ জানতে চান, তোমরা কি তলোয়ার মুছে ফেলেছ? তারা জানায়, না। রাসূল তাদের তলোয়ার পরখ করে বলেন, তোমরা দুজনই তাকে হত্যা করেছ। এতে দুজনেরই হত্যার কৃতিত্ব প্রতিভাত হয়ে যায়। আবু জাহলের হত্যাযজ্ঞে ব্রত ছিলেন মু‘আয বিন আফরা ও মু‘আয বিন আমর বিন আল-জামূহ।[৪৪১]

আনাস ﷺ বলেন, বদরের দিন রাসূল ﷺ বলেন, কে আছে আবু জাহলের পরিণতি দেখে আসবে? তার পরিণতি দেখতে ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ছুটে যান। ইবনু মাসঊদ দেখতে পান, আবু জাহল আফরার দুই ছেলের জোড়া আঘাত সামলাতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তার দাড়ি ধরে তিনি বলেন, তুমিই তো আবু জাহল। ইবনু মাসঊদকে লক্ষ করে আবু জাহল বলে, আমার চেয়ে মহান কাউকে স্বজাতি হত্যা করতে পারেনি অথবা তোমরা হত্যা করতে পারোনি।[৪৪২]

‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ তার বর্ণনায় বলেন, বদরের দিন আবু জাহলকে আমি ভূপতিত অবস্থায় পাই। তাকে দেখে আমি বলি, ওহে আল্লাহর শত্রু, আল্লাহ তোকে অপদস্থ করুন। আমার কথায় আবু জাহল বলে, আমাকে অপদস্থ করবে? তোমরা জানো, কাকে হত্যা করছ? দাম্ভিক আবু জাহলকে আমার তলোয়ার দিয়ে আঘাত করি; কিন্তু কোনো কাজ হয় না। সেও তার সঙ্গে থাকা তলোয়ারটির দিকে হাত বাড়ায়। আমি তার হাতে আঘাত করলে ওটা তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে। এবার আমি তলোয়ারটি তুলে নিই। তার শিরস্ত্রাণ সরিয়ে ঘাড়ে আঘাত করি। তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে রাসূলের নিকট খবর নিয়ে আসি। রাসূল ﷺ তার পরিণতি জেনে বলেন, আল্লাহ মহান, তিনি ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই। রাসূলের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলি, আল্লাহ মহান, তিনি ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তখনো তার কাটা মাথা রাসূল ﷺ দেখেননি। তিনি বলেন, যাও পুরোপুরি নিশ্চিত হও। আমি রাসূলের আদেশে ছুটে যাই। দিশেহারা পাখির মতো ছুটোছুটি করি। আবার পাখির মতো ছুটে আসি রাসূলের কাছে। হাসিমুখে তাঁকে সংবাদ দিই। এবার রাসূল ﷺ বলেন, চলো, দেখে আসি। আমি রাসূলের সঙ্গে যাই। তাঁকে আবু জাহলের কাটা মাথা দেখাই। তিনি তার কাটা মাথাটি দেখে বলেন, এই হতভাগাই আমার উম্মাতের ফিরআউন।

মহান রাসূলকে গালি দেওয়ার কারণেই আনসারি কিশোররা আবু জাহলের ওপর এতটা ক্ষিপ্ত হয় এবং জীবনবাজি রেখে তাকে হত্যা করে—এমনই অনুপম ভালোবাসা ছিল রাসূলের প্রতি আনসার সাহাবিদের। তাঁকে যে কষ্ট দিয়েছে, তার থেকে প্রতিশোধ নিতে তারা সামান্যও দ্বিধা করতেন না।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ رضي الله عنه ও আবু জাহলের মাঝে তার অন্তিম মুহূর্তে যে কথোপকথন হয়েছিল, তাতে এক চরম শিক্ষা আছে; তা হলো, মাক্কার নির্মম মুসলিম নিপীড়ক আজ মাদীনায় নিপীড়িতদের মাঝে ভূপতিত হয়ে লাঞ্ছিত হচ্ছে। আর আল্লাহ এটাই চেয়েছেন যে, তার মতো দাম্ভিক অহংকারী অন্তিম ক্ষণে নিঃস্ব অসহায়ের মতো মারা যাক। ইবনু ইসহাকের এক বর্ণনায় আছে, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ আবু জাহলের মাথা কাটতে গেলে সে তাকে বলে, 'ওরে হতভাগা মেষরাখাল, তুই এক মহান বীরের ওপরই চড়েছিস।

আল্লাহ তা'আলা আনসার সিংহশাবকদের তলোয়ারের আঘাতে কুৎসিত আবু জাহলের মৃত্যু তাৎক্ষণিক দেননি; বরং তাকে স্বজ্ঞানে ও স্ববাকে আহত অবস্থায় ভূপাতিত করে লাঞ্ছিত করেছেন। নিজ চোখে সে তার লাঞ্ছনা, গ্লানি দেখে মরেছে। তার হাতে নিপীড়িত, দুর্বলদের নির্বাসিত এলাকায় এসে তাদের হাতেই সে প্রাণ হারায়। এ সকল নিপীড়িতদের তার হাতে কত নির্যাতন সইতে হয়েছে মাক্কায়। এরাই তো প্রথম প্রজন্মের মু'মিন, যারা প্রথম যুগের চরম অসহায় ক্ষণে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; পবিত্র ও একনিষ্ঠ বিশ্বাসে আল্লাহর ইবাদাত করেছিলেন। তাদের প্রথম সারির নিপীড়িত মানুষ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ তার বুকের ওপর উঠে দুপায়ে দলে দাড়ি ধরে টেনে দম্ভ-অহমিকার চরম শিক্ষাটা দেন তাকে। তার চোখের সামনে নিজ হাতে খাপ থেকে তলোয়ার বের করে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করেন। তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে এই বার্তা দেন, বিজয় অবশ্যই সত্যের সৈনিকদের জন্য। আর লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপমান, পরাজয় ও পতন দাম্ভিক অকৃতজ্ঞ কাফিরের জন্য। [৪৪৩]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উমাইয়া বিন খালফের হত্যাকাণ্ড

'আবদুর রাহমান বিন 'আউফ বলেন, উমাইয়া বিন খালফের সঙ্গে আমার একটি চুক্তি হয়। তিনি মাক্কায় আমার পরিবার ও সম্পদের দেখভাল করবেন আর আমি মাদীনায় তার পরিবার ও সম্পদের দেখভাল করব। তাকে আমার রাহমান নামের ব্যাপারে জানালে তিনি বলেন, আমি এই নাম জানি না। তুমি বরং আমার সঙ্গে তোমার জাহিলিয়ার নামেই চুক্তি করো। আমি অপারগ হয়ে তা-ই করি। আমি 'আবদু আমর নামে তার সঙ্গে চুক্তি করি।

বদরযুদ্ধের দিন লোকেরা ঘুমিয়ে পড়লে তার নিরাপত্তার জন্য কোনো এক পাহাড়ের উদ্দেশে আমি বের হই; কিন্তু বিলাল তাকে দেখে ফেলেন। তিনি আনসারি সাহাবিদের আসরে এসে আর্তনাদ করে বলেন, ওই যে উমাইয়া বিন খালফ! আজ নরাধমটা বেঁচে গেলে আমার আর কী রইল। তার সঙ্গে এক দল আনসারি সাহাবি আমাদের পিছু নেয়। আমার আশঙ্কা হয়, এই বুঝি তারা আমাদের ধরে ফেলল। আমি বুদ্ধি করে উমাইয়ার ছেলেকে দিয়ে তাকে আড়াল করি; কিন্তু তারা তাকে হত্যা করেও আমাদের পিছু ছাড়ল না। উমাইয়া মোটা গড়নের লোক হওয়ায় তারা আমাদের ধরে ফেলল। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে উমাইয়াকে বলি, তুমি শুয়ে পড়ো, আমি তোমার ওপর শুয়ে পড়ছি; কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। তারা আমার নিচ দিয়ে তলোয়ার দিয়ে তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। ভিড়ের ভেতরে কারও তলোয়ারের আঘাতে আমি পায়ে চোট পাই। মাঝে মাঝেই 'আবদুর রাহমান বিন আউফ তার পায়ের চোটটা আমাদের দেখাতেন।[888]

'আবদুর রাহমান বিন আউফের অন্য এক বিবরণে আছে, 'মাক্কায় অবস্থানকালে উমাইয়া আমার বন্ধু ছিল। তখন আমার নাম ছিল, 'আবদু আম্‌র। ইসলাম গ্রহণের পর আমি 'আবদুর রাহমান নাম ধারণ করি। তখনো আমি মাক্কাতেই ছিলাম। একদিন তার সঙ্গে দেখা হলে বলল, আরে 'আবদু আমর, তোমার বাবার রাখা নাম কি তোমার পছন্দ না? আমি বলি, নাহ, ওই নাম আমার ভালো লাগে না। উমাইয়া বলে, আমি তোমাকে আর-রাহমান নামে ডাকব না। আমাকে এমন একটা নাম বলে দাও, যেন তোমাকে ডাকতে পারি। তিনি বলেন, কখনো উমাইয়া আমাকে 'আবদু আমর নামে ডাকলে আমি সাড়া দিতাম না। তারপর আমি তাকে বলি, হে আবু 'আলি, আপনার যে নামে খুশি, সে নামেই ডাকুন। আমার কথা শুনে তিনি আমাকে 'আবদুল ইলাহ নামে ডাকতে শুরু করেন। আমিও মেনে নিই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এরপর থেকে তার সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে 'আবদুল ইলাহ বলে ডাকতেন। আমিও তার ডাকে সাড়া দিই এবং তার সঙ্গে কথা বলি। অনেকদিন পর বদর প্রান্তরে তার সঙ্গে আমার দেখা। তার ছেলে 'আলির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যুদ্ধলব্ধ কয়েকটি বর্ম নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে দেখে 'আবদু আমর' বলে ডাক দেন, আমি জবাব দিই না। তারপর 'আবদুল ইলাহ বলে ডাকেন, আমি জবাব দিই। তিনি জানতে চান, আমার কথা কি তোমার মনে আছে? আমি এই বর্মগুলোর চেয়েও তোমার খুব আপন ছিলাম। আমি জানতে চাই, তা কি আল্লাহর জন্য?

'আবদুর রাহমান বিন আউফ বলেন, তার কথা শুনে বর্মগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে পিতা-পুত্রের হাত চেপে ধরি। তিনি আমাকে বলেন, আজকের মতো নির্মমতা আর কখনো আমি দেখিনি। তোমাদের কি দুধের প্রয়োজন নেই? তারপর আমি তাদের নিয়ে এগিয়ে যাই।

বিখ্যাত সীরাতবিদ ইবনু হিশাম বলেন, দুধের প্রয়োজনের কথা বলে উমাইয়ার উদ্দেশ্য হলো, কেউ আমাকে বন্দি করুক আর আমি অনেক দুধেল উট মুক্তিপণ দিয়েছাড়া পেয়েযাব।[৪৪৫]

পূর্বের বর্ণনার কিছু লক্ষণীয় বিষয়

নিষ্ঠুর ও পাষাণ উমাইয়াকে 'আবদুর রাহমান বিন আউফের হাতে বন্দি দেখে বিলাল ﷺ চিৎকার করে বলেন, উমাইয়া বেঁচে গেলে আমার আর কী রইল। ইসলামের প্রথম যুগে মাক্কায় এই পাষণ্ড উমাইয়া হযরত বিলালকে মরুর উত্তপ্ত বালিতে ফেলে পাশবিক নির্যাতন করত। আল্লাহর শত্রু ও মু'মিনদের শত্রু নিষ্ঠুর পাষাণ ও দাম্ভিক উমাইয়াকে এভাবে বন্দি হতে দেখে স্মৃতিকাতর হয়ে আনন্দে চিৎকার করে এ কথা বলে ওঠেন তিনি। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যেন আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিতে পারেন, তাদের লাঞ্ছিত করতে পারেন, তোমাদের তাদের ওপর বিজয়ী করতে পারেন, মু'মিনদের বুক শান্ত করতে পারেন এবং তাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করতে পারেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ। [সূরা তাওবা, ৯: ১৪, ১৫]

পাপীষ্ঠ উমাইয়ার হত্যাকাণ্ড নিছকই কোনো হত্যা ছিল না; বরং তার হত্যায় ছিল দাম্ভিক সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য গভীর শিক্ষা। নিজের শক্তি ও প্রভাবপ্রতিপত্তিতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যারা বিভোর, যারা দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে, সহায় সম্বল ছিনিয়ে নেয়, তাদের জন্য এ ঘটনা ছিল এক তাৎপর্যবাহী শিক্ষা। এ সকল দাম্ভিকরা পৃথিবীতেও লাঞ্ছিত হয়ে মরে, আর পরকালে তো রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। জালিমদের ওপর দুর্বলদের আল্লাহ পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠিত করেন—যেমনটা ঘটেছে পাপীষ্ঠ উমাইয়া ও তার সহচরদের ভাগ্যে।[৪৪৬] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> যাদের যমিনে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, আমি চাইলাম, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদের নেতা বানাতে, তাদের (যমিনের) উত্তরাধিকারী করতে। [সূরাকাসাস, ২৮: ৫]

আনসার সাহাবিদের সহযোগিতায় 'আবদুর রাহমান বিন 'আউফের কাছ থেকে দুজন বন্দি ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করার পরও বিলালের জন্য দু'আ করে তিনি বলেন, আল্লাহ বিলালকে করুণা করুন, আমার বর্মগুলো খোয়া গেল, বন্দিদেরও ছিনিয়ে নিয়ে গেল।[৪৪৭] এ থেকেই বোঝা যায় সাহাবিদের অটুট ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কতটা মজবুত ছিল।[৪৪৮] উমাইয়া-পত্নীর প্রচ্ছন্ন মানসিকতা এ ঘটনার একটি আশ্চর্য দিক। স্বামী উমাইয়া ও পুত্র 'আলিকে হারানোর পরও উমাইয়া-পত্নী প্রশস্ত হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আজীবন তার পুত্র 'আলি ও স্বামী উমাইয়ার হত্যাকারী হুবাবের প্রতি অহিংস মানসিকতা চর্চা করেন।

একবার মাক্কায় হুবাব বিন মুনযিরের সঙ্গে তার দেখা, তখন তিনি মুসলিম। এমন সময় এসে এক লোক তাকে জানায়, এই লোকই বদরের যুদ্ধে 'আলিকে হত্যা করেছিল। তখন এই মহিয়সী বলেন, রাখো তার কথা, যে মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে। হুবাব বিন মুনযিরের আঘাতে 'আলিকে লাঞ্ছিত করেছেন আল্লাহ। আর 'আলিকে হত্যার কারণে তিনি হুবাবকে সম্মানিত করেছেন।

উমাইয়া-পত্নীর এই মহান মানসিকতা তার ঈমানের দৃঢ়তা প্রমাণ করে। কতটা দৃঢ়তার সাথে আল-ওয়ালা ও আল-বারা আকীদায় তিনি বিশ্বাস করতেন, তা বোঝা যায়।

তার সন্তান 'আলি সম্পর্কে তিনি বলেন, সে মুসলিম অবস্থায় মাক্কা থেকে বের হয় আর নিহত হয় অমুসলিম অবস্থায়। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও হিজরাত না করে মাক্কায় থেকে যায় কিছু লোক। বদরযুদ্ধের সময় একপ্রকার বাধ্য হয়ে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধে বের হয় তারা। মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গেলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা কম দেখে তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। এমনকি একপর্যায় তারা বলেই বসে, মুসলিমরা ধর্মের বিভ্রান্তিতে ফেঁসে গেছে। এ সকল হতভাগাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> (স্মরণ করো) যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে (অবিশ্বাসের) ব্যাধি আছে, তারা (মুসলিমদের সম্পর্কে) বলছিল, এদের ধর্ম এদের ধোঁকায় ফেলেছে। তবে যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তারা নিশ্চিন্ত; কারণ, আল্লাহ পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ। [সূরা আনফাল, ৮: ৪৯]

উবাইদা বিন সায়ীদ বিন 'আসের মৃত্যুর ঘটনা

যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﷺ বলেন, বদরযুদ্ধে উবাইদা বিন সায়ীদ বিন 'আসের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে এমনভাবে শিরস্ত্রাণ ও বর্ম পরা ছিল যে, তার চোখ দুটি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। প্রসঙ্গত, তার উপাধি 'আবু যাতিল কারিশ' অর্থাৎ মোটা ভুড়িওয়ালা। সে আমাকে দেখামাত্রই হাঁক দেয়, 'আমি আবু যাতিল কারিশ'। হাঁক শুনে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি। তার চোখ বরাবর আঘাত করি। অমনি সে ভূপাতিত হয়।

বিখ্যাত সীরাতবিদ হিশাম উদ্ধৃত করেন, উবাইদার হত্যার বিবরণে যুবাইর বলেন, তার শিরস্ত্রাণ ভেদ করে আমার বর্শা এমনভাবে আটকে যায়, তার শরীরে পা তুলে স্বজোরে টান দিয়ে বর্শা বের করতে হয়। এতে বর্শার দুই ধার ভোঁতা হয়ে যায়।

'উরওয়া বলেন, রাসূল ﷺ যুবাইরের কাছ থেকে এই বর্শাটি চেয়ে নেন। রাসূলের ওফাতের পর আবার তিনি এটা নিয়ে নেন। তারপর আবু বাক্র তার কাছ থেকে বর্শাটি চেয়ে নেন। আবু বাক্রের মৃত্যুর পর 'উমার এটা পেতে চান। তিনি 'উমারকে দিয়ে দেন। 'উমারের মৃত্যুর পর আবার তিনি এটা নিয়ে নেন। তারপর আবার 'উসমান তার কাছে এটা চান। তিনি তার কাছে ফিরিয়ে দেন। 'উসমানের শাহাদাতের পর এই বর্শা 'আলি পরিবারের হস্তগত হয়। তাদের কাছ থেকে এটা চেয়ে নেন 'আবদুল্লাহ বিন যুবাইর। তার শাহাদাতের আগ পর্যন্ত এটা তার কাছেই ছিল।[৪৪৯]

যুবাইরের হাতে উবাইদার হত্যার ঘটনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, লক্ষ্যভেদে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। শত্রুর মজবুত বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ভেদ করে নিখুঁতভাবে ঘায়েল করেন তাকে। অব্যর্থভাবে তার চোখে বর্শাঘাত করে ধরাশায়ী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করেন। এতে তার বীরত্ব, নৈপুণ্য ও সাহসিকতা প্রকাশ পায়। এককথায় তিনি নিপুণলক্ষ্যভেদী।[৪৫০]

আসওয়াদ আল-মাখযূমির হত্যাকণ্ড

ইবনু ইসহাক বলেন, বদরযুদ্ধে নিষ্ঠুর দুরাচারী আসওয়াদ মাখযূমি নিহত হয়। যুদ্ধের আগে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল, আল্লাহর শপথ, অবশ্যই আমি তাদের চৌবাচ্চা থেকে পানি পান করব অথবা সেগুলো ধসিয়ে দেবো অথবা ওগুলোর কাছে গিয়ে মরব। সে রণাঙ্গনে এলে হামযা বিন 'আবদুল মুত্তালিব তার দিকে ছুটে যান। তারা চৌবাচ্চার কাছে মুখোমুখি হলে হামযা ﷺ আসওয়াদের পায়ের গোছায় প্রচণ্ড আঘাত হানেন। হামযার আঘাতের বেগ সামলাতে না পেরে সে চিৎ হয়ে পড়ে যায়। তার পা থেকে তীব্র বেগে রক্ত বের হতে থাকে। রক্তাক্ত পা নিয়ে একবার সহচরদের নিকট যেতে চায়। আবার শপথ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে চৌবাচ্চার দিকে হামাগুড়ি দেয়। হামযাও পিছু নিয়ে এক আঘাতেই তার ইহলীলা সাঙ্গ করে দেন।

বদরযুদ্ধে হামযা ﷺ বুকে উট পাখির পালকের চিহ্ন ধারণ করেন। এই অভিনব চিহ্ন দেখে উমাইয়া তাকে চিনতে পারে না। 'আবদুর রাহমান 'আউফের নিকট জানতে চায়, এই পালক চিহ্নের লোকটি কে? 'আবদুর রাহমান বলেন, তিনিই হামযা বিন 'আবদুল মুত্তালিব। তার জবাব শুনে উমাইয়া বলে, তার বীরত্বেই তো দিশেহারা আমরা। মুসলিম-আক্রমণে কুরাইশরা যে কী ভয়ানকভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, উমাইয়ার কথায়-ই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, হামযার প্রচণ্ড আক্রমণ ও অসীম সাহসিকতায় সেদিন কুরাইশ বাহিনী একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

আসাদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সিংহখ্যাত হামযা বিন 'আবদুল মুত্তালিবের হাতে সেদিনের রণাঙ্গনে মাখযূমির হত্যাকাণ্ডই প্রথম হত্যা। এই হতভাগা প্রথমে রণাঙ্গনে এসে মুসলিমদের চ্যালেঞ্জ করে। তার চ্যালেঞ্জে সাড়া দেন ইসলামের মহান বীর হামযা বিন 'আবদুল মুত্তালিব। প্রথম আঘাতেই তার ইহলীলা সাঙ্গ করে দেন। [৪৫১]

কয়েকজন শহিদের ঘটনা

হারিসা বিন সুরাকার শাহাদাত

আনাস ﷺ বলেন, কিশোর বয়সেই হারিসা বদরযুদ্ধে যোগদান করে শাহাদাত বরণ করেন। তার শাহাদাতের সংবাদ শুনে তার মা আল্লাহর রাসূলের নিকট ছুটে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসেন। তিনি রাসূলের নিকট সন্তানের মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তার প্রতি আমার গভীর ভালোবাসার কথা তো আপনি জানেন। সে কোথায় আছে, দয়া করে জানাবেন। যদি জান্নাতে থাকে, তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করব এবং সাওয়াবের কামনা করব। আর যদি অন্য কিছু হয়, তাহলে আমার কী হবে, আপনিই জানেন। তার কথা শুনে তাকে প্রবোধ দিয়ে রাসূল ﷺ বলেন, ধিক, কী বলছ তুমি! সে শুধু একটি জান্নাত নয়; বরং অনেক জান্নাত অর্জন করেছে। সে জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে।[৪৫২] অন্য এক বিবরণমতে, রাসূল ﷺ তার মাকে সম্বোধন করে বলেন, হে হারিসার মা, ও তো জান্নাতের অনেক বাগানে অবস্থান করছে। আর শোনো, তোমার ছেলে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউস অর্জন করেছে।

আউফ বিন হারিসের আত্মত্যাগ

আসেম বিন আম্র বিন কাতাদার সূত্রে বিন ইসহাক বলেন, 'আফরার পুত্র 'আউফ বিন হারিস রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, বান্দার কোন কাজে আল্লাহর হাসি পায়? রাসূল বলেন, বান্দাকে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে। রাসূলের কথা শুনে দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি তার বর্মটি খুলে ছুড়ে ফেলে দেন। খাপছাড়া তলোয়ার নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন।

এই ঘটনা থেকে পরকাল ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি সাহাবিদের তীব্র আগ্রহ বোঝা যায়। তাই শিরস্ত্রাণ ও বর্ম পরা ছাড়াই অসীম সাহসের সঙ্গে তিরবেগে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন 'আউফ বিন হারিস ﷺ। শত্রুকে ঘায়েল করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। মহান রাসূলের আদর্শিক বিনির্মাণ সাহাবিদের জীবনের উদ্দেশ্যই বদলে গিয়েছিল। এই নতুন সমাজের কাছে ইহকালের চেয়েও পরকাল বেশি গুরুত্ব পায়। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের সমৃদ্ধি তাদের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে—যদিও ইতঃপূর্বে তাদের আগ্রহের বিষয় ছিল নারীদের মুখে নিজেদের বীরত্বের চর্চা শোনা ও গোত্রপ্রধানের সন্তোষভাজন হওয়া।[৪৫৩]

সা'দ বিন খাইসামা ও তার বাবার আত্মত্যাগ

বিন শিহাবের সূত্রে মূসা বিন 'উকবার বক্তব্য উদ্ধৃত করে হাফিয বিন হাজার বলেন, বদরযুদ্ধের দিন সা'দ বিন খাইসামা ও তার বাবা যুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লটারি করলে সা'দের নাম ওঠে। ফলাফল দেখে তার বাবা অনুরোধ করে বলেন, বৎস, আজ আমাকে একটু সুযোগ দাও না! বাবার অনুরোধ শুনে সা'দ বলেন, বাবা, জান্নাত ছাড়া অন্য বিষয় হলে অবশ্যই আপনাকে সুযোগ দিতাম। বদরের উদ্দেশে বের হয়ে সা'দ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। আর তার বাবা খাইসামা পরের বছর উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

এই ঘটনায় সাহাবিদের পরিবারগুলোতে আল্লাহর পথে জিহাদে যাওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতার চিত্র ফুটে ওঠে। পারিবারিক কারণে সা'দ ও তার বাবা একসঙ্গে যুদ্ধে যেতে পারেন না; কিন্তু আল্লাহর পথে শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে তারা একে অপরকে ছাড়ও দেন না। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা লটারির ব্যবস্থা করেন। লটারিতে[৬] পুত্রের নাম উঠলে বাবাকে অগাধ শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অনুরোধ ফিরিয়ে দেন।[৪০৪]

আবু হুযাইফা বিন 'উতবা বিন রাবী'আর জন্য রাসূলের দু'আ

বদরযুদ্ধ শেষে কুরাইশদের লাশগুলো রণাঙ্গনের এক অন্ধকূপে ফেলে দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে 'আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলের নির্দেশে কুরাইশদের লাশগুলো অন্ধকূপে ফেলে দেওয়ার সময় আবু হুযাইফা বিন উতবার মুখে ফুটে ওঠে ঈষৎ ঘৃণার ভাব। কারণ, এ সকল লাশের সারিতে তার বাবার লাশটিও ছিল। তাকে দেখে রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহর শপথ, তোমার বাবার সঙ্গে যে আচরণ করা হচ্ছে, তা দেখে মনে হয় তোমার খারাপ লাগছে। রাসূলের কথায় হুযাইফা বলেন, আল্লাহর শপথ হে রাসূল, আপনি ও আল্লাহর ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার বাবা একজন কোমল ও বিবেকবান মানুষ ছিলেন। তাই তার ব্যাপারে আমার আশা ছিল, অতিসত্বর তিনি ইসলামের দিশা পাবেন; কিন্তু আজ দেখছি, তিনি সুযোগ হারালেন। অবিশ্বাসের মৃত্যুই তার শেষ পরিণতি হলো। তার এই পরিণতিতে আমি ভীষণ মর্মাহত। হুযাইফার মানসিক অবস্থা দেখে রাসূল ﷺ তার জন্য কল্যাণের দু'আ করেন।

এই পরিস্থিতিতে পর্বতসম ঈমানের দৃঢ়তা ও মানবীয় আবেগ-অনুভূতিতে রাসূলের সহমর্মিতার মাঝে এক দারুণ ভারসাম্য পাওয়া যায়। এটা সত্য যে, ঈমানের কারণে মানবীয় আবেগ-অনুভূতি বিলীন হয়ে যায় না; বরং তা আরও পরিশীলিত

---

(৬) এই লটারি থেকে বর্তমান যুগের ক্যাসিনো অথবা ২০ টাকার লটারিতে লক্ষ টাকার মটর গাড়ি পুরস্কারের সপক্ষে দলিল দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সাহাবিরা আত্মত্যাগের জন্য যে 'লটারি' করেছেন, সেটার সঙ্গে জুয়া লটারির কোনো সম্পর্ক নেই। - সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়। ফলে ঈমানের কল্যাণে একজন মু'মিন মূর্খ সাম্প্রদায়িকতা থেকে বের হয়ে এমন এক পরিপূর্ণতায় উন্নীত হয়, যার বাস্তব চর্চা ঐশী ধারায় বেশ সমাদৃত; তাই হুযাইফার ঈমান পরিবেশ-পরিস্থিতির ধাক্কায় টলে পড়ার নয়। তিনি বরং তার বাবাকে কুরাইশ কাফিরদের সঙ্গে নিহত এবং অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হতে দেখে মর্মাহত হন। এটা ছিল তার বাবার প্রতি মানবীয় আবেগ-অনুভূতির একটি অনুদান মাত্র। কারণ, তিনি তো পর্বতসম অটল ঈমানের নিবিড় নিরাপত্তাতেই আছেন। ফলে তার বাবার মহান সুযোগ হারানোর কারণে মর্মাহত হয়েছেন। তার বাবা ইসলাম গ্রহণ করে উভয় জগতে সফল হলে যে পরিমাণ খুশি হতেন, তা না হতে পারার কারণে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ। তাই রাসূল ﷺ তার জন্য কল্যাণের দু'আ করেন।[৪৫৫]

উমাইর বিন আবু ওয়াক্কাসের যুদ্ধে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা

বদরযুদ্ধে যাত্রাকালে রাসূল ﷺ সৈন্যদের রণসামর্থ্য যাচাই করেন। বয়সের দিক বিবেচনা করে উমাইর বিন আবু ওয়াক্কাসকে যুদ্ধে যেতে বারণ করেন। রাসূলের বারণ শুনে 'উমাইর কেঁদে দেন। তার কান্না দেখে অবশেষে রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিয়ে দেন এবং তলোয়ার রাখার কটিবন্ধ পরিয়ে দেওয়া হয়। বদর যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে 'উমাইর নিজেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, যেন রাসূলের অগোচরেই তিনি যুদ্ধে চলে যেতে পারেন। 'উমাইরের ব্যাপারে সা'দ বলেন, বদরযুদ্ধে যাত্রার আগে রাসূলের সৈন্য যাচাইয়ের সময় 'উমাইর নিজেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তার অবস্থা দেখে তাকে জিজ্ঞেস করি, কী ব্যাপার, তুমি এমন করছ কেন? সে আমাকে বলে, রাসূল ﷺ যদি আমাকে দেখে ফেলেন, তাহলে ছোট বলে ফিরিয়ে দিতে পারেন; কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে—যেন আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। তার সৌভাগ্য, তিনি শাহাদাতের মৃত্যুই পেয়েছিলেন।

গানীমাত ও বন্দিদের ব্যাপারে মতবিরোধ

গানীমাতের ব্যাপারে মতবিরোধ

যুদ্ধ শেষে গানীমাত বণ্টনের ব্যাপারে সৈন্যদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। এ বিষয়ে 'উবাদা বিন সামিত বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। দুই পক্ষে তীব্র লড়াই হয়। মহান আল্লাহর দয়ায় শত্রুরা পরাজিত হয়। যুদ্ধ শেষে একদল মুসলিম সেনা পরাজিত শত্রুদের পিছু ধাওয়া ও হত্যার কাজে নেমে পড়েন, যেন তারা পুনরায় অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে। আরেক দল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সৈন্য শিবিরে অবস্থান করে গানীমাত সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। আরেক দল দিনরাত রাসূলের দেহরক্ষীর দায়িত্বে নিজেদের আত্মনিয়োগ করে। অবশেষে সকল সৈন্য সমবেত হলে গানীমাত সংগ্রহকারী সৈন্যরা বলে, আমরাই তো গানীমাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছি—তাই এতে কেউ কিছু পাবে না। শত্রু ধাওয়ার কাজে যারা বের হয়েছিলেন, তারা বলেন, আমাদের চেয়ে তোমরা বেশি পাও না; আমরাই তো শত্রুকে ধাওয়া করে পরাজয় নিশ্চিত করেছি। আর রাসূলের দেহরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্যদল বলেন, তোমরা আমাদের চেয়ে বেশি ভাগ পাবে না। কারণ, আমরাই তো রাসূলের নিরাপত্তার কাজে ছিলাম। শত্রুদের থেকে রাসূলের ওপর অক্রমণের অনেক আশঙ্কা ছিল। আমরাই তা প্রতিরোধ করেছি। তাদের এ মতবিরোধ নিরসনের জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> লোকেরা তোমার কাছে গানীমাতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) সম্বন্ধে জানতে চায়। বলো, গানীমাতের মাল আল্লাহ ও রাসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক বিষয়াদি সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মু'মিন হও। [সূরা আনফাল ৮: ১]

যোদ্ধাদের মতবিরোধের পরও রাসূল ﷺ সমানভাবে তাদের মাঝে গানীমাত বিতরণকরেন।[৪৫৬]

অপর এক বর্ণনায় আছে, 'উবাদা বিন সামিতকে গানীমাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সূরা আনফালের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই সূরাটি আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যুদ্ধ শেষে গানীমাত নিয়ে সাহাবিদের মাঝে লঘু মতবিরোধ দেখা দিলে তা নিরসনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এই সূরা নাযিল করেন। এই সূরায় কঠোর ঘোষণার মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে গানীমাতের মালিকানা ছিনিয়ে নিয়ে রাসূলের হাতে অর্পণ করেন। তিনি মুসলিমদের মাঝে সমতার ভিত্তিতে বিতরণ করেন।[৪৫৭]

আল্লাহ তা'আলা সূরা আনফালে বদরযুদ্ধের ইতিহাস অমর করে রাখেন। এই সূরায় যুদ্ধের কারণ, প্রেক্ষাপট ও ফলাফল বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেন। সূরার আয়াতগুলোতে মানুষের মন পার্থিব লালসামুক্ত করার চিকিৎসা বিবৃত হয়েছে, যা মানুষকে গভীর ঈমান ও সূক্ষ্ম বিনির্মাণের ওপর পরিচালিত করে। এই সূরার সূচনাতেই আল্লাহ তা'আলা ত্যাগী যোদ্ধাদের জাগতিক অর্জন গানীমাতের বিধান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলোচনা করেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন—গানীমাতের মালিক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির মালিক আর রাসূল তাঁর প্রতিনিধি।

গানীমাতের আলোচনার পর মু'মিনদের আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেন।

এক. তাকওয়া (আল্লাহভীতি),

দুই. অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক উন্নয়ন,

তিন. আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য।

জিহাদের ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তাকওয়াশূন্য জিহাদ কোনো জিহাদ নয়। তাকওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধাদের একতা ও বন্ধন অটুট হওয়া চাই। কারণ, রণাঙ্গনের সৈন্যদের অভ্যন্তরীণ একতা প্রতিপক্ষের সামনে দৃঢ়তার ভিত্তি। তারপর আনুগত্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য ঈমানের প্রমাণ।

তারপর ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত মু'মিনদের বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ করে দেন। ইসলামি জিহাদের অঙ্গনে এ সকল বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রকৃত ঈমানই ইসলামি জিহাদের ভিত্তি। মু'মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভয়ের কারণে তাঁর আলোচনায় তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। তাদের সামনে কুরআন পাঠ করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। মু'মিনদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা। আল্লাহ ছাড়া মু'মিনদের কোনো আশ্রয়-ভরসা নেই। তাদের প্রার্থনা, আরাধনা একমাত্র তাঁকে ঘিরেই। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ যা চাইবেন তা হবেই, আর তিনি যা চাইবেন না তা কখনোই হবে না। সৃষ্টিজগতে চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। কারও পক্ষে তাঁর হুকুম অবমাননা করা সম্ভব নয়, তিনি খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন।

মু'মিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, যথাসময়ে, আজ্ঞাবহ নিয়মে পূর্ণ যত্নসহকারে সালাত প্রতিষ্ঠা করা। সালাতে উত্তমরূপে ওযু করা, ধীরে সুস্থে রুকু-সিজদা করা, বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করা এবং তাশাহহুদে দুরূদ পাঠ করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মু'মিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, আল্লাহর দেওয়া ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা। যাকাত, সাদাকাহ ও সাধারণ দান এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর সৃষ্টির সেবায় সম্পদ খরচ করা। আল্লাহর সকল সৃষ্টিই তার দাস। যে সৃষ্টির সেবায় নিজেকে উজাড় করে, তিনি তাকে বেশি পছন্দ করেন। সবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন—এ সকল বৈশিষ্ট্য অর্জনকারীরাই প্রকৃত মু'মিন। এরা জান্নাতে আল্লাহর কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবে। তাদের সকল পাপ তিনি ক্ষমা করে দেবেন। আর তাদের শুভকাজের জন্য প্রতিদান দেবেন। এভাবেই জিহাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা সূরা আনফালের অবতরণিকা সমাপ্ত করেন। এই সূরার আয়াতসমূহে গানীমাতসংক্রান্ত মতবিরোধের কারণে হীনম্মন্যতার সকল কারণ প্রতিহত করেন এবং আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের মূল্যায়ন করেন।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ আল-আমীন আল-মিশরি বলেন, সূরা আনফালের আয়াতগুলোতে বদর প্রান্তে মু'মিনদের কোনো কাজের সমালোচনাই করা হয়নি; কিন্তু তীব্র মর্মস্পর্শী ভর্ৎসনা করা হয়েছে। এতে মু'মিনরা ভীষণ আত্মসমালোচনা ও সংশোধনে ব্রত হন। এখানে অনেকগুলো সূক্ষ্ম বিষয়ে কুরআন আলোকপাত করেছে এবং মানসিক দুর্বলতার অনেক উদাহরণ অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে—যেন মু'মিনরা এ থেকে আত্মসংশোধন করতে পারে, মানসিক দুর্বলতাগুলো দূর করে ঈমানের কাঙ্ক্ষিত সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারে। এ সকল আয়াতে মহান আল্লাহ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষা ও অলঙ্কারপূর্ণ শৈলীতে মু'মিনদের কলুষ দূর করতে চেয়েছেন। আল্লাহর ভর্ৎসনাশৈলী দেখে মনে হবে এটা কোনো প্রকৃত মু'মিনের জন্য নয়। এজন্যই এই সূরার সূচনাতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ আলোচনা করে নিয়েছেন। যেন প্রকৃত মু'মিন ও বিপথগামীর মাঝে পার্থক্য করা যায়।

আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের নিকট গানীমাত বিতরণের হিসাবসহকারে দিক-নির্দেশনামূলক আয়াত অবতীর্ণ হয়।

> গানীমাতের মালিকানা আল্লাহ ও রাসূলের জন্য সংরক্ষণ করেন। তারপর সাধারণ মুসলিমদের মাঝে তা বিতরণের মূলনীতি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আরও জেনে রাখো, তোমরা যে গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ কর, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হলো আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্মীয়স্বজনের, ইয়াতিমদের, মিসকীনদের, ও পথিকদের—যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও আমার বান্দার নিকট মীমাংসার দিনে (বদরযুদ্ধের দিনে) যা পাঠিয়েছিলাম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তার প্রতি বিশ্বাস রাখো, যেদিন দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। [সূরা আনফাল ৮: ৪১]

এই আয়াত আসার পর মু'মিনদের অন্তর কলুষমুক্ত হয়। একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য বরণ করে তারা আয়াতের অনুসরণ করেন। ফলে দাসত্ব বাস্তবায়িত হয় একমাত্র আল্লাহর জন্য। আয়াতে এই বিধানটি স্পষ্টভাবে বিবৃত যে, গানীমাতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ সাধারণ মুসলিমদের মাঝে বিতরণ করা হবে। পঞ্চম ভাগ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অবশেষে এই অংশটিও সুন্নাহ মোতাবেক সাধারণ মুসলিমদের পূর্বোক্ত খাতসমূহে বিতরণ করে দেওয়া হবে।

গানীমাত বিষয়ে সংশোধনী দিক-নির্দেশনা এই ইঙ্গিত দেয় যে, মানুষের মন-মগজে শারী'আতের বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত মানসিক ও আত্মিক পরিবেশ থাকা চাই। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই শারী'আতের বিধান সুফল ফলাতে পারে। তাই প্রথমে মু'মিনদের আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। তারপর গানীমাতের মতো পার্থিব সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীলতা মুক্ত হওয়ার পরই মু'মিনরা আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়লাভের যোগ্যতা লাভ করে।

মু'মিনরা যখন একনিষ্ঠ মনে জিহাদে মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তখন বিজয় দিয়ে তাদের সম্মানিত করেন। আশাতীত দান-দয়ায় তাদের জীবন ভরিয়ে দেন।[৪৫৮] এই প্রসঙ্গে 'আবদুল্লাহ বিন আমর বলেন, বদরযুদ্ধের দিন রাসূল ﷺ ৩১৫ জন সাহাবি-যোদ্ধা নিয়ে বের হন। রণাঙ্গনে পৌঁছে তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করেন, হে আল্লাহ, এরা পাদুকাহীন নিঃস্ব; আপনি তাদের সহায় হোন। হে আল্লাহ, এরা বসনহীন; আপনি তাদের বসন দান করুন। এরা ক্ষুধার্ত, আপনি তাদের পরিতৃপ্ত করুন। রাসূলের মিনতি কবুল করে আল্লাহ তাঁকে বদরে বিজয় দান করেন। যুদ্ধ শেষে সাহাবিরা রাশি রাশি গানীমাত নিয়ে বাড়ি ফেরেন। তাদের প্রত্যেকেই একটি কিংবা দুইটি উট ভাগে পান। অনেক পোশাক ও খাদ্য তারা ভাগে পান।[৪৫৯]

গানীমাত বিতরণে রাসূলের ন্যায়াচার অসাধারণ। যারা তাঁর নির্দেশে যুদ্ধে যাননি, তাদেরও তিনি গানীমাতের ভাগ দিয়েছেন। কারণ, যুদ্ধে না গেলেও তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাদেরও রাসূল ﷺ যুদ্ধগামীদের মতো মূল্যায়ন করেছেন। নানা কারণে যারা যুদ্ধে যেতে পারে না, তাদের প্রতিও তিনি লক্ষ রাখতেন। রাসূল মুসলিমদের তাদের সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দিতেন না—যুদ্ধ কিংবা শান্তি কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবস্থাতেই না। পরিবারে অবস্থান ও দেখভালের কারণে কয়েকজন সাহাবি বদরযুদ্ধে যেতে না পারলে রাসূল তাদের ক্ষমা করেন। অসুস্থ স্ত্রী রুকাইয়ার সেবা করার জন্য ‘উসমান বিন আফফান বদরযুদ্ধে যেতে পারেননি। রাসূল ﷺ তাকে ক্ষমা করেন।

> *বুখারি*র বর্ণনায় বদরযুদ্ধে ‘উসমানের অনুপস্থিতির কারণ উল্লেখ করে ‘আবদুল্লাহ বিন ‘উমার বলেন, তিনি ছিলেন রাসূলের কন্যা রুকাইয়ার স্বামী। বদর যুদ্ধকালে রুকাইয়া অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি যুদ্ধে যেতে পারেন না। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাসূল ﷺ বলেন, বদরে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধার মতোই তুমি ভাগ ও সাওয়াব পাবে।[৪৬০]

আরেক সাহাবি আবু উমামাকে তার মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকতে বলেন রাসূল ﷺ। কারণ, বদরযুদ্ধ চলাকালে তিনি অসুস্থ ছিলেন। আবু উমামা বিন সা’লাবা বলেন, বদরযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে রাসূল ﷺ তার পাথেয় জোগাড় করেন। এমন সময় তার মামা আবু বুরদা বিন নাইয়ার ﷺ এসে তাকে বলেন, ভাগিনা, তোমার মায়ের সেবা করা দরকার। তুমি থেকে যাও। মামার কথা শুনে আবু উমামা বলেন, মামা, আপনার বোনের নিকট আপনিই থাকুন।’ বিষয়টি রাসূলকে জানান তিনি। রাসূল জানতে পেরে আবু উমামাকে তার মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকতে বলেন। আর তার মামা আবু বুরদা ﷺ-কে নিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রাসূল ﷺ আবু উমামার মায়ের মৃত্যুর খবর পান। তার মায়ের জন্য তিনি দুআ করেন।

সেনাপতির পক্ষ থেকে সৈনিকদের আবেগ-অনুভূতি ও পারিবারিক অবস্থার প্রতি সুদৃষ্টি রাখা মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এতে সেনা ও সেনাপতির সম্পর্ক গভীর হয়, যুদ্ধ ও কর্তব্যের প্রতি তৎপরতা বাড়ে। এ জাতীয় মহানুভবতার সর্বোত্তম চর্চা করেছেন রাসূল ﷺ।

কয়েকজন সাহাবিকে বিশেষ প্রয়োজনে অথবা অসুস্থতার কারণে রাসূল মাঝপথ থেকে তাদের পাঠিয়ে দেন। তারা হলেন—

আবু লুবাবাহ। রাসূল ﷺ তাকে মাদীনার গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠিয়ে দেন।

আসিম বিন ‘আদি। তাকে মাদীনার অধিবাসীদের দায়িত্বে পাঠানো হয়।

আল-হারিস বিন হাতিব। রাসূল তাকে বনু আমর বিন আউফের দায়িত্বে পাঠান।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল-হারিস বিন সিম্মাহ। যাত্রাপথে পড়ে গিয়ে তিনি আঘাত পান। আঘাতের কথা চিন্তা করে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

খাউয়াত বিন জুবাইর। যাত্রাপথে তার পায়ে একটি পাথরের সঙ্গে আঘাত লাগে। তার ক্ষতের কথা ভেবে সাফ্‌রা এলাকা থেকেই রাসূল ﷺ তাকে পাঠিয়ে দেন। [৪৬১]

এমনইভাবে রাসূল ﷺ অনেক শহিদ প্রজন্ম ও তাদের আত্মীয়স্বজনকে গানীমাতের ভাগ দিয়েছেন। এটাই ইসলামের সৌন্দর্য, রাসূলের মহানুভবতা। শহিদগণের সম্মান এবং শহিদ প্রজন্ম ও পরিবারের দেখভালের বিষয়টি আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশো বছর পূর্বে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ইসলাম। [৪৬২]

বন্দিদের ব্যাপারে মতবিরোধ

ইবনু আব্বাস বর্ণনা করেন, বদরযুদ্ধে শত্রুপক্ষের লোকদের বন্দি অবস্থায় দেখে রাসূল ﷺ আবু বাক্‌র ও 'উমারের সঙ্গে পরামর্শ করেন। প্রথমে পরামর্শ দেন আবু বাক্‌র। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এরা তো আপনার চাচা ও বংশের লোকজন। আমার মতে মুক্তিপণ নিয়ে এদের ছেড়ে দেওয়াটাই উত্তম; তাহলে কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি বাড়বে। আর হয়তো আল্লাহ ভবিষ্যতে তাদের ইসলামের দিকে হিদায়াত করতে পারেন। তার কথা শেষে রাসূল ﷺ 'উমারের মতামত জানতে চান। 'উমার বলেন, হে রাসূল, আমি আবু বাক্‌রের সঙ্গে একমত না। আমার মতে এরা ইসলামের চির শত্রু; এদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়াই বাঞ্ছনীয়; তাই আপনি আমাদের প্রত্যেকের হাতে তার আত্মীয়কে হস্তান্তর করুন। আমরা তাদের হত্যা করব। 'আলিকে তার ভাই আকীলের মুখোমুখি দাঁড় করান, 'আলি তাকে হত্যা করবে। আমাকে ওমুকের মুখোমুখি দাঁড় করান ('উমারের বংশের জনৈক লোক), আমি তাকে হত্যা করব; এরা তো নেতৃস্থানীয় কাফির। ('উমার বলেন,) কিন্তু আল্লাহর রাসূলের পছন্দ হলো আবু বাক্‌রের অভিমত। তিনি 'উমারের মত পছন্দ করলেন না। পরদিন রাসূলের সাক্ষাতে এসে 'উমার দেখেন নবিজি ও আবু বাক্‌র বসে বসে কাঁদছেন। 'উমার জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনারা কেন কাঁদছেন, আমাকে বলুন! আপনাদের কান্নার উচিত কারণ জানতে পারলে আমিও কাঁদব। আর না জানলে আপনাদের কান্নায় সুর মিলাব। তার কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেন, মুক্তিপণের অভিমত গ্রহণের কারণেই কাঁদছি, আর এ কারণে শাস্তি যেন এই গাছের মতো নিকটে চলে এসেছিল। এটা ছিল রাসূলের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাছাকাছি একটি গাছ। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হয়—

> যমিনে ব্যাপক শত্রুনিধন না করা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দি রাখা (এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া) কোনো নবির কাজ নয়। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ চাও; আর আল্লাহ (তোমাদের জন্য) চান আখেরাত। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও পরম প্রাজ্ঞ। যদি বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগেই নির্ধারিত না হতো, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্য তোমাদের অবশ্যই একটা বড় শাস্তি হতো। অতএব, তোমরা যে বৈধ ও উত্তম গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) পেয়েছ, তা খেতে (ভোগ করতে) পার; তবে অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আনফাল ৮: ৬৭-৬৯]

এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাদের জন্য গানীমাত ভোগ বৈধ করেন। [৪৬৩]

‘আবদুল্লাহ বিন মাসঊদের বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ বদরযুদ্ধ শেষে সাহাবিদের নিকট জানতে চান, এ সকল বন্দিদের ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী? আবু বাক্র বলেন, হে রাসূল, এরা তো আপনার বংশ ও পরিবারের লোক। এদের সুযোগ দিন, এদের পরিণাম দেখার অপেক্ষা করুন। আশা করি আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন।—বর্ণনাকারী বলেন, তারপর ‘উমার বলেন, হে রাসূল, এরা আপনাকে দেশছাড়া করেছে, মিথ্যুক বলেছে। আপনি এদের হত্যা করুন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ‘আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বলেন, হে রাসূল, এদের বুনো পাহাড়ে আটকে চারদিক থেকে আগুন জ্বালিয়ে দিন। তার কথা শুনে আব্বাস বলে ওঠেন, তুমি তো আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় রাসূল ﷺ তাদের মাঝে প্রবেশ করেন; কিন্তু তিনি কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, কেউ কেউ বলতে লাগল, ‘রাসূল ﷺ আবু বাক্রের মত গ্রহণ করবেন। আর কেউ বলল, রাসূল ﷺ ‘উমারের মত গ্রহণ করবেন। আর কিছু লোক বলতে লাগল, তিনি ‘আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার মত গ্রহণ করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূল ﷺ বাইরে এসে ঘোষণা দেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিশ্চয় আল্লাহ কিছু মানুষের হৃদয় দুধের চেয়েও কোমল করে দেবেন। আর কিছু মানুষের হৃদয় পাথরের চেয়েও কঠিন করে দেবেন। আর হে আবু বাকর, তোমার উপমা নবি ইবরাহীমের মতো। তার জাতির ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, অতএব,

> যে আমার কথা মেনে চলবে, সে তো আমার দলভুক্ত। আর যে আমাকে অমান্য করল, তুমি তো ক্ষমাশীল দয়ালু। [সূরা ইবরাহীম ১৪: ৩৬]

এবং হে আবু বাকর, তোমার উপমা নবি ঈসার মতো। তার জাতির ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন,

> যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও, দিতে পার; কারণ, তারা তোমারই বান্দা; আর যদি তাদের ক্ষমা করে দাও, তাও পার; কারণ তুমি তো পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ। [সূরা মায়িদা, ৫: ১১৮]

আর হে 'উমার, তোমার উপমা নবি নূহের মতো। তার জাতির বিরুদ্ধে কঠোর বদ দু'আ করে তিনি বলেছিলেন,

> হে আমার প্রভু, কোনো কাফির অধিবাসীকে পৃথিবীতে জীবিত রেখো না। [সূরা নূহ, ৭১: ২৬]

এবং হে 'উমার, তোমার উপমা নবি মূসার মতো। তিনিও তার জাতির বিরুদ্ধে কঠোর বদ দু'আ করে বলেছিলেন,

> হে আমাদের প্রভু, তুমি তাদের ধনসম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তর কঠোর রেখো, যাতে তারা কষ্টদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে। [সূরা ইউনুস, ১০: ৮৮]

তারপর রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা নির্বাসিত ও নিঃস্ব এক জাতি। মনে রেখো, মুক্তিপণ কিংবা হত্যা ছাড়া তাদের একজনও রেহাই পাবে না।

'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারপর আমি রাসূলের নিকট আবেদন করি, হে রাসূল, সুহাইল বিন বাইদার রক্ষা নেই। আমি জেনেছি, সে ইসলাম সম্পর্কে কটুকথা বলত। আমার আবেদন শুনে রাসূল ﷺ নীরব থাকেন।—বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূল বলেন, তুমি কোনো দিনও আমাকে এতটা ভীত দেখনি, যতটা না সেদিন আমার মাথায় পাথুরে বৃষ্টি পড়ার ভয়ে আমি ভীত ছিলাম। অবশেষে রাসূল তার ব্যাপারে সম্মতি দিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, সুহাইল বিন বাইদা ছাড়া। এরপর আল্লাহর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পক্ষ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হয়, যমিনে ব্যাপক শত্রুনিধন না করা পর্যন্ত যুদ্ধবন্দি রাখা কোনো নবির কাজ নয়।

> তোমরা দুনিয়ার সম্পদ চাও আর আল্লাহ (তোমাদের জন্য) চান আখেরাত। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও পরম প্রাজ্ঞ। [সূরা আনফাল, ৮:৬৭][৪৬৪]

এই আয়াতের মাধ্যমে একটি গঠনশীল ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অন্তর্বর্তীকালীন মূলনীতি প্রণীত হয়েছে। প্রতিপক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তাদের প্রতি উদীয়মান রাষ্ট্র কতটুকু সহনশীল হবে, তার মাত্রাও নির্ধারিত হয়েছে। এই ব্যাপক মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র নীতিমালা এড়িয়ে যেতে হবে—যদিও সেগুলো অনেক গুরুত্বের দাবি রাখে।

যুদ্ধজয়ের পর সাহাবিগণ মুশরিকদের বন্দি করতে শুরু করেন। সা'দ বিন মু'আয এই অবস্থা দেখে খুব অসন্তুষ্ট হন। তার চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ দেখে রাসূল ﷺ তাকে বলেন, আল্লাহর শপথ, মনে হয় এদের কাজকর্ম তোমার ভালো লাগছে না! তিনি উত্তর দেন, সত্যিই হে আল্লাহর রাসূল! এটাই মুশরিকদের প্রতি আল্লাহর প্রথম ক্রোধের প্রকাশ। তাই মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে গণহারে শত্রুনিধনই বাঞ্ছনীয়।

বন্দিদের সঙ্গে রাসূলের আচরণ বরাবরই দয়া, ন্যায়, প্রজ্ঞা ও দাওয়াতি লক্ষ্যপূর্ণ ছিল। ফলে তিনি বিভিন্ন কায়দায় তাদের সঙ্গে আচরণ করতেন। কোনো কোনো বন্দিকে হত্যা করেছেন আর কাউকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। কারও প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আবার কাউকে মুক্তিপণ হিসেবে দশজন মুসলিম শিশুকে পড়ানোর দায়িত্ব দিয়েছেন।

মুত'ইম বিন 'আদির নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির প্রতি রাসূলের আন্তরিকতা

বদরের বন্দিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাসূল ﷺ বলেন, আজ যদি মুতইম বিন 'আদি বেঁচে থাকত এবং এ সকল দুর্ভাগাদের জন্য সুপারিশ করত, তাহলে অবশ্যই আমি এদের ছেড়ে দিতাম।[৪৬৫]

এই হাদীসে মহানুভবতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। কারণ, মাক্কায় নিপীড়িত মুসলিমদের প্রতি তার মহানুভবতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তায়িফ এলাকা থেকে ফিরে এসে রাসূল মুত'ইম বিন 'আদির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মাক্কায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিম ও বনু হাশিমের ওপর আরোপিত বয়কট তিনিই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রাসূলের এই ঘোষণা থেকে বোঝা যায়, প্রয়াত মুশরিক মহানুভবের প্রতিও তিনি কতটাআন্তরিকছিলেন।[৪৬৬]

উকবা বিন আবু মু'ইত ও নাযর বিন হারিসের মৃত্যুদণ্ড

মুত'ইম বিন 'আদির মতো কোমলমনা মানুষের প্রতি আল্লাহর রাসূলের আচরণ ছিল অতি নরম। আবার 'উকবা ও নাযরের মতো যুদ্ধাপরাধী ও নৈরাজ্যবাদী মানুষের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল ভীষণ পরিকল্পিত। এরা ইসলামের চরম শত্রু। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উসকানিদাতা। এদের জীবিত ছেড়ে দিলে আরও ক্ষতি করবে। বিশেষত ইসলামের প্রচারকার্যে এরা চরম বাধা সৃষ্টি করবে। তাই পরিস্থিতি ও অপরাধ বিবেচনা করে রাসূল তাদের হত্যাই অধিকতর সমীচীন মনে করেন।

বদর থেকে মাদীনা ফেরার পথে সাফ্রা এলাকায় পৌঁছে রাসূল ﷺ তাদের হত্যার ফরমান জারি করেন। নিজের হত্যার ফরমান শুনে দিশেহারা 'উকবা বলে, হায় আফসোস! হে কুরাইশের লোকেরা, এত লোকের মাঝে আমাকেই কেন হত্যা করা হবে? তার প্রলাপ শুনে রাসূল ﷺ জবাব দেন, আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে তোমার শত্রুতার কারণে। রাসূলের কথায় 'উকবা বলে, হে মুহাম্মাদ, আপনার অনুগ্রহ অসীম। তাই সাধারণ বন্দিদের মতোই আমাকে দেখুন। ওদের হত্যা করলে আমাকেও করুন আর ওদের দয়া করলে আমাকেও করুন। ওদের থেকে মুক্তিপণ নিলে আমার থেকেও নিন। তারপর সে বলে, কে আছে এই অনাথের পক্ষে, হে মুহাম্মাদ! তার যুক্তি শুনে রাসূল ﷺ বলেন, তোমার পক্ষে জাহান্নাম আছে। এরপর তিনি আসিম ﷺ-কে উকবার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দেন; তিনি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ পালন করেন।

বাকি রইল নাযর বিন হারিস। সে একজন পাপীষ্ঠ কুরাইশ শয়তান। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিত এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াত। সে হীরা এলাকায় গিয়ে পারস্যের রাজা রুস্তম ও ইসফেনদিয়ারের রূপকথা শিখে আসে। রাসূল যখন তাঁর সভায় আলোচনা করতেন—আল্লাহর বড়ত্ব ও পূর্বেকার জাতির ওপর তাঁর শাস্তির কথা, তখন হঠাৎ করে সভার মাঝে দাঁড়িয়ে সে জোরে জোরে বলত, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, আমি মুহাম্মাদের চেয়ে ভালো বলতে পারি। এসো, আমি তোমাদের তাঁর চেয়েও ভালো আলোচনা শোনাব। তারপর লোকদের সববেত করে সে শোনাত পারস্যের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাজাবাদশা রুস্তম ও ইসফেনদিয়ারের রূপকথা। তারপর বলত, মুহাম্মাদ কি আমার চেয়ে ভালো কিছু তোমাদের বলে?

কত বড় দাম্ভিক আর অহংকারী! সে আল্লাহর সঙ্গেও অহংকার করতে ছাড়ে না। তার দাবি, সে নাকি আল্লাহর চেয়েও ভালো কিছুর অবতারণা করে। মুহাম্মাদের চেয়েও ভালো কথা বলে। এত বড় অপরাধী বন্দি হওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া একেবারেই সমীচীন নয়। তাই রাসূল তাকে বিবেচনার বাইরে রাখেন। হত্যার ফরমান জারি করেন। 'আলি বিন আবি তালিব ﷺ তাকে হত্যা করেন।

এই দুই নরাধমের হত্যার মাধ্যমে মুসলিমদের শিক্ষা হয় যে, দাম্ভিক সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতি কোনো দয়া, কোনো শৈথিল্য নেই। এরা মন্দ ও অন্ধকারের নেতৃত্ব দেয়। এদের প্রতি কোনো করুণা নেই। ঘৃণ্য অপকর্মের মাধ্যমে এরা দয়া ও ক্ষমার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এরা ছিল আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস, ধৃষ্টতা, কুৎসা রটানো ও প্রতিহিংসায় সীমালঙ্ঘন করেছে। [৪৬৭]

বন্দিদের সঙ্গে সদাচরণে মহান রাসূলের মহানুভবতা

মাদীনায় পৌঁছে রাসূল ﷺ বন্দিদের সাহাবিদের মাঝে বিতরণ করে দেন। সকলকে বলে দেন, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে। রাসূলের এই মহানুভবতায় আল্লাহর এই আয়াতের প্রতিফলন ঘটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> 'তারা খাদ্যের প্রতি ভালোবাসাসত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতিম ও বন্দিকে খাদ্য দান করে। [সূরা ইনসান, ৭৬: ৮]

মুস'আব বিন 'উমাইরের ভাই আবু 'আযীয বিন 'উমাইর তার আত্মকথায় বলেন, আমি বদরযুদ্ধে বন্দি হই। আমাদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ ঘোষণা দেন, তোমরা বন্দিদের সঙ্গে সদাচরণ করো। আমার ঠাঁই হয় একদল আনসার সাহাবির নিকট। রাসূলের নির্দেশ পালনার্থে সকাল-সন্ধ্যার খাবারে তারা আমাদের রুটি দিত, আর নিজেরা খেত সামান্য খেজুর। [৪৬৮]

আবুল 'আস বিন রাবি তার আত্মকথায় আমাদের বলেন, আমার বন্দিজীবনে ঠাঁই হয় কতিপয় আনসারি সাহাবির নিকট। আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্ট প্রতিদান প্রদান করুন। সকাল-সন্ধ্যার খাবারে তারা আমাদের জন্য রুটি পরিবেশন করত আর নিজেরা খেজুর খেত; অথচ তাদের রুটি ছিল কম আর খেজুর ছিল অনেক বেশি—এমনকি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খাবারের পাতে রুটি পেলেও আমাদের জন্য তা ঠেলে রাখত। ওয়ালিদ বিন মুগীরাও তার আত্মকথায় একই বিবরণ দেন; বরং তিনি আরেক সারি বাড়িয়ে বলেন, নিজেরা পায়ে হাঁটত আর আমাদের বয়ে বেড়াত।

কুরআন মাজীদ মু'মিনদের এই কোমল চরিত্রের প্রশংসা করেছে এবং আল্লাহর রাসূলও এ ব্যাপারে সাহাবিদের উপদেশ দিয়েছেন। সাহাবিদের উত্তম চরিত্রের ফলে অনেক নেতৃস্থানীয় কাফির দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করেন।

বদরের বন্দিরা মাদীনা পৌঁছে যায়। রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা হয়। এসবের অনতিপরেই ইসলাম গ্রহণ করেন আবু 'আযীয। তার সঙ্গে মুক্তিপণ পরিশোধ করার পরই ইসলাম গ্রহণ করেন সাইব বিন 'উবাইদ। বন্দিদের হৃদয়ে ইসলামের আহ্বান পৌঁছে যায়। তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। তারা স্বদেশে গিয়ে পরিবারের নিকট আলোচনা করেন রাসূলের মহানুভবতা, উদারতা ও ভালোবাসার কথা। আল্লাহভীতি ও কল্যাণের দিকে তাঁর আহ্বানের কথা। বন্দিদের সঙ্গে সদাচরণ চারিত্রিক অঙ্গনে ইসলামের মহান আদর্শের সাক্ষী। তাই ইসলামের শত্রুরা সাহাবিদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সদাচরণে ধন্য হয়, যা ত্যাগের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়।

রাসূলের চাচা আব্বাসের মুক্তিপণ

বদরযুদ্ধ শেষ। মুসলিমদের বড় জয় অর্জন হয়। কাফিরদের হয় চরম পরাজয়। এতে মুসলিমদের হাতে বন্দি হয় ৭০ জন কাফির। যুদ্ধ শেষে অনেকদিন পার হয়ে যায়। বন্দি মুক্তির জন্য রাসূলের নিকট কুরাইশরা প্রতিনিধিদল পাঠায়। নির্ধারিত মুক্তিপণের বিনিময়ে প্রত্যেক গোত্র তাদের বন্দি ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। পণের অঙ্ক শুনে আব্বাস বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো মুসলিমই ছিলাম। রাসূল ﷺ বলেন, আপনার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। আপনার কথামতো যদি আপনি মুসলিম হন, তাহলে আপনাকে আল্লাহ সাওয়াব দেবেন। তবে আপাত দৃষ্টিতে আপনি আমাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গেই আছেন। সে অনুযায়ীই আমরা বিচার করব। সুতরাং আপনাকে ও আপনার দুই ভাতিজা নাউফাল বিন হারিস বিন 'আবদুল মুত্তালিব ও আকিল বিন আবু তালিব বিন 'আবদুল মুত্তালিব এবং আপনার মিত্র বিন হারিস বিন ফিহ্‌রের ভাই 'উতবা বিন 'আমর উপযুক্ত পণ পরিশোধ করে মুক্ত করে নিন। আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে আব্বাস মিনতি করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কাছে এত সম্পদ নেই। রাসূল ﷺ বলেন, আপনি আর চাচি মিলে যে মাল পুঁতে রেখেছেন, সেগুলো কোথায়? আপনি না

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকে অভয় দিয়ে রেখে এসেছেন—এই যুদ্ধে আপনার কিছু হলেও তাদের জন্য অঢেল সম্পদ রেখে যাচ্ছেন আপনি। আল্লাহর রাসূলের কথায় আব্বাস অবাক হয়ে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি বিশ্বাস করি আপনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল। আমার সম্পদ পুঁতে রাখার বিষয়টি ফায়লের মা আর আমি ছাড়া কেউ জানে না। হে রাসূল, আমার কাছে এই ২০ উকিয়া আছে। এর বিনিময়ে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করুন। রাসূল বলেন, এগুলো আপনাদের থেকে নিয়ে আমাদের আল্লাহর দেওয়া সম্পদ। দুই ভাতিজা ও মিত্রকে মুক্তিপণ দিয়ে আব্বাস ছাড়িয়ে নেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> হে নবি, তোমাদের হাতে যে বন্দিরা আছে, তাদের বলো, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কোনো কল্যাণ আছে বলে জানেন, তাহলে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে ভালো কিছু তিনি তোমাদের দান করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি তারা তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়, তাহলে এর আগেও তো তারা আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সেজন্যই তিনি তাদের ওপর (তোমাদের) ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আনফাল, ৮: ৭০-৭১]

আব্বাস ﵁ বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের পর ২০ উকিয়ার বদলে আমাকে আল্লাহ ২০ জন দাস দান করেন। তারা প্রত্যেকেই আমার অজস্র সম্পদ দেখভাল করত এবং তাদের মাধ্যমে আমি আল্লাহর ক্ষমার আশা করতাম।

যদিও আলোচ্য আয়াত আব্বাসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, তবে এর শিক্ষা সকল বন্দিদের জন্য প্রযোজ্য। আনসার সাহাবিদের কেউ কেউ তাদের ভাগিনা আব্বাসকে বিনা পণে ছেড়ে দেওয়ার জন্য রাসূলের নিকট আবেদন করেন। রাসূল বলেন, আল্লাহর শপথ, তার থেকে এক দিরহামও কম নিয়ো না।

এ ঘটনা থেকে রাসূলের ন্যায়নিষ্ঠতা ও সাহাবিদের বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায়। তারা ভাগিনা শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেন দয়ার পাত্র তারা, রাসূলের চাচা নয়। এখানে রাসূলের সঙ্গে সাহাবিদের কথোপকথনে প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও বিনম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। রাসূলও তাদের উত্তর এড়িয়ে যান, যেন দীনের ব্যাপারে কোনো স্বজনপ্রীতির চর্চা না হয়। এ থেকে বন্দি ও মুসলিমরাও একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পায় যে, ইসলামে কোনো স্বজনপ্রীতি নেই; বরং রাসূল ﷺ চাচা আব্বাসের ওপর আরও বেশি পণ ধার্য করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পণ পরিশোধ করে দুই ভাতিজা ও নিজেকে মুক্ত করে আব্বাস মাক্কায় ফিরে যান। গোপন রাখেন তার ইসলাম গ্রহণের কথা। মাক্কায় অবস্থান করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। এভাবে মাক্কা বিজয় পর্যন্ত তার কার্যক্রম চলে। অবশেষে মাক্কা বিজয়ের কিছু সময় পূর্বে প্রকাশ্যে তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।[৪৬৯]

আল্লাহ্‌র রাসূলের জামাতার মুক্তিপণ

এই প্রসঙ্গে 'আয়িশা ﵂ বলেন, নিজেদের বন্দিমুক্তির জন্য মাক্কার লোকেরা মুক্তিপণসহকারে মাদীনায় প্রতিনিধি পাঠালে রাসূলের কন্যা যাইনাবও তার স্বামী আবুল 'আসের জন্য মুক্তিপণসহ লোক পাঠান। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনি মুক্তিপণ হিসেবে একটি হার দিয়ে পাঠান। আবুল 'আসের সঙ্গে বিয়ের সময় এই হার উপহার দিয়েছিলেন তার মা খাদীজা। 'আয়িশা বলেন, এই হার দেখে স্মৃতিকাতর হয়ে কেঁদে ওঠে রাসূলের অন্তর। সাহাবিদের অনুরোধ করে তিনি বলেন, তোমরা যাইনাবকে তার হার ফিরিয়ে দিয়ে আবুল 'আসকে মুক্তি দিলেও দিতে পারো। বিনা বাক্যে সাহাবিরা রাসূলের অনুরোধ মেনে নেন। হার ফেরত দিয়ে তারা আবুল 'আসকে মুক্তি দেন। তবে রাসূল ﷺ তাকে মুক্তি দেন যাইনাবকে মাদীনায় পাঠিয়ে দেওয়ার শর্তে।

যাইনাবকে আনার জন্য রাসূল ﷺ যাইদ বিন হারিসা ও জনৈক আনসারি সাহাবিকে পাঠান। তাদের নির্দেশ দেন, তোমরা ইয়াজাজ এলাকায় অবস্থান করবে। তোমাদের পাশ দিয়ে যাইনাব যাওয়ার সময় তার সঙ্গে একত্রিত হবে। তারপর তোমরা একসঙ্গে মাদীনায়চলেআসবে।[৪৭০]

যাইনাবের স্বামী আবুল 'আস বিন রাবির সম্পর্কে ইসলামবিরোধী কাজকর্মের কোনো অভিযোগ নেই। সার্বিকভাবে তিনি সাহাবিদের বিরোধিতা থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন। সর্বসম্মানিত শ্বশুর রাসূলের প্রতি অগাধ সম্ভ্রমের কারণে শুধু ব্যবসাবাণিজ্যের কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। কুরাইশদের সঙ্গে জোট বেঁধে রাসূলের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার নিষ্ঠুরতায় অংশ নিতেন না। বদরযুদ্ধের নিরীহ নির্মোহ বন্দিদের সঙ্গে রাসূলের জামাতা আবুল 'আস বিন রাবিও বন্দি হন। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বাধ্য হয়ে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পণের বিনিময়ে কুরাইশরা তাদের বন্দি ছাড়ানোর কাজ শুরু করলে রাসূলের কন্যা ও আবুল 'আসের স্ত্রী যাইনাবও তার স্বামীকে ছাড়াতে পণ হিসেবে কিছু মাল পাঠান। এই মালগুলোর মধ্যে একটি হার ছিল। এই হার পরিয়েই তার মা তাকে আবুল 'আসের সঙ্গে বাসরে পাঠিয়েছিলেন। মেয়েকে দেওয়া প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর হারটি দেখে রাসূল ﷺ স্মৃতিকাতর হয়ে যান। এই হার তাঁর সুখ-দুঃখগাথা অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করছে। একদিন বর বেশে পারিবারিক জীবনে তার অভিষেক হয়েছিল। তারপর কন্যার বাবা হয়েছিলেন। নবি হলেও তিনি একজন কোমল হৃদয়ের বাবা। তাঁর মহান মানবীয় অনুভূতিতে পিতৃসুলভ কোমল আবেগগুলো সজীব হয়ে তাকে আন্দোলিত করে। তাঁর কলজেছেঁড়া ধন যাইনাবের করুণ মুখটি মানসপটে ভেসে ওঠে। তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। সব বাধা ভুলে সাহাবিদের নিকট হার ফিরিয়ে দেবার আবেদন করেন। তবে আবেগের বশে তাঁর বিবেক বুঁদ হয়নি। যোদ্ধা সাহাবিদের নিকটই তিনি স্মৃতিমাখা হারসহ জামাতার মুক্তির আবেদন করেন। কারণ, তারাই পণের মালিক, তাই অনুমোদনও তাদের থেকেই নিতে হবে। তারা ইচ্ছে হলে গ্রহণ করতে পারে, আবার ইচ্ছে হলে ফিরিয়ে দিতে পারে। তাই রাসূল বিনয় ও ন্যায়ের সুরে তাদের বলেন, তোমরা চাইলে যাইনাবের হার ফেরত দিয়ে তার স্বামীকে মুক্তি দিতে পারো! রাসূলের স্নেহমাখা, আবেগঘন অনুরোধে সাহাবিদের মনে গভীর দাগ কাটে। ন্যায় ও আবেগের অভূতপূর্ব মিশেলে তারা অবাক ও সন্তুষ্ট হয়ে রাসূলের অনুরোধ মেনে নেন।

রাসূলের আবেগঘন অনুরোধ, সাহাবিদের সম্মতি ও স্মৃতিবিজড়িত গলার হারটি ফেরত দেওয়ার পেছনে আরেকটি গভীর উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের দিকে আবুল 'আসকে আকৃষ্ট করা। কারণ, তিনি ছিলেন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তিনি মুশরিক থাকা অবস্থায়ও রাসূল তার সৌম্য আচরণের প্রশংসা করতেন।[৪৭১]

রাসূলের দয়ার অনন্য দৃষ্টান্তগাঁথা সিদ্ধান্ত

আবু ইয়্যা একজন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা। তিনি বন্দি অবস্থায় রাসূলের নিকট এসে বলেন, আপনি তো আমার আর্থিক অবস্থা জানেন। আমি বড় অভাবি। আমি একজন কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা। আমার প্রতি দয়া করুন। রাসূল ﷺ তার প্রতি দয়া করেন। বিষয়টি গোপন রাখার শর্তে তাকে মুক্তি দেন। মুক্ত আবু ইয়্যা রাসূলের দয়ায় আবেগাপ্লুত হয়ে হিজাযি কায়দায় কবিতা বলেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কে আছে, যে আমার বার্তা পৌঁছে দেবে, আপনি মুহাম্মাদ একজন সত্য রাসূল আর আল্লাহ মহান। আর আপনি এমন মানুষ, যাকে আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক সহজ ও কঠিন ধাপ পার হতে হয়েছে। নিশ্চয় আপনার প্রতিপক্ষ হতভাগা প্রতিপক্ষ আর আপনার মিত্র ভাগ্যবান মিত্র; কিন্তু বদরযুদ্ধ ও হতভাগাদের কথা মনে হলে আমার মন ভরে যায় হতাশা ও বিষাদে।

ইবনু কাসীর বলেন, আবু ইয্যা রাসূলের কথা রাখেনি। মুশরিকরা তার জ্ঞান নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে। আবার মুশরিকদের সঙ্গে মিলে যায় সে। পরের বছর উহুদ যুদ্ধে অংশ নিয়ে মুসলিমদের হাতে আবার বন্দি হয়। এবারও সে রাসূলের দয়া ভিক্ষা চায়। রাসূল ﷺ বলেন, আমরা তোমাকে আর ছাড়তে পারি না। পরে তুমি গিয়ে বলে বেড়াবে, মুহাম্মাদকে দুইবার ঠক দিয়েছি। অতঃপর তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

সুহাইল বিন আমরকে বন্দি অবস্থায় দেখে সাউদার প্রতিক্রিয়া

'আবদুর রাহমান বিন আসাদ বিন যুরারা ﵁ বলেন, মাদীনায় আসার পর বন্দিদের হাজির করা হয়। তখন রাসূলের স্ত্রী সাওদা বিনতু যাম'আ আফরার দুই ছেলে 'আউফ ও মুআউয়াযের শোক-আসরে তাদের ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখনো পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়নি। সাওদা বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি তাদের ওখানে যাওয়ার পর আমাকে বন্দি জমায়েত করার সংবাদ দেওয়া হয়। সংবাদ পেয়ে আমি বাড়ি ফিরে যাই। তখন রাসূলও ঘরে ছিলেন। হঠাৎ দেখি ঘরের কোণে আবু ইয়াযিদ সুহাইল বিন আমর। তার হাত দুটো পিঠমোড়া করে বাঁধা। আল্লাহর শপথ, আবু ইয়াযিদকে এই অবস্থায় দেখে আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বলে ফেলি, আবু ইয়াযিদ, তোমরা নিজ হাতেই তোমাদের সম্মানের মৃত্যু ঘটিয়েছ। হঠাৎ ঘরের কোণে রাসূলের কণ্ঠ শুনে ধাতস্থ হই। ওহে সাওদা, আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে তুমি তাকে প্রণোদনা দিচ্ছ?—বলেন রাসূল। রাসূলের কথায় আমি বলি, হে রাসূল, আপনার মহান রবের শপথ, তাকে পিঠমোড়া করে বাঁধা দেখে আমি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অসংলগ্ন কথা বলে ফেলি।

সুহাইল বিন আমরকে ছাড়িয়ে নিতে মাকরায বিন হাফ্স আল-আখইয়াফ প্রতিনিধি হিসেবে আসে। মুসলিমদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর একপর্যায়ে তারা মুক্তির সিদ্ধান্তে পৌঁছে। মুসলিমরা তার কাছে মুক্তিপণ চায়। মাকরায বিন হাফ্স বলে, সুহাইলের পরিবর্তে আপনারা আমাকে বন্দি রাখুন। সময়মতো পণ পাঠিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। মুসলিমরা সুহাইলকে ছেড়ে দিয়ে তার পরিবর্তে মাকরাযকে বন্দি করে।

একটি মুরসাল হাদীসে আছে, রাসূলের নিকট 'উমার বিন খাত্তাব অনুরোধ করেছিলেন, সুহাইল বিন আমরের সামনের দাঁত দুটি উপড়ে ফেলতে; তাহলে আর প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করে মানুষকে বিপথে নিতে পারবে না। 'উমারের অনুরোধ শুনে রাসূল ﷺ বলেন, দেখো, আমার পক্ষে তার অঙ্গহানি করা সম্ভব নয়, তাহলে আল্লাহও আমার অঙ্গহানি করবেন। এতে আমার নবিপদও কোনো বাদ সাধতে পারবে না। তারপর 'উমারকে লক্ষ করে রাসূল বলেন, দেখো 'উমার, হয়তো একদিন সে প্রশংসার পাত্রও হতে পারে।

বিখ্যাত মুফাসসির ইবনু কাসীর বলেন, রাসূলের ওফাতের পর আরবের লোকেরা দলে দলে ইসলাম ত্যাগ করতে শুরু করে। মাদীনা ও আশপাশের এলাকায় কপটতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তখন মাক্কার লোকদের উপদেশ-বাণী শুনিয়ে দীনের ওপর অটল রাখেন সুহাইল। এমনই এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমরা এমন হতভাগা হয়ো না যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করেছ সবার শেষে আর একে ত্যাগ করছ সবার আগে। যে আমাদের অপবাদ দেবে, আমরা তাকে হত্যা করব। এই মহান বক্তা সুহাইলেরই দাঁত উপড়াতে চাননি রাসূল ﷺ; বরং এই কাজকে তিনি অঙ্গহানি ও সৃষ্টির বিকৃতিকরণ বলে নিবৃত্ত থেকেছিলেন। এমনই উদার ছিলেন আমাদের মহান রাসূল ﷺ। শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভের পরেও তিনি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেননি; বরং নিজেকে এক উদার আলোক মশাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[৪৭২]

মুক্তিপণ হিসেবে শিক্ষাদান

ইবনু আব্বাস বলেন, বদরের বন্দিদের মাঝে কিছু লোক ছিলেন, যারা মুক্তিপণ পরিশোধ করার সামর্থ্য রাখে না। রাসূল ﷺ আনসার শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব তাদের দেন। এভাবে বন্দিরা মাদীনার শিশুদের লেখাপড়া শেখানোর কাজ শুরু করে দেয়। দশজন শিশুকে লেখাপড়া শেখাতে পারলেই একজন বন্দি মুক্তি পাবে। এমন সম্পদের অভাবের যুগে রাসূলের শিক্ষানুরাগ প্রমাণ করে যে, ইসলাম কত মহান এক জীবনব্যবস্থা। ইসলামের দৃষ্টিতে বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি কত গুরুত্বপূর্ণ! নিরক্ষরতা দূর করতে ইসলাম কতটা তৎপর! তবে যে ধর্মের আসমানি বাণীর প্রথম কথা—পড়ো তোমার রবের নামে—হতে পারে, সে ধর্মের ক্ষেত্রে এটা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিস্ময়কর কিছু নয়। ইসলামের প্রথম কথায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন; যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ পদার্থ থেকে। পড়ো, তোমার প্রভু তো পরম দানশীল—যিনি কলমের সাহায্যে শিখিয়েছেন। [সূরা আলাক, ৯৬: ১-৪]

শিক্ষায় প্রণোদনা দান ও জ্ঞানীদের মূল্যায়ন করে কুরআন ও সুন্নাহয় অনেক বক্তব্য বিবৃত হয়েছে। এজন্যই রাসূলকে প্রথম নিরক্ষরতা দূর করে সাক্ষরতা ও জ্ঞানচর্চার ভিত্তিস্থাপক নবি গণ্য করা হয়—এক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকাই প্রথম।[৪৭৩]

বন্দি-আইন

ইসলামের বন্দি-আইনে মুসলিমদের স্বার্থ বিবেচনা করে রাষ্ট্রপ্রধান চারটি অনুচ্ছেদের যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন। ইসলামের বন্দি-আইনের চারটি বিধান—

বন্দি হত্যা। যেমন: উকবা বিন আবু মু'আইত ও নাযর বিন হারিসকে রাসূল ﷺ হত্যা করেন।

বিনাপণে মুক্তি দান। যেমন: আবু ইয্যা আল-জুমাহিকে রাসূল ﷺ বিনাপণে মুক্তি দেন।

নির্ধারিত পণের বিনিময়ে মুক্তিদান। যেমন: রাসূলের চাচা আব্বাস, নাওফাল বিন হারিস ও আকিল বিন আবু তালিবকে রাসূল ﷺ নির্ধারিত পণের বিনিময়ে মুক্তি দেন।

দাস বানিয়ে রাখা। যেমন: বনু কুরাইযার ইয়াহূদিদের ক্ষেত্রে সা'দ বিন মু'আয হুকুম দেন যে, যোদ্ধাদের হত্যা করা হবে, তাদের ধনসম্পদ ভাগ করে নেওয়া হবে এবং শিশু ও নারীদের দাস বানিয়ে রাখা হবে।[৪৭৪]

বদরযুদ্ধের ফলাফল ও আল্লাহর রাসূলকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা

বদরযুদ্ধের ফলাফল

বদরযুদ্ধের ফলে মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। মাদীনা ও আশপাশের এলাকার মানুষ তাদের সমীহ করতে শুরু করে। মাদীনা কিংবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিছু করতে কমপক্ষে দশবার চিন্তা করে। হিজরাতের ভূমিতে রাসূলের অবস্থান সুদৃঢ় হয় এবং ইসলামের পতাকা উন্নীত হয়। ফলে ইসলামের প্রতি সন্দিহান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও অবিশ্বাসীরা প্রকাশ্যে আর ইসলামবিরোধী ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। এই প্রেক্ষাপটেই আবির্ভাব হয় মুনাফিক শ্রেণির। এরা প্রকাশ্যে রাসূল ও সাহাবিদের সামনে ইসলামগ্রহণের ঘোষণা দিয়ে মুসলিমদের দলভুক্ত হয়ে যায়; কিন্তু গোপনে গোপনে কুফর চর্চা করে এবং কাফিরই থেকে যায়। তারা প্রকৃত মুসলিমও নয়, আবার প্রকাশ্য কাফির ও মুসলিমবিদ্বেষীও নয়। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তারা এই অবস্থার মধ্যে (ঈমান ও কুফুরির মধ্যে) দোদুল্যমান—না এদের দিকে, না ওদের দিকে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য তুমি কোনো পথ পাবে না। [সূরা নিসা, ৪: ১৪৩]

এই দোদুল্যমান অবস্থার কারণে অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিন্দা করে মুখোশ খুলে দেন এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়ে বলেন,

> মুনাফিকদের জায়গা হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না। [সূরা নিসা, ৪: ১৪৫]

বদরযুদ্ধে মুসলিমদের অর্জন

আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মুসলিমদের বিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। তাদের শক্তি-সামর্থ্যও বাড়ে। বিপুল সংখ্যক কুরাইশ কাফির ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে যে সকল মুসলিম তখনো মাক্কায় নিপীড়নের শিকার, তাদের মানসিক শক্তি অনেক বেড়ে যায়। মুসলিমদের আল্লাহর বিজয়দানে তাদের অন্তর স্ফীত হয় এবং সুনিশ্চিত মুক্তির আশায় তাদের অন্তর প্রশান্তি পায়। ঈমান ও ইসলামের জন্য তারা আরও নিবেদিত হয়।

এ সকল অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমরা সামরিক দক্ষতা ও নানাবিধ রণশৈলী অর্জন করে। আরব উপদ্বীপের ভেতরে ও বাইরে ব্যাপক সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরব অঞ্চলে তারা পরাশক্তির রূপ নেয়। যাদের ভয়ে শুধু কুরাইশ নয়, পুরো আরবজাতিগোষ্ঠীই তটস্থ থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবস্থার উন্নতি হয়। কারণ, যুদ্ধে বিজয়ী হওয়াই বিপুল পরিমাণ গানীমাত তাদের হাতে এসেছে। জীবনযাপনে নেমে এসেছে সচ্ছলতা ও প্রশান্তি। অথচ যুদ্ধের আগে দীর্ঘ ১৯ মাস কঠিন দারিদ্র্য ও দুর্দশায় তাদের জীবন কাটাতে হয়েছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপরদিকে কুরাইশরা চরমভাবে পরাজিত হয়। তাদের সর্বোচ্চ নেতা ও বীরদের হারায়। আবু জাহল বিন হিশাম, উমাইয়া বিন খালফ, উতবা বিন রাবী'আ প্রমুখ নেতৃবর্গ এ যুদ্ধে নিহত হয়। তারা সামরিক, মানসিক ও বাণিজ্যিকভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ যুদ্ধের কারণে তাদের ব্যবসা ও হিজাযব্যাপী কর্তৃত্ব হুমকির মুখে পড়ে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে কুরাইশদের পরাজয়ের দুর্নাম। প্রথমদিকে কারও বিশ্বাস না হলেও পরে তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ইবনু ইসহাক বলেন, কুরাইশদের পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে প্রথম মাক্কায় আসে হাইসুমান বিন 'আবদুল্লাহ আল-খুযায়ি। তাকে আসতে দেখে কুরাইশরা জানতে চায়, কী সংবাদ নিয়ে এসেছ? সে বলে, উতবা বিন রাবী'আ, শাইবা বিন রাবী'আ, আবুল হাকাম (আবু জাহল) বিন হিশাম, উমাইয়া বিন খালফ, যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ, হাজ্জাজের দুই ছেলে নুবাইহ ও মুনাব্বাহ ও আবুল বুখতুরি বিন হিশামের সংবাদ নিয়ে এসেছি। এভাবে কুরাইশ বরেণ্যদের গুণতে দেখে তাকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলে, আল্লাহর শপথ, ওর যদি জ্ঞান থাকে, তাহলে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। তার আদেশে লোকেরা তার নিকট জানতে চায়, সাফওান বিন উমাইয়ের জন্য কী খবর এনেছ? সে বলে, ওই তো সে পাথরের ওপর বসে আছে। তবে আল্লাহর শপথ, তার বাবা ও ভাইকে আমার চোখের সামনেই নিহত হতে দেখেছি।

বদরযুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের খবর শুনে অভিশপ্ত আবু লাহাবের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রাসূলের মুক্ত দাস আবু রাফি' বলেন, তখন আমি ছিলাম আব্বাস বিন 'আবদুল মুত্তালিবের দাস। সেসময় আমাদের ঘরেও ইসলামের জ্যোতি প্রবেশ করে। উম্মু ফায্ল ও আমি একসঙ্গে মুসলিম হই। আব্বাস নিজ গোত্রের লোকদের ভয়ে ইসলাম প্রকাশ করতেন না। বিবাদ না করে তাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলতেন। গোত্রের লোকদের কাছে তার অনেক পাওনা ছিল। এদিকে আল্লাহর শত্রু আবু লাহাব বদরযুদ্ধে যেতে পারেনি। তার পরিবর্তে আসি বিন হিশাম বিন মুগীরাকে পাঠায়। বদরযুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের খবর এলে আমরা মনে মনে ভীষণ শক্তি ও সম্ভ্রম অনুভব করি। আবু রাফি' আরও বলেন—তখন আমি ছিলাম দুর্বল। যামযাম কুয়োর পাড়ে বসে আমি পেয়ালা তৈরি করছিলাম। আমি আর উম্মু ফাযল সেখানে বসা ছিলাম। আমরা পরাজয়ের খবর শুনে ভীষণ আনন্দিত হই। এমন সময় পাপীষ্ঠ আবু লাহাব পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসে পাথরের ওপর বসে। সে আমার পিঠে হেলান দিয়ে বসে। হঠাৎ লোকজনের শোরগোল শোনা যায়। বদরের রণাঙ্গন থেকে আবু সুফিয়ান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনুল হারিস বিন 'আবদুল মুত্তালিব এসেছে। আবু লাহাব হাঁক দেয়, এসো, এসো তোমার কাছেই আসল খবর আছে। আবু সুফিয়ান এসে বসে আবু লাহাবের পাশে। লোকেরা তাকে ঘিরে ধরে। আবু লাহাব জিজ্ঞেস করে, ভাতিজা, রণাঙ্গনের খবর কী? আবু সুফিয়ান বলে, রণাঙ্গনে নামামাত্রই ওরা আমাদের ঘাড় ধরে ইচ্ছেমতো ঘুরাতে থাকে। টপাটপ আমাদের বন্দি করতে থাকে। আল্লাহর শপথ, এতকিছুর পরেও আমি কোনো যোদ্ধাকে ভর্ৎসনা করিনি। কারণ, আকাশ ও পৃথিবীর শূন্যস্থানে কিছু শুভ্র লোককে চিত্রা ঘোড়ায় চড়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখেছি। আল্লাহর শপথ, ওরা অপ্রতিরোধ্য।—আবু রাফি' বলেন, আমি আনন্দে একখণ্ড পাথর হাতে তুলে নিয়ে বলি, আল্লাহর শপথ, ওরা ফেরেশতা। আমাকে ওরকম বলতে শুনে আবু লাহাব ভীষণ মারমুখো হয়ে আমার মুখে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়। অত্যন্ত ক্ষীপ্ত হয়ে শূন্যে তুলে আছাড় মারে। পায়ের নিচে ফেলে মাড়াতে থাকে। আমার ওপর আবু লাহাবের নিপীড়ন দেখে উম্মু ফযল এক খণ্ড পাথর নিয়ে তার দিকে ছুড়ে মারেন। এতে আবু লাহাব মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পায়। তাকে লক্ষ করে উম্মু ফযল বলেন, আজ ওর মনিব নেই বলে তাকে অসহায় মনে করেছ? চরম লাঞ্ছিত মনে আবু লাহাব চলে যায়। তারপর মাত্র সাত রাত পরেই দুরারোগ্য প্লেগ রোগে সে মারা যায়। উম্মু ফযল বিনতুল হারিস হলেন আব্বাস বিন 'আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী, রাসূলের স্ত্রী মাইমুনার বোন এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের খালা—রাসূলের সহধর্মিণী খাদীজার পর তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

বদরযুদ্ধে চরম পরাজয়, বরেণ্য নেতাদের হত্যা ও আপনজনদের বন্দিত্বের কারণে কুরাইশরা মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দিন কয়েক আগে দুরারোগ্য রোগে ভুগে মারা যায় আবু লাহাব। আবু সুফিয়ানের এক ছেলে নিহত ও আরেক ছেলে বন্দি। আপনজনদের মৃত্যু কিংবা বন্দিত্বের কারণে মাক্কার ঘরে ঘরে মাতম চলছিল। এ পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তারা ধনুক ভেঙে শপথ করে। কেউ কেউ শত্রু থেকে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত গোসল করবে না বলে শপথ করে। তাদের নেতা ও বরেণ্যদের ঘাতকদের হত্যা করেই তবে ক্ষান্ত হবে। ঘরে ঘরে তারা মুসলিমদের থেকে প্রতিশোধের প্রহর গুণতে থাকে। উহুদ রণক্ষেত্রেই সেই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বদরযুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়, সার্বিক উন্নতি, ইসলামের মর্যাদা ও নবি মুহাম্মাদের নেতৃত্ব পোক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে ইয়াহুদিরা আতঙ্কিত হয়ে রাসূলের মাদীনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আগমনের পর তাঁর সঙ্গে কৃত চুক্তিসমূহ ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের মনে পুষে রাখা শত্রুতা প্রকাশ পায়। তাদের কথা-কাজে তা ধরা পড়ে। ইসলাম ও রাসূলের বিরুদ্ধে নানা চক্রান্ত আঁটতে শুরু করে তারা। রাসূল ﷺ ও সাহাবিদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধানোর চেষ্টা করে। রাসূলকে গুপ্ত হত্যার জন্য নানা চক্রান্ত করে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ওয়াহির মাধ্যমে রাসূলকে তাদের সকল চক্রান্ত জানিয়ে দেন। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রাসূল ﷺ তাদের প্রতি নজর রাখেন। একপর্যায়ে তারা মুসলিমদের চরিত্র ও আবেগসংশ্লিষ্ট বিষয়ের আশ্রয় নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হয়। ফলে মুসলিমরা বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ান এবং তাদের মাদীনাছাড়া করেন।[৪৮৫]

রাসূলকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা

'উরওয়া বিন যুবাইর বর্ণনা করেন, বদরযুদ্ধের পর একবার 'উমাইর বিন ওয়াহাব আল-জুমাহি ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া মাক্কার অদূরে এক নির্জন জায়গায় বসে শলাপরামর্শ করে। 'উমাইর ছিল কুরাইশের শয়তানখ্যাত দুষ্ট প্রকৃতির লোক। মাক্কায় অবস্থানকালে রাসূল ও সাহাবিদের কষ্ট দিত। বদরে যুদ্ধ করতে এসে তার ছেলে ওয়াহাব বিন 'উমাইর মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়। বদরের নিহতদের কথা স্মরণ করে সাফওয়ান ও 'উমাইর ভীষণ মর্মাহত। সাফওয়ান বলে, বরেণ্যদের হারিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে আর কোনো কল্যাণ দেখছি না। 'উমাইর বলে, আল্লাহর শপথ, সত্যিই বলেছ তুমি। আমার যদি ঋণ পরিশোধের একটা ব্যবস্থা হতো এবং পরিবারের জন্য একটা নিরাপদ ব্যবস্থা করে যেতে পারতাম, তাহলে উট হাঁকিয়ে গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করে আসতাম। আর আমার ছেলেটাও তো ওদের হাতে বন্দি হয়ে আছে। 'উমাইরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাফওয়ান বলে, তোমার ঋণের ভার আমার কাঁধে নিলাম। আমি পরিশোধ করব। আর তোমার পরিবার তো আমার পরিবারের সঙ্গেই থাকবে। আজীবন তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমি নিলাম। আমার সম্পদ তাদের জন্য অবারিত। সাফওয়ানের ভরসা পেয়ে 'উমাইর বলে, তাহলে আমাদের দুইজনের মাঝেই বিষয়টা গোপন রেখো। মুহাম্মাদের হত্যার দায়িত্ব আমি নিলাম।

বিষমাখা তলোয়ার নিয়ে 'উমাইর মাদীনার পথে যাত্রা করে। দীর্ঘ যাত্রার পর মাদীনায় পৌঁছে; কিন্তু মহান সাহাবি 'উমারের চোখ ফাঁকি দিতে পারল না। তখন 'উমার একদল সাহাবির সঙ্গে বদরের স্মৃতিচারণে ব্যস্ত। এমন সময় দেখতে পান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'উমাইর বিন ওয়াহাব মাসজিদের সামনে তার উট বসাচ্ছে। জামার নিচে লুকানো তার বিষাক্ত তলোয়ার। 'উমার হাঁক দেন, আরে, এ দেখি আল্লাহর শত্রু কুকুর 'উমাইর বিন ওয়াহাব এসেছে। আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় কোনো কুমতলব নিয়ে সে এসেছে। সে-ই আমাদের স্বজাতির বিরুদ্ধে বদর রণাঙ্গনে উসকানি দিয়েছিল। তার পেছনে পেছনেই রাসূলের নিকট গিয়ে হাজির হন 'উমার। রাসূলকে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই যে আল্লাহর শত্রু 'উমাইর জামার নিচে তলোয়ার লুকিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। রাসূল ﷺ বলেন, তাকে আমার কাছে আসতে দাও। তখন 'উমার তার তলোয়ারের বাঁট ও ঘাড় ধরে তাকে রাসূলের নিকট হাজির করেন। সঙ্গে উপস্থিত থাকা আনসারি সাহাবিদের রাসূলের নিকট সতর্কভাবে বসার নির্দেশ দেন। কারণ, এই দুষ্ট লোক থেকে সতর্ক ও নিরাপদ থাকতে হবে।

এভাবে বিশেষ নিরাপত্তার ভেতর দিয়ে 'উমার ‎رضي الله عنه 'উমাইরকে রাসূলের নিকট হাজির করেন। ঘাড়ে আর তলোয়ারের বাঁটে হাত রেখে 'উমাইরকে হাজির করতে দেখে রাসূল ﷺ বলেন, ওকে ছেড়ে দাও। কাছে এসো 'উমাইর! 'উমাইর রাসূলের কাছাকাছি এসে জাহিলি আরব্য রীতিতে বলে, শুভ সকাল! তার অভিবাদন শুনে রাসূল ﷺ বলেন, 'উমাইর, তোমার অভিবাদনের চেয়েও উৎকৃষ্ট অভিবাদন আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন; তা হলো, জান্নাতবাসীর অভিবাদন—সালাম। 'উমাইর বলল, আল্লাহর শপথ, এটা তো একদম নতুন সংস্কৃতির অভিবাদন। রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, তা 'উমাইর, কী উদ্দেশ্যে এসেছ? 'উমাইর বলল, আপনাদের হাতে-থাকা আমার বন্দি ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। আমার প্রতি দয়া করবেন। রাসূল বললেন, সত্য করে বলো, কী উদ্দেশ্যে এসেছ? 'উমাইর বলে, আমি এই উদ্দেশ্যেই এসেছি। রাসূল বললেন, শোনো 'উমাইর, তুমি আর সাফওয়ান বিন উমাইয়া মাক্কার বাইরে বসে পরামর্শ করেছিলে না? সেখানে বসে তোমরা বদর যুদ্ধের নিহতদের কথা স্মরণ করেছিলে। তারপর তুমি বলেছিলে, যদি আমার ঋণ ও পরিবারের দায়ভারের দুশ্চিন্তা না থাকত, তাহলে আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করে আসতাম। তোমার এ কথা শুনে সাফওয়ান আমাকে হত্যার বিনিময়ে তোমার ঋণ ও পরিবারের দায়ভার নেয়। তোমাদের এই কথপোকথন একমাত্র আল্লাহ শুনেছেন। 'উমাইর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সবাইকে চমকে দিয়ে সে দৃঢ় কণ্ঠে সাক্ষ্য দিল, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। হে রাসূল, আমরা আপনার ওপর অবতীর্ণ ওয়াহি অবিশ্বাস করতাম; কিন্তু সাফওয়ানের সঙ্গে আমার কথপোকথনের সময় কেউ ছিল না। আল্লাহর শপথ, আমার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দৃঢ় বিশ্বাস আপনাকে এই তথ্য একমাত্র আল্লাহই দিয়েছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাকে ইসলামের দিশা দিয়ে এই শুভ গন্তব্যে পৌঁছিয়েছেন। তারপর ‘উমাইর মহাসত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে।

‘উমাইর শাহাদাত পাঠ করার পর রাসূল ﷺ সাহাবিদের নির্দেশ দেন, তোমাদের ভাইকে দীন শেখাও, কুরআনপাঠ শেখাও আর তার বন্দিকে ছেড়ে দাও। সাহাবিগণ রাসূলের নির্দেশ পালন করেন। তারপর ‘উমাইর বলেন, হে রাসূল, ইতঃপূর্বে এই দীন ধ্বংস করার জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। দীনের অনুসারীদের আমি নিপীড়ন করতাম; কিন্তু আজ আমার ইচ্ছা, আপনি আমাকে মাক্কায় যাওয়ার অনুমতি দেবেন। আমি মাক্কার লোকদের আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের পথে আহ্বান করব। আশা করি, আল্লাহ তাদের দিশা দেবেন। অন্যথায় আগে যেমন আপনার সাহাবিদের দীনের ব্যাপারে নিপীড়ন করতাম, এখন তাদেরও দীনের ব্যাপারে নিপীড়ন করব। এরপর রাসূল তাকে অনুমতি দিলে তিনি মাক্কায় ফিরে যান।

‘উমাইরের গোপন অভিযানে বের হওয়ার পর থেকে সাফওয়ান মাক্কার লোকদের এই বলে প্রবোধ দিত, অপেক্ষা করো, দিন কয়েকের মধ্যেই তোমরা সুসংবাদ পাবে, সেই সংবাদে বদরের সকল দুঃখ মুছে যাবে। এদিকে সাফওয়ান মাক্কাগামী কাফেলাগুলোকে ‘উমাইরের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। একবার এক কাফেলা সাফওয়ানকে ‘উমাইরের মুসলিম হয়ে যাওয়ার সংবাদ দেয়। এই সংবাদ শুনে সাফওয়ান ভীষণ মর্মাহত হয়। জীবনে আর তার উপকার করবে না এবং তার সঙ্গে কথা বলবে না বলে কিরা কাটে। [৪৭৬]

ওপরের ঘটনা থেকে কিছু শিক্ষা ও উপকারিতা

১. দীন-প্রচারকদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে মুশরিকরা সংকল্পবদ্ধ। রাসূলকে গুপ্তহত্যার জন্য সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও ‘উমাইর বিন ওয়াহাব পরস্পরে গোপন চুক্তি করে। এ থেকে বুঝা যায়, দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা, অরাজকতা সৃষ্টি করা, লোকজনকে বাধা দেওয়া ইত্যাদির মাঝেই দীনের শত্রুরা সন্তুষ্ট নয়; বরং তারা দীন-প্রচারকদের গুপ্তহত্যায় মেতে উঠতে চায়। দা‘ঈদের হত্যা করার জন্য নানা চক্রান্ত আঁটে। এই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য ভাড়াটে খুনি নিয়োগ করতেও তারা পিছপা হয় না। কখনো দরিদ্রদের অভাবের সুযোগ নিয়ে ধনীরা তাদের নগ্ন অভিলাষ পূর্ণ করার জন্য অর্থের বিনিময়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের এই ঘৃণ্য হত্যাযজ্ঞে নামায়। এতে প্রায়-ই দরিদ্রদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে। এই গল্পেও ‘উমাইরের অভাবের সুযোগ নেয় সাফওয়ান। তার ঋণ ও পরিবারের ভার বহনের লোভ দেখিয়ে তাকে ঘৃণ্য কাজের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে প্ররোচিত করে।[৪৭৭]

২. নিরাপত্তার ব্যাপারে সাহাবিদের পরিকল্পনার সূচনা। কুচক্রী ‘উমাইরের দুরভিসন্ধির ব্যাপারে একমাত্র ‘উমারই সতর্ক হন। তিনিই সবাইকে সজাগ করেন যে, এই কুরাইশি শয়তান কুমতলব নিয়ে এসেছে। কারণ তার অতীত ইতিহাস ‘উমার ভালো করেই জানতেন। মাক্কায় সে মুসলিমদের নিপীড়ন করত। সে-ই কাফিরদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে বদরযুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে। মুসলিমদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করে তাদের তথ্য সংগ্রহ করে। এজন্যই ‘উমার রাসূলের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সতর্কতা গ্রহণ করেন, যেন রাসূলের ওপর কোনোভাবেই সে তলোয়ার চালাতে না পারে। সঙ্গে সঙ্গে একদল সাহাবিকে রাসূলের পাহারার নির্দেশ দেন।

৩. ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করে গৌরব বোধ করা। রাসূল ‘উমাইরের অভিবাদন প্রত্যাখ্যান না করে জাহিলিয়ার অভিবাদন বাক্য প্রত্যাখ্যান করেন। ‘উমাইর নবিজিকে শুভ সকাল জানিয়েছিল। উত্তরে রাসূল তাকে বলেন, তিনি কাউকে জাহিলি অভিবাদন জানান না। কারণ, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসীর অভিবাদন উপহার দিয়েছেন। তা হলো ‘সালাম’।

৪. রাসূলের মহান চরিত্র সম্পর্কে জানা। রাসূলকে হত্যার দুরভিসন্ধি নিয়ে আসা সত্ত্বেও ‘উমাইরের প্রতি দয়া করে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। অধিকন্তু তার ইসলাম গ্রহণে খুশি হয়ে তার বন্দি ছেলেকেও মুক্তি দেন। সাহাবিদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমাদের ভাইকে দীন শেখাও, তাকে কুরআন তিলাওয়াত শেখাও এবং তার বন্দিকে মুক্তি দাও।

৫. ‘উমাইরের ঈমানি শক্তির অনুভব। তিনি শুধু নিজের ঈমানের তেজে গোটা মাক্কার লোকদের মোকাবিলা করার সাহস করেছিলেন। রাসূলের অনুমতি নিয়ে তিনি তার লক্ষ্যে এগিয়ে যান। মুশরিকদের মোকাবিলা করেন, তাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। তার মিশন শেষে ধাপে ধাপে তিনি মাদীনায় ফিরে আসেন। অসংখ্য মানুষ তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ‘উমারের কাছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন ব্যক্তি, যাকে হাজার মানুষের মধ্য থেকে বাছাই করা হতো। তিনি সেই চার ব্যক্তির একজন, আমর বিন আ'স ﷺ -কে সাহায্যের জন্য যাদের প্রেরণ করেছিলেন। এদের প্রত্যেকে ছিলেন হাজার যোদ্ধার সমান। [৪৭৮]

বদরযুদ্ধের কয়েকটি শিক্ষা, উপদেশ ও উপকারিতা

আল্লাহর সাহায্য—বিজয়ের প্রকৃত কারণ

আল্লাহর অফুরন্ত সাহায্যের কারণেই বদরযুদ্ধে বিজয় অর্জন হয়। এ বিজয়ের মূল উৎস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আল্লাহ এটা করেছেন কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ, যেন তোমাদের মন নিশ্চিন্ত হয়। আর সাহায্য তো শুধু পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১২৬]

অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন,

> আল্লাহ এটা করেছিলেন কেবল সুসংবাদ হিসেবে, যেন তোমাদের মন প্রশান্ত হয়। আর সাহায্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আনফাল, ৮: ১০]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> (যুদ্ধের ময়দানে সেদিন) তোমরা তাদের হত্যা করোনি; বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন এবং তুমি যখন (কঙ্কর) নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি (তা) নিক্ষেপ করোনি; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন, যেন তিনি মু'মিনদের তাঁর পক্ষ থেকে একটি সুন্দর পরীক্ষার মাধ্যমে নিরীক্ষণ করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। [সূরা আনফাল, ৮: ১৭]

বিজয়ের উৎস বিবৃত করার পর এই বিজয়ের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> (আল্লাহ এটা করেছেন) কাফিরদের একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কিংবা তাদের অবদমিত রাখার জন্য, যেন তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। তোমার কিছু করার নেই—তিনি হয় তাদের ক্ষমা করবেন, নতুবা শাস্তি দেবেন; কেননা তারা জালেম। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১২৭-১২৮]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সর্বদা এই নিয়ামাতের কথা, বদরের মহান বিজয়ের কথা স্মরণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নির্দেশ দেন এবং এই বিজয়ের পূর্বেকার অসহায় ও দুরবস্থার কথাও ভুলতে নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> স্মরণ কর , যখন পৃথিবীতে তোমরা সংখ্যায় কম আর দুর্বল ছিলে। তোমরা ভয় করতে যে, মানুষ তোমাদের উঠিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর তিনি তোমাদের (নিরাপদ) আশ্রয় দিয়েছেন, নিজের সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেছেন এবং ভালো ভালো জিনিস দ্বারা তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। [সূরা আনফাল, ৮: ২৬]

মীমাংসার দিন

বদরযুদ্ধের দিনকে মীমাংসার দিন বলা হয়। মুসলিমজীবনে এই নামকরণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বদরের দিনকে মীমাংসার দিন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আর জেনে রাখো যে, তোমরা যে গানীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ কর, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ হলো আল্লাহর, রাসূলের ও তাঁর আত্মীয়স্বজনের, ইয়াতিম- মিসকীনদের ও পথিকদের—যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও আমার বান্দার নিকট মীমাংসার দিনে (বদরযুদ্ধের দিনে) যা পাঠিয়েছিলাম, তার প্রতি বিশ্বাস রাখ—

> যেদিন দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। [সূরা আনফাল, ৮: ৪১]

এই নামকরণের রহস্য সম্পর্কে অধ্যাপক সাইয়িদ কুতুব বলেন, আল্লাহর পরিকল্পনা, দিক-নির্দেশনা, নেতৃত্ব ও সাহায্যের ভিত্তিতে যে বদর যুদ্ধের সূচনা ও সুসমাপ্তি হয়েছিল, তা ছিল সত্য-মিথ্যার মাঝে মীমাংসার যুদ্ধ। কুরআন তাফসীরকারগণের মতে 'ফুরকান' শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, সূক্ষ্ম, সুগভীর ও সুপ্রশস্ত। বস্তুত এই যুদ্ধটি ছিল সত্য-মিথ্যার মাঝে মীমাংসার যুদ্ধ; কিন্তু যে প্রকৃত সত্যের ওপর আকাশ-পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত, জীব ও বস্তু জগতের প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত—যে সত্য একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার কথা বলে—যে সত্য আকাশ, পৃথিবী, বস্তু ও জীব তথা সমগ্র সৃষ্টিজগতের দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য সংরক্ষণ করে, সেই সত্যের জন্য এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদরযুদ্ধ হয় আল্লাহর পক্ষে নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব, একক কর্তৃত্ব, স্বাধীন পরিকল্পনা, অংশীদার ও বাধাহীন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য। এই যুদ্ধ হয় তখনকার পৃথিবীজুড়ে মিথ্যার তাণ্ডবকে প্রতিহত করার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জন্য—যে মিথ্যার দূষণে সত্য ঢাকা পড়েছিল, যে মিথ্যা আল্লাহদ্রোহীদের পৃথিবীতে ইচ্ছেমতো দুঃশাসন করার সুযোগ করে দিয়েছিল, যে মিথ্যা পৃথিবীতে জীব ও জীবন ধ্বংসকারী কুপ্রবৃত্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই বদরযুদ্ধই সেই মহান মীমাংসার যুদ্ধ, যেখানে প্রভাকরের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়েছে সেই মহাসত্য এবং বিতাড়িত হয়েছে মিথ্যার তাণ্ডব। সেই মীমাংসার দিনের পর আর কখনো সত্য-মিথ্যার সহাবস্থান হয়নি।

এ সকল প্রমাণের আলোকে এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত যে, বদর ছিল একটি মীমাংসার যুদ্ধ। সত্য-মিথ্যার মাঝে মীমাংসার যুদ্ধ। যা নিরঙ্কুশ একত্ববাদকে মানুষের মন-মগজে, আচরণ-প্রকৃতিতে, আবেগ-অনুভবে, অর্চনা-দাসত্বে নিখুঁতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ যুদ্ধে অমূলক সত্তা, কুপ্রবৃত্তি, নানা আদর্শ, নানা পরিস্থিতি, নানা সংস্কৃতি, প্রথা-রীতি ইত্যাদির দাসত্ব থেকে মু'মিনদের হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রেও মীমাংসা যুদ্ধের ভূমিকা পালন করেছে বদর। প্রতিমা ও প্রবৃত্তি, আদর্শ ও পরিস্থিতি, সংবিধান ও বিধিবিধান, রীতি ও সংস্কৃতি ইত্যাদির দাসত্ব প্রত্যাখ্যান করে নিরঙ্কুশ উপাস্য ও বিধাতা এক আল্লাহর দাসত্বের পথ দেখিয়েছে বদর যুদ্ধ। ফলে আল্লাহভিন্ন কারও সামনে আর মাথা ঝুঁকে না। তাঁর বিধান ছাড়া কোনো বিধান আর গ্রহণ করে না। এভাবেই মীমাংসার বদরের মধ্য দিয়ে মুক্তি পায় আল্লাহদ্রোহীদের দাসত্বের শিকলে বন্দি মানবগোষ্ঠী।

বদর ইসলামি ইতিহাসের দুই যুগের বিভাজক।

এক. ধৈর্য, প্রতীক্ষা ও সংযমের যুগ। দুই. শক্তি, আন্দোলন ও প্রতিরোধের যুগ।
এই যুদ্ধের মাধ্যমে নতুন চিত্রায়ণ হয় ইসলামি জীবনের। মানব অস্তিত্বের জন্য রচিত হয় নতুন ধারা। প্রণীত হয় নতুন সমাজব্যবস্থা। নতুন অবকাঠামো তৈরি হয় রাষ্ট্রের জন্য। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে শাসনতান্ত্রিক জীবনে এক আল্লাহর প্রভুত্ব ও বিধাতা পদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পৃথিবীর বুকে মানবতার মুক্তির ঘোষণা উচ্চারিত হয়। ঝেঁটিয়ে বিতাড়িত হয় আল্লাহদ্রোহী প্রভুত্বহরণকারীরা।

বদরের যুদ্ধযাত্রায় শামিল হওয়া মুসলিমদের উদ্দেশ্য ছিল আবু সুফিয়ানের নিরস্ত্র বণিক কাফেলা কব্জা করা; কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন তাদের ইচ্ছার বিপরীতটা। তিনি চেয়েছেন আবু সুফিয়ানের নিষ্কণ্টক দলটি চলে যাক আর আবু জাহলের সশস্ত্র

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দলের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হোক। যে যুদ্ধে তারা অনেক গানীমাত ও বন্দি পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> কারণ, আল্লাহর উদ্দেশ্যই ছিল সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা আর মিথ্যাকে নির্মূল করা; যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করেছিল। [সূরা আনফাল, ৮: ৮]

এতেই মহাসত্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত আছে। কারণ, সত্যের উত্থান ও মিথ্যার পতন সত্য-মিথ্যার নিছক দার্শনিক আলোচনা কিংবা বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় না; বরং মিথ্যার রক্তাক্ত পতন ও সত্যের সশস্ত্র উত্থানের মাধ্যমেই সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার বিতাড়ন সম্ভব হয়। সত্য-সেনাদের বিজয় ও মিথ্যুক সেনাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দীন-ইসলাম লড়াই ও বাস্তবধর্মী জীবনব্যবস্থা। নিছক দার্শনিক আলোচনা, বিতর্ক ও বিশ্বাসের মাধ্যমে এই দীনের আলাপ থাকুক, পৃথিবীর কোনো মতাদর্শ কিংবা সাম্রাজ্যই শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভিত্তি গাড়তে পারে না। সত্যের উত্থান ও মিথ্যার পতন রণাঙ্গনেই মীমাংসা হয়েছিল। আর প্রকৃত বিজয়েই সত্য-মিথ্যার মীমাংসা হয়ে যায়। বদরযুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই ইঙ্গিতই দেন যে, রণাঙ্গন, রাসূলের গৃহত্যাগ, বণিক কাফেলা হাতছাড়া হওয়া ও সশস্ত্র বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া ইত্যাদির উদ্দেশ্যই হলো লড়াইয়ের মাধ্যমে মীমাংসা করা।

এ সকল আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের অন্তরে এই দীনের প্রকৃতি তুলে ধরতে চেয়েছেন। সশস্ত্র লড়াই যে কত বড় মীমাংসা, তার প্রয়োজনীয়তা আজ আমরা তীব্রভাবে অনুভব করতে পারছি। আমাদের সশস্ত্র লড়াই ছেড়ে দেওয়ার কারণেই আজ অনেক মুসলিমের অন্তরেই এই দীনের মর্মকথা ভেজালপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এমনকি অনেক ইসলাম প্রচারকের কাছেও এই মর্মকথা আর ভেজালমুক্ত নেই।

এভাবেই ব্যাপক প্রমাণের ভিত্তিতে বদরযুদ্ধ সত্য-মিথ্যার মীমাংসা যুদ্ধে পরিগণিত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা একে ফুরকান বা মীমাংসা নামকরণ করেন। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। বদরযুদ্ধেই তাঁর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার দৃষ্টান্ত মেলে। রণাঙ্গনের অলৌকিক ঘটনামালার ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ কিংবা বিতর্ক নেই। কুরাইশ বাহিনী নাস্তানাবুদে অলৌকিকতার বিবরণ আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

দুই: আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতাবদরযুদ্ধের মাধ্যমে সম্পর্ক ও বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মুসলিম জাতির জন্য এক উজ্জ্বল চিত্র ফুটে ওঠে। সত্য-মিথ্যার মাঝে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিভাজকরেখা তৈরি হয়। এ যুদ্ধের ফলে মন ও বস্তু, ইসলাম ও অবিশ্বাসের মাঝে মীমাংসা হয়ে যায়। এ যুদ্ধেই মীমাংসার মর্মকথা সাহাবিদের নিকট স্পষ্ট হয় এবং জাহিলি আদর্শের মুখোশ খুলে পড়ে। ফলে পুত্র পিতার বিরুদ্ধে ও ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্রতী হয়।

বদরযুদ্ধের দিন আবু হুযাইফা বিন 'উতবা বিন রাবী'আ ছিলেন মুসলিমদের দলে, আর তার বাবা 'উতবা, ভাই ওয়ালিদ ও চাচা শাইবা ছিল মুশরিকসারিতে। প্রথম মল্লযুদ্ধেই তারা সকলে নিহত হয়। আবু বাক্র সিদ্দীক ছিলেন মুসলিম সেনা, আর তার ছেলে 'আবদুর রাহমান ছিল মুশরিক-সৈন্য। মুস'আব বিন 'উমাইর ইসলামি পতাকা বহন করেন। আর তার ভাই আবু আযীয বিন 'উমাইর মুশরিকদের দলে অবস্থান নেয় এবং পরাজিত হয়ে জনৈক আনসারি সাহাবির হাতে বন্দি হয়। বন্দি ভাইকে দেখে মুস'আব সেই আনসারি সাহাবিকে বলেন, ওকে কষে বাঁধো। ওর মায়ের অনেক সম্পদ আছে। ভাইয়ের মুখে এমন কথা শুনে বন্দি আবু আযীয বলে, ভাই, আমার প্রতি তোমার এই আদেশ! তার আবদার শুনে মুস'আব উত্তর দেন, এই আনসারি লোকটি আমার ভাই, তুমি নও।

মানবতাকে সঠিক ভিত্তিতে স্থাপনের জন্য সাহাবিরা পূর্বের জঞ্জাল সমৃদ্ধ সমস্ত রীতি প্রত্যাখ্যান করেন। বিশ্বাস ও আদর্শের ভ্রাতৃত্বই তাদের কাছে প্রকৃত বন্ধন, বংশীয় সম্পর্ক সামাজিক সূত্রমাত্র।

বদরযুদ্ধে মুসলিমদের স্লোগান ছিল 'আহাদ-আহাদ'-ধ্বনি—অর্থাৎ একক উপাস্যের দাসত্ব চর্চার উদ্দেশ্যে তারা লড়াই করছেন। কোনো সম্প্রদায় কিংবা গোত্রীয় উদ্দেশ্যে নয়, প্রতিহিংসা কিংবা প্রতিশোধের জন্যও নয়—একমাত্র মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতেই তারা লড়েছেন।

সেদিন ঈমানি মর্মকথার প্রেরণায় রাসূলের সঙ্গে সক্ষম মুসলিমরাও পিতৃভূমি মাক্কা ত্যাগ করে মাদীনার পথে পাড়ি দেন। আর নিপীড়িতরা বন্দিজীবনে আটকে যান এবং বদরযুদ্ধের দিন কতিপয় নিপীড়িত মুসলিম বাধ্য হয়ে অথবা অক্ষমতা দেখিয়ে মুশরিকদের দলে অবস্থান নেয়। তারা হলো—'আবদুল্লাহ বিন সুহায়ল বিন আমর, হারিস বিন যাম'আ বিন আসওয়াদ, আবু কাইস বিন ফাকিহ, আবু কাইস বিন ওয়ালিদ বিন মুগিরা, 'আলি বিন উমাইয়া বিন খালফ ও 'আস বিন মুনাব্বিহ। এই নিপীড়িতদের মাঝে ভিন্নমনা ছিলেন 'আবদুল্লাহ বিন সুহাইল বিন 'আমর। মুশরিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দল থেকে পালিয়ে তিনি রাসূলের নিকট চলে আসেন। মুসলিমদের সঙ্গে থেকেই তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনিই একমাত্র এমন সৌভাগ্য অর্জনকারী সাহাবি। অন্যান্য নিপীড়িতরা তা অর্জন করতে পারেনি। তারা বাধ্য হয়ে মুশরিকদের পক্ষেই যুদ্ধ করে। অবিশ্বাসের পতাকাতলে থেকেই তারা সকলে নিহত হয়। তাদের পরিণাম ও ভাগ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> নিজেদের প্রতি জুলুমকারী অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের প্রাণ নেয়, তাদের তারা প্রশ্ন করে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? উত্তরে তারা বলে, আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর যমিন কি তোমাদের হিজরাত করার মতো প্রশস্ত ছিল না? তাই এসব লোকের নিবাস হলো জাহান্নাম—সেটা বড় খারাপ ঠিকানা। [সূরা নিসা, ৪: ৯৭]

ইবনু আব্বাস বলেন, একদল মুসলিম হিজরাত না করে মাক্কায় বসবাস করত। ইসলাম সম্পর্কে তারা ভীষণ হীনম্মন্যতায় ভুগত। বদরযুদ্ধের দিন মুশরিকরা তাদেরও সঙ্গে নিয়ে বের হয়। তাদের কেউ কেউ যুদ্ধে নিহত হয়। হতভাগাদের এই নির্মম পরিণতি দেখে মুসলিমরা বলেন, আমাদের এ সকল সহচররা তো মুসলিমই ছিল। তারা তো বাধ্য হয়ে যুদ্ধে এসেছে। সাহাবিদের এই প্রশ্ন অপনোদন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> নিজেদের প্রতি জুলুমকারী অবস্থায় ফেরেশতারা যাদের প্রাণ নেয়, তাদের তারা প্রশ্ন করে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? উত্তরে তারা বলে, আমরা পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর যমিন কি তোমাদের হিজরাত করার মতো প্রশস্ত ছিল না? তাই এসব লোকের নিবাস হলো জাহান্নাম—সেটা বড় খারাপ ঠিকানা। [সূরা নিসা, ৪: ৯৭]

যুদ্ধ চলাকালে মুসলিম দলে পালিয়ে আসার অনেক সুযোগ ছিল তাদের; কিন্তু তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করেনি। দু-দলের মধ্যে দূরত্বও খুব বেশি ছিল না। তারা একটু চেষ্টা করলেই রাসূলের নিকট পালিয়ে চলে আসতে পারত—যেমনটা 'আবদুল্লাহ বিন সুহাইল করেছেন। ঈমানের কিছু আবশ্যকীয়তা থেকে এর সত্যতা ও শক্তি প্রমাণিত হয়। এর অন্যতম হলো, পৃথিবীর সকল আদর্শের ওপর ইসলামের আদর্শকে মহান জ্ঞান করা। মু'মিন যদি এমন আত্মবিশ্বাসী আদর্শবান হয়, তাহলে তার ঈমান হয় সক্রিয়। আর এই সক্রিয় শক্তিই আল্লাহর আকাঙ্ক্ষিত। এই শক্তিই সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। মানুষের আচরণে তার ঈমান প্রকাশ পায়। ঈমান সক্রিয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হলে তার থেকে চেতনা ও বীরত্ব প্রকাশ পায়। সুকথা ও সুহাসি ফোটে। আভিজাত্য ও ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায়। এজন্যই মুশরিকদের দলে থাকা নামধারী মুসলিমদের অক্ষম গণ্য করা হয় না। কারণ, তাদের ঈমান ছিল নিষ্ক্রীয়, নির্জীব ও নিষ্প্রাণ।

ঈমানের এই সুগভীর মর্মের কারণেই সাহাবিরা বদরযুদ্ধে সর্বোচ্চ ত্যাগের উদাহরণ পেশ করেন। এই প্রকৃত ঈমানের শক্তির ফলেই তারা পিতা-পুত্র, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের চেয়েও আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টিকে বেশি প্রাধান্য দেন। এজন্যই প্রকৃত মুসলিমরা তাদের অকৃত্রিম ত্যাগের ফলে আল্লাহর প্রশংসাধন্য হয়। এই মহান মুসলিমদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন—

> আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাসী কোনো সম্প্রদায়কে তুমি দেখতে পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীদের ভালোবাসে—তাদের বাপ, ছেলে, ভাই কিংবা জ্ঞাতি হলেও। আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে এক (বিশেষ) প্রাণশক্তি দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত—সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম। [সূরা মুজাদালাহ, ৫৮: ২২]

বদরযুদ্ধ ও তখনকার অলৌকিক ঘটনাসমূহ

বদরযুদ্ধের সময় রাসূলের হাতে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়। কিছু অদৃশ্য বিষয়ে তিনি অবগত হন। জ্ঞাতব্য যে, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই জানেন। এই ক্ষমতাটি একমাত্র নিজের জন্য সংরক্ষণ করেন তিনি। কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে তিনি এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলেছেন।

> তিনি (আল্লাহ) গায়েব (অদৃশ্যের খবর) জানেন এবং স্বীয় গায়েবের খবর কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত কোনো রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে তিনি তাঁর সামনে ও পেছনে প্রহরার ব্যবস্থা করেন।'সূরা জিন, ৭২: ২৬, ২৭]

ওপরের উদ্ধৃতিমালা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আমাদের রাসূল ﷺ যেসকল অদৃশ্য বিষয়াদির ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছিলেন, তা ছিল ওয়াহিসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে। ফলে তাঁর নবি ও রাসূলপদের সত্যায়নও হয়। তাঁকে অদৃশ্য বিষয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ অবহিত করেন, এটা সকলেই জানে।[৪৭৯] তেমনি বদরযুদ্ধে রাসূলের পক্ষ থেকে গায়েব সম্পর্কে কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়। তা নিম্নে উল্লেখ করা হবে।

১. উমাইয়া বিন খালফের হত্যাকাণ্ড

'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বলেন, একবার উমরা পালনের উদ্দেশ্যে সা'দ বিন মু'আয মাক্কায় যান। সেখানে গিয়ে তিনি সাফওয়ানের বাবা উমাইয়া বিন খালফের বাড়িতে অতিথি হন। মাদীনার পথে শামে যাওয়ার সময় উমাইয়াও সা'দের বড়িতে অতিথি হতেন। সা'দকে উমাইয়া বলেন, একটু অপেক্ষা করে দুপুরে আমরা বের হব। তখন মানুষ উদাস সময় কাটায়। তুমি স্বাধীনভাবে তাওয়াফ করতে পারবে।

তারপর তখন সে তাওয়াফের উদ্দেশ্যে বের হলে হঠাৎ দেখা আবু জাহলের সঙ্গে। সা'দকে দেখে আবু জাহল হাঁক দিল , কে কা'বায় তাওয়াফ করে? সা'দ উত্তর দেন, 'আমি সা'দ। আবু জাহল বলে, মজা করে কা'বায় তাওয়াফ করছ? অথচ মুহাম্মাদ ও তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের তোমরা আশ্রয় দিয়েছ। জোর গলায় সা'দ উত্তর দেন, হ্যাঁ দিয়েছি তো কী?

এতে তাদের মধ্য বাকবিতণ্ডা বেঁধে যায়। পরিস্থিতি দেখে সা'দকে সতর্ক করে উমাইয়া বলে, 'আবুল হাকামের (আবু জাহল) সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কথা বলো না। তিনি আমাদের সম্মানিত নেতা।

সা'দ কসম কেটে বলেন, আমাকে বাধা দিলে আমি তোমার শামের সঙ্গে বাণিজ্যপথ বন্ধ করে দেবো। সা'দকে আবার সতর্ক করে উমাইয়া বারণ করে, উত্তেজিত হয়ো না। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সা'দ বলেন, ছাড়ো আমাকে। আমি মুহাম্মাদ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি তোমাকে হত্যা করবেন। উমাইয়া আঁতকে উঠে বলে, আমাকে হত্যা করবে? সা'দ উত্তর দেয়, অবশ্যই।

উমাইয়া কিরা কেটে বলে, মুহাম্মাদ যা বলে তা করেই ছাড়ে। সে বাড়ি ফিরে বউকে বলে, ওগো শুনছ, আমার ইয়াসরিবের ভাইটা কী বলে? উমাইয়ার বউ জানতে চেয়ে বলল, ও আবার কী বলে? উমাইয়া বলে, সে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছে, মুহাম্মাদ নাকি আমাকে হত্যা করবে। এ কথা শুনে উমাইয়ার স্ত্রী কসম করে বলে, 'মুহাম্মাদ কোনোদিন মিথ্যা বলে না, যা বলে তা করেই ছাড়ে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখতে দেখতে বদরযুদ্ধের সময় ঘনিয়ে আসে। উমাইয়া বদরে যাবে মনস্থির করল। তার বদর যুদ্ধে যাত্রাকালে স্ত্রী বলে, তোমার ইয়াসরিবি ভাইয়ের কথা মনে আছে তো! স্ত্রীর বারণ-বাক্য শুনে উমাইয়া বেঁকে বসে। উমাইয়ার পিছুটান দেখে আবু জাহল তাকে ভর্ৎসনা করে বলে, তুমি এলাকার একজন বরেণ্য হয়ে পিছিয়ে থাকবে? চলো, এক-দুই দিনেই আমরা পৌঁছে যাব। আবু জাহলের কথায় উমাইয়া বের হয়ে যায়। তারপর রণাঙ্গনে নিহত হয়।[৪৮০]

২. কতিপয় পাপীষ্ঠের হত্যাকাণ্ড

আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন, ... 'উমার বলেন, যুদ্ধের পূর্বেই রাসূল ﷺ আমাদের এ যুদ্ধে যারা নিহত হবে, তাদের মৃত্যুস্থল চিহ্নিত করে দেখান। তিনি বলেন, কাল এখানে অমুক মারা যাবে ইনশাআল্লাহ। তারপর 'উমার শপথ করে বলেন, রাসূলের চিহ্নিত একটি মৃত্যুস্থলও ভুল হয়নি।[৪৮১]

৩. আব্বাস বিন 'আবদুল মুত্তালিবের লুকানো সম্পদ

চাচা আব্বাস বিন 'আবদুল মুত্তালিবকে রাসূল ﷺ মুক্তিপণ পরিশোধের নির্দেশ দিলে তিনি অসহায় সুরে বলেন, হে রাসূল, আমার কাছে আর কী সম্পদ আছে? তার কাতর কণ্ঠ শুনে রাসূল ﷺ বলেন, আপনি আর ফযলের মা মিলে যে সম্পদ পুঁতে রেখেছেন, সেগুলো কথায়? আপনি না তাকে অভয় দিয়ে বলে এসেছেন, এই যাত্রায় আমি মরে গেলেও তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমার সন্তান ফযল, 'আবদুল্লাহ ও কুসুমের জন্য অগাধ সম্পদ রেখে গেলাম। রাসূলের মুখে হাঁড়ির খবর শুনে আব্বাস এবার জোরগলায় কসম কেটে বলেন, হে রাসূল, আমি তো আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলেই বিশ্বাস করি। এ ব্যাপরটা আমি আর ফযলের মা ছাড়া আর কেউ জানে না।

অনুরূপ ঘটনা 'উমাইর বিন ওয়াহাবের সঙ্গেও ঘটে। নিজ ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে তিনি রাসূলের নিকট আসেন। অথচ তিনি আসেন মূলত সাফওয়ানের সঙ্গে রাসূলকে হত্যার গোপন চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে। রাসূল তাকে গোপন চুক্তির খবর বলে দিলে তিনি থ বনে যান। শুধু এ কারণেই অবাক হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূলের আরও কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দেন ইবনুল কাইয়িম তার যাদুল মা'আদ বইতে। একদিন সাহাবি উক্কাশা বিন মিহসানের তলোয়ার ভেঙে গেলে রাসূল তাকে একটি কাঠের টুকরা দিয়ে বলেন, ধরো এটা। গুঁড়িটি হাতে নিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উক্কাশা নাড়ালে তা একটি লম্বা, ধারালো, সাদা তলোয়ারের রূপ ধারণ করে। এই অলৌকিক তলোয়ার নিয়ে তিনি আজীবন যুদ্ধ করেন। অবশেষে ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বাক্রের শাসনামলে ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি শহিদ হন।

রিফা'আ বিন রাফি বলেন, বদরের যুদ্ধে আমার চোখে তির লাগে। আমি রাসূলকে তা দেখাই। তিনি ক্ষতস্থানে থুতু দিয়ে আমার জন্য দু'আ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ ভালো হয়ে যায়। এমনকি আর কখনো একটু ব্যথাও করেনি।

ড. আবু শুহবাহ বলেন, কুরআন মাজীদ রাসূলের মহান মু'জিযা। এই মু'জিযার পর আরও ইন্দ্রীয় নির্ভর মু'জিযাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করা ঠিক নয়। কারণ, এমন সব মু'জিযা দেখে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। রাসূলের প্রতি অনেকের ঈমান দৃঢ় হয়েছে। মানুষের ধারণার বাইরে অনেক সত্য সংবাদ শুনে অনেকে ইসলামে প্রবেশ করেছে। কাঠের গুঁড়ি তলোয়ারের রূপ ধারণ করতে দেখে সেই সাহাবির ঈমান অভূতপূর্ব দৃঢ়তায় পৌঁছেছে। এই অলৌকিক তলোয়ার নিয়ে তিনি দ্বিধাহীন মনে পর্বতসম দৃঢ়তা নিয়ে আজীবন আল্লাহর দীনের জন্য জিহাদ চালিয়ে যান। এই ঘটনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য স্মারক হয়ে আছে। [৪৮২]

মুশরিকদের সহযোগিতা গ্রহণের ব্যাপারে ইসলামের নীতি

বদরযুদ্ধে জনৈক মুশরিক মুসলিম সেনাদলে যোগদান করে বদর প্রান্তরে যাওয়ার জন্য রাসূলের নিকট আবেদন করে; কিন্তু এই বলে রাসূল ﷺ তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন, ফিরে যাও, আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য নেব না। এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়, মুসলিমদের সার্বিক বিষয়ে কোনো অমুসলিমের সহযোগিতা নেওয়া যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কিছু শর্তের ভিত্তিতে নেওয়া যাবে। শর্তসমূহ—

ক) মুসলিমদের প্রাধান্য দিয়ে কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে।

খ) ইসলামপ্রচার ও দাওয়াহ কার্যক্রমে বাধাগ্রস্ততা তৈরি না হওয়ার উপযোগিতায়।

গ) সহযোগিতাকারীর উদ্দেশ্য কল্যাণপ্রসূ বিবেচিত হতে হবে।

ঘ) সহযোগিতাকারীর ইসলামি নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা থাকতে হবে।

ঙ) মুসলিম যেন সহযোগিতাকারীর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তা গ্রহণ না করে।

চ) সহযোগিতা গ্রহণের ফলে যেন মুসলিম সমাজে কোনো সন্দেহ না ছড়ায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছ) সহযোগিতাকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের আয়োজনই যেন প্রকৃত প্রয়োজন হয়।

এ সকল শর্তের আলোকে বিশেষ প্রয়োজনে অমুসলিম উৎস থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে। অন্যথায় যাবে না। এই শর্তমালার আলোকেই রাসূল ﷺ উক্ত মুশরিকের কুরাইশ বণিক কাফেলা অভিযানে যাওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, এই অভিযানে অংশগ্রহণ করা তার প্রকৃত প্রয়োজন নয়।

আবার বিশেষ প্রয়োজন ও শর্তসাপেক্ষে রাসূল ﷺ মুশরিক 'আবদুল্লাহ বিন উরাইকিতের সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। হিজরাতের সময় নবিজিকে ও আবু বাক্‌রকে গোপন পথে মাদীনায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তদ্রূপ বিশেষ প্রয়োজন ও শর্তসাপেক্ষে মুশরিক চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে থেকেছেন এবং তাইফ থেকে ফেরার পথে মুতইম বিন 'আদির নিরাপত্তা গ্রহণ করেছেন। এমনি করেই নিপীড়ক মুশরিকদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য সাহাবিগণ হৃদয়বান মুশরিকদের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তাই বিশেষ প্রয়োজন ও শর্তসাপেক্ষে উক্ত নীতিমালার আলোকে জীবনের বাস্তবতায় অমুসলিমের সহযোগিতা গ্রহণ করা যাবে।

হুযাইফা বিন ইয়ামান ও উসাইদ বিন হুদাইরের যুদ্ধবিরতি ও তার কারণ

হুযাইফা رضي الله عنه বলেন, রাসূলের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে আমি আর বাবা মাদীনা যাত্রা করি; কিন্তু পথিমধ্যে মুশরিকদের সঙ্গে আমাদের প্রতিশ্রুতির কারণে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হই। যাত্রাপথে কুরাইশ কাফিররা আমাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তোমরা কি মুহাম্মাদের উদ্দেশে যাচ্ছ? আমরা মাদীনা ভ্রমণে যাচ্ছি—বলে তাদের জানাই। আমাদের জবাব শুনে তারা আল্লাহর নামে শপথ করায় আমাদের, আমরা মাদীনা ভ্রমণ করি—সমস্যা নেই; কিন্তু মুহাম্মাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করি। আমরা বদর প্রান্তরে পৌঁছে শপথের বিষয়টি রাসূলকে জানাই। রাসূলের অভিমত জানতে চাই। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর সাহায্য নেব আর ওদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিও পূর্ণ করে যাব। রাসূলের অভিমত শুনে আমরা মাদীনায় চলে যাই। আমাদের আর বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হয় না।

প্রতিশ্রুতি রক্ষায় এমনই যত্নবান ছিলেন আমাদের রাসূল ﷺ। তাঁর সাহাবিদেরও তিনি চারিত্রিক পবিত্রতা ও আভিজাত্য রক্ষার চর্চা করাতেন। যদিও এ জাতীয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রতিশ্রুতি রক্ষায় মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং রণাঙ্গনের মুজাহিদদের কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

বদরের রণাঙ্গন থেকে ফেরার পথে রাসূলের সঙ্গে একদল সাহাবির দেখা। যুদ্ধে বিজয়ের জন্য তারা অভিবাদন জানান। সাহাবিদের মধ্য থেকে রাসূলের উদ্দেশে উসাইদ বিন হুদাইর বলেন, হে রাসূল, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আপনাকে বিজয় দিয়ে আপনার নয়ন শীতল করেছেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনার শত্রু মোকাবিলায় যাওয়ার কথা জানলে আমি পিছিয়ে যেতাম না। আমি জানতাম, আপনি বণিক কাফেলা কবজা করতে যাচ্ছেন। তার স্বীকারোক্তি শুনে রাসূল বলেন, সত্যই বলেছ বটে।[৪৮৩]

বদর যুদ্ধে প্রচার অভিযানের ভূমিকা

রাসূলের কবি হাসসান বিন সাবিত ﷺ বলেন-

আল্লাহর সাহায্য পেলে ডরাই না কাউকে মোরা
যদিও তারা লোকবল ও হাতিয়ারে থাকে বলীয়ান;
আমাদের মোকাবিলায় শক্তিশালী শত্রু এলে
রবের ভরসা পেলেই নিজেদের নিরাপদ ভাবি;
বদরে ওরা আমাদের বীর খেতাব দিয়েছে—
মরণের কোনো প্রতাপকে আমরা ভয় করি না।
অধিকতর ক্ষতিকর কোনো মানবগোষ্ঠী দেখা যায়নি
পরাগায়নের সময় যারা ফিরে আসে।
আমরা বরং ভরসা করে বলি, আমাদের আশ্রয়
আমাদের কাঁধে ঝুলে থাকে তরবারি।
তাদের ডাকেই আমরা ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি,
আমরা অল্প কিছু মানুষ আর ওরা হাজার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কা'আব বিন মালিক ﷺ বলেন:

বদরে যখন তোমাদের অশ্বগুলো আশ্রয় নিয়েছে,

কিন্তু তারা যুদ্ধের সময় এগুলো দ্বারা অবিচল থাকতে পারেনি।

আমরা আল্লাহর নূরে অবতরণ করেছি এখানে,

আমাদের আগমনে বিদূরিত হয়েছে অন্ধকার আবরণ।

আল্লাহর রাসূল আমাদের একটি কাজ দিয়ে সামনে এগিয়েছেন

এ আল্লাহর কাজ আমরা বাস্তবায়ন করেই ছাড়ব।

বদরে তোমাদের অশ্বগুলো কোনো কাজে আসেনি,

তোমাদের দিকে ফিরে যায়নি অক্ষত অবস্থায়

আল্লাহর সাহায্যে হেথায় ছিল জিবরীল

আর মিকাইল ছিল প্রশান্তি দানের দায়িত্বে।

মুসলিম কবিদের কাব্যপ্রতিভা দিয়ে ইসলামের পক্ষে প্রতিরোধ চালাতে এবং শত্রুদের সন্ত্রস্ত রাখতে উদ্বুদ্ধ করতেন রাসূল। কবিতার প্রতি আরবের মানুষের বিশেষ দুর্বলতা ছিল। ফলে প্রচারযুদ্ধে কবিতা বেশ ভূমিকা রাখত। এমনকি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উত্থানপতনও ঘটত কাব্যযুদ্ধে। কাব্য আক্রমণে যুদ্ধের আগুন জ্বলত, আবার নিভে যেত। রাসূলের হিজরাতের পরপরই কাব্য-অভিযানের যাত্রা শুরু হয়। তবে বদরযুদ্ধের পূর্বে পরিচালিত অভিযানগুলোর মাধ্যমে কাব্যযুদ্ধ বেগবান হয়। আর বদরের পর এই যুদ্ধ বেশ জোরেশোরে শুরু হয়। কারণ, প্রতিবেশী গোত্রগুলোর নিকট প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয় কাব্য-প্রতিভা। মাক্কা-মাদীনায় যাতায়াতরত কাফেলাগুলোর মাধ্যমে অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ত সেসব কবিতা-ছড়া। অল্প সময়ের ব্যবধানেই চলে আসত প্রতিপক্ষের আরেক জবাবি কাব্যছন্দ। তখন বিজয়ী পক্ষের জন্য অসংখ্য বিজয়গাথা রচিত হতো আর পরাজিত পক্ষের জন্য রচিত হতো কিছু শোকগাথা। ইসলামি অঙ্গনে কা'ব বিন মালিক, 'আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার মতো তুখোড় প্রতিভাবান কবিদের প্রচারব্যবস্থায় যুক্ত করা হতো। কাফিরদের বিরুদ্ধে অতি জ্বালাময়ী কাব্য ছুড়তেন রাসূলের কবি হাসসান ﷺ।[৪৮৪]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বদর ও উহুদের মধ্যবর্তী সময়

বদরযুদ্ধের পর আরব উপদ্বীপে মুসলিমদের সামরিক ভাবমূর্তি পরাশক্তির রূপ নেয়। এতে দুর্বল মুশরিকরা ঝুঁকির আশঙ্কা করে আর শক্তিশালী মুশরিকরা ইসলামকে একটি বিজয়ী দীন হিসেবে দেখতে শুরু করে। ফলে অনেক মানুষ ইসলামের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে—প্রসারিত হতে থাকে ইসলাম; সঙ্গে সঙ্গে কপটতা ও ধোঁকার মুখোশ পরেও অনেকে ইসলামে প্রবেশ করে। এই সার্বিক পরিস্থিতিতে নতুন ইসলামি রাষ্ট্রটি সম্প্রীতি, শত্রুতা ও কপটতায় জর্জরিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়; কিন্তু আল্লাহর অবিরাম সাহায্য ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তাব্যবস্থার কল্যাণে প্রতিপক্ষের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।[৪৮৫]

বদর ও উহুদ-মধ্যবর্তী কয়েকটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ

বনু সুলাইমের মা-উল কাদির অভিযান

বদরযুদ্ধ থেকে মাদীনায় ফেরার সাত রাত পর এই অভিযানে বের হয়ে রাসূল ﷺ বনু সুলাইমের মাউল কাদির এলাকায় পৌঁছান। এই এলাকার মানুষ রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিল; কিন্তু এই যাত্রায় কোনো যুদ্ধ হয় না। এখানে জলাশয়ের পাড়ে তিন রাত অবস্থান করে রাসূলুল্লাহ মাদীনায় ফিরে আসেন।

বদরযুদ্ধের পরপরই এই এলাকার মানুষ রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাকে প্রতিরোধের ঘোষণা দেয়। তাই তাদের মোকাবিলায় রাসূল ﷺ ক্ষীপ্র গতিতে আকস্মিক অভিযানে বের হন। রাসূলের আগমনের খবর পেয়ে বনু সুলাইমের লোকজন ভয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যায়। পালাবার আগে ইয়াসার নামক এক রাখালের তত্ত্বাবধানে পাঁচশো উট ফেলে রেখে যায়। রাখালসহ উটগুলো হাঁকিয়ে মাদীনা থেকে তিন কিলোমিটার দূরের সারার এলাকা পর্যন্ত নিয়ে আসেন রাসূল ﷺ। সবগুলো উট সাহাবিদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। মাথাপিছু দুটি করে উট পান সাহাবিরা। অভিযানলব্ধ এক পঞ্চমাংশ ও রাখাল ইয়াসারকে ভাগে পান রাসূল ﷺ; কিন্তু ইয়াসারকে তিনি মুক্ত করে দেন।[৪৮৬]

সাউয়িক অভিযান

মাক্কা থেকে নাজদের পথে দুশো অশ্বারোহী যোদ্ধা নিয়ে রাতের অন্ধকারে আবু সুফিয়ান বনু নাযীরের এলাকায় পৌঁছে। বনু নাযীরের গোত্রপ্রধান সালাম বিন মিশকাম তাদের স্বাগত জানায়। রাতের আঁধারেই তাদের ভুরিভোজ করিয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিমদের সম্পর্কে তথ্য দেয়। যেকোনো উপায়ে মুসলিমদের বিপদে ফেলার জন্য তারা শলাপরামর্শ করে। তারপর উরাইদ (হার্‌রা ও উকুম এলাকার একটি উপত্যকা) এলাকায় অতর্কিত আক্রমণ করে দুজন মুসলিমকে হত্যা করে খেজুরগাছ পুড়িয়ে দিয়ে মাক্কার দিকে পালিয়ে যায়। আবু সুফিয়ানের দুর্বৃত্তাচারের খবর পেয়ে রাসূল ﷺ দুশো মুহাজির ও আনসার যোদ্ধার সমন্বয়ে তাদের ধাওয়া করেন; কিন্তু আবু সুফিয়ান ও তার লোকেরা প্রাণপণে ঘোড়া হাঁকিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পালানোর সুবিধার্থে সকালের নাস্তার রসদ ছাতুবোঝাই বস্তাগুলো ফেলে দিয়ে যায়। ছাতুভর্তি বস্তাগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুসলিমরা এগুলো তুলে নেয়। সব বস্তা জমা করার পর দেখা যায়, অনেক রসদ তারা ফেলে গেছে। তাই ছাতুর অর্থেই অভিযানটির নাম দেওয়া হয় 'গাযওয়াতু সাউয়িক'। এই অভিযানেও কোনো লড়াই হয়নি। মাদীনার বাইরে পাঁচ দিন থেকে ফিরে আসেন রাসূল ﷺ।[৪৮৭]

যু-আম্‌র অভিযান

ইসলামি রাষ্ট্রের গোয়েন্দাবাহিনী থেকে খবর আসে, দু'সূর বিন হারিস বিন আল-মাহারিবির নেতৃত্বে সা'লাবা ও মাহারিব গোত্রের লোকজন যু-আম্‌র এলাকায় রাসূল ও মাদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে জমায়েত হয়েছে। এই সংবাদ পেয়ে রাসূল 'উসমান বিন আফ্‌ফানকে মাদীনার গভর্নর নিযুক্ত করে যুদ্ধে বের হন। এই যুদ্ধে পদাতিক ও অশ্বারোহী মিলিয়ে সাড়ে চারশো মুসলিম যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন। পথিমধ্যে বনু সা'লাবার হুবার নামক এক ব্যক্তিকে তারা আটক করেন। আটকের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর রাসূলের নিকট তার গোত্রীয় লোকদের সম্পর্কে বেশকিছু স্পর্শকাতর তথ্য সরবরাহ করেন। এরপর বিলালের সান্নিধ্যে থেকে তিনি ইসলামি বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। ওদিকে সা'লাবা ও মাহারিব গোত্রের মুশরিকরা মুসলিমদের প্রতিরোধ-যাত্রার খবর পেয়ে পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যায়। নাজ্‌দ এলাকায় প্রায় এক মাস অবস্থান করেন রাসূল ﷺ। কোনো লড়াই ছাড়াই মাদীনায় ফিরে আসেন।

এ অভিযানে গোত্রপ্রধান দু'সূর বিন হারিস রাসূলের মু'জিযা দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। অভিযান চলাকালে প্রচুর বৃষ্টি হলে রাসূলের বসন ভিজে যায়। বসন শুকানোর জন্য তা একটি গাছের নিচে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় দু'সূর রাসূলের সামনে খোলা তলোয়ার নিয়ে হাঁক দেয়, হে মুহাম্মাদ, আজ কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? রাসূল ﷺ উত্তর দেন, আল্লাহ। এমন সময় দু'সূরের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বুকে সজোরে আঘাত করেন ফেরেশতা জিবরীল। তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যায়। এবার তলোয়ারটি হাতে তুলে নিয়ে রাসূল বলেন, বলো, এখন কে তোমায় রক্ষা করবে? সে উত্তর দেয়, কেউ না। আমি সাক্ষ্য দিই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর প্রেরিত রাসূল। আল্লাহর শপথ, আর কোনোদিন আমি আপনার বিরুদ্ধে যাব না। তলোয়ারটি তাকে ফিরিয়ে দেন রাসূল ﷺ।

স্বদলের কাছে ফিরে যান তিনি। তাকে দেখে তারা ভর্ৎসনা করে, কী হয়েছে তোমার? সে তাদের বলে, আমি মুহাম্মাদের সামনে তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ানোমাত্রই লম্বা গড়নের এক লোক আমার বুকে প্রচণ্ড আঘাত করে। তার আঘাতের ধাক্কা সামলাতে না পেরে আমি চিত হয়ে পড়ে যাই। পরে জানতে পারি, তিনি ফেরেশতা আর আমি সাক্ষ্য দিই যে—মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর শপথ, আর কখনো আমি তাঁর বিরুদ্ধে যাব না। তারপর থেকে তার জাতিকে তিনি ইসলামের পথে আহ্বান করতে থাকেন।[৪৮৮] এই প্রসঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> হে ঈমানদারগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন একটি সম্প্রদায় তোমাদের দিকে তাদের হাত বাড়াতে চেয়েছিল; কিন্তু তিনি তোমাদের থেকে তাদের হাত নিবৃত করেছিলেন। আল্লাহকে ভয় করো; ঈমানদাররা যেন আল্লাহর ওপরই নির্ভর করে। [সূরা মায়িদা, ৫: ১১]

বাহরান অভিযান

হিজরি তৃতীয় বর্ষের জুমাদাল উলা মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনশো মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে রাসূল বনু সুলাইমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মাক্কা-মাদীনার মধ্যবর্তী বাহরান এলাকায় পৌঁছেন। রাসূলের আগমনের পূর্বেই তারা পালিয়ে যায়। তাদের না পেয়ে রাসূল ফিরে আসেন। এই অভিযানে তিনি দশ রাত অতিবাহিত করেন।

এ সকল আভিযানে ইসলামি নেতৃত্বের শত্রু দমনের সক্ষমতা, দক্ষতা ও সুপরিকল্পনা প্রমাণিত হয়। কীভাবে রাসূল ﷺ নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের এ সকল শত্রুদের সূচনাতেই শান্ত করে দিয়েছেন! নয়তো মাদীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এরা ক্ষুদ্র থেকে দৈত্যাকার রূপ ধারণ করত। উত্তপ্ত মরুভূমিতে এই অভিযানগুলো পরিচালনার ফলে সাহাবিদের চরিত্র উন্নয়নের প্রশিক্ষণ হয়। রাসূলের নেতৃত্বের কল্যাণে অভিযানগুলো নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়। সাহাবিদের জন্য এসব বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামরিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রশিক্ষণসমূহ অব্যাহত রাখেন রাসূলুল্লাহ। এ সকল প্রশিক্ষণ পাঁচ দিন থেকে শুরু করে মাসব্যাপী চলত। এতে তাদের দলগত জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বিনা বাক্যে রাসূলের প্রতি আনুগত্যের চর্চা, আত্ম-উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি হয়; অর্জন হয় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, যা তাদের সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার দমনে সহযোগিতা করে।

সাহাবিদের সামরিকভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়ে রাসূল ﷺ বেশ গুরুত্ব দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে আত্মশুদ্ধি, জ্ঞানবৃদ্ধি, চরিত্র উন্নয়নের জন্য মাসজিদভিত্তিক কার্যক্রমেও তাদের নিয়োজিত রাখতেন। রাসূলের এই মাসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষার আলোতেই—কী মানসিক উন্নয়ন, কী রণাঙ্গনকেন্দ্রীক সামরিক প্রশিক্ষণ—সবকিছুর সমন্বয়ে তারা হয়ে উঠেছিলেন অনন্য এক জাতি; তাদের সমাজ হয়েছিল দৃঢ়তার বন্ধনে অটুট ও অবিচল প্রজন্ম। পৃথিবীর দূরদূরান্তে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূলের প্রশিক্ষণ-আলোয় দীপান্বিত এ সমাজব্যবস্থা প্রভাবকের ভূমিকা রাখে। [৪৮৯]

কুরাদা অভিমুখে যাইদ বিন হারিসার অভিযান

বদরযুদ্ধে পরাজয়ের পর শাম দেশে নিজেদের ব্যবসাপাতি টিকিয়ে রাখার জন্য মাক্কার মুশরিকরা বিকল্প রাস্তা খুঁজতে শুরু করে। এ ব্যাপারে তারা পরামর্শ করে। কেউ কেউ ইরাকের নাজ্‌দের পথে চলাচলের পরামর্শ দেয়। পরামর্শ অনুযায়ী পথটি ধরে নেমে পড়ে আবু সুফিয়ান বিন হারব, সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও হুয়াইতিব বিন 'আবদুল উয্‌যার সমন্বিত একদল ব্যবসায়ী। প্রায় এক লক্ষ দিরহাম সমমূল্যের পসরা ও রুপা নিয়ে তারা বাণিজ্যযাত্রায় বের হয়। ইসলামি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য সালিত বিন নু'মানের সূত্রে সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ বণিক কাফেলার গতিরোধ করতে যাইদ বিন হারিসাকে একশো অশ্বারোহী সৈন্যসহ পাঠান। মুসলিমবাহিনী নাজ্‌দের কুরাদা নামক জলাশয়ের কাছে তাদের দেখতে পায়। মুসলিম সৈন্যদল দেখে সেই কাফেলা ভয়ে পালিয়ে যায়; ফেলে যায় তাদের সদাইপাতি ও পণ্যসামগ্রী। সেগুলো গানীমাতরূপে গ্রহণ করে মুসলিমরা আর তাদের কাফেলার পথপ্রদর্শক ফুরাত বিন হাইয়ানকে বন্দি করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি রাসূলের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। গানীমাত নিয়ে মুসলিমরা মাদীনায় ফিরে আসেন। এক-পঞ্চমাংশ নিজের জন্য রেখে বাকি গানীমাত রাসূল অভিযানের সদস্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন।[৪৯০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনু কাইনুকা অভিযান

ইবনু শিহাব যুহরির মতে দ্বিতীয় হিজরি সনে এই অভিযান পরিচালিত হয়; আর ওয়াকিদি ও বিন ইসহাকের মতে শাওয়াল মাসের দ্বিতীয়ার্ধ শনিবারে চালানো হয় অভিযানটি। তবে অধিকাংশ সীরাতবিদ ও রাসূলের সমর-ইতিহাসবিদ এই ব্যাপারে একমত যে, বদরযুদ্ধের পরেই এই অভিযান চালানো হয়। কারণ, বদরের পরপরই রাসূলের সঙ্গে নিজেদের চুক্তি ভঙ্গ করতে শুরু করে বনু কাইনুকার ইয়াহুদিরা। চুক্তির শর্তসমূহ অমান্য করে রাসূল ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতা প্রদর্শন করে তারা। তাদের ধৃষ্টতা ও বিশ্বাসঘাতকতা দেখে রাসূল ﷺ তাদের মাদীনার বাজারে সমাবেত করে উপদেশ দেন। ইসলামের দিকে আহ্বান করেন এবং বদর রণাঙ্গনে কুরাইশদের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করে দেন; কিন্তু চুক্তি অনুসারে রাসূলের প্রতি আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার না করে তারা নবিজির প্রতি হুমকি ও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। শিষ্টাচারের সীমালঙ্ঘন করে রাসূলকে বলে, হে মুহাম্মাদ, আপনি এই ভেবে প্রতারিত হবেন না যে, এক দল বোকা কুরাইশকে হত্যা করতে পেরেছেন। আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামলে বুঝতে পারবেন, আমরাই আসল যোদ্ধা। আমাদের মতো যোদ্ধার মুখোমুখি কখনো আপনি হননি।

এভাবেই সংকট বাড়তে থাকে। কারণ, তারা চুক্তি রক্ষার পরিবর্তে লঙ্ঘনই করে যাচ্ছিল; বরং তারা শত্রুতামূলক আচরণ করছিল। এমন বিশ্বাসঘাতকতা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত অবতীর্ণ হয়,

> অবিশ্বাসীদের বলো, তোমাদের শিগ্‌গিরই পরাজিত করা হবে এবং একত্র করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেটা বড় খারাপ ঠিকানা। (যুদ্ধক্ষেত্রে) মিলিত হওয়া দুটো দলের মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই এক নিদর্শন আছে। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল আর অন্যটি ছিল কাফিরদের দল, যারা তাদের (ঈমানদারদের) চোখের দেখায় তাদের (নিজেদের) দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে চান, স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় ওই ঘটনার মধ্যে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১২-১৩]

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণসমূহ

বদরযুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় ও ইয়াহুদিদের উদ্দেশে রাসূলের উপদেশ প্রদানের পর বনু কাইনুকার ইয়াহুদিরা গোপনে গোপনে মুসলিমদের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গের পরিকল্পনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করে এবং মুসলিমদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ানোর চেষ্টা করে। একসময় তারা এর ঘৃণ্য সুযোগও পেয়ে যায়।

একবারের কথা। জনৈক আরব নারী তার পণ্য নিয়ে বনু কাইনুকা গোত্রের বাজারে বিক্রি করতে আসেন। পণ্য বিক্রি শেষে ওই বাজারেই এক অলংকারীর দোকানে যান। দোকানের লোকেরা তার মুখের নিকাব খুলতে বললে তিনি নিকাব খুলবেন না বলে জানিয়ে দেন। এতে অলংকারী চুপি চুপি ওই নারীর কাপড়ের এক কোণ তার পিঠের সঙ্গে বেঁধে দেয়। তারপর ওই নারী দাঁড়াতে গেলে গিটের কারণে নিকাব খুলে যায়। তার বিব্রতকর দৃশ্য দেখে দোকানের ইয়াহূদিরা হো হো করে হেসে ওঠে। একজন নারীর অসহায় অবস্থা দেখে সেখানে থাকা এক মুসলিম অলংকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক আঘাতেই অলংকারীকে হত্যা করে ফেলে। এ অবস্থায় ইয়াহূদিরাও মুসলিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত দেখে মুসলিমরা নিজেদের লোকদের ইয়াহূদিদের বিরুদ্ধে ডাকতে থাকে। এতে মুসলিমরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে এগিয়ে এলে দুপক্ষে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

সংবাদ পেয়ে মুহাজির ও আনসারদের সমন্বিত একদল যোদ্ধা নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন রাসূল ﷺ। তখন সময় দ্বিতীয় হিজরি সনের শাওয়াল মাসের প্রথমার্ধের এক শনিবার ছিল। সেদিন মুসলিমবাহিনীর পতাকা ধারণ করেন হামযা বিন 'আবদুল মুত্তালিব। অভিযানে বের হওয়ার সময় আবু লুবাবা বিন 'আবদুল মুনযির আল-'উমারিকে মাদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন রাসূল ﷺ।[৪৯১] আর যাওয়ার আগে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাসূল তাদের সঙ্গে কৃত-অঙ্গীকারও ছুড়ে ফেলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ হলো,

> আর যদি তুমি কোনো সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অঙ্গীকার ভঙ্গের আশঙ্কা কর, তাহলে তাদের অঙ্গীকারও একইভাবে তাদের দিকে ছুড়ে মারবে। আল্লাহ কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা আনফাল, ৮: ৫৮]

অবরোধের কবলে বনু কাইনুকা

রাসূলের আগমনের খবর শুনে বনু কাইনুকার লোকজন দুর্গের ভেতরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। ইবনু হিশামের তথ্য মতে—এই পরিস্থিতিতে তাদের প্রায় দুই সপ্তাহ অবরোধ করে রাখেন রাসূল ﷺ।[৪৯২] রাসূলের অবরোধ-পদ্ধতি দেখে দিশেহারা হয়ে যায় ইয়াহূদিরা। দীর্ঘদিন ধরে চলা অবরোধের কারণে খাদ্যদ্রব্যের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অভাবে নিরাশা ও দুশ্চিন্তায় পড়ে দিশেহারা হয়ে তারা দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে। এমন অবস্থায় তারা রাসূলের মোকাবিলা করার চিন্তাই ছেড়ে দেয়—যদিও ইতঃপূর্বে রাসূল ও সাহাবিদের তারা হুমকি দিত আর কুরাইশদের চেয়েও বড় যোদ্ধাজাতি বলে আত্মপ্রচার করত নিজেদের।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার পর তাদের পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দেন রাসূল ﷺ এবং মুনযির বিন কুদামা আস-সুলামি আল-আওসিকে তাদের প্রহরায় নিযুক্তকরেন।[৪৯৩]

বনু কাইনুকার ইয়াহুদিদের পরিণতি

বনু কাইনুকার ইয়াহূদিদের বন্দিদশা দেখে কুচক্রী মুনাফিক-নেতা ইবনু উবাইয়ের অপতৎপরতা বেড়ে যায়। তাদের বন্ধন খুলে দেওয়ার জন্য সে মুনযিরকে নির্দেশ দেয়। তার কথা শুনে মুনযির বলেন, রাসূলের বেঁধে রাখা লোকদের ছাড়ানোর জন্য আপনি এসেছেন? আল্লাহর কসম করে বলছি, যে তাদের বন্ধন খুলবে, তাকে শেষ করে ফেলব। মুনযিরের সঙ্গে না পেরে একপ্রকার বাধ্য হয়ে সে কাইনুকার ইয়াহূদিদের মুক্তির ব্যাপারে রাসূলের নিকট গিয়ে হাজির হয়।

আল্লাহ্র রাসূলকে সে বলে, হে মুহাম্মাদ, আমার মিত্রদের প্রতি দয়া করুন (খাযরাজ গোত্রের সঙ্গে কাইনুকার ইয়াহূদিদের মৈত্রী ছিল)। মুনাফিক নেতার অনুরোধ শুনে তিনি নীরব থাকেন। সে আবার বলে, হে মুহাম্মাদ, আমার মিত্রদের প্রতি দয়া করুন। এবার তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন রাসূল ﷺ। তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন না তিনি। এ অবস্থা দেখে সে রাসূলের বর্মের পকেটে নিজ হাত ভরে দিয়ে তাঁকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। রাগে ক্ষোভে রাসূলের গাল লাল হয়ে যায়। তাকে ধমকে বলেন, ছাড়ো আমাকে! তিনি আবার বলেন, ধিক তোমায়, ছাড়ো বলছি আমাকে। ইবনু উবাই নাছোড়বান্দা। সে রাসূলকে ছাড়ে না। সে বলে, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমার মিত্রদের প্রতি দয়া না করলে আমি আপনাকে ছাড়ব না। ওরা সাতশো জন বন্দি। চারশো বর্মহীন লোক আর তিনশো বর্মধারী। ওরা সুখে-দুঃখে আমাদের পাশে থেকেই শত্রু প্রতিহত করত। আমি আশা করব, এক প্রভাতের ভেতরেই আপনি ওদের মুক্তি দেবেন। আমার ভয় হচ্ছে, ওরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অবশেষে ইবনু উবাইয়ের কাকুতি মিনতি শুনে রাসূল বলেন, যাও, ওদের নিয়ে যাও।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাদের মুক্তি দিয়ে নির্বাসনে পাঠানোর নির্দেশ দেন রাসূল ﷺ। তাদের সকল সম্পদ রাসূল ও মুসলিমরা ভাগ করে নেন। গানীমাত জমা ও গণনার দায়িত্ব পান মুহাম্মাদ বিন মাসলামা। বনু কাইনুকার ইয়াহূদিদের নির্বাসনের শাস্তি রদ করার জন্য ইবনু উবাই আবার তদবীর শুরু করে। তাদের নিজ এলাকায় বহাল রাখার জন্য সে রাসূলের সঙ্গে দেখা করতে যায়। রাসূলের বাড়িতে গিয়ে দেখে দরজায় কঠোর নিরাপত্তা দিচ্ছেন 'উয়াইম বিন সাইদা আল-আনসারি আল-আউসি। ইবনু উবাইকে থামিয়ে দিয়ে 'উয়াইম বলেন, রাসূলের অনুমতি ছাড়া ঢুকতে পারবে না। ইবনু উবাই তাকে ধাক্কা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে তাকে ঠেকান। ধস্তাধস্তির কারণে দেওয়ালের সঙ্গে লেগে ইবনু উবাইয়ের চেহারায় চোট লেগে রক্ত বের হয়।

এই ঘটনায় ইবনু উবাইয়ের সঙ্গে রাসূলের আচরণ থেকে তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা আঁচ করা যায়। তার পীড়াপীড়িতেই বন্দিমুক্তির আবেদন গ্রহণ করেন তিনি, যেন রাসূলের দয়া বিধৌত হয়ে সে কপটতা থেকে প্রকৃত ঈমানে ফিরে আসে। এই আশাতেই বন্দিদের পক্ষে তার সুপারিশ গ্রহণ করেন রাসূল ﷺ; তার অনুসারীরাও যেন তার সঙ্গে প্রকৃত ঈমানের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ইসলামের শত্রুদের কুপ্রভাব থেকে বাঁচতে পারে।

এখানে আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে সদাচরণ করেন রাসূল; তা হলো—মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলা রোধ করা। কারণ, কতিপয় নতুন আনসারি মুসলিম—যারা তার ভক্ত, তাদের ওপর এই মুনাফিক নেতার প্রভাব ও ভক্তি বেড়ে যেতে পারে; তাই তার অসদাচরণসত্ত্বেও বিশৃঙ্খলা রোধ ও আম-মানুষের কাছে তার আচার-আচরণ ও কাজকর্মের মাধ্যমে আসল চেহারা ফাঁস করে দেওয়ার লক্ষ্যে রাসূল তার সঙ্গে কোমলতা ও সংযমের আচরণ করেন। এ ঘটনার পরপরই লোকজন তার থেকে দূরে সরতে থাকে। আর কেউ তার প্রতি কোমলতা দেখাত না।

তার ব্যাপারে রাসূলের কৌশল সফল হয়। সাধারণ মানুষ ও নিকটজনদের কাছে 'আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলের গোমর ফাঁস হয়ে যায়। বিশেষত তার ছেলে 'আবদুল্লাহর কাছে বাবার গোপন হুলিয়া আর গোপন থাকে না। এরপর সে কোনো সভায় কথা বলতে গেলে তারা তাকে থামিয়ে দিতেন—তার কথায় ইতস্তবোধ করতেন;[৪৯৪] বরং তাকে হত্যা করে ফেলতে চাইতেন অনেকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনু কাইনুকার সঙ্গে উবাদা বিন সামিতের মৈত্রীচ্ছেদ

বনু কাইনুকার সঙ্গে বনু 'আওফের উবাদা বিন সামিত ও খাযরাজ বংশের 'আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলের মৈত্রীচুক্তি ছিল। বনু কাইনুকার ইয়াহূদিরা বিশ্বাসভঙ্গ করলে তাদের সঙ্গে মৈত্রীচ্ছেদ করেন উবাদা বিন সামিত; কিন্তু চুক্তি ধরে রাখেন খাযরাজ বংশের 'আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল।

রাসূলের নিকট গিয়ে বনু কাইনুকার সঙ্গে মৈত্রীচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন উবাদা বিন সামিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মৈত্রী থাকবে আল্লাহ, রাসূল ও মু'মিনদের সঙ্গে, অন্য কারও সঙ্গে নয়। অবিশ্বাসী ও তাদের মিত্রদের সঙ্গে আমার কোনো মৈত্রী নেই। বনু কাইনুকার ইয়াহূদিদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেলে রাসূল উবাদা বিন সামিতকে তা তদারকি করার নির্দেশ দেন।

উবাদা বিন সামিতকে দেখে বনু কাইনুকার ইয়াহূদিরা বলে, ওহে আবুল ওয়ালিদ, আউস ও খাযরাজ বংশের ভেতরে তুমি আমাদের সঙ্গে এমন ন্যক্কারজনক কাজ করতে পারলে! অথচ আমরা তো তোমার মিত্র ছিলাম। তাদের কথা শুনে উবাদা বলেন, তোমরাই তো আগে রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছ।

বনু কাইনুকার ইয়াহূদিদের সঙ্গে উবাদা বিন সামিত ও 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সালুলের একই সমান মৈত্রী ছিল। উবাদা বিন সামিতের মৈত্রীচ্ছেদের কথা শুনে ইবনু উবাই বলে, তুমি কি তোমার মিত্রদের সম্পর্কচ্ছেদ করেছ? আর মৈত্রীচ্ছেদ তোমার হাতে নয়। তারপর সে নানা দুঃসময়ের কথা মনে করিয়ে বলল, তখন কিন্তু তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। উবাদা বলেন, আবুল হুবাব (ইবনু উবাইর আরেক নাম), মনের অবস্থা বদলে গেছে, তাই চুক্তিগুলোও মুছে ফেলেছে ইসলাম। সাবধান, মনে রেখো, তুমি এমন একটা বিষয় আঁকড়ে ধরে আছ, আগামীদিনই যার বিপরীত চিত্র দেখতে পাব আমরা। কাইনুকার লোকজন বলে, হে মুহাম্মাদ, লোকজনের কাছে আমাদের অনেক ঋণের পাওনা আছে। আমাদের একটু পাওনা উসুলের সময় দিন। রাসূল বলেন. বাদ দাও ঋণ—তাড়াতাড়ি ভাগো।

তাদের নির্বাসন-যাত্রা তদারকি করেন উবাদা বিন সামিত। তার নিকট প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় চায় তারা। তিনি ধমকে বলেন, তোমাদের একপ্রহরও অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে না। তোমাদের তিনদিন সময় দিলাম; এর ভেতরেই প্রস্তুত হয়ে নাও। এটা আল্লাহর রাসূলের আদেশ। আমি হলে তোমাদের কোনো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সময়ই দিতাম না। তিনদিন পর তারা শামের পথ ধরে চলে যায়। তিনি বলেন, তারা অনেক দূরে চলে যায়। সিরিয়ার ইযরা'আত এলাকায় গিয়ে আবাসন গড়ে। আর তাদের খালফ আয-যুবাব এলাকায় রেখে উবাদা বিন সামিত ফিরে এসেছিলেন।

এভাবেই নিজেদের কৃতকর্মের কারণে লাঞ্ছিত হয়ে মাদীনা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় বনু কাইনুকার ইয়াহূদিরা। গানীমাত হিসেবে মুসলিমদের জন্য রেখে যায় অসংখ্য অস্ত্র ও ধনসম্পদ। মাদীনার ইয়াহূদি গোত্রগুলোর মধ্যে এরাই ছিল সবচেয়ে বিত্তবান ও যোদ্ধা গোত্র। অস্ত্রবল ও লোকবলেও এরা অপরাপর ইয়াহূদি গোত্রসমূহের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল। বনু কাইনুকার পতনের পর প্রতিবেশী সকল ইয়াহূদিগোত্র একেবারেই নীরব ও শান্ত হয়ে যায়। তাদের পরিণতির কথা চিন্তা করে দীর্ঘকাল এরা আর কোনো উচ্চবাচ্য করে না। মুসলিমদের প্রতি তাদের মনে একপ্রকার ভয় ও আতঙ্ক ঢুকে যায়।

ইবনু উবাইয়ের স্বজনপ্রীতি ও 'উবাদা বিন সামিতের মৈত্রীচ্ছেদ সম্পর্কে কুরআন

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর একে-অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে সে তাদেরই দলভুক্ত হবে। আল্লাহ কখনো জালিমদের হিদায়াত করেন না। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তুমি তাদের ওদের মাঝে ছুটে যেতে দেখবে। তারা বলে, আমাদের ভয় হয়, না জানি আমাদের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়ে। তবে শিগ্‌গিরই আল্লাহ বিজয় অথবা তাঁর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ দেবেন; তখন তারা তাদের মনে যা লুকিয়ে রাখত, সেজন্য অনুতপ্ত হবে। আর ঈমানদাররা বলবে, এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে জোরালো শপথ করে বলেছিল, তারা তোমাদের সঙ্গেই আছে? তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে গিয়েছে; যার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
>
> হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করবে, তাদের স্থলে আল্লাহ এমন একদল লোক নিয়ে আসবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে; তারা মু'মিনদের প্রতি নরম আর কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে এবং তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে ও কোনো নিন্দুকের নিন্দায় ভীত হবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ বড় দানশীল, মহাজ্ঞানী। বস্তুত তোমাদের বন্ধু হলেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল আর বিশ্বাসীগণ, যারা বিনয়াবনত হয়ে সালাত সুসম্পন্ন করে ও যাকাত দেয়। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (তারাই আল্লাহর দল), আল্লাহর এই দলই বিজয়ী হবে। [সূরা মায়িদা, ৫: ৫১-৫৬]

এই আয়াতগুলো সম্পর্কে বিন আতিয়া বলনে, বদরযুদ্ধ শেষে বনু কাইনুকার ধৃষ্টতা চরমে পৌঁছালে তাদের শাস্তি দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করতে চান রাসূল ﷺ; কিন্তু চরমভাবে বাদ সাধে তাদের মিত্র 'আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল। উবাদা বিন সামিতও তাদের মিত্র ছিলেন; কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের ওপর তাদের ধৃষ্টতা ও বিরোধিতা এবং তাদের ওপর রাসূলের ক্ষোভ দেখে তিনি স্বয়ং রাসূলের নিকট এসে মৈত্রীচ্ছেদের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, হে রাসূল, আমি নিজেকে ইয়াহূদিমৈত্রী থেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। আমার মৈত্রী একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গেই আছে। উবাদার ঘোষণা শুনে ইবনু সালুল বলে, ইয়াহূদিদের সঙ্গে আমি মৈত্রীচ্ছেদ করব না। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রাখা জরুরি। তাদের ব্যাপারে আমার ভয় হয়।

বিষাক্ত কপটতায় দূষিত হৃদয়ের ইবনু সালুল ও নববি আদর্শে স্বচ্ছ পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী উবাদা বিন সামিতের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি মজবুত ঈমান ও আলোকিত বিবেকের অধিকারী—তাই মূর্খ-স্বজনপ্রীতি, প্রবৃত্তিপূজা ও ব্যক্তিস্বার্থ পায়ে দলে ইসলাম ও মুসলিমদের গণস্বার্থকে প্রাধান্য দেন। ফলে তিনি হন প্রকৃত ইসলাম ও বিশুদ্ধ আকীদার মু'মিন।[৪৯৫]

ইসলামি রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের নির্মূল

ইসলামবিদ্বেষী সশস্ত্র যোদ্ধার চেয়েও ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালানো উসকানিদাতারা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, তারা না থাকলে নৈরাজ্যের সূত্রপাতই হতো না। তাই নৈরাজ্য দমন ও সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাসূল তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা করেন। বদরযুদ্ধের পর এমন অনেক নৈরাজ্যবাদীকে হত্যা করা হয়। তারা হলো—

আসমা বিনতু মারওয়ান

রাসূলের বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়া ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর কাজে কুখ্যাত ছিল 'আসমা বিনতু মারওয়ান। উমাইর বিন আদি আল-খাতমির হাতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিহত হয় সে। তার মৃত্যুতে চিন্তামুক্ত হন রাসূল। তাকে হত্যাকারী সাহাবিকে তিনি বলেন, হে উমাইর, তুমি আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্য করেছ। 'উমাইর বলেন, তাকে একটি বর্শার আঘাতেই শেষ করে দিয়েছি। তার হত্যার কারণে বনু খাতমার অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে এবং অনেকে প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেয়।

উবাই আফ্‌ক আল-ইয়াহুদির মৃত্যুদণ্ড

আবু আফ্‌ক ছিল বনু আমর বিন আউফ গোত্রের এক অশীতিপর বৃদ্ধ। এই পাপীষ্ঠ ইয়াহূদি রাসূলের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করে মানুষকে ক্ষেপাত। তার কাব্যাত্যাচারে বিরক্ত হয়ে রাসূল ﷺ বলেন, এই পিশাচ থেকে আমাকে রক্ষা করার কেউ কি আছে? রাসূলের ডাকে সালিম বিন উমাইর সাড়া দিয়ে তাকে হত্যা করেন।

কা'ব বিন আশরাফের মৃত্যুদণ্ড

রাসূলের বিরুদ্ধে উসকানিদাতা কা'ব বিন আশরাফ ছিল ত্বাই গোত্রের অন্তর্গত বনু নাবহান বংশের লোক। জাহিলি যুগে খুনের দায়ে তার বাবা মাদীনায় পালিয়ে আসে। বনু নাযীরের সঙ্গে মৈত্রী করে আবুল হাকীকের কন্যা আকিলাকে বিয়ে করে। আকিলার গর্ভে কা'বের জন্ম হয়। সে ছিল ইসলামবিদ্বেষী এক কবি। বদরযুদ্ধে কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ে সে-ই সবচেয়ে বেশি মনঃক্ষুণ্ণ হয়।

মাক্কায় গিয়ে রাসূলের ব্যাপারে আরও জোরেশোরে অপপ্রচার চালানো শুরু করে কা'ব। শোকাতুর কুরাইশদের তাদের নিহতদের কথা স্মরণ করিয়ে উসকানি দেয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূল ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরও প্রতিশোধপিপাসু করে তোলে। বদরে নিহত মুশরিকদের নিয়ে তার একটি কবিতা—

বীরদের খুন করে আমার হৃদয়ের লহু ঝরিয়েছে বদর।

ঘাতক বদরের কারণেই আমার মাতম, আমার অশ্রু।

মানব বেষ্টনিতে তাদের রক্ত প্রবাহে মিশে গেছি আমি

তোমরা দূরে সরে যেয়ো না, ক্ষমতাধররা ভূপতিত হবেই।

এখানে কত সম্মানিতরা আক্রান্ত হয়েছে, তারা ছিল সম্ভ্রান্ত

একে একে সবাই হেথা নিজেদের প্রাণ হারিয়েছে।

লোকেরা তাদের ক্রোধের কারণে লজ্জার কথা বলেছে

কিন্তু কা'ব বিন আশরাফ নিজ ইচ্ছায় অটল।

তারা সত্য বলেছে, তাদের মৃত্যুর পর আমি ভূমি হারিয়েছি

মাটির অধিবাসীদের নিয়ে এক লাঞ্ছনাকর জীবন পার করছি।

রাসূলের বিরুদ্ধে অবিরাম কুৎসা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের যুদ্ধের উসকানি দিয়েই যাচ্ছিল পাপীষ্ঠ কা'ব বিন আশরাফ। একদিন তার কথা শুনে আবু সুফিয়ান তাকে কসম কেটে বলে, আচ্ছা বলো তো, আমাদের ধর্ম আল্লাহর নিকট বেশি মনোনীত, নাকি মুহাম্মাদ ও তার চ্যালাচামুণ্ডাদের ধর্ম? কা'ব উত্তর দেয়, তোমরাই সত্য পথের যাত্রী।

নিরন্তর চেষ্টার পর কা'ব মুশরিকদের রাসূলের বিরুদ্ধে মাঠে নামাতে সক্ষম হয়। তার রাসূলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ঘোষণা দেয় তারা। মাদীনায় পৌঁছে কা'ব রাসূলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতা ও কুৎসাচারের ঘোষণা দেয়। এমনকি মুসলিম রমণীদের নিয়ে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করে। রাসূলের চাচা আব্বাসের স্ত্রী উম্মুল ফায্ল বিনতু আল-হারিস সম্পর্কে অশ্লীল কবিতা রচনা করে। এমন কুরুচিপূর্ণ কথা তার মুখেই মানায়। এখানে উল্লেখ করে সীরাতের পাতাকে ময়লা করতে চাই না। নিচে তার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছি—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কা'ব বিন আশরাফের বিরুদ্ধে হাসসান বিন সাবিতের কাব্যযুদ্ধ

কা'ব বিন আশরাফের মোকাবিলা করার জন্য রাসূল ﷺ হাসসান বিন সাবিতকে উদ্বুদ্ধ করতেন। মাক্কায় কা'ব বিন আশরাফের অবস্থান সম্পর্কে তাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করেন রাসূল ﷺ । মুত্তালিব বিন আবু ওদা'আ বিন যামীরা আস-সাহমি ও তার স্ত্রী আতিকা বিনতু উসাইদ বিন আবুল 'আইসের বাড়িতে কা'ব অতিথি হয়ে অবস্থান করেন। হাসসান বিন সাবিতকে এ তথ্য জানিয়ে দেন রাসূল ﷺ । তথ্য পেয়ে হাসসান তাদের বিরুদ্ধে নিন্দাকাব্য আবৃত্তি করেন। কারণ, কা'ব বিন আশরাফের মতো খলচরিত্রের লোককে অতিথি করেছে তারা। কা'বের চরিত্র সম্পর্কে হাসসানের নিন্দাকাব্য শুনে নিমন্ত্রিকা আতিকা বিনতু উসাইদ তাকে প্রত্যাখ্যান করে তার স্বামীকে নির্দেশ দেন, তাড়াতাড়ি এই ইয়াহূদি আপদ তাড়াও; দেখছ না, হাসসান তাকে নিয়ে কী সব নিন্দাকাব্য আওড়াচ্ছে! তাদের ঘৃণা টের পেয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য দিকে চলে যায় ইয়াহূদি কা'ব। যে জনপদে গিয়েই সে থিতু হতো, হাসসানকে তার খবর জানিয়ে দিতেন রাসূল ﷺ । সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার নিমন্ত্রকদের কা'বের খলচরিত্র সম্পর্কে জানিয়ে নিন্দাকাব্য আবৃত্তি করতেন হাসসান। অমনি স্থানীয় লোকেরা তাকে তাড়িয়ে দিত। এভাবেই হাসসান ও কা'বের কাব্যযুদ্ধ চলতে থাকে। একসময় কা'বকে প্রত্যাখ্যান করে স্থানীয় লোকেরা। অবশেষে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে মাদীনায় ফিরে আসে। তার অবধারিত পরিণামের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কা'ব বিন আশরাফের বিরুদ্ধে হাসসান বিন সাবিতের প্রচারযুদ্ধ সফল হয়। পাপিষ্ঠ কা'বের বিরুদ্ধে হাসসান বিন সাবিতের রচিত কবিতার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো—

কা'বের জন্য শুধুই কান্না হয়, কে আছ শিক্ষা নেবে,

তার যন্ত্রণাময় জীবনের কান্না শোনার মতো কেউ নেই

আমি বদর প্রান্তরে দেখেছি লাশের সারি পড়ে আছে,

আহা বেচারির চোখ তাদের জন্য সমবেদনায় কেঁদেছে।

আমি দুগ্ধপোষ্য এক শিশুকে কাঁদিয়েছি, সে দেখতে কেমন

সে দেখতে অনেকটা কুকুর ছানার মতো, হ্যাঁ, এমনই।

দয়াময় রাহমান আমাদের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন, আমরা পরিতৃপ্ত,

আর এক জাতিকে মৃত্যুর স্বাদ বুঝিয়ে লাঞ্ছিত করেছেন।

কা'ব বিন আশরাফের পরিণতি

রাসূল ﷺ, সাধারণ মুসলিম ও পুণ্যবতী রমণীদের নিয়ে চরম অশ্লীল কবিতা রচনা, বিশ্বাসঘাতকতাসহ নানা অপরাধ করে পাপিষ্ঠ ইয়াহূদি কা'ব বিন আশরাফ। তার অপরাধসমূহ রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়ার কারণে সে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধী হিসেবে গণ্য হয়। এ জাতীয় গুরুতর অপরাধীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে!

রাসূলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে মিত্রতা, নিহত মুশরিকদের জন্য মার্সিয়া আবৃত্তি করা, সাহাবিদের বিরুদ্ধে উসকানি দেওয়া ইত্যাদি কারণে মুসলিমদের সঙ্গে ইয়াহূদি কা'ব বিন আশরাফের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়ে যায় এবং সে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধী বলে বিবেচিত হয়। তার সকল অপরাধ বিবেচনা করে রাসূল তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করেন।

তার হত্যার ঘটনা সম্পর্কে ইমাম বুখারি নিজ বইয়ে ভিন্ন পরিচ্ছেদ করে আলোচনা করেছেন। জাবির বিন 'আবদুল্লাহর সূত্রে তিনি বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ একদিন বলেন, কে আছে কা'বকে হত্যা করে আসবে? আল্লাহ ও রাসূলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে সে। রাসূলের কথা শুনে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনি কি চান আমি তাকে হত্যা করি? তিনি জবাব দেন, অবশ্যই। ইবনু মাসলামা বলেন, তাহলে আমাকে তার কাছে গিয়ে আপনার সম্পর্কে কিছু কটু কথা বলার অনুমতি দিন। তার আবেদনে রাসূল ﷺ সম্মতি দেন।

কা'বনের সঙ্গে দেখা করে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা বলেন, এই লোক (রাসূল ﷺ) আমাদের নিকট দান চেয়ে চেয়ে একেবারে বিরক্ত করে ফেলেছে। আপনার নিকট কিছু সম্পদ বন্ধক রেখে যেতে এসেছি আমি। কা'ব বলে, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তাঁর পক্ষ থেকে আরও বিরক্তির শিকার হবে তোমরা। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা বলেন, আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে গেছি। তাই তাঁকে ছাড়তে চাচ্ছি না। তাঁর শেষ পরিণতি দেখার অপেক্ষায় আছি। আর আমরা আপনার নিকট এসেছি এক বা দুই ওয়াস্‌ক পরিমাণ শস্য ঋণ নিতে। সে বলল, হ্যাঁ, নিয়ে যাও; তবে কিছু একটা বন্ধক রেখে তারপর নিতে হবে। কী বন্ধক চান আপনি?—ইবনু মাসলামা জিজ্ঞেস করলেন। কা'ব বলল, তোমাদের রমণীদের রেখে যাও। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা বললেন, এ কী করে হয়? আপনি সুদর্শন আরব যুবক। আপনাকে দেখে ওরা কি নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারবে? তাহলে তোমাদের সন্তানদের রেখে যাও।—কা'ব বলল। কী করে আমাদের সন্তানদের রেখে যাই? পাছে লোকেরা ওদের নিন্দা করে বলবে, এক দুই ওয়াস্‌ক শস্যের বিনিময়ে এরা বন্ধক ছিল। এমন কথা আমাদের জন্য বড় অপমানজনক। তবে আপনার কাছে অস্ত্র বন্ধক রেখে যাব আমরা।—ইবনু মাসলামা বললেন।

সুফিয়ান রেখে যাবে—মানে অস্ত্র?—কা'ব জানতে চেয়ে নিশ্চিত হয়।

অস্ত্র বন্ধক রাখার চুক্তি করে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা চলে আসেন। পরে কা'বের দুধভাই নাইলাকে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন। সবাইকে দুর্গের ভেতরে ডেকে নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন কা'ব। রাতের বেলা কা'বকে বাইরে যেতে দেখে তার স্ত্রী বলে, এ সময় কোথায় যাচ্ছ? কা'ব বলে, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা ও আমার ভাই নাইলার সঙ্গে দেখা করে আসি। স্ত্রী উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে, রক্তলোলুপ ঘাতকের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি আমি। কা'ব বলে, এসব কী বলছ তুমি? এরা তো মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ও আমার দুধভাই নাইলা। আরে জেনে রেখো, মহানুভব মানুষকে আঁধার রাতে কঠিন মুহূর্তে ডাকলেও সে ডাকে সাড়া দিতে হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা তার সঙ্গে আরও দুজন লোক নিয়ে ভেতরে যান। তাদের বুঝিয়ে বলেন, কা'ব আসামাত্রই তার চুলের প্রশংসা করে ঘ্রাণ নিতে চাইব আমি; যদি তোমরা দেখ, আমি নরাধমটার মাথা ধরতে পেরেছি, তাহলে এগিয়ে এসে তোমরা তার ঘাড়ে আঘাত করবে।

পরিপাটি হয়ে সুগন্ধি মেখে কা'ব তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা বলেন, বাহ, এত চমৎকার সুগন্ধি আমি আর কখনো শুঁকিনি। আপনার মাথা কি একটু শুঁকতে পারি? কা'ব বলে, অবশ্যই। তিনি নিজেও শুঁকেন এবং তার সহচরদেরও শুঁকান।

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা অভিভূত হবার ভঙ্গি করে বলেন, আবার শুঁকতে চাই। সম্মতি দেয় কা'ব। অনুমতি পেয়ে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা এগিয়ে যান। ঘ্রাণ শুঁকার ভান করে তার মাথা চেপে ধরে সহচরদের ইশারা দেন। ছুটে এসে তাকে হত্যা করেন তারা। তারপর সকলে রাসূলের নিকট এসে তার হত্যার বিবরণ দেন।

ইবনু হিশাম রচিত আস-সীরাতুন নাবাউইয়াহ বইতে আছে—কা'ব বিন আশরাফের হত্যার পরিকল্পনা করতে গিয়ে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা তিনদিন যাবৎ পানাহারই ছেড়ে দেন। তার অনাহারের কথা জানতে পেরে রাসূল তাকে ডেকে বলেন, কেন পানাহার ছেড়ে দিয়েছ তুমি? মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা বলেন, হে রাসূল, আমি আপনার সঙ্গে তার হত্যার ব্যাপারে ওয়াদা করেছি; কিন্তু পূর্ণ করতে পারব কিনা জানতাম না। রাসূল বললেন, তোমার কর্তব্য চেষ্টা করা, এতটা দুশ্চিন্তার দরকার ছিল না। তিনি বলেন, ওয়াদা পূর্ণ করাই আমার কর্তব্য। রাসূল বলেন, যা সংগত মনে কর...।

আস-সীরাতুন নাবাউইয়াহ বইতে আছে—একটি হাসান সনদে ইবনু ইসহাক বলেন, ইবনু আব্বাস রাসূল ﷺ সম্পর্কে বলেন, অভিযানে নিয়োজিত লোকদের রাসূল ﷺ বাকীউল গারকাদ কবরস্থানের কাছে নিয়ে বলেন, তোমরা আল্লাহর নামে বের হও; হে আল্লাহ, আপনি এদের সহায় হোন।[৪৯৬]

শিক্ষণীয় বিষয়

কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে, এই ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কৌশলে তাদের সঙ্গে আচরণ করতেন রাসূল। এ থেকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বোঝা যায়, বিশ্বাসঘাতকের পরিণাম হত্যা। ইয়াহূদি বিশ্বাসঘাতক কা'বের জন্যও এই রায় ছিল রাসূলের। তদ্রূপ নবি-অবমাননাকারী, তাঁকে কষ্ট ও গালিদাতার একমাত্র শাস্তিও হত্যা—চাই তারা রাসূলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হোক কিংবা না হোক। নবি-অবমাননাকারী, তাঁকে কষ্ট ও গালিদাতার শাস্তি সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়া তার আস-সারিমুল মাসলুল 'আলা শাতিমির রাসূল বইতে খুব চমৎকার আলোচনা করেছেন।

ইয়াহূদি কা'ব বিন আশরাফের ব্যাপারে রাসূলের গুপ্তহত্যার নির্দেশ থেকে বুঝা যায় যে, তাকে গোপন পন্থায় হত্যা করলেই সাধারণ নাগরিকদের কল্যাণ হবে। তার হত্যাকাণ্ড এই পন্থায় না হলে অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারত ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হতো। এই পন্থায় হত্যা থেকে আরেকটি বিষয় বুঝা যায় যে, ইসলামের শত্রু ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের শুধু রণাঙ্গনেই হত্যা করা হবে না; বরং মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজনে গুপ্ত পন্থায়ও যেকোনো স্থানেই হত্যা করা হবে। যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার অপরাধ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

গুপ্তহত্যা পরিচালনার ক্ষেত্রে যেন কোনো অরাজকতা না হয়, এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই মুসলিম রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা চালু থাকতে হবে, যেন এ জাতীয় অভিযানের কারণে সাধারণ মুসলিমদের ওপর কোনো প্রভাব অথবা সামাজিক বিশৃঙ্খলা না হয়; দীনপ্রচারকদের যেন নির্বাসনের শিকার হতে না হয়। এ ব্যাপারে ইসলামি বিশ্বের কতিপয় মুসলিম ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সশস্ত্র সংঘাতে তারা বেশ তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে রাসূল-যুগের গুপ্তহত্যার ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে নেয় তারা; কিন্তু যেকোনো শাসনব্যবস্থার আওতায় থেকে এ সকল ঘটনা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কারণ, তখন মাদীনা রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এ ঘটনা প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের ভেতরেই ঘটেছে; কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের অভিযান চালাচ্ছে যারা, তাদের রাষ্ট্রও নেই, ক্ষমতাও নেই। আর সাহাবিদের অভিযানের লক্ষ্য ছিল দীনের সম্মান বৃদ্ধি ও অবিশ্বাসীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি; তাদের পুরো অভিযানই ছিল অরাজকতামুক্ত ও কল্যাণপ্রসূ; কিন্তু বর্তমানে যেসকল ঘটনা ঘটে, তাতে অনেক নৈরাজ্য, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

রাসূলের মাক্কীজীবনে মুশরিক-নেতা ছিল আবু জাহল, উমাইয়া, উতবা প্রমুখ। সেসময় তাদের হত্যা করার পূর্ণ সামর্থ্য ছিল রাসূলের; কিন্তু তিনি তা করেননি। 'উমার, হামযা কিংবা অন্য কোনো সাহাবিকে তাদের হত্যার নির্দেশ দিলে অবশ্যই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পালন করতেন তারা; কিন্তু রাসূলের আদর্শ ও শিক্ষা থেকে আমরা পাই যে, কাফির নেতৃত্বের হত্যার জন্য অবশ্যই ইসলামি রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকা চাই, সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ সকল অভিযানের কল্যাণ-অকল্যাণ যাচাই করতে হবে। এ জাতীয় অভিযান মুসলিমদের জন্য কতটা কল্যাণকর হবে, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ফায়দা হবে কিনা, দু-একটা নিধনে ব্যাপক ইতিবাচক দিক আছে তো! ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহভীরু আলিমদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

কা'ব-হত্যার অভিযানে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে অসত্য কথা বলার অনুমতি দিয়ে রাসূল বলেন, তোমার যা মনে আসে, বলবে। এই অনুমোদনে নবিসুলভ এক মহান প্রজ্ঞার পরিচয় পাই আমরা। এই অভিযানে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু কুফুরি কথা বলেন তারা। এ থেকে বুঝা যায়, সামরিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কিছু আপাত অসত্য বলতে কোনো দোষ নেই।

এই ঘটনা থেকে একটি সংশয় সৃষ্টি হয় যে, সামরিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে যদি অসত্য বলা যায়, তবে কি অবৈধ কাজও করা যাবে? এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শিরক-কুফরের চেয়ে আর কোনো জঘন্য পাপ নেই। যদি সামরিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মিছেমিছি শিরক-কুফরের বৈধতা দেয় ইসলাম, তবে তো মিছেমিছি অবৈধ কাজ অবশ্যই বৈধ হবে; কিন্তু না, এমন অন্যায় কজের অনুমোদন দেয় না ইসলাম। গর্হিত কাজ করে সামরিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের কোনো প্রয়োজন নেই। আর তা ছাড়া কথার প্রভাব আর কাজের প্রভাব এক নয়। সুতরাং সামরিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে গর্হিত কাজ—যেমন: ব্যভিচার, সমকামিতা ইত্যাদি কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে।

এ জাতীয় রাজনৈতিক, সামরিক, জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ে ইসলামি আইন বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। ইসলামি শারী'আর উদ্দিষ্ট লক্ষ্য, পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তারাই অধিক উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন।

* কা'বের দুধভাই আবু নাইলাকে সঙ্গে নেওয়া। তার কারণে তাদের প্রতি কোনো সন্দেহ করতে পারে না কা'ব।

* অস্ত্র বন্ধক রাখার চুক্তি ছিল অসাধারণ কৌশল। এর ফলে তাদের অস্ত্র বহনেও আর সন্দেহ থাকে না কা'বের। কারণ, এই অস্ত্র তো তারা বহন করে এনেছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কা'বের নিকট বন্ধক রাখার উদ্দেশ্যেই। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনে প্রতিপক্ষের ওপরও তারা অস্ত্র চালানোর সুযোগ পাবে।

এই ঘটনার মাধ্যমে গুপ্ত অভিযান পরিচালনায় সাহাবিদের অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় মেলে। মাদীনায় পায়ে পায়ে মুনাফিক থাকা সত্ত্বেও পুরো অভিযানের খবরই তাদের অগোচরে থেকে যায়। অথচ অভিযানে বের হতে অনেক বিলম্ব করেন তারা। রাসূলও সাহাবিদের ভরা মাজলিসে তার হত্যার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন এবং এ ব্যাপারে অনেক শলাপরামর্শও হয়। এতেই সাহাবিদের ঈমানিশক্তি ও দীনি একনিষ্ঠতার প্রমাণ মেলে।[৪৯৭]

কা'ব বিন আশরাফের মৃত্যুদণ্ডে ইয়াহুদিদের প্রতিক্রিয়া

মাদীনাজুড়ে কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে ইয়াহুদি পণ্ডিতেরা রাসূলের নিকট ছুটে আসে। সাহাবিদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ তোলে তারা। তাদের খুব একটা পাত্তা না দিয়ে রাসূল বলেন, তার হত্যা তার কুকর্মেরই পরিণাম। এ ঘটনার পর সমগ্র ইয়াহুদিসমাজে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বরেণ্য ইয়াহুদিরা দুর্গ থেকে বের হতেই ভয় পেত। মাদীনায় চলাফেরা করতেও মুসলিমদের গুপ্তঘাতের ভয়ে তটস্থ থাকত। একপর্যায়ে তারা চুক্তি নবায়নে বাধ্য হয়।

কা'বের পরিণতি দেখে ইয়াহুদিদের মনে ভীষণ ভয় ঢুকে যায়; কিন্তু ভালো হওয়ার পরিবর্তে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা গুপ্ত ষড়যন্ত্র আঁটিতে শুরু করে তারা। আসন্ন ঘটনাবলি থেকে তা পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, কা'ব বিন আশরাফের কুকর্মের কারণে পুরো বনু নাযীরকে রাসূল পাকড়াও করেননি; বরং তার একার চুক্তিভঙ্গের পরিণাম হিসেবে সে একাই গুপ্তঘাতের শিকার হয়।

ইয়াহুদিদের শাসনের ক্ষেত্রে রাসূলের কৌশল থেকে আমরা বুঝতে পারি—হুমকি, ত্রাস, দুষ্কৃতিকারী হত্যা ও নির্বাসনই তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যথেষ্ট। কারণ, এরা অত্যন্ত ধূর্ত ও দুষ্ট জাতি। অনাচার, অরাজকতা থেকে কখনো ফেরার মানসিকতা এদের হয় না।[৪৯৮]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কয়েকটি সামাজিক ঘটনাবলি

‘উমার-কন্যা হাফসাকে আল্লাহর রাসূলের বিয়ে

‘উমার ইবনুল খাত্তাব বলেন, খুনাইস বিন হুযাফা আস-সাহমির মৃত্যুতে আমার মেয়ে হাফসা আকস্মিক বিধবা হয়ে পড়ে। তার স্বামী রাসূলের সাহাবি ছিলেন। মাদীনায় মারা যান তিনি। হাফসার বিয়ের কথা ভেবে ‘উসমান বিন ‘আফ্ফানের সঙ্গে দেখা করি আমি। তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিই। আমার প্রস্তাব শুনে তিনি ভেবে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। কয়েক রাত কেটে যাওয়ার পর আবার তার সঙ্গে আমার দেখা। তিনি আমাকে জানান, আপাতত আমি বিয়ের কথা ভাবছি না।

‘উমার বলেন, তারপর আবু বাক্‌র সিদ্দীকের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বলি, আপনি চাইলে হাফসাকে আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবো। আবু বাক্‌র নীরব থাকেন। আমার প্রস্তাবে কোনো উত্তরই দেননি তিনি। তার আচরণে আমি ‘উসমানের চেয়েও ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হই। এভাবে কয়েক রাত কেটে যায়। তারপর রাসূলের কাছ থেকে প্রস্তাব এলে হাফসাকে আমি তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিই। হাফসার বিয়ের পর একদিন আবু বাক্‌রের সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি আমাকে বলেন, আপনি মনে হয় হাফসার বিয়ের ব্যাপারে আমার প্রতিক্রিয়ায় মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন! ‘উমার বলেন, মনঃক্ষুণ্ন হওয়ারই তো কথা। এবার আবু বাক্‌র বলেন, রাসূলের মুখে হাফসার কথা শুনেছিলাম। তাই আপনার প্রস্তাবে আমি নীরব থাকি। আর রাসূলের গোপন কথা ফাঁস করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। রাসূল ﷺ বিয়ের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করলে আপনার প্রস্তাব অবশ্যই আমি গ্রহণ করে নিতাম।[৪৯৯]

ফাতিমার সঙ্গে ‘আলির বিয়ে

‘আলি বিন আবি তালিবের দাসী বুঝতে পারেন যে ফাতিমা বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট তাঁর বেশকিছু বিয়ের প্রস্তাবও চলে এসেছে। দাসী তাকে বলেন, আপনি কি জানেন, আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট ফাতিমার জন্য একজন বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে? আলি বলেন, না। সে বলে, হ্যাঁ, সত্যিই ফাতিমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। আপনি তাহলে রাসূলের নিকট তাকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছেন না কেন? আপনি গেলেই তিনি আপনার সঙ্গে তাকে বিয়ে দিয়ে দেবেন। তার কথায় আলি বলেন, ফাতিমাকে বিয়ে করার মতো আমার কী আছে? সে বলে, আপনি রাসূলের নিকট গেলেই আপনার কাছে বিয়ে দেবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আলি বলেন, আল্লাহর শপথ, সে আমাকে পীড়াপীড়ি করেই যাচ্ছিল। অবশেষে আমি রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাঁর সামনে বসে আমি আড়ষ্ট হয়ে যাই। তাঁর সম্মান ও ব্যক্তিত্বের সামনে কিছুই বলতে পারি না। আমাকে দেখে রাসূল জানতে চান, কেন এসেছ? কী প্রয়োজনে এসেছ? তারপর একটু থেমে তিনি বলেন, মনে হয়, তুমি ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছ? আমি বলি, জি। তিনি আমার সম্মতি পেয়ে জানতে চান, ওকে বৈধ করে নেওয়ার মতো (মোহরানা) তোমার কাছে কি কিছু আছে? আমি উত্তর দিই, জি না হে রাসূল, আমার কাছে কিছুই নেই। আমার দীনতার কথা শুনে জানতে চান— আমার দেওয়া বর্মটা কোথায়? হঠাৎ ওটার কথা মনে আসে; আলির প্রাণধারকের শপথ, ওটা জরাজীর্ণ, ওটার দাম চার দিরহামও হবে না। তারপর আমি উত্তর দিই, ওটা আমার কাছে আছে। তিনি বলেন, ফাতিমাকে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম। বর্মটা তার নিকট পাঠিয়ে দাও। বর্মটার বিনিময়ে তাকে তুমি স্ত্রী করে নাও।

শুধু এই বর্মটাই ছিল রাসূলের মেয়ে ফাতিমার মোহর। আর রাসূল ﷺ মেয়েকে দেন একটি বিছানা, পানির মশক ও ইযখির ঘাসভর্তি একটি চামড়ার বালিশ। এমনই সহজ সরল নির্ভেজাল জীবন ছিল তাদের। তারা ছিলেন বিলাসহীন সুখময় জীবনের অভিযাত্রী। মহীয়সী ফাতিমার সাদামাটা বিয়ের গল্পে এক কৃচ্ছ্রতার চিত্র দেখতে পাই আমরা। অনুরূপভাবে রাসূলের আচরণ ও অবস্থানেও।

একবার সেবাদাস রাখার জন্য রাসুলের কাছে আবেদন করেছিলেন ফাতিমা رضي الله عنها। তারপরের ঘটনা ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—একদিন ফাতিমাকে লক্ষ করে 'আলি বলেন, আল্লাহর শপথ, চাকা ঘুরিয়ে পানি তুলতে তুলতে আমার বুক ব্যথা হয়ে গেছে। তোমার বাবার নিকট অনেক বন্দি এসেছে। যাও, তাঁর কাছে সেবাদাসের আবেদন করো। 'আলির কথা শুনে ফাতিমা বলেন, আল্লাহর শপথ, জাঁতার চাকা ঘুরাতে ঘুরাতে আমার হাতেও ফোসকা পড়ে গেছে।

তাদের কথোপকথন শেষে ফাতিমা রাসূলের নিকট আসে। নবিজি ফাতিমাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, কেন এসেছ মা? ফাতিমা জড়সড় হয়ে লজ্জাবনত চোখে বলেন, আপনাকে সালাম জানাতে এসেছি। লজ্জায় তার প্রয়োজনের কথা না বলে তিনি ফিরে যান। ব্যর্থ মনোরথে ফাতিমাকে ফিরে আসতে দেখে 'আলি বলেন, কী খবর? ফাতিমা বলেন, লজ্জায় তাঁর নিকট প্রয়োজনের কথা বলতে পারিনি। তারপর তারা উভয়েই রাসূলের নিকট আসে। 'আলি বলেন, হে রাসূল, চাকা ঘুরিয়ে পানি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তুলতে তুলতে আমার বুক ব্যথা হয়ে গেছে। ফাতিমা বলেন, জাঁতার চাকা ঘুরাতে ঘুরাতে আমার হাতে ফোসকা পড়ে গেছে। আপনার নিকট তো দাস ও সম্পদ এসেছে, আমাদের একজন সেবাদাস দিন। তাদের আবেদন শুনে রাসূল বলেন, আল্লাহর শপথ, সুফফার লোকজনকে ক্ষুধা আর অভাবে রেখে আমি তোমাদের কিছু দিতে পারছি না। আমার পরিকল্পনা আছে, দাসদের বিক্রি করে সে অর্থ সুফফার লোকজনের জন্য ব্যয় করব। রাসূলের কথা শুনে তারা চলে যান।

রাতের বেলা তাদের দেখতে যান রাসূল ﷺ। তখন বিছানা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছিলেন তারা। তাদের দৈন্য-দিনের চাদর এতটাই খাটো ছিল যে, পা ঢাকলে মাথা উদাম হয়ে যেত আর মাথা ঢাকলে পা খালি হয়ে যেত। রাসূলকে আসতে দেখে তারা উঠে যেতে চাইলেন; কিন্তু তিনি তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, সেবাদাসের চেয়েও ভালো কিছুর সুসংবাদ কি আমি তোমাদের দেবো? তারা বলেন, অবশ্যই দেবেন হে রাসূল! এবার রাসূল বলেন, কয়েকটি অমূল্য যিকির আমাকে শিখিয়ে গেলেন জিবরীল। শোনো, প্রত্যেক সালাতের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদুলিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবার বলবে এবং রাতে ঘুমোনোর সময় তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলবে।

এভাবেই সুকথা আর সুদিশা দিয়ে রাসূল নিজ পরিবার-পরিজনকে সমৃদ্ধ করেছেন। আজীবন নবির শিক্ষা বুকে ধারণ করে 'আলি এগিয়ে যান। তরুণ 'আলি থেকে মুসলিম জাহানের খলীফা আমীরুল মু'মিনীন হন। তার জীবনের প্রতিটি দিন এই শিক্ষা তাকে উপকৃত করে। খলীফা হওয়ার পর তার হাতে রাশি রাশি সম্পদ আসার পরও তিনি দুনিয়ার চাকচিক্য ও বিলাসিতায় মগ্ন হননি। কারণ তিনি জানেন, আল্লাহর যিকিরে দেহ-মনে পরম তৃপ্তি লাভ হয়। রাসূলের শিক্ষার প্রতি তার অদম্য আগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, কখনো এই যিকিরগুলো আমি আর ছাড়িনি। যিকিরের প্রতি তার আন্তরিকতার কথা শুনে এক কৌতূহলী সাহাবি তাকে জিজ্ঞেস করে বসেন, সিফফীন যুদ্ধের রাতেও কি আপনি এই যিকিরের কথা ভোলেননি? তিনি বলেন, না, সে রাতেও না।[৫০০]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৯

উহুদ যুদ্ধ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উহুদযুদ্ধ

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও কারণসমূহ

উহুদযুদ্ধের বিশ্লেষণ করলে এর প্রেক্ষাপট রচিত হওয়ার কিছু কারণ বেরিয়ে আসে। কারণগুলো কখনো ধর্মীয় ও সামাজিক, আবার কখনো-বা আর্থিক ও রাজনৈতিক। কারণগুলো আমরা বিস্তারিত করে দেখার চেষ্টা করব—

ধর্মীয় কারণ

ইসলাম প্রচার ও দীন পালনে মুশরিকরা বাধা দিত। সাধারণ মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে দিত না। ইসলাম, ইসলামি রাষ্ট্র ও মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করত। তাদের এই অপতৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> যারা কুফুরি করে, তারা আল্লাহর পথ থেকে (লোকদের) বিরত করতে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে থাকে। অতএব, তারা তা ব্যয় করবে; তবে অবশেষে এই সম্পদ তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। তারপর তারা পরাজিত হবে। আর কাফেরদের জাহান্নামে একত্র করা হবে। [সূরা আনফাল, ৮: ৩৬]

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারি বলেন, মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধা দেওয়ার জন্য তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করত।

ইবনু কাসীর বলেন, সত্যানুসরণে বাধা দেওয়ার জন্য কাফিররা তাদের সম্পদ ব্যয় করত, এই তথ্য জানিয়ে দেন আল্লাহ তা'আলা।[৫০১]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মহান মুফাসসির শাওকানি বলেন, কাফিরদের সম্পদ ব্যয়ের উদ্দেশ্য হলো, রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনা সমাবেশ করে সত্যের পথে বাধা দেওয়া।[৫০১]

এ থেকে বুঝা যায়, দীন-ধর্ম হিসেবেই ইসলাম একটা বড় উপলক্ষ্য, যাকে কেন্দ্র করে উহুদযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের মাধ্যমেই কুরাইশরা আল্লাহর দীনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চায়। সত্যানুসরণ ও ইসলাম গ্রহণ করতে মানুষকে বাধা দেয় এবং ইসলামের প্রচারব্যবস্থা ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

সামাজিক কারণ

বদরযুদ্ধে চরম পরাজয় ও বরেণ্য নেতাদের হারানোর কারণে কুরাইশরা তীব্র গ্লানি ও চরম লাঞ্ছনার মধ্যে পড়ে। এই গ্লানি মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে বদর থেকে ফেরামাত্রই রাসূলের বিরুদ্ধে এক মরণপণ যুদ্ধের জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে নেমে পড়ে তারা। এই প্রসঙ্গে ইবনু ইসহাক বলেন, বদর রণাঙ্গনে কুরাইশের বরেণ্যদের নিহত হওয়া স্বজন এবং অন্যান্য যোদ্ধা ও আবু সুফিয়ানের বণিক কাফেলা মাক্কায় ফেরার পর দারুণ নাদ্ওয়ায় এক জরুরি সভা বসে। এই সভা থেকেই নেতৃস্থানীয় কুরাইশরা রাসূলের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য এক বিশাল বাহিনী গঠন করে । বদরযুদ্ধে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃহারাদের মাঝে ঘুরে তাদের বুঝান 'আবদুল্লাহ বিন রাবী'আ, ইকরিমা বিন আবু জাহল, হারিস বিন হিশাম, হুওয়াইতিব বিন 'আবদুল 'উযযা, সাফওয়ান বিন উমাইয়া প্রমুখ আরব বীরেরা। আবু সুফিয়ান ও তার কুরাইশি বণিকদের সঙ্গে আলোচনা করে। তারা বলে, তোমাদের আপনজনহারা করে দিয়েছে মুহাম্মাদ। সে তোমাদের ভালো লোকদের হত্যা করেছে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এই সম্পদ দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করো। আশা করি, আমরা তার থেকে যথোচিত প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের কথায় আবু সুফিয়ান একবাক্যে বলে, আমিই প্রথম তোমাদের ডাকে সাড়া দিলাম।

নিজের আবিসিনীয় দাস ওয়াহশিকে ডেকে যুবাইর বিন মুতইম বলে, আমার চাচা তু'আইমা বিন 'আদির বদলে মুহাম্মাদের চাচা হামযাহকে হত্যা করতে পারলে তুমি মুক্ত। উল্লেখ্য, দাস ওয়াহশি আবিসিনীয় কায়দায় বেশ নির্ভুলভাবে বর্শা ছুড়তে জানত।

অর্থনৈতিক কারণ

শুরুর দিকে ইসলামি রাষ্ট্র মাদীনার অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি ছিল সারিয়া অভিযান। এসব অভিযানের ফলে ব্যাপক হুমকি ও অবরোধের মুখে পড়ে কুরাইশ অর্থনীতি। তাদের এই অর্থনীতি শীত ও গ্রীষ্ম মৌসুমের যাত্রানির্ভর ছিল। শীতকালীন যাত্রায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শাম থেকে আমদানিকৃত পণ্য নিয়ে তারা ইয়ামান যেত আর গ্রীষ্মকালীন যাত্রায় ইয়ামান থেকে আমদানিকৃত পণ্য নিয়ে শামে যেত। সম্পূর্ণরূপে পরস্পর নির্ভরশীল ছিল মাক্কার দুই ঋতুভিত্তিক এই বাণিজ্যযাত্রা। এক ঋতুর যাত্রা ব্যাহত হলে অপর ঋতুর ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়ত। কারণ—তাদের এই ব্যবসা এক দেশ থেকে অপর দেশে আমদানি-রপ্তানি নির্ভর ছিল। এক দেশে ঠিকঠাক রপ্তানি করতে না পারলে পরের বারের যাত্রার জন্য সেখান থেকে আমদানির অর্থ যোগান দেওয়া বেশ মুশকিল হয়ে যেত। তাদের ব্যবসা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> কুরাইশদের অভ্যস্ত করার জন্য, তাদের অভ্যস্ত করার জন্য শীত ও গ্রীষ্মের সফরে। অতএব, তারা যেন এই কা'বা ঘরের প্রভুর ইবাদাত করে, যিনি তাদের ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয় থেকে নিরাপদ করেছেন। [সূরা কুরাইশ, ১০৬: ১-৪]

সাফওয়ান বিন উমাইয়া বলে, মুহাম্মাদ ও তাঁর অনুসারীদের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে। যেভাবে হোক তাদের শায়েস্তা করা দরকার! উপকূলীয় এলাকায় তারা টহল দেয়। স্থানীয় জনসাধারণকে তার দলে ভিড়িয়েছে। জানি না, ভবিষ্যতে কোন পথে ব্যবসা করব আমরা। দেশে বসে বসে যদি পুঁজি খেতে থাকি, আমরা তাহলে বেশি দিন টিকতে পারব না। আমরা বরং গ্রীষ্ম ঋতুতে শামে ব্যবসা করি আর শীতে আবিসিনীয়ায়—এটাই ভালো হয়।

উমাইয়ার কথা থেকে বোঝা যায়, মুসলিমদের অভিযানের ফলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতি কতটা হুমকিতে পড়েছিল।

রাজনৈতিক কারণ

বদরযুদ্ধের পর হুমকির মুখে পড়ে কুরাইশ নেতৃত্ব। আরবের গোত্রগুলোর ওপর নিজেদের একক কর্তৃত্ব হারাতে বসে তারা। তাই এই যুদ্ধের মাধ্যমে জানমাল সর্বস্ব উৎসর্গ করে হলেও যেকোনো মূল্যে তারা নিজেদের নেতৃত্ব ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে ওঠে। এজন্যেই নেতৃত্ব-পিপাসু কুরাইশ ইসলামি রাষ্ট্র মাদীনার বিরুদ্ধে একটি সামরিক সমাধানে যেতে উঠেপড়ে লাগে।

মাদীনার উদ্দেশে কুরাইশদের যুদ্ধ-যাত্রা

তৃতীয় হিজরির ৮ শাওয়াল শনিবার কুরাইশ বাহিনী তাদের সার্বিক যুদ্ধপ্রস্তুতি শেষ করে। তিন হাজার যোদ্ধা, নারী ও দাসদের সমন্বয়ে বাহিনী গঠিত হয়। এতে যোগ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেয় প্রতিবেশী আরবগোত্র এবং কিনানা ও তিহামার অধিবাসীরা। আরও যোগ দেয় গায়িকা ও নর্তকী নারীরা, যেন কেউ রণেভঙ্গ না দিতে পারে। সবাইকে নিয়ে অপ্রতিরোধ্য দল হিসেবে কুরাইশরা এ যাত্রা করে।

এ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয় আবু সুফিয়ান। সঙ্গে নেয় তার স্ত্রী উতবা বিন রাবী'আর কন্যাকে। তাদের সঙ্গে মাসঊদ সাকাফির কন্যা বারযাহকে নিয়ে সাফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খালফও যুদ্ধ-যাত্রা করে। ইকরামা বিন আবু জাহল বের হয় উম্মু হাকীম বিনতু হারিস বিন হিশাম বিন মুগীরাকে নিয়ে। হারিস বিন হিশাম বিন মুগীরা বের হয় ফাতিমা বিনতু ওয়ালীদ বিন মুগীরাকে নিয়ে। তারা সকলে মাদীনার নিকটবর্তী শাফীরুল ওয়াদি উপত্যকার সাবৃখা এলাকায় এসে যাত্রাবিরতি করে।

উহুদযুদ্ধে সেনাবিন্যাসের পূর্বেই কুরাইশরা ব্যাপক প্রচারাভিযান চালায়। এ ক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব পালন করে আবু ইযযা আমর বিন 'আবদুল্লাহ আল-জুমাহি, আমর বিন 'আস, হুবাইরা আল-মাখযুমি ও বিন যাব'আরি। এই প্রচারাভিযান ব্যাপক ফলপ্রসু হয়। এই যুদ্ধে কুরাইশদের সামরিক ব্যয় ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

শত্রুর ওপর রাসূলের গোয়েন্দা নজরদারি ও চাচা আব্বাসের চিঠি

কুরাইশদের গতিবিধি ও সামরিক প্রস্তুতির ওপর তীক্ষ্ন নজর রাখতেন আব্বাস বিন 'আবদুল মুত্তালিব। তাদের মাক্কা ছেড়ে যাওয়ামাত্রই কুরাইশ সামরিক প্রস্তুতির বিবরণ দিয়ে রাসূলের নিকট তড়িৎ বার্তা পাঠান তিনি। মাত্র তিনদিনে মাক্কা-মাদীনার মাঝেকার প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে রাসূলের হাতে চিঠি পৌঁছে দেন আব্বাসের দূত। রাসূল ﷺ তখন কুবা মাসজিদে অবস্থান করছিলেন।

রাসূল তার চাচা আব্বাসের মাধ্যমে কুরাইশদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। এ সম্পর্কে বিন 'আবদুল বার বলেন, মুশরিকদের গতিবিধি সম্পর্কে রাসূলের নিকট চিঠি লিখতেন চাচা আব্বাস। তার মাক্কায় অবস্থানের ফলে মুসলিমদের খুব উপকার হতো। আর (বদর যুদ্ধের পর) তিনি রাসূলের নিকট চলে আসতে চাইতেন; কিন্তু রাসূল ﷺতাকে চিঠি পাঠিয়ে বলেন, আপনার মাক্কায় অবস্থানই শ্রেয়।

রাসূলের উদ্দেশ্যে পাঠানো চিঠিতে অনেক গোপন তথ্য পাঠান আব্বাস। এই চিঠিতে তিনি বলেন, কুরাইশরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা শুরু করেছে। তাদের প্রতিরোধ করতে যা যা করার দরকার, আপনি করুন। তাদের সঙ্গে আছে তিন হাজার যোদ্ধা—এদের রয়েছে সাতশো বর্মধারী যোদ্ধা, দুশো ঘোড়া ও তিন হাজার

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উট; আর তাদের সকল অস্ত্রই তারা সঙ্গে নিয়েছে।[৫০৩] চিঠিটিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে, যেমন:

১। মাদীনার অভিমুখে যুদ্ধযাত্রারত মুশরিকদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান।

২। শত্রুবাহিনীর সামরিক শক্তি সম্পর্কে সঠিক সময়ে অবহিত করা। ফলে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিস্তারিত পরিকল্পনা করা সহজ হয়েছিল। তারপরও মাক্কা থেকে পাওয়া তথ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি রাসূল; বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি অত্যন্ত তৎপর ছিলেন; এতে মুসলিম নেতাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলো—শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যের সরবরাহ থাকলে তাদের দমনে সঠিক পরিকল্পনা করা যায়।

এ কল্পেই রাসূল হুবাব বিন মুনযির বিন জামুহকে কুরাইশদের তথ্য সংগ্রহের কাজে পাঠান। তিনি কুরাইশ বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করে তাদের সংখ্যা ও সামর্থ্য নিরূপণ করে আসেন। তার ফিরে আসার পর রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, কী দেখলে? তিনি বলেন, হে রাসূল, তাদের সংখ্যা তিন হাজারের চেয়ে কিছু কমবেশি হতে পারে। তাদের আছে দুশো ঘোড়া ও প্রায় সাতশো বর্মধারী সৈন্য। রাসূল জানতে চান, তাদের কি গায়িকা আছে? তিনি বলেন, ঢাকী ও নর্তকী নারীদের দেখেছি। রাসূল বলেন, এরা এসেছে সৈন্যদের উন্মাদনা বাড়াতে এবং বদরের নিহতদের উদ্দেশ্যে মারসীয়া গাইতে। তারপর তিনি বলেন, এভাবেই আমার নিকট তাদের তথ্য আসে। আর শোনো, এ ব্যাপারে কাউকে জানাবে না। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক। হে আল্লাহ, তোমার নামেই চলি আমি, তোমার নামেই পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

সাহাবি ফুযালার দুই ছেলে আনাস ও মুআন্নাসকে কুরাইশ বাহিনীর তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠান রাসূলুল্লাহ। মাদীনার অদূরে কুরাইশ বাহিনীকে তারা দেখতে পায়। নিকটস্থ চারণভূমিতে ওদের উট-ঘোড়াকে ঘাস খেতে দেখে। তারা ফিরে এসে রাসূলকে এ সংবাদ দেয়।

কুরাইশ বাহিনী সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য লাভের পর রাসূল তা নেতৃস্থানীয়দের মাঝে গোপন রাখেন। কারণ, এই তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে সাধারণ মুসলিম যোদ্ধাদের মননে চির ধরতে পারে। এজন্যই উবাই বিন কা'ব যখন আব্বাসের চিঠি পড়ছিলেন, রাসূল

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকে বিষয়টি গোপন রাখতে বলেন এবং দ্রুত মাদীনায় ফিরে আসেন। বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের জন্য নেতৃস্থানীয় আনসার ও মুহাজিরদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

আব্বাসের চিঠির ব্যাপারে আনসার-প্রধান সা'দ বিন রাবিকে রাসূল ﷺ কুরাইশদের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, ভালো কিছুরই আশা করছি আমি। রাসূল ﷺ তাকে ব্যাপারটি গোপন রাখতে বলেন। সা'দের কাছ থেকে আল্লাহর রাসূল চলে গেলে তার স্ত্রী তাকে বলেন, আপনাকে কী বললেন রাসূল ﷺ? সা'দ তার স্ত্রীকে বলেন, এসব শুনে তোমার কী কাজ? সা'দের স্ত্রী বলে, রাসূল আপনাকে কী বলেছেন, তা শুনেছি আমি—রাসূলের গোপন কথা সা'দকে শুনিয়ে দেয় তার স্ত্রী। বিষয়টি রাসূলকে অবহিত করে সা'দ বলেন, হে রাসূল, আমার আশঙ্কা হয়, খবরটি ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তখন আপনি ভাববেন, কাজটি আমিই করেছি, অথচ আপনি আমাকে গোপন রাখতে বলেছিলেন। তখন রাসূল বলেন, তোমার স্ত্রীর কথা বাদ দাও।

এই ঘটনায় সামরিক লোকদের জন্য একটি গভীর শিক্ষা রয়েছে; কোনো অবস্থাতেই সামরিক বিষয় ও পরিকল্পনার কথা স্ত্রীদের নিকট বলা যাবে না। এ জাতীয় স্পর্শকাতর বিষয়ে খুব সতর্ক হতে হবে। না হয় দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। অতীতের বিভিন্ন জাতির পতন ও বিপর্যয়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হলো, নেতাদের বিশ্বাস ঘাতক স্ত্রী, ছদ্মবেশী গাদ্দার কিংবা বর্ণচোরা আপনজনদের মাধ্যমে গোপন তথ্য পাচার হয়ে যাওয়া।

সাহাবিদের সঙ্গে আল্লাহর রাসূলের পরামর্শ

কুরাইশদের সম্পর্কে সার্বিক তথ্য সংগ্রহের পর সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শে বসেন রাসূল। এই যুদ্ধে কি তারা মাদীনার ভেতরে নিরাপদে থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করবেন, নাকি মাদীনার বাইরে গিয়ে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করবেন—এই বিষয়ে সাহাবিদের মতামত নেন তিনি। মাদীনায় অবস্থান করে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের মত দিয়ে রাসূল ﷺবলেন, আমাদের মাদীনায় থাকাটা নিরাপদ দুর্গে থাকার মতো। তোমরা যদি এখানে থাকতে চাও এবং শত্রুকে তাদের জায়গায় থাকতে দাও, এটা কেমন হয়?—কারণ, শত্রুরা অবস্থান নিলে একটি খারাপ জায়গাতেই অবস্থান নেবে; আর যদি তারা মাদীনা আক্রমণ করে, তাহলে আমরা তদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। মাদীনায় থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূলের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল। তবে বদরযুদ্ধে অনুপস্থিত কতিপয় সাহাবি এ ব্যাপারে ভিন্ন মত দেন। তারা চান, মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে। তারা রাসূলের নিকট আবেদন করেন, হে রাসূল, আমাদের মাদীনার বাইরে নিয়ে চলুন। আমরা সেখানে গিয়ে লড়াই করব।

ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, রাসূলের মতের ওপর স্থির না থেকে অধিকাংশ মানুষই শত্রু মোকাবিলার জন্য মাদীনার বাইরে যেতে গোঁ ধরে। রাসূলের মতের ওপর স্থির থাকলে তা-ই সিদ্ধান্ত হিসেবে মনোনীত হতো; কিন্তু সিদ্ধান্ত অন্যটিই চূড়ান্ত হলো। কারণ, বদরযুদ্ধের ফযিলতের কথা জেনে সেসময়কার অনুপস্থিত অনেক সাহাবিই মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার মত দেন।

ইবনু ইসহাক বলেন, শত্রুর মোকাবিলা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাহাবিরা তখনো রাসূলের মাজলিসে বসা ছিলেন। সে অবস্থায় তাদের রেখে রাসূল ﷺ ঘরে চলে যান। রণসজ্জা গ্রহণ করেন—বর্ম পরে হাতিয়ার ধারণ করেন। এদিকে সাহাবিরা বলাবলি করতে থাকে, তোমরা রাসূলের মতের পিঠে মত দিয়ে ভালো করোনি। তারপর সবাই পরামর্শ করে হামযাকে রাসূলের নিকট পাঠায়। তারা তাকে বলে, আপনি রাসূলের নিকট গিয়ে বলুন, হে রাসূল, আমরা আপনার মত মেনে নিচ্ছি। আপনার মত অনুযায়ী আমরা চলব। হামযা রাসূলের নিকট গিয়ে বলেন, হে রাসূল, লোকজন তাদের মতের ব্যাপারে একে অপরকে তিরস্কার করছে। এখন তারা আপনার মত মেনে নিতে চাইছে। তার কথা শুনে রাসূল r দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, কোনো রাসূলের পক্ষে রণসজ্জা গ্রহণ করে বিনা যুদ্ধে তা ত্যাগ করা সংগত নয়।

মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে মত প্রদানকারীদের যুক্তি

১। মাদীনার আনসার সাহাবিগণ দ্বিতীয় আকাবার শপথে রাসূলকে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই মাদীনার ভেতরে থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করাটা আপাত চোখে তাদের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা মনে হয়।

২। কিছুসংখ্যক মুহাজির সাহাবি মনে করেন, মাদীনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আনসারদের চেয়েও মুহাজিরদের বেশি। কুরাইশদের আক্রমণ থেকে মাদীনা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাষ্ট্র ও আনসারদের কৃষি-শস্য রক্ষা করতে হবে।

৩। যেসকল সাহাবি বদরযুদ্ধে উপস্থিত হতে পারেননি, তারা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাত বরণের অধীর অপেক্ষায় থাকেন। তাই তারা উহুদের সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না।

৪। অনেক সাহাবি মনে করেন, কুরাইশদের মাদীনা অবরোধ করতে দেওয়াটা তাদের জন্য একপ্রকার বিজয়। কাফিরদের এই স্বপ্ন পূরণ হতে দেওয়া যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে এ আশঙ্কাও তারা করেন যে, পাছে অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়ে মাদীনার রসদব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সাধারণ জীবনযাত্রা হুমকির মুখে পড়বে।

মাদীনায় থেকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের পক্ষে মত প্রদানকারীদের যুক্তি

১। মাক্কার শত্রুবাহিনী একতাবদ্ধ কোনো দল নয় যে, তারা দীর্ঘকাল মাদীনা অবরোধ করে রাখতে পারবে না। আজ নয় কাল, তিক্ত মতবিরোধের ফলে তাদের মাঝে ফাটল ধরবেই।

২। কোনো সুরক্ষিত শহরের নিরাপদ জলাধার, দুর্গ ও অভ্যন্তর গলিয়ে সেখানে আক্রমণ করাটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষত, যখন পক্ষ-প্রতিপক্ষ উভয়ের সামরিক সক্ষমতা সমান হয়। ঘটনাক্রমে উহুদ প্রেক্ষাপটে মাক্কা ও মাদীনার সামরিক সক্ষমতা সমান সমান ছিল।

৩। আরেকটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার হলো—যোদ্ধারা যখন পরিবার-পরিবেষ্টিত থাকে, তখন আপনজন, সন্তানসন্ততি, নারী ও সম্পদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তখন প্রাণপণ লড়াই করে।

৪। যুদ্ধে নারী ও শিশুদের অংশগ্রহণের কারণে যোদ্ধাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

৫। প্রতিরোধকারীরা পাথর ও এ জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার করলে শত্রুদের মনে আতঙ্ক ঢুকে যাবে। এতে শত্রুদের ঘায়েল করা খুব সহজ হবে।

স্পষ্টতই সাহাবিদের নির্দ্বিধায় মতপ্রকাশের প্রশিক্ষণ দেন রাসূল ﷺ। এমনকি রাসূলের মতের অমিল হলেও স্বাধীনভাবে মত দিতে পারতেন তারা। সাধারণ ও জাতীয় সমস্যা সমাধানে যোগ্য করে তুলতেই—ওয়াহির প্রত্যক্ষ নির্দেশ ছিল না,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এমন বিষয়ে—রাসূল তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তারাও স্বাধীনভাবে মত দিতেন। কারণ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া পরামর্শ করার কোনো মানে হয় না। কারও চিন্তাভাবনা ও মতপ্রদানে ভুল হলে রাসূল ﷺ কখনো তাকে তিরস্কার করতেন না। কেননা, পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ইমাম—অর্থাৎ নেতার। আর এ ক্ষেত্রে কুরআনের দিক-নির্দেশ গ্রহণ করতেন রাসূল ﷺ। পরামর্শ ও মতবিনিময়ের আদবকেতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠিনহৃদয় হতে, তাহলে অবশ্যই তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত। তুমি তাদের মাফ করে দাও, তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করো এবং কাজে-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো। আর যখন কিছু করার জন্য সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। আল্লাহ (তাঁর ওপর) ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৯]

উম্মাহকে পরামর্শব্যবস্থায় অভ্যস্ত করার জন্য রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবিদের সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ করতেন। এ ঘটনা থেকে সাহাবিদের রাজনৈতিক রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। নেতার মতের ওপর মত প্রদান করা জরুরি না, তারপরও পরামর্শের শিষ্টাচারের জন্য তারা মত দেন। নিজেদের মত বাদ দিয়ে নেতার মতেই সন্তুষ্ট থাকা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। তাই গরিষ্ঠ সাহাবি ও রাসূলের সিদ্ধান্তে তারা আর কোনো দ্বিমত করেননি। সকলেই মাদীনার বাইরে গিয়ে খুশি মনে যুদ্ধ করতে রাজি হন। এসব কিছুর মাঝে তাদের একটি গভীর শিক্ষা দান করেন রাসূল; তা হলো, সফল নেতৃত্ব মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আর কোনো নড়চড় নেই। এবার একনিষ্ঠভাবে তা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় অধীনদের মাঝে হতাশা, হীনম্মন্যতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

সবশেষে রাসূল ﷺ মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার দৃঢ় ঘোষণা দেন। তাঁর ঘোষণা পেয়ে সাহাবিরা জুদ্ধের সাজ গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ মাদীনার নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করার আদেশ দেন। মুহাম্মাদ বিন মাসলামার নেতৃত্বে পঞ্চাশজন বীর সেনা নিযুক্ত করেন তিনি। এদিকে সাহাবিগণ রাসূলকে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। শুক্রবার রাতে একদল জানবাজ নিয়ে মাসজিদে নাবাওয়ির দরজায় রাসূলকে সশস্ত্র পাহারা দেন সা'দ বিন মু'আয, উসাইদ বিন হুযাইর ও সা'দ বিন উবাদা।[৫০৪]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উহুদের উদ্দেশে মুসলিম বাহিনীর যাত্রা

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাসূল ﷺ কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খুব গুরুত্ব দেন, যেমন: উপযুক্ত সময়, সঠিক রাস্তা ও সুপরিকল্পনা ইত্যাদি। সাধারণত মধ্যরাতে যুদ্ধযাত্রা শুরু করতেন তিনি। কারণ, এ সময় আবহাওয়া শান্ত থাকে। লোকজনের চলাচল কম থাকে। সাধারণত শত্রুরা ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে থাকে। আর এটা জানা কথা যে, ক্লান্তির পর ঘুম হয় গভীর। তাই কোনো শব্দ বা ভারী নড়াচড়াও তারা শুনতে পায় না। ওয়াকিদি বলেন, নৈশযাত্রায় রাসূল ﷺ প্রথমাংশে ঘুমাতেন আর দ্বিতীয়াংশে যাত্রা শুরু করতেন। প্রত্যুষে পথ-দেখিয়েদের ডেকে একত্র করে সফরে বের হতেন। উহুদ প্রান্তের উদ্দেশে তিনি গোপন পথ ধরে এগিয়ে যান। যুদ্ধযাত্রায় গোপনীয়তা রক্ষা করা তাঁর অন্যতম কৌশল ছিল; এমনকি সৈন্যদের চলার পথও তিনি গোপন রাখতেন, যেন মুসলিমদের গতিবিধি ও অবস্থা জানতে না পারে তারা।

এ সময় রাসূল তাঁর সাহাবিদের উদ্দেশ্যে বলেন, কে পারবে আমাদের অত্যন্ত গোপন পথে রণাঙ্গনে পৌঁছাতে? আবু খাইসামা বলেন, আমি পারব রাসূল! তাঁকে নিয়ে তিনি বনু হারিসার প্রস্তরময় এলাকা ও তাদের ধনসম্পদের কাছাকাছি পৌঁছান। যেতে যেতে অন্ধ মুনাফিক মুরাব্বা বিন কাইযির বাগানের ভেতর দিয়ে পথ ধরেন। রাসূল ও সাহাবিদের উপস্থিতি টের পেয়ে সে তাদের দিকে ধূলি মেরে ভর্ৎসনা করে বলে, আপনি যদি মুহাম্মাদ হন, তাহলে আমার প্রাচীরের ভেতর আপনাকে ঢুকতে দেবো না। সাহাবিদের সূত্রে জানা যায়, সে নাকি বলেছিল—আল্লাহর শপথ হে মুহাম্মাদ, আমি যদি চোখে দেখে ছুড়তে পারতাম, তাহলে এই ধূলি আপনার মুখেই মারতাম। লোকজন ক্ষীপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তাদের শান্ত করে রাসূল বলেন, ওকে মেরো না। ওর চোখ ও হৃদয় উভয়টাই অন্ধ। রাসূলের বারণের আগেই বনু আসহালের ভাই সা'দ বিন যাইদ ধনুক দিয়ে বাড়ি মেরে তার মাথা ফাটিয়ে দেন।

ঘন ঝোঁপ ও বাগানের ভেতর দিয়ে রাসূলের যাত্রাপথ নির্ধারণ দেখে বোঝা যায়, তিনি যুদ্ধের সফরে কতটা গোপনীয়তা ও গভীর সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কারণ, এখানে অসতর্ক হলে শত্রুপক্ষ মুসলিমদের লোকবল ও অস্ত্রবল পরিমাপ করে ফেলবে। প্রতিপক্ষকে কখনো অভ্যন্তরীণ গোপন বিষয় টের পেতে দেওয়া যাবে না। এর মাধ্যমে উম্মাহকে রাসূল ﷺ শেখাতে চেয়েছেন যে, স্থান ও কাল বিবেচনা করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অত্যন্ত গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় তথ্যের ভিত্তিতে নতুন পরিকল্পনা করে মোকাবিলায় নামবে শত্রুপক্ষ। ফলে সেনাবিন্যাস ও সকল প্রস্তুতি ভেস্তে যাবে।

রাসূলের এ ঘটনা থেকে আমরা একটি শিক্ষা পাই যে, ব্যক্তিস্বার্থ ও গণস্বার্থে বিরোধ হলে গণস্বার্থকে প্রধান্য দিতে হবে। তাই মুনাফিক মুরাব্বা বিন কাইযির ফসলি জমির ওপর দিয়েই সাহাবিদের যাওয়ার নির্দেশ দেন তিনি; যদিও এতে তার ফসলের ক্ষতি হয়; কিন্তু এতে সাহাবিদের উহুদ রণাঙ্গনে যাওয়ার দূরত্ব কমে যায়। এই ঘটনায় রাসূল ﷺ স্পষ্ট করে বলেন, সকল স্বার্থের ওপর দীনের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণের জন্য শারী'আর উদ্দেশ্যসমূহ অত্যন্ত সুচারুরূপে সাজিয়েছেন; তাই প্রথমে এনেছেন দীনের সংরক্ষণের বিষয়; তারপর প্রাণ, বিবেক, বংশ ও সম্পদের বিষয় এনেছেন। দীনের মৌলিক পাঁচটি বিষয়ের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, এই বিষয়গুলো গুরুত্বের বিচারে পর্যায়ক্রমে আনা হয়েছে। প্রথমে দীনের অবস্থান, তারপর প্রাণ, বিবেক, বংশ ও সম্পদ; তাই বিরোধকালে দীন রক্ষায় সহায়ক প্রাণ রক্ষায় সহায়কের ওপর প্রাধান্য পাবে, প্রাণ রক্ষায় সহায়ক বিবেক রক্ষায় সহায়কের ওপর প্রাধান্য পাবে, বংশ রক্ষায় সহায়ক সম্পদ রক্ষায় সহায়কের ওপর প্রাধান্য পাবে। শারী'আর উদ্দেশ্যসমূহের এই ধারাবাহিকতার ব্যাপারেআলিমগণএকমত।[৫০৫]

এক তৃতিয়াংশ সৈন্য নিয়ে 'আবদুল্লাহ বিন উবাইর পশ্চাদপসরণ

শাওয়াত বাগান এলাকায় পৌঁছার পর মুসলিমদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে 'আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল। তার এক তৃতীয়াংশ মুনাফিক সৈন্য নিয়ে সে চলে যায়। তার মতে এ যাত্রায় মুশরিকদের সঙ্গে কোনো লড়াই হবে না। আর মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সে একমতও নয়। তার অভিযোগ—ইঁচড়েপাকা ছেলেদের কথামতো মাদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা হচ্ছে; আমার মতের তোয়াক্কা না করে তাদের মতের প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে; কীসের ওপর ভরসা করে আমরা আত্মহুতি দিতে যাব!

তবে এই রণেভঙ্গের পেছনে তার গোপন মতলব ছিল, ইসলামি সেনাবাহিনীতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছাড়ানো, যেন মানসিকভাবে তারা ভেঙে পড়ে আর শত্রুরা এর সুযোগ নিয়ে রসদ সঞ্চয় করে। তার এই কুকর্ম একপ্রকার গাদ্দারি এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুতার নামান্তর। অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিম বাহিনীকে পরীক্ষায় ফেলে ভালো-মন্দের যাচাই করতে, যেন প্রকৃত মুসলিম ও স্বার্থলোভীর মাঝে ব্যবধান হয়ে যায় এবং মু'মিন আর মুনাফিক পৃথক হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> শিষ্ট থেকে দুষ্টকে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদের তোমাদের (বর্তমান) অবস্থায় রাখবেন না। আল্লাহ তোমাদের গায়েব সম্বন্ধেও অবহিত করবেন না। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৭৯]

কুরআনুল কারীমে মুনাফিকদের কাপুরুষতা ও হীনম্মন্যতা বিবৃত হওয়ার পূর্বেই নানা কুকীর্তির কারণে জনসম্মুখে তাদের গোমর ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।[৫০৬]

মুনাফিকদের পিছুটানে 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর বিন হারামের অবস্থান:

যুদ্ধে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে মুনাফিকরা যেন সম্মত হয়, এ বিষয়ে 'আবদুল্লাহ ইবনু হারাম তাদের সঙ্গে কথা বলেন; কিন্তু তারা অস্বীকার করে। তিনি বলেন, আমার জাতি, আল্লাহর কথা আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। শত্রুর সামনে তোমাদের জাতি ও নবিকে পরিত্যাগ করো না। তারা প্রত্যুত্তরে বলে, আমরা যদি জানতাম, তোমরা যুদ্ধ করবে, তাহলে তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতাম না। আমরা চাই না যুদ্ধ হোক। মুনাফিকদের এই অবাধ্যতা, বিরোধিতা ও যুদ্ধপলায়নের মনোভাব দেখে তিনি বললেন, আল্লাহর শত্রুরা, আল্লাহ তোদের লাঞ্ছিত করুন। আল্লাহ অচিরেই তাঁর নবিকে তোদের থেকে অমুখাপেক্ষী করবেন। কপোট ও দ্বিমুখী এই মুনাফিকদের উদ্দেশেই আল্লাহ আয়াত নাযিল করে বলেন, দুটি দল মুখোমুখি হওয়ার দিন তোমাদের যা স্পর্শ করেছে, তা আল্লাহর অনুমতিতেই, যেন তিনি মু'মিনদের চিনে নিতে পারেন এবং চিনতে পারেন মুনাফিকদেরও। তাদের বলা হলো—

> তোমরা ফিরে এসো, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো কিংবা প্রতিরোধ করো। তারা বলল, যদি আমরা জানতাম যুদ্ধ হবে, তবে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম না। ঈমান অপেক্ষা সেদিন তারা কুফুরির অধিক নিকটবর্তী ছিল, তারা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই; তাদের সুপ্ত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহই অধিক অবগত। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৬-৬৭]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনু সালামা ও বনু হারিসা:

উবাই ইবনু সালূল তার অনুচরদের নিয়ে পিছুটানের পর বনু সালামা ও বনু হারিসাও ফিরে যেতে মনস্থির করে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের দৃঢ়পদ ও অবিচল রাখেন। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ ﷺ বলেন, এই আয়াত নাযিল হয়েছে আমাদের সম্পর্কে—আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের মধ্যে দুটি দল (বনু সালামা ও বনু হারিসা) যখন সাহস হারিয়ে ফেলার পড়ার উপক্রম হয়েছিল, যতক্ষণ না আয়াতের এই অংশ—আর আল্লাহই তাদের অভিভাবক—নাযিল হয়েছে আমার মনে হচ্ছিল, আহ! আয়াতটি যদি নাযিল ই না হতো।[৫০৭]

মুনাফিকদের অবস্থান মুসলিমদের এই দুই দলের মাঝে বেশ প্রভাব ফেলেছিল। তারা মাদীনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা করছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিভাবক ঘোষণার পর তারা দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠেন, প্রবৃত্তির ওপর বিজয়ী হন, অবিচল থাকেন মুসলিমদের সঙ্গে। উবাই ইবনু সালূলের এই অবস্থানের ওপর সাহাবিদের মাঝে দুটি মত প্রকাশ পায়; একদল বলছিলেন—সৈন্যদলের মাঝে ফাটল সৃষ্টির কারণে প্রস্থানকারী মুনাফিকদের হত্যা করা হবে; অন্যরা বলছিলেন—তাদের হত্যা করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ কুরআনে এ দু-দলের অবস্থানের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন[৫০৮],

> তোমাদের কী হলো—মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দু-দলে বিভক্ত হলে! অথচ আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে ভ্রষ্ট করেছেন, তোমরা কি তাকে হিদায়াত দিতে চাচ্ছ? আল্লাহ যাকে বিচ্যুত করেন, তুমি তার জন্য কোনো পথ পাবে না। [সূরা নিসা, ৪: ৮৮]

অমুসলিমদের থেকে সাহায্য গ্রহণে নবিজি:

শাইখাইন নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা বাহিনী দেখতে পেলেন। তারা খুব হাঁকডাক ছেড়ে সামরিক কসরত প্রদর্শন করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? সাহাবিরা বললেন, এরা ইয়াহূদি। উবাই ইবনু সালূলের মিত্রলোক। রাসূল ﷺ বললেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমরা কোনো মুশরিকের সাহায্য নিতে চাই না। নবিজি এখানে একটা মূলনীতি বর্ণনা করেছেন; তা হলো—ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যের দিকে ঝুঁকে না পড়া।[৫০৯]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অল্পবয়স্ক সাহাবিদের ফিরিয়ে দেওয়া:

বয়স কম হওয়ার কারণে শাইখাইন নামক স্থান থেকে আল্লাহর রাসূল ﷺ কিশোরদের একটি দল ফিরিয়ে দেন। তাদের বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। অনেকের বয়স এর চেয়েও কম। এই অল্প বয়েসি জানবাজদের কয়েকজন হলেন—'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, যাইদ ইবনু সাবিত, উসামা ইবনু যাইদ, যাইদ বিন আরকাম, বারা ইবনু আযিব, আবু সাঈদ খুদরি ؓ। ছোট হওয়ার কারণে সুযোগ না পাওয়াদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ জন।

রাফি' ইবনু খাদীজের ব্যাপারে যখন বলা হলো, তিনি দক্ষ তিরন্দাজ, তখন তাকে অনুমতি দেওয়া হয়। এই খবর সামুরা ইবনু জুনদুবের কাছে পৌঁছালে তিনি দৌড়ে বাবা মুররা বিন সিনানের কাছে ছুটে যান—ইনি ছিলেন আবু সাঈদ খুদরির চাচা। সামুরা ؓ তার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেন, বাবা, রাসূলুল্লাহ রাফি'কে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন,; কিন্তু আমাকে দেননি। অথচ আমি ওকে কুপোকাত করতে পারি। মুররা বিন সিনান তখনই নবিজির কাছে এলেন। খুলে বললেন সবকিছু। রাসূল ﷺ রাফি' ও সামুরাকে কুস্তি লড়তে বললেন। লড়াই শুরু হলো। অল্প সময়ের মাঝে সামুরা ؓ রাফি'কে ভূপাতিত করলেন। এরপর রাসূল ﷺ সামুরাকেও যুদ্ধের অনুমতি দেন।

নবিজি ﷺ-এর সমরাভিজ্ঞতা, নেতৃত্বে নিখুঁত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার দীপায়িত প্রকাশ ঘটেছে এখানে। সে সময় ছোটদের মাঝে জিহাদের অদম্য আগ্রহ ছিল; কিন্তু তিনি তাদের মধ্য থেকে শুধু রাফি' ও সামুরাকেই তাদের শক্তি পরীক্ষা করে সেনাবাহিনীতে সুযোগ দিয়েছেন—বাকিদের ফিরিয়ে দিন। কারণ, তিনি আশঙ্কা করেছেন—তরবারি, বর্শা বা তিরের আঘাত তারা সহ্য করতে পারবে না, আঘাতে আতঙ্কিত হয়ে যাবে। যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলে বেছে নিতে পারে পলায়নের পথ। ফলে মুসলিমদের সৈন্যব্যূহে ফাটল সৃষ্টি হবে, ভাঙতে পারে মনোবল। এতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধপরিকল্পনা:

সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার চিত্র

কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ বহুমুখী কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উপযুক্ত স্থান বেছে নেন। নির্বাচন করেন যুদ্ধবাজ সাহাবিদের, অনুপযুক্তদের অব্যাহতি দেন। ৫০ জন সাহাবির একটি তিরন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। বিশেষ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দিক-নির্দেশনা দিয়ে তাদের কাজ বুঝিয়ে দেন। পদাতিক বাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করেন। প্রত্যেক দলের জন্য নির্ধারণ করেন একজন করে পতাকাবাহী কমান্ডার।

পদাতিক বাহিনীর তিনটি অংশ ছিল—

১. মুহাজির বাহিনী—তাদের পতাকা দেওয়া হয় মুস'আব ইবনু উমাইরের হাতে;

২. আনসারি আওস বাহিনী—উসাইদ ইবনু হুজাইরকে দেওয়া হয় এই দলের পতাকা;

৩. আনসারি খাযরাজ বাহিনী—হুবাব বিন মুনজির এদের পতাকা বহন করেন।[৫১০]

উদ্দীপনা সৃষ্টিমূলক নীতি

রাসূলে কারিম ﷺ-এর নীতি ছিল তিনি সাহাবিদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্‌বুদ্ধ করতেন। রণাঙ্গনেও শিক্ষা দিতেন সবরের, যেন অভ্যন্তরীণ তাকওয়া অর্জিত হয়, শত্রুর সাক্ষাতে যেন ভড়কে না পড়তে হয়। উহুদ যুদ্ধে নবিজির কর্মতৎপরতার বর্ণনা করতে গিয়ে ওয়াকিদি বলেন, রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন—প্রিয় আল্লাহর সেনাদল, আমি তোমাদের সেই উপদেশ দেবো, যা কুরআনে আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। তাঁর আনুগত্যে আমল করবে, হারাম থেকে বেঁচে থাকবে; তোমরা আজ প্রতিদান ও সঞ্চিত নিয়ামাতের মানযিলে দাঁড়িয়ে আছ—যে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের পথে, চলেছে কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যমী হয়ে। জিহাদ একটি দৃঢ় সংকল্পের ব্যাপার, খুব অল্প মানুষ রণাঙ্গনে অটল থাকতে পারে। অবিচল থাকতে পারে সে-ই, আল্লাহ যাকে স্থিরচিত্ত রাখেন। আল্লাহ তারই সাহায্যে থাকেন, যে তাঁর আনুগত্য করে। আল্লাহর যে অবাধ্য হয়, শয়তান হয়ে যায় তার সহযোগী। তোমরা জিহাদের সূচনা করো অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার মাধ্যমে, অর্জন করো আল্লাহর প্রতিশ্রুত প্রতিদান। আমি তোমাদের সরলতায় পরম আগ্রহী। মতানৈক্য বিভেদ ও নিজেদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি অক্ষমতা ডেকে আনে, চলে আসে দুর্বলতা, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না—এতে সাহায্য ও বিজয় অর্জনে ব্যত্যয় ঘটে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষাব্যূহ

মুসলিম বাহিনীর সুরক্ষায় রাসূল ﷺ উহুদ পাহাড়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই সাহাবিরা যখন উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে, তখন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিনি পাহাড়কে বাহিনীর পশ্চাদ্‌মুখী করেন, তারা হন মাদীনার অভিমুখী। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরের নেতৃত্বে ৫০ জন সৈন্যের একটি তিরন্দাজ বাহিনী গঠন করেন, তাদের আইনাইন পর্বতের ওপরে উহুদের অভিমুখী হয়ে অবস্থান নিতে বলেন। এই তিরন্দাজ প্রতিরক্ষা বাহিনীর দায়িত্ব ছিল, মুশরিকদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করবে।

বিশেষভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, খবরদার! তোমরা আমাদের বিজয়ী হতে দেখলেও এখান থেকে সরবে না; তাদের আমাদের ওপর বিজয়ী হতে দেখলেও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না।[৫১১] সৈন্যদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবে না। লড়াই শুরু করবে না, যতক্ষণ না আদেশ করি। তিরন্দাজ বাহিনীর আমীরকে বলেন, বর্শা দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর প্রতিরক্ষায় থাকবে তুমি। পেছন থেকে শত্রু যেন আমাদের আক্রমণ করতে না পারে। জয়-পরাজয় যা-ই ঘটুক, তোমার স্থানে অটল থাকবে। তিরন্দাজদের উদ্দেশে বলেন, বজ্র শক্তিতে তোমাদের স্থান ধরে রাখবে, এখান থেকে সরবে না। যদি দেখো, আমরা তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছি, এমনকি সৈন্যব্যূহ ভেদ করেছি, তবুও তোমাদের স্থান থেকে পৃথক হবে না। আমাদের পরাজিত হতে দেখলেও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। পশ্চাদাক্রমণকারীকে বর্শা দিয়ে ছত্রভঙ্গ করবে—কেননা ঘোড়া বর্শার চেয়ে দ্রুতগামী নয়। আমরা ততক্ষণ বিজয়ী থাকব, যতক্ষণ তোমরা নিজেদের স্থানে অটল থাকবে। হে আল্লাহ, তোমাকে তাদের ওপর সাক্ষী রাখছি।

মুসলিমরা উঁচু স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। কাফির বাহিনীর জন্য রেখে দেন উপত্যকার উন্মুক্ত প্রান্তর, যেন তাদের চেহারা থাকে উহুদের দিকে আর পেছনে থাকে মাদীনা। তিরন্দাজদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল—পেছন থেকে মুসলিমদের রক্ষা করা, সেদিক থেকে আসা অশ্বারোহী বাহিনী প্রতিহত করা।

সেনাবিন্যাস

সালাতের মতো সারিবদ্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিরা এগিয়ে আসেন। নবিজি ﷺ হেঁটে হেঁটে সব সারি সোজা করে দেন। এ সময় সবার স্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেন, অমুক, এগিয়ে এসো, আর এই যে তুমি পিছিয়ে যাও। এভাবে সবাইকে সারিবদ্ধ করেন। প্রথম সারিতে শক্তিধর লোকদের স্থান দেন, যেন পেছনের যোদ্ধাদের জন্য তারা রাস্তা করে দিতে পারেন। রাসূল ﷺ সেদিন এই পদ্ধতি অবলম্বন করে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিজ্ঞ রণকৌশলের পরিচয় দেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শুরু হলো যুদ্ধ

তুমুল যুদ্ধ

আবু সুফিয়ান যুদ্ধের শুরুতে সুদৃঢ় মুসলিম শিবিরে ফাটল সৃষ্টির জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যেই সে আনসারদের কাছে লোক পাঠিয়ে বলে, আমাদের ও আমাদের চাচাতো ভাইদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াও। আমরাও সরে যাব। আমাদের লড়াইয়ের কোনো প্রয়োজন পড়বে না। আনসার সাহাবিরা তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথম আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে তারা মাদীনাবাসীর মধ্য থেকে একজনকে প্রতারক তৈরির পথ বেছে নেয়। এ কাজের জন্য কুরাইশরা নির্বাচন করে আবু আমির রাহিবকে। সে কিছু আনসার সাহাবিকে স্খলিত করার ফন্দি আঁটে; কিন্তু সে জানত না, তার জন্য লাঞ্চনাকর কিছু অপেক্ষা করছে।

সে আনসার সাহাবিদের সামনে গিয়ে বলল, হে আউস সম্প্রদায়, আমাকে তো তোমরা চেনো! আমি আবু আমির। তার কথা শেষ না হতেই আনসার সাহাবিরা বললেন, ওরে ফাসিক, গুপ্তচর হিসেবে তুই খুবই নিকৃষ্ট। আনসারিদের এই প্রত্যুত্তর শুনে সে বলল, আমার পরে আমার জাতির লোকেরা যে অনিষ্টের পথে চলবে, তা একদম ঠিক। এরপর সে তাদের সঙ্গে তীব্র লড়াই শুরু করে দেয় এবং পাথর ছুড়ে মারতে থাকে।

দেখতে দেখতে 'আলি ইবনু আবি তালিব ও মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহা বিন উসমানের মল্লযুদ্ধের মধ্য দিয়ে লড়াই শুরু হয়। *আস-সীরাতুল হালিবিয়্যাহর* গ্রন্থকার বলেন, মুশরিকদের সেনাসারি থেকে তালহা বিন উসমান বেরিয়ে এসে কয়েকবার মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানায়। মুসলিম বাহিনীতে তখন নীরবতা। সাহাবিদের কেউ তার দিকে এগিয়ে এলেন না। তালহার সাহস বেড়ে যায়। বুক ফুলিয়ে বলতে থাকে, মুহাম্মাদের সাথিরা, তোমরা তো মনে করো, আল্লাহ খুব দ্রুত তোমাদের তরবারি দিয়ে আমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং আমাদের তরবারি দ্বারা তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তোমাদের মাঝে কেউ কি আছে আমাকে তার তরবারি দিয়ে জাহান্নামে পাঠাবে, কিংবা আমি তাকে তরবারি দিয়ে তার জান্নাতকে ত্বরান্বিত করব? 'আলি ﷺ তার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ আমার তরবারি দ্বারা তোমার জাহান্নামকে ত্বরান্বিত করা কিংবা তোমার তরবারি দ্বারা আমার জান্নাতকে ত্বরান্বিত করার আগে আমি ক্ষান্ত হব না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলা শেষ না হতেই 'আলি ﷺ তাকে আঘাত করে পা কেটে দেন। তালহা মাটিতে পড়ে যায়, উন্মুক্ত হয় তার লজ্জাস্থান। তালহা বলে ওঠে, আমার ভাই, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে দয়া করো। 'আলি ﷺ তাকে আর আক্রমণ না করে ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর বলে ওঠেন। কিছু সাহাবি 'আলিকে বলেন, তাকে শেষ করলে না কেনো? 'আলি ﷺ বললেন, তার লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর সে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছে; ফলে তাকে আঘাত করতে আমি লজ্জাবোধ করছিলাম।

উভয় দলের মাঝে সংঘাত শুরু হয়। যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে। ওদিকে রাসূলুল্লাহ চেতনা-উদ্দীপক কথায় সাহাবিদের রক্তে জিহাদের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় নিজের তরবারি জুলফিকার উঁচিয়ে ধরে তিনি বললেন, এটি আমার কাছ থেকে নেওয়ার মতো কেউ কি আছে? উপস্থিত সাহাবিরা একসঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেন। প্রত্যেকেই বলছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি নেব।

একটা তরবারি তো সবাইকে দেওয়া যায় না। যেকোনো একজনের হাতে শোভা পাবে এটি। সেই কাঙ্ক্ষিত বীরকে খুঁজে নিতে রাসূল ﷺ বললেন, কে আছে এটির হক আদায় করতে পারবে? সবার মাঝে নীরবতা নেমে আসে। সবার মাঝখান থেকে সিমাক বিন খারশা এগিয়ে এসে বললেন, এটির হক আমি আদায় করতে পারব।[৫১২] তিনি ছিলেন বীর, যুদ্ধের সময় দম্ভ প্রকাশ করতেন, অহংকারীর মতো হাঁটতেন। আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে তরবারি নিয়ে শত্রু-সৈন্যের সারিতে ঢুকে পড়েন তিনি। মুশরিকদের ব্যূহ ভেদ করে সামনে এগোচ্ছিলেন বীরবিক্রমে। রাসূল ﷺ তার দম্ভের চিত্র দেখে বললেন, তার এই চলনভঙ্গি আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করবে—তবে রণাঙ্গনের ক্ষেত্রটা ভিন্ন।

যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﷺ। উহুদের দিনে আবু দুযানা সিমাক বিন খারশার বীরত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর রাসূলের কাছে প্রথমে আমি তরবারি চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে না দিয়ে আবু দুযানার হাতে তুলে দিলেন। আমি একটু কষ্ট পেলাম। মনে মনে বললাম, আমি ইবনু সাহিয়্যা, কুরাইশের বীর। আল্লাহর কসম, আমি দেখে নেব আবু দুযানা কী করে? আমি তার পিছু নিলাম। দেখলাম—তিনি একটা লাল কাপড় বের করে তা মাথায় বাঁধলেন। আনসার সাহাবিরা বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আরে দেখছ, আবু দুযানা তো মাথায় মৃত্যুকাপড়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বেঁধে নিয়েছে! আবু দুযানা রক্তে আগুন জ্বলা জ্বালাময়ী একটা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সামনে এগোচ্ছিলেন—

আমি পরম বন্ধুর সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি;

আমরা তো তরবারি দিয়ে শত্রুকে কুপোকাত করি।

আমি শেয়ালের মতো হাজার বছর বাঁচতে আসিনি—

এসেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরবারি দিয়ে

সিংহের মতো লড়তে...

সামনে যাকেই পাচ্ছিলেন, তার গর্দান কেটে ফেলছিলেন। মুশরিকদের এক ব্যক্তি আহত কোনো মুসলিমকে দেখলেই তার ওপর আক্রমণ করে বসছিল। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করছিলাম, এরা যদি মুখোমুখি হতো? বলতে না বলতে তাদের সাক্ষাৎ হলো। কয়েকবার চলল ঘাত-প্রতিঘাত। ওই মুশরিক আবু দুযানাকে লক্ষ্য করে প্রচণ্ড গতিতে আঘাত হানল। আবু দুযানা চামড়ার তৈরি ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করলেন। তরবারি তাতেই আটকে যায়। এই সুযোগে আবু দুযানা তার ওপর তরবারি চালিয়ে যবনিকাপাত ঘটান।

এরপর দেখলাম আবু দুযানা তরবারি উঁচিয়ে হিন্দা বিনতে উতবার সিঁথি বরাবর তরবারি রাখলেন। কী মনে করে আবার তা সরিয়ে নিলেন। বললাম—আল্লাহই ভালো জানেন, কী মনে করে সরিয়ে নিলেন।

আবু ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে—আবু দুযানা বলেছেন, আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি লোকদের ভীষণভাবে উত্তেজিত করছে। আমি তাকে টার্গেট করলাম। যখন তাকে লক্ষ্য করে তরবারি উঠালাম, দেখি—সে এক নারী! তখন এক নারীকে হত্যা করা থেকে আমি আল্লাহর রাসূলের তরবারিকে সম্মানিত করলাম।

তিরন্দাজ বাহিনীর স্থান ত্যাগ

মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিমরা চোখ ধাঁধানো বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল—শাহাদাত, শাহাদাত! ইতিহাস হামযা ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব, মুস'আব বিন উমাইর, আবু দুযানা, আবু তালহা আনসারি সাঈদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস প্রমুখ বীরদের বীরত্বগাথা উল্লেখ করেছে নিষ্ঠার সঙ্গে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথমে মুসলিমরা তো বিজয় লাভ করেছিলেন; এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> তোমাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তার অনুমতিতে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলে; তবে যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে, জড়িয়ে পড়লে বিবাদে, আমি তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস দেখানোর পর তোমরা ভুল করলে; তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া প্রার্থনা করছিল, আবার কেউ আখিরাত। এরপর আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন, অবশ্য তিনি তোমাদের ক্ষমাও করে দিয়েছেন; নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল। [সূরা আলে ইমরান, ৩:১৫২]

তিরন্দাজ বাহিনী দেখল, মুশরিকরা মুসলিমদের ক্ষীপ্রতার সামনে টিকতে না পেরে পলায়ন করছে, রণাঙ্গনে পড়ে আছে গানীমাতের সম্পদ—ব্যাপারটি তাদের স্থান ত্যাগের মন্ত্রণা দেয়। তারা মনে করেছিলেন, যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। ফলে তারা আমীর 'আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর ﷺ-কে বললেন, গানীমাত, বন্ধুরা গানীমাত! তোমাদের সাথিরা জয় লাভ করেছে, তাই আর অপেক্ষা কীসের? 'আবদুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের কথা ভুলে গেছ? তারা বললেন, আরে, লোকজন তাদের অংশ নিয়ে নিচ্ছে, আমরা বসে থাকব কেন?[৫১৩] আমীরের কথায় ভ্রুক্ষেপ না করে তারা গানীমাতের সম্পদ লুফে নিতে নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করে ময়দানে চলে আসে।

তিরন্দাজ বাহিনীর এ অবস্থার কথা বিখ্যাত সাহাবি 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, মুশরিক বাহিনীর পলায়নের পর নবি ﷺ যখন গানীমাতের সম্পদ লাভ করেন, তখন তিরন্দাজ বাহিনীর সবাই মূল বাহিনীর মাঝে ঢুকে পড়ে—এরই মাঝে সাহাবিদের সারিগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। তারা যুদ্ধ শেষ ভেবে লড়াই থেকে হাত অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ওদিকে তিরন্দাজদের স্থান খালি পেয়ে মুশরিকদের একটা অশ্বারোহী বাহিনী মুসলিমদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। অযাচিত এই আক্রমণে মুসলিমরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। তারা ভুলক্রমে নিজেরা নিজেদের অনেককে হত্যা করে ফেলে। মুসলিমদের বহু লোক সেদিন শাহাদাতবরণকরেন।[৫১৪]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

খালিদ বিন ওয়ালিদ তখনো মুশরিক। উহুদ যুদ্ধে ছিলেন একটা ঝটিকা দলের কমান্ডার। মুসলিম তিরন্দাজ বাহিনীর অনুপস্থিতির এই সুযোগ তিনিই কাজে লাগান। পলায়নরত মুশরিকরা এই দৃশ্য দেখে নতুন করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসে, মুসলিমদের দুদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলে। মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেন প্রাথমিক অবস্থান। তারা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। যুদ্ধের এই পটে এসে তাদের মাঝে ছিল না কোনো শৃঙ্খলা বা ঐক্য। তারা শত্রু-মিত্রের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারছিলেন না। ভুল করে হুজাইফা ﵁ নিজের বাবা ইয়ামানকেই হত্যা করে ফেলেন। একের পর এক শহিদের লাশ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে থাকে। রাসূল ﷺ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সবাই। বিপর্যস্ত এই সময়ে এ কথাও প্রচারিত হয়—তিনি নিহত হয়েছেন। সৃষ্টি হয় তীব্র বিশৃঙ্খলা, উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রণক্ষেত্র।

মুশরিকরা যেকোনো মুসলিমকে দেখলেই হত্যা করছিল। রাসূল ﷺ পর্যন্ত পৌঁছাতে চেষ্টা করছিল প্রাণান্তকর। সাহাবিদের প্রতিরোধব্যূহ ভেদ করে সামনে এগোনো সম্ভব না হওয়ায় ওরা নবিজির দিকে পাথর নিক্ষেপ শুরু করে। একটা পাথর লেগে তাঁর নাক ফেটে যায়, ভেঙে যায় পাটির দুটি দাঁত। তাঁর চেহারায় আঘাত করা হলে কেটে গিয়ে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়।

আনাস ﵁ বলেন,

> উহুদের দিন নবিজির দাঁত মুবারাক ভেঙে যায়। মাথায় আঘাত করা হয়। নির্গত রক্ত মুছে তিনি বলছিলেন, সেই জাতি কীভাবে সফল হবে, যারা তাদের নবিকে আঘাত করে, তার দাঁত ভেঙে দেয়, অথচ তিনি তাদের আল্লাহর দিকে ডাকেন? এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে আপনার কিছু করার নেই, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন, নিশ্চয় তারা জালিম। [সূরা আলে ইমরান: ১২৮]

চেহারা ও গড়নে মুস'আব বিন উমাইর ছিলেন আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। ইবনু কুম'আহ তাকে হত্যা করে কুরাইশদের উদ্দেশে বলতে থাকে, আমার স্বজাতির লোকেরা, শুনছ? আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি! সবখানে বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন। এই সংবাদ শুনে মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অনেকেই মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। একটি দল পাহাড়ের ওপর অবস্থান নেয়। বিপর্যস্ত এক করুণ অবস্থা গ্রাস করে নেয় সবাইকে। তারা ভাবতে পারছিলেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

না, এমন নাজুক পরিস্থিতিতে কী করবেন? ফলে মুসলিমদের একটি দল যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরে যায়। কেউ কেউ অস্ত্র রেখে এক প্রান্তে গিয়ে বসে পড়ে।

কিছু সাহাবি ছিলেন, যারা আল্লাহর রাসূলের মৃত্যু সংবাদ শুনেও শাহাদাতের নেশায় জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এদের মাঝে ছিলেন আনাস বিন নাজর ﷺ। বদরযুদ্ধে শরিক হতে না পেরে তিনি সারাক্ষণ আফসোস করতেন। ওয়াদা করে বলেছিলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে তাঁর রাসূলের সঙ্গে কোনো যুদ্ধের তাওফীক দিলে আল্লাহকে দেখাব আমি কী করতে পারি। উহুদযুদ্ধেই তিনি কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেন। জিহাদ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়া কিছু লোকের পাশ কেটে যাচ্ছিলেন তিনি। কিছুটা অবাক কণ্ঠে—কী ব্যাপার, তোমরা এভাবে বসে আছ! তারা বললেন, আল্লাহর রাসূল নিহত হয়েছেন, আমরা এখন কী করব? তিনি বললেন, বন্ধুরা, শুনে রাখো, মুহাম্মাদ মারা গেলেও মুহাম্মাদের রব কিন্তু মারা যাননি। তিনি যে জন্য মারা গেছেন, তোমরা সে জন্য মারা যাও! তিনি দু'আ করে বলছিলেন, হে আল্লাহ, এদের কথা থেকে আমি তোমার কাছে অপারগতা প্রকাশ করছি; মুশরিকদের আনীত বিষয় থেকে মুক্ততা ঘোষণা করছি। এরপর সা'দ বিন মু'আযের সঙ্গে তার দেখা।তিনি উহুদের দিকে তাকিয়ে তাকে বলেন, 'সা'দ , আমি তো উহুদের পেছন থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। এরপর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ক্ষীপ্র গতিতে তরবারি চালাতে চালাতে শাহাদাত বরণ করেন। তির, বর্শা ও তরবারি মিলিয়ে ৮০টিরও অধিক আঘাত তার শরীরে পাওয়া যায়। তাকে চেনা যাচ্ছিল না কোনোভাবেই। তার বোন আঙুল দেখে তার লাশ শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তিনি ও তার মতো বান্দাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেন,

> মু'মিনদের মাঝে কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে) তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার অনেকে প্রতীক্ষায় আছে। তারা প্রতিশ্রুতিতে কোনো পরিবর্তন করেনি। [সূরা আহযাব, ৩৩: ২৩]

আর কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে যারা রণাঙ্গন থেকে প্রস্থান করেছিল, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

> স্মরণ করো, যখন তোমরা ওপরের দিকে ছুটছিলে এবং কারও দিকে ফিরেও দেখছিলে না। আর রাসূল তোমাদের ডাকছিল পেছন থেকে; অতঃপর তিনি তোমাদের দুশ্চিন্তার ওপর আরেক দুশ্চিন্তা চাপিয়ে দিলেন, যেন তোমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

> যা হারিয়েছ এবং যে বিপদ তোমাদের ওপর এসেছে, তার জন্য দুঃখিত না হও। আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে সম্যক অবগত। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৩]

যুদ্ধের সময় নবিজির মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ মুহূর্তেই সবখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর পরিত্রাণ ও জীবিত থাকার সুসংবাদ প্রথমে জানেন কা'ব বিন মালিক ﵁। তিনি একবার উঁচু আওয়াজে সবাইকে এই সুবার্তা জানিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু রাসূল ﷺ বারণ করেন, যেন মুশরিকরা এদিকটায় দৃষ্টি না ফেরায়।[৫১৫] কুরআনুল কারীমে এ-ও বর্ণিত হয়েছে—

> আল্লাহ তা'আলা মাদীনায় প্রত্যাবর্তিত এই দলটিকে মাফ করে দিয়েছেন; ইরশাদ হচ্ছে, দুটি দল মুখোমুখি হওয়ার দিন যারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে, নিশ্চয় শয়তান তাদের কিছু কৃতকর্মের কারণে তাদের স্খলিত করেছে, আর আল্লাহ অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন; নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৫]

সেনাবাহিনী পুনর্গঠন

মুসলিমদের পেছন দিক থেকে মুশরিকরা যখন আকস্মিক আক্রমণ শুরু করে, তখন তাদের মূল টার্গেট ছিল রাসূল ﷺ। নবিজি তাঁর স্থান থেকে সরতেই পারছিলেন না আর সাহাবিরা একের পর এক তাঁর সামনে লুটিয়ে পড়ছিলেন! রাসূল ﷺ মুশরিকদের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে যান, তাঁর সঙ্গে তখন ছিল মাত্র নয়জন সাহাবি। সাতজনই আনসারি। সাহাবিরা প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন মুশরিকদের এই বেষ্টনী ভেঙে নবিজিকে নিয়ে পর্বতারোহণ করতে, যেন মূল বাহিনীর কাছে নেওয়া যায়।

আনসার সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলের সুরক্ষায় অসীম বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। তারা একের পর এক শহিদ হচ্ছিলেন। কাইস বিন আবু হাযিম বলেন, আমি দেখেছি, নবিজিকে রক্ষাকারী তালহার হাত চালুনির মতো হয়ে গেছে। নবিজি একটি পাথরে বসতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু পারছিলেন না। এ সময় তালহা তার নিচে বসেন। তার পিঠে ভর করেই রাসূল ﷺ পাথরে বসতে সক্ষম হন। যুবাইর ﵁ বলেন, আমি নবিজিকে বলতে শুনলাম, তিনি সুসংবাদ শুনিয়ে বলেন, তালহা ওয়াজিব করে নিয়েছে। অর্থাৎ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহর রাসূলের সামনে থেকে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ বীরদর্পে লড়াই করেছেন, রাসূল ﷺ তাকে বর্শা দিয়ে বলছিলেন, সা'দ, নিক্ষেপ করো—তোমার জন্য আমার বাবা-মা কুরবান হোক।

আবু তালহা আনসারি ﷺ দক্ষ তিরন্দাজ সাহাবি। আল্লাহর রাসূলকে বাঁচাতে শত্রুদের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে লড়াই করেছেন। কঠিনভাবে টেনে তির নিক্ষেপ করার ফলে উহুদের দিন তিনটা ধনুক ভেঙে ছিল তার হাতে। তার সম্পর্কে রাসূল বলেন, সৈন্যবাহিনীতে আবু তালহার আওয়াজ মুশরিকদের জন্য একটি বাহিনী অপেক্ষা ভয়ানক। তূণীরে তির আছে, এমন লোক নবিজিকে অতিক্রম করলে তাকে বলতেন, এগুলো আবু তালহাকে দাও। রাসূল ﷺ মাথা উঁচু করে লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চাইলে আবু তালহা বলতেন, প্রিয় আল্লাহর নবি, আপনার জন্য আমার বাবা কুরবান হোক; আপনি এভাবে দেখলে তির লাগতে পারে। প্রয়োজনে আমরা রক্ত ঝরাব, তবু আপনার আর এক ফোঁটা রক্তও যেন না ঝরে।

নাসীবাহ বিনতে কা'বও আল্লাহর রাসূলের পাশে থেকে তরবারির আঘাত প্রতিহত করেন, শত্রুদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করেন তির। একসময় ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। আবু দুযানা ﷺ আল্লাহর রাসূলের পেছন দিক থেকে পিঠ পেতে দিয়ে নিজেকে বানিয়েছিলেন ঢাল। বেশ কয়েকটি তির তার পিঠে বিদ্ধ হয়—তিনি কাফেরদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন।

এই সংক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে নবিজির পাশে আসতে সক্ষম হন আবু বাক্‌র ও আবু উবাইদা ﷺ। তিনি নবিজির চেহারায় বিদ্ধ হওয়া তির দাঁত দিয়ে বের করে ফেলেন। এরপর অল্প সময়ের মাঝে একটি মুসলিম বাহিনী তাঁর কাছে এসে একত্রিত হয়। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ জন। আল্লাহর রাসূলকে সুরক্ষা দেওয়া সাহাবিরা হলেন—কাতাদা, সাবিত বিন দাহদাহ, সাহাল বিন হুনাইফ, 'উমার ইবনুল খাত্তাব, 'আবদুর রাহমান বিন 'আউফ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﷺ।

খালিদের নেতৃত্বে আসা একটি আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন 'উমার ﷺ। এই তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করতে 'উমার-এর সঙ্গে থাকা মুসলিমরা বেশ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মুসলিমরা ফিরে আসেন, নতুন করে আবার তারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ওদিকে মুশরিকরা যুদ্ধের ইতি টানার ব্যাপারে নিরাশায় ভুগতে থাকে। দীর্ঘ সময়ের যুদ্ধের ফলে ক্লান্তি চলে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া সাহাবিদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নিয়ে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যান। মুসলিমরা ছিলেন ব্যথিত, শঙ্কিত এবং প্রিয় নবির চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত; বিজয়ের পর আবার মুশরিকদের আক্রমণে অনেকটা পর্যুদস্ত। এমন ভারাক্রান্ত সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চোখে তন্দ্রা ঢেলে দেন। সাহাবিরা অল্প সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়েন। জেগে ওঠার পর তারা ছিলেন নিরাপদ প্রশান্তচিত্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

অতঃপর তিনি তোমাদের ওপর দুশ্চিন্তার পর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের মধ্য থেকে এক দলকে আচ্ছন্ন করেছিল, আরেক দল নিজেরাই নিজেদের উদ্বিগ্ন করেছিল। তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহিলি ধারণার মতো অসত্য ধারণা পোষণ করেছিল। তারা বলছিল, আমাদের কি কোনোকিছুর এখতিয়ার আছে? বলো, নিশ্চয় সব বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারে। তারা তাদের অন্তরে এমন কথা লুকিয়ে রাখে, যা আপনার কাছে প্রকাশ করে না। তারা বলে, যদি কোনো বিষয়ে আমাদের এখতিয়ার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।

> বলো, তোমরা যদি তোমাদের ঘরে থাকতে, তবুও যাদের ব্যাপারে নিহত হওয়া অবধারিত ছিল, তারা তাদের মৃত্যুস্থলের দিকে ছুটে যেত। তা এজন্য যে, তোমাদের মনে যা আছে, আল্লাহ্ তা যাচাই করেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা পরিশুদ্ধ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তস্থিত বিষয়ে সর্বজ্ঞ।
> [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৪]

মুফাসসিরগণ আয়াতগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন এভাবে যে, যারা নিজেরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছে, তারা হলো মুনাফিক। বস্তুত যুদ্ধের দীর্ঘতা ও মুসলিমদের প্রতিরোধের কারণে মুশরিকরা ছিল অনেকটা বিধ্বস্ত। তাই বিজয় দিয়ে যুদ্ধের ইতি টানা ছিল তাদের নাগালের বাইরে। বিশেষ করে আল্লাহ্ যখন মুসলিমদের মাঝে নিরাপত্তা নাযিল করেন এবং দান করেন প্রশান্তি। চূড়ান্ত পর্যায়ে মুসলিমদের প্রতিরোধ-দৃঢ়তার ফলে তাদের পিছু নেওয়া থেকে মুশরিকরা বিরত থাকে। আসলে তাদের সামরিক শক্তিও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।[৫১৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উহুদের আলোচিত শহিদেরা

হামযা ইবনু 'আবদিল মুত্তালিব

কিয়ামাত দিবসে তিনি আল্লাহর কাছে শহিদদের সর্দার হিসেবে গণ্য হবেন। আল্লাহর সিংহ হামযা ﷺ সেদিন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। অনেক মুশরিককে হত্যা করেন। বনু 'আবদুদ দারের মধ্য থেকে মুশরিকদের ঝান্ডাবাহীদের একটি অংশকে ধ্বংস করে দেন নিমিষেই। এভাবেই অভাবনীয় বীরত্ব ও সাহসিকতার ঝলক দেখিয়ে সামনে এগোচ্ছিলেন তিনি। এরই মাঝে ওয়াহশি তাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। একটি মোক্ষম সুযোগ তার সামনে আসে। তাকে নিশানা করে বর্শা নিক্ষেপ করে ওয়াহশি। হামযা ﷺ বর্শাবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

হামযার শাহাদাতের এই মর্মস্পর্শী কাহিনি ওয়াহশি র জবানীতেই স্মরণীয় হয়ে আছে। ওয়াহশি বলেন, বদরযুদ্ধে হামযা তাঈমা বিন আদি বিন খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। আমার মুনিব জুবাইর বিন মুতঈম আমাকে বলল, আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধে হামযাকে হত্যা করতে পারলে তুমি আযাদ। এই প্রস্তাবের পর আমি সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। আইনাইনের বছর কুরাইশি লোকদের সঙ্গে আমি যুদ্ধে বের হই (আইনাইন উহুদের একটি পাহাড়ের নাম)। সবাই যখন যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হলো, তখন সিবা' সারি থেকে সামনে এসে বলল, আমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করার মতো সাহস কারও আছে? হামযা ﷺ তার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, আরে সিবা', তুই তো নারীদের খতনাকারী মায়ের সন্তান; তুই কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করছিস! এরপর চোখের পলকে তার ওপর আক্রমণ করে বসেন। এদিকে আমি হামযাকে ধরাশায়ী করার সুযোগের সন্ধানে একটি পাথরের আড়াল হই। তিনি আমার নিকটবর্তী হলে তার উদ্দেশে বর্শা নিক্ষেপ করি। আমার নিক্ষিপ্ত বর্শা তার কাঁধে আঘাত হেনে অপর পাশে বেরিয়ে আসে। এভাবেই আমি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করি। যুদ্ধ শেষে লোকদের সঙ্গে মাক্কায় ফিরে আসি। আমি মাক্কাতেই অবস্থান করছিলাম। ইতোমধ্যে এখানেও ইসলাম প্রসার লাভ করে।

তারপর কোনো কারণে আমি তায়েফে চলে আসি। এখানকার লোকেরা আল্লাহর রাসূলের কাছে একজন দূত পাঠায়। আমাকে বলা হয়—দূতের সঙ্গে তিনি মন্দ আচরণ করেন না। কিছু দিনের মধ্যে একটি প্রতিনিধিদল মাদীনার উদ্দেশে রওনা করে। আমি তাদের সঙ্গে বের হয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে চলে আসি। আমাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেখে তিনি বললেন, তুমি কি ওয়াহশি ? বললাম, জি। তিনি বললেন, তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছ? বললাম, একটা কারণ ছিল এর পেছনে, হয়তো আপনি তা জানেন। তিনি বললেন, তুমি কি পারবে আমার থেকে তোমার চেহারা আড়াল করতে? আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসি। ভারাক্রান্ত হৃদয় বহন করে ঘুরেছি অনেক দিন। আল্লাহর রাসূল ﷺ চলে যান। ইতোমধ্যে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের আবির্ভাব ঘটে। আমি মনে মনে ভাবলাম—অবশ্যই আমি মুসাইলামাকে হত্যা করে হামযাহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করব।

লোকদের সঙ্গে মুরতাদ খতমের এই যুদ্ধে বের হলাম। মিথ্যাবাদী এই শয়তানটাকে আমি চিনতাম না। যুদ্ধের একপর্যায়ে দেখলাম, দেওয়ালের ফাঁকে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। পত্রপল্লবিত উটের মতো তাকে দেখতে। মাথার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত। একে লক্ষ করেই সেই বর্শাটা নিক্ষেপ করলাম। কাজ হলো। বুকে বিঁধে দুই কাঁধের মধ্য দিয়ে বের হলো। এরপর আনসারি এক সাহাবি তরবারি নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়।

‘আবদুল্লাহ ইবনু ফযল বলেন, সুলাইমান ইবনু ইয়াসার আমাকে বলেছেন, তিনি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমারকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেন, মুসাইলামাকে বর্শাবিদ্ধ হতে দেখে এক নারী বলে ওঠে, আমীরুল মু’মিনীনের কী সর্বনাশ হয়ে গেল, একটা কালো গোলাম তাকে হত্যা করে ফেলল।[৫১৭]

হামযার শাহাদাত ও আল্লাহর রাসূলের প্রতিক্রিয়া

যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, কেউ কি হামযার লাশ দেখেছ? এক ব্যক্তি বলল, তার লাশ আমি দেখেছি। রাসূল ﷺ বললেন, আমাদের নিয়ে চলো, আমরা তাকে দেখব। এরপর নবিজি ﷺ হামযার লাশের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন—তার পেট ফাড়া হয়েছে, করা হয়েছে অঙ্গহানি। লোকটা বলল, আল্লাহ ক্ষমা করুন, কীভাবে তার অঙ্গবিকৃতি করা হয়েছে!

অন্য বর্ণনায় আছে—রাসূল ﷺ হামযার লাশ দেখে ব্যথার আতিশয্যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। তিনি শহিদদের লাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি এদের জন্য সাক্ষী হলাম। রক্তমাখা জামাসহ তাদের কাফন পরাও। কেননা, আল্লাহর রাস্তায় যে-কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হলে কিয়ামাতের দিন তাকে রক্তমাখা অবস্থায় ওঠানো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হবে। তার রং হবে রক্তিম। ঘ্রাণ হবে মিশকের। কুরআন সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে আগে কবরে রাখবে। সবাইকে লাহাদ[৭] কবরে সমাধিত করো।

উহুদের দিন হামযা ও অন্যান্য সাহাবিদের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। তিনি উহুদের উদ্দেশ্যে বের হবার আগেই সাহাবিগণকে তাঁর স্বপ্নের কথা জানিয়েছিলেন। নবিজি বলেন, আমি আমার তরবারি জুলফিকার দেখলাম ভগ্ন অবস্থায়। আমি এর ব্যাখ্যা করেছি—তোমাদের পরাজয়। আরও দেখলাম, আমি একটা ভেড়ার পিঠে আরোহণ করে আছি; এর ব্যাখ্যা হলো—একটা ভেড়ার পাল। এরপর দেখলাম, আমি একটি সুরক্ষিত দুর্গে; তা হলো—মাদীনা। সবশেষে দেখলাম, একটি গাভি জবাই হচ্ছে; আল্লাহর কসম, এতে কল্যাণ আছে! আল্লাহর কসম, এতে কল্যাণ আছে![৫১৮]

সহোদরের মৃত্যুতে সাফিয়্যাহ বিনতে 'আবদুল মুত্তালিবের ধৈর্যধারণ

যুবাইর ইবনুল আওয়াম বলেন, যুদ্ধ শেষে এক মহিলা দৌড়ে এদিকে আসছিলেন। শহিদদের লাশ দেখতে চাচ্ছিলেন তিনি। রাসূল ﷺ চাচ্ছিলেন না, তিনি তাদের দেখুক। নবিজি বললেন, এই নারীকে থামাও। আমি লক্ষ করে দেখলাম—তিনি সাফিয়্যাহ। আমি দ্রুত তার দিকে ছুটলাম। তিনি লাশগুলোর কাছে পৌঁছানোর আগেই তার পথ আগলে দাঁড়ালাম। আমাকে সামনে দেখে আমার বুকে একটা ঘুষি মেরে বললেন, আমার পথ ছেড়ে দাও, আমি আমার ভাইকে দেখার জন্য এসেছি। আমি বললাম, আল্লাহর রাসূল আপনাকে এদিকে আসতে নিষেধ করেছেন। তিনি দমলেন। দাঁড়ালেন সেখানে। সঙ্গে আনা দুটি কাপড় বের করে বললেন, এই কাপড় দুটি নাও। আমার ভাই হামযার জন্য এনেছি। আমি তার শাহাদাতের খবর শুনেছি। যাও, কাপড় দুটি দিয়ে তাকে কাফন পরাও। এরপর আমরা কাফন পরানোর জন্য হামযার কাছে গেলাম। এসে দেখি, তার পাশে একজন আনসারি সাহাবি।

---

(৭) কবর দুই ধরনের হয়ে থাকে। ১. লাহাদ কবর। ২. শাক কবর।

লাহাদ আর শাক কবরের মোটাদাগে পার্থক্য হলো: লাহাদ কবরে মাইয়্যাতের মাথা বরাবর মাটির দেওয়াল খুঁড়ে একটি গর্ত করা হয়। মাইয়্যতের মাথা এর ভেতর রেখে কিবলামুখী করে দেওয়া হয়। শাক কবরে এই রকম গর্ত থাকে না; বরং মাইয়্যতকে কিবলামুখী কাত করতে পারার জন্য কবরের ভেতরে সরু নালার মতো লম্বালম্বি ঢালু করে মাটি খোঁড়া হয়। কবরের ওপরে বাঁশ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে সাধারণত শাক কবরের প্রচলন রয়েছে। নরম মাটির স্থানগুলোতে এই রকম কবর হয়ে থাকে। তবে কবর হিসেবে লাহাদ উত্তম। - সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হামযার মতো তাকেও খুব নিকৃষ্টভাবে অঙ্গহানি করা হয়েছে। তারও কাফনের কোনো ব্যবস্থা নেই। এটি আমাদের বিবেকে নাড়া দিল যে, হামযাকে দুটি কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া হবে, অথচ আনসারি সাহাবির কাফনের কোনো ব্যবস্থা হবে না! আমরা বললাম, হামযাকে একটি কাপড় দেওয়া হোক, আরেকটি আনসারি সাহাবিকে। কাপড় দুটি পরিমাপ করে দেখি, একটির তুলনায় আরেকটি বড়। এখন কোন টুকরো কাকে দেবো, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলাম। অগত্যা লটারি করলাম। যার ভাগে যে কাপড় জুটেছে, সেটি দিয়েই তাদের কাফনের ব্যবস্থা করলাম।

হামযার জন্য শোক

রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ থেকে ফিরে এসে শুনতে পেলেন, আনসারি নারীরা কাঁদছেন। নবিজি ﷺ বললেন, কিন্তু হামযার জন্য কেউ তো কাঁদছে না! এই কথা আনসারি নারীদের কাছে পৌঁছালে তারা হামযার স্মরণে কান্না শুরু করেন। রাসূল ﷺ ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠেও তিনি শুনতে পান, নারীরা কেঁদেই চলেছে। তিনি বলেন, আরে, আজ পর্যন্ত ওরা কেঁদেই চলেছে! না, আজকের পরে কোনো মৃতের জন্য কেউ কাঁদতে পারবে না।[৫১৯] এ দিন থেকেই মৃত ব্যক্তির জন্য শব্দ করে কাঁদা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

হামযার নামে এক নবজাতকের নাম

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমাদের এক আনসারি সাহাবির একটি ছেলে জন্ম নেয়। তারা বলেন, আমরা তার নাম কী রাখব?' রাসূল ﷺ বললেন, আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো হামযা ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব। এ নামেই তার নাম রাখতে পারো। পরক্ষণেই ওয়াহি নাযিল করে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়—আল্লাহর কাছে প্রিয় নাম হলো 'আবদুল্লাহ ও 'আবদুর রাহমান। এরপর তিনি উপস্থিত লোকদেরএইকথাজানিয়েদেন।[৫২০]

তোমার চেহারা আমার থেকে আড়াল করতে পারবে?[৫২১]

ওয়াহশিকে রাসূলে কারীম ﷺ শুধু এটুকুই বলেছিলেন, তোমার চেহারা আমার থেকে আড়াল করতে পারবে?' তাকে জেরা করেননি, কোনো কটু কথাও বলেননি। আড়াল হবার কথা বলেছেন, কারণ, তাকে দেখলেই শহিদ হওয়া চাচা হামযার অঙ্গবিকৃত দেহাবয়ব তাঁর চোখে ভেসে উঠত; মানসিক বিমর্ষতা পেয়ে বসত, বিষণ্নতায় ছেয়ে যেত অন্তর—এটাই মানবিক স্বাভাবিক প্রকৃতি। এজন্যই

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকে চোখের আড়াল হতে বলেছেন, যেন ব্যথার স্মৃতির উৎসই না থাকে।

একটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে—'ওয়াহশি বলেছেন, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, কে—ওয়াহশি? বললাম, জি, আমি ওয়াহশি। তুমিই হামযাকে হত্যা করেছ?—জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, জি, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমার হাত দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছেন; কিন্তু তার হাত দিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত করেননি। কুরাইশরা নবিজিকে বলেছিল, তুমি কি তাকে ভালোবাসতে পারবে, অথচ সে হামযাকে হত্যা করেছে? এরপর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। আমার কথা শুনে রাসূল ﷺ তিনবার মাটিতে হাত মারলেন, তারপর আমার বুকেও তিনবার মৃদু আঘাত করে বললেন, ওয়াহশি, বেরিয়ে পড়ো; আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো, যেমন লড়াই করেছ আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখতে।

রাসূলে কারীম ﷺ পূর্বের কুফুরি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতার পাপ মুছে ফেলতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের নির্দেশ দিলেন, পাশাপাশি জিহাদের গুরুত্বও তুলে ধরেছেন। ওয়াহশি رضي الله عنه ইয়ামামার যুদ্ধে শরিক হওয়া ও মুসাইলামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করা ছিল আল্লাহর রাসূলের এই কথারই প্রভাব, যা ছিল তার পাপ মোচন, গুনাহ ঝেড়ে ফেলা ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পন্থা। ওয়াহশি رضي الله عنه নিজেও এটা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই মুসাইলামাকে হত্যার পর বলেছিলেন, আমি একজন উত্তম মানুষ অর্থাৎ হামযা ইবনু 'আবদুল মুত্তালিবকে হত্যা করেছিলাম, আর আজ সর্বনিকৃষ্ট মানুষকে হত্যা করে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম।

মুসআব বিন উমাইর رضي الله عنه

খাব্বাব رضي الله عنه বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে হিজরাত করেছি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব আল্লাহর। আমাদের মাঝে যারা নিজেদের পথে চলেছেন; কিন্তু তার প্রতিদানের কোনো কিছু ভক্ষণ করেননি, তাদের মধ্যে একজন হলেন মুস'আব বিন উমাইর رضي الله عنه। তিনি উহুদের দিন শহিদ হন। একটি চাদর ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি। আমরা তার মাথা ঢাকলে পা উদোম হয়ে যেত, পা ঢাকলে মাথা হয়ে পড়ত উন্মুক্ত। রাসূল ﷺ বললেন, তার মাথা ঢেকে পায়ের ওপর ইজখির ঘাস রাখো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আবদুর রাহমান ইবনু আউফ ﷺ বর্ণিত, একদিন তিনি রোজা ছিলেন। মাগরিবের আযানের সময় তার কাছে ইফতার পরিবেশন করা হয়। সুস্বাদু ইফতারির আয়োজন দেখে তিনি বলেন, মুস'আব বিন উমাইর শহিদ হলো, তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। আহ, তাকে কাফন দেওয়ার মতো একটা চাদর ছাড়া কিছুই ছিল না। হামযা শহিদ হলেন। তিনিও ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। তাকেও কাফন দেওয়ার মতো ছিল একটিমাত্র চাদর। আমার আশঙ্কা হয়, আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দুনিয়ার জীবনেই দেওয়া হলো কিনা! আখেরাতের দৃশ্যপট তার চোখের তারায় ভাসতে থাকে। কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ থেকে ফেরার সময় মুস'আব ইবনু উমাইরের লাশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার জন্য দু'আ করে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

> মু'মিনদের মাঝে কিছু মানুষ আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে; তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে) তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার অনেকে প্রতীক্ষায় আছে; তারা প্রতিশ্রুতিতে কোনো পরিবর্তন করেনি। [সূরা আহযাব, ৩৩: ২৩]

রাসূল ﷺ আবার বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, কিয়ামাত দিবসে এরা আল্লাহর কাছে শহিদ হিসেবে গণ্য হবে। তোমরা এখানে এসে তাদের কবর যিয়ারত করবে। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামাত পর্যন্ত যারা তাদের সালাম দেবে, তারা এর জবাব দেবে।[৫২২]

সা'দ বিন রাবি' ﷺ

উহুদযুদ্ধ শেষে নবিজি বলেন, সা'দ বিন রাবি'র সংবাদ কে আনতে পারবে? সে জীবিত নাকি মৃত? উবাই ইবনু কা'আব বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তার খবর আমি জেনে আসছি। নবিজি তাকে বলেন, 'সা'দ বিন রাবি'কে খুঁজে পেলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম বলবে। তারপর বলবে, রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করছেন—তুমি কেমন আছ? উবাই ইবনু কা'আব খুঁজতে খুঁজতে তাকে পেয়ে গেলেন। তিনি আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। উবাই ﷺ তাকে বলেন, সা'দ, নবিজি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমার খবর জানতে। তুমি জীবিত আছ নাকি শহিদ হয়ে গেছ? তিনি বললেন, ১২টি আঘাত আমাকে জীবনসায়াহ্নে উপনীত করেছে। ফুরিয়ে যাচ্ছে আমার সময়। আল্লাহর রাসূলকে সালাম, তোমাকেও সালাম। নবিজিকে বলবে—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। আমার আনসারি লোকদের বলবে—যদি তোমাদের একজনও জীবিত থাকে আর আল্লাহর রাসূল কষ্ট পান, তাহলে তোমরা রেহাই পাবে না। এর একটু পরই তার স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়।

‘আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ ﵁

সা’দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস ﵁ বলেন, উহুদের দিন ‘আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ তাকে বললেন, চলো দু‘আ করি। তারা দুজনে এক প্রান্তে এলেন। সা’দ ﵁ প্রথমে দু‘আ করে বললেন, হে আমার রব, রণাঙ্গনে প্রবল শক্তিশালী যোদ্ধার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়ো। আমি তার সঙ্গে লড়াই করব, সেও আমার সঙ্গে লড়াই করবে। সবশেষে তার ওপর আমাকে বিজয় দান করবে, যেন তাকে হত্যা করতে পারি এবং নিতে পারি তার অস্ত্র। ‘আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ ﵁ বললেন, আমীন। এরপর তিনি দু‘আ করে বলেন, হে আল্লাহ, আমাকেও প্রবল শক্তিধর ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিয়ো। তোমার জন্য তার সঙ্গে যুদ্ধ করব, সেও আমার সঙ্গে লড়াই করবে; সে আমাকে ধরাশায়ী করবে, কাটবে আমার নাক কান। কাল যখন তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে, তখন বলবে, তোমার নাক কান কাটা হয়েছে কেন? আমি বলব, তোমার ও তোমার রাসূলের জন্য। তুমি বলবে, সত্য বলেছ।

সা’দ ﵁ বলেন, বেটা শুনছ, আমার দু‘আ অপেক্ষা তার দু‘আই উত্তম ছিল। আমি দিন শেষে দেখেছি, নাক কান কেটে তার অঙ্গহানি করা হয়েছে।[৫২৩]

হানযালা ইবনু আবি আমীর ﵁

যুদ্ধের সময় হানযালা ﵁ আবু সুফিয়ানের ঘোড়ার পায়ে আঘাত করেন। সে মাটিতে পড়ে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে। হানযালা ﵁ তার গর্দান আলাদা করতে চাচ্ছিলেন। এমন সময় আসওয়াদ বিন শাদ্দাদ হানযালাকে ধরাশায়ী করে বর্শা দিয়ে আঘাত হানে। হানযালা ﵁ বর্শা নিয়েই তার দিকে এগিয়ে যান। আসওয়াদ দ্বিতীয় আঘাতে তাকে শহিদ করে দেয়।

আল্লাহর রাসূলের কাছে তার শাহাদাতের আলোচনা উঠলে বলেন, আমি দেখেছি আসমান ও যমিনের মাঝখানে তাকে একটা রুপার পাত্রে রেখে শিলাগলিত পানি দিয়ে ফিরিশতারা গোসল করাচ্ছে। তোমরা তার আহালকে জিজ্ঞেস করো—উহুদে আসার আগে তার কী হয়েছিল? সাহাবিরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করার পর তিনি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বলেন, মুসলিমদের বিপর্যয়ের কথা শুনে অপবিত্র অবস্থাতেই উনি জিহাদের উদ্দেশ্যে ছুটে যান। রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, এ কারণেই ফিরিশতারা তাকে গোসল করিয়েছে।

ওয়াকিদির বর্ণনায় আছে—হানযালা ﵁ জামীলা বিনতে 'আবদুল্লাহ বিন উবাইকে বিয়ে করেছিলেন। উহুদের আগের রাতে তাদের বাসর হয়। স্ত্রীর কাছে রাত্রি যাপনের অনুমতি চাইলে নবিজি তাকে অনুমতি দেন। সকালে ফজরের সালাতের পর হানযালা ﵁ আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু জামীলার আকর্ষণে সেবারের মতো ফিরে এসে তারা আবার মিলিত হন। ঠিক এমন সময় তার কাছে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়ের খবর আসে। গোসল করা পর্যন্ত বিলম্ব করা তার জন্য অসম্ভব মনে হয়। তাই অপবিত্র অবস্থাতেই যুদ্ধে বের হয়ে যান।

এর আগে জামীলা তার গোত্রের চারজন ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে বলেছিলেন, হানযালা তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি আসমান উন্মুক্ত হয়েছে। হানযালা দরজা অতিক্রম করার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। আমি বুঝেছি, তিনি শাহাদাত বরণ করবেন। হানযালার এই মিলনে জামীলার গর্ভে সন্তান আসে; তার নাম ছিল মুহাম্মাদ বিন হানযালা। এই মুহাম্মাদ অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতেন, ফিরিশতাদের হাতে গোসলকৃত পিতার সন্তান আমি। জামীলাকে পরে বিয়ে করেন সাবিত বিন কাইস। এই সংসারে জন্ম নেওয়া সন্তানের নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ বিন সাবিত বিন কাইস।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর বিন হারাম ﵁

'আবদুল্লাহ ইবনু আমর বিন হারাম ﵁ যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার সময় ছেলে জাবিরকে বলেন, বেটা জাবির, আমাদের অবস্থা কত দূর যায়, তা জানা পর্যন্ত বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে তোমার কোনো ইচ্ছাধিকার নেই। আল্লাহর কসম, আমার পরে আমার মেয়েদের যদি রেখে না যেতাম, তাহলে আমার সামনে তোমার যুদ্ধ করাকে আমি পছন্দ করতাম। আমি দেখছি আল্লাহর রাসূলের সাহাবিদের মাঝে আমিই প্রথম শহিদ হব ।আমার পরে রাসূলুল্লাহ ব্যতীত তোমার চেয়ে উত্তম কোনো প্রাণ আমি রেখে যাচ্ছি না। আমার কিছু ঋণ আছে, সেগুলো পরিশোধ করবে, তোমার বোনদের প্রতি খেয়াল রাখবে।

এরপর তিনি মুসলিমদের সঙ্গে বের হন। যুদ্ধ করতে করতে আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেন। জাবির ﵁ তার বাবার ব্যাপারে বলেন, আমার বাবা শহিদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হওয়ার পর তার চেহারা থেকে কাপড় সরাচ্ছিলাম আর কাঁদছিলাম। সাহাবিরা আমাকে কাঁদতে নিষেধ করছিলেন; কিন্তু নবিজি ﷺ বারণ করছিলেন না। আমার খালাও তার জন্য কাঁদছিলেন। রাসূল ﷺ বললেন, সে কাঁদুক বা না কাঁদুক, তোমরা তাকে উঠানোর আগ পর্যন্ত ফিরিশতারা ডানা দিয়ে তাকে ছায়া দেবে।

জাবির ﵁-এর দিকে তাকিয়ে নবিজি ﷺ বললেন, কী ব্যাপার জাবির, তোমাকে ভারাক্রান্ত মনে হচ্ছে! জাবির বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার বাবা শহিদ হয়েছেন, আবার রেখে গেছেন ঋণের বোঝা ও সন্তানাদি। নবিজি ﷺ বললেন, আমি কি তোমাকে সুসংবাদ শোনাব না, কীভাবে তোমার বাবা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন! জাবির বললেন, জি, অবশ্যই শুনব ইয়া রাসূলাল্লাহ। নবিজি ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেন পর্দার আড়াল থেকে; কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলেছেন সরাসরি। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা, কী চাও? আমি তোমাকে দিয়ে দেব। তোমার বাবা বলেছে, আমার প্রতিপালক আমাকে আবার জীবন দান করুন, আবার তোমার জন্য শহিদ হব। আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন, আমার পক্ষ থেকে আগেই এ সিদ্ধান্ত হয়েছে, কেউ সেখানে প্রত্যাবর্তন করবে না। তিনি বলেন,

> আমার রব, তাহলে আমার পরবর্তীদের জানিয়ে দিন। এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হয়, তোমরা তাদের মৃত ভেব না; বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত, তারা রিযিকপ্রাপ্ত হয়। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৯]

'আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ উহুদযুদ্ধের আগে একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেন, উহুদের আগে আমি স্বপ্ন দেখেছি, মুবাশশির বিন 'আবদুল মুনযির আমাকে বলছে, তুমি কদিনের মাঝেই আমাদের কাছে আসছ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এখন কোথায়? সে বলল, আমরা এখন জান্নাতে, যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াই। আমি বললাম, তুমি না বদরের দিন শহিদ হলে! সে বলল, হ্যাঁ, আবার জীবিত হয়েছি। ইবনু আমর নবিজির কাছে স্বপ্নের কথা উল্লেখের পর তিনি বলেন, আবু জাবির, এটাই হলো শাহাদাত। খুব বেশি দেরি হয়নি—উহুদযুদ্ধেই তার এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।

খাইসামাহ আবু সা'দ ﵁

খাইসামাহ আবু সা'দ বলেন, বদরযুদ্ধে আমার ভুল হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি যুদ্ধের প্রতি আগ্রহী ছিলাম। এমনকি বের হওয়ার ব্যাপারে আমার ছেলের সঙ্গে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লটারি করেছিলাম। লটারিতে সে জিতে যায়। বদরে আল্লাহ তাকে শাহাদাতের তাওফীক দান করেন। আজ সকালেই আমি ছেলেকে স্বপ্নে দেখেছি। চেহারা তার অনেক সুন্দর-উজ্জ্বল। জান্নাতের মনোরম উদ্যান ও নহরের পাশ দিয়ে মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে বলছিল, সত্য আমাদের সঙ্গে। আমরা জান্নাতে তা অনুভব করতে পারছি। আমার রবের প্রতিশ্রুতি আমি সত্য পেয়েছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ, জান্নাতে তার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহ নিয়ে আমার ঘুম ভেঙেছে। বেশ বয়স হয়েছে আমার, হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে। আমি আমার রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য দু'আ করুন—আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাতের তাওফীক দান করেন; জান্নাতে যেন সা'দকে দেখতে পারি। নবিজি ﷺ তার জন্য দু'আ করেন। অবশেষে উহুদযুদ্ধে তিনি শহিদ হন।

ওয়াহাব মুযানি ও তার ভাতিজা رضي الله عنهما

ওয়াহাব মুযানি ও তার ভাতিজা হারিস বিন উকবা মাদীনার বাইরে ছিলেন। মুযাইনাহ পাহাড় থেকে নিজেদের মেষ নিয়ে মাদীনায় এসে দেখেন জনশূন্য। তারা জিজ্ঞেস করেন, লোকজন কোথায়? উপস্থিত লোকেরা বলল, তারা উহুদে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশের মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন। তারা বললেন, চোখ না থাকলে আমাদের থেকে গিয়ে কাজ নেই। তৎক্ষণাৎ চাচা-ভাতিজা উহুদের উদ্দেশে বের হয়ে নবিজির কাছে আসেন। এসে দেখেন যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের কর্তৃত্ব আল্লাহর রাসূলের হাতে। উপত্যকায় মুসলিমদের সঙ্গে মিলিত হন। এরপরই খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ইকরিমার অশ্বারোহী বাহিনী পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। সবাই মিশে যায়। শুরু হয় প্রচণ্ড লড়াই। মুশরিকদের একটা দল পৃথক হয়ে আল্লাহর রাসূলের দিকে আসতে থাকে। নবিজি ﷺ বলেন, কে আছ, এই দলটিকে প্রতিহত করতে পারবে? মুযানি رضي الله عنه বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এদের জন্য আমিই যথেষ্ট। কথা শেষ না হতেই তিনি দাঁড়িয়ে তির নিক্ষেপ করতে থাকেন। অল্প সময়েই ওরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। তিনিও আগের স্থানে ফিরে আসেন।

মুশরিকদের আরেকটি দল নবিজির দিকে এগিয়ে আসে। এবারও তিনি বলেন, এই ঝটিকা বাহিনীকে কে রুখতে পারবে? এবারও মুযানি رضي الله عنه বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আছি। বিলম্ব না করে এলোপাথাড়ি তরবারি চালাতে থাকেন। এরাও পিঠ দেখিয়ে ভাগতে বাধ্য হয়। মুযানি رضي الله عنه আগের স্থানে ফিরে আসেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিছুক্ষণ পর আরেকটি দল এদিকে ছুটে আসতে থাকে। এবারও তিনি বলেন, এদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াতে পারবে? মুযানি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ক্লান্ত হইনি। নবিজি ﷺ বললেন, দাঁড়াও এবং জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। মুযানি রা. আনন্দচিত্তে প্রস্তুত হতে হতে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আর ফিরব না, ফিরতে চাইবও না। ক্ষীপ্র গতিতে তাদের মাঝে ঢুকে বিদ্যুৎবেগে তরবারি চালাতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের দেখছিলেন, এমন সময় তাদের পেছন থেকে তিনি বের হয়ে আসেন। নবিজি ﷺ দু'আ করছিলেন, হে আল্লাহ, তার প্রতি রহম করো।

একটু জিরিয়ে আবার তিনি কাফিরদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওরাও তাকে লক্ষ্য করে একযোগে তরবারি ও বর্শা চালায়। পরিশেষে শাহাদাতের মহাসৌভাগ্য অর্জন করেন তিনি। তার দেহে বর্শার ১০টি আঘাত পাওয়া যায়। খুব জঘন্য উপায়ে তাকে বিকৃত করা হয়েছিল। তার শাহাদাতের পর ভাতিজা যুদ্ধ শুরু করেন। একসময় তিনিও শহিদ হন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় মৃত্যু হলো মুযানির মৃত্যু। এমন মৃত্যু আমিও কামনা করি।

বিলাল বিন হারিস মুযানি রা. বলেন, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের সঙ্গে আমরা কাদিসিয়ার যুদ্ধে শরিক ছিলাম। বিজয়ের পর আমাদের মাঝে যখন গানীমাতের সম্পদ বণ্টন করা হয়। তখন কাবূস পরিবারের মুযাইনা গোত্রের এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের কাছে আসি। তিনি বলেন, কে—বেলাল! বললাম, জি, বিলাল। তিনি বললেন, মারহাবা! কিন্তু তোমার সঙ্গে এই যুবক কে? বললাম, আমার গোত্রের কাবুস পরিবারের সন্তান। সা'দ বললেন, তুমি কি সেই মুযানির পরিবারভুক্ত, যিনি উহুদযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। যুবক বলল, আমি তার ভাতিজা।

সা'দ বললেন, মারহাবা, আল্লাহ তোমাকে নিয়ামাত দান করুন। তোমার চাচাকে আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি। উহুদের দিন তার মতো অন্য কাউকে আমি দেখিনি। সেদিনের দৃশ্য এখনো মনে পড়ে। মুশরিকরা চারদিক থেকে আমাদের বেষ্টন করে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝখানে। চারপাশ থেকে একটা করে বাহিনী তার দিকে তেড়ে আসছে। প্রত্যেকটা বাহিনী প্রতিহত করতে মুযানি সাড়া দিয়ে বলেছেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি হাজির! শেষের বার তিনি দাঁড়ানোর সময় নবিজি বলেন—দাঁড়াও, জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো। মুযানি চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য অগ্রসর হলেন। আমিও তার পিছু নিলাম। আল্লাহর কসম, সেদিন আমি তার মতোই শাহাদাতের প্রত্যাশী ছিলাম। দেখতে দেখতে মুযানি শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চাচ্ছিলাম—আমিও তার সহযাত্রী হয়ে যাই; কিন্তু আমার ভাগ্যলিপিতে জীবনের আলো ছিল দীর্ঘ।

সা'দ ﷺ তখনই এই মুযানি যুবকের অংশ তাকে দিয়ে দেন। অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন তাকে। শেষে বলেন, আমাদের এখানেই থাকবে নাকি পরিবারের কাছে ফিরে যাবে? বিলাল বললেন—সে ফিরে যেতে চায়। এরপর আমরা ফিরে আসি।

সা'দ ﷺ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নবিজি ﷺ তার মরদেহের সামনে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, কেননা আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজেই ছিলেন ক্ষতবিক্ষত। সোজা হয়ে দাঁড়ানো ছিল তার জন্য ভীষণ কষ্টের। তারপরও মুযানিকে কবরে রাখার সময় তিনি পাশে ছিলেন। নিজে চাদর দিয়ে তার মাথা ঢেকে দিয়েছেন। এই চাদর তার পায়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নবিজি ﷺ আমাদের ঘাস একত্রিত করতে বলেন। আমরা তা সংগ্রহ করে মুযানির পা ঢেকে দিই। আল্লাহর রাসূল ﷺ এবার প্রস্থান করেন। আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আকাঙ্ক্ষা হলো—আল্লাহ যেন আমাকে মুযানির মতো মৃত্যু দেন।

আমর বিন জামুহ ﷺ

আমর বিন জামুহ ﷺ ছিলেন একজন পঙ্গু সাহাবি। সিংহের মতো চারটি সন্তান ছিল তার। যারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে প্রত্যেক যুদ্ধে অংশ নিতেন। তারা হলেন—খাল্লাদ, মুআওয়াজ, মুআয ও আবু আইমান। উহুদের দিন তারা বাবাকে বারণ করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ আপনাকে অপারগ করেছেন, তাই আপনার ওপর জিহাদ আবশ্যক নয়। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চলে আসেন। অনুযোগের সুরে বলেন, আমার ছেলেরা আমাকে এই মহতি আত্মনিবেদন থেকে বিরত রাখতে চাচ্ছে। বারণ করছে আপনার সঙ্গে বের হতে; কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি এই খোঁড়া পা নিয়েই জান্নাতে হাঁটতে চাই। নবিজি ﷺ বললেন, দেখো আমর, আল্লাহ তোমাকে অপারগ করেছেন, কাজেই জিহাদ তোমার জন্য ফরজ নয়। আর ছেলেরা শোনো, তোমরা তাকে বাধা দিয়ো না। হতে পারে আল্লাহ তাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করবেন।

আমর ﷺ রণাঙ্গন অভিমুখী হন। কিবলামুখী হয়ে দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ, আমার পরিবারের কাছে আমাকে ব্যর্থ করে ফিরিয়ে এনো না। আমর ﷺ মুজাহিদদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কাতারে দাঁড়িয়ে যান। খোঁড়া পা নিয়েই জিহাদ করতে করতে কাঙ্ক্ষিত শাহাদাতের দুয়ারে পৌঁছে যান।

এক বর্ণনায় আছে—আমর বিন জামুহ ؓ নবিজির কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কী বলেন, আমি আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হলে সুস্থ পা নিয়ে জান্নাতে হাঁটতে পারব না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, পারবে। উহুদের দিন তিনি, তার এক ভাতিজা ও তাদের এক গোলাম শহিদ হন। নবিজি ﷺ তাদের সবাইকে এক কবরে রাখেন।

আবু হুজাইফা বিন ইয়ামান ও সাবিত বিন কাইস ؓ

আবু হুজাইফা ও সাবিত বিন কাইস ؓ বেশ বয়স্ক সাহাবি ছিলেন। উহুদের দিন তারা ছিলেন নারী ও শিশুদের সঙ্গে। মুসলিমদের বিপর্যয়ের সময় তাদের একজন আরেকজনকে বলেন, তোমার সামনে দুর্দিনের হাতছানি। কেন এখানে অপেক্ষা করছ তুমি? আমরা বেঁচে থাকলে জীবনটা হবে গাধার মতোই। আজ না হয় কাল চূড়ান্ত সময় আসবেই। এখনই মোক্ষম সুযোগ তরবারি নিয়ে নবিজির সঙ্গে মিলিত হওয়ার। হয়তো আমাদের নসিবেও জুটবে শাহাদাতের মৃত্যু। তারা তরবারি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে আসেন। তাদের কেউ চিনত না। সাবিত বিন কাইস ؓ-কে মুশরিকরা হত্যা করে; কিন্তু হুসাইল বিন জাবিরের ওপর মুসলিমদের তরবারিই আঘাত হানে। নিজেদের অজান্তেই তাকে হত্যা করা হয়। হুজাইফা ؓ বলেন, ইনি আমার পিতা। সাহাবিরা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা তাকে চিনতে পারিনি। হুজাইফা ؓ বলেন, আল্লাহ আপনাদের ক্ষমা করুন। তিনি শ্রেষ্ঠ দয়াবান। নবিজি ﷺ তাকে রক্তপণ দিতে চাইলে হুজাইফা ؓ এই রক্তপণের টাকা মুসলিমদের মাঝে সাদাকাহ করে দেন। এতে আল্লাহর রাসূলের কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ভাবা যায়, একজন বৃদ্ধ মানুষ ঈমানি শক্তিতে কতটা বলিয়ান! শাহাদাতের নেশায় কেমন বিভোর! তারা ছিলেন অশীতিপর—জিহাদ আবশ্যক ছিল না তাদের ওপর; কিন্তু শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের অবিনাশী চেতনায় তারা দুর্গ ছেড়ে অস্ত্র ধরেছেন। হুজাইফা ؓ-এর মহানুভবতাও লক্ষণীয় যে, মুসলিমরা তার বাবাকে ভুলে হত্যা করল, তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলেন, অধিকন্তু বাবার রক্তপণের সম্পদও মুসলিমদের মাঝে সাদাকাহ করে দিলেন। আরেকটি বিষয় এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি—জিহাদের ময়দানে কাফির মনে করে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিমরা অপর এক মুসলিমকে হত্যা করলে ইমামের উচিত বাইতুল মাল থেকে তার রক্তপণ আদায় করা। কেননা, নবিজি ﷺ হুজাইফাকে রক্তপণ দিতে চেয়েছিলেন।[৫১৪]

উসাইরিম ﵁

তার পূর্ণাঙ্গ নাম আমর বিন সাবিত বিন কাইস। প্রথমে তাকে ইসলামের কথা বলা হলেও সে ঈমান আনেনি। আবু হুরাইরা ﵁-এর ভাষ্যে তার কাহিনি বর্ণিত রয়েছে; তিনি বলেন, স্বজাতির মাঝে শুধু উসাইরিমই ঈমান আনা থেকে বিরত ছিল। সে এমন একদিনে মাদীনায় আসে, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিরা চলে গেছেন উহুদের উদ্দেশে। সে এসে জিজ্ঞেস করল, 'সা'দ বিন মু'আজ কোথায়? বলা হলো—তিনি উহুদে চলে গেছেন। আবার বলল, তার ভাইয়ের গোত্রীয় লোকেরা কোথায়?

বলা হলো—তারাও উহুদে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তার জাতির লোকেরা কোথায়? বলা হলো—তারাও উহুদে। এরপর নিজের অজান্তেই তার মনে ঈমানের আলো বিকীর্ণ হয়, সেখানেই তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। বিলম্ব না করে নিজের তরবারি ও বর্শা বাঁদিকে নিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসেন উহুদের প্রান্তরে। মুসলিমরা তাকে দেখে কিছুটা অবাক হয়ে বলে, আরে আমর, তুমি এখানে! তিনি বলেন, বন্ধুগণ, আমি তো ঈমান এনেছি। এরপর আর কিছু না ভেবে সর্বশক্তি ব্যয়ে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তরবারি ও বর্শার আঘাত তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে।

যুদ্ধ শেষে বনু 'আবদুল আশহালের লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে শহিদদের লাশ খুঁজতে থাকে। একসময় উসাইরিমকে পেয়ে যায়। তারা বলে ওঠে, আরে, এ তো উসাইরিম! তাকে এখানে নিয়ে এলো কে? সে তো ইসলামকে অস্বীকার করেছিল। অনুসন্ধানী এই দলটা তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এখানে কেন এলে? জাতির টানে এসেছ, নাকি ইসলামকে ভালোবেসে? তিনি বললেন, ইসলামকে ভালোবেসেই এসেছি। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, গ্রহণ করেছি ইসলাম। তরবারি নিয়ে সোজা চলে এসেছি এখানে। লড়াই করেছি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে। এখন আমার এই অবস্থা। শোনো বন্ধুরা, আমি মারা গেলে আমার সমুদয় সম্পদ নবিজিকে দিয়ে দেবে। তিনি যেখানে ইচ্ছা খরচ করবেন। একটু পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার আলোচনা করা হয়। তিনি বলেন, সে জান্নাতি মানুষ। বলা হলো—সে মরল আর জান্নাতে প্রবেশ করল, অথচ কোনো সালাত সে পড়েনি! নবিজি বললেন, সে আমল করেছে কম, প্রতিদান পেয়েছে অনেক বেশি।[৫২৫] আবু হুরাইরা ﷺ বলতেন, তোমরা আমাকে এমন ব্যক্তির নাম বলো দেখি, যিনি কোনো নামাজ আদায় করেননি, অথচ জান্নাতি! ছাত্ররা বলতে না পারলে তিনি বলতেন, তিনি হলেন উসাইরিম বিন আশহাল।[৫২৬]

মুখাইরিক

উহুদযুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের বিরুদ্ধে মাদীনা থেকে বের হওয়ার পর মুখাইরিক ইয়াহূদিদের একত্রিত করে বলেন, আমার ইয়াহূদি ভায়েরা, তোমরা জানো আজ তোমাদের ওপর আবশ্যক হলো মুহাম্মাদকে সাহায্য করা। তারা বলল, আজ তো শনিবার? তিনি বলেন, তোমাদের জন্য কোনো শনিবার নেই। এরপর তিনি ঢাল-তরবারি নিয়ে রওনা করার আগে বলেন, আমার কিছু হলে আমার সম্পদগুলো মুহাম্মাদকে দিয়ে দেবে। তিনি যেখানে ইচ্ছা খরচ করবেন। এ কথা বলে আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশে বের হন, তার পক্ষে যুদ্ধ করতে করতে মারা যান। নবিজি ﷺ তার লাশ দেখে বলেন, মুখাইরিক ইয়াহূদিদের মাঝে শ্রেষ্ঠ।

তার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম যাহাবি *তাজরীদ* গ্রন্থে, ইবনু হাজার *ইসাবাহ* গ্রন্থে ওয়াকিদি থেকে বর্ণনা করেন মুখাইরিক মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। *রাওদুল আনফ* গ্রন্থে সুহাইলি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ড. 'আবদুল্লাহ শাকারি এই বিষয়টি তাহকীক করেছেন। তিনি এদিকটিতে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, মুখাইরিক মুসলিম হয়েছিলেন এবং মুসলিম শহিদদের সঙ্গে তাকে দাফন করা হয়। তার সম্পদের আধিক্যসত্ত্বেও সমুদয় মাল সাদাকাহ করা হয়—অথচ সম্পদের প্রতি ইয়াহূদিদের ভালোবাসা এবং এর দিকে ঝুঁকে পড়ার কথা কারও কাছে অবিদিত নয়।[৫২৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসলিম বাহিনীতে থেকে যারা যুদ্ধ করেছে, তাদের একজন কুযমান। বীরত্বে বেশ খ্যাতি ছিল তার। উহুদের দিন সে যুদ্ধে আসতে দেরি করছিল। তার হেঁয়ালিপনা দেখে বনু যুফারের মহিলারা তিরস্কার করে বলতে থাকে। নারীদের কটাক্ষের সামনে সে বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি। অবশেষে নবিজি ﷺ যখন সাহাবিদের সারিবদ্ধ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

করছিলেন, তখন সে উহুদে এসে উপস্থিত হয়। সবাইকে পাশ কেটে সামনে চলে আসে। শুরু হয় যুদ্ধ। সে-ই প্রথম মুসলিমদের মধ্য থেকে তির নিক্ষেপ করে। তির শেষ হয়ে গেলে তরবারি কোষমুক্ত করে চলে আসে মুখোমুখি আক্রমণে।

সাত থেকে নয়জন শত্রু তার কাছে ধরাশায়ী হয়ে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে। লড়তে গিয়ে একসময় কুযমানও মারাত্মক আঘাত পায়। কাতাদা ইবনু নু'মান তাকে ডেকে বলেন, আবুল গাইদাক, শাহাদাতের ময়দানে তোমাকে আমন্ত্রণ। অনেক মুসলিমও তাকে বলছিলেন, আজ তুমি কাজ দেখিয়েছ, কুযমান; সুসংবাদ গ্রহণ করো। কুযমান বলল, কীসের সুসংবাদ? আমি তো আমার গোত্র বাঁচাতে লড়াই করেছি। আমার জাতির ব্যাপারে আশঙ্কা না হলে এখানে আসতাম না। এ কথা আল্লাহর রাসূলকে বলা হলে তিনি বলেন, সে জাহান্নামে যাবে; আল্লাহ তা'আলা ফাজির লোক দিয়েও তার দীনকে সাহায্য করেন।

আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যেতর ওপর নির্ভরশীল; এখানে জিহাদের ক্ষেত্রেও নিয়্যেতর গুরুত্বের ব্যাপারটি আমরা বুঝতে পারি। অনুমিত হচ্ছে, নিজ গোত্র রক্ষা করা কিংবা খ্যাতির জন্য আমল করলে সে আমল আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

কিছু নবুওয়াতি মু'জিযা

কাতাদা বিন নু'মানের চোখ

যুদ্ধের সময় কাতাদা বিন নু'মান ﵁-এর চোখ আক্রান্ত হয়। এমনকি চোখের তারা কোটর থেকে বেরিয়ে আসে। নবিজি ﷺ তার চোখের তারা আবার কোটরে বসিয়ে দেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তা আগের চেয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে। এমনকি অন্যটিতে ব্যাধি দেখা দিলেও এটিতে কিছুই হতো না।

কিছুকাল পরের কথা। তার ছেলে 'উমার বিন 'আবদুল আযীয ﵀-এর কাছে আসে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে তুমি? কাতাদা ﵁-এর ছেলে জবাবে বলেন, উহুদযুদ্ধে যার চোখ গণ্ডদেশে নেমেছিল, মুস্তাফা ﷺ তা প্রতিস্থাপন করার ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় তা আগের চেয়ে সুন্দর হয়—আমি সেই ভাগ্যবান যোদ্ধার সন্তান। 'উমার বিন 'আবদুল আযীয ﵀ বলেন, এই সম্মান দুধমিশ্রিত পানির মতো নয়, সবশেষে যা মূত্র হয়ে বের হয়। 'উমার বিন 'আবদুল আযীয ﵀ তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ দান করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উবাই বিন খালফের মৃত্যু

ঘটনার সূত্রপাত মাক্কায়। একদিন সকালে উবাই বিন খালফ তার ঘোড়াটাকে দানাপানি খাওয়াচ্ছিল। এমন সময় নবিজি ﷺ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবিজিকে দেখে সে বলে ওঠে, আমার এই ঘোড়াটাকে প্রতিদিন দানাপানি খাওয়াই, এটার ওপর সওয়ার হয়েই তোমাকে আমি হত্যা করব। জবাবে রাসূল ﷺ বলেন, ইনশাআল্লাহ, আমিই তোকে হত্যা করব।

উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা পাথরে হেলান দিয়ে ছিলেন। এমন সময় উবাই বিন খালফ খুঁজতে খুঁজতে নবিজির কাছে চলে আসে। সে বলছিল, মুহাম্মাদ, যদি আজ বেঁচে যায়, তাহলে আমার আর রক্ষা নেই। সাহাবিরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের কেউ তাকে খতম করে দিই! নবিজি ﷺ বলেন, ওকে আসতে দাও। সে আরও নিকটবর্তী হলে রাসূল ﷺ হারিস বিন সাম্মাহ رضي الله عنه থেকে একটা বর্শা নেন। বর্শাটি নেওয়ার সময় আশপাশের সবাই উটের পিঠে থেকেই দীর্ঘকেশীর মতো আন্দলিত হয়। চোখের পলকে উবাই বিন খালফকে লক্ষ্য করে বর্ষা নিক্ষেপ করেন নবিজি নিজে। সেটি উবাইয়ের কাঁধে সামান্য আঘাত হানে; কিন্তু তার তীব্রতা এত বেশি ছিল যে, উবাই ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। সে কুরাইশের কাছে ফিরে যাওয়ার পর গাধার মতো চিল্লিয়ে বলছিল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ আমাকে হত্যা করেছে। লোকেরা বলল, আরে, এই তুচ্ছ আঘাতে তুমি এমন করছ কেন? উবাই বিন খালফ বলল, মুহাম্মাদ আমাকে মাক্কায় বলেছিল, সে আমায় হত্যা করবে। আল্লাহর কসম, সে আমার প্রতি থুতু মারলেও আমি মারা যাব। অবশেষে আল্লাহর এই শত্রু মাক্কায় ফেরার পথে সারিফ নামক স্থানেই মারা যায়। অন্য বর্ণনায় আছে—আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সে বলছিল, আল্লাহর কসম, আমি যে নিদারুণ কষ্ট অনুভব করছি, এই কষ্ট গোটা মাক্কাবাসীর মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হলে সবাই মারা যেত।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে নবিজি ﷺ-এর একটি মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর ইচ্ছায় আমিই তোমাকে হত্যা করব। তা বাস্তবায়িত হয় এ যুদ্ধে। আঘাত ছিল সামান্য;কিন্তু এতেই আল্লাহ তাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করান। আরেকটি বিষয়ও প্রতিভাত হয়—নবিজির কথা সত্যে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে এক মুশরিকের বিশ্বাসও কতটা মজবুত ছিল। উবাই দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল, নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তবুও নিজেদের গোঁড়ামি ও প্রবৃত্তির পূজা তাদের ইসলাম গ্রহণ করে সম্মানিত হতে দেয়নি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

রাসূলুল্লাহ ও সাহাবিদের সঙ্গে আবু সুফিয়ানের কথোপকথন

বারা ইবনু আযিব ﵁ বলেন, যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান গলা উঁচিয়ে বলে, লোকদের মাঝে কি মুহাম্মাদ আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে দেন, কেউ তাকে জবাব দেবে না। সে আবার বলল, লোকদের মাঝে ইবনু আবি কুহাফা আছে কি? নবিজি ﷺ আবারও বললেন, কোনো উত্তর দেবে না কেউ। সে আবার বলল, উমার ইবনুল খাত্তাব আছে কি? কোনো উত্তর না পেয়ে বলল, এরা নিশ্চয় মারা গেছে। জীবিত থাকলে অবশ্যই উত্তর দিত। 'উমার ﵁ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। আবু সুফিয়ানকে বললেন, ওরে আল্লাহর শত্রু, তোর দুশ্চিন্তার উৎসদের আল্লাহ জীবিত রেখেছেন। এবার আবু সুফিয়ান বলল, জয় হুবাল। নবিজি ﷺ বললেন, ওর কথার জবাব দাও। সাহাবিরা বললেন, আমরা কী বলব? বলে দাও, আল্লাহ সুমহান ও সমুন্নত। আবু সুফিয়ান বলল, আমাদের আছে উযযা (দেবীর নাম), তোমাদের কোনো উযযা নেই। নবিজি ﷺ বলেন, ওর কথার উত্তর দাও। সাহাবিরা বললেন, আমরা কী বলব? বলে দাও—আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই। আবু সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদরের প্রতিশোধ। যুদ্ধ চলবেই। তোমরা অঙ্গবিকৃতি দেখতে পারবে। আমি এসব করতে বলিনি, আমাকে দোষারোপও করা যাবে না।[৫২৮] 'উমার ﵁ বলেন, এতে কষ্টের কিছু নেই, আমাদের নিহতরা যাবে জান্নাতে আর তোমাদের নিহতরা যাবে জাহান্নামে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাক্র সিদ্দীক ও 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﵄—এই তিনজনের কথা আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট করেছে, এই তিনজনকেই তারা বিশেষ গুরুত্বের চোখে দেখত। কেননা, তারা জানত, এরাই ইসলামের নির্যাস। ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে এদের ওপর নির্ভর করে। ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি এরাই। কাজেই তাদের মৃত্যু হলে ইসলাম আর টিকতে পারবে না।

আবু সুফিয়ানের প্রশ্নের জবাবে রাসূল প্রথমে চুপ থেকেছেন মূলত তাকে তুচ্ছ ও অবজ্ঞা করার জন্য। পরে নেশাগ্রস্তের মতো যখন সে দাম্ভিকতা প্রকাশ করে, তখন তার সমুচিত জবাব দেওয়া হয়। এই কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ বলেন, আবু সুফিয়ান যখন তার মিথ্যা দেবতা ও শিরক নিয়ে অহংকার করে বসে, নবিজি তখন মহান আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করার করার জন্য ও তাওহীদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রত্যুত্তরের অনুমতি দেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু সুফিয়ান যখন একের পর এক প্রশ্ন করেছে, তোমাদের মাঝে কি মুহাম্মাদ, আবু বাক্‌র কিংবা 'উমার আছে?, নবিজি তখন জবাব দিতে নিষেধ করেছিলেন।এ ক্ষেত্রে একে তো তিনি সবর করেছেন, অন্যদিকে আবু সুফিয়ানকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করাও উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু যখন সে এই তিনজনের মৃত্যুর কথা প্রকাশ করল, ধারণা করল—এদের তারা হত্যা করতে পেরেছে, এর ফলে তার অহংকারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখনই 'উমার ﵁ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি; আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সমুচিত জবাবটাই দিয়ে দেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাবের এই জবাব দেওয়াটা নবিজির নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। কেননা তিনি প্রথম প্রশ্নের ক্ষেত্রে উত্তর দিতে বারণ করেছিলেন; কিন্তু তার প্রশ্নে হত্যার প্রসঙ্গ এলে আর বারণ করেননি, বরং সেক্ষেত্রে উত্তর দেওয়াটাই ছিল সার্বিক দিক থেকে উত্তম কাজ।

শহিদদের খোঁজখবর নেওয়া

আবু সুফিয়ান রণক্ষেত্র থেকে ফেরারপর নবিজি ﷺ সাহাবিদের তালাশে বের হন। অনেকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। তাদের মাঝে ছিলেন হামযা বিন 'আবদুল মুত্তালিব, মুস'আব বিন উমাইর, হানযালা বিন আবু আমির, সা'দ বিন রাবি', উসাইরিম ও অন্যান্য অনেকে। তাদের দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, আমি এদের ব্যাপারে সাক্ষী হচ্ছি এর ওপর যে, আল্লাহর রাস্তায় যে কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হবে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে এমন অবস্থায় ওঠাবেন, তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে; রং থাকবে টকটকে লাল। সুবাস হবে মিশকের। দেখো, এদের মাঝে কে বেশি কুরআন জানে! কবরে অন্যদের সামনে তাকে রাখবে।

> বুখারির বর্ণনায় আছে—জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, উহুদের শহিদদের মাঝে নবিজি ﷺ এক কাপড়ে দুজনকে একত্রিত করে বলতেন, এদের মাঝে কুরআন বেশি জানে কে? কোনো ব্যক্তির দিকে ইশারা করা হলে লাহ্‌দ কবরে তাকে আগে রাখা হতো। কবরে রেখে তিনি বলতেন, আমি কিয়ামাতের দিন এদের পক্ষে সাক্ষী হব। রক্তসহই তাদের দাফনের নির্দেশ দিতেন। তাদের জন্য তিনি জানাযার সালাত পড়েননি, তাদের গোসলও করানো হয়নি।

হামযা ﵁-এর বিকৃত লাশ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ ব্যথাকাতর হয়ে যান। এমন কান্না চলে আসে যে, বেহুঁশ হবার উপক্রম হয়। এ সময় তিনি বলেন, সাফিয়্যাহ যদি দুশ্চিন্তা না করত, আমার পরে যদি এটা রীতি না হতো, তাহলে হামযাকে এভাবেই ছেড়ে যেতাম। বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী ও পাখির পেটে থাকত সে। কোনো এক যুদ্ধে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কুরাইশের বিরুদ্ধে আল্লাহ আমাকে বিজয় দান করলে তাদের অন্তত ত্রিশজনকে এভাবে অঙ্গহানি করতাম।

মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বিষণ্ণতা ও ক্রোধ টের পেয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাদের কোনো দিন ওদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলে এমন অঙ্গহানি করব, ইতঃপূর্বে যা কেউ করেনি। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> যদি প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে সেটুকু নাও, যেমন তারা করেছে; আর যদি তোমরা সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম। [সূরা নাহাল, ১৬: ১২৬]

অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট দৃশ্যের অবতারণা করেছে কুরাইশের মুশরিকরা। মুসলিমদের অঙ্গবিকৃতি করার সময় তারা শহিদদের অধিকাংশ লাশের পেট ফেড়ে ফেলে। নাক থেঁতলে দেয়, অনেকের কান ও পুরুষাঙ্গও কেটে ফেলে। এমন পৈশাচিকতার পরও আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে নবিজি ক্ষমা করে সবর করেছেন। কসমের কাফফারা দিয়ে অঙ্গবিকৃতিতে নিষেধ করেছেন। ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন—সামুরা ইবনু জুনদুব ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেকোনো স্থানে অবস্থান করার পর সেখান থেকে প্রস্থানের আগেই সাদাকাহর নির্দেশ দিতেন, বারণ করতেন অঙ্গহানি থেকে।

নবিজি ﷺ যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে শহিদ ও অসুস্থদের খোঁজখবর নিয়েছেন; শহিদদের দাফনের পর তাদের জন্য দু'আ করেছেন; উদ্দেশ্য—উহুদযুদ্ধে হারানো মুসলিম জাতির বিজয় সংরক্ষণ। বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে এটিই আল্লাহর সুন্নাহ বা নীতি। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিজয়ের যেমন কিছু নীতিনির্ধারণ করেছেন, তেমনিভাবে পরাজয়েরও আছে কিছু কারণ। যে ব্যক্তি বিজয়ের উপলক্ষ্যগুলো গ্রহণ করবে, আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখবে, আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই তারা বিজয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আল্লাহর বিধান, যা ইতঃপূর্বে গত হয়েছে, সুতরাং তুমি আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবে না। [সূরা ফাতহ, ৪৮: ২৩]

উহুদের দিন নবিজির দু'আ

অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের নিয়ে যোহরের সালাত বসে আদায় করেন। সালাতের পর আল্লাহর কাছে দু'আর জন্য মনোনিবেশ করেন। সাহাবিদের বলেন, তোমরা সারিবদ্ধ হও। সাহাবিগণ তার পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গভীর ঈমানের পরিচায়ক এই দু'আ করেন; নবিজি ﷺ প্রার্থনা করে বলেন—

হে আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি যা দান কর, তা কেউ রোধ করতে পারে না; আর তুমি যা বেঁধে রাখ, তা কেউ দিতে পারে না। তুমি যাকে বিচ্যুত কর, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না; আর তুমি যাকে দিশা দাও, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। তুমি যাকে দান কর, তা কেউ প্রতিহত করতে পারে না; আর তুমি যার রিযিক বেঁধে রাখ, তাকে কেউ রিযিক দিতে পারে না। যাকে দূরে সরিয়ে দাও, তাকে নৈকট্যশীল করার কেউ নেই; আর যাকে নৈকট্যশীল কর, তাকে দূরে সরাবার কেউ নেই। হে আল্লাহ, আমাদের দিকে ছড়িয়ে দাও তোমার বারকাত, রাহমাত ও রিযিক। হে আল্লাহ, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি স্থায়ী নিয়ামাত, যা পরিবর্তন হবে না, কখনো নিঃশেষ হবে না। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে বিজয়ের নিয়ামাত কামনা করছি আর ভীতির দিনে নিরাপত্তা চাইছি। তোমার দেওয়া অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ, ঈমানকে আমাদের কাছে ভালোবাসার বস্তু বানিয়ে দাও, তা দিয়ে সজ্জিত করো আমাদের হৃদয়, আমাদের কাছে অপছন্দনীয় করে দাও কুফর-পাপাচার-অবাধ্যতা। আমাদের রাশিদীনদের মাঝে শামিল করে নাও। হে আল্লাহ, আমাদের মুসলিম অবস্থায় জীবিত রাখো, মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিয়ো, আমাদের সালিহীনদের সঙ্গে যুক্ত করে দাও। আমাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করো না। হে আল্লাহ, সেই কাফিরদের হত্যা করো, যারা তোমার রাসূলদের অস্বীকার করেছে, বাধা দিয়েছে তোমার পথে; তাদের ওপর চাপিয়ে দাও তোমার শাস্তি ও আযাব। হে আল্লাহ, কাফিরদের হত্যা করো, যাদের কাছে কিতাব এসেছে সৃষ্টির ইলাহের পক্ষ থেকে। এরপর তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে মাদীনায় ফিরে আসেন।

শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ

যুদ্ধ শেষে মুশরিক বাহিনী উহুদ প্রান্তর থেকে প্রস্থান করে। পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুসলিমদের নাম নিশানা মুছে দেওয়ার মানসে যারা এত দূর এগিয়েছে, তাদের কূটচালের পুনরাবৃত্তি থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ওদের অবস্থা পর্যবেক্ষণে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 'আলি ؓ-কে তাদের গতিবিধি লক্ষ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ওদের পিছু নিয়ে দেখো, কী করে কিংবা কী করতে চায়! যদি দেখো, ওরা অশ্বারোহী বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছে, আরোহণ করেছে উটের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পিঠে, তাহলে বুঝবে ওদের গন্তব্য মাক্কা। আর যদি ঘোড়ায় আরোহণ করে উট হাঁকিয়ে নিতে থাকে, তাহলে বুঝবে, ওরা মাদীনায় আসতে চায়। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, কুরাইশরা ফের মাদীনামুখী হলে উচিত শিক্ষা দেবো। 'আলি ﷺ বলেন, আমি নিজেকে গোপন রেখে তাদের পিছু নিলাম। দেখলাম, ওরা অশ্বারোহী বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছে, আরোহণ করেছে উটে। বুঝলাম, ওরা মাক্কায় চলে যাবে। আমি ফিরে এসে নবিজিকে ওদের গতিবিধি সম্পর্কে জানিয়ে দিই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাগ্রত মানসিকতা, সচেতনতা এবং শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে তার সূক্ষ্মদর্শন এতে প্রকাশ পেয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে কর্মপন্থা নির্ধারণে তার সামগ্রিক যোগ্যতা এবং অভ্যন্তরীণ শক্তিমত্তার প্রবল বিকাশ ঘটেছে।

উহুদযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা

ইসলামে প্রথম উহুদযুদ্ধেই নারীরা অংশগ্রহণ করেন। আঘাতপ্রাপ্তদের সেবা ও যোদ্ধাদের পানি পান করানো ছিল সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। নারীদের ঈমানের সত্যতা ও তাদের বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে এই যুদ্ধে। তারা বের হয়েছিলেন তৃষ্ণার্তের পানি পান ও অসুস্থের সেবা করার মানসে। তাদের মাঝে অনেকে আবার নবিজির দিকে আসা মুশরিকদের আঘাতও প্রতিহত করায় সচেষ্ট ছিলেন। উহুদযুদ্ধে অংশ নেওয়া নারীরা হলেন—উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা বিনতে আবু বাক্র সিদ্দীক, উম্মু আম্মারাহ, হামনাহ বিনতে জাহাশ আল আসাদিয়্যাহ, উম্মু সালীত, উম্মু সুলাইম ও আরও অনেক আনসারি নারী।[৫২৯]

সা'লাবা বিন আবু মালিক ﷺ বলেন, আপন খিলাফাতকালে 'উমার ইবনুল খাত্তাব মাদীনার নারীদের মাঝে কিছু চাদর বণ্টন করেন। একটা ভালো মানের চাদর অবশিষ্ট থেকে যায়। তার কাছে থাকা অনেকে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনার সঙ্গিনী নবিজির নাতিকে এটা দিতে পারেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল—উম্মু কুলসূম বিনতে 'আলি। 'উমার ﷺ বললেন, এটা পাওয়ার অধিক উপযুক্ত হলেন উম্মু সালীত। উম্মু সালীত ছিলেন আনসারি সাহাবিয়া, আল্লাহর রাসূলের কাছে বাই'আত হয়েছিলেন তিনি। 'উমার ﷺ বলেন, উম্মু সালীত উহুদের দিন আমাদের জন্য পানিভর্তি পাত্র নিয়ে আসতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুজাহিদদের সহযোগিতায় নারীগণ

আনাস ﵁ বলেন, উহুদযুদ্ধে মুসলিমরা পরাজিত হয়। আমি সেদিন দেখেছি, আয়িশা বিনতে আবু বাক্‌র ও উম্মু সুলাইমকে বেশ কর্মতৎপর। তারা পানিভর্তি পাত্র নিয়ে আসছিলেন। অন্যরা বলেছেন—তারা কলসভর্তি পানি এনে আহত মুজাহিদদের মুখে ঢালতেন। পানি শেষ হলে আবার ফিরে গিয়ে পানি এনে পান করাতেন।

কা'ব বিন মালিক ﵁ বলেন, আমি দেখেছি উম্মু সুলাইম বিনতে মিলহান এবং আয়িশা ﵂ উহুদের দিন পিঠে করে পানি বহন করেছেন। এমনিভাবে হামনা বিনতে জাহাশও তৃষ্ণার্তকে পানি খাওয়ানো ও আহতের সেবা করেছেন। উম্মু আইমানও আহত মুজাহিদকে পানি পান করিয়েছেন।

আনাস বিন মালিক ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে উম্মু সুলাইম ও আনসারি কিছু নারী থাকতেন। তারা পানি পান করাতেন এবং আহতের সেবা করতেন।

'আবদুর রাযযাক যুহরি থেকে বর্ণনা করেন, নারীরা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিয়ে মুজাহিদদের পানি পান করানো ও আহতের সেবার কাজ করতেন।

রুবাইঈ' বিনতে মু'আওয়াজ বলেন, আমরা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে থেকে পানি পান করাতাম, আহতের সেবা করতাম। নিহতদের নিয়ে আসতাম মাদীনায়। অন্য বর্ণনামতে—তিনি বলেন, আমরা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিয়ে লোকদের পানি পান করাতাম এবং সেবা করতাম। গুরুতর আহত ও শহিদদের মাদীনায় নিয়ে আসতাম।

আবু হাযিম সাহাল বিন সা'দের কাছে শুনেছেন—তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি জানি কে আল্লাহর রাসূলের ক্ষতস্থান ধুয়ে দিয়েছে, আর কে পানি মুছে দিয়েছে! ফাতিমা ﵂ ধুয়ে দিয়েছেন, 'আলি ﵁ পানি ঢেলেছেন। ফাতিমা ﵂ দেখলেন, পানি দেওয়ার ফলে রক্ত পড়া বাড়ছেই; তখন এক টুকরো চাটাই পুড়ে তা ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন। এরপর রক্তপড়া বন্ধ হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক সাহসিনী

উহুদযুদ্ধে একজন নারীই মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি হলেন উম্মু ‘আম্মারাহ নুসাইবা মাযিনিয়াহ ﵂। জামরা বিন সাঈদ ﵀ তার দাদি সম্পর্কে বলেন, তিনি উহুদযুদ্ধে উপস্থিত হয়েছিলেন পানি পান করানোর জন্য। তিনি বলেন, আমি নবিজিকে বলতে শুনেছি, নাসীবাহ বিনতে কা’ব আজ যে ভূমিকা রেখেছে, তা অমুক অমুকের চেয়ে উত্তম। তিনি সেদিন প্রচণ্ড লড়াই করেছেন। কোমরে কাপড় বেঁধে রণাঙ্গনে উদয় হয়েছিলেন। লড়তে লড়তে ১৩টি আঘাত তার দেহকে জর্জরিত করে ফেলে। তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আমিও তাকে গোসল করানোর কাজে শরিক ছিলাম। আমি গুণে দেখেছি, তার দেহে মোট ১৩টি ক্ষতের দাগ ছিল। তিনি (জামরা বিন সাঈদ ﵀ বলতেন, আমি ইবনু কামি‘আকে দেখে নেব। এই লোকটা তার কাঁধে গুরুতর আঘাত করেছিল।

মাদীনায় আসার পরদিনই আবার হামরাউল আসাদ যুদ্ধের ডাক আসে। তিনি প্রস্তুত হতে চান; কিন্তু রক্তপড়া বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। আমরা তার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করেই রাত কেটে ভোর হয়। হামরাউল আসাদ থেকে ফিরে নবিজি ﷺ বাড়িতে প্রবেশের আগেই ‘আবদুল্লাহ বিন কা’ব মাযিনিকে তার কাছে পাঠান খোঁজ নেওয়ার জন্য। ‘আবদুল্লাহ মাযিনি ﵁ তার কাছে বোনের সুস্থতার খবর নিয়ে গেলে নবিজি ﷺ খুশি হন।

উহুদযুদ্ধে নাসীবা বিনতে কা’বের অংশগ্রহণের ব্যাপারে উসতাদ হুসাইন বাকিরি বলেন, পুরুষের সঙ্গে নারীদের যুদ্ধে গমন প্রমাণিত নয়; শুধু এই নাসীবার কথা ভিন্ন। তিনি অনেকটা বাধ্য হয়েই লড়াই শুরু করেছেন। লোকজন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর নবিজি ﷺ বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হন। সৃষ্ট পরিস্থিতিতে নবিজিকে বাঁচাতে সক্ষম নারী-পুরুষ—সকলের অস্ত্র তুলে নেওয়া ছিল সময়ের দাবি। ফলে তিনি অনেকটা বাধ্য হয়েই অস্ত্র তুলে নেন।

ড. আকরাম জিয়া উমারি নারীদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বলেন, উপর্যুক্ত আছারগুলো প্রমাণ করে প্রয়োজনের সময় আহত যোদ্ধার চিকিৎসার ক্ষেত্রে নারীদের থেকে সেবা নেওয়া জায়েয। শর্ত হলো—ফিতনামুক্ত হতে হবে, থাকতে হবে পর্দা। শত্রুর মুখোমুখি হলে তাদেরও কর্তব্য হলো অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া। জিহাদ শুধু পুরুষের ওপর ফরজ, নারীদের ওপর নয়। তবে শত্রু যদি মুসলিম জনপদে হামলা করে, তখন নারী-পুরুষ সবাই মিলে তাদের প্রতিহত করতে জিহাদ করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উসতাদ মুহাম্মাদ আহমাদ বাশমিল বলেন, উহুদই প্রথম যুদ্ধ, যেখানে মুসলিম নারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। এটাও প্রমাণিত যে, এই যুদ্ধে শুধু একজন নারীই অংশ নিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূলের দিকে আসা আঘাত প্রতিহত করছিলেন। মূলত তিনি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেননি, এসেছিলেন মুসলিমদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং আহতের সেবা ও পানি পান করানোর জন্য।

এখানে আরও একটি বিষয় জানা প্রয়োজন; তা হলো—উহুদযুদ্ধে অংশ নেওয়া এই নারী তারুণ্যের সীমানা ছাপিয়ে গিয়েছিলেন অনেক আগেই; তা ছাড়া তিনি বের হয়েছিলেন তার স্বামী ও দুই ছেলের সঙ্গে। তারাও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। অধিকন্তু তার মাঝে দীনি জযবা ছিল প্রবল। তার সঙ্গে এ যুগের মেয়েদের তুলনা করলে চলবে না।

উহুদযুদ্ধে যে নারীরা গিয়েছিলেন, তারা ছিলেন এই উম্মাহর নির্যাস, শ্রেষ্ঠ রমণী, পুণ্যবতী—উত্তম চরিত্রের সাজে সজ্জিত। সুতরাং তাদের ওপর এ যুগের নারীদের কিয়াস করা যাবে না। তাদের ওপর কিয়াস করে নারীদের জন্য প্রণয়ন করা যাবে না কোনো যুদ্ধনীতি। পুরুষের পাশে থেকে বর্তমান যুগে নারীদের যুদ্ধ করাকে উহুদের সঙ্গে কিয়াস করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।[৫৩০]

নারী সাহাবিয়াদের ধৈর্যের অনুপম দৃষ্টান্ত

সাফিয়্যাহ বিনতে 'আবদুল মুত্তালিব ﵂

উহুদযুদ্ধে শহিদ ভাইকে দেখতে এলেন সাফিয়্যাহ ﵂। ততক্ষণে মুশরিকরা খুব জঘন্যভাবে তার অঙ্গবিকৃতি—নাক-কান কেটে ফেলেছে, ফেঁড়েছে পেট; পুরুষাঙ্গ পর্যন্ত ওদের ছুরি থেকে রক্ষা পায়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফিয়্যার ছেলে যুবাইরকে বললেন, তাকে থামিয়ে ফিরে যেতে বলো। তার ভাইয়ের এই করুণ দৃশ্য যেন না দেখে। যুবাইর ﵁ তাকে বললেন, মা, আল্লাহর রাসূল আপনাকে ফিরে যেতে বলেছেন। তিনি বললেন, কিন্তু কেন? আমি শুনেছি, আমার ভাইয়ের অঙ্গহানি করা হয়েছে? তবে তা আল্লাহর জন্য। ইনশাআল্লাহ, আমি সবর ও সাওয়াবের প্রত্যাশা করব। যুবাইর ইবনুল আওয়াম ﵁ নবিজির কাছে এসে সাফিয়্যার কথা জানালেন। তিনি বললেন, তাকে যেতে দাও। এরপর সাফিয়্যাহ এসে ভাইকে দেখেন। তার জন্য দু'আ করে ফিরে আসেন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হামনা বিনতে জাহাশ ﵂

শহিদদের লাশ দাফন করার পর নবিজি ﷺ ঘোড়ায় আরোহণ করেন। মুসলিমরা তাকে অনুসরণ করেন মাদীনায় ফিরে আসার জন্য—এমন সময় হামনা বিনতে জাহাশ নবিজির সঙ্গে দেখা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, হামনা, সাওয়াবের আশা করো। হামনা ﵂ জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য ইয়া রাসূলাল্লাহ? তোমার খালু হামযা ইবনু 'আবদুল মুত্তালিবের জন্য।—বললেন রাসূলুল্লাহ। হামনা বললেন, আমরা আল্লাহর জন্য, তার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তিত হব, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তার শাহাদাত হোক সুখময়। নবিজি আবার বললেন, হামনা, আল্লাহর কাছে সাওয়াবের প্রত্যাশা করো। কার জন্য, ইয়া রাসূলাল্লাহ?—হামনা জিজ্ঞেস করলেন। তোমার স্বামী মুস'আব বিন উমায়েরের জন্য।—রাসূল বললেন। হামনা বললেন, হায় আল্লাহ, আমার এ ব্যথা কোথায় রাখি! এরপর তিনি চিৎকার করে কান্না করতে থাকেন। নবিজি বললেন, নারীর কাছে তার স্বামীর স্থান অন্যরকম। তিনি দেখলেন, ভাই ও খালুর মৃত্যুর কথা শুনে হামনা অবিচল ছিলেন,;কিন্তু স্বামীর কথা শুনতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। নবিজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমন করে বললে কেন? হামনা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে তো তার সন্তানকে ইয়াতীম করে চলে গেল। নবিজি ﷺ তার সন্তান ও উত্তম স্থলাভিষিক্তের জন্য দু'আ করলেন। কিছুদিন পরেই তালহা বিন উবাইদুল্লাহ হামনাকে বিয়ে করেন। তাদের ঘরে জন্ম নেয় মুহাম্মাদ ও ইমরান। মুহাম্মাদ বিন তালহা ছিলেন বাবার জন্য সবচেয়ে বন্ধন রক্ষাকারী।

এক দীনারি নারী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বনি দীনারের এক নারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তাকে বলা হলো—যুদ্ধে তোমার ভাই, স্বামী ও বাবা শহিদ হয়েছেন। মহিলা বলল, আমাকে বলুন—আল্লাহর রাসূল কেমন আছেন? লোকেরা বলল, তিনি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ তিনি সুস্থ আছেন। মহিলা বলল, আমাকে বলুন—তিনি কোথায় আছেন? আমি তাকে এক পলক দেখতে চাই। তাকে ইশারা করা হলো। এই নারী নবিজির কাছে এসে তাকে সুস্থ দেখে বললেন, আপনার পরে প্রত্যেক বিপদই আমার কাছে তুচ্ছ। প্রিয়নবির প্রতি এমনই ছিল তাদের ভালোবাসা। মুসলিমদের কাছে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উম্মু সা'দ বিন মু'আজ ﵂

তার নাম কাবশা বিনতে উবাইদ খাযরাজিয়্যাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়ার পিঠে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় উম্মু সা'দ তার দিকে ছুটে আসেন। সা'দ বিন মু'আজ নবিজির ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মা আসছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে অভিনন্দন জানাও। উম্মু সা'দ নবিজির আরও কাছে এসে বললেন, আপনাকে সুস্থ ও নিরাপদ দেখে আমার মুসীবতের কথা ভুলে গেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার ছেলে আমর বিন মু'আজের সঙ্গে মিলিয়ে বলেন, উম্মু সা'দ, সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তাদের পরিবারকেও সুসংবাদ দাও। তাদের নিহতরা সবাই জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে, তারা তাদের পরিবারের পক্ষেও শাফা'আত করবে। উম্মু সা'দ বলেন, আমরা সন্তুষ্ট ইয়া রাসূলাল্লাহ। এরপরও কে কাঁদবে তাদের জন্য? ইয়া রাসূলাল্লাহ, পরবর্তীদের জন্য দু'আ করুন। নবিজি ﷺ বললেন, হে আল্লাহ, তাদের অন্তরের দুশ্চিন্তা দূর করে দাও, বিপদ উঠিয়ে নাও, উত্তম স্থলাভিষিক্ত দিয়ে দাও।[৫৩১]

হামরাউল আসাদ যুদ্ধ

কিছু বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতে পারেন, আবু সুফিয়ান তার সৈন্যদের তিরস্কার করছিল এ কারণে যে, তারা মুহাম্মাদ ও তার বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করতে পারেনি। ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন—মুশরিকরা রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করে। আবু সুফিয়ান সবাইকে তাচ্ছিল্য করে বলে, তোমরা মুহাম্মাদকেও হত্যা করতে পারলে না, সক্ষম হলে না তাদের পায়ের গোড়ালি ভেঙে দিতে! কী করলে তোমরা? আমরা আবার মাদীনায় অভিযান চালাব। তাদের এই মনোবৃত্তি অবশ্য গোপন থাকে না। গুপ্তচর নবিজি ﷺ-এর কাছে ওদের সব খবর সরবরাহ করে। আল্লাহর নবি ভীত হবার পাত্র নন। দীনের শত্রুদের উচিত শিক্ষা দিতে তিনিও হামরাউল আসাদে সেনা সমাবেশ ঘটান।

ইবনু ইসহাক বলেন, শাওয়াল মাসের মাঝের দিকে শনিবার দিন উহুদযুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরের দিনই আল্লাহর রাসূলের একজন ঘোষক লোকদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে বলে, শত্রুদের বিরুদ্ধে আবার অভিযানের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আজ আমাদের সঙ্গে তারাই বের হতে পারবে, যারা উহুদযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। এবার জাবির বিন 'আবদুল্লাহ ﵁ জিহাদের জন্য অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবিগণ আবার জিহাদের ডাকে সাড়া দেন। এমনকি আঘাতপ্রাপ্তরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে আসেন। বনু 'আবদুল আশহালের এক ব্যক্তি বলছিলেন, আমি ও আমার ভাই উহুদে অংশ নিয়েছিলাম। পরদিন আবার যুদ্ধের ঘোষণা এলে আমরা একে অপরকে বললাম, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে কোনো যুদ্ধ করার সুযোগ আমরা কি হারিয়ে ফেলব? আল্লাহর কসম, আরোহণের মতো কোনো বাহন আমাদের ছিল না। আমাদের আঘাতও ছিল তুলনামূলক মারাত্মক। আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা অন্তরে পুষে মনের শক্তিতেই আমরা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে রওনা করলাম। তুলনামূলক আমার ক্ষত ছিল সহনীয় পর্যায়ের; কিন্তু আমার বন্ধুর জন্য হাঁটতে পারাই ছিল দুষ্কর। তাই আমি ওকে নিয়ে কতক্ষণ চলতাম, আর কিছুক্ষণ সে পা টেনে চলত। এভাবেই আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হামরাউল আসাদে মুশরিকদের অপেক্ষায় তিনদিন কাটিয়ে দেন; কিন্তু ওরা মুখোমুখি হবার কোনো আভাস দেয়নি। নবিজির নির্দেশে সাহাবিগণ একই সময়ে পাঁচশো মশাল জ্বালিয়ে দিতেন। এখানে অবস্থানকালে মা'বাদ বিন আবু মা'বাদ নবিজির সঙ্গে দেখা করেন। গুপ্তচরবৃত্তিতে তার খ্যাতি ছিল বেশ। মুশরিকদের কাছেও যেহেতু তার মুসলিম হওয়ার পরিচয় গোপন ছিল, তাই রাসূল ﷺ তাকে প্রস্থানে প্রলুব্ধ করতে আবু সুফিয়ানের কাছে প্রেরণ করেন। মা'বাদ ؓ রওহা নামক স্থানে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে মিলিত হন। আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করে, মা'বাদ, তোমার পেছনে কারা?

তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথিরা। তারা তোমাদের অপেক্ষায় ফুঁসে আছে। এমন সৈন্যবহর নিয়ে এসেছে, ইতঃপূর্বে এমনটা দেখা যায়নি। যারা আসেনি, তারা এখন আফসোস করছে।

আবু সুফিয়ান বলল, তুমি কী বলতে চাও?

মা'বাদ বললেন—আমি বলতে চাচ্ছি, মাদীনায় অভিযানের দুঃসাহস তুমি করো না। আবু সুফিয়ান বলল, আল্লাহর কসম, আমি ওদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য বিপুল সেনা সমাবেশ ঘটাব।

মা'বাদ বলেন, আমি তোমাকে এমন বোকামো করতে বারণ করব। পরে পস্তাবে; কিন্তু তাতে লাভ হবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু সুফিয়ান ও তার সাথিরা মা'বাদের কথায় খানিক প্রভাবিত হয়। আবু সুফিয়ান তার প্রত্যাগমনের কথা গোপন রেখে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা প্রকাশ করে। উদ্দেশ্য—মুসলিমদের ভীতিপ্রদর্শন করা। এ লক্ষে প্রস্তুত করে এক ঝটিকা দল। তাদের এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করে—আবু সুফিয়ান ও অনুচররা একত্রিত হয়েছে মাদীনায় অভিযান করতে; মুসলিমদের সমূলে ধ্বংস করে ফিরবে তারা। আবু সুফিয়ান তার বাহিনীর সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে উকায বাজারে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেক যোদ্ধাকে যাবীব (কিশমিশ) দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনো হামরাউল আসাদে অবস্থান করছিলেন। সেখানে প্রতিনিধি দলটি এসে তাকে আবু সুফিয়ানের সংবাদ শুনিয়ে দেয়। তখন নবিজি ﷺ ও মুসলিমরা একবাক্যে বলে ওঠেন—আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম অভিভাবক।

মুসলিমরা তাদের যুদ্ধের সংকল্পে অটল থাকেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন আমরণ জিহাদের জন্য। ইসলামি সেনাদের এই অবিচল মানসিক অবস্থান মুশরিকদের কাছে দ্রুত পৌঁছে যায়। ওরা নিরাপত্তার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ ওদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করেন। অনেকটা ভয়ার্ত মনে ওরা মাক্কায় ফিরে যায়। ওদের ভাগিয়ে মুসলিমরাও মাদীনায় ফিরে আসে অপ্রতিরোধ্য আত্মিক শক্তি নিয়ে, মুছে যায় পরাজয়ের গ্লানি; ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায় ব্যর্থতার দাগ। তারা মাদীনায় প্রবেশ করে সম্মানের চূড়ায় ওঠে, চূর্ণ হয় মুশরিকদের দম্ভ; ভেঙে যায় ইয়াহূদি ও মুনাফিকদের ঐক্য। কুরআনুল কারীম এই যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করেই ইরশাদ হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। যাদের লোকেরা বলেছিল যে, নিশ্চয় তোমাদের বিরুদ্ধে অনেক লোক সমবেত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো; কিন্তু তা তাদের ঈমান আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং বলেছিল—

> আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই-না উত্তম অভিভাবক। অতঃপর তারা ফিরে এসেছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামাত ও অনুগ্রহসহ, কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি; তারা অনুসরণ করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির, আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল। (পক্ষান্তরে) সে তো শয়তান, সে তোমাদের তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; তোমরা তাদের ভয় করো না; বরং আমাকেই ভয় করো—যদি তোমরা মু'মিন হও। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৭২-১৭৫]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু ইযযাহ জুমাহি। একজন কবি। বদরযুদ্ধে বন্দি হওয়ার পর সে ওয়াদা করেছিল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করবে না; কিন্তু সে কৃতপ্রতিশ্রুতির কোনো তোয়াক্কা না করে উহুদযুদ্ধে মুসলিমদের বিপক্ষে আবার যুদ্ধে নামে। মাদীনায় ফিরে পুনরায় বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আর যুদ্ধ করব না। নবিজি ﷺ বলেন, এবার আর তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি না। মাক্কায় গিয়ে তুমি এবার এ কথা বলার সুযোগ পাবে না যে—মুহাম্মাদকে আমি দুবার ধোঁকা দিয়েছি। যুবাইর, ওর গর্দান উড়িয়ে দাও। তার গর্দান কাটার পর নবিজি বলেন, মু'মিন কখনো এক গর্তে দুবার দংশিত হয় না। মুশরিকদের মধ্যে এই লোকটিই শুধু বন্দি হয়েছিল উহুদযুদ্ধে। এই কাজটিকে শারঈ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা, এই কবি ছিল নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী—ফিতনা উসকে দিত। তাকে অনুগ্রহ করা হলে সে আবার হয়তো মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত।

উহুদযুদ্ধে মুসলিমরা শহিদ হন ৭০ জন। নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীর এ সংখ্যাটাকে আরও স্পষ্ট করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> যখন তোমাদের ওপর বিপদ এলো, (অথচ) তোমরা তো ইতঃপূর্বে দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। তোমরা বললে, এমন কেন হলো! আপনি বলুন, এটা তোমাদের নিজেদের কারণেই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৫]

উহুদে আপতিত বিপদে মুসলিমরা ছিলেন ভারাক্রান্ত। তাদের ব্যথিত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ ঢেলে দিতে আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন। ইবনু আতিয়াহ বলেন, মুসলিমরা বদরযুদ্ধে ৭০ জন মুশরিককে হত্যা করেছিল, বন্দি করেছিল ৭০ জনকে। মুশরিকরা উহুদযুদ্ধে ২২ জন নিহত হলেও ৭০ জন মুসলিমকে শহিদ করে।

মুসলিম মুজাহিদরা ছিলেন ক্ষতবিক্ষত। অযাচিত বিপদে পর্যুদস্ত। হয়তো সময়ের দাবি ছিল বেদনাকাতর এই বাহিনীকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া; কিন্তু সূক্ষ্ম কিছু কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের নিয়েই হামরাউল আসাদে গমন করেন—

উহুদযুদ্ধে অংশ নেওয়া সেনাদের মাঝে যেন পরাজয়ের অনুভূতি না থাকে।

এ কথা স্পষ্ট করা যে, আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে দুর্বল হওয়ার পরও শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই এবং আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিতে তারা প্রস্তুত।

শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহাবিগণকে চাঙ্গা রাখা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ কথা জানানো যে, মুসলিমদের ওপর আপতিত এই বিপদ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা। এটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। এর পেছনের হিকমাহ তিনিই ভালো জানেন। মূলত মুসলিমরাই শক্তিশালী। আর প্রতিপক্ষ বাহ্যত শক্তিশালী হলেও দুর্বল। হামরাউল আসাদে গমন, সেখানে তিনদিন অবস্থান, প্রতি রাতে মশাল প্রজ্বলন, সবশেষে মুশরিকদের ধাওয়া করাই প্রমাণ করে মুসলিমরাই ছিল শক্তিশালী।

উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা ও ইতিবাচক দিকসমূহ

কুরআনে উহুদযুদ্ধের কথা খুব সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন উহুদযুদ্ধের যে চিত্র এঁকেছে, অন্যান্য বর্ণনা অপেক্ষা তা অধিক স্পষ্ট ও জীবন্ত। কুরআনে তিরস্কার করা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে উপদেশ। সবশেষে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে সবার অন্তরে প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুরআনুল কারীম নবিজির এই বাহিনীর অন্তরের কথা স্পষ্ট করেছে। কুরআন অন্তরের গহীনে আলোর বিকীরণ ছড়িয়েছে, মুসলিমরাও নিজেদের হৃদয়ের গভীরে তা উপলব্ধি করতে পেরেছে।

কুরআনের মর্ম নবিজি ﷺ-এর অনুভূতি চিন্তাচেতনা ও উপলব্ধিতে গেঁথে গেছে। কুরআনের আবেদন মোতাবেক তিনি পরিচালনা করেছেন উম্মাহকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার আন্দোলন, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পৃথিবীর মূলে দীনের শেকড় মজবুতকরণ প্রচেষ্টা। এজন্যই আমরা দেখি উহুদের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে তিনি কুরআনের পন্থা অনুসরণ করেছেন। আমরা গৃহীত সমূহ পন্থার কথা উল্লেখের প্রয়াস চালাব ইনশাআল্লাহ...

আল্লাহর বিধানের স্মরণ ও দৃঢ় ঈমানের দিকে আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> অবশ্যই তোমাদের পূর্বে বহু বিধান গত হয়েছে। অতএব, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল! এটি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ। তোমরা দুর্বল হয়ো না, দুশ্চিন্তাও করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি মু'মিন হও। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৩৭-১৩৯]

উল্লিখিত আয়াতে উহুদযুদ্ধে পরাজয়ের পর আল্লাহ মুসলিমদের অন্তরে শয়তানের প্ররোচনার কোনো অবকাশ রাখেননি। এই আয়াত দিয়ে সম্বোধন করে তাদের অন্তরে আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। দেখিয়েছেন অবিচলতা ও দৃঢ় ঈমানী শক্তির পথ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রশমিত করেছেন তাদের হৃদয়ের ব্যথা। কুরতুবি ﵀ বলেন, এই আয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'মিনদের জন্য সান্ত্বনা।

পূর্ববর্তী উম্মাহর মাঝে আল্লাহর একত্ববাদের আহ্বান যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের পরিণতি নিয়ে ভাবার কথা উঠে এসেছে এই আয়াতে। চিন্তার বিষয় হলো, কীভাবে কর্ম অনুযায়ী আল্লাহর নীতি তাদের ওপর বাস্তবায়িত হয়েছে! তা এভাবে—যুলুম, পাপাচার, অবাধ্যতা ও কুফুরির কারণে বিভিন্নভাবে তাদের ধ্বংস করে দেওয়া। উদ্দেশ্য হলো—মিথ্যা-প্রতিপন্নকারীদের অবস্থা সম্পর্কে একটা চিত্র অঙ্কন করা, যারা অবাস্তব দাবি উত্থাপন করত। পাশাপাশি বাস্তব উপলব্ধির বীজ বপন করা এবং মু'মিন অন্তরে উপদেশের জল সিঞ্চন করা। আল্লাহ দুনিয়াতে পূর্ববর্তীদের রাজত্ব দিয়েছিলেন। দান করেছিলেন বেশুমার নিয়ামাত; কিন্তু তারা এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। ফলে অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাদের বিনাশ করেছেন।

আর আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তোমরা দুর্বল হয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি মু'মিন হও—এখানে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, দুর্বলতা ত্যাগ করতে, ভীরুতা ঝেড়ে ফেলতে; বলছেন—আবল্যতায় আচ্ছন্ন হওয়া কিংবা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই; কেননা মু'মিনই ঈমানের কারণে বিজয়ী হবে।

মু'মিনদের প্রতি সান্ত্বনা ও উহুদে আপতিত বিপদে আল্লাহর হিকমাহ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> যদি তোমাদের আঘাত স্পর্শ করে থাকে, তবে এর অনুরূপ আঘাত সেসব লোকদেরও স্পর্শ করেছিল। আর এইসব দিন আমি মানুষের মাঝে পালাক্রমে আবর্তিত করি, যেন আল্লাহ ঈমানদারদের জানতে পারেন এবং তোমাদের কতককে গ্রহণ করতে পারেন শহিদ হিসেবে, আর আল্লাহ যালিমদের ভালোবাসেন না। আর যাতে আল্লাহ বাছাই করেন মু'মিনদের এবং কাফিরদের করে দেন ধ্বংস। তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনো দেখেননি—তোমাদের মধ্য থেকে কারা জিহাদ করেছে এবং এ-ও জানেননি যে, কারা ধৈর্যশীল! তোমরা মৃত্যু কামনা করেছিলে তার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে, এখন তো তোমরা তা স্বচক্ষে দেখলে। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৪০-১৪৩]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ বর্ণনা করছেন—এই আঘাত ও শাহাদাত, মু'মিনদের দেহে এবং কঠোর সংগ্রামে যেন কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার না করে। কেননা এবার তোমরা যেমন আঘাত পেয়েছ, তেমনি ইতঃপূর্বে তোমাদের শত্রুরাও পেয়েছিল। যুদ্ধে এমনটা হওয়ার কারণে তারা তাদের ভ্রষ্টতা ও অশুভ পরিণতি নিয়ে যদি না ভাবে, তাহলে যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাদের পরিণতি সুন্দর, তারা এ ব্যাপারে না ভাবা আরও বাঞ্ছনীয়।

তাফসীরুল কাশ্শাফের রচয়িতা বলেন, আয়াতের অর্থ হলো, উহুদের দিন তোমরা যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছ, বদরযুদ্ধে তারাও এর মুখোমুখি হয়েছিল। এটা তাদের অন্তর দুর্বল করেনি, যুদ্ধ করে তোমাদের থেকে বদলা দেওয়ার মনোবৃত্তিতে ভাটা পড়েনি। অতএব, তোমাদের জন্য এটাই অধিক বাঞ্ছনীয় যে, তোমরা দুর্বল হবে না কিংবা হীনম্মন্যতায় ভুগবে না।

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, উহুদের দিন ছিল বদরের বিনিময়। উহুদের মু'মিনরা যুদ্ধ করেছে; আল্লাহ তাদের মধ্য হতে শহিদদের গ্রহণ করেছেন। আর বদরের দিন মুশরিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ বিজয় অর্জন করার ফলে ইসলাম একটি স্বাধীন ভূখণ্ড লাভ করেছে।

উহুদযুদ্ধে মু'মিনরা যে বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে, এতে আল্লাহ চারটি হিকমাতের কথা উল্লেখ করছেন—

১) আল্লাহর জ্ঞান বাস্তবায়িত হওয়া এবং মু'মিনদের সামনে তা প্রকাশ করা।

২) মু'মিনদের অনেককে শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করা, এতে শহিদ ব্যক্তি সমুন্নত মর্যদায় উন্নীত হতে পারবে।

৩) মু'মিনদের পবিত্র করা। তাদের ভুল থেকে মুক্ত করা এবং মুনাফিকদের থেকে পৃথক করা।

৪) কাফির সম্প্রদায়কে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া।

ভুল সংশোধনের ধরন-প্রকৃতি

বদরযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ যেমন আয়াত নাযিল করেছেন, সে তুলনায় উহুদের পর কুরআনে আয়াত নাযিল হয়েছে কোমল সম্বোধনে। আল্লাহ তা'আলা বদরযুদ্ধ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পর্কে বলেন,

> কোনো নবির জন্য উচিত নয় যে, তার নিকট যুদ্ধবন্দি থাকবে (এবং সম্পদের বিনিময়ে তিনি তাদের মুক্ত করে দেবেন), যতক্ষণ না তিনি জমিনে রক্ত প্রবাহিত করেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ, আর আল্লাহ চাচ্ছেন আখিরাত। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর লিখন অতিবাহিত না হয়ে থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, সে কারণে মহাশাস্তি তোমাদের স্পর্শ করত। [সূরা আনফাল, ৮: ৬৭-৬৮]

এরপর উহুদযুদ্ধ সম্পর্কে বলেন,

> আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তার প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তার নির্দেশে তোমরা তাদের হত্যা করছিলে; অবশেষে তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে, কাজের ক্ষেত্রে মতভেদ করলে এবং তোমরা যা পছন্দ কর, তা তোমাদের দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে, তোমাদের মাঝে কেউ দুনিয়া কামনা করছিল আবার কতক আখিরাত;—অতঃপর তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের থেকে সরিয়ে নিলেন, নিশ্চয় তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন; আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫২]

পূর্ববর্তী মুজাহিদদের দৃষ্টান্ত স্থাপন

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> আর কত নবি ছিল, যার সঙ্গে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে তাদের ওপর যা আপতিত হয়েছে, এজন্য তারা হীনবল হয়নি, হয়নি দুর্বল এবং নতশির। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন। আর তাদের কথা শুধু এই ছিল যে, তারা বলত, হে আমাদের রব, আমাদের গুনাহ ও আমাদের কাজে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন, আমাদের পা দৃঢ় রাখুন এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৪৬-১৪৮]

ইবনু কাসীর বলেন, উহুদযুদ্ধে যখন চিৎকার ভেসে আসে—মুহাম্মাদ ﷺ নিহত হয়েছেন, এই আওয়াজ শুনে যারা যুদ্ধ ত্যাগ করে মাদীনায় ফিরে গেছে, প্রথমত তাদের তিরস্কার করা হয়েছে।[৫৩২] এরপরই আল্লাহ তাদের সামনে পূর্ববর্তী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুজাহিদদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন—তারা তাদের নবির পেছনে জিহাদের লক্ষে আল্লাহর রাস্তায় সফর করেছে, তদুপরি আল্লাহর রাস্তায় আপতিত বিপর্যয়ে তারা হীনবল হয়নি, জিহাদের মানসিকতায় ভাটা পড়েনি, শত্রুর কাছে তারা কোনোভাবেই মাথা নত করেনি; বরং জিহাদের পথে তারা অবিচল থেকেছে, বিপদে সবর করেছে। তারা যে বলত, হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কাজে সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করে দিন—যদিও তারা ছিল আল্লাহ প্রেমিক তবুও তাদের দু'আর কথা উল্লেখ করে বোঝানো হচ্ছে, তারা ছিল আল্লাহর কাছে নমনীয়। আবার শত্রুর মোকাবিলায় এসে তারা নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন, যেন তাদের আল্লাহ সাহায্য করেন। মুসলিমদের জন্য এখানে শিক্ষা হলো—শত্রুর বিরুদ্ধে জয় লাভ করার জন্য আল্লাহর কাছে বিনয়ী হওয়া, তাওবা ও ইসতিগফার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম পুরস্কার দান করলেন। অর্থাৎ দুনিয়াতে গানীমাত এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিদান। এটা তাদের উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে দু'আ ও আল্লাহর দিকে অভিমুখী হওয়ার কারণে। তাদের ইহসান হলো, জিহাদে তাদের অবস্থান; এর মাধ্যমেই তারা দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের সামনে তাদের উপমা পেশ করছেন। আখিরাতের সাওয়াবের কথা আল্লাহ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন; কেননা দুনিয়ার তুলনায় তা বহুগুণে উত্তম; আল্লাহর কাছে সেটাই গ্রহণযোগ্য।

আমীরের অমান্যতা পরাজয়ের কারণ

'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার অনুচর মুনাফিকরা রণে ভঙ্গ দিলে মুসলিমরা প্রাথমিক একটা ধাক্কা খেলেও তা সামলে নেন; কিন্তু তিরন্দাজ বাহিনী তাদের আমীরের নির্দেশ অবহেলা করে স্থান ত্যাগ করার কারণে মুসলিম বাহিনী ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়। আল্লাহ তাদের ওপর শত্রুদের চাপিয়ে দেন। মুসলিমরা মুহূর্তেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পরাজয় ঘনীভূত হয়। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক সবাই যখন নিজ নিজ অবস্থানে ছিল, ততক্ষণ মুসলিমদের বিজয়ের পাল্লা ভারী ছিল; কিন্তু আমীরের কথা অমান্য করে যখন তিরন্দাজ বাহিনী পাহাড় থেকে নেমে আসে, বিপর্যয় দেখা দেয় ঠিক তখনই। মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> স্মরণ করো, যখন তোমরা ওপরের দিকে ছুটছিলে এবং কারও দিকে ফিরেও তাকাচ্ছিলে না, আর রাসূল তোমাদের ডাকছিলেন পেছন থেকে। ফলে তিনি তোমাদের দুঃখের ওপর দুঃখ দিয়েছেন, যেন তোমরা যা হারিয়েছ এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তোমাদের যা স্পর্শ করেছে, সে কারণে তোমরা ব্যথিত না হও, আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৩]

দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষতি

আল্লাহর কাছে দুনিয়ার অবস্থান কী পর্যায়ে, তার বর্ণনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ কুরআনের আয়াত ও হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। দুনিয়ার চাকচিক্য ও প্রভাব মানুষের জন্য যে ফিতনার কারণ, তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এর প্রতি লালায়িত হওয়া থেকে সতর্ক করে বলেছেন,

> নারী, সন্তান, রাশিকৃত সোনা-রুপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং খেতখামারের প্রতি আসক্তিকে মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে, এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যসামগ্রী। আর আল্লাহর কাছে আছে উত্তম আশ্রয়স্থল। সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে দুনিয়াবি কারণে প্রতারিত হওয়া থেকে সতর্ক করেছেন। আবু সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় দুনিয়া সুমিষ্ট ও লোভনীয়, আর আল্লাহ তোমাদের এতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন, কে ভালো আমল করে তা দেখার জন্য। সুতরাং তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে বেঁচে থাকো; কেননা বনি ইসরাইলে প্রথম ফিতনা শুরু হয়েছিল নারী থেকে।

ইবনু আব্বাস ﵄ বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে মুশরিকরা পরাজিত হলে কিছু তিরন্দাজ বলল, বন্ধুগণ, আল্লাহর নবির সঙ্গে যুক্ত হও, গানীমাতের কাছে চলো। তোমরা বিলম্ব করলে রিক্তহস্ত থাকতে হবে। অনেকে বলল, আল্লাহর রাসূল আমাদের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আমরা এখান থেকে একচুলও সরব না। এ পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয়—তোমাদের অনেকে দুনিয়া প্রত্যাশা করেছে এবং অনেকের প্রত্যাশা আখিরাত।

তাবারি ﵀ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন—তোমাদের অনেকে দুনিয়া প্রত্যাশা করেছে—অর্থাৎ গানীমাত। ইবনু মাসঊদ ﵁ বলেন, উহুদের ক্ষেত্রে উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার আগে আমি কোনো সাহাবির ব্যাপারে জানতাম না, যিনি দুনিয়া প্রত্যাশা করেন।

দা'ঈদের জন্য উহুদের এই ঘটনায় রয়েছে বিরাট শিক্ষা। দুনিয়ার ভালোবাসা এমন, যা ক্রমশ ঈমানদার ব্যক্তির অন্তরে ছেয়ে যায়, ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একসময় মু'মিন ব্যক্তি দুনিয়া ও পার্থিব ঐশ্বর্যকে প্রাধান্য দেয় আখিরাতের ওপর, আখিরাতের বিজয় ও অফুরান নিয়ামাতের ওপর—ফলে সে শারঈ নির্দেশনা অমান্য করে, ব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। সাহাবিগণ ঠিক একই কাজ করেছিলেন; তারা ভুলে গিয়েছিলেন নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব। ফলাফল যা হওয়ার তা-ই হয়েছে। এমনিভাবে দীনের দা'ঈরা যদি নিজেদের পরিচয় ভুলে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়, ভুলে যায় আখিরাতের কথা, তাহলে একসময় তারাও শারী'আতের নির্দেশনার কথা ভুলে যাবে, নেমে আসবে বিপদ।[৫৩৩]

দীনের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক

ইবনু কাসীর ﷺ বলেন, মুসলিমরা ছত্রভঙ্গ হওয়া এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আঘাত পাওয়ার পর শয়তান উঁচু আওয়াজে হাঁক ছেড়ে বলে, মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। ইবনু কুমাইয়া মুশরিকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলে, আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি। সে মূলত নবিজির মাথায় আঘাত করেছিল। এটাই বহু সংখ্যক মানুষের মনে গেঁথে যায়। তারা বিশ্বাস করে নবিজি ﷺ সত্যিই মারা গেছেন। এরপর সবার মাঝে জেঁকে বসে দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতা। লড়াইয়ের ময়দান থেকে অনেকেই পিছু হটে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> মুহাম্মাদ শুধুই একজন রাসূল, তার আগে অনেক রাসূল গত হয়েছেন; তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা পিছু হটবে? নিশ্চয় যে পিছু হটবে, সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞচিত্ত বান্দাদের প্রতিদান দেবেন। [সূরা আলে ইমরান ০৩: ১৪৪]

এই আয়াতের তাফসীরে এসেছে—রাসূলগণ কেউই অমর নন। প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। রাসূলের দায়িত্ব হলো, তার কাছে যে বার্তা আসে, তা পৌঁছানো, আর তিনি অর্পিত দায়িত্ব পালনও করেছেন। রিসালাতের জন্য আবশ্যক নয় যে, কওমের সঙ্গে চিরকাল থাকতে হবে। ফলে এই পৃথিবীতে কেউ অমরত্ব পাবে না। অতঃপর আল্লাহ রাসূলের মৃত্যুতে দুর্বলতার শিকার হওয়াকে নাকচ করে বলেন, তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে?—অর্থাৎ তোমরা ফিরে যাবে, ছেড়ে দেবে জিহাদ? তবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন নিজেদের অমঙ্গলই ডেকে আনবে। আল্লাহ বলেন, আর যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না এবং অচিরেই আল্লাহ কৃতজ্ঞচিত্ত বান্দাদের প্রতিদান দেবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থাৎ যারা পিছু হটেনি এবং আল্লাহর রাসূলকে অনুসরণ করে অবিচল ছিলেন, তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরও, তাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন আল্লাহ।

উহুদ প্রান্তরে বিপদ নেমে আসার কারণ হলো, মুসলিমরা তাদের ঈমান, আকীদা, আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করতে দাওয়াতকে কেবলই রাসূলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে ফেলেছিলেন। একমাত্র প্রতিপালক ও উপাস্য হিসেবে আল্লাহর প্রতি ঈমান; কিন্তু তার সঙ্গে নবিজি ﷺ-এর অমরত্বের বিশ্বাস দীনের পথে অবিচলতায় দুর্বলতা সৃষ্টি করেছে। রিসালাতের স্থায়িত্ব ও মানব-রাসূলের মাঝে দীনের সম্পর্ক স্থাপন সাহাবিদের মাঝে হীনম্মন্যতা, দুর্বলতা ও উদ্ভ্রান্তি আনয়নের কারণ হিসেবে কাজ করেছে। বিপদে ধৈর্যধারণ, রিসালাতের সম্প্রসারণ, দাওয়াহ ও তাবলীগ এবং সত্যকে সাহায্যের জন্য আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য একটি ভিত্তি; আল্লাহর কালেমা সমুন্নতকরণে দাওয়াহর ধারাবাহিকতা, পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়া, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মাধ্যমে দীন বিদ্যমান থাকার সঙ্গে আল্লাহর রাসূলের অমর থাকার মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই—এ সত্য থেকে কতিপয় সাহাবির সাময়িক বিচ্যুতি এই বিপদের নেপথ্য কারণ।

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আল্লাহর রাসূলের ওফাতের আগে মৃত্যুর ভুল বার্তা উহুদযুদ্ধ পরবর্তী করণীয় কাজের ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে। নবিজির ভুল মৃত্যু সংবাদ শুনে যারা পিছু হটেছে, তাদের তিরস্কার করা হয়েছে; জানানো হয়েছে—এটা তাদের জন্য উচিত হয়নি; বরং আবশ্যক ছিল, দীন ও তাওহীদের ওপর অটল থাকা এবং মৃত্যুবরণ করা কিংবা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। কেননা, তারা ইবাদাত করতেন মুহাম্মাদের রবের, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। সুতরাং নবি মৃত্যুবরণ করলে কিংবা নিহত হলে তাদের জন্য উচিত নয়—দীন থেকে ফিরে যাওয়া। কেননা প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। এমনকি—যারা ধারণা করে, ইসলাম সমাপ্ত হবে নবি ﷺ-এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, যারা মনে করত ইসলামের দাওয়াহ ও বিজয় সীমাবদ্ধ এক ব্যক্তির মাঝে, তাদের অসার ভাবনারও অপনোদন এ আয়াতের মাধ্যমে হয়ে গেছে।

উহুদযুদ্ধের পর তিরস্কার করে আল্লাহ যে আয়াত নাযিল করেছেন, তা বাস্তবায়িত হয়েছে নবিজির মৃত্যুর সময়। বর্ণিত আছে—তাঁর প্রয়াণের পর সুনূহ নামক স্থান থেকে আবু বাক্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহু চলে আসেন। মাদীনায় এসে প্রথমে প্রবেশ করেন মাসজিদে নববিতে। সেখানে কারও সঙ্গে কোনো কথা হয় না। নীরবে ঢুকেন 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে। তিনি ইশারা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন চাদরে আচ্ছাদিত। কাছে এসে চেহারা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে কাপড় সরালেন। চুমু খেয়ে কাঁদলেন। বললেন, আপনার জন্য আমার বাবা-মা কুরবান হোক। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনার জন্য দুবার মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ করে রাখেননি। যে মৃত্যু আসবার ছিল, তা এসে গেছে।

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, আবু বাক্‌র ﷺ বের হয়ে দেখেন, 'উমার ﷺ কথা বলছেন। তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'উমার, বসো, 'উমার ﷺ বসতে চাচ্ছিলেন না; কিন্তু লোকজন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে আবু বাক্‌রের দিকে মনোনিবেশ করে। সিদ্দীক ﷺ বলেন, যারা মুহাম্মাদের উপাসনা করত, তারা জেনে রাখো, মুহাম্মাদ ﷺ মারা গেছেন। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর ইবাদাত করত, জেনে রাখো আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুহাম্মাদ শুধুই একজন রাসূল, তাঁর আগেই অনেক রাসূল গত হয়েছেন; তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা পিছু হটবে? নিশ্চয় যে পিছু হটবে, সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞচিত্ত বান্দাদের প্রতিদান দেবেন।

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, আবু বাক্‌রের এই আয়াত তিলাওয়াতের আগে লোকজন যেন জানতই না, এই আয়াত নাযিল হয়েছে! তার থেকে মানুষ শিখে নেয়। পরে প্রত্যেক মানুষের মুখে এই আয়াতের তিলাওয়াত শুনেছি আমি। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, 'উমার ﷺ বলেছেন, আবু বাক্‌রের মুখে এই তিলাওয়াত শুনে আমি যেন হুঁশ ফিরে পেলাম। আমার পা থরথর করে কাঁপছিল। পড়ে যাচ্ছিলাম মাটিতে। আমার কাছে তখন মনে হলো, নবিজি সত্যিই মারাগেছেন।[৫৩৪]

তিরন্দাজ বাহিনী ও মুনাফিকদের সঙ্গে নবিজির আচরণ

তিরন্দাজ বাহিনী

যে তিরন্দাজরা ইজতিহাদে ভুল করেছিলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের কাতারের বাইরে পাঠিয়ে দেননি কিংবা তাদের এ কথাও বলেননি যে, তোমরা কোনো ধরনের নামাজ পড়তে পারবে না; বরং তাদের দুর্বলতা গ্রহণ করেছেন, হৃদয় উজাড় করে তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর দিকে খেয়াল করে আল্লাহ তা'আলাও এই যুদ্ধে অংশ নেওয়া সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। যারা দুনিয়া প্রত্যাশা করেছে, দুর্বলতা প্রকাশ করে রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছে, সবার অপূর্ণতা আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইরশাদ হচ্ছে,

> আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তাঁর নির্দেশে তোমরা তাদের হত্যা করছিলে; অবশেষে তোমরা যখন দুর্বলতা দেখালে, কাজের ক্ষেত্রে মতভেদ করলে এবং তোমরা যা পছন্দ কর, তা তোমাদের দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে, তোমাদের মাঝে কেউ দুনিয়া কামনা করছিল, আবার কতক আখিরাত, অতঃপর তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য তাদের থেকে সরিয়ে নিলেন; নিশ্চয় তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অতি অনুগ্রহশীল। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫২]

বাস্তবতা হলো—তারা নবিজির পক্ষ থেকে ক্ষমা পেলে মন প্রফুল্ল থাকবে। এর মাধ্যমে তাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামাতও পূর্ণতা লাভ করবে। এজন্যই আল্লাহ তাঁর নবিকে বলেছেন তাদের ক্ষমা করে দিতে এবং তাদের ইসতিগফারে উৎসাহিত করতে। এমনিভাবে তাদের সঙ্গে মাশওয়ারা করার কথাও বলেছেন; ইরশাদ হচ্ছে,

> আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রাহমাতে আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন; আপনি যদি কঠোর ও রুক্ষ মেজাজের হতেন, তাহলে তারা আপনার পাশে ঘেঁষত না; অতএব, তাদের ক্ষমা করে দিন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কোনো বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। যখন সংকল্পবদ্ধ হবেন, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করুন; নিশ্চয় আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৯]

মুনাফিক ইবনু সালুলের পশ্চাদপসরণ

তিনশো মুনাফিককে নিয়ে রণে ভঙ্গ দেওয়ার দ্বারা 'আবদুল্লাহ ইবনু সালুলের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি বাহিনীতে দ্বিধা সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করা, শত্রুকে সাহায্য ও নিজের হিম্মত বৃদ্ধি করা। 'আবদুল্লাহ ইবনু হারাম তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে পলায়ন করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু তারা তার ডাক প্রত্যাখ্যান করে।[৫৩৫] এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ বলেন,

> দুটি দল মুখোমুখি হবার দিন তোমাদের যা স্পর্শ করেছে, তা আল্লাহর অনুমতিতেই, যেন তিনি মু'মিনদের চিনে নিতে পারেন এবং চিনতে পারেন মুনাফিকদের। তাদের বলা হলো—তোমরা ফিরে এসো, আল্লাহর রাস্তায়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জিহাদ করো কিংবা প্রতিরোধ করো, তারা বলল—আমরা যদি লড়াইয়ের কথা জানতাম, তাহলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম। ঈমান অপেক্ষা সেদিন তারা কুফুরির অধিক নিকটবর্তী ছিল। তারা মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই; তাদের সুপ্ত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহই অধিক অবগত। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৬-১৬৭]

মুনাফিকদের পলায়নের ফলে মুসলিমদের সংখ্যা কমে গিয়ে মুশরিকদের সঙ্গে তাদের সৈন্য-ব্যবধানটা আরও বেড়ে গিয়েছিল। মুসলিমদের দুটি গোত্র প্রভাবিত হয়েছিল বেশ। মুনাফিক নেতাকে কড়া শাস্তির সম্মুখীন করা হলে তা সংগত হতো; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মুনাফিকদের তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। জনসম্মুখে তাদের পরিচয় স্পষ্ট করে দেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। এ কারণে হামরাউল আসাদ থেকে ফিরে এসে তাকে তাচ্ছিল্য ও লাঞ্ছিত করা সহজ হয়েছে।

ইমাম যুহরি বলেন, নিজ গোত্রের কাছে বেশ সম্মান ছিল 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের। লোকদের মাঝে সে শরীফ হিসেবে পরিচিত ছিল। এক জুমু'আর দিন নবিজি ﷺ বসে আছেন। ইবনু উবাই বয়ান করতে গিয়ে বলছিল, হে লোকসকল, তোমাদের মাঝে ইনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তোমাদের সম্মানিত করেছেন। সুতরাং তাঁকে সাহায্য করো, তাঁর কথা শোনো ও মানো। এ কথা বলে সে বসে পড়ে। উহুদের দিন তার আসল চেহারা সে প্রকাশ করে। লোকজন ফিরে আসার পর সে আবার দাঁড়িয়ে যায় আগের মতোই কিছু বলার জন্য। উপস্থিত মুসলিমরা তার কাপড়ের প্রান্ত ধরে আটকিয়ে বলে, আরে আল্লাহর দুশমন, বসে থাক। তুই যে কাজ করেছিস, তাতে তোর কোনো যোগ্যতা নেই। অপমানে মাথা নিচু করে সে লোকদের ডিঙিয়ে যেতে যেতে বলছিল, আল্লাহর কসম, যদিও আমি তাঁর কাজ শক্তিশালী করার জন্য উঠেছিলাম; কিন্তু ওরা মনে করেছে, আমি অনিষ্ট সাধনের জন্য উঠেছি। মাসজিদের দরজায় কিছু আনসারি সাহাবির সঙ্গে দেখা হলে তারা বলেন, কী ব্যাপার, কী হয়েছে তোমার? ইবনু উবাই ঘটে যাওয়া সবকিছু খুলে বলে। তারা বললেন, আরে, এতে কী হয়েছে! ফিরে যাও, আল্লাহর রাসূল তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। সে বলল, আল্লাহর কসম, তিনি আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন, এতে আমার কোনো আগ্রহ নেই।[৫৩৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উহুদ আমাদের ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি

আনাস ইবনু মালিক ﷺ বলেন, একবার উহুদ পাহাড় নবিজির চোখে পড়লে তিনি বলেন, এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি।

আল্লাহর রাসূলের এই কথার অনেক অর্থ হতে পারে। যেমন: সালিহ শামি বলেছেন, আগেরকার মানুষ আপতিত বিপদের সঙ্গে স্থান ও কালকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করত। মনে করত, এই স্থান কিংবা এই সময়ের কারণে এই বিপদ ঘটেছে। বর্তমানের মূর্তিপূজকরা এখনো এমন বিশ্বাস পোষণ করে। এরপর ইসলামের আবির্ভাব ঘটল। ইসলাম তার জন্মের শুরু থেকেই প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস, অপসংস্কৃতি, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সব সময় দূরে থেকেছে কুলক্ষণের ধারণা থেকে। উহুদযুদ্ধের পর ব্যথাতুর একটি স্মৃতি মুসলিমদের অন্তরে গেঁথে ছিল। এতে সন্দেহ নেই যে, মুসলিমরা উহুদের পাশে দাঁড়ালে যুদ্ধের কথা মনে পড়ত। এরপর তাদের অন্তরে যেন এই মন্দ ধারণা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য নবিজি ﷺ স্পষ্ট করেছেন স্থান ও কাল আল্লাহর দুটি সৃষ্টি; এই বিপদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই; সবকিছুই আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহর রাস্তায় শহিদ হওয়া ব্যক্তির জন্য সৌভাগ্যের, মুসিবত নয়। আর উহুদকে কেন ভালোবাসবেন না, অথচ হামযা ও সাহাবিদের আশ্রয় দেবার জন্য আল্লাহ এই পাহাড়কে নির্বাচন করেছেন!

উহুদযুদ্ধে ফিরিশতাদের দল

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস ﷺ বলেন, উহুদের দিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডানে-বামে শুভ্র পোশাক পরিহিত দুজন লোককে দেখেছি। তারা নবিজিকে বাঁচাতে বীর বিক্রমে লড়াই করছিলেন। উহুদের আগে-পরে তাদের কোনো দিন দেখিনি। আর তারা ছিলেন জিবরীল ও মীকাইল।

নবিজিকে রক্ষা করতে এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। কেননা তিনি মানুষের অনিষ্ট থেকে তাকে রক্ষার ওয়াদা করেছেন। এছাড়া উহুদের অন্য কোথাও ফিরিশতারা যুদ্ধ করেছিল—বিশুদ্ধ সূত্রে এমনটা প্রমাণিত নয়। তিনটি শর্তসাপেক্ষে আল্লাহ মু'মিনদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—সবর, তাকওয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও দ্রুত শত্রুর আগমন। এ বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হয়নি বিধায় আল্লাহর সাহায্য আসেনি (আল্লাহ্ সরাসরি ফিরিশতা নিযুক্ত করেননি)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> স্মরণ করুন, যখন আপনি মু'মিনদের বলছিলেন, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয়, তিনি তোমাদের অবতীর্ণ তিন হাজার ফিরিশতা দিয়ে সাহায্য করবেন? হ্যাঁ, তোমরা যদি সবর করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, আর তারা তোমাদের কাছে দ্রুত আসে, তবে তোমাদের রব তোমাদের সারিবদ্ধ পাঁচ হাজার ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করবেন। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১২৪-১২৫]

শহিদদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের স্থায়ী নিয়ামাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের ভাইয়েরা উহুদে শহিদ হবার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রাণগুলোকে সবুজ পাখির পেটে রেখে দিয়েছেন। ওরা জান্নাতের নহরসমূহের তীরে ঘুরে বেড়ায়, জান্নাতের ফল খায় এবং আরশের ছায়ায় স্বর্ণের বাসায় তারা আশ্রয় নেয়। অমীয় সুধা, সুস্বাদু খাবার ও উত্তম স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন অনুভব করে। জান্নাতি নিয়ামাতের আবেশে মুগ্ধতার পরশে তারা বলে, হায়, আমাদের ভাইয়েরা যদি জানত, আল্লাহ আমাদের জন্য কী প্রস্তুত করে রেখেছেন—তারা আমরণ জিহাদ করত, যুদ্ধ থেকে পলায়ন করত না। আল্লাহ তা'আলা বললেন,

> আমি তাদের কাছে তোমাদের কথা পৌঁছে দেবো। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেন, আল্লাহর রাস্তায় যারা শহিদ হয়েছে, তাদের মৃত ভেব না; বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত—রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে। আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহে তারা উৎফুল্ল, তাদের পেছনে, এখনো যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দিত হয় এজন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামাত ও অনুগ্রহ লাভে আনন্দিত হয় এবং আল্লাহ মু'মিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৯-১৭১]

আয়াতের তাফসীর আলোচনায় ওয়াহিদি সাঈদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণনা করেন, হামযা ও মুস'আব বিন উমাইরের শাহাদাত বরণের পর তাদের জান্নাতের স্বপ্নিল ভুবনে নেওয়া হয়। উত্তম রিযিকের অভাবনীয় স্বাদ প্রাপ্তির পর তারা বলেন, হায়, আমাদের ভাইয়েরা এই সুখ ও সমৃদ্ধির কথা জানলে জিহাদে প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ত। তাদের কথা শুনে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মুসলিম ﷺ মাসরুক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমরাও এটা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম; নবিজি বলেছেন, তাদের রূহগুলো সবুজ পাখির পেটে রাখা হয়েছে; আরশের সঙ্গে সংযুক্ত বাসায় তারা থাকে, জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, আবার তারা তাদের ঘরে আশ্রয় নেয়। আল্লাহ তাদের দর্শন দিয়ে বলেন, তোমরা আরও কিছু প্রত্যাশা করো? তারা বলে, আমরা আর কী চাইব? আমরা তো জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি! এই প্রশ্ন তিনি তাদের তিনবার করেন। যখন তারা দেখল, তাদের কিছু চাওয়া ব্যতীত ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না, তখন তারা বলে, আমাদের রব, আমাদের রূহগুলো আবার আমাদের দেহে প্রবেশ করান, যেন আমরা আপনার রাস্তায় আবার জিহাদ করতে পারি। আল্লাহ তাদের উপযুক্ত কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই দেখে অবশেষে তাদের ছেড়ে দেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

১০

উহুদ ও খন্দক মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উহুদ ও খন্দক মধ্যবর্তী সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

ইসলামি রাষ্ট্র ধ্বংসে মুশরিকদের সমূহ অপতৎপরতা:

উহুদযুদ্ধ ইসলামি দাওলাতের দুশমনদের মনে সাহস সঞ্চার করে। আরাবি মুশরিকদের মাঝে এ অনুভূতি জাগিয়ে দেয় যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে বিজয়ী হওয়া সম্ভব। কিছু মুশরিক গোত্র মুসলিমদের মূলোৎপাটন ও তাদের দাপট চূর্ণ করতে মাদীনা আক্রমণের ফন্দি আঁটতে থাকে। বনু আসাদ ইসলামি দাওলাতের দিকে শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। খালিদ বিন সুফিয়ান হুযালি মাদীনার মুখোমুখি হতে বহুজাতিক বাহিনী সমবেত করে। আদল ও কারাহ মুসলিমদের প্রতারিত করতে গোপন মিশনে জড়িয়ে পড়ে। আমির বিন তোফায়েল আমিনীন উপাধি খ্যাত কারীদের হত্যার ধৃষ্টতা দেখায়। বনু নাজীরের ইয়াহূদিরা আল্লাহর রাসূলকে গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এসব প্রতিহত করেন অবিনাশী বীরত্ব, দক্ষ রাজনৈতিক কৌশল, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে।

এক. ইসলামি দাওলাতে বনু আসাদের শ্যোনদৃষ্টি:

গোয়েন্দা মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারেন, বনু আসাদ গোত্র তুলাইহা আসাদির নেতৃত্বে মাদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো মাদীনা লুট করা, শরিকদের প্রতিশোধ নেওয়া এবং কুরাইশকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা।

নবিজি ﷺ মুহাজির ও আনসার মিলিয়ে দেড়শো সাহাবির একটি মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেন। তাদের আমীর নিযুক্ত করেন সালামা ইবনু আবুল আসাদ মাখযূমি ﷺ-কে। পতাকাবাহীও তাকেই নির্ধারণ করেন। প্রেরণের সময় বলেন, দ্রুত অগ্রসর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হও। বনু আসাদের জনপদে পৌঁছানোর আগে থামবে না। তাদের মিত্ররা একত্রিত হওয়ার আগে অতর্কিত হামলা চালাবে।

মুহাররম মাসে আবু সালামা ﵁ তাদের উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন। ওদের গবাদি পশুর স্থান দিয়ে গুপ্ত হামলা চালান। অতর্কিত হামলার ফলে কোনোকিছু বুঝে ওঠার আগেই বেকায়দায় পড়ে ওরা পালিয়ে যায়। ইসলামের এই শত্রুদের ঐক্য ভাঙতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী বেশে মাদীনায় ফিরে আসেন তিনি।

ইসলামের শুরুর দিকে যারা ঈমান এনেছিলেন, আবু সালামা ﵁ তাদের একজন। এই যুদ্ধ থেকে তিনি ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসেন। কেননা উহুদযুদ্ধে পাওয়া আঘাতে আবার ক্ষত সৃষ্টি হয়। এরপর কিছু দিনের মাঝেই তিনি মারা যান।

ঝটিকা অভিযান থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়:

নবিজি ﷺ যুদ্ধের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণে সূক্ষ্মদর্শনের পরিচয় দিয়েছেন। শত্রুদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে ওদের শক্তি চূর্ণ করেছেন একত্রিত হওয়ার আগেই। আবু সালামার গেরিলা বাহিনীর অযাচিত আগমনে তারা হতভম্ব হয়েছে। তারা ধারণা করেছে, মুসলিমরা তাদের এক আক্রমণেই দুর্বল করে দিয়েছে, করেছে হতবিহ্বল। ফলে মুশরিকরা মুসলিমদের ভয়ে আতঙ্কে ভুগেছে। সংকল্প ভুলে শিকার হয়েছে হীনম্মন্যতার। মাদীনার কথা মন থেকে মুছে ফেলে ডুব দিয়েছে নিজেদের কাজে। প্রকাশ পেয়েছে মুসলিমদের সমর ও প্রতিরক্ষার শাণিত নীতি। যেমন: সঠিক সময়ে উপযোগী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শত্রুরা মুসলিমদের গতিবিধি টের পাওয়ার আগেই তারা সেখানে পৌঁছেছেন। এই গেরিলা আক্রমণে মুসলিম বাহিনীর সফলতার এটাই আসল কারণ।

এই গেরিলা আক্রমণ শত্রুদের মনে লক্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, মুসলিমরা গুপ্তচরবৃত্তিতে কতটা পারঙ্গম। হঠাৎ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত এলে মুসলিমরা সে মুহূর্তেই অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত। এই অনুভূতি মুসলিমদের জাত চিনতে তাদের সাহায্য করেছে।[৫৩৭]

দুই. খালিদ বিন সুফিয়ান হুজালির প্রতিরোধে 'আবদুল্লাহ বিন উনাইস ﵁

কুরাইশ মুশরিকদের সহযোগিতা, নৈকট্য অর্জন, নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের ওপর অটল থাকা, সর্বোপরি মাদীনার সম্পদ লুণ্ঠন করতে খালিদ বিন সুফিয়ান যোদ্ধাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একত্রিত করতে থাকে। প্রস্তুতি নেয় মাদীনা আক্রমণের। আল্লাহর রাসূল ﷺ তার এই গোপন দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারেন। ইসলামের এই শত্রুর মাথা কাটতে দায়িত্ব অর্পণ করেন 'আবদুল্লাহ বিন উনাইস ﷺ-এর কাঁধে। কী হলো এরপর? হ্যাঁ, বাকি গল্পটা আমরা তার মুখেই শুনব।

'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস ﷺ বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে ডেকে বললেন, ইবনু উনাইস, আমি জানতে পেরেছি খালিদ বিন সুফিয়ান মাদীনা আক্রমণের জন্য উরনায় সেনা সমাবেশ ঘটাচ্ছে। তার বাহিনীতে হুজালি ছাড়াও অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও আছে। তোমার দায়িত্ব হলো তার কাছে গিয়ে গর্দান উড়িয়ে দেওয়া।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে ওর পরিচয়টা একটু বলুন, যেন চিনতে পারি। নবিজি ﷺ বললেন, ওকে দেখলে ওর শরীরে তুমি শিহরন লক্ষ করবে।

আমি তরবারি কোষমুক্ত করেই বের হলাম। উরনায় পৌঁছে সত্যিই ওর শরীরে শিহরন দেখতে পেলাম, যেমনটা নবিজি ﷺ বলেছিলেন। তখন আসরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি তার দিকে এগোচ্ছিলাম। শঙ্কা হলো, ওকে হত্যা করতে গিয়ে আসরের সালাতের সময় আবার না ছুটে যায়! তাই সালাতের নিয়ত করে খালিদ বিন সুফিয়ানের দিকে চলতে লাগলাম। আমি রুকু সিজদা করছিলাম ইশারায়।

আমি একদম তার নিকটবর্তী হলাম। হুজালি জিজ্ঞেস করল, এই লোকটা কে? আমি বললাম, শুনলাম আরবের এক লোকের বিরুদ্ধে তুমি যোদ্ধাদের একত্রিত করছ? আসলে তুমিই কি সেই ব্যক্তি? সে বলল হুম, আমিই সেই ব্যক্তি। মিত্রতার ভান করে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ চললাম। অপেক্ষায় ছিলাম সুযোগের। পেয়েও গেলাম। তরবারির এক আঘাতে তার জীবনের স্বাদ মিটিয়ে দিলাম। তারপর উটে চেপে নিশ্চিন্তে ফিরলাম মাদীনায়। মিশন শেষে যখন আল্লাহর রাসূলের কাছে এলাম, আমায় দেখে তিনি বললেন, তোমার চেহারায় বিজয়ের ঝিলিক দেখতে পাচ্ছি। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ওকে হত্যা করেছি।

বললেন, হুম, সত্য বলেছ। একটু পর তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আমাকে তার একটি লাঠি দিয়ে বললেন, 'আবদুল্লাহ, এটি তোমার সঙ্গে রাখবে। আল্লাহর রাসূলের লাঠি নিয়ে আমি নীরবে বেরিয়ে এলাম। বাইরে উপস্থিত লোকজন বলল, তোমার হাতে এই লাঠি কেন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বললাম, এটি আল্লাহর রাসূল আমাকে দিয়েছেন। বলেছেন, যেন সঙ্গে রাখি। লোকেরা বলল, আরে, এ কথা জানলে না, কেন দিয়েছেন? যাও, জিজ্ঞেস করে এসো। আমি নবিজির কাছে আবার ফিরে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো বললেন না, এই লাঠি আমাকে কেন দিলেন?

আল্লাহর রাসূল বললেন, এটি কিয়ামাতের দিন আমার ও তোমার মাঝে নিদর্শন হবে। ‘আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস ﷺ নবিজির লাঠিটাকে পরম বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন। সব সময় সঙ্গে রাখতেন। এমনকি মৃত্যুর সময় অসিয়ত করেছিলেন তার কাফনের ভেতর দেওয়ার জন্য। পরে তার কাফনের ভেতর এই লাঠি রেখেই তাকে সমাধিত করা হয়।

ঘটনা থেকে শিক্ষণীয়:

সামরিক প্রহরায় সূক্ষ্মদৃষ্টি

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিরাপত্তার দিকটাতে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তিনি শত্রুর প্রতিটি পদক্ষেপ ও অপতৎপরতার খবর রাখতেন এবং উপযুক্ত সময়ে আপতিত বিপর্যয়ের বিপরীতে যথার্থ পদক্ষেপ নিতেন। যার ফলে খালিদ বিন সুফিয়ান সৈন্য সমাবেশ ও মিত্রদের শক্তিশালী করার অবকাশ পায়নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতনার শুরুতেই কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছেন। ফলে সামান্য ত্যাগেই অর্জিত হয়েছে অনেক কিছু। খালিদ বিন সুফিয়ানের মাদীনা আক্রমণের পরিকল্পনার বিপরীতে গৃহীত পদক্ষেপ এর উত্তম দৃষ্টান্ত। এজন্য রাষ্ট্রপ্রধানের মাঝে থাকতে হয় সামরিক নিরাপত্তায় সূক্ষ্মদৃষ্টি ও দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা।

ব্যক্তি নির্বাচনে আল্লাহর রাসূলের দূরদর্শিতা

ব্যক্তি নির্বাচনে নবিজি ﷺ দূরদর্শিতা ও সাহাবিদের মধ্য থেকে নির্ধারিত কাজের জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ কর্মী চয়নে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেন। প্রত্যেক কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকেই বেছে নিতেন। নেতৃত্বের জন্য নির্বাচন করতেন এমন কাউকে, যার মাঝে সম্মিলন ঘটত বীরত্ব, কর্মদক্ষতা ও সঠিক সিদ্ধান্তের যোগ্যতার। দাওয়াত ও তা’লীমের জন্য অভিজ্ঞ, জ্ঞানবান ও সারল্য চরিত্রের এবং মানুষের সঙ্গে মিশতে পারঙ্গম, এমন ব্যক্তিদের নির্ধারণ করতেন। রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে দূত কিংবা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করতেন দৈহিক অবয়বে সুদর্শন, স্পষ্টভাষী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও চতুর ব্যক্তিকে। প্রাণ উৎসর্গের কাজে বেছে নিতেন সাহসী বীর এবং উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতিতে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ব্যক্তিকে।

'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস ﵁-এর মাঝে ছিল মনোবল, দৃঢ় বিশ্বাস, অবিচলতা ও প্রবল ঈমানি শক্তি। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই তাকে এই মহার্ঘ্য কাজের জন্য উপযুক্ত করেছে। আরেকটি কারণ ছিল, হুজালি গোত্রের প্রতিবেশী হওয়ার কারণে তাদের অবস্থান তিনি ভালো করেই জানতেন।

এই কাজের যথার্থ প্রতিদান পরকালে

দুনিয়ার কোনো কিছু এ কাজের যথার্থ প্রতিদান হতে পারে না; বরং পরকালীন সমুন্নত মর্যাদাই এর প্রতিদান হতে পারে। যা অর্জন করতে পারে খুবই কম মানুষ। সাহাবায়ে কেরাম ও সমস্ত দৃঢ় বিশ্বাসীরাই পার্থিব প্রতিদানের প্রতীক্ষায় থাকতেন না। দুনিয়াতে কোনো কিছু অর্জিত হলে এটাকে তারা বড় চোখে দেখতেন না। তারা বরং আখিরাতের প্রতিদানের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইসের যথার্থ প্রতিদান ছিল এই লাঠি, যা তার মাঝে ও আল্লাহর রাসূলের মাঝে কিয়ামাত দিবসে বিশেষ নিদর্শন হবে। এই নিদর্শন তাকে পৌঁছে দেবে মর্যাদার উচ্চ শিখরে।

কিছু ফিকহি বিধিবিধান

এই ঘটনার সাথে বেশ কিছু ফিকহি বিধান সংযুক্ত হয়েছে:

যেমন: অনুসন্ধানী ব্যক্তির সালাত। খাত্তাবি বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম অনুসন্ধানী ব্যক্তির সালাতের ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ গবেষক আলিমরা বলেছেন, যদি কেউ মাতলূব হয়, অর্থাৎ কাউকে খোঁজা হয়, তাহলে সে ইশারায় সালাত আদায় করবে। আর কেউ নিজে অনুসন্ধানী হলে, আরোহী থাকলে অবতরণ করে মাটিতে রুকু সিজদা করে সালাত আদায় করবে। ইবনু মুনজিরও এমন মত ব্যক্ত করেছেন।

তবে ইমাম শাফিঈ' এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছেন, যা অন্য কেউ করেনি। তিনি বলেন, যাদের খোঁজা হচ্ছে, তাদের চেয়ে যদি অনুসন্ধানীরা সংখ্যায় কম হয় এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ওদিকে শত্রুদের ফিরে আসার আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে ইশারায় সালাত পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। খাত্তাবি বলেন, এই মতের কিছু অর্থ অবশ্য 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইসের ঘটনায় পাওয়া যায়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বদরুদ্দীন আইনি ﵀ *উমদাতুল কারি* গ্রন্থে এই মাসআলা সংক্রান্ত ফুকাহায়ে কেরামের মতামত উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা ﵀ বলেছেন, ব্যক্তি মাতলূব হলে চলন্ত অবস্থায় সালাত পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। আর তালিব বা অনুসন্ধানী হলে পারবে না। ইমাম মালিক ও তার বহু সংখ্যক অনুসারী বলেছেন, সর্বাবস্থায় এই ব্যক্তি সালাত পড়বে সাওয়ারির ওপর।

ইমাম আওযায়ি, শাফিঈ' আরেকবার ইমাম আবু হানীফার মত ব্যক্ত করেছেন। এটাই আতা, হাসান বসরি, সাওরি, আহমাদ ও আবু সাওরের মত।

আরেক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফিঈ' ﵀ বলেছেন, অনুসন্ধানী ব্যক্তি যদি ওয়ানটেড ব্যক্তিকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা করে, তাহলে ইশারায় সালাত পড়বে, অন্যথায়নয়।[৫৩৮]

নবিজির জামানায় ইজতিহাদের বৈধতা

নবিজির যুগেও ইজতিহাদ বৈধ ছিল। কেননা, 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস ইজতিহাদ করে ইশারায় সালাত পড়েছেন। আর নবিজি ﷺ তা অস্বীকার না করাই এ কথার প্রমাণ দেয়, ভীতির সময় ইশারায় সালাত পড়া বৈধ। এই ঘটনা দিয়ে ইজতিহাদ কিংবা ইশারায় সালাতের পক্ষে দলিল দেওয়া অবশ্যই শুদ্ধ হবে, কেননা তা নবিজির সময়েই ঘটেছে, আর এটাও তো অসম্ভব যে, নবিজি ﷺ তা জেনে থাকবেন না।

নবুওয়াতি নিদর্শন

আল্লাহর রাসূল ﷺ খালিদ বিন সুফিয়ান হুজালিকে কোনো দিন দেখেননি। তারপরও 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইসের কাছে তার একটা সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদির বর্ণনায় আছে, ইবনু উনাইস নবিজিকে জিজ্ঞেস করেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কোনো দিন তাকে দেখিনি। নবিজি বললেন, হ্যাঁ একটা নিদর্শনের কথা বলছি। তুমি তাকে দেখলে শিহরিত পাবে। 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস ﵁ বলেন, আল্লাহর রাসূলের বলে দেওয়া বর্ণনা হুবহু লক্ষ করে আমি বলে উঠলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তিন. আদল ও কারাহ গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাজি' ট্রাজেডি

সারিয়া রাজি' সঠিক কী কারণে সংঘটিত হয়েছিল, এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। বুখারির বর্ণনায় পাওয়া যায় নবিজি ﷺ গুপ্তচর প্রেরণ করেছিলেন শত্রুদের সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহের জন্য। অন্যান্য বিশুদ্ধ সূত্রের বর্ণনায় পাওয়া যায়, একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আদাল ও কারাহ গোত্র থেকে একটা প্রতিনিধি দল আসে মাদীনায়। তারা নিবেদন জানিয়ে বলে, আমাদের মাঝে ইসলাম সম্ভাবনাময়। আমাদের সঙ্গে আপনার কিছু সাহাবিকে প্রেরণ করুন, তারা আমাদের বোঝাবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে, ইসলামি শারী'আত শিক্ষা দেবে।

ওদিকে হুজাইলের লোকেরা খালিদ বিন সুফিয়ানের হত্যার কারণে মুসলিমদের প্রতারিত করা ও বিশ্বাসঘাতকতার গোপন ফন্দি আঁটে। ওয়াকিদি দৃঢ়ভাবে বলেন, এই মর্মন্তুদ ঘটনার মূল কারণ হলো, বনু লাহইয়ান ছিল হুজাইলের একটা শাখাগোত্র। তারা আদাল ও কারাহ গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে একটা প্রতিনিধি দলের প্রস্তাব পেশ করে, যারা আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে আবদার করে বলবে—আমাদের সঙ্গে কিছু লোক পাঠিয়ে দিন, যারা ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে ও দীন শিক্ষা দেবে— তারপর এরা নিজেদের পরিচয় গোপন করে তাদের বন্দি করবে এবং সম্পদের বিনিময়ে মাক্কার লোকদের কাছে হস্তান্তর করবে।

এই কপট লোকদের আবেদনে সাড়া দিয়ে নবিজি ﷺ ১০ জন সাহাবির একটা দল তাদের সাথে প্রেরণ করেন। আসিম বিন সাবিত رضي الله عنه-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। তারা যখন আসফান ও মাক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছান, তখন বনু লাহিয়ানের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুশো জন।

সাহাবিরা প্রত্যেক দিক থেকে ওদের বেষ্টনীর মাঝে পড়ে গেলে একটা উঁচু টিলায় উঠে যান। কাফিররা নিরপত্তার কথা বলে; কিন্তু এই সারিয়ার আমীর কোনো কাফিরের জিম্মায় নিচে নামতে অস্বীকার করেন। আসিম বিন সাবিত رضي الله عنه বলেন, আমি কসম করছি, আমি কোনো কাফিরের সহযোগীর মুখে নিজেকে সঁপে দেবো না। এরপর তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা করেন।

তিনি প্রথমে শত্রুদের দিকে তির নিক্ষেপ করেন। একসময় তূণীরের তির শেষ হয়ে যায়। তারপর বর্শা দিয়ে তাদের সঙ্গে লড়ে যান। লড়তে লড়তে বর্শাও ভেঙে যায়। বাকি থাকে শুধু তরবারি। শাহাদাত আসন্ন দেখে তিনি বলেন, হে আল্লাহ,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমার দিনের প্রথম অংশে তোমার দীনের প্রহরা দিয়েছি, এই দিবসের শেষ প্রহরে তুমি আমাকে রক্ষা করো। তরবারি চালাতে গিয়ে অগ্রভাগ ভেঙে যায়। শাহাদাতের শুভক্ষণ চলে আসে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। মৃত্যুর আগে দুজনকে ঠিকই জখম করেন, হত্যা করেন একজনকে। সবশেষ কাফিররা তাকে নৃশংসভাবে শহিদ করে দেয়।

ঘটনার পেছনে লুকিয়ে ছিল আরেক ঘটনা। সুলাফা বিনতে সা'দ। তার স্বামী ও চার সন্তান নিহত হয়েছিল। আসিম ﷺ তাদের দুজনকে হত্যা করেছিলেন। হারিস ও মুসাফি'আ। ফলে সে মান্নত করেছিল, আল্লাহ তাকে সুযোগ দিলে আসিমের মাথার খুলিতে মদ খাবে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আসিমের মাথা যে আনতে পারবে, তাকে একশো উট পুরস্কার দেবে।

আরবের লোকেরা তার এই প্রতিশ্রুতির কথা জেনে যায়। বনু লাহিয়ানও বাদ থাকে না। তারাই আসিম ﷺ-এর কর্তিত মাথা সংগ্রহ করতে চায়। যেন সুলাফার পুরস্কার লাভ করতে পারে। এই ঘটনায় আসিম ﷺ শাহাদাত বরণ করলেও যেন তার লাশের অপমান না হয়, আল্লাহ তা'আলা আসিম ﷺ-এর মরদেহের কাছে একঝাঁক ভ্রমর পাঠিয়ে দেন। শত্রুরা কেউ তার মাথা নেওয়ার জন্য নিকটবর্তী হতে চাইলে ভ্রমর বাহিনী কামড়ে একশেষ করে দিত। তারা কোনোভাবেই লাশের কাছে যেতে পারছিল না। শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে বলল, রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আঁধার নামলে ভ্রমরের ঝাঁক চলে যাবে। তখন কাজ সম্পন্ন করতে অসুবিধা হবে না।

রাতের বেলা অবাক করা ঘটনা ঘটে। আকাশের কোথাও এক চিলতে মেঘও ছিল না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কুদরতিভাবে পানির ঢল পাঠিয়ে দেন। প্রবল ঢল তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অজানা কোথাও। কাফিররা আর তাদের কুমতলব চরিতার্থ করতে পারে না।

সাতজনকে নিয়ে শহিদ হন আসিম ﷺ। বাকি থাকে তিনজন। ডাকাতরা আবার তাদের নিরাপত্তার কথা বলে। তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন; কিন্তু মুসলিমরা আয়ত্তে চলে আসতেই আবার গাদ্দারি করে। 'আবদুল্লাহ ইবনু তারিক ﷺ তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জানালে তাকেও হত্যা করা হয়।

বাকি দুজন খুবাইব ও যাইদ বিন দুসনাহকে মাক্কায় নিয়ে যায়। চতুর্থ হিজরির সফর মাসে তাদের কুরাইশদের কাছে বেচে দেয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনু হারিস খুবাইব ﵁-কে কিনে নেয়। খুবাইব ﵁ বদরযুদ্ধে হারিসকে হত্যা করেছিলেন। এর প্রতিশোধ নিতে তারা খুবাইবকে হত্যার সংকল্প করে। খুবাইব ﵁ তাদের কাছে বন্দি হিসেবে অবস্থান করেন। কাফিররা তাকে হত্যার জন্য এক উন্মুক্ত প্রান্তরে একত্রিত হয়।

এর মাঝে তিনি হারিস গোত্রের নারীদের কাছ একটা ছুরি চেয়ে নেন। অযাচিত লোম পরিষ্কার করে আবার ফিরিয়ে দেন। নারীরা তাদের এক শিশুর ব্যাপারে উদাসীন ছিল। এই শিশু খুবাইব ﵁-এর উরুর ওপর বসে থাকে। এই দৃশ্য দেখে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে এই ভয়ে যে, না জানি তিনি শিশুটিকে হত্যা করেন।

তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে খুবাইব ﵁ বললেন, তোমরা কি ভয় পাচ্ছ যে, আমি তাকে হত্যা করব! ইনশাআল্লাহ, আমি এমনটা করব না। এক নারী পরে বলেছে, আমি খুবাইব অপেক্ষা উত্তম কোনো বন্দি দেখিনি। আমি দেখেছি এক থোকা আঙুর তিনি খাচ্ছেন, অথচ তখন মাক্কায় কোনো আঙুর ছিল না। ওদিকে তিনি ছিলেন লোহার শিকলে বাঁধা। কোনো সন্দেহ নেই এই রিযিক ছিল আল্লাহপ্রদত্ত।

কাফিররা হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে যায় তাকে হত্যা করার জন্য। খুবাইব ﵁ বলেন, আমাকে একটু অবকাশ দাও, আমি দু-রাকা'আত সালাত পড়ে আবার তোমাদের কাছে নিজেকে সঁপে দেবো। সালাতে দাড়ানোর সময় তিনি কাফিরদের বলেন, তোমরা যদি মনে না করতে, মৃত্যুর ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে, তাহলে সালাত দীর্ঘ করতাম। তিনিই প্রথম মৃত্যুর আগে সালাতের প্রবর্তন ঘটান। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন, হে আল্লাহ, এদের গুণে রাখো, এক এক করে হত্যা করবে। এদের মাঝে কেউ যেন বাঁচতে না পারে। এরপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করেন;

মুসলিম হয়ে মরছি বিধায় কিছুতে নেই পরোয়া আমার,

চাই পৃথিবীর যেখানেই হোক রবের জন্য সমাধি আমার।

এ মৃত্যু আমার সর্বমহান আল্লাহর জন্য, তিনি যদি চান

আসবে আমার দেহের প্রতিটি অংশে রাহমাতের পয়গাম।

আবু সুফিয়ান তাকে বলল, তুমি কি এতে খুশি হবে যে, এখানে মুহাম্মাদের গর্দান কাটা হবে আর তুমি সুখে থাকবে আপন পরিবারে? খুবাইব ﵁ বললেন, আল্লাহর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কসম! আমি আমার পরিবারের মাঝে থাকি, আর মুহাম্মাদ ﷺ সামান্য কাঁটাবিদ্ধ হবেন, তাও তো আমি মেনে নিতে পারি না। এরপর খুবাইব ﷺ-কে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়। একজনকে দায়িত্ব নিতে বলা হয় তার লাশ দাফনের। আমর বিন উমাইয়া এগিয়ে আসে। রাতের বেলায় তার লাশ বহন করে নিয়ে এক স্থানে দাফন করে দেয়।

যাইদ বিন দুসনাকে কিনে নিয়েছিল সাফওয়ান বিন উমাইয়া। বদরযুদ্ধে তার বাবা উমাইয়া বিন খালফকে হত্যা করেছিলেন যাইদ। তার হত্যার প্রতিশোধে যাইদ ﷺ-কে হত্যা করে সাফওয়ান।

হত্যার আগে সাফওয়ান তাকে বলেছিল, দেখো যাইদ, তুমি কি চাও না, তোমার স্থলে মুহাম্মাদ আমাদের কাছে থাকুক, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেবো, আর তুমি তোমার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে?

তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ ﷺ সামান্য কাঁটাবিদ্ধ হয়ে কষ্ট পান আর আমি পরিবারের মাঝে আরামে থাকব এতে আমি কখনোই শান্তি পাব না। তখন আবু সুফিয়ান বলেছিল, মুহাম্মাদের সাহাবিরা তাকে যতটা ভালোবাসে, আমি কাউকে দেখিনি এমন করে কেউ কাউকে ভালোবাসতে।

এটা রাজি'-এর মর্মন্তুদ ঘটনা হিসেবে পরিচিত হওয়ার কারণ হলো, সেখানে ঢলের পানি হঠাৎ দেখা গিয়েছিল।

বেশ কিছু কারণে এই ঘটনা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক বর্ণনা করেছেন ইবনু হাজার আসকালানি ﷺ। নিচে তা তুলে ধরা হলো:

১. শত্রুপক্ষ হুঁশিয়ারি দিয়ে পাকড়াও করতে চাইলে বন্দির কর্তব্য হলো, নিরাপত্তা গ্রহণ করবে না। আত্মসমর্পন করবে না, যদিও হত্যা করা হয়। হতে পারে কুফুরির দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে; তবে নিরাপত্তার নিশ্চিত আশ্বাস পেলে কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে।

হাসান বাসরি বলেন, নিরাপত্তার কথা মেনে নিতে কোনো সমস্যা নেই। সুফিয়ান সাওরি বলেন, আমি তা অপছন্দ করি।

খুবাইব ﷺ মুশরিকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। নিজেকে দূরে রেখেছেন তাদের সন্তানদের হত্যা করা থেকে। মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে বদ দু'আ করা, শাহাদাতের আগে সালাত আদায়ের পর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নির্ভিকচিত্তে কবিতা আবৃত্তি করা খুবাইবের দৃঢ় বিশ্বাস ও দীনের পক্ষে কঠোর অবস্থানের কথাই প্রকাশ করে।

আল্লাহ তা'আলা এখানে তার মু'মিন বান্দাকে ব্যক্তির ইলম অনুযায়ী পরীক্ষা করেছেন। তিনি আসিম ﵁-এর লাশ সংরক্ষণের দু'আ কবুল করেছেন, তবে নিহত হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করেননি, কেননা তার ইচ্ছা ছিল, আসিমকে শাহাদাতের সৌভাগ্য কুটিরে পৌঁছাবেন, মৃত্যুর পরও তার মরদেহ সংরক্ষণ করে সম্মানিত করবেন।

২. বিবৃত আলোচনায় আমরা জেনেছি, শত্রুর হাতে বন্দি ব্যক্তি তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস গ্রহণ করবে না। এমনকি নিজেকে সঁপেও দেবে না, যদিও তাকে হত্যা করা হয়; তবে মুক্তির কথা প্রকাশ করলে নিরাপত্তা গ্রহণের অনুমতি আছে। যেমন: করেছিলেন খুবাইব ও যাইদ ﵄; কিন্তু বন্দি ব্যক্তি যদি পলায়নে সক্ষম হয়, তাহলে শুদ্ধ মত অনুযায়ী পালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। কেননা বন্দিরা কাফিরদের কারাগারে থাকে লাঞ্ছিত অবস্থায়। তাই ওয়াজিব হলো বন্দিত্বের অপমান থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করা।

৩. নবিজির সুন্নাহর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, খুবাইব ﵁ খুব ভালো করেই জানেন, সকাল কিংবা সন্ধ্যায় তিনি শহিদ হতে চলেছেন; কিন্তু অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কারের সুন্নাহর কথা ভুলে যাননি। ছুরি ধার নিয়ে হলেও সুন্নাহ পালন করেছেন। যারা খেয়ালি মনে বহু সংখ্যক সুন্নাহ অকারণে ছেড়ে দেয়; বরং ঠুনকো অযুহাত দেখিয়ে ওয়াজিব পালনেও অলসতা দেখায়, তারা কি এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

৪. ইসলাম গাদ্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতার মূলোৎপাটন করেছে, অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কারের জন্য খুবাইব ﵁ হারিস গোত্রের নারীদের থেকে একটা ছুরি ধার নেন। তারা কোনো সংকোচ না করে দিয়েও দেয়। এক নারী বলেন, আমি আমার ছোট শিশুর কথা হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলয়াম। শিশুটি তার কাছে চলে যায়। তিনি তাকে উরুতে বসিয়ে রাখেন। আমি এই দৃশ্য দেখে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকি তার দিকে। খুবাইব ﵁ এটা বুঝতে পেরে বলেন, তুমি কি ভয় করছ, আমি তাকে হত্যা করে ফেলব? আমি এমনটা করব না

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইনশাআল্লাহ।

খুবাইব ﷺ-এর আত্মিক স্বচ্ছতা, বিশুদ্ধতা ও ইসলামি আদর্শে অটল থাকার দীপ্যমান দৃষ্টান্ত এই উদারতা। একজনের অপরাধের ভার ইসলাম আরেকজনের কাঁধে চাপিয়ে দেয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন—কেউ অন্য কারও ভার বহন করবে না।

৫. নবিজির প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসা, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, তিনটি জিনিস যার মাঝে থাকবে, সে অনুভব করবে ঈমানের স্বাদ। যার কাছে অন্য সবার চাইতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে প্রিয় হবে। কাউকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে। আল্লাহ তাকে কুফুরি থেকে রক্ষা করার পর আবার কুফুরিতে ফিরে যাওয়া তার জন্য এতটাই অপছন্দনীয় হবে, যেমন সে অপছন্দ করবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে। সাহাবিদের মাঝে এই গুণগুলো পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। প্রাণাধিক ভালোবাসতেন আল্লাহর রাসূলকে। খুবাইব ও যাইদ ﷺ প্রমাণ করেছেন, নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে হলেও নবিজি যেন সামান্য কাঁটাবিদ্ধ না হন।

রাজি'-এর ঘটনায় মুসলিমরা ভীষণভাবে ব্যথিত হয়েছেন। বেদনাবিধুর সময় পার করেছেন কিছু দিন। সময়টা ছিল যেন আঁধারে ঘেরা। হাসসান বিন সাবিত ﷺ-এর শক্তি ছিল কবিতায় প্রতিবাদ জানানো। তিনি বনু লাহিয়ানকে কাপুরুষ আখ্যা দিয়ে আবৃত্তি করেছেন কবিতা। ইতিহাস তা যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করেছে।

চার. মুসলিমদের সঙ্গে প্রতারণা ও বী-রে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা

আমির বিন তোফায়েল ছিল বনু আমিরের নেতা গোছের লোক। অহংকারী ও ক্ষমতালোভী। সে খেয়াল করে দেখল, আরব উপদ্বীপে নবিজি ﷺ ক্রমান্বয়ে বিজয় অর্জন ও প্রাধান্য বিস্তার করেই চলছেন। বিস্তৃতি ঘটছে ইসলামি দাওলাতের। এমন সাফল্যে ভাগ বসানোর ইচ্ছা তার মনে জেঁকে বসে। লোভাতুর এই মনোবৃত্তি নিয়ে একদিন সে নবিজির কাছে এসে বলল, আপনার সামনে আমি তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি। যেকোনো একটি মানতে হবে।

১) আহলুস সাহাল থাকবে আপনার শাসনাধীন, আর আমি শাসন করব আহলুল মাদার।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২) আপনার মৃত্যুর পর ইসলামি সাম্রাজ্যের খলীফা হব আমি।

৩) আপনার পক্ষে গাতফানিদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব, বিনিময়ে আমাকে দেবেন এক লাখ দিরহাম।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) সবগুলো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

বনু আমিরের প্রকৃত নেতা ছিল আমির বিন তোফায়েলের চাচা। সে একদিন মাদীনায় এসে কোনো অজানা কারণে নবিজির সামনে হাদিয়া পেশ করে। রাসূল ﷺ প্রথমে তাকে স্বাভাবিক পন্থায় ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। সে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এ পর্যায়ে নবিজি ﷺ বলেন, আমি কোনো মুশরিক থেকে হাদিয়া গ্রহণ করতে চাই না।

মালাঈবুল আসিন্নাহ (লোকটার উপাধি) বলে, তাহলে নাজদের লোকদের ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে কিছু লোক পাঠিয়ে দিন। আমি তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলাম।

নবিজি ﷺ তাদের কাছে কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানীদের একটা কাফেলা পাঠিয়ে দেন। মুনজির বিন আমর ছিলেন এই কাফেলায়। তাকে বলা হতো মৃত্যুর অভিযাত্রী।

এদিকে আমির বিন তোফায়েল মুসলিমদের বিরুদ্ধে বনু তোফায়েল থেকে একটা বাহিনী সমবেত করে; কিন্তু তারা মালাইবুল আসিন্নার বিরুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। এখানে ব্যর্থ হয়ে বনু সালীমের কাছে ঘৃণ্য প্রস্তাব পেশ করে। তারা এই গাদ্দারের ডাকে সাড়া দেয়, তার আনুগত্য মেনে নেয়। আমির বিন তোফায়েলের সঙ্গে প্রায় একশো তিরন্দাজ মুসলিমদের পিছু নেয়। বী-রে মাউনার কাছে এসে তারা মুসলিম কাফেলার সবাইকে হত্যা করে। বেঁচে ফিরতে পারেন শুধু আমর বিন উমাইয়া رضي الله عنه।

আনাস رضي الله عنه-এর হাদীসে জানা যায়, তিনি বলেন, কিছু মানুষ আল্লাহর নবির কাছে এসে আবেদন জানিয়ে বলে, আমাদের সঙ্গে কিছু মানুষ পাঠিয়ে দিন, যারা আমাদের কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেবে।

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের সঙ্গে আনসারি প্রায় ৭০ জন সাহাবিকে পাঠিয়ে দেন। তাদের কারী হিসেবে অভিহিত করা হতো। তাদের মাঝে ছিলেন আমার চাচা হারাম। এই লোকেরা কুরআন শিখতেন। রাতে দরসে বসে ইলম শিক্ষা করতেন। দিনের বেলায় পানি এনে মাসজিদে রাখতেন। কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন। উপার্জিত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই টাকা দিয়ে তারা আহলুস সুফফার জন্য খাদ্য কিনতেন। নবিজি ﷺ এদেরই পাঠিয়ে দেন; কিন্তু পথিমধ্যে বী-রে মাউনায় তাদের সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। শাহাদাতের আগে তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলেছিলেন, ইয়া আল্লাহ, নবিজির কাছে আমাদের এই কথা পাঠিয়ে দাও যে, আমরা তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছি, তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ।

এই একপক্ষীয় যুদ্ধের সময় আনাস ﷺ-এর চাচা হারামের পেছন থেকে এক ব্যক্তি বর্শা দিয়ে আঘাত করে। তখন তিনি বলেন, কা'বার রবের কসম, আমি সফল হয়েছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে ওঠেন, তোমাদের ভাইকে শহিদ করা হলো। তারা বলছিল, হে আল্লাহ, নবিজির কাছে আমাদের এই কথা পাঠিয়ে দাও যে, আমরা তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছি। আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ।[৫৩৯]

এই নির্মম ঘটনা থেকে আমরা কী কী শিক্ষা লাভ করি?

১. দাওয়াতের পথে উৎসর্গ করতে হয় জীবন

আমরা দেখেছি, হুজাইলের মিত্ররা কীভাবে গাদ্দারি করেছে কারী সাহাবিদের সঙ্গে, যাদের নবিজি ﷺ ইসলাম শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আর এখানে আমির বিন তোফায়েল ৭০ জন কারী সাহাবির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তারাও বেরিয়েছিলেন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে, শিক্ষা দিতে আল্লাহর দীন। বী-রে মাউনার এই নিধনযজ্ঞ ছিল একপক্ষীয় যুদ্ধের নামে নিষ্ঠুর পাশবিকতা।

আনসারি মুসলিমদের ওপর আপতিত এই বিপদ নবি মনের গহীনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। বিষম ব্যথায় আচ্ছন্ন করেছে তাঁর হৃদয়। বেদনা বিধুরতা কাটতে সময় লেগেছে অনেক। এক মাস পর্যন্ত তিনি ফজরের সালাতে কুনূতে নাযেলা পড়েছেন। বনু সালীমের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেছেন। এরা চরমভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল।

ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর সালাতে ফরজের পর কুনূতে নাযেলা পড়েছেন। দ্বিতীয় রাকাতে রুকু থেকে উঠে বনু সালীমের জীবিতদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করতেন। এই বদদু'আ পর্বে বিশেষ করে নাম উচ্চারণ করেছেন জাকওয়ান, উসাইয়াহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ও আরও কিছু গোত্রের। তার পেছনে সাহাবিরা 'আমীন' বলতেন। আনাস ইবনু মালিক বেলেন, কুনূত কী আমরা তা জানতাম না। এখানেই প্রথম কুনূত শুরু হয়।

সাহসের কথা হলো, এই পৈশাচিক আচরণও মুসলিমদের শক্তি দুর্বল করতে পারেনি। দমাতে পারেনি আল্লাহর পথে দাওয়াতি কাজের অদম্য প্রাণশক্তি। কেননা দাওয়াতের কল্যাণ রক্ত ও প্রাণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ; বরং এটাই সত্য যে, দাওয়াতের ময়দানে সাহায্য আসে না, যতক্ষণ না সে পথে প্রাণ উৎসর্গ করা হয়।[৫৪০]

২. কা'বার রবের কসম, আমি সফল হয়েছি

উক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন হারাম বিন মিলহান ﷺ। বর্শা যখন তার পিঠ দীর্ণ করে বেরিয়ে আসে বুক ভেদ করে তখন রক্ত মেখে যায় হাতে। সেই শোণিত ধারা চেহারা ও মাথায় মুছে বলে ওঠেন, কা'বার রবের কসম, আমি সফল হয়েছি।

মৃত্যুভয়ে যারা ভীত থাকে, তারা প্রাণ হারাতে চায় না; কিন্তু হারাম বিন মিলহানের শাহাদাতের এই দৃশ্য কঠিন হৃদয়কেও নাড়িয়ে দিয়েছে। দেখিয়েছেন কীভাবে প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করতে হয়। মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও কীভাবে থাকা যায় প্রশান্ত নিশ্চিন্ত। এমন দৃশ্য কল্পনা করতে পারবে কোনো মানব মস্তিষ্ক! একমাত্র ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

হারাম বিন মিলহান ﷺ-কে আঘাত করেছিলেন জাব্বার বিন সুলামি। পরে নিজেকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন বারবার। তিনি নিজেই বলেছেন তার সেই আত্মজিজ্ঞাসার কথা। ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি মুসলিমদের এক ব্যক্তিকে বর্শা দিয়ে দুই কাঁধের মাঝখানে আঘাত করি। বুকের ভেতর দিয়ে বের হবার পর সেটার ফলা দেখছিলাম। এমন সময় শুনলাম সে বলছে, কা'বার রবের কসম, আমি সফল হয়েছি।

আমি নিজেকে বললাম, কে তাকে বিজয়ী করল? আমি কি তাকে হত্যা করিনি! পরে আমি তার কথা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। লোকেরা বলেছে, সফলতার মূল কারণ হলো শাহাদাত। বললাম, আল্লাহর কসম, সে সফল হয়েছে। এই ঘটনাই আমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছে।

এই অলৌকিক দৃঢ়তা আমাদের মনেও প্রশ্ন জাগায়—শহিদ কি মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করে? এর স্বচ্ছ উত্তর আমরা আল্লাহর রাসূলের কথায় পেয়ে যাই। তিনি এমন, যিনি মানব প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। শহিদ সম্পর্কে তিনি বলেন, তোমাদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কেউ যেমন পিঁপড়ের কামড় অনুভব কর, একজন শহিদও ঠিক এতটুকুই মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করে।

আল্লাহর কাছে শহিদের অনেক মর্যাদা রয়েছে। দুনিয়ার কোনো কিছু দিয়ে তার যথার্থ প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। তার উত্তম প্রতিদান দেবেন তো আল্লাহ। মিকদাম ইবনু মা'দি কারুবা ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, শহিদ আল্লাহর কাছ থেকে ছয়টি পুরস্কার পাবে। প্রথম রক্তবিন্দু নির্গত হওয়ার আগেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তাকে দেখানো হয় জান্নাতের নির্ধারিত স্থান, মুক্তি দেওয়া হয় জাহান্নামের শাস্তি থেকে, নিরাপদ থাকবে মহাপ্রলয়ের কম্পন থেকে, পরানো হবে ঈমানের পোশাক, বিয়ে করিয়ে দেওয়া হবে হূরে আয়নার সঙ্গে, তার আত্মীয়স্বজন থেকে ৭০ জনের ক্ষেত্রে কবুল করা হবে তার শাফা'আত।

অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, শহিদকে কিয়ামাতের মাঠে নিয়ে আসা হবে, তার ক্ষত থাকবে প্রথম দিনের মতোই, রক্তের রং থাকলেও সুবাস হবে মিশকের।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শহিদদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে না; বরং তারা থাকেন আল্লাহর কাছে জীবিত, রবের কাছ থেকে নিয়ামাত ও রিযিক।[৫৪১] আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহর রাস্তায় যারা শহিদ হয়েছে, তাদের মৃত ভেব না; বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত হয়। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৯]

৩. নবিজি ﷺ অদৃশ্যের খবর জানেন না

বিবৃত দুটি ঘটনা এ কথাই স্পষ্ট করে যে, আল্লাহর রাসূল অদৃশ্যের সংবাদ জানেন না। কুরআনুল কারীমও এ কথাই বলছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> বলুন, আমি আমার লাভ-ক্ষতির কোনো ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম, আমাকে কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করত না। আমি শুধুই একজন সতর্ককারী এবং বিশ্বাসী লোকদের জন্য সুসংবাদদাতা। [সূরা আল-আ'রাফ, ৭: ১৮৮]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

শুধু আল্লাহই অদৃশ্যের খবর জানেন। রাসূলগণ ও ফেরেশতারা শুধু তাই জানতে পারেন, আল্লাহ তাদের যা জানিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না। [সূরা জিন, ৭২: ২৬]

৪. প্রতিশ্রুতি রক্ষা

আমর বিন উমাইয়া ﷺ বী-রে মাউনা যুদ্ধে বন্দি হন। আমির বিন তোফায়েল মনে করত, তার মায়েরওপর একজনকে মুক্ত করার দায় আছে। এই দায় মুক্তির ভাবনা এবং যখন জানতে পারে তিনি মুদার গোত্রের, তখন তাকে মুক্ত করে দেয়। আমর ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে মাদীনার পথ ধরেন। পথিমধ্যে এক ছায়াঘেরা স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। এখানে বনু আমির গোত্রের দু-ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা হয়। এদের সঙ্গে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চুক্তি ছিল; এটা আমর ﷺ জানতেন না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক? ওরা বলল, আমরা বনু আমির গোত্রের।

পরিচয়পর্ব শেষে লোক দুজন ঘুমিয়ে পড়ে। আমর ﷺ ঘুমাননি। তিনি এগিয়ে গিয়ে লোক দুটোকে হত্যা করেন। ভেবেছেন তিনি সঠিক কাজটাই করেছেন। কারণ, এরাই তো আল্লাহর রাসূলের সাহাবিদের সঙ্গে পৈশাচিক আচরণ করেছে। নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাদের।

তিনি মাদীনায় ফিরে এসে আল্লাহর রাসূলকে তার কাহিনি সবটা জানিয়ে দেন। নবিজি ﷺ বলেন, আরে, তুমি এমন দুজনকে হত্যা করেছ, যাদের রক্তমূল্য আমাকে পরিশোধ করতে হবে।

লোক দুটিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শুধু এই কারণে বনু আমির সাহাবিদের সঙ্গে গাদ্দারি করলেও এদের তিনি পাকড়াও করেননি। ওয়াদা রক্ষার্থে ছেড়ে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে উন্নত মানবতা ও প্রতিশ্রুতি পূরণের এক দীপ্যমান উপমা স্থাপন করে রক্তমূল্যও পরিশোধ করেছেন।

আমর বিন উমাইয়ার কাজটাকে প্রতিশোধ হিসেবে নিতে পারতেন নবিজি ﷺ। যা সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধীদের প্রাপ্য ছিল; কিন্তু নিরপরাধদের তো কোনো দোষ নেই। তারা কেন অকারণে শাস্তি পাবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামের এই উন্নত মানবীয় শিষ্টাচার মুসলিম জাতি ও নবিকে চরিত্রের এমন শুদ্ধিতায় পৌঁছে দিয়েছে; পৃথিবীর ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত নেই।

৫. মহান সাহাবি আমির বিন ফুহাইরা ﵁

বী-রে মাউনার নিগ্রহ শেষে আমির বিন তোফায়েলের কাছে বন্দি ছিলেন আমর ﵁। আমির এক ব্যক্তির লাশের দিকে ইঙ্গিত করে আমর ﵁-কে জিজ্ঞেস করল, এই লোকটা কে? আমর ﵁ তাকে বললেন, ইনি হলেন আমির বিন ফুহাইরা। সে বলল, মৃত্যুর পর আমি দেখেছি এ লোকটা আসমানের দিকে উঠে গেল। আমি তার ও মাটির মধ্যবর্তী স্থানে শূন্যে তাকিয়ে ছিলাম। একটু পর আবার তাকে মাটিতে রাখাহয়।[৫৪২]

৬. আমির বিন তোফায়েলের শেষ পরিণতি

বী-রে মাউনার অতর্কিত হামলায় মুসলিমরা চরম নিগ্রহের শিকার হন। ভীষণ ব্যথিত মনে রাসূল ﷺ বদ দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ, আমিরের জন্য তুমিই যথেষ্ট হয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবির দু'আ কবুল করেন। উটের প্লেগের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রান্ত করে আমিরকে। এই রোগ অনেক সময় মহামারি আকার ধারণ করত। জনপদের পর জনপদ বিরান করে ফেলত।

আরব উপদ্বীপে আধিপত্য বিস্তার কিংবা নবিজির খিলাফাত লাভের স্বপ্নে বিভোর আমির বিন তোফায়েল খুব নিকৃষ্টভাবে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

আর আল্লাহর রাসূল ﷺ যাকে সতর্ক করেছিলেন, তার পরিণতিও ছিল ভয়াবহ। তাকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করে এক ছোঁয়াচে রোগ। তার থেকে অন্যদের মাঝে সংক্রমণের ভয়ে আশপাশের লোকেরা তাকে রেখে পালাতে থাকে। সবার আড়ালে চলে যেতে লোকটা তার ঘোড়া আনতে বলে। অতি কষ্টে সে ঘোড়ায় আরোহণ করতে পারলেও কিছু দূর গিয়ে ঘোড়ার পিঠেই মারা যায়।[৫৪৩]

নবিজির দু'টি বিয়ে এবং অন্যান্য বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা

এক. যাইনাব বিনতে খুযাইমা, উপাধি: উম্মুল মাসাকীন।

তার পূর্ণ নাম যাইনাব বিনতে খুযাইমা ইবনুল হারিস আল হিলালিয়াহ। তিনি ছিলেন 'আবদু মানাফ বিন আমির বিন সা'সাহ গোত্রের নারী। দরিদ্র লোকদের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরম সহযোগী হওয়ার কারণে জাহিলি যুগে তাকে বলা হতো উম্মুল মাসাকীন। হিজরাতের পর দুই বছর সাত মাসের মাথায় রমযান মাসে নবিজি ﷺ তাকে বিয়ে করেন। তাঁর সঙ্গে থেকেছেন মাত্র ৮ মাস। হিজরাতের তৃতীয় বছর তৃতীয় মাসে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। রাসূলের মাদীনাতেই তাকে দাফন করা হয়।

যাইনাব বিনতে খুযাইমা ছিলেন 'আবদুল্লাহ বিন জাহাশের স্ত্রী। উহুদযুদ্ধে তিনি শহিদ হন। স্বামীর মৃত্যুশোক তাঁর অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই রাসূল ﷺ বিয়ে করেন। আপতিত বিপদের পর শ্রেষ্ঠত্বের এক অনন্য চূড়ায় আরোহণ করেন তিনি।

দুই. উম্মু সালামার সঙ্গে বিয়ে:

তার পূর্ণ নাম হিন্দা বিনতে আবু উমাইয়া হুজাফাহ বিন মুগীরা কুরাশিয়াহ মাখযুমিয়াহ। তার স্বামী ছিল তারই চাচাতো ভাই আবু 'আবদুল্লাহ বিন 'আবদুল আসাদ। এই আবু 'আবদুল্লাহ ছিল আবার নবিজির খালাতো ভাই। বাররাহ বিনতে 'আবদুল মুত্তালিবের ছেলে। অন্যদিক থেকে তিনি নবিজির দুধভাইও ছিলেন।

উম্মু সালামা رضي الله عنها মুশরিকদের ভয়াল থাবা থেকে দীন রক্ষার্থে স্বামীর সঙ্গে হাবাশায় হিজরাত করেছিলেন। এরপর আবার মাক্কায় ফিরে এসে নবিজির পর মাদীনায় হিজরাত করেন।

ক) আবু সালামার সঙ্গে উম্মু সালামার আলাপচারিতা

একবার উম্মু সালামা তার স্বামী আবু সালামাকে বললেন, এই যে শুনুন, আমি শুনেছি কোনো জান্নাতী স্বামী স্ত্রীকে রেখে মারা গেলে যদি স্ত্রী আর কাউকে বিয়ে না করে তাহলে দুজনকে আল্লাহ জান্নাতে একত্রিত করবেন। আসুন ওয়াদা করি, আপনার মৃত্যু হলে আমি বিয়ে করব না, আমার মৃত্যু হলে আপনিও বিয়ে করবেন না।

আবু সালামা বললেন, একটা কথা বলব, মানবে?

জি, মানব।

শোনো, আমি মারা গেলে তুমি বরং বিয়ে করে নিয়ো। আমি দু'আ করি, আমার পরে আল্লাহ যেন তোমার জন্য আমার চেয়ে এমন উত্তম স্বামীর ব্যবস্থা করেন, যিনি তোমাকে কোনো কষ্ট দেবেন না, দুশ্চিন্তায় ফেলবেন না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু সালামার মৃত্যুর পর তিনি বলেন, কে আছে আবু সালামা অপেক্ষা উত্তম? কিছু দিন যেতে না যেতেই আল্লাহর রাসূল নিজে এসে দরজায় দাঁড়ালেন। ভাতিজা কিংবা তার ছেলের কাছেই প্রস্তাব দিলেন বিয়ের।

খ) স্বামীর মৃত্যুর পর উম্মু সালামার দু'আ

মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধে বেশ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন আবু সালামা। এর প্রভাবেই তিনি মারা যান। উম্মু সালামা তাকে ভীষণ রকম ভালোবাসতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর নবিজির কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, হয়তো জানেন আমার স্বামী মারা গেছেন। নবিজি বললেন, তুমি আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করো, হে আল্লাহ, আমাকে ও তাকে ক্ষমা করে দিন। আমাকে দান করুন উত্তম বিনিময়। আমি এই দু'আ পাঠ করলাম। আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় মুহাম্মাদ ﷺ-কে দান করলেন।

গ) প্রস্তাবের সময় উম্মু সালামার সঙ্গে নবিজির আলাপচারিতা

'উমার বিন আবু সালামা বলেন, উম্মু সালামার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আবু বাকর তাকে প্রস্তাব দেন; কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দেন। তারপর 'উমার প্রস্তাব দিলে এটাও ফিরিয়ে দেন। শেষে নবিজি ﷺ তার কাছে প্রস্তাব পাঠান।

এ পর্যায়ে উম্মু সালামা বলেন, মারাহাবা, আল্লাহর রাসূলকে বলে দাও, আমি ব্যক্তিত্ব নিয়ে চিন্তায় আছি, আমি আছি মুসীবতের মাঝে, আর আমার ওলিদের (অভিভাবক) মাঝে কোনো সাক্ষী নেই।

নবিজি উত্তর দিয়ে বলেন, বলেছ তুমি বিপদগ্রস্ত, এ ক্ষেত্রে তোমার সন্তানরাই তোমার জন্য যথেষ্ট। বলেছ তোমার ব্যক্তিত্ব সমস্যা করছে, আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করব, তোমার এই ভাব যেন চলে যায়। বলেছ ওলিদের কথা, অচিরেই তাদের সবাই আমার ব্যাপারে খুশি হবে।

আরেক বর্ণনামতে তিনি বলেছেন, আমার তো বয়স বেশি হয়ে গেছে? এর জবাবে নবিজি ﷺ বলেছেন, বয়সটা কোনো ব্যাপার না। আমি তো তোমার চেয়ে বড়। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে উত্তম ভাষায় উত্তর দিয়েছেন। আর কে আছে তার চেয়ে সদাচারী? উম্মু সালামা বলেন, 'উমার, দাঁড়াও, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে বিয়ে পড়িয়ে দাও।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনু কাসীর প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেন, উম্মু সালামা যে বলেছেন 'উমার দাঁড়াও, নবিজির সঙ্গে বিয়ে পড়িয়ে দাও। এর মানে হলো আমি সম্মত আছি, বিয়ের অনুমতি দিলাম।

ঘ) উম্মু সালামার ছোট্ট শিশুকন্যা

উম্মু সালামা বিয়েতে রাজি হওয়ার পর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, আমি অমুক স্ত্রীকে যা দিয়েছি, এর চেয়ে তোমায় কম দেবো না। তাকে দিয়েছিলাম দুটি যাঁতাকল, দুটি কলস ও চামড়ার একটা বালিশ।

উম্মু সালামার একটা দুগ্ধপোষ্য কন্যা ছিল। বিয়ের পর নবিজি ﷺ যখন তার কাছে আসতেন, দেখতেন উম্মু সালামা তার মেয়েকে দুধ পান করাচ্ছেন। নবিজি ছিলেন লাজুক স্বভাবের। এ দৃশ্যটাতেও তিনি লজ্জাবোধ করতেন। বেশ কয়েকবার এই অবস্থার সম্মুখীন হন তিনি।

আম্মার বিন ইয়াসির ছিলেন উম্মু সালামার বৈমাত্রেয় ভাই। বিষয়টা তিনি আঁচ করতে পেরে দেরি করলেন না, ভাতিজীকে নিয়ে এক নারীর কাছে দেন দুধ পান করানোর জন্য।

এরপর একদিন নবিজি ﷺ এসে বলেন, যাইনাব কোথায়? উম্মু সালামা বললেন, ধাত্রী ঠিক করে আম্মার তাকে নিয়ে গেছেন। তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে রাতে আসছি।

উম্মু সালামা বলেন, আমি যাঁতার নিচে মোটা কাপড় রেখে কলসে রাখা কিছু যবের দানা বের করলাম। এরপর তেল দিয়ে একপ্রকার খাবার তৈরি করি। রাত নামে। নবিজি এসে রাত্রি যাপন করেন। সকালে তিনি আমাকে বললেন, তোমার পরিবারে তোমার বেশ সম্মান আছে। দেখো, তুমি চাইলে সাত দিন থাকতে পারি; তবে তোমার কাছে সাত দিন থাকলে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছেও সাত দিন থাকব। আবার চাইলে তিন দিনও থাকতে পারি। এরপর পালাক্রমে সবার কাছে আসব। উম্মু সালামা বললেন, আপনি তিন দিন থাকুন।

অতঃপর রাসূল ﷺ তার কাছে তিন দিন অবস্থানের পর বলেন, বাকিরাহ (কুমারী) মেয়ের জন্য সাত দিন, আর সায়্যিবা (পূর্ব বিবাহিত) নারীর জন্য তিন দিন। উম্মু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালামার কাছে তিন দিন অবস্থানের পর পালাক্রমে সবার কাছে একদিন করে থাকতে শুরু করেন।

ঙ) বাররা বিনতে আবু সালামার নাম পরিবর্তন

আল্লাহর রাসূল ﷺ উম্মু সালামার ঘরে ঢুকে শুনতে পেলেন, ইয়াতীম শিশু মেয়েকে ডাকা হচ্ছে বাররা নামে। তখন নবিজি ﷺ বললেন, তোমরা নিজেদের পরিশুদ্ধ ভেবো না। কেননা আল্লাহই ভালো জানেন, তোমাদের মাঝে কে পুণ্যবান আর কে পাপী। তার নাম রাখো যাইনাব। উম্মু সালামা বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আজ থেকে তার নাম যাইনাব।

এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারাক অভ্যাস। সুন্দর নাম তিনি ভালোবাসতেন। শুধু শিশুদের নামই নয়, বয়স্ক নারী-পুরুষের নামও পরিবর্তন করতেন। একবার তাঁর কাছে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হলো শিহাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার নাম এখন থেকে হিশাম।

এমনিভাবে বৃদ্ধের নামও তিনি বদলে রাখতেন। আয়িশা رضي الله عنها বলেন, নবিজি ﷺ আমার কাছে ছিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা তাঁর কাছে এলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে আপনি? বৃদ্ধা বললেন, জুসামাহ মুযানিয়াহ।

নবিজি বললেন, এখন থেকে আপনার নাম হাসসানাহ মুযানিয়াহ। এবার বলুন, আপনারা কেমন আছেন। আমরা মাদীনায় হিজরাতের পর আপনারা কীভাবে দিন গুজরান করছিলেন? বৃদ্ধা বলল, আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা ভালো আছি।

নবিজির সামনে গোশত পেশ করা হলে তিনি খাওয়া শুরু করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার হাত ডোবাবেন না। বৃদ্ধা বের হয়ে যাওয়ার পর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এই বৃদ্ধার কাছে এতটা স্বাভবিক থাকলেন! তিনি বললেন, খাদীজা বেঁচে থাকতে সে আসত। ঈমানের সুন্দর সময় ছিল সেটা।

চ) উম্মু সালামাকে বিয়ে করার মাঝে হিকমাহ

উম্মু সালামাকে বিয়ে করেছেন জীবন উপভোগ করার জন্য নয়; বরং স্বামীর মৃত্যুর পর তার ব্যথিত হৃদয়ে প্রশান্তির প্রলেপ বিছিয়ে দেওয়ার জন্য। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, উম্মু সালামা رضي الله عنها বনু মাখযুম গোত্রের মেয়ে। কুরাইশের অন্যতম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্মানিত শাখাগোত্র গণ্য করা হতো তাদের। এই বিয়ে তার গোত্রের বিদ্বেষের মূর্তিটাকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। তাদের সন্তানদের মনগুলোকে করেছে নিকটবর্তী। রাসূলের আত্মীয় হওয়ার পর তারাও আকর্ষিত হয়েছে ইসলামের প্রতি।

এখানে উম্মাহর জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হলো, শহিদদের স্ত্রীদের হক জানিয়ে দেওয়া। এই বিয়ের ফলে নবুওয়াতি নূরের আলোকচ্ছটায় আলোকিত হয়েছে তার হৃদয়। আল্লাহর রাসূলের কল্যাণে পৌঁছেছেন অন্যরকম সুউচ্চ মর্যাদায়।

উম্মুল মু'মিনীনদের মাঝে উম্মু সালামা ﷺ সবার পরে; ৬১ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর সংখ্যা প্রায় ৩৮৮। বুখারি ও মুসলিম একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন ১৩টি হাদীস। বুখারি এককভাবে উল্লেখ করেছেন ৩টি। মুসলিম ১৩টি। আল্লাহর রাসূল থেকে গ্রহণ করা ইলমের নূর বিকিরণে ব্রতী ছিলেন তিনি সারা জীবন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উম্মুল মু'মিনীনদের শেষ প্রদীপটি নিভে যায়। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাকেও সন্তুষ্ট করুন।[৫৪৪]

তিন. হাসান ইবনু 'আলির জন্ম

ইমাম কুরতুবি বলেন, হাসান ﷺ প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছেন ৪র্থ হিজরিতে। হাসানের জন্মের পর এ বছরেই শেষের দিকে জন্ম হয় হুসাইন-এর। নববি ﷺ বলেছেন, ৪র্থ হিজরির শা'বান মাসের ৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন হাসান ﷺ।

'আলি ﷺ বলেন, হাসান জন্মের পর আমি ওর নাম রাখি হার্‌ব। আল্লাহর রাসূল এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ছেলেকে নিয়ে এসো, দেখি কী নাম রেখেছ?

বললাম, ওর নাম রেখেছি হার্‌ব।

নবিজি ﷺ বললেন, ওর নাম বরং হাসান।

আমরা দেখছি পরিবর্তন করে তিনি এমন এক নাম রাখলেন, যা থেকে পাওয়া যায় উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও প্রফুল্লতা।

সুন্দর একটা নাম রেখে নবজাতক শিশুকে তিনি কোলে তুলে নেন। আবু রাফি' বলেন, আমি নবি ﷺ-কে দেখেছি, ফাতিমা হাসানকে জন্ম দেওয়ার পর তিনি হাসানের দুই কানে সালাতের আযান দিয়েছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাসানের আকীকা সম্পর্কে আবু রাফি' বলেন, হাসানের জন্মের পর ফাতিমা বললেন, আমি কি দুটি বকরি দিয়ে তার আকীকা করব না? নবিজি ﷺ বললেন, না, তারচেয়ে বরং তার মাথা মুণ্ডিয়ে চুল পরিমাণ রুপা মিসকীনদের মাঝে সাদাকাহ করে দাও। কারণ, মাসজিদে নববির সুফফায় অভাবি মানুষেরা ছিল। ফাতিমা বাবার কথা মতো এদের মাঝে সাদাকাহ করে দেন। তবে তিনি চেয়েছেন হাসানের আকীকা করতে, তাই দুটি বকরি দিয়ে তার আকীকাও করেছেন।

আকীকার ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, শিশু সন্তানের দায় উঠে যায় আকীকার মাধ্যমে। তার পক্ষ থেকে ৭ম দিনে জবাই করা হবে। সেদিনই নাম রেখে মাথা মুণ্ডানো হবে।

চার. যাইদ বিন সাবিত ﵁ এর ঘটনা

চতুর্থ হিজরিতে তিনি ইয়াহূদিদের ভাষা শিক্ষা করেন এ বছরেই যাইদ বিন সাবিত ﵁ ইয়াহূদিদের ভাষা শিখেন। খারিজা বিন যাইদ থেকে বর্ণিত, যাইদ বিন সাবিত ﵁ বর্ণনা করেন, ইয়াহূদিদের পাঠানো চিঠি যেন লোকদের সামনে পাঠ করে শোনানো যায়, এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়াহূদিদের ভাষা শেখার নির্দেশ দেন। তিনি মাত্র ১৫ দিনে এই ভাষা শিখে ফেলেন।

আরেকটি বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনায় আসার পর যাইদ ﵁-কে তার কাছে নিয়ে আসা হয়। লোকেরা বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বনু নাজ্জারের এই বালক ইতোমধ্যে আপনার ওপর অবতীর্ণ হওয়া ১০টির বেশি সূরা মুখস্থ করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুগ্ধ হয়ে বলেন, যাইদ, আমার জন্য তুমি ইয়াহূদিদের ভাষা শেখো। কেননা (বার্তায় ও চুক্তিপত্রে) ইয়াহূদিদের লেখা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

যাইদ ﵁ বলেন, নবিজির জন্য আমি তাদের ভাষা রপ্ত করি। ১৫ দিন কেটে যাওয়ার আগেই আমি বেশ দক্ষতা অর্জন করি। ইয়াহূদিরা চিঠি পাঠালে আমি রাসূলের সামনে পাঠ করে শোনাতাম। লিখে পাঠাতাম এর প্রত্যুত্তরও।

একটা রাষ্ট্রে মুখপত্র থাকা অপরিহার্য বিষয়, রাষ্ট্রের উদ্দেশে আসা চিঠিপত্র ও গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে যে ব্যক্তি জ্ঞান রাখতে পারে। তবে এই চিঠিপত্র সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষ অবগত হলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিভাগ অকার্যকর হয়ে পড়বে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই নবিজি ﷺ যাইদ বিন সাবিতকে ইয়াহুদিদের ভাষা শিখতে বলেছেন। তিনি খুব অল্প সময়ের মাঝে ভাষা রপ্ত করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তার ধীশক্তির প্রখরতা।

রাসূলের যুগেই তিনি কুরআন হিফ্জ সম্পন্ন করেছেন। ছিলেন প্রসিদ্ধ ওয়াহি লেখক। আবু বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ-এর যুগে কুরআন লেখার কাজ তার একার ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। খলীফা 'উসমানের যুগেও কুরআন লিপিকারদের মাঝে তিনি ছিলেন। যাইদ ﷺ কর্তৃক ইয়াহূদিদের ভাষা শেখা প্রমাণ দেয়, ইসলাম অন্য জাতির ভাষা শিক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছে।

বনু নাযীরের ইয়াহূদিদের বিতাড়ন

ইয়াহূদি নেতা কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা এবং উহুদযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা পরম্পরায় ইয়াহূদিদের মনে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু উহুদযুদ্ধে মুসলিমদের পর্যুদস্ত অবস্থা, বী-রে মাউনার পরিকল্পিত বিপর্যয়—মুশরিক-মুনাফিকদের মনে নতুন আশা সঞ্চার করে। ইয়াহূদিদের মন থেকে প্রস্থানের মানসিকতা মুছে যায়। তারা আবার ধোঁকা ও চক্রান্তের পথে পা বাড়ায়। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে আবার গোপন চাল চালতে শুরু করে। নবিজিকে হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র পর্যন্ত তাদের মাথায় আসে। ফলে তাদের আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়ন করা সময়ের অপরিহার্য দাবি হয়ে দাঁড়ায়।[৫৪৫]

এক. বনু নাযীর যুদ্ধের ইতিবৃত্ত

ক) যুদ্ধের তারিখ

বিদগ্ধ গবেষক ঐতিহাসিকরা বলেন, বনু নাযীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল উহুদযুদ্ধের পর ৪র্থ হিজরির রবীউল আউয়াল মাসে। যারা মনে করে বদরযুদ্ধের ছয় মাস পর এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, ইবনুল কাইয়িম ﷺ তাদের মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ বিন শিহাব যুহরি মনে করেন, বনু নাযীর যুদ্ধ হয়েছিল বদরযুদ্ধের ছয় মাস পর। এটা ভুল ধারণা; বরং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল উহুদেরও পরে। বদরযুদ্ধের পর সংঘটিত হয়েছিল মূলত বনু কাইনুকা যুদ্ধ। বনু কুরাইজা ছিল খন্দকের পর এবং খাইবার ছিল হুদাইবিয়ার পর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইবনুল আরাবিও বলেন, বনু নাযীর যুদ্ধ হয়েছে উহুদের পর। ইবনু কাসীরও একই মত ব্যক্ত করেছেন।

খ) যুদ্ধের কারণ

বেশ কিছু কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ বনু নাযীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের আরব ভূমি থেকে বিতাড়িত করেন।

গ) বনু নাযীরের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি

তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করবে না; কিন্তু তারা এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। এতেই থেমে থাকেনি, শত্রুদের মাদীনার দুর্বল দিকগুলোও চিহ্নিত করে দিয়েছিল।

এটা স্পষ্ট হয়েছে সুওয়াইক যুদ্ধের সময়। বদরযুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান বিন হারব কসম করে বলেছিল, মাদীনায় অভিযান পরিচালনা না করা পর্যন্ত স্ত্রী মিলনের পর সে মাথায় পানি দেবে না। এই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নে দুশো অশ্বারোহীর এক বাহিনী নিয়ে মাদীনা অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে বনু নাযীরের গোত্রপতি সালাম বিন মাশকুম তার সঙ্গে অবস্থান করে। যথেষ্ট আপ্যায়ন করায়। গোপন খবরগুলো বলে দেয় তাকে। তবে মাদীনাবাসী তার কার্যক্রম সম্পর্কে বেখবর ছিল না।

ইসলামি যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ মুসা বিন উকবা বলেন, বনু নাযীর কুরাইশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের প্ররোচিত করে। অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে তাকে অভিহিত করে।

ঘ) আল্লাহর রাসূলকে গুপ্তহত্যার ফাঁদ

সেদিন নবিজি ﷺ কয়েকজন সাহাবিদের নিয়ে কুবার পথ ধরে বনু নাযীরের জনপদটার দিকে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য, নিহত আমিরি ব্যক্তিদ্বয়ের দিয়তের জন্য সাহায্য নেওয়া। নিরাপত্তার চুক্তিসত্ত্বেও আমর বিন উমাইয়া যাদের হত্যা করেছিলেন। নবিজির এই পদক্ষেপ ছিল তার ও বনু নাযীরের মাঝে দিয়ত পরিশোধের যে চুক্তিটা হয়েছিল, তা বাস্তবায়ন করা। অন্যদিকে বনু নাযীর ও বনু আমীরের মাঝে যে চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি হয়েছিল, তা অনুমোদন করাও উদ্দেশ্য ছিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনু নাযীর আল্লাহর নবিকে বাহ্যিক সৌহার্দ দেখিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। কিছুক্ষণ পরে তারা নির্জনে মিলিত হয়ে তাকে প্রতারিত করে হত্যার পরামর্শ করে। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, দেওয়ালের ওপর থেকে প্রকাণ্ড আকারের পাথর ফেলে দিয়ে আল্লাহর নবিকে হত্যা করবে।

কিন্তু তিনি তো ছিলেন আল্লাহর হিফাজাতে ও পর্যবেক্ষণে। তিনি বনু নাযীরের গোপন দুরভিসন্ধি আঁচ করতে পারেন। আসমান থেকে তাকে এদের ঘৃণ্য চক্রান্তের খবর জানিয়ে দেওয়া হয়। তিনি উঠে দ্রুত মাদীনায় ফিরে আসেন। কিছুক্ষণ পর সাহাবিরাও তাকে অনুসরণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বনু নাযীরের যে গুপ্ত ফন্দি ব্যর্থ করেন; তার লক্ষ্য শুধু নবিজি ﷺ ছিলেন না; বরং তারা ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজকে বিনাশ করার লক্ষ্য স্থির করেছিল। এজন্যই নবিজি বনু নাযীরকে আরবভূমি থেকে বিতাড়িত করতে যুদ্ধের সংকল্প করেন।

এমন আরও অনেক কারণ বনু নাযীরের সঙ্গে নবিজি ﷺ-কে যুদ্ধের মুখোমুখি করে। কুরআনুল কারীম মু'মিনদের জানিয়ে দিয়েছে এই ঘটনার কথা, উল্লেখ করেছে কীভাবে বনু নাযীরের গুপ্ত ফন্দি থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> হে মু'মিনগণ, তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামাতকে স্মরণ করো, যখন একটা জাতি তাদের হাত তোমাদের প্রতি প্রসারিত করেছিল; কিন্তু তিনি তোমাদের থেকে তাদের হাত গুটিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহকে ভয় করো, মু'মিনদের উচিত আল্লাহর ওপরেই ভরসা করা। [সূরা মায়িদা, ৫: ১১]

এই আয়াতের বেশ কয়েকটি শানে নুযূলের কথা উল্লেখ করেছেন মুফাসসিরীনে কেরাম।

আবু যিয়াদ থেকে তাবারি বর্ণনা করে বলেন, রক্তমূল্য পরিশোধে সহযোগিতার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু নাযীর গোত্রের কাছে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবু বাকর, 'উমার ও 'আলি ۞ । নবিজি ﷺ বললেন, এই বিষয়ে আমি তোমাদের সাহায্য কামনা করছি। তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই, আপনার সময় হয়েছে তাহলে আমাদের এখানে প্রয়োজনের কথা বলর। আপনি বসুন, আমরা আপনার আপ্যায়নের এবং যা চাচ্ছেন তার ব্যবস্থা করছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথিরা বসে অপেক্ষার প্রহর গুণছিলেন। ওদিকে গোত্রপতি তার অনুচরদের সমবেত করে বলে, দেখো, আজকের মতো আর কোনোদিন তাকে এত কাছে পাবে না। ওপর থেকে পাথর ফেলে দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলো। তোমরা আর কোনো অনিষ্টের মধ্যে পড়বে না। কথামতো লোকেরা প্রকাণ্ড একটা পাথর নিয়ে উঠে যায় দেওয়ালে। এদিকে জিবরীল عليه السلام এসে নবিজিকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> হে মু'মিনগণ, তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামাতকে স্মরণ করো, যখন একটা জাতি তাদের হাত তোমাদের প্রতি প্রসারিত করেছিল; কিন্তু তিনি তোমাদের থেকে তাদের হাত গুটিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহকে ভয় করো, মু'মিনদের উচিত আল্লাহর ওপরেই ভরসা করা। [সূরা মায়িদা, ৫: ১১]

মুহাম্মাদ বিন ইসহাক, মুজাহিদ, ইকরিমা ও অন্যান্য অনেকে বলেছেন, বিবৃত আয়াত বনু নাযীরের ক্ষেত্রেই অবতীর্ণ হয়েছে। আগেই বিবৃত হয়েছে, নবিজি ﷺ কী কাজের জন্য তাদের কাছে এসেছিলেন। ওরা প্রতারণা করে দেওয়ালের ওপর থেকে পাথর ফেলে দিয়ে নবিজিকে হত্যা করার জন্য আমর বিন জাহাশকে নিযুক্ত করে। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবিকে ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন। তিনি দ্রুত সেখান থেকে ফিরে আসেন। তাঁকে অনুসরণ করেন সাহাবিরাও।

ইবনু জারীর বলেন, আল্লাহ এখানে মু'মিন ও নবিজিকে ইয়াহূদিদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করে নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এটা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামাতই বটে। কেন হবে না, অথচ বনু নাযীরের লোকেরা সেদিন নবি ও তাঁর সাথিদের হত্যা করতে চেয়েছিল!

ড. মুহাম্মাদ আলে আবিদ তাবারির মতটাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন, এটা মানতে কোনো অসুবিধা নেই যে, সবগুলো ঘটনা ঘটার পর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা অনেকগুলো ঘটনার পটভূমিতে একটা আয়াত নাযিল হতে পারে। উলামায়ে কেরাম এমনটাই বলেছেন।

আয়াতের অর্থ হবে এমন—তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামাতকে স্মরণ করো, তিনি ইয়াহূদিদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। ওরা নবির উদ্দেশে ভয়ংকর গোপন ফন্দির কালো হাত ধরে এগিয়েছিল; কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করেছেন। রক্ষা করেছেন নবিজিকে তাদের অনিষ্ট থেকে। সবশেষে আল্লাহ তাকওয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অবলম্বন করতে বলেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন তার ওপর ভরসা করতে এবং তাঁকে ভয় করতে, মু'মিনদের উচিত আল্লাহর ওপরেই ভরসা করা।

অর্থাৎ তাঁর নিয়ামাতের হক রক্ষায় তাকে ভয় করো, কৃতজ্ঞতা আদায় থেকে বিমুখ হয়ো না। কেননা তিনি তোমাদের তাঁর কুদরত দেখিয়েছেন। শুধু তাঁর ওপরই ভরসা করো। কেননা তিনি তোমাদের লক্ষ করার ব্যাপারটা দেখিয়েছেন।[৫৪৬]

দুই. বনু নাযীর অবরোধ ও দেশান্তরের নির্দেশ

ক) বনু নাযীরকে সতর্কীকরণ

অধিকাংশ সীরাত গ্রন্থগুলোতে এসেছে, বনু নাযীরকে দেশান্তরের জন্য দশ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে বলেছেন, বনু নাজীরের ইয়াহুদিদের কাছে গিয়ে বলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন এই মর্মে যে, তোমরা আমাদের শহর ছেড়ে চলে যাবে। তোমরা প্রতারণার পথ বেছে নিয়ে আমাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ। তোমাদের দশ দিনের সময় বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। এরপর যাকে দেখা যাবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে।

তারা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে শুধু এই উত্তর দিয়ে বলেছিল, হে মুহাম্মাদ, আমরা ধারণাও করতে পারছি না, এই সংবাদ নিয়ে আমাদের কাছে আসবে আওসের একজন লোক। মুহাম্মাদ ﷺ বললেন, অন্তরগুলো বিস্ফারিত হয়েছে, ইসলাম শান্তিচুক্তিগুলো মুছে ফেলেছে। ওরা বলল, আমরা চলে যাব। এরপর বাহন প্রস্তুত করার জন্য তারা কিছু দিন অবস্থান করে।

এই নির্ধারিত সময়ের মাঝে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালুল তাদের বলে, তোমরা এখনেই থাকো, তাদের প্রতিহত করো। আমি তোমাদের পরিত্যাগ করব না। তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হলে আমি তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করব। তোমাদের বের করে দেওয়া হলে আমি তোমাদের সঙ্গে বের হব। তোমরা বের হয়ো না। আরবের দুই হাজার জনবল আমার সঙ্গে আছে। তারা তোমাদের সাহায্য করবে। মুহাম্মাদ তোমাদের কাছে পৌঁছাবার আগেই ওদের শেষ ব্যক্তিটিও মারা যাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইয়াহূদিরা ওদের বিশ্বস্ত লোকদের কাছে এসে তাদের প্রবীণ ব্যক্তি হুয়াই বিন আখতাবকে প্ররোচিত করে। জাদ্দি বিন আখতাবকে নবিজির কাছে প্রেরণ করে বলে, আমরা এলাকা ছেড়ে যাচ্ছি না। তোমার যা ইচ্ছা করতে পার।

ইয়াহূদিদের এমন অভিলাষ শুনে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে মুসলিমরা তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। নবিজি বলেন, ইয়াহূদিদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে তাহলে!

খ) অবরোধ ও বিতাড়ন

দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও ইয়াহূদিরা তাদের বসতিতেই অবস্থান করে। মুসলিম বাহিনী জ্বলে ওঠে। ১৫ দিন ধরে তাদের ওপর অবরোধ জারি থাকে। ওদের মাঝে কোনো ভাবান্তর না দেখে নবিজি ﷺ তাদের খেজুর বাগান পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল ও ভীতি সঞ্চারিত করার জন্য এমন পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল।

ফলাফল এসেছে খুব দ্রুত। অগ্নিশিখা দেখে যুদ্ধের সাহস হারিয়ে ফেলে সদা কাপুরুষ ইয়াহূদিরা। অস্থির হয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, হে মুহাম্মাদ, আপনি তো ফাসাদ করতে বারণ করতেন, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীকে অপছন্দ করতেন। তাহলে আপনি কেন খেজুর বাগান বিরান করছেন?

আল্লাহ তা'আলা ওদের অন্তরে আতঙ্কের অনল ঢেলে দেন। বনু নাযীর দেখল বিতাড়িত হওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় ওরা আরও মুষড়ে যায়। কোনো সুবার্তা নিয়ে এদের কাছে পৌঁছা কিংবা বিপদে পাশে দাঁড়ানোর সব পথ রুদ্ধ। অগত্যা নবিজির কাছে বাড়িঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য নিরাপত্তা চেয়ে লোক পাঠায়।

নবিজি ﷺ তাদের আবেদন রেখে বলেন, বের হয়ে যাও, তোমাদের রক্ত নিরাপদ, সঙ্গে নিতে পারবে উটে বহনযোগ্য সামগ্রী। কোনো ধরনের অস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবে না।

ইয়াহূদিরা বাড়ির ছাদ গুড়িয়ে দেয়, যেন মুসলিমরা উপকৃত হতে না পারে। নিজেদের সঙ্গে নিয়ে নেয় স্বর্ণ ও রুপাভর্তি বড় বড় পাত্র। সালাম বিন আবুল হাকীক একাই সোনা ও রুপা বোঝাই চামড়ার বস্তা সঙ্গে নেয়। সে বলছিল, আমাদের ভূমি উঁচু-নিচু করার জন্য এগুলো জমিয়েছিলাম; কিন্তু তা আর হলো না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছয়শো উটে ইয়াহূদিরা ওদের আসবাবপত্র বহন করে। দেশান্তরিত হবার সময় সঙ্গে ছিল দফ, বাঁশি ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র। পশ্চাৎগামীরা পেছনে থেকে সুর তুলছিল। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমদের আনন্দিত হতে না দেওয়া। তাদের অনেকে খাইবারে আশ্রয় নেয়, অন্যরা পাড়ি জমায় সিরিয়ার উদ্দেশে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে ইয়াহূদিদের মাদীনা থেকে বিতাড়নে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা رضي الله عنه ।

খাইবারে অবতরণ করেছিল হুয়াই বিন আখতাব, সালাম বিন আবুল হাকীক ও কিনানাহ বিন রাবি ' বিন আবুল হাকীক। ওরা খাইবারে ঢুকলে সেখানকার অধিবাসীরা স্বাগত জানায়।

তিন. উম্মাহর জন্য শিক্ষা

বনু নাযীর যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা হাশরে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। উম্মাহর পণ্ডিত 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه সূরা হাশরের নামই দিয়েছেন সূরা বনু নাযীর। *বুখারিতে* সাঈদ বিন জুবাইর رحمه الله বলেন, আমি ইবনু আব্বাসকে সূরা হাশরের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সূরা বনু নাযীর।

সূরা হাশরে এই যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি স্পষ্ট করা হয়েছে। নিরূপণ করা হয়েছে ফাঈ(৮)-এর বিধিবিধান। বলা হয়েছে কারা এই সম্পদ পাওয়ার উপযুক্ত। প্রকাশ করা হয়েছে ইয়াহূদি মুনাফিকদের অবস্থান ও মনের সুপ্ত কথা। মাদীনার মুনাফিকদের তুলনা দেওয়া হয়েছে ইয়াহূদিদের সঙ্গে।

যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনার মাঝখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁকে ভয় করতে, দূরে থাকতে তাঁর অবাধ্যতা থেকে। পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়েছে কুরআনুল কারীমের নাম ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে। সামগ্রিকভাবে আলোচিত হয়েছে তাওহীদ ও আল্লাহর কর্মপন্থা নিয়ে। বলা হয়েছে কিয়ামাত দিবসের জন্য প্রস্তুতি নিতে। সূরাটি নিয়ে ভাবলে অনেকগুলো শিক্ষণীয় দিক নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব।

ক) আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা

সূরার সূচনা হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনার মধ্য দিয়ে। বিবৃত হয়েছে মহাবিশ্বে বিদ্যমান সমস্ত সৃষ্টি তথা মানুষ, প্রাণী, জীব ও জড়বস্তু, সবকিছুর মালিক

---

(৮) ফাঈ হলো শত্রু থেকে বিনা যুদ্ধে পাওয়া সম্পদ। গানীমাতের বিপরীত। গানীমাত হলো যুদ্ধলব্ধ, আর ফাঈ যুদ্ধ ছাড়াই প্রাপ্ত। গানীমাতের মতো ফাঈও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।—সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ। সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, ঘোষণা করে তাঁর বড়ত্ব, সাক্ষ্য দেয় তাঁর এককত্ব ও মহান শক্তিমত্তার। প্রকাশ করে তাঁর রাজত্বের বিশালত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন—সমূহ আসমান ও যমিনের সবকিছু আল্লাহর নামে তাসবীহ পাঠ করে, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে মহাপ্রজ্ঞাময়। তিনি অনর্থক কিছু সৃষ্টি করেননি, যাতে কোনো কল্যাণ নেই। তাঁর প্রজ্ঞার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কাজই তিনি করেন। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজের উপমা হলো বনু নাযীরের আহলে কিতাব কাফিরদের বিরুদ্ধে তাঁর রাসূলকে সাহায্য করা। প্রতারণার অপরাধে তাদের পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছেন, যাকে তারা প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসত।

খ) আতঙ্ক আল্লাহর একটি বাহিনী

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তিনিই আল্লাহ, যিনি আহলে কিতাব কাফিরদের তাদের জনপদ থেকে বিতাড়িত করেছেন প্রথম হাশরেই। তোমরা ধারণা করোনি যে তারা বের হবে, তারা ধারণা করছিল তারা নিজেদের আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে; কিন্তু আল্লাহ তাদের কাছে এমনভাবে এলেন, তারা কল্পনাও করতে পারেনি। তাদের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন আতঙ্ক। তারা নিজেদের হাত দিয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি বিরান করেছে এবং মু'মিনদের হাতে। সুতরাং হে বিচক্ষণরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। আল্লাহ যদি তাদের জন্য দেশান্তরের কথা লিপিবদ্ধ করে না রাখতেন, তাহলে দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি দিতেন। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি। তা এই কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, নিশ্চয় আল্লাহ পরিণাম দানে কঠোর। [সূরা হাশর, ৫৯: ২-৪]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো নিয়ে ভাবলে এ কথা স্পষ্ট হয়, আল্লাহ তা'আলাই বনু নাযীরের ইয়াহূদিদের তাদের জনপদ থেকে বিতাড়িত করে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। এমনকি প্রথম হাশরেই। সুবিধাগত দিক থেকে তারা দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল তাদের বিতাড়িত করার ক্ষমতা কারও নেই। শক্তি ও সাহায্যকারী নিয়ে তারা ছিল বেশ নিশ্চিন্ত।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিপর্যয় নামিয়ে দিয়েছেন এমনভাবে যে, তারা ভাবতেও পারেনি। তারা পরাজিত হওয়ার কোনো আশঙ্কা করেনি। পরে আল্লাহ তাদের অন্তরে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেন। দেখা গেল তারা নিজেরাই নিজেদের ঘর বিরান করছে, সেই বিরানকর্মে যুক্ত হয়েছে মু'মিনরাও। কুরআন এভাবেই উম্মাহর কাছে এই যুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছে। সীরাত গবেষকদের থেকে যে পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ বর্ণনাধারা আরেকটি বৈশিষ্ট্যে অনন্য, তা হলো এখানে গভীর বাস্তবতা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে, প্রকাশ করা হয়েছে এমন অনেক সুপ্ত কথা যা কেউ জানত না। সবশেষে বর্ণনা করা হয়েছে এসবের প্রকৃত কর্তা হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনিই বনু নাযীরকে বিতাড়িত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে—

> তিনিই আল্লাহ, যিনি আহলে কিতাব কাফিরদের তাদের জনপদ থেকে বিতাড়িত করেছেন। [সূরা হাশর, ৫৯: ২]

আয়াতে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, বনু নাযীরের ইয়াহূদিরা ভেবেছিল তারা সবদিক থেকে নিরাপদ; কিন্তু আল্লাহ তাদের পরাজিত করেছেন নিজেদের দ্বারাই। কেননা আতঙ্ক ভেতর থেকেই এসে থাকে। ফলে খুব দ্রুত তারা বিধ্বস্ত হয়েছে।

বনু নাযীরের যুদ্ধ থেকে উম্মাহর জন্য এ শিক্ষা নেওয়া আবশ্যক যে, সমস্ত কাজের নিয়ন্তা আল্লাহ। তাঁর কুদরতের সামনে কোনোকিছুই টিকতে পারবে না। তিনিই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। মানুষের জন্য আবশ্যক তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজেদের কর্ম সংশোধন করা। তারা আল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ করলে আল্লাহ তাদের কর্ম সংশোধন করবেন। শত্রুদের অকল্পনীয়ভাবে পরাজিত করবেন।

এই যুদ্ধ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, সাহায্য নেমে আসার পথ খুব কাছে। আর তা হলো আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন, তাঁর প্রতি আস্থা রাখা, তাঁর শারী'আতের কাছে নিজেদের সমর্পণ করা, অনুধাবন করা তাঁর কুদরত। মু'মিনরা এসবের মর্ম বুঝতে পারলে আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন। তাদের শত্রুরা যদিও হয় শক্তিশালী, সংখ্যায় অনেক। কেননা আল্লাহকে কেউ অক্ষম করতে পারে না। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বনু নাযীরের বিতাড়ন। সৌভাগ্যবান সেই, যে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

সবশেষে আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন, আল্লাহ যদি তাদের উৎখাত না করতেন, তাহলে হত্যা করে দুনিয়াতেই সাজা ভোগাতেন, আর আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য আগুনের শাস্তি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গ. শত্রু থেকে অধিকৃত সম্পদ বিনাশ করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে বনু নাযীরকে অবরোধ করে আছেন। ওরা নিজেদের সুরক্ষায় কেল্লায় আশ্রয় নেয়। নবিজি ﷺ নির্দেশ দেন খেজুরগাছ কেটে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে ইয়াহূদিরা চিৎকার করে বলতে থাকে, হে মুহাম্মাদ, তুমি তো নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে বারণ কর, ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে মন্দ বল , তাহলে কেন খেজুরগাছ কেটে আগুন লাগানো হলো?

এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> তোমরা যেসব নতুন খেজুরগাছ কেটে ফেলেছ অথবা সেগুলোকে তাদের মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা তো ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে, যেন তিনি ফাসিকদের লাঞ্ছিত করতে পারেন। [সূরা হাশর, ৫৯: ৫]

এই আয়াতের তাফসীরে মুহাম্মাদ আবু যুহরাহ ফিকহি মতামত বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধ চলাকালীন বিনাশ করা, জ্বালিয়ে দেওয়া কিংবা ঘরবাড়ি বিরান করা কতটুকু শারী'আত সম্মত, তা নির্ণীত হবে কুরআন ও নবিজির আমল থেকে।

১) মূল বিষয় হলো যুদ্ধ চলাকালীন বৃক্ষ কাটা কিংবা ঘরবাড়ি উচ্ছেদ করা নিষেধ। কেননা যুদ্ধ দ্বারা কৃষককে কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু যদি মালিকের পক্ষ থেকে যুলুমের আশঙ্কা হয়, তবে ভিন্ন কথা।

২) বৃক্ষকর্তন কিংবা ভবন ধ্বংস করা যদি আবশ্যক হয়, যেমন: শত্রু এতে আত্মগোপন করতে পারে, অথবা ফন্দি আঁটতে পারে, তাহলে বৃক্ষ কাটিতে কোনো অসুবিধা নেই। আর ভবন ধ্বংস করা নির্ভর করবে যুদ্ধের পরিস্থিতির ওপর। সাকীফ কেল্লায় নবিজি ﷺ এমনটাই করেছেন।

৩) যে ফাকীহরা ঘরবাড়ি বিনাশ ও বৃক্ষ কাটা জায়িয হবার কথা বলেছেন, সে জন্য আবশ্যক হলো এই প্রয়োজনগুলো থেকে মুক্ত থাকতে হবে। শুধু শত্রুকে কষ্ট দেওয়া কিংবা কেবল নৈরাজ্য সৃষ্টি করা মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া যাবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঘ. ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

বনু নাযীরকে বিতাড়িত করার পর মুসলিমরা তাদের যে সম্পদ গ্রহণ করেছেন, আল্লাহ এই সূরায় তাঁর বিধান আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফাঈ হিসেবে যা দিয়েছেন, তোমরা তাঁর জন্য কোনো ঘোড়া বা উটে আরোহণ করে অভিযান পরিচালনা করোনি; বরং আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে যাদের ওপর ইচ্ছা কর্তৃত প্রদান করেন। আল্লাহ সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। [সূরা হাশর, ৫৯: ৬]

আল্লাহ তা'আলা এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছেন, মুসলিমরা বনু নাযীর থেকে কোনো প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই যে সম্পদ অর্জন করেছে, তা শুধুই আল্লাহর অনুগ্রহ। কেননা এই যুদ্ধে মুসলিমরা পায়ে হেঁটেই শত্রুদের কাছে গিয়েছে। কোনো ঘোড়া বা উটে আরোহণের প্রয়োজন হয়নি।

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সন্ধির মাধ্যমে (রক্তপাত ছাড়াই) তাদের উচ্ছেদ করেছেন, তাদের সম্পদ গ্রহণ করে আল্লাহর নির্দেশ মাফিক নির্ধারিত স্থানে ব্যয় করেছেন। বনু নাযীর থেকে অর্জিত সম্পদে মুসলিমদের ঘোড়া কিংবা কোনো বাহনে আরোহণের প্রয়োজন হয়নি। সুতরাং তা আল্লাহর নবির জন্য নির্ধারিত। তিনি এ থেকে স্ত্রীদের এক বছরের খরচ দিয়েছেন, বাকিটা জমা করেছেন যুদ্ধ উপযুক্ত বাহন ক্রয় ও অস্ত্র তৈরির জন্য।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের থেকে সংগৃহীত ফাঈ-এর সাধারণ বিধান বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন—

> (এই সম্পদ) নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য, যাদের নিজেদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পত্তি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। এরাই তো সত্যবাদী। [সূরা হাশর, ৫৯: ৮

এই গানীমাতের সম্পদ ছিল শুধু আল্লাহর রাসূলের জন্য। তাই তিনি নিজের মতো করে বণ্টন করেছেন। বিবৃত আয়াতে উল্লিখিত কল্যাণের নিমিত্তে মুসলিমদের মাঝেও বণ্টন করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বনু নাযীরের সম্পদ লাভের পর সাবিত বিন কাইস ﷺ-কে ডেকে বলেন, তোমার জাতিকে আমার কাছে আসতে বলো। সাবিত বলেন, খাযরাজকে ডাকব? নবিজি ﷺ বললেন, সব আনসারিকেই ডাকো। সাবিত ﷺ আওস ও খাযরাজের সবাইকে ডেকে আনেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। মুহাজিরদের সঙ্গে আনসার সাহাবিদের সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ, ভূমি ও সম্পদ দিয়ে সাহায্য করার কথা স্মরণ করেন। তুলে ধরেন মুহাজিরদের নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অনুপম দৃষ্টান্তের উদাহরণ। আনসার সাহাবিরা, তোমরা যদি চাও আমি তোমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে বণ্টন করব বনু নাযীর থেকে প্রাপ্ত এই ফাঈ। সেক্ষেত্রে মুহাজিররা আগের মতোই তোমাদের ঘর ও সম্পদে থেকে যাবে। আর চাইলে এগুলো শুধু তাদেরই দেবো, তাহলে তোমাদের অংশ থেকে তারা সরে যাবে।

সা'দ বিন উবাদা ও সা'দ বিন মুআয ﷺ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এগুলো মুহাজিরদের মাঝেই বণ্টন করুন এবং তারা আগের মতো আমাদের সঙ্গেই থাকবে। অন্যান্য আনসার সাহাবিরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা মেনে নিলাম, সন্তুষ্ট থাকলাম।

নবিজি ﷺ আল্লাহর দেওয়া এই ফাঈ আনসার সাহাবিদের সমর্থন নিয়ে দান করেন মুহাজির সাহাবিদের। আনসারিদের মাঝে বিশেষ প্রয়োজন থাকার কারণে শুধু আবু দুজানা ও সাহাল বিন হুনাইফকে দান করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ জানতেন এই ফাঈ শুধু তাঁর জন্য। তবুও আনসার সাহাবিদের ডেকে তাদের মনের প্রশান্তির ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন। এটাই নবি কারীম ﷺ-এর জীবনের আদর্শ।

এই ফাঈ বিতরণের ফলে আনসার সাহাবিরা অনেক হালকা হয়েছেন। মুহাজির সাহাবিরা বনু নাযীরের জনপদে বসতি স্থাপন করেন। আনসারদের ঘরবাড়ি তাদের অধীনে চলে আসে। বহু সংখ্যক মুহাজির সাহাবির মাঝে চলে আসে অমুখাপেক্ষিতা। তারা এ কথা বলতে পারেন যে, আমাদের নতুন দিনের সূচনা হলো।

বনু নাযীরের সম্পদ বণ্টনে ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা সমৃদ্ধ হয়। স্বাভাবিক যুদ্ধলব্ধ গানীমাতের সম্পদ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হতো ইসলামি রাষ্ট্রের এক পঞ্চমাংশ রাখার পর। তাও আবার আল্লাহর বেঁধে দেওয়া নির্ধারিত খাতে ব্যয় করতে হতো।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিন্তু বনু নাযীরের পর ফাঈ-গানীমাত সম্পর্কিত অর্থনৈতিক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সারাংশ হলো, যুদ্ধলব্ধ গানীমাত নতুন করে দুইভাগে (গানীমাত ও ফাঈ) বিভক্ত হয়।

১. মুজাহিদদের মাঝে গানীমাত বণ্টিত হতো তাদের ভূমিকা ও অবদান অনুযায়ী ইসলামি রাষ্ট্র একপঞ্চমাংশ নির্ধারিত খাতে ব্যয়ের জন্য রেখে দেওয়ার পর।

২. কিছু গানীমাত, যা আল্লাহ যুদ্ধ ছাড়াই মুজাহিদদের হস্তগত করেছেন। এই প্রকার গানীমাতের সম্পদে হস্তক্ষেপ করার সম্পূর্ণ অধিকার ইসলামি রাষ্ট্রের। উপযুক্ত খাত দেখে ব্যয় করবে। কৃষি খাতের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে ব্যয় করা হবে, কিংবা দেওয়া হবে দারিদ্র্যপীড়িত লোকদের। যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ক্রয় করা, নতুন নগরী নির্মাণ অথবা অন্য যেকোনো কল্যাণকর কাজে খরচ করা যেতে পারে। বনু নাযীরের যুদ্ধের পর ইসলামি অর্থনীতি যেহেতু সমৃদ্ধ হয়, তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিয়েছেন বনু নাযীরের সম্পদ কোন খাতে ব্যয় হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে ফাঈ হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রাসূলের, আত্মীয়স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের, এটি এজন্য যে, যেন ধনসম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো, এবং আল্লাহকেই ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। [সূরা হাশর, ৫৯: ৭]

অর্থাৎ তিনি তোমাদের যে নির্দেশ দেন, তা মান্য করো, আর যে ব্যাপারে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। কেননা তিনি তোমাদের প্রত্যেক কল্যাণ ও উত্তম কাজের নির্দেশ দেবেন এবং বারণ করবেন সব ধরনের অনিষ্ট ও ফাসাদ থেকে।

'তোমরা তাকে ভয় করো' অর্থাৎ নির্দেশ পালন ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে তোমাদের রবকে ভয় করো।

'নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর' অর্থাৎ তাঁর শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক, কঠিন ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে তাঁর অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে। মুফাসসিরগণ বলেছেন, আয়াত যদিও ফাঈ এর ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে, তবে তা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রত্যেকে ওই বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, নবির মাধ্যমে আল্লাহ যার নির্দেশ দিয়েছেন, কিংবা নিষেধ করেছেন। চাই তা ওয়াজিব হোক, মানদূব কিংবা মুস্তাহাব অথবা হারাম। এখানে ফাঈ ও অন্যান্য বিধানও অন্তর্ভুক্ত হবে।

বহু সংখ্যক আয়াতে এই উম্মাহকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম পালনের আবশ্যকতা সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। সেটা প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

না, হে মুহাম্মাদ,

তোমার রবের কসম, এরা কখনো মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ এদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে না নেবে, তারপর তুমি যা ফায়সালা করবে, সে ব্যাপারে নিজেদের মনের মধ্য যে-কোনো প্রকার কুণ্ঠা ও দ্বিধার স্থান না দেবে; বরং সর্বান্তকরণে মেনে নেবে। [সূরা নিসা, ৪: ৬৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের যা থেকে নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাকো, আর যা নির্দেশ দিচ্ছি তা সাধ্যমতো পালন করো। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে অতিরিক্ত প্রশ্ন ও নবিদের কথার বিরোধিতা করার কারণে।

৬) মুহাজির, আনসার ও তাবিঈদের মর্যাদা

মুহাজিরদের মর্যাদা

সূরা হাশরে অন্যদের ওপর মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বোচ্চ সম্মান তাদের জন্য। আয়াতে তাদের উত্তম গুণাবলি ও সত্যবাদিতার কথাও উঠে এসেছে। আল্লাহ বলেন,

(এই সম্পদ) নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য, যাদের নিজেদের ঘরবাড়ি ও ধনসম্পত্তি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। এরাই তো সত্যবাদী। [সূরা হাশর, ৫৯: ৮]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আনসার সাহাবিদের মর্যাদা

সূরা হাশরের আয়াতে আনসার সাহাবিদের মর্যাদার কথাও স্পষ্ট করা হয়েছে, তুলে ধরা হয়েছে তাদের উত্তম গুণের কথা। ইরশাদ হচ্ছে—

> আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মাদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরাত করে এসেছে তাদের ভালোবাসে। আর মুহাজরিদের যা প্রদান করা হয়েছে সেজন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম। [সূরা হাশর, ৫৯: ৯]

তাবিঈদের মর্যাদা

এরা সাহাবিদের অনুসৃত পথ ও তাদের উত্তম গুণাবলির অনুসরণ করেছেন, ঈমানে তাদের অগ্রবর্তী ভাইদের জন্য প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে দু'আ করেন।[৫৪৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আর তাদের পরে যারা আসবে তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমাদের ও ঈমান আনয়নে আমাদের পূর্ববর্তী ভাইদের ক্ষমা করুন, আর ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন কোনো ঈর্ষা না থাকে। হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি চির মমতাময় ও অতি দয়ালু। [সূরা হাশর, ৫৯: ১০]

চ) মাদীনার মুনাফিকদের অবস্থান

এই সূরায় মুনাফিকদের অবস্থানও স্পষ্ট করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে তাদের ইয়াহূদি ভাইদের সাথে হলফ ও প্রীতির কথা। উন্মোচন করা হয়েছে মুসলিমদের ক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত মনোভাব। ইরশাদ হচ্ছে—

> তুমি কি মুনাফিকদের দেখোনি, যারা আহলে কিতাবের মধ্য থেকে তাদের কাফির ভাইদের বলে, তোমাদের বের করে দেওয়া হলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে অবশ্য বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনোই কারও আনুগত্য করব না। আর তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। [সূরা হাশর, ৫৯: ১১]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই আয়াতে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার অনুচরদের সংবাদ দেওয়া হচ্ছে। এদের বনু নাযীরের ইয়াহূদির ভাই বলার কারণ হলো, কুফুরির শর্তগুলো তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। যদিও তাদের কুফুরির ধরন ভিন্ন।

ছ) মদ চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা

বনু নাযীরের অবরোধ করার রাতেই মদ হারাম ঘোষিত হয়। সেটা ছিল হিজরি ৪র্থ বর্ষ। বিদিত কথা হলো, ইসলামি শরিয়তে মদ হারাম হয়েছে পর্যায়ক্রমে। সূরা মায়েদার শেষে ইরশাদ হচ্ছে—

> তোমরা কি সতর্ক হবে না! [সূরা মায়িদা, ৫: ৯১]

তখন মু'মিনরা দৃঢ়ভাবে অন্তরের গভীর থেকে বলে ওঠে, হে আমাদের রব, আমরা সতর্ক হলাম।

কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে—

> তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এ দুটিতে রয়েছে বড় পাপ এবং মানুষের জন্য বিভিন্ন উপকারিতা, তবে উপকার অপেক্ষা এ দুটির পাপই বড়। তারা জিজ্ঞেস করে কী দান করবে। বলুন, অতিরিক্ত সম্পদ (দান করো), এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা করতে পার। [সূরা বাকারা, ২: ২১৯]

সাইয়্যদ শহিদ কুতুব বলেন, বিবৃত এই আয়াত ছিল মদ হারাম করার প্রথম পদক্ষেপ। কিছু জিনিস ও কাজ অনেক সময় মন্দ হয় না; বরং কিছু ভালো মন্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। আবার এই পৃথিবীতে মন্দগুলো মিশে যায় ভালোর সঙ্গে। সেক্ষেত্রে বস্তু হালাল কিংবা হারাম হওয়ার মূল কারণ হয় ভালো কিংবা মন্দের প্রবলতা। অতএব, মদ ও জুয়াতে মন্দের প্রবলতা যেহেতু বেশি, তাই এটাই হারাম হবার কারণ। যদিও এখানে সরাসরি হারামের কথা বিবৃত হয়নি।

শারঈ বহু বিধান চূড়ান্তভাবে আরোপের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমে আমরা আল্লাহর একটা মানহাজ লক্ষ করি। এ ব্যাপারে সামনে যথাস্থানে আলোচনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। সেখানে আমরা দেখব, আদেশ কিংবা নিষেধের সম্পর্ক থাকছে আকীদাগত মাসআলার নীতির সঙ্গে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গবেষণায় প্রতিভাত হয়, ইসলাম সূচনালগ্ন থেকেই সময়ের প্রয়োজন ও দাবিকে অনুভব করেছে। তবে আদেশ ও নিষেধের সম্পর্ক যখন হয়েছে ইবাদাত, তাকলীদ কিংবা সমষ্টিগত কোনো বিষয়ে, তখন ইসলাম সেখানে বিধান আরোপে সহজতা ও ধীরতা অবলম্বন করেছে। তৈরি করেছে উপযুক্ত ক্ষেত্র, যেন বিধান কার্যকর করা ও মেনে নেওয়া সহজ হয়।

অপরদিকে বিধানের সম্পর্ক যখন হয় তাওহীদ কিংবা শিরক বিষয়ে, তখন প্রথমেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে আয়াত নাযিল হয়েছে। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ কিংবা সামান্য অবকাশের সুযোগ দেওয়া হয়নি। কেননা, তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন ও শিরক থেকে পবিত্র হওয়া ইসলামের মূল ভিত্তি।

মদ ও জুয়াতে মানুষের অভ্যাস ও আদাতের একটা ব্যাপার ছিল। অভ্যাস এক দিনে পরিবর্তন হয় না; বরং এর জন্য প্রয়োজন হয় দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার। এই রূপরেখা ধরেই ইসলামি শারী'আত প্রথমে তুলে ধরেছে মদ ও জুয়ার পঙ্কিলতার কথা। তাতে উপকারের চেয়ে অপকারের মাত্রাই প্রবল। এখানে ইঙ্গিতে যেন বলা হচ্ছে, যার মাঝে পঙ্কিলতা ও পাপের মাত্রাই প্রবল, তা ছেড়ে দেওয়াই উত্তম।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘোষণা এসেছে সূরা নিসায়, আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> হে ঈমানদারগণ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছে যেয়ো না। সালাত সেই সময় পড়া উচিত, যখন তোমরা যা বলছ তা জানতে পার। অনুরূপভাবে অপবিত্র অবস্থায় গোসল না করা পর্যন্ত সালাতের কাছে যেয়ো না। তবে যদি পথ অতিক্রমকারী হও, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর যদি কখনো তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ করে থাকো এবং এরপর পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ করো এবং তা নিজেদের চেহারা ও হাতের ওপর বুলাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কোমলতা অবলম্বনকারী ও ক্ষমাশীল। [সূরা নিসা, ৪: ৪৩]

একজন মু'মিনকে দৈনিক পাঁচবার সালাত পড়তে হয়। অধিকাংশ সালাতই কাছাকাছি সময়ে আদায় হয়। এই অল্প সময়ের মাঝে মাদক গ্রহণ করে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। এইভাবে আমলি চর্চার মাধ্যমে মদপানের অভ্যাসের সুযোগটাকে সংকীর্ণ করে দেওয়া হলো। ভেঙে দেওয়া হলো নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত নেশার ঘোর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, নির্দিষ্ট সময়ে মদ্যপ ব্যক্তির মাঝে মদপানের নেশা জেগে ওঠে; কিন্তু যখন নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয় এবং অভ্যাসের পরিমণ্ডল থেকে বারবার বের হয়ে আসতে থাকে, তখন মানুষ ওই নেশাঘোরের ওপর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এভাবে মানুষ ধীরে ধীরে জাহিলি অভ্যাস থেকে যখন বেরিয়ে আসতে শিখেছে, ঠিক তখন চূড়ান্তভাবে মদ হারাম করে আসমানি ঘোষণা এসেছে।[৫৪৮]

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> শয়তানের ইচ্ছা হলো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর যিকির ও সালাত থেকে বিরত রাখা, তোমরা কি সতর্ক হবে না? [সূরা মায়িদা, ৫: ৯১]

জ) প্রতারণা বিদ্ধ করে প্রতারককেই

নবিজির জীবদ্দশায় ইয়াহুদিরা আল্লাহর রাসূল ও ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও কূটচালের আশ্রয় নিয়েছিল। এই ধোঁকা ও প্রতারণা করে তারা অর্জন করতে চেয়েছিল সম্মান ও মর্যাদা, লাভ করতে চেয়েছিল বিজয়; কিন্তু আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করেছেন, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের মুক্তি দিয়েছেন তাদের ধোঁকা থেকে। উলটো তাদেরই নিক্ষেপ করেছেন বঞ্চনার অগ্নি গহ্বরে। সম্মান মিশিয়ে দিয়েছেন মাটির সঙ্গে, ভেঙে দিয়েছেন শক্তির ভিত্তি। বিরান করেছেন তাদের ঘরবাড়ি, বিতাড়িত করেছেন নিজেদের জনপদ থেকে। এতে মুসলিমদের না ধরতে হয়েছে অস্ত্র, না করতে হয়েছে যুদ্ধ; বরং আল্লাহই তাদের অন্তর আতঙ্কে বিষিয়ে দিয়েছেন। ফলে তারা প্রাণে বাঁচতে চেয়েছে অতি লাঞ্ছনা ও অপমানকর অবস্থায় থেকে। পেছনে ছেড়ে গেছে নিজেদের সম্পদ। মুসলিমরা তা লাভ করেছে ফাঈ হিসেবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফুরি করেছিল, তিনিই তাদের নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন প্রথমবারের মতো। তোমরা ধারণাও করোনি যে, তারা বেরিয়ে যাবে। আর তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদের আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে; কিন্তু আল্লাহর আযাব এমন এক দিক থেকে এলো, যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি এবং তিনি তাদের অন্তরসমূহে আতঙ্ক সঞ্চার করলেন, ফলে তারা তাদের বাড়িঘর

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপন হাতে ও মু'মিনদের হাতে ধ্বংস করতে শুরু করল। অতএব, হে দৃষ্টিমান লোকেরা তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। [সূরা হাশর, ৫৯: ২]

এটা হলো চক্রান্ত ও প্রতারণার ফল। সবশেষে আল্লাহ ইঙ্গিত করছেন প্রতারণার পথে যে কেউ চলবে, তাকে ভোগ করতে হবে এই পরিণতি। সুতরাং হে দৃষ্টিমান লোকেরা তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।

এই আয়াত থেকে আমার কাছে কয়েকটি বিষয় ফুটে ওঠে—

১. যে ব্যক্তি সত্যের বিপরীতে অবস্থান নেবে, মানুষকে সত্য থেকে ফিরিয়ে রাখবে, সত্যের পথে দাঈদের আক্রমণ করবে, তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

আপনি কাফিরদের বলে দিন, তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে এবং একত্রিত করা হবে জাহান্নামে, তা খুব নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১২]

২. হক ও বাতিলের সংঘাত কখনো থামবে না; বরং কিয়ামাত পর্যন্ত চলবেই। যেকোনো এক পক্ষকে আল্লাহ যমিন ও যমিনের অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী বানাবেন। বাতিলরা কিছুকাল রাজত্ব করবে, আর কিছুকাল সত্যের পতাকাবাহীরা। তবে শুভ পরিণাম সত্যানুসারীদের জন্য।

ঝ) দীনের ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই

বনু নাযীর গোত্রে আনসারদের অনেক সন্তান ইয়াহূদিদের মাঝে বসবাসের কারণে ইয়াহূদি হয়ে গেছে। আনসার সাহাবিরা তাদের বারণ করছিলেন দেশান্তরে।

এ সময় আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করে বলেন,

দীনের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, ভ্রান্তি থেকে সরলতা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগূতকে অবিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করল, সে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল রজ্জু, যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। [সূরা বাকারা, ২: ২৫৬]

আবু দাউদ ইবনু আব্বাস ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক নারী ছিল যার সন্তান জীবিত থাকত না, সে নিজের প্রাণের ক্ষেত্রে বলেছিল তার কোনো সন্তান জীবিত থাকলে তাকে ইয়াহূদি বানাবে। বনু নাযীরকে যখন উৎখাত করা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হয়, তাদের মাঝে আনসারদের সন্তানরা ছিল। আনসার সাহাবিরা বললেন, আমরা আমাদের সন্তানদের ছাড়ব না। তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন দীনের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, ভ্রান্তি থেকে সরলতা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

গাযওয়া: যা-তুর রিকা

এক. নামকরণের সঠিক ইতিহাস ও কারণ

তারিখ নির্ধারণ:

এই যুদ্ধের তারিখের ব্যাপারে সীরাত ও মাগাযি (যুদ্ধাভিযান) গবেষকদের মাঝে বেশ মতভেদ দেখা যায়। ইমাম বুখারির মতে[৫৪৯] এটা ছিল খাইবার যুদ্ধের পর; কিন্তু ইবনু ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ ছিল বনু নাযীরের পর হিজরি ৪র্থ বছর। খন্দকের পরের কথাও বর্ণিত আছে। ওয়াকিদি ও ইবনু সা'দের মতে যা-তুর রিকা সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরির মুহাররাম মাসে।

গাযওয়ার কারণ:

নাজদের বেশ কিছু গোত্র মুসলিমদের সঙ্গে গাদ্দারি করে। আনসার দাঈরা এই গাদ্দারির ফাঁদে পড়েই নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছেন। এর উচিত শিক্ষা দিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বনু সা'লাবা ও মুহারিব গোত্রদ্বয়ের উদ্দেশে বের হন।

ড. মুহাম্মাদ আবু ফারিস উল্লেখ করেন, এক ব্যক্তি মাদীনায় আগমন করে মুসলিমদের জানিয়ে দেয়, গাতফানের বনু মুহারিব ও বনু সা'লাবা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। নবিজি ﷺ তখনই চারশো কিংবা সাতশো সেনার মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে অভিযানে বের হন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের জনপদের কাছে পৌঁছালে ওরা ভয়ে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান নেয়। নারী, সন্তান ও ঘরবাড়ি সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে যায়। ওদিকে ঘনিয়ে আসে সালাতের সময়। মুসলিমদের ভয় হয়, না জানি সালাতের মাঝে আক্রমণ করে বসে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতুল খাউফ আদায় করে মাদীনায় ফিরে আসেন।

গাতফানিরা মাদীনায় আক্রমণ করতে চেয়েছিল। তাদের ঐক্য চূর্ণ করার মধ্য দিয়ে এই সেনা অভিযানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। তাদের মাঝে ভীতি সঞ্চারিত হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাড়ে হাড়ে টের পায় মুসলিমরা—শুধু মাদীনায় আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে পারে এমন নয়; বরং শত্রু সীমানায় প্রবেশ করেও তাদের জনপদ গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম।

তপ্ত বালুকারাশির উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য মুজাহিদরা তাদের পায়ে কাপড় ও পট্টি বেঁধেছিলেন, এ কারণেই যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছে যা-তুর রিকা। আরও বর্ণিত আছে, বৃক্ষের নাম ছিল যা-তুর রিকা। এই বৃক্ষের নামেই নাম দেওয়া হয় যুদ্ধের। আরেক বর্ণনামতে মুসলিমরা সাদা-কালো ভূমিতে অবতরণ করেছিলেন। তবে বিশুদ্ধ মত সেটাই, মুসলিমরা নিজেদের পায়ে পট্টি বেঁধেছিলেন।

ইমাম বুখারি ও মুসলিম আবু মুসা আশআরি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা নবিজি ﷺ-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে বের হলাম। আমরা পালাক্রমে ছয়জন মানুষ একটি উটে আরোহণ করতাম। পাথুরে ভূমিতে হাঁটার ফলে আমাদের পা ফেটে যায়, নখ উঠে যায়। এরপর আমরা নিজেদের পায়ে পট্টি বাঁধি। এ কারণেই যুদ্ধের নাম দেওয়া হয় গাযওয়া যা-তুর রিকা।[৫৫০]

দুই. সালাতুল খাউফ ও প্রহরা

এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সালাতুল খাউফ সম্পর্কে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন। শত্রুদের মুখোমুখি অবস্থানে কীভাবে এই সালাত আদায় করতে হবে, কুরআনে সে বিষয়ে বিবরণ এসেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আর হে নবি, যখন তুমি মুসলমানদের মধ্যে থাকো এবং (যুদ্ধাবস্থায়) তাদের সালাত পড়াবার জন্য দাঁড়াও, তখন তাদের মধ্য থেকে একটি দলের তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত এবং তারা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নেবে। তারপর তারা সিজদা করে নিলে পেছনে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি, যারা এখনো সালাত পড়েনি, তারা এসে তোমার সালাত পড়বে। আর তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বহন করবে। কারণ, কাফেররা সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তোমরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও জিনিসপত্রের দিক থেকে সামান্য গাফেল হলেই তারা তোমাদের ওপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে। তবে যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট অনুভব কর অথবা অসুস্থ থাকো, তাহলে অস্ত্র রেখে দিলে কোনো ক্ষতি নেই; কিন্তু তবুও সতর্ক থাকো। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। [সূরা নিসা, ৪: ১০২]

মুসলিমরা এদিন সালাতুল খাউফ আদায় করেন। এ সালাতের ধরন ছিল এমন—একদল লোক নবিজির সঙ্গে দাঁড়িয়ে যায়, আরেকদল লোক অবস্থান নেয় শত্রুদের সামনে। দাঁড়ানো সাহাবিদের নিয়ে এক রাকা'আত পড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, সাহাবিরা নিজেরা আরেক রাকা'আত পূর্ণ করে সালাত শেষ করেন। দাঁড়িয়ে যান শত্রুদের উদ্দেশ্যে। অন্য দলটি এসে বাকি রাকা'আত আদায় করেন; নবিজি বসে থাকেন, সাহাবিরা আরেক রাকা'আত পূর্ণ করে নবিজি তাদের নিয়ে একসঙ্গে সালাম ফেরান।

মুসলিম শরিফের বর্ণনায় আছে, প্রথম দলটিকে নিয়ে নবিজি ﷺ দু-রাকা'আত সালাত পড়েন। এরপর প্রথম দলটি সরে যায়, দ্বিতীয় দলটিকে নিয়ে বাকি দু-রাকা'আত পূর্ণ করেন। এভাবে নবিজির হয়েছিল চার রাকা'আত, আর সাহাবিদের দু-রাকা'আত করে।

ড. বুতি বিবৃত দুই হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন করে বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে একাধিকবার সালাতুল খাউফ আদায় করেছেন, একবার সালাত আদায় করেছেন প্রথম পদ্ধতিতে, আরেকবার দ্বিতীয় পদ্ধতিতে।

খেজুর বৃক্ষঘেরা এই সালাতুল খাউফের স্থানটা ছিল মাদীনা থেকে দুই দিনের দূরত্বে। সালাতুল খাউফের শারী'আত সিদ্ধান্ত সালাতের গুরুত্বের কথা প্রমাণ করে। যুদ্ধময় এক অবস্থা, অবকাশের কোনো সুযোগ নেই, সম্ভব নয় সেখান থেকে নেমে আসা, এমন সময় সালাত আদায় করে সালাত ও জিহাদের সমন্বয়ের শিক্ষা উম্মাহকে দিয়েছেন নবিজি ﷺ। যা তিনি গ্রহণ করেছেন আল্লাহর কিতাব থেকে। সুতরাং ইবাদাত ও জিহাদের মাঝে আর কোনো ব্যবধান থাকতে পারে না।

তিন. প্রহরা ব্যবস্থা

যা-তুর রিকা যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় মুসলিমরা মুশরিকদের এক নারীকে আঘাত করেন। তার স্বামী শপথ করে বলে, মুহাম্মাদের কোনো সাথির রক্ত না ঝরিয়ে সে ফিরবে না। রাতের বেলা লোকটা মুসলিম বাহিনী থেকে একটু দূরে অবস্থান নেয়। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুজনকে প্রহরার জন্য নিযুক্ত করেন। তারা দুজন হলেন উব্বাদ বিন বাশার ও আম্মার বিন ইয়াসির رضي الله عنهما ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রথম পালা ছিল উব্বাদ বিন বাশারের। প্রহরার সময়টাতে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান, একটু পর তির এসে তার গায়ে বিদ্ধ হয়। তিনি তির বের করে ফেলে দেন তবুও সালাত ছেড়ে দেননি। পরপর তিনটা তির তাকে আঘাত করে। তারপরও সালাম ফেরানোর আগে তিনি সালাত ছেড়ে দেননি। সালাত শেষে দ্রুত অপর সাথিকে জাগিয়ে দেন। তিনি উঠে বলেন, সুবহানাল্লাহ, আপনি আমাকে আগে জাগালেন না কেন?

উব্বাদ ﵁ বলেন, আমি একটি সূরা তিলাওয়াত করছিলাম, আমি চাইনি সূরার মাঝে সালাত শেষ করতে; কিন্তু আরও তির ছুটে এলে আমি রুকু করে তোমাকে জাগিয়ে দিয়েছি। আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূল আমাকে প্রহরার যে দায়িত্ব দিয়েছেন, এই দায়িত্বে ত্রুটির আশঙ্কা না হলে সূরা শেষ হওয়ার আগে আমি সালাত শেষ করতাম না।

সালাতে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াতের প্রতি মনের কী গভীর ভালোবাসা। কুরআন-প্রেমের কাছে প্রাণ উৎসর্গ করাও তার জন্য তুচ্ছ কিছু। অবিনাশী এক চেতনা জাগিয়ে দিয়েছেন উম্মাহর প্রাণে প্রাণে। সবিশেষ এই ঘটনা থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু শিক্ষণীয় দিক তুলে আনার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ক) দুজন ব্যক্তিকে প্রহরায় রেখে সেনাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ।

খ) প্রহরার সময় ভাগ করে নেওয়া। আম্মার বিন ইয়াসির ও উব্বাদ বিন বাশার ﵄ রাতকে দুভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। অর্ধরাত জাগবেন, বাকি রাতটুকু বিশ্রাম নেবেন। কেননা অন্তত কিছু সময় শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া মানবিক দাবি।

গ) নিরাপত্তার দায়িত্বশীলতার চেতনা। শরীরে অনুভূত হওয়া কষ্টের কারণে তিনি সালাত ত্যাগ করতে চাননি; বরং অর্পিত নিরাপত্তার দায়িত্ববোধের কারণে সালাত ছেড়ে দিয়েছেন। ইবাদাত ও জিহাদের মর্ম অনুধাবনের এ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এক উন্নত শিক্ষা।

ঘ) প্রহরার স্থান নির্বাচন। ঘাঁটির প্রবেশমুখে প্রহরার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। কেননা এদিক থেকে শত্রু আসার প্রবল আশঙ্কা ছিল।

ঙ) নিদ্রাস্থল থেকে কাছে প্রহরী অবস্থান নেওয়া। এ কারণেই তিনি ঘুমন্ত ভাইকে জাগ্রত করতে পেরেছেন। কেননা প্রহরী থেকে নিদ্রার স্থান দূরে হলে অন্য ভাইকে জাগিয়ে দিতে পারতেন না। পরে এমন কিছু ঘটে যেতে পারত, তার পরিণাম হয়তো শুভ হতো না। পস্তাতে হতো নিজেকে এবং সবাইকে। আমরা তাদের কর্মপন্থা থেকে এই সূক্ষ্মজ্ঞানগুলো খুঁটিয়ে গ্রহণ করতে না পারলে সে ব্যর্থতা আমাদেরই।

চার. নবিজির বীরত্ব ও জাবির বিন 'আবদুল্লাহর সঙ্গে তাঁর কর্মপন্থা

ক) নবিজির বীরত্ব।

যা-তুর রিকা যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন আল্লাহর রাসূল। পথিমধ্যে বৃক্ষময় এক উপত্যকায় এসে পড়েন তারা। নবিজি ﷺ সেখানে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন। সাহাবিগণও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। আশ্রয় খোঁজেন বৃক্ষের ছায়ায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে নিচে শুয়ে পড়েন।

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ বলেন, আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একসময় শুনতে পেলাম আল্লাহর রাসূল আমাদের ডাকছেন। আমরা তাঁর কাছে ছুটে এলাম। দেখি তাঁর কাছে একজন গ্রাম্য লোক বসে আছে। নবিজি আমাদের বললেন, আমিও ঘুমিয়ে ছিলাম। অতি সাবধানে এই লোকটা এসে প্রথমে আমার তরবারি নিয়ে নেয়। আমি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখি সে তরবারি ধরে আছে। আমাকে বলল, তোমাকে আমার কাছ থেকে কে রক্ষা করবে?

তাকে বললাম, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। এরপর সে এখন আমার সামনে বসা। নবিজি ﷺ তাকে কোনো শাস্তি দেননি। এই গ্রাম্য লোকটার নাম ছিল গাওরাস ইবনুল হারিস।

গাওরাস আল্লাহর রাসূলের কাছে ওয়াদা করেছে, সে নবিজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জাতির সঙ্গেও থাকবে না। আল্লাহর রাসূল তাকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ছেড়ে দেন। সে তার জাতির লোকদের কাছে এসে বলে, একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের কাছ থেকে এলাম আমি।

আমরা বলতে পারি এই ঘটনা প্রমাণ দিয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত ও বীরত্বের। তাঁর দৃঢ় ঈমানি শক্তি ও কাফিরদের কষ্টদায়ক আচরণের বিপরীতে তাঁর সহিষ্ণুতা প্রমাণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি তাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল, তিনি তাকে উদারতার অনুপম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন। মুজাহিদরা ভীতিহীন থাকলে নিরাপদ স্থানে বিশ্রাম নেওয়া জায়িয হবার মাসআলাও এখান থেকে জানা যায়।

এটি বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত ঘটনা। প্রতিভাত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবিকে রক্ষার দিকে পূর্ণ খেয়াল রাখতেন। আল্লাহ এখানে অলৌকিক যা দেখিয়েছেন, তা আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করতে পারে, নবিজির ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মাঝেও জ্বালাতে পারে ঈমানের রৌশন।

মুশরিক ব্যক্তি যখন তরবারি হাতে নিয়ে নেয়, উঁচিয়ে ধরে নবিজিকে হত্যা করতে। ওদিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘুমিয়ে আছেন। লোকটা অনায়াসে তাঁকে হত্যা করতে পারত। মুশরিকের এই যে শক্তিশালী অবস্থান, তার কাছে সুবর্ণ সুযোগ; আবার সে তরবারি উঁচিয়ে বলছে, আমার কাছ থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? এরপর অকস্মাৎ কী এমন ঘটল, যা তাকে হত্যা থেকে নিবৃত রাখল?

না, অন্য কোনো ব্যাখ্যা এখানে চলবে না। এখানে ছিল শুধুই আল্লাহর সাহায্য। আল্লাহ কাউকে অক্ষম করলে স্বাভাবিক আদত সেখানে অকেজো হয়ে যায়। অধিকন্তু আল্লাহর সাহায্যই এখানে যথেষ্ট ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় মুশরিকের অন্তর ভরে গেছে আতঙ্কে, কম্পন শুরু হয়েছে দেহে। একপর্যায়ে তরবারি তার হাত থেকে খসে পড়ে। এরপর ভদ্র মানুষের মতো বসে পড়ে নবিজির সামনে। এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

> হে রাসূল, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার কাছে যা অবতীর্ণ হয়, তা পৌঁছে দিন। যদি এমনটা না করেন, তাহলে আপনার রিসালাত পৌঁছে দেননি। মানুষ থেকে আল্লাহই আপনাকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সরল পথ দেখান না। [সূরা মায়িদা, ৫: ৬৭]

এই নিরাপত্তা দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, রাসূল কখনো কষ্ট পাবেন না কিংবা জাতির পক্ষ থেকে কোনো আঘাতের শিকার হবেন না। পার্থিব জীবনে বান্দা সাময়িক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে, এটা তো আল্লাহর একটা সাধারণ নিয়ম; বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো, দীনের দাওয়াতের পথে যাবতীয় গুপ্তহত্যা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষাকরবেন।[৫৫১]

খ) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহর সঙ্গে নবিজির আচরণ।

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, যা-তুর রিকা যুদ্ধে আমার দুর্বল উটটা নিয়ে নবিজির সঙ্গে অভিযানে বের হই। ফিরে আসার সময় আমার সহযাত্রীরা আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। আমি ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছিলাম। একসময় আল্লাহর রাসূল আমার কাছে এসে বললেন, জাবির, কী হয়েছে তোমার? বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই উটটা আমাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে।

তিনি বললেন, তাহলে নেমে এসো। আমি নামলাম। আল্লাহর রাসূলও নামলেন। তারপর বললেন, তোমার এই লাঠিটা আমাকে দাও; অথবা বলেছেন, গাছ থেকে আমার জন্য একটা লাঠি কেটে নিয়ে এসো। আমি তা-ই করলাম। লাঠিটা দিয়ে নবিজি উটের গায়ে কয়েকবার খোঁচা দিলেন। এরপর বললেন, জাবির, এবার আরোহণ করো। আমি আরোহণ করে চলতে শুরু করলাম। আল্লাহর কসম, যিনি তাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, নবিজির ছোঁয়া পাওয়া উটটি প্রতিযোগী উটের মতো দ্রুত চলতে লাগল।

সাহাবিদের সঙ্গে আল্লাহর রাসূলের উত্তম আচরণের একটা ঝলক দেখতে পেলাম এই ঘটনায়। তাদের প্রতি মমতাশীল, বিনয়ী, প্রবল ভালোবাসার প্রকাশ। সর্বোপরি তাদের অবস্থার আবেদন অনুভব করে যুগপৎ পদক্ষেপ গ্রহণ। তিনি অনুভব করেছেন জাবির পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ হলো, তার উটের দুর্বলতা। আবার আর্থিক দীনতার কারণে উন্নত উটের ব্যবস্থা করাও তার জন্য ছিল কষ্টকর। কারণ হলো, উহুদযুদ্ধে তার বাবা শহিদ হয়েছেন, কয়েকজন ছোট কন্যা রেখে গেছেন তার কাঁধে। যাদের ভরণপোষণের ব্যাপারটা তাকেই সামলাতে হতো।

প্রতিশ্রুত বদরযুদ্ধ ও দাওমাতুল জান্দাল

এক. প্রতিশ্রুত বদরযুদ্ধ

উহুদযুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান বলেছিল, বদরে আমাদের আবার দেখা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতেই ১৫০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবির এক মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে মাদীনা থেকে অভিযানে বের হন। দশজন ছিল অশ্বারোহী। সময়টা ছিল ৪র্থ হিজরির জিলকদ মাস। এই বাহিনীর পতাকা বহন করছিলেন ‘আলি ইবনু আবি তালিব ﷺ।

মুসলিমরা সেখানে ৮দিন অবস্থান করেন। অপেক্ষা করছিলেন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশের বাহিনী এখানে এসে পড়বে; উভয়পক্ষে হওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী; কিন্তু একটা মুশরিকও বদর সীমানায় আসেনি।

আবু সুফিয়ান অবশ্য কুরাইশের শক্তিশালী একটা বাহিনী প্রস্তুত করেছিল। যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল দুই হাজার। অশ্বারোহী ছিল ৫০ জন; কিন্তু মাক্কা থেকে ৪০ মাইল দূরে মাররুজ জাহরান নামক স্থানে একটি জলাধারের কাছে তারা যাত্রা বিরতি করে। সেখানে যোদ্ধাদের উদ্দেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে আবু সুফিয়ান বলে, প্রিয় কুরাইশের লোকেরা, তোমাদের জন্য যুদ্ধের উপযুক্ত সময় হলো যখন তোমরা বৃক্ষের ছায়া পাবে, পান করতে পারবে দুধ। তোমাদের জন্য এ বছরটা সুবিধাজনক নয়। তাই আমি ফিরে চললাম। তার সঙ্গে কুরাইশের লোকেরাও ফিরে যায়।

এই যুদ্ধে নবিজির সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছিল মাখশা বিন আমর দামীরি। সে এখানে এসে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে দেখা করে বলে, প্রিয় মুহাম্মাদ, আপনি কি এখানে এসেছেন কুরাইশের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য?

বনু জামরার ভাই, ঠিক ধরেছ, সেজন্যই এখানে এসেছি। তবে তুমি যদি চাও, তাহলে আমাদের মাঝে হওয়া শান্তিচুক্তি ফিরিয়ে নেব। এরপর তোমার সঙ্গে লড়াইয়ে নামব, আল্লাহ আমাদের মাঝে ফায়সালা করা পর্যন্ত।

সে বলল, না না। এ কী বলছেন! হে মুহাম্মাদ, এসবের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

পরিশেষে যুদ্ধ না করেই ফিরে আসে মুসলিম বাহিনী; কিন্তু উভয়পক্ষের মাঝে যে প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, মুসলিমরা তা বাস্তবায়ন করে নিজেদের শক্তিমত্তা দেখিয়েছে, আর অপর পক্ষ প্রদর্শন করেছে দুর্বলতা। বদরে গমন করে মুসলিমদের শক্তির জোরদার করাও উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর রাসূলের। তাঁর এই অভিযান যে শত্রুর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পেরেছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইসলামি বাহিনীকে নিয়ে মাদীনা থেকে যুদ্ধসাজে বের হয়ে বদর পর্যন্ত এসে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধ করার সক্ষমতা যেমন মাদীনার ভেতরে আছে, তেমনি আরব উপদ্বীপের যে কোথাও প্রবল শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হতে পারে তারা।

উহুদযুদ্ধের পর সামরিক দিক থেকে মুশরিকরা নিজেদের শক্তিশালী ভেবেছে। এই মনোবৃত্তি থেকেই প্রকাশ্য ঘোষণা করেছিল যুদ্ধের; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের অবনতি ঘটে। ফলে আরবের কাছে উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়। মানুষের কাছে প্রমাণিত হয় উহুদে মুসলিম বাহিনীর যোদ্ধা নিহত হওয়া ও সাময়িক পরাজয় সামরিক দুর্বলতার কারণে ছিল না। মূল কারণ ছিল অন্য। তবে প্রতিশ্রুত বদরযুদ্ধেই মুসলিমরা আবার সামরিক সুখ্যাতি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। লড়াই ব্যতীত এক মহাবিজয় তারা অর্জন করেন। বদরের অঞ্চলে মৌসুমি বাণিজ্যিক আয়োজনে শরিক হয়ে পর্যাপ্ত মুনাফাও চলে আসে।

দুই. দুমাতুল জান্দাল

ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ়করণের একটি পদক্ষেপ হিসেবে পরিচালিত হয় দুমাতুল জান্দাল যুদ্ধ। দ্বিতীয় বদরযুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে ইসলামি সামরিক বাহিনী কুদা'আহ অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেখানে এসে বনু আসাদ ও গাতফানের উত্তরাঞ্চলীয় লোকেরা বসতি গড়েছিল। এটি রোমানদের বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত ছিল। দুমাতুল জান্দালের বাজারে তারা বরাবরই প্রভাব বিস্তার করে আসছিল।

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী মাদীনার উত্তরে ৪৫০ কিলোমিটার দূরে ছিল অঞ্চলটি। এই গোত্রে মুসলিমরাই প্রথম তাদের পদছাপ রাখেন। ৫ হিজরি সনে রবিউল আউয়াল মাসে আল্লাহর রাসূল ﷺ এদের উদ্দেশে অভিযান পরিচালনা করেন।

মাদীনায় সংবাদ আসে, দুমাতুল জান্দালের নিকট কিছু গোত্র সমবেত হচ্ছে। উদ্দেশ্য হলো, তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করা ব্যবসায়ী কাফেলা লুণ্ঠন করা। ক্রমেই ওরা মূর্তমান আতঙ্ক হয়ে ওঠে। কাফেলার লোকজন শিকার হয় যুলুম ও নির্যাতনের। এরা মাদীনায় আক্রমণের কথা ভাবছে, এমন সংবাদ মুসলিমদের মনে অভিযানের সংকল্প জাগিয়ে দেয়।

মাদীনার দিক থেকে দুমাতুল জান্দাল দূরবর্তী শহর হিসেবে বিবেচিত হতো। কেননা এ অঞ্চলটি ছিল ভৌগোলিক দিক থেকে হিজাজ ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এলাকায়। লোহিত সাগর ও খলীজ আরবের মধ্যবর্তী স্থানজুড়ে ছিল এর বিস্তৃতি। মাদীনা থেকে প্রায় ১৬ দিনের পথ।

মুসলিমরা যদি উদাসীনতা প্রদর্শন করতেন, লুটেরা বাহিনীর সমবেত হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে নীরব থাকতেন। তাতে খুব একটা ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক দর্শন ও সামরিক দাপট অক্ষুণ্ণ রাখতে আবশ্যক ছিল যুদ্ধ পরিচালনা করে এই সমাবেশ বিচূর্ণ করে দেওয়া। এছাড়া বেশ কিছু লক্ষ্য বাস্তবায়নে এমন পদক্ষেপ নেওয়া ছিল সময়ের দাবি।

১. এই ডাকাতদের সমাবেশের ব্যাপারে নীরব থাকলে নিঃসন্দেহে ওরা আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠত। এরপর মুসলিমদের শক্তি দুর্বল করা ও মুজাহিদদের দাপট খর্ব করতে সচেষ্ট হতো। যা রুখে দিতে জিহাদের বিকল্প কিছু ছিল না।

২. সিরিয়া গমনের পথে এমন একটা লুণ্ঠনকারী দলের সমাবেশ মুসলিমদের অর্থনৈতিক খাতে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করত। বাণিজ্যিক কাফেলা লুণ্ঠনের পরও মুসলিমরা এই অন্যায় আমলে না নিলে অর্থনৈতিক অবকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ত, সৃষ্টি হতো অস্থিতিশীল এক অবস্থা।

৩. এ দুটির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ওই এলাকায় মুসলিমদের আধিপত্য বিস্তার করা এবং সেখানকার অধিবাসীদের এ কথা জানিয়ে দেওয়া যে, তারা মুসলিমদের দায়িত্বেই আছে। এজন্য তাদের পথ নিরাপদ ও তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ করা ছিল পরিস্থিতির দাবি।

৪. কুরাইশরা ছিল বাণিজ্য নির্ভর। বাণিজ্যিক দিক থেকে তাদের ভোগান্তিতে ফেলা এবং এই ব্যবসায়ী এলাকা থেকে তাদের দৃষ্টি ফেরানো ছিল একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এমনিতে কূটনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে কুরাইশরা ইসলামি রাষ্ট্রের মূল শত্রু। অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্র দুমাতুল জান্দালে আধিপত্য বিস্তার করে কুরাইশি শক্তির মূলে আতঙ্ক ফুঁকে দেওয়া ছিল অপরিহার্য বিষয়।

৫. আরবদের মনে ছিল রোমানদের আতঙ্ক। তাদের এই আতঙ্ক বিদূরিত করার প্রতি আগ্রহী ছিলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। পাশাপাশি মুসলিমদের সামনে কার্যত একটা দিক তুলে ধরা; তা হলো, এই রিসালাত একটি বৈশ্বিক বিষয়, শুধু আরবের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইমাম যাহাবি , ওয়াকিদি , মুহাম্মাদ আহমাদ বাশমিল ও অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, এই যুদ্ধের অন্যতম একটা উদ্দেশ্য ছিল রোমানদের ভীতিপ্রদর্শন করানো। এ লক্ষ্যেই আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের দ্বিতীয় রাজত্ব দামেস্ক থেকে মাত্র পাঁচ রাতের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের প্রস্তুত করেন। এক হাজার মুজাহিদ সাহাবি নিয়ে বের হন অভিযানে। রাতের আঁধারে মিশে চলতেন। অভিগম্যতা গোপন রাখতে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। শত্রুর চোখে পড়ে এই গোপনীয়তা কোনো ভবেই নষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না।

সঙ্গে নিয়েছিলেন একজন গাইড। লোকটা ছিল বনু উজরাহ গোত্রের। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি কাঙ্ক্ষিত এলাকায় পৌঁছে যান। লোকজন তখন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। নবিজি ﷺ-এর সামনে যে-ই পড়ছিল, সে-ই প্রাণে বাঁচতে ছুটে পালাচ্ছিল। মুসলিমদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছিল গবাদি পশু ও গানীমাতের সম্পদ। সাহাবিরা এক ব্যক্তিকে বন্দি করে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে আসেন। নবিজি ﷺ তাকে পলায়নপর লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলে, তারা জানতে পেরেছে, আপনি তাদের গবাদি পশু নিয়ে নিচ্ছেন, এই ভয়েই তারা পালিয়েছে। নবিজি ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে কয়েকদিন মুসলিম শিবিরে অবস্থান করে।

ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে গেরিলা বাহিনী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যোদ্ধারা ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। অবশেষে মুসলিমরা নিরাপদেই মাদীনায় ফিরে আসে। ফিরে আসার পথে আল্লাহর রাসূল ﷺ উয়াইনাহ বিন হিস্‌ন-এর সঙ্গে শান্তি চুক্তি করেন। তাকে মাদীনার ৩৬ মাইলের ভেতরে উট ও মেষ চড়াবার অনুমতি দেন।

দুমাতুল জান্দাল এলাকাটি ছিল মাদীনা থেকে অনেক দূরে। তদুপরি মুসলিমরা সেখানে পৌঁছা, উয়াইনাহ বিন হিস্‌নের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করা, মাদীনার ৩৬ মাইলের ভেতরে তাকে মেষ চড়ানোর অনুমতি দেওয়া অকাট্য প্রমাণ বহন করে যে, সেখানেও মুসলিমদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছে। এই এলাকার মানুষের জীবনের নিরাপত্তায় মুসলিমদের পূর্ণ দায়িত্বশীলতাও তারা অনুভব করেছে গভীরভাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এলাকাটি ছিল ইসলামি দাওলাতের সীমানাভুক্ত। এখানে আধিপত্য বিস্তারে কেউ সক্ষম ছিল না। উয়াইনাহ ইবনু হিস্নই ছিল আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম ব্যক্তি। যার জন্য প্রস্তুত থাকত ১০ হাজার যুবক।

মাদীনা থেকে দুমাতুল জান্দালের দূরত্ব ছিল ঢের বেশি, প্রায় ১৬ দিনের পথ। অন্যদিকে সিরিয়ার দামেস্ক থেকে এখানকার দূরত্ব ছিল মাত্র পাঁচ রাতের। স্বাভাবিকভাবেই এই অভিযানের ফলে সিরিয়রা ইসলামের শক্তি ও দাপট কিছুটা হলেও আঁচ করতে পারে। মুসলিম বাহিনীতে ছিল সৈন্য স্বল্পতা, কিন্তু পাড়ি দিয়েছেন দীর্ঘ বন্ধুর পথ। মুসলিমদের জন্য এই অভিযান ছিল বিজয়ের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের প্র্যাক্টিক্যাল প্রশিক্ষণ। এজন্যই পরবর্তী সময়ে এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলে ইসলামি সামরিক বাহিনীর মহাবিজয়গুলোর সূচনা বিবেচনা করা হয় এই অভিযানকে।

অভিযানের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ মাদীনার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন সিবা' ইবনু উরফাতা গিফারি ؓ-কে। আউস, খাযরাজ কিংবা কুরাইশ, কোনো গোত্রেরই ছিলেন না তিনি। ছিলেন বনু গিফারের লোক, আরবরা হাজিদের সম্পদ চুরির দায়ে যাদের অভিযুক্ত করত।

নবিজির উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন প্রজন্মকে একনিষ্ঠ আনুগত্যের ওপর গড়ে তোলা, চাই তাদের সামনে যেমন আমীরই নিযুক্ত করা হোক না কেন। তিনি তাঁর সাহাবিদের গড়ে তুলছেন, যদিও তিনি মাদীনায় অনুপস্থিত। যেন মুসলিমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মানহাজ অনুধাবন করতে পারে। তা হলো, এমন একটা জাতি গঠন করা, যারা তাদের রবের কিতাব ও নবির কথা শুনবে ও মানবে।[৫৫২]

গাযওয়া বনু মুসতালিক

এক. বনু মুসতালিকের পরিচয়, এ যুদ্ধের কারণ ও তারিখ

১) বনু মুসতালিকের পরিচয়

এরা ছিল খুযাআর সন্তান। তাদের পূর্বপুরুষ ছিল মুসতালিক। তার পূর্ণ নাম জাযীমাহ বিন সা'দ বিন আমর বিন রাবী'আহ বিন হারিসাহ বিন আমর বিন আমির মা-উস সমা।[৫৫৩]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২) যুদ্ধের তারিখ

এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম মতভেদ করেছেন। এক দলের মতে এটা ছিল ৫ম হিজরির শা'বান মাসে। এদের কয়েকজন হলেন মুসা বিন উকবা, ইবনু সা'দ, ইবনু কুতাইবা, বালাজুরি, যাহাবি, ইবনুল কাইয়িম, ইবনু হাজার আসকালানি ও ইবনু কাসীর। মুহাদ্দিসদের মাঝে ছিলেন গাযালি ও বৃতি প্রমুখ।

সা'দ বিন মু'আজ ﷺ-এর মৃত্যু হয়েছিল বনু কুরাইযা যুদ্ধের পর। আর বনু কুরাইযা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল প্রাধান্য মতানুযায়ী ৫ম হিজরির জিলকদ মাসে। এখান থেকে বুঝতে পারি, বনু মুসতালিক যুদ্ধ ছিল এর আগে।

৩) যুদ্ধের কারণ:

ক) এরা কুরাইশকে সহযোগিতা করেছিল ও উহুদযুদ্ধে মুসলিমদের বিপরীতে তাদের পক্ষ নিয়েছিল। এ ছাড়া অন্যান্য আরও কিছু গোত্র যুদ্ধে অংশ নেওয়ার মূল কারণ ছিল কুরাইশকে সাহায্য করা।

খ) মাক্কার পথে এই গোত্রটির প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। মুসলিমরা মাক্কা পর্যন্ত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এরা দাঁড়িয়েছিল বাধার প্রাচীর হয়ে।

গ) রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারেন—বনু মুসতালিক সেনা সমাবেশ ঘটাচ্ছে, তাদের প্রধান ছিল হারিস বিন আবু দিরার। সে-ই একত্রিতকরণে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। নবিজি ﷺ বিলম্ব না করে দ্রুত অভিযানে বের হন। গবাদি পশুর পানি পানের নালা মুরাইসি নামক স্থানে তাদের ওপর চড়াও হন। অল্প সময়ের মাঝে খুব সহজেই তাদের পরাজিত করেন।

৪) বনু মুসতালিক যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু মুসতালিকের গতিবিধি টের পেয়ে বুরাইদা বিন হাসীব আসলামিকে প্রেরণ করেন তাদের মনের অবস্থা জানার জন্য। বুরাইদা ﷺ তাদের কাছে এসে সাহায্যকারী রূপটা প্রকাশ করেন। কৌশলে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে আল্লাহর রাসূলকে সংবাদ দেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৫ম হিজরি সন

শা'বান মাসের দুটি রাত গত হয়েছে। দিনটি ছিল সোমবার। আল্লাহর রাসূল ﷺ ৭০০ যোদ্ধা ও ৩০ জন অশ্বারোহী নিয়ে অভিযানে বের হন। উদ্দেশ্য বনু মুসতালিকের জনপদ। এর আগে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা উহুদযুদ্ধে মুশরিকদের সঙ্গে অংশ নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ধৃষ্টতা দেখিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য নিজেরাই সেনা সমবেত করতে থাকে।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু মুসতালিকের ওপর অতি সংগোপনে আক্রমণ করেন। তারা ছিল উদাসীন। গবাদি পশুগুলোকে পানি পান করানো হচ্ছিল। একসময় যুদ্ধের দৃশ্যপট তৈরি হয়। হত্যা করা হয় শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের। বন্দি করা হয় উপযুক্ত লোকদের। সেদিন নবিজি ﷺ বিয়ে করেন হারিসের মেয়েকে। ইয়াহইয়া বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, জুওয়াইরিয়াহ অথবা আল-বাত্তাহ।

দুই. আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে জুওয়াইরিয়াহর বিবাহ বন্ধন

যুদ্ধ শেষে নবিজি ﷺ বন্দিদের বণ্টন করে দেন। তাদের মাঝে জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিসও ছিল। তার জাতির লোকদের জন্য সে ছিল বারাকাহময়। সাইয়িদা আয়িশা ﷺ থেকে আমরা এখন তার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানব:

আয়িশা ﷺ বলেন, বনু মুসতালিকে বন্দিদের আল্লাহর রাসূল ﷺ বণ্টন করার পর জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস এসে যায় সাবিত বিন কাইস কিংবা তার ভাতিজার ভাগে। জুওয়াইরিয়াহ তার সঙ্গে দিরহামের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সে ছিল দেখতে মিষ্টি লাবণ্যময়ী। যে কেউ তাকে দেখলে নিজে নিতে চাইত। সে সরাসরি আল্লাহর রাসূলের কাছে আসে সাহায্য চাইতে।

আয়িশা ﷺ বলেন, আমার হুজরার দরজায় তাকে দেখে আমার ভালো লাগেনি। সে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস। আমার বাবা গোত্রপতি। আপনার কাছে অজানা নয় আমি কী বিপদে পড়েছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি সাবিত বিন কাইস অথবা তার ভাতিজার ভাগে পড়েছি। আমি মুক্তি পেতে আপনার কাছে এসেছি সাহায্য চাইতে।

নবিজি বললেন, এর চেয়ে উত্তম কিছু হলে কেমন হয়?

সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেটা আবার কী?

আমি তোমাকে মুক্ত করে বিয়ে করব।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এতে আমি সম্মত আছি।

আয়িশা ﷺ বলেন, লোকদের মাঝে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিসকে বিয়ে করেছেন। সাহাবিরা বলে ওঠেন, আল্লাহর রাসূলের আত্মীয়দের আমরা মুক্ত করে দিলাম।

আয়িশা ﷺ বলেন, তাঁর সঙ্গে বিয়ের ওয়াসীলায় বনু মুসতালিকের একশো মানুষকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। আমি তাঁর জাতির মাঝে তার চেয়ে বারাকাহময় কোনো নারী দেখিনি।

যুদ্ধের পর মেয়েকে দেখার জন্য হারিস বিন আবু দিরার মাদীনায় চলে আসে। নবিজি ﷺ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। তিনিও দ্বিধা ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই যুদ্ধকে একটি বিশেষ বরকতময় যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা গোত্রের সব বন্দি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। হারিস ছিল এমন ব্যক্তি, যার ওয়াসীলায় গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সাহাবিরা গানীমাত হিসেবে পাওয়া বন্দিদের মুক্ত করেছিলেন। তারা নিজেদের ওপর তাদেরই প্রাধান্য দেয় নবিজির আত্মীয় হওয়ার কারণে। এই ব্যাপক মুক্তির পর পুরো গোত্র দীনের আলোকিত বৃত্তে চলে আসে।

এই ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ এবং তা সংঘটিত হওয়ার একটা দূরবর্তী কারণ হলো, সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসা, তাকে হৃদয়ের গভীর থেকে সম্মান করা ও তাঁর মহান ব্যক্তিত্বকে কদর করার চিত্র তুলে ধরা।

একটি সুদূর প্রসারী লক্ষ্যে নবিজি ﷺ জুওয়াইরিয়াহকে বিয়ে করেছেন। আর এই লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়েছে তার জাতির ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে। জুওয়াইরিয়াহকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিয়ে করার পেছনে অন্যতম একটা উদ্দেশ্য ছিল তার জাতিকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা। ফলে মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, সম্মানিত ও শক্তিশালী হবে ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা এই বিয়েতে দান করেছেন আনন্দ, ঢেলে দিয়েছেন বারাকাহ। বাস্তবায়িত করেছেন অন্তর্নিহিত একটা উদ্দেশ্য। অধিকন্তু তার বাবার ইসলাম গ্রহণের পর এই বিয়ে মুসলিমদের মাঝে বয়ে এনেছে কল্যাণ ও শক্তি।

সময়ের সামান্য ব্যবধানে জুওয়াইরিয়াহ ﵂ হয়ে গেলেন সাইয়িদুল মুরসালীনের সহধর্মিণী, একজন উম্মুল মু'মিনীন। তিনি যা-ই শুনতেন, আত্মস্থ রাখতেন, অর্জিত জ্ঞানের ওপর আমল করতেন। ছিলেন ফাকীহা, ইবাদাতগুজার, পবিত্র, আত্মিক দিক থেকে পরিশুদ্ধ। বোধ ছিল স্বচ্ছ, প্রাণ ছিল আলোকিত। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন মুসলিমদের কল্যাণ।

আল্লাহর রাসূল থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। দীনের বাস্তবধর্মী জ্ঞান আহরণ করেছেন। উলামায়ে সাহাবা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিম সমাজে ইলম ও আমল প্রসারের ব্যাপারে তার এই অংশগ্রহণ কিয়ামাত পর্যন্ত সবার জন্য মুঠি মুঠি আলো হয়ে জ্বলবে।

তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্বাস, উবাইদ বিন সাব্বাক, ইবনু আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম কুরাইব, মুজাহিদ, আবু আইয়ুব ইয়াহইয়া বিন মালিক আযদি প্রমুখ।

বাকি ইবনু মাখলাদের কিতাবে তার সূত্রে হাদীস এসেছে ৭টি। এর মধ্যে চারটি বিবৃত হয়েছে প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে। বুখারিতে আছে একটি হাদীস, মুসলিমে দুটি। তার বর্ণিত হাদীস সাওম ও সাওমকে জুমু'আর দিনের সঙ্গে নির্দিষ্ট না করার ক্ষেত্রে। তাসবীহের সাওয়াব সম্পর্কে তার বর্ণিত একটা হাদীস আছে। আরেকটি আছে কেউ সম্পদ সাদাকাহ হিসেবে পেলেও আল্লাহর রাসূলকে তা হাদিয়া দেওয়ার বৈধতা সম্পর্কে। এই সাতটি হাদীস তাকে হাদীস বর্ণনার জগতে অমর করে রেখেছে। মুস্তফা ﷺ এর সুন্নাহ তিনি পৌঁছে দিয়েছেন উম্মাহর মাঝে।

উম্মু মু'মিনীন জুওয়াইরিয়াহ ﵂ ছিলেন তাদের অন্তর্ভুক্ত, যে নারী ও পুরুষরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করেন। আল্লাহর সম্মুখে পরিতুষ্টি আর ধৈর্যশীলতা ছিল তার অনন্য গুণ। আল্লাহর কাছে মুনাজাতে, তাঁর প্রশংসায়, মহিমা বর্ণনা ও তাসবীহ পাঠে বিনীত হয়ে সঁপে দিতেন নিজেকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জুওয়াইরিয়াহ ﵂ নিজেই বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ তার কাছ থেকে ভোরে ফজরের সালাতের সময় বের হয়ে গেলেন। পূর্বাহ্নের পর যখন ফিরে আসেন, তখনো তিনি ছিলেন তাসবীহ পাঠে মশগুল। নবিজি ﷺ বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে বের হওয়ার পর থেকে তুমি কি এভাবেই আছ?

তিনি বললেন, জি।

নবিজি ﷺ বললেন, আমি তোমার পরে একটি কালিমা তিনবার বলেছি। এই কালিমার সঙ্গে তুমি এতক্ষণ যা পড়েছ, তা যদি ওজন করা হয়, তাহলে এই কালিমার পাল্লা-ই ভারী হবে। কালিমাগুলো হলো,

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি , আদাদা খলকিহি , ওয়া রিদা নাফসিহি , ওয়া যিনাতা আরশিহি , ওয়া মিদাদা কালিমাতিহ।

জুওয়াইরিয়াহ ﵂ ৫০ হিজরি সনে মারা যান। অন্য বর্ণনামতে ৫৬ হিজরিতে।

তিন. যুদ্ধে মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের মাঝে বিরোধ উসকে দেওয়ার চক্রান্তে মুনাফিকরা:

বনু মুসতালিক যুদ্ধে মুসলিমদের সঙ্গে বহু সংখ্যক মুনাফিক অংশ নিয়েছিল। অথচ অন্য যুদ্ধগুলোতে এদের অধিকাংশই পিছিয়ে থাকত; কিন্তু যখন তারা দেখল মুসলিমদের বিজয় ত্বরান্বিত হচ্ছে, তখন গানীমাতের লোভে অভিযানে বের হয়।

মুরাইসি-এর জলাধারে এসে মুনাফিকরা নিজেদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। এখানে মুসলিমরা বিজয় অর্জনের পর মুনাফিকরা মুহাজির ও আনসারদের মাঝে পক্ষপাতিত্ব উসকে দেওয়ার চক্রান্ত করে। এই চেষ্টায় তারা ব্যর্থ হলে আল্লাহর রাসূল ও তাঁর পরিবারকে কষ্ট দেওয়ার অপতৎপরতায় জড়িয়ে পড়ে। আয়িশার নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে দেয়।

সাহাবি যাইদ বিন আরকাম ﵁ ছিলেন প্রথম ঘটনার সাক্ষী। তিনি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমিও এই যুদ্ধে ছিলাম। আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে বলতে শুনলাম—আল্লাহর রাসূলের কাছে যারা আছে তাদের দান করো না, যতক্ষণ না তারা পাশ থেকে সরে আসে। আমরা তার কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার পর, আমাদের সম্মানিতরা লাঞ্ছিতদের বের করে দেবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি আমার চাচার কাছে এই ঘটনা খুলে বলি। তিনি নবিজির কাছে উল্লেখ করলে আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর কাছেও সবকিছু খুলে বলি। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার অনুচরদের ডাকেন। তারা এসে শপথ করে। আল্লাহর রাসূল আমার কথা বিশ্বাস না করে তাকেই সত্য মনে করলেন। আমি সেদিন যে কষ্ট পেয়েছিলাম, এমন আর কোনোদিন পাইনি। আমি আমার ঘরে এসে বসলাম। আমার চাচা বললেন, আমি চাইনি আল্লাহর রাসূল তোমার কথা মিথ্যা মনে করুন।

এরপর আল্লাহ আয়াত নাযিল করে বলেন—

> যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। [সূরা মুনাফিকুন, ৬৩: ১]

এরপর আল্লাহর রাসূল আমাকে বলেন, যাইদ, আল্লাহ তোমাকে সত্য বলেছেন।

মুরাইসি-এর জলাধারে ঘটিত কাহিনির বর্ণনা দিচ্ছেন আরেকজন সাহাবি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আনসারি ﷺ। মুনাফিকরা জাহিলি আসবিয়াত উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, চাচ্ছিল মুসলিমদের ঐক্য বিচূর্ণ করতে। তিনি বলেন, যুদ্ধের পর এক মুহাজির সাহাবি একজন আনসারিকে লাথি মারে। আনসারি বলে ওঠে, আমার আনসারিরা, তোমরা আমায় সাহয্য করো। মুহাজির সাহাবি বলে ওঠে, হে মুহাজিররা, আমায় সাহায্য করো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কথা শুনে বললেন, এমন জাহিলি যুগের কথা ত্যাগ করো।

লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুহাজির এক লোক আনসারিদের একজনকে পা দিয়ে আঘাত করেছে। নবিজি ﷺ বললেন, ছেড়ে দাও, এগুলো নোংরা কাজ। এই খবর 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই শুনে উঁচু আওয়াজে বলল, আল্লাহর কসম, আমরা মাদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সম্মানিতরা লাঞ্ছিতদের বের করে দেবে। নবিজির কাছে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের এই কথা পৌঁছালে 'উমার ﷺ দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকটার গর্দান উড়িয়ে দিই। নবিজি ﷺ বললেন, থাক ছেড়ে দাও ওকে, পাছে লোকেরা বলবে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথিদের হত্যা করত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অন্য বর্ণনায় আছে, 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, উব্বাদ বিন বাশারকে নির্দেশ দিন, সে তাকে হত্যা করবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'উমার, এটা কীভাবে করবে, লোকেরা পরে সমালোচনা করবে, মুহাম্মাদ তাঁর সাথিদের হত্যা করত; বরং যাত্রা করতে বলো। এটা সেখান থেকে প্রস্থানের আগেই সংঘটিত হয়েছিল। এরপর লোকেরা মাদীনার উদ্দেশে রওনা করে।

'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই যখন জানতে পারে যাইদ বিন আরকাম তার সম্পর্কে নবিজিকে জানিয়ে দিয়েছেন, তখন সে আল্লাহর রাসূলের কাছে এসে বলে, আল্লাহর কসম, আমি সে কথা বলিনি। আল্লাহর রাসূলের কাছে উপস্থিত একজন সাহাবি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যাইদ মনে হয় ধারণা করে বলেছে।

নবিজি ﷺ সামনে চলছেন। উসাইদ বিন হুদাইর ﷺ সালাম জানিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একটা কঠিন সময় পার করে এলাম। এমন আর কোনো দিন হয়নি।

নবিজি ﷺ তাকে বললেন, আচ্ছা, তুমি কি অমুকের কথা শুনেছ?

কার কথা ইয়া রাসূলাল্লাহ?

'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই।

সে কী বলেছে?

সে নাকি বলেছে, সে মাদীনায় গেলে অধিক সম্মানিতরা লাঞ্ছিতকে বের করে দেবে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনিই তাকে বের করে দিন যদি ইচ্ছা করেন। কেননা আপনি সম্মানিত আর সে তো লাঞ্ছিত। ইয়া রাসূলাল্লাহ, তার জন্য দয়া হয়, আল্লাহ আপনাকে আমাদের মাঝে এমন সময়ে নিয়ে এসেছেন যখন তাঁর জাতি তাকে রাজমুকুট পরানোর আয়োজন করছিল। আপনার আগমনে সব ভেস্তে গেছে; ফলে সে মনে করে আপনি তার রাজত্ব দখল করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকদের সঙ্গে চললেন। রাতের বেলায়ও চলেছেন সকাল হওয়া পর্যন্ত। পরদিন ঝাঁঝালো রোদ সবাইকে কাবু করলে নবিজি ﷺ সাহাবিদের নিয়ে যাত্রা বিরতি করেন। সবাই ছিলেন প্রচণ্ড ক্লান্ত। তাই মাটির স্পর্শ পেতেই সবাই হারিয়ে যায় অচেতন ঘুমে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গতকালের ‘আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের বিতর্কিত কথা ভুলে থাকতেই নবিজি ﷺ এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিক ইবনু উবাই ও তার অনুচরদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন। এরপর তিনি (স্নেহভরে) যাইদ বিন আরকামের কান ধরে বলেন, এই সেই ব্যক্তি, আল্লাহ যার কানকে উৎকর্ণ করেছেন।

নবিজীবনের এই ঐতিহাসিক ঘটনার মাঝে রয়েছে উম্মাহর জন্য বাস্তব জীবনের অনেক শিক্ষা। সে বিষয়ে যথাসাধ্য আলোচনা করার প্রয়াস চালাব, ইনশাআল্লাহ।

১) রাজনৈতিক সুখ্যাতি ও অভ্যন্তরীণ ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখা

উম্মাহকে এই শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ ‘উমার ইবনুল খাত্তাবকে বলেছেন, ‘উমার, তখন কী করবে যখন মানুষ সমালোচনা করবে, মুহাম্মাদ তার সাথিদের হত্যা করত! মূলত রাজনৈতিক সুখ্যাতি পরিপূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতেই এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

তবে নবিজিকে তাঁর সাহাবিরা কেমন ভালোবাসতেন, এই আলোচনা ও ‘মুহাম্মাদ তাঁর সাথিদের হত্যা করত’ আলোচনার মাঝে বিস্তর ব্যবধান। সাহাবিরা নবিজিকে কেমন ভালোবাসতেন এর দীপ্যমান প্রকাশ ঘটেছে আবু সুফিয়ানের কথায়। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদের সাথিরা তাঁকে যতটা ভালোবাসে, অন্য কেউ তার নেতাকে এতটা ভালোবাসতে দেখিনি। নবিজির প্রতি অপার ভালোবাসা ও তাঁর জন্য সাহাবিদের উৎসর্গের সামনে সবকিছুই তুচ্ছ।

মুসলিম শিবিরে ফাটল সৃষ্টি ও জাহিলি যুগের নিকৃষ্ট আওয়াজ জীবিত করার যে অপচেষ্টা চালিয়েছিল ইবনু সালুল, তা বাস্তবে রূপ নেওয়ার কোনো অবকাশ রাখেননি নবিজি; বরং এর বিপরীতে তিনি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ক) রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন সামনে এগিয়েছেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। রাতেও অবিরত চলেছেন সকাল অবধি। দ্বিতীয় দিনে রোদের তাপে যখন তারা চরমভাবে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, তখন লোকদের নিয়ে যাত্রা বিরতি করেন। ফলে মাটির স্পর্শ পেতেই তারা হারিয়ে গেছেন গভীর ঘুমে। রাসূলের এই অভাবনীয় বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন পদক্ষেপের ব্যস্ততায় উবাই ইবনু সালুলের উপস্থাপিত কূটালাপ দীর্ঘায়িত হওয়ার কোনো সুযোগই আর অবশিষ্ট থাকেনি।

খ) মুসলিম ঐক্য রক্ষাকল্পে উবাই ইবনু সালুলের আলোচনার পিঠে শক্তি ও অস্ত্র দিয়ে তার মুখোমুখি হননি আল্লাহর রাসূল ﷺ। কেননা উবাই ইবনু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালুলের যথেষ্ট পরিমাণ তাবেদার ছিল। তাকে আক্রমণ করে বসলে উদ্ধত শ্রেণির লোকেরা গর্জে উঠত। মুসলিম ঐক্য বিনষ্টের আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারত।

অন্যদিকে তাকে হত্যা করার মাঝে না ছিল মুসলিমদের কোনো কল্যাণ, না ইসলামের; বরং পক্ষপাতিত্বে আক্রান্ত ব্যাধির চিকিৎসার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়াই ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ শারঈ সরল ও সঠিক সিদ্ধান্ত। রাষ্ট্রীয় কর্ম পরিচালনা ও উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নবিজি ﷺ উম্মাহকে এই হিকমাহ শিক্ষা দিয়েছেন যেন উম্মাহ এর অনুসরণ করতে পারে।

মুনাফিক সর্দারের সঙ্গে নবিজির এই সহনশীল আচরণের প্রভাব স্পষ্ট হয়েছে পরবর্তী সময়ে। উবাই ইবনু সালুল যখনই জাতির সামনে কথা বলত, লোকেরা তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করত, তার সাথে রূঢ় আচরণ করত। আল্লাহ তাকে নিক্ষেপ করেন এক ভয়াবহ লাঞ্ছনার জীবনে। তবুও সাহাবিরা আল্লাহর রাসূলের সামনে ইবনু সালুলকে হত্যার প্রস্তাব দিলে তিনি স্পষ্টভাবে তা অস্বীকার করেছেন।

আসলে নবিজি ﷺ এখানে সত্যের তরবারির সামনে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার একটা ঝলক রেখে গেছেন। বলেছেন, 'উমার, তুমি কী মনে করো, তুমি আজ তাকে হত্যা করলে সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে? না, বরং উদ্ধতশ্রেণির লোকেরা ফিতনা উসকে দিতে পারে।

'উমার رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর কসম, আমার কাজের চেয়ে আল্লাহর রাসূলের কাজ হয় অধিক বারাকাহময়।

২) আমরা তার প্রতি সদয় হব, তাকে উত্তম আচরণই উপহার দেবো

'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই মুনাফিক হলেও তার ছেলে ছিলেন একনিষ্ঠ মু'মিন। তার নামও ছিল 'আবদুল্লাহ। তিনি এই ঘটনা ও সূরা নাযিলের কথা জানতে পেরে আল্লাহর রাসূলের কাছে আসেন। আবদারের সুরে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি শুনলাম আপনি আমার বাবা ইবনু সালুলকে হত্যা করতে চাচ্ছেন? আপনি যদি সিদ্ধান্ত নিয়েই থাকেন, তাহলে আমাকে আদেশ করুন, তার মাথাটা এনে আপনার সামনে রাখব। আল্লাহর কসম, আমি খাযরাজকে ভালো করেই জানি। তাদের মাঝে পিতার প্রতি আমার চেয়ে শ্রদ্ধাশীল কেউ নেই। আমি আশঙ্কা করছি, আপনি অন্য কাউকে নির্দেশ দেবেন, সে তাকে হত্যা করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আপনি আমাকে এমন অবস্থায় ছাড়বেন না যে, আমার বাবার হত্যাকারী সবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে আর আমি তাকে দেখব এবং হত্যা করব! তখন একজন কাফিরের বিপরীতে একজন মু'মিনকে হত্যা করা হবে। পরিণামে আমি জাহান্নামে যাব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমরা বরং তার প্রতি সদয় হব, আমাদের সঙ্গে সে যতদিন আছে, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করব।

যুদ্ধ থেকে ফিরে মুসলিমরা মাদীনার উপকণ্ঠে এলে 'আবদুল্লাহ তার বাবা ইবনু সালুলকে বাধা দিয়ে বলেন, আপনি এখানেই দাঁড়ান, আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহ আপনাকে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত ঢুকতে পারবেন না। আল্লাহর রাসূল ﷺ সামনে এলে ইবনু সালুল তার কাছে অনুমতি চায়। নবিজি তাকে অনুমতি দিলে তবেই সে মাদীনায় প্রবেশ করে।[৫৫৪]

৩) সমুন্নত ঈমানের দৃষ্টান্ত

বাবা ইবনু সালুলের ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে পেশ করেছেন, বাবার সন্তুষ্টির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর নবির ভালোবাসাকে। পিতা-পুত্রের অনুভূতি থেকে বেরিয়ে আল্লাহর জন্য পিতার বিরুদ্ধে পুত্র স্থাপন করলেন এক অনন্য নজির।

অপর দিকে আকাশের মতো উদার হৃদয় ও সুমহান চরিত্রের অধিকারী মহানবি ﷺ দেখালেন ক্ষমা, করুণা ও নেক সাহচর্যের উপমা। ক্ষমা, উদারতা ও উত্তম চরিত্রের মহিমায় কত উজ্জ্বল প্রিয় নবিজি ﷺ। আগত মহান সাহাবির প্রতি তিনি কোমল হয়েছেন, শান্ত করেছেন অশান্ত হৃদয়কে। দূর করেছেন মূর্তমান হয়ে ওঠা অভিপ্রায়কে।

৪) জাহিলি পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

উপর্যুক্ত আলোচনায় জাহিলি পক্ষপাতিত্ব শুধু গোত্রপ্রীতির মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং হক কিংবা বাতিলের পক্ষে যে-কেউ স্বজনপ্রীতি দেখালে সেখানে আসাবিয়াতের অর্থ পাওয়া যাবে। মুসলিম শিবিরে যখন মুহাজির ব্যক্তি আনসারিকে লাথি মারলেন, তখন আনসারি ব্যক্তি বলে ওঠেন, হে আনসারি সম্প্রদায়, এগিয়ে এসো। মুহাজির ব্যক্তিও বলে ওঠেন, মুহাজির ভাইয়েরা, আমাকে সাহায্য করো। নবিজি এই কথা শুনে বললেন, কী ব্যাপার, এমন জাহিলি কথা আসছে কেন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সাহাবিরা বললেন, এক মুহাজির ব্যক্তি জনৈক আনসারিকে লাথি মেরেছে। নবিজি ﷺ বললেন, এসব জাহিলি কদর্য ছেড়ে দাও। উভয়পক্ষের এই ডাক তিনি অপছন্দ করেছেন, কেননা এখানে তিনি আসাবিয়াত তথা পক্ষপাতিত্বের গন্ধ পেয়েছেন। তথাপি তারা কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। তা হলো, মুহাজির ও আনসার। ঘটনার আবহে মুহাজির ব্যক্তি অন্য মুহাজিরদের কাছে সাহায্য কামনা করেছেন, যদিও লাথিটা তিনিই মেরেছেন।

এই শব্দ উচ্চারণ করে তিনি তাদের সাহায্য চেয়েছেন—তারা সবাই মুহাজির শব্দের অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে। এমনিভাবে আনসারি ব্যক্তিও আনসারদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। কেননা তারা সবাই আনসার শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; কিন্তু সাহায্য যদি চাইতেই হয়, তবে সব মুসলিমের কাছ থেকেই সাহায্য চাইতে হবে। তা না হয়ে বিভক্তি দেখা দিয়েছিল।

এই সূরতে তাদের মাঝে দেখা দিয়েছিল পক্ষপাতিত্ব, চাই তা কোনো কওমের সঙ্গে শরীক থাকার কারণে হোক কিংবা অন্য কোনোভাবে, যেমন-

শহর, ধর্ম, বর্ণ, দলের ভিত্তিতে হোক। অথবা সাহায্য হতে পারে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেও। আল্লাহ মুসলিমদের মাঝে যা স্থাপন করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে, নিশ্চয় মু'মিনরা ভাই ভাই। [সূরা হুজরাত, ৪৯: ১০]

নিজেদের পরস্পরে সহযোগিতা হতে হবে সত্যের ওপর। বাতিলের ওপর নয়। কারণ ইসলাম বলে, তোমরা সত্যকে সাহায্য করো, তার সঙ্গে থাকো, সীমালঙ্ঘনকারীর পক্ষে নয়।

শেষে নবিজি ﷺ স্পষ্ট করেছেন, আসাবিয়াত (পক্ষপাতিত্ব) হলো জাহিলি যুগের প্রথা। আরও বলেছেন, জালিম কিংবা মাজলুম উভয়াবস্থায় ব্যক্তি যেন তার ভাইকে সাহায্য করে। জালিম হলে তাকে সতর্ক করবে, এটাও তার জন্য সাহায্য। আর মাজলুম হলে তার মুক্তিতে সাহায্য করবে। এভাবে তিনি পারস্পরিক সহযোগিতা নির্ধারিত করেছেন সত্য ও ইনসাফের আহ্বানের ক্ষেত্রে। বাতিল করেছেন জাহিলি কুসংস্কার।

দীনের দা'ঈ ও তালিবুল ইলম, উলামা ও ফুকাহাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আসাবিয়াত থেকে মুক্ত হওয়া। মুসলিম জাতিকে তা পরিত্যাগের পথে আহ্বান জানানো। যেমন: গুরুত্বের সঙ্গে আল্লাহর রাসূল ﷺ এই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন;

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তা কিন্তু অসম্ভব নয়। আমাদের উচিত, এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এ ত্রুটি থেকে অন্তর পবিত্র করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

চার. বনু মুসতালিক যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয় সূরা মুনাফিকূন

বনু মুসতালিক যুদ্ধের পরই মুসলিমরা মাদীনায় প্রত্যাবর্তনের সময় নাযিল হয় সূরা মুনাফিকূন। এই মতের সত্যতা প্রমাণিত হয় তিরমিজির হাদীস থেকে। বর্ণনাকারী সাহাবি বলেন, আমরা ভোরবেলা শুনতে পেলাম আল্লাহর রাসূল ﷺ সূরা মুনাফিকূন তিলাওয়াত করছেন।

এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে মুনাফিকদের ব্যাপারে। ইঙ্গিত এসেছে কিছু ঘটনা ও আলোচিত কথার দিকে। মুখোশ উন্মোচন করে স্পষ্ট করা হয়েছে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা। শেষের দিকে মু'মিনদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, তারা যেন দুনিয়ার ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাস নিয়ে ডুবে না থাকে। অন্যদিকে উৎসাহিত করা হয়েছে দানের প্রতি। সবশেষে এই সূরা থেকে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি কয়েকটি আলোচনায় মনোযোগী হতে পারেন।

১. এই সূরার শুরুতে তুলে ধরা হয়েছে মুনাফিকদের দ্বিমুখী চরিত্র, স্পষ্ট করা হয়েছে তাদের মিথ্যাকথন, বর্ণনা করা হয়েছে ভণ্ড স্বভাব। শুরুতে মুনাফিকদের যে বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে তা হলো, ঈমানের মিথ্যা দাবি, এই মিথ্যা ঈমানের ওপর কসম খাওয়া, তাদের ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং নবিজি ও মু'মিনদের ব্যাপারে উলটাপালটা পরামর্শ, সর্বোপরি সাধারণ মানুষকে আল্লাহর দিন থেকে ফিরিয়ে রাখার নিরন্তর অপচেষ্টা। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে তখন বলে—আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। তারা নিজদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে নিজেদের বিরত রাখে। তারা যা করছে, নিশ্চয় তা কতই না মন্দ! তা এজন্য যে, তারা ঈমান এনে আবার কুফুরি করেছে। ফলে তাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝতে পারছে না। আর যখন তুমি তাদের দেখবে তখন তাদের শরীর তোমাকে মুগ্ধ করবে, তারা কথা বলে তুমি তাদের কথা (আগ্রহ নিয়ে) শুনবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা দেওয়ালে ঠেস দেওয়া কাঠের মতোই। তারা মনে করে প্রতিটি আওয়াজই তাদের বিরুদ্ধে। এরাই শত্রু; অতএব, এদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। তারা কীভাবে সত্য থেকে ফিরে যাচ্ছে? [সূরা মুনাফিকুন, ৬৩: ১-৪]

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের গোয়ার্তুমি, বাতিলের ভাগাড়ে বুঁদ হয়ে থাকা ও সত্যের দিকে আহ্বানের পর অবাধ্যতার কথা। সবিশেষ মাদীনায় ফিরে এসে তারা রাসূল ও মু'মিনদের বের করে দেওয়ার যে কদর্য আলোচনা করেছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত বয়ান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> আর তাদের যখন বলা হয় এসো, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা নাড়ে। আর তুমি তাদের দেখতে পাবে, অহংকারবশত বিমুখ হয়ে চলে যেতে। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর , উভয়টি তাদের ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না। অবশ্যই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। তারাই বলে, যারা আল্লাহর রাসূলের কাছে আছে, তোমরা তাদের জন্য খরচ করো না, যতক্ষণ না তারা সরে যায়। আর আসমানসমূহ ও যমিনের ধনভান্ডার তো আল্লাহরই; কিন্তু মুনাফিকরা তা অনুধাবন করতে পারে না। তারা বলে, যদি আমরা মাদীনায় ফিরে যাই, তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে প্রবলরা দুর্বলকে বহিষ্কার করবে; কিন্তু সকল মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও মু'মিনদের; কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। [সূরা মুনাফিকুন, ৬৩: ৫-৮]

এমনই বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে জড়ানো ছিল মাদীনার সামাজিক জীবন। কুরআনুল কারীম এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদানে সচেষ্ট থেকেছেন।

পাঁচ. সাইয়িদা আয়িশার প্রতি মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ

জাহিলি যুগের কর্কশ আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার চাল ব্যর্থ হলে মুনাফিকরা মিথ্যা ঘটনা রটনা করে। নবিজির পবিত্র পরিবার সম্পর্কে গুজব ছড়িয়ে তার বুকে ব্যথার পাহাড় চাপিয়ে দেয়। জিহাদ ও সীরাত গবেষকদের সবাই একমত যে, ইফ্ক (জঘন্য অপবাদের) এই ঘটনা ছড়ানো হয়েছে বনু মুস্তালিক যুদ্ধের পর। সকল মুফাসসির ও মুহাদ্দিসও একই মত ব্যক্ত করেছেন। শাইখাইন (দুই শাইখ, বুখারি-মুসলিম) তাদের বিশুদ্ধ গ্রন্থে ইফ্কের এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথাও সফরের সময় কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নেবেন, এ ব্যাপারে লটারি করতেন। এতে যার নাম উঠত, তাকে সঙ্গে নিয়ে বের হতেন।

আয়িশা ﵂ বলেন, এরই ধারাবাহিকতায় কোনো এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমাদের মধ্যে লটারি করলেন। তাতে উঠে আসে আমার নাম। যথাসময়ে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে আমাকে আরোহণে হাওদায় করে উঠিয়ে সেভাবেই নামানো হতো। এভাবেই আমরা চললাম।

অনেক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হলো। ফেরার পথে চলতে চলতে মাদীনার নিকটবর্তী হলাম। এখানে একস্থানে যাত্রা বিরতি হয়েছিল। আমাদের চারপাশে তখনো রাতের অন্ধকার। ভোর হবার আগেই ঘটা করে আবার রওনা দেওয়ার জন্য ঘোষণা এলো।

এদিকে আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে সেনাশিবির থেকে কিছুটা দূরে চলে এসেছিলাম। প্রয়োজন সেরে সাওয়ারির কাছে এসে দেখি, ইয়েমেনের বিখ্যাত জুফার-দানা খচিত হারটি আমার গলায় নেই। ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে। অগত্যা এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে একটু দেরি হয়ে গেল। সময়ের প্রবাহ যেমন অপেক্ষা করে না, তেমনই মাদীনার যাত্রীদলও থেমে থাকেনি। আমাকে রেখেই তারা চলে যায়।

আমাকে হাওদায় করে উটে ওঠানোর কাজে নিয়োজিত লোকেরা আমি ভেতরে আছি ভেবে হাওদা উঠিয়ে ফেলে। তারা কোনো ভাবেই বুঝতে পারেনি, আমি যে হাওদায় নেই। কারণ, আমার বয়স ছিল কম। সামান্য পরিমাণ খানা খেতাম। তাই আমার শরীর ভারী হবার সুযোগ পায়নি। এ কারণে ওরাও ভ্রমের শিকার হয়ে আমাকে ছাড়াই মাদীনার পথে উট হাঁকায়।

আল্লাহর কী মহিমা! রাসূলুল্লাহ ﷺ মুজাহিদদের নিয়ে প্রস্থানের পর আমি হারটি খুঁজে পেলাম। আগের স্থানে ফিরে এসে দেখি শূন্য প্রান্তর। আমাকে ডাকার মতো কেউ নেই, নেই আমার ডাকে কেউ সাড়া দেওয়ার। এক নির্জন মাঠে একাকী আমি একজন মেয়ে। সাহস হারাইনি। কোথাও না গিয়ে এখানেই বসে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ, কাফেলা কিছু দূরে গিয়ে আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই খুঁজতে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আসবে। আমি বসে বসে অপেক্ষার প্রহর গুণছি। প্রতীক্ষিত এই চোখে ঘুম চলে এলো। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেনাবাহিনীর পেছনে ছিলেন সাফওয়ান ইবনু মুয়াত্তাল সুলামি ﷺ। তিনি রওনা দিয়েছিলেন শেষ রাতে। আরবের মাটিতে যখন প্রথম ভোরের আলো ফোটে, তখন তিনি এখানে এসে পৌঁছান। এসে দেখতে পান মানবাকৃতির কেউ শুয়ে আছে। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এসে আমাকে দেখে চিনতে পারেন। কেননা, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগে আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে প্রথম দেখেই উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঝটপট চাদর দিয়ে আমি চেহারা ঢেকে নিই। আল্লাহর কসম, তিনি আর কোনো টু-শব্দ করেননি। আসল কথা হলো, তার মুখে 'ইন্নালিল্লাহ' বাক্যটি ছাড়া আর কোনো কথা আমি শুনিনি।

কর্তব্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। তিনি নীরবে উট বসিয়ে সামনের দুই পা নিজ পায়ে দাবিয়ে রাখলেন। আমি তাতে আরোহণ করলাম। আমার উপবেশন নিশ্চিত হলে সাফওয়ান উটের লাগাম ধরে চলতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত আমরা যখন কাফেলার কাছে পৌঁছাই, তখন তারা দুপুরের তপ্ত রোদে ক্লান্ত হয়ে যাত্রা বিরতি করছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রটানো হয় অপবাদ। অভিশপ্ত পথের যাত্রীরা ধ্বংস হয়ে যায়। মাদীনায় মিথ্যে অপবাদের সমস্ত কলকাঠি নেড়েছিল মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালূল।

১. মাদীনায় ইফকের প্রচার

মাদীনায় পৌঁছে কোনো অনুষঙ্গ ছাড়াই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত এই অসুস্থতা আমায় জেঁকে ধরে থাকে। চার দেওয়ালের বাইরে চলছিল মিথ্যারোপীদের কথা নিয়ে কানাঘুষা আর অযাচিত গুঞ্জন। আমি এসব কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে খেয়াল করলাম, আমি অসুস্থ হলে নবিজির চোখের চাহনিতে, তার হাতের আলতো পরশে যেমন স্নেহের ছোঁয়া পেতাম, এখন আর তেমন নেই। তিনি শুধু আমার কাছে এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছ তুমি? তারপর অচেনা যন্ত্রণা বুকে চেপে ফিরে যেতেন। এই আচরণই আমার মনে সন্দেহের বীজ বপন করে। অথচ প্রাচীরের ওপারের কথা সম্পর্কে আমি তখনো সম্পূর্ণ বেখবর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বেশ কিছুদিন পর একটু সুস্থ হয়েছি। একদিন রাতের বেলা মিসতাহ্-এর মায়ের সঙ্গে নিম্নভূমির দিকে বের হলাম। এটা ছিল আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার স্থান। তখনো আমাদের ঘর সংলগ্ন ইস্তিঞ্জাখানা নির্মিত হয়নি। এটাকে মানুষ কষ্টকর মনে করত। বলতে গেলে আমাদের অবস্থা ছিল নিম্নভূমিতে প্রয়োজন সারা প্রাচীন আরবদের মতো। আমরা কেবল রাতেই বাইরে যেতাম।

সেদিনও মিসতাহের মায়ের সঙ্গে প্রয়োজন সারতে বাইরে গিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন আবূ রুহম ইবনু 'আবদ মানাফের কন্যা। তার মা ছিলেন সাখর ইবনু আমিরের কন্যা। তারই পুত্র ছিলেন মিসতাহ ইবনু উসাসাহ।

আমি ও উম্মে মিসতাহ আমাদের প্রয়োজন সেরে ঘরে ফিরছিলাম। এমন সময় উম্মু মিসতাহ্ তার চাদরে হোঁচট খেয়ে বললেন, মিসতাহ্ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, এমন কথা বলা কিন্তু ঠিক হয়নি। তুমি এমন এক ব্যক্তিকে মন্দ বলছ, যে বদরযুদ্ধে হাজির ছিল। তিনি বললেন, ওরে আত্মভোলা! তুমি কি শোনোনি সে কী বলেছে? আমি বললাম, সে কী বলেছে? তিনি বললেন, এমন এমন। এরপর তিনি মিথ্যাবাদীদের অপবাদ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত খবর দিলেন। (আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।) আবার বৃদ্ধি পেল আমার অসুখের মাত্রা।

রাজ্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে বাসায় ফিরলাম। যথাসময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন আছ? আমি বললাম, আমি কি বাবা-মার কাছে যেতে পারি? আমি চাইছিলাম তাদের কাছ থেকে একটা স্বচ্ছ ধারণা নিতে। নবিজি ﷺ আমায় অনুমতি দিলেন।

আমি বাবা-মার কাছে চলে এলাম। কৌতূহলী মনে বললাম, মা, লোকেরা কী বলাবলি করছে? তিনি বললেন, মামণি, তুমি তোমার মনটাকে হালকা রাখো। আল্লাহর কসম! এমন কমই দেখা যায় যে, কোনো পুরুষের কাছে এমন সুন্দরী, রূপবতী স্ত্রী আছে, যাকে সে ভালোবাসে এবং তার সতীনও আছে, অথচ তার ত্রুটি বের করা হয় না।

আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! সত্যি কি লোকেরা এ ব্যাপারে বলাবলি করছে? ব্যথার আতিশয্যে আমি সে রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দিলাম কেঁদে অশ্রু ঝরিয়ে। ভোর অবধি আমার এই অবিরত কান্না থামেনি। ঘুমানোর তো প্রশ্নই আসে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. ওয়াহি বিলম্ব হওয়ায় কিছু সাহাবির সঙ্গো নবিজির পরামর্শ

আসল বৃত্তান্ত কী, দেরি হচ্ছে এ ব্যাপারে আসমানি পয়গাম আসতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলি ইবনু আবি তালিব ও উসামা ইবনু যাইদকে ডাকলেন। পরামর্শ করবেন স্ত্রী-বিচ্ছেদের ব্যাপারে। উসামা ইবনু যাইদ নবিপত্নি আয়িশা এবং আহলে বাইতের প্রতি তার অন্তরে লালন করতেন অপার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। সে আলোকেই পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা ভালো ধারণাই পোষণ করি।

আলি ﷺ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আপনার ওপর কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি। তিনি ছাড়া আরও অনেক রমণী আছে। তবে আপনি দাসীকে জিজ্ঞেস করলে সে সত্য ঘটনা বলতে পারবে।

আয়িশা ﷺ বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বারিরাকে ডেকে বললেন, হে বারিরা, তুমি কি তার মাঝে সন্দেহজনক কিছু পেয়েছ? বারিরা বললেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম! আমি তার মাঝে গোপন করার মতো কিছু পাইনি। তবে তিনি একজন অল্প বয়স্ক বালিকা। কখনো তার পরিবারে আটার খামির রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। আর বকরির বাচ্চা এসে তা খেয়ে ফেলত।

আয়িশা ﷺ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সোজা গিয়ে মিম্বারে উঠলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালূলের বিরুদ্ধে সমর্থন চেয়ে বললেন, প্রিয় মুসলিম সম্প্রদায়, আমার স্ত্রীর ব্যাপারে এক ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে। তোমাদের মধ্যে কে আছে, তার মিথ্যা অপবাদ থেকে আমাকে সাহায্য করবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে শুধু উত্তম কথাই জানতে পেরেছি। তারা এমন এক পুরুষ সম্পর্কে অভিযোগ এনেছে, যার সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া কিছুই জানি না। সে কখনো আমাকে ছাড়া আমার ঘরে আসেনি।

এ কথা শুনে সা'দ ইবনু মু'আজ আনসারি ﷺ দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে সাহায্য করব। সে আউস গোত্রের হলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোক হয়, তবে আপনি নির্দেশ দিলে আমি আপনার নির্দেশ কার্যকর করব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩. ফিতনার প্রভাব

আয়িশা ﵂ বলেন, এরপর সা'দ ইবনু উবাদা দাঁড়ালেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের সর্দার। পূর্বে একজন নেককার লোক ছিলেন; কিন্তু এ সময় স্বগোত্রের পক্ষপাতিত্ব তাকে উত্তেজিত করে তোলে। কাজেই তিনি সা'দকে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না। তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তুমি রাখ না।

তারপর সা'দ বিন মু'আজের চাচাতো ভাই উসাইদ ইবনু হুদায়র দাঁড়ালেন। তিনি সা'দ ইবনু উবাদাকে বললেন, চিরঞ্জীব আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা বলেছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব। তুমি নিজেও মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষে প্রতিবাদ করছ। পালটাপালটি এমন আক্রমণাত্বক কথায় চোখের পলকে আউস এবং খাযরাজ উভয়গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এমনকি তাদের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ বেধে যাবার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারেই ছিলেন। দেখলেন হিতে বিপরীত কিছু হয়ে যাচ্ছে। তাই অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে সবাইকে থামতে বলেন। অবশেষে তারা থেমে যান। এরপর তিনিও নীরব হন।

আয়িশা ﵂ বলেন, সেদিনটা আমি কেঁদেই কাটিয়ে দিলাম। আমার চোখের অশ্রুধারা থামেনি, ঘুম আসতে পারেনি চোখের পাতায়। সকাল বেলা বাবা-মা আমার কাছে এলেন। আমি তখনো কাঁদছিলাম। তারা তো আশঙ্কাই করছিলেন, এ ক্রন্দনে আমার কলিজা ফেটে যায় কিনা! একটু পর জনৈক আনসারি মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে বসে আমার সঙ্গে কাঁদতে লাগল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বসলেন। অপবাদ রটনার পর আজকের আগে তিনি আমার কাছে এমন করে আর বসেননি।

৪. আয়িশার সঙ্গে আল্লাহ্‌র রাসূলের আলাপচারিতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস অপেক্ষা করেছেন; কিন্তু আমার সম্পর্কে কোনো ওয়াহি আসেনি। তিনি তাশাহুদ পাঠ করে বললেন, হে আয়িশা, তোমার সম্পর্কে এমন এমন কথা আমি শুনেছি। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক, তবে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমার পবিত্রতা ব্যক্ত করবেন। আর যদি কোনো পাপে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর কাছে তাওবা করো। কেননা, বান্দা তার পাপ স্বীকার করে নিয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করলে আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আয়িশা ﵂ বলেন, নবিজির কথা শেষে আমার চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গেল যে, এক ফোঁটা পানিও অনুভব করছিলাম না। বাবাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর কথার জবাব দিন।

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! বুঝতে পারছি না আমি রাসূলুল্লাহকে কী জবাব দেবো। এবার মাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহকে তাঁর কথার জবাব দিন। তিনিও বললেন, মা, আমি বুঝতে পারছি না আল্লাহর রাসূলকে কী জবাব দেবো। আয়িশা ﵂ বলেন, তখন আমি নিজেই জবাব দিলাম। অথচ আমি অল্প বয়স্ক বালিকা। কুরআন খুব বেশি পড়িনি।

বললাম, আল্লাহর কসম, আমি জানি আপনারা এ ঘটনা শুনেছেন, এমনকি তা আপনাদের অন্তরে বসে গেছে, আপনারা তা সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি বলি আমি নির্দোষ এবং আল্লাহও সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন আমি নির্দোষ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না; কিন্তু আমি যদি আপনাদের কাছে এ কথা স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ জানেন, আমি তা থেকে নির্দোষ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করে নেবেন। আল্লাহর কসম! এ ক্ষেত্রে আমি আপনাদের জন্য ইউসুফের পিতার উক্তি ব্যতীত আর কোনো দৃষ্টান্ত পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন, উত্তম সবর আমার কাজ, তোমরা যা বলছ, তা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি।

তিনি বলেন, এরপর আমি আমার চেহারা ঘুরিয়ে নিয়ে কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার বিশ্বাস ছিল, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ তা'আলা আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করবেন; কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, আল্লাহ আমার সম্পর্কে এমন ওয়াহি অবতীর্ণ করবেন, যা তিলাওয়াত করা হবে। সমুন্নত মর্যাদার এই শিখর পর্যন্ত পৌঁছানোর কল্পনাও আমি করিনি। আমি তো ভাবছিলাম, সর্বোচ্চ হয়তো রাসূলুল্লাহ ﷺ নিদ্রায় কোনো স্বপ্ন দেখবেন। তাতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেবেন আমার চারিত্রিক শুচিতার সংবাদ।

৫. আয়িশার পবিত্রতা বর্ণনায় অবতীর্ণ হলো আসমানি প্রত্যাদেশ

আয়িশা ﵂ বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনো দাঁড়াননি, অন্য সবাই ঘরেই আছেন। এমন সময় নবিজির প্রতি ওয়াহি নাযিল হতে লাগল, ঘর্মাক্ত হলো তাঁর দেহ মুবারাক। সময়টা ছিল শীতকাল; কিন্তু ওয়াহি নাযিলের ভারত্বের ফলে মুক্তার মতো তাঁর ঘাম ঝরছিল। প্রশান্তিদায়ক আসমানি বার্তা অবতীর্ণ হওয়া শেষে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাঁর চেহারায় ছিল উচ্ছ্বাসের ঝিলিক। ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে প্রথম তিনি বললেন, প্রিয়তমা আয়িশা, আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করেছেন।

এই খুশির সংবাদ শুনে মা বললেন, মামণি ওঠো, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (তখনো আমার অভিমানের ঘোর কাটেনি) অভিমানী কণ্ঠে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর জন্য উঠব না। আল্লাহ ছাড়া আর কারও প্রশংসা করব না। আল্লাহ তাঁর নবির প্রতি আমার চারিত্রিক শূচিতা ঘোষণা করে বলেন—

নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রটিয়েছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি যে পাপ অর্জন করেছে তার দায়ভার তারই। আর তাদের থেকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা তাদের নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করল না এবং বললে না যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ?

তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে এলো না? সুতরাং যখন তারা সাক্ষী নিয়ে আসেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। আর যদি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও তাঁর অনুগ্রহ না থাকত, তবে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে, তার জন্য তোমাদের অবশ্যই কঠিন আযাব স্পর্শ করত। যখন এটা তোমরা তোমাদের মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং তোমরা তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে, যেন তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না; আর তোমরা এটাকে খুবই তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর। আর তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন তোমরা কেন বললে না যে, এ নিয়ে কথা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি অতি পবিত্র মহান, এটা এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যে, যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি করবে না। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

(তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে) নিশ্চয় আল্লাহ বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু। [সূরা নূর, ২৪: ১১-২০]

৬. আয়িশার নিন্দুকদের ব্যাপারে আবু বাক্‌রের অবস্থান

মিসতাহ বিন উসাসাহ ছিল বাবার নিকটাত্মীয় ও গরিব। তাই তাকে নিয়মিত দান করতেন; কিন্তু আমার ত্রুটি মুক্ততার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিলের পর বললেন, আল্লাহর কসম, মিসতাহকে আর কোনো দিন কিছু দান করব না। তার এই সিদ্ধান্তের সংশোধনে আল্লাহ আয়াত নাযিল করে বলেন—

> তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে তার আত্মীয়স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। [সূরা নূর, ২৪: ২২]

এরপর আবু বাক্‌র ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই পছন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। সিদ্ধান্ত বদলে আবার তিনি মিসতাহের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, আল্লাহর কসম, আমি এ সাহায্য কখনো বন্ধ করব না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইনাব বিনতে জাহাশকেও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলেছিলেন, আচ্ছা যাইনাব, আয়িশা সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়, তুমি তাকে কেমন দেখেছ?

তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার কান ও চোখ বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আমি তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আয়িশা ﷺ বলেন, নবিজির স্ত্রীদের মধ্যে তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। তবে আত্মিক শুদ্ধিতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে রক্ষা করেন; কিন্তু তার বোন হামনা তার পক্ষ নিয়ে মোকাবিলা করে। ফলে অপবাদ আরোপকারীদের মতো তাকেও বিপদ স্পর্শ করে।

ইফ্‌কের ঘটনা (এই গোটা বৃত্তান্ত ইফ্‌কের ঘটনা হিসেবে পারিভাষিক প্রসিদ্ধতা লাভ করে) ছিল ইসলামের শত্রুদের ধারাবাহিক অপকর্মের একটি ঘৃণ্য কাজ। আল্লাহর রাসূল ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন। তবে তাঁর প্রতি ও মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হলো আল্লাহ এর ভ্রান্তি স্পষ্ট করেছেন। এই ঘটনায় মু'মিনদের অবস্থান কী ছিল,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ইতিহাস বিশুদ্ধ বর্ণনায় তা সংরক্ষণ করেছে। বিশেষ করে আবু আইয়ূব ও উম্মু আইয়ূবের অবস্থান। মু'মিন সম্প্রদায় এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তাদের থেকে শিক্ষা নিতে পারবে। আসমানি প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার উপাদান আজও বিদ্যমান। বর্তমান প্রজন্ম উপদেশ নিতে পারে পৃথিবীর লোকদের মাঝে আল্লাহ কাদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে থাকেন।[৫৫৫]

ছয়. ইফ্কের আয়াত থেকে সংগৃহীত কিছু আদব ও বিধান

উলামায়ে কেরাম ইফ্কের ঘটনায় অবতীর্ণ আয়াত থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব ও বিধান নিরূপণ করেছেন।

১. সাইয়িদা আয়িশার চারিত্রিক শুচিতার ঘোষণা। কুরআনে এমন আয়াত অবতীর্ণ হলো কিয়ামাত পর্যন্ত যা পঠিত হবে। ইরশাদ হচ্ছে,

   নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। [সূরা নূর, ২৪: ১১]

২. আল্লাহ তা'আলা নিন্দিত এই বিষয়ের মাঝে কল্যাণ রেখেছেন। এই ঘটনা ছিল আবু বাক্‌র সিদ্দীক -এর পরিবারের জন্য বিরাট পরীক্ষা। তবে তাদের ধৈর্য ও ঈমানি শক্তির বিনিময়ে আল্লাহ তাদের জন্য রেখেছেন মহাপ্রতিদান। ইরশাদ হচ্ছে—

   তোমরা এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর ভেব না; বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। [সূরা নূর, ২৪: ১১]

৩. মু'মিনদের সুনাম সংরক্ষণ ও নিজেদের মাঝে সুধারণার চর্চা করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে কুরআন। আল্লাহ বলেন—

   যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ? [সূরা নূর, ২৪: ১২]

৪. গুজব রটনায় ইন্ধন জোগানদাতাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে কুরআনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে এলো না? সুতরাং যখন তারা সাক্ষী নিয়ে আসেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মিথ্যাবাদী। [সূরা নূর, ২৪: ১৩]

৫. মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ণনা। ইরশাদ হচ্ছে, দুনিয়া ও আখিরাতে যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রাহমাত না থাকত। [সূরা নূর, ২৪: ১৪]

৬. কথা প্রচারিত হওয়ার আগে তার শুদ্ধিতা যাচাই করে দেখা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

আর তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন কেন বললে না—এ নিয়ে কথা বলা আমাদের জন্য উচিত নয়। তুমি অতি পবিত্র, এটা এক গুরুতর অপবাদ। [সূরা নূর, ২৪: ১৬]

৭. মিথ্যা অপবাদের মতো এমন জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়া ও পুনরাবৃত্তি ঘটানো নিষেধ। আল্লাহ বলেন—

আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যে, যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি করবে না। আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা নূর, ২৪: ১৭-১৮]

৮. মু'মিনদের মাঝে অশ্লীল কাজের প্রচারণা একটি জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। সবকিছু আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না। [সূরা নূর, ২৪: ১৯]

৯. মু'মিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। এ কথা উল্লেখ করে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

আর যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, (তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে) নিশ্চয় আল্লাহ বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু। [সূরা নূর, ২৪: ২০]

১০. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হারাম। কারণ, তা মানুষকে বিনাশের দিকে ঠেলে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

হে মু'মিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, সে তাকে অশ্লীল ও নিন্দিত কাজের নির্দেশ দেবে। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রাহমাত না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনো পরিশুদ্ধ হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরিশুদ্ধ করেন, আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। [সূরা নূর, ২৪: ২১]

১১. নিকট-আত্মীয় মন্দ কাজ করে ফেললেও তার থেকে দানের হাত উঠিয়ে নেওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন,

তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন শপথ না করে যে, তার আত্মীয়স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহ ত্যাগ করেছে তাদের কিছুই দেবে না। তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন? আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। [সূরা নূর, ২৪: ২২]

১২. সত্যবাদী মু'মিনদের ব্যাপারে আল্লাহর গাইরাত, তাদের প্রতি আসা আঘাত প্রতিহত করা, যারা অশ্লীল কাজ ছড়িয়েছে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেওয়া হয়েছে লা'নাত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মু'মিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। যেদিন তাদের জিহ্বাগুলো, তাদের হাত ও পাগুলো তাদের কর্মের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ তাদের তাদের ন্যায্য প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেবেন, আর তারা জানবে যে, আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য। [সূরা নূর, ২৪: ২৩-২৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় *তাফসীরে কাশ্‌শাফ* গ্রন্থের রচয়িতা বলেছেন, তুমি যদি সম্পূর্ণ কুরআন নিয়ে গবেষণা করো, অনুসন্ধান করো, দেখো অবাধ্যদের ব্যাপারে আল্লাহ কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাহলে দেখবে—আল্লাহ আয়িশার ইফ্‌কের ঘটনায় যতটা কঠোরতা করেছেন, অন্য কোনো ক্ষেত্রে এতটা করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে যতটা কঠিন হুঁশিয়ারি, অশুভ পরিণামের সতর্কবার্তা এবং রুক্ষ ভাষায় ধমক দেওয়া হয়েছে, এই অপরাধকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্য কোথাও এমনটি হয়নি। এই আয়াত তিনটি ব্যতীত যদি অন্য আয়াত অবতীর্ণ না হতো, ('নিশ্চয় যারা মু'মিন নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে' যার শেষে ইরশাদ হচ্ছে 'তিনিই স্পষ্ট সত্য') তবে এগুলোই যথেষ্ট হতো নিন্দুকদের উভয়জাহানে অভিশপ্ত করা এবং আখিরাতে তাদের কঠিন আযাবের প্রতিশ্রুতির জন্য। এখানে জানানো হয়েছে তাদের জবান, হাত, পা, তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, সবশেষে তাদের কাজের যথার্থ প্রতিদান দেওয়া হবে।

১৩. পৃথিবীতে নির্ধারিত নীতির কথা জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ। তা হলো, আল্লাহ পুণ্যবানদের জন্য নির্ধারণ করেছেন পুণ্যবতী নারী, আর পুণ্যবতী নারীদের জন্য নির্ধারণ করেছেন পুণ্যবান পুরুষ। ইরশাদ হচ্ছে—

> দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য; লোকদের অবাচ্য কথা থেকে তারা মুক্ত। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। [সূরা নূর, ২৪: ২৬]

১৪. ফাদীলাতুশ্ শাইখ 'আবদুল কাদির ইফ্‌কের ঘটনা উল্লেখ করে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেন, আয়িশা সিদ্দীকাকে অপবাদ দেওয়ার পর লোকেরা চারভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। অধিকাংশ মানুষ নিজেদের কান ও যবানকে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংযত রেখেছেন, নীরব থেকে উত্তম কথাই বলেছেন। কাউকে সত্যায়ন কিংবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত ছিলেন। এদের সংখ্যা ছিল বেশি।

কিছু মানুষ মুনাফিকদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে এক লহমা সময়ও বিলম্ব করেননি। তারা হলেন আবু আইয়ুব ও উম্মু আইয়ুব আনসারি ﷺ। শোনা মাত্রই তারা প্রতিবাদী কণ্ঠে বলেছেন সন্দেহাতীতভাবে এটা মিথ্যা কথা। আয়িশা এই ত্রুটি থেকে মুক্ত।

মুসলিমদের আরেকটি অংশ কাউকে সত্যায়ন করেনি, কাউকে মিথ্যাপ্রতিপন্নও করেনি, আবার অস্বীকারও করেনি। তবে তারা অপবাদ আরোপকারীদের কথা আলোচনা করত। তারা ভেবেছিল এ বিষয়ে আলোচনা করা খুব আহামরি কিছু নয়। আল্লাহর শাস্তির ভয়ের ব্যাপারটা এখানে ছিল না। কেননা কুফুরির কথা বর্ণনাকারী কাফির নয়, এমনিভাবে ইফ্‌কের ঘটনা বর্ণনাকারী অপবাদ আরোপকারী নয়। তাদের মাঝে ছিলেন হামনা বিনতে জাহাশ, হাসসান বিন সাবিত, মিসতাহ বিন উসাসাহ।

আরেকটি দল ছিল, এরাই মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। এদের প্রধান ছিল মুনাফিক সর্দার 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই বিন সালূল। আল্লাহ তার প্রতি লা'নাত বর্ষণ করুন।

কুরআনুল কারীমে মুসলিমদের উদ্দেশে নির্দেশের সুরে বলা হয়েছে সবার উচিত ছিল, দ্বিতীয় দলটির মতো স্পষ্ট অবস্থানে থাকা। আল্লাহ বলেন,

যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ? [সূরা নূর, ২৪: ১২]

আর তৃতীয় পক্ষটার দিকে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করে বলেছেন, এ ধরনের আলোচনায় লিপ্ত হওয়া তাদের জন্য উচিত ছিল না। ইরশাদ হচ্ছে,

যখন এটা তোমরা তোমাদের মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে, যেন তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না। তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করলেও আল্লাহর নিকট তা ছিল খুবই গুরুতর। তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন কেন বললে না 'এ নিয়ে কথা বলা আমাদের জন্য উচিত নয়। তুমি অতি পবিত্র, এটা এক গুরুতর অপবাদ।' [সূরা নূর, ২৪: ১৫-১৬]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

চতুর্থত পক্ষে আছে 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার যে সাঙ্গপাঙ্গরা এই মিথ্যা আবিষ্কার করে রটিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিতে বলেছেন তাদের মৃত্যু হবে কুফুরি অবস্থায়, তাদের তাওবা কবুল হবে না। আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের লা'নাত করেছেন।[৫৫৬] ইরশাদ হচ্ছে—

> যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মু'মিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। যেদিন তাদের জিহ্বাগুলো, তাদের হাত ও পাগুলো তাদের কর্মের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সেদিন আল্লাহ তাদের ন্যায্য প্রতিদান তাদের পুরোপুরি দিয়ে দেবেন, আর তারা জানবে যে, আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য। [সূরা নূর, ২৪: ২৩-২৫]

বনু মুসতালিক যুদ্ধ ও ইফকের ঘটনা থেকে পাওয়া কতিপয় শিক্ষণীয় বিষয়

১. আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্বভাবজাত মানবীয় বৈশিষ্ট্য।

ইফকের এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মাঝে আল্লাহর এই একটি হিকমাতও বিদ্যমান ছিল, তা হলো নবিজির মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা। ওয়াহি যদি তাঁর সত্তাগত বিষয় হতো, তাঁর রিসালাতের বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথক না হতো, তাহলে তিনি পূর্ণ এক মাস ভারাক্রান্ত মনে অপেক্ষা করতেন না।

এখানে মানুষের সামনে নবিজির মানবীয়তার প্রকাশ ঘটেছে। ফলে আল্লাহ যখন প্রশান্তিদায়ক সুবার্তা দিয়ে আয়িশার চারিত্রিক শুচিতার কথা কুরআনে নাযিল করলেন, তখন এই উত্তম প্রতিফলে সবাই খুশি হয়েছেন। বলতে পারি এই ঘটনা ওয়াহির হাকীকত জানিয়ে দিয়েছে রিসালাত সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণাকারীদের সামনে।

আরেকটি বিষয় হলো, এই নির্দোষিতার ঘোষণা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে না হতো, তাহলে এই যন্ত্রণার একটা রেশ নবি মনের গহীন কোণে থেকেই যেত। গুজব রটনার পর থেকে আয়াত নাযিলের পূর্ব পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ে আয়িশার সঙ্গে নবিজির অন্যরকম মানবীয় আচরণ এই প্রভাবের প্রতিফলন। তথাপি আল্লাহ চেয়েছেন এই ঘটনা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতি প্রমাণ হিসেবে অম্লান থাকুক।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

২. অপবাদের শাস্তি ও এর মানুষের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে মুসলিমদের করণীয়।

ইসলামি সমাজ বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছিল। ইফকের ঘটনার পর আল্লাহ চাইলেন কিছু বিধান শরিয়তসিদ্ধ করবেন। মু'মিনরা যা অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট থাকবে। এজন্যই নাযিল হয় সূরা নূর। যাতে আলোচনা করা হয়েছে ব্যভিচারী নারী পুরুষের বিধান নিয়ে। তুলে ধরা হয়েছে যিনার অশ্লীলতার ঘৃণিত দিক। বিচারকের ওপর ওয়াজিব করা হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর কেউ কাউকে অপবাদ দিলে এর বিচার করতে। আর যারা সচ্চরিত্রা নারীকে অপবাদ দেবে, উপস্থিত করতে পারবে না চারজন সাক্ষী, তাদের জন্য রয়েছে অশুভ পরিণতি।

ইসলাম যিনাকে হারাম করেছে। আবশ্যক করেছে এর শাস্তি। এমনিভাবে যিনার সবগুলো কারণ ও সমূহ পন্থাকেও হারাম করেছে। যিনা পর্যন্ত অগ্রসর হবার পন্থা হলো অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়া, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। সামাজিক পরিবেশটা অশ্লীল আলোচনা ও কার্যকলাপ থেকে পবিত্র রাখতেই এই বিধানের অবতারণা।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, যিনা সম্পর্কিত অতিরিক্ত অশ্লীল আলোচনা, এসব আলোচনার সহজতা ইত্যাদি শ্রোতাকে যিনার কাজে প্ররোচিত করে। মনকে এই কাজের প্রতি দুর্বল করে ফেলে। এজন্যই ইসলামি শারী'আত মিথ্যা অপবাদ ও যিনাকে হারাম করেছে, পাশাপাশি যারা পবিত্রা সচ্চরিত্রা নির্দোষ রমণীকে অপবাদ দেবে, তাদের জন্য নির্ধারণ করেছে ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি। এমনকি একনিষ্ঠ তাওবা ছাড়া তাদের আর কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ও অন্যান্য ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন, নবিজি ﷺ ইফ্কের ঘটনায় দুজন পুরুষ ও একজন নারীকে বেত্রাঘাত করেছেন। মিসতাহ, হাসসান ও হামনাহ বিনতে জাহাশ। তিরমিজির বর্ণানাতেও এমন পাওয়া যায়।

> কুরতুবি বলেন, উলামায়ে কেরামের কাছে একটি প্রসিদ্ধ সংবাদ হলো শাস্তি কার্যকর করা হয় হাসসান, মিসতাহ ও হামনা বিনতে জাহাশের ওপর। 'আবদুল্লাহ ইবনু উবাইকে শাস্তি দেওয়ার কথা শোনা যায় না। কিছু দুর্বল বর্ণনায় আছে, ইবনু সালূলকেও শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তবে তা অনির্ভরযোগ্য।

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেছেন, 'আবদুল্লাহ বিন উবাইকে শাস্তি না দেওয়ার পেছনে ছিল কয়েকটি হিকমাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বর্ণিত আছে, হদ হলো প্রাপ্য ব্যক্তির জন্য সহজীকরণ ও কাফ্ফারা স্বরূপ। আর খবীসটা এর উপযুক্ত ছিল না। কেননা আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আখিরাতে তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

হদ সাব্যস্ত হয় না প্রমাণ কিংবা স্বীকারোক্তি ছাড়া, আর ইবনু সালূল মিথ্যারোপের কথা স্বীকার করেনি, অন্যকেউ তার বিপক্ষে সাক্ষ্যও দেয়নি। কেননা সে শুধু তার অনুচরদের মাঝেই আলোচনা করেছিল। আর এরা তার বিপক্ষে সাক্ষ্য না দেওয়াটাই স্বাভাবিক।

শাস্তি কার্যকর করার চেয়েও মহৎ উদ্দেশ্যে তার হদ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তা হলো, তার জাতিকে সংযুক্ত রাখা এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষিত না করা। যেমন: বহুবার মুনাফিকি প্রকাশ ও এ জাতীয় কথার পরেও তাকে হত্যা করা হয়নি। অথচ হত্যা করা হলে তাও হয়তো সময়োপযোগী একটা পদক্ষেপ হতো।

৩. সাইয়িদা আয়িশার কাছে হাসসান ﷺ-এর অপারগতা প্রকাশ।

বিভিন্ন বর্ণনায় স্পষ্ট হয়, ইবনু সালূল ছাড়া ইফ্‌কের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মু'মিনরা তাওবা করেছেন। পরবর্তী সময়ে হাসসানও অপারগতা প্রকাশ করেছেন। আয়িশার প্রশংসা করেছেন যথার্থভাবে। তিনি কবিতা আবৃত্তি করে বলেছিলেন—

> 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে পেয়েছি পুণ্যবতী,
>
> আপনি স্বাধীনচেতা, চরিত্রে নেই বিদ্বেষের কাদা।'

৪. বনু মুসতালিক যুদ্ধ থেকে উদ্ভাবিত বিধিবিধান

যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে, অথচ তা কবুল না করে তেড়িবেড়ি করছে, কোনো প্রকার সতর্কতা প্রদর্শন ছাড়াই তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করা জায়িয।

আযাদ করে দেওয়াকে মোহরানা ধার্য করা শুদ্ধ হবে। যেমনটি এই যুদ্ধেই রাসূল ﷺ জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিসের ক্ষেত্রে করেছেন।

সফরের সময় স্ত্রীদের মাঝে লটারি করা বৈধ। আয়িশা ﷺ-এর কথা অনুযায়ী নবিজি ﷺ যুদ্ধের সফরে বের হওয়ার সময় কোন স্ত্রীকে সঙ্গে নেবেন, এ ব্যাপারে লটারি করতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আরবদেরও দাস বানানো জায়িয। জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে এই যুদ্ধে এমনটাই ঘটেছিল।

উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আয়িশা ﵂ পবিত্র। তার চরিত্র কলঙ্কমুক্ত। এরপরও যারা তাকে অপবাদ দেবে, তারা কাফির। কেননা তার কথা হবে কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এই যুদ্ধের সময় আরেকটি বিধান আলোচিত হয়েছে, তা হলো স্ত্রীর সঙ্গে আযল (স্ত্রী-সহবাসে পুরুষের বীর্য স্ত্রীর প্রস্রাবদ্বারের বাইরে ফেলা) করা জায়িয। সাহাবিরা নবিজিকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, তোমরা এমন করার ক্ষেত্রে বাধা কীসের? কিয়ামাতের আগে যে সন্তান আসবার, সে আসবেই।

জুমহুর উলামায়ে কেরামের মতে, স্বাধীন স্ত্রীর সঙ্গে তার অনুমতি নিয়ে আযল করা বৈধ। পাশাপাশি সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন ও মহত্ত্ব বোঝানোর জন্য এই যুদ্ধে তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয়। আমরা জানি, পানি পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম, আর পবিত্রতা সালাত আদায়ের অন্যতম শর্ত; কিন্তু আল্লাহর কাছে সালাতের গুরুত্ব এতটাই যে, পানি না থাকলেও বিকল্প পদ্ধতিতে পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করতে হবে। সেক্ষেত্রে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করতে হবে। এমনিভাবে নিরাপত্তাহীনতা ও ভয় সালাত কায়েমের মাঝে দেওয়াল হবে না। প্রয়োজনে মুজাহিদরা দু-দলে বিভক্ত হয়ে সালাতুল খাউফ আদায় করবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রান্তটীকা

[১] আস-সিরাতুন নাবাউইয়্যাহ তারবিয়াতু উম্মাহ ওয়া বানাউ দাওলাহ, সালিহ আশ-শামি, পৃ. ১১৮

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০, ১২১

[৩] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ৩৩,৩৪

[৪] তাবাকাতু ইবন সাদ, ১/৩২৫

[৫] আস-সিরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২০২, ২০৩

[৬] আস-সিরাতুন নাবাউয়্যাহ, ড. ইবরাহীম 'আলি মুহাম্মাদ, পৃ. ১৩০, ১৩১। উসলুবের বিন্যাস এই কিতাব থেকে নেওয়া হয়েছে এবং মহত্ত্বের দৃশ্য 'আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ' কিতাব থেকে চয়িত হয়েছে।

[৭] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ১২৪

[৮] আস-সিরাতুন নাবাউয়্যাহ ফি যাউইল কুরআনি ওয়াস সুন্নাহ, ড. নুহাম্মাদ আবু শুহবাহ ১/৪৬১

[৯] আত-তারীখুল ইসলামি, আল-হামীদি ৩/১২৮

[১০] আস-সিরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২০৪

[১১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ১৩২

[১২] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ১২৯

[১৩] আস-সিরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২০৫

[১৪] আল-মুজমা লিল-হাইসামি, ৬/৬১, আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ১৩১

[১৫] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ২/১৫৯

[১৬] আস-সিরাতুন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ১৩৪

[১৭] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ২/১৬০

[১৮] প্রাগুক্ত

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[১৯] আস-সিরাতুন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ১৩২

[২০] প্রাগুক্ত

[২১] বুখারি, কিতাবুল ইসতিসকা ২/৩৩, হাদীস নং ১০০৬

[২২] আস-সিরাতুন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ১৩৫

[২৩] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ১১৯

[২৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

[২৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ,ইবনু হিশাম, ১/৪৭৭

[২৬] আল-হাকিম, ৩/৩৯৮, সহীহ।

[২৭] প্রাগুক্ত

[২৮] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, ড. আব্দুর রহমান আল-বার, পৃ. ১২১

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

[৩০] আল-মারআতু ফিল-আহদিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ১১৬

[৩১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

[৩২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ ফি যাওইল কুরআনি ওয়াস সুন্নাহ, আবু শুহবাহ ১/৪৬৮, ৪৬৯

[৩৩] আল-মারআতু ফিল-আহদিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ১১৮

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

[৩৫] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ২/১৭১, ১৭২

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২/১৭৪, ১৭৫

[৩৭] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ২/১৪৬, ১৪৭

[৩৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, নদভি, পৃ. ১৫৭

[৩৯] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ৫২

[৪০] আল-আসাসু ফিস সুন্নাহ, ১/৩৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৪১] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ১৫৭

[৪২] বুখারি, উমরাহ অধ্যায়, ৩/৬৩০, হাদীস নং ১৮০২

[৪৩] মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়, মাদীনার ফজিলত পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ২/১০০০, হাদীস নং ১৩৭৩

[৪৪] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ১৫৮

[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০

[৪৬] মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়, মাদীনার ফজিলত পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ২/৯৯২, হাদীস নং ১৩৬৩

[৪৭] আহমাদ, ২/৭৪, হাদীস নং ৫৮১৮, সনদ সহীহ। ইবনু হিব্বান সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, হাদীস নং ৩৮৪১

[৪৮] বুখারি, মাদীনার ফজিলত অধ্যায়, ৪/১০০, হাদীস নং ১৮৯০

[৪৯] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃষ্ঠা. ১৬১

[৫০] বুখারি, মাদীনার ফজিলত অধ্যায়, ৪/৯৩, হাদীস নং ১৮৭৬

[৫১] মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়, ২/১০০৫, হাদীস নং ১৩৮১

[৫২] বুখারি, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, উহুদ যুদ্ধ পরিচ্ছেদ, ৭/৩৫৬, হাদীস নং ৪০৫০

[৫৩] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃষ্ঠা. ১৬২

[৫৪] বুখারি, মাদীনার ফজিলত অধ্যায়, ৪/৯৩, হাদীস নং ১৮৭৭

[৫৫] মুসলিম, হাজ্জ অধ্যায়, মাদীনার ফজিলত পরিচ্ছেদ, ২/৯৯৯, হাদীস নং ১৩৭১

[৫৬] এই বিধি অবশ্য সবখানের জন্যই প্রযোজ্য, পবিত্র স্থানে এটা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

[৫৭] বুখারি, বেচাকেনা অধ্যায়, ৪/৩৪৬, হাদীস নং ২১২৯

[৫৮] বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, ৭/৩৭৭, হাদীস নং ৪০৮৪

[৫৯] দেখুন: আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ : প্রক্ষিত সতর্কতা ও প্রতিরক্ষা, পৃ. ১৩৫।

[৬০] দেখুন: আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/১৮১; আল-ফাত্হ, ইবনে হাজার, এর বর্ণনাসূত্র

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

হাসান, ফাতহুল-বারি, ৭/২৩৬।

[৬১] দেখুন: ফী যিলালিল কুরআন, ৩/১৫০১।

[৬২] দেখুন: *আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু কাসীর,* ৩/২৩৩,২৩৪

[৬৩] *আন-নিহায়া,* ৪/২০১

[৬৪] *সহীহ বুখারি,* কিতাবু মানাকিবিল-আনসার, নবি ﷺ-এর হিজরাত পরিচ্ছেদ, হাদীস-৩৯০৫।

[৬৫] *ইবনে কাসীর, আস-সীরাহ আন-নাবাওয়ীয়াহ,* ২/২৩৪।

[৬৬] *আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল-কারীম,* পৃ: ৩৩৪।

[৬৭] তিরমিযি, মানাকিব অধ্যায়, মাক্কার ফজিলত পরিচ্ছেদ, ৫/৭২২, আল-বানি এটিকে সহীহ বলেছেন (সহীহ সুনানুত তিরমিযি, হাদীস নং ৩৯২৫)

[৬৮] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃষ্ঠা. ৭২

[৬৯] ফি যিলালিল কুরআন, ৪/২২৪৭

[৭০] বুখারি, সাহাবাদের ফজিলত অধ্যায়, মুহাজিরদের মানাকিব পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৩৬৫৩

[৭১] আল-মুস্তাফাদু মিন কিসাসিল কুরআন, ২/১০১

[৭২] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/১৮৮

[৭৩] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ১০৪-১০৬। 'আল-হাওয়ামিশ'-এর বিবরণে এর থেকে সামান্য পরিবর্তন আছে।

[৭৪] বুখারি, আনসারদের মানাকিব অধ্যায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরাত পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৩৯০৬

[৭৫] আর-রাওযুল আনফ, ৪/২১৮, আল-হিজরাতু ফিল-কুরআন, পৃ. ৩৪৬

[৭৬] আস-সিরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ১/৪৯৫

[৭৭] আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ৩৫১

[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৭৯] সাহীহ বুখারি, আনসারদের মানাকিব অধ্যায়, নবিজির হিজরাত পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৩৯০৬

[৮০] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৯১১

[৮১] প্রাগুক্ত

[৮২] আল-হিজরাতু ফিল-কুরআন, পৃ. ৩৫৩

[৮৩] মুসলিম, যুহদ ও রাকায়িক অধ্যায়, হিজরাতের ঘটনার পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ২০০৯

[৮৪] আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ৩৫৪

[৮৫] বুখারি, আনসারদের মানাকিব অধ্যায়, নবিজির মাদীনায় হিজরাত পরিচ্ছেদ, ৫/৭৯, হাদীস নং ৩৯১১

[৮৬] আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ৩৫৫

[৮৭] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ১৯৯

[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

[৮৯] আল-আসাসু ফিস-সুন্নাহ, সাঈদ হুয়ি, ১/৩৫৭

[৯০] ফিস-সীরাতিন নাবাউয়্যাহ কিরাআতু লিজাওয়ানিবিল হাযরি ওয়াল হিমায়াহ, পৃ. ১৪১

[৯১] মুঈনুস সীরাহ, পৃ. ১৪৭

[৯২] আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ৩৬১

[৯৩] আযওয়াউ আলাল হিজরাতি, তাওফীক মুহাম্মাদ, পৃ. ৩৯৩-৩৯৭

[৯৪] মুঈনুস সীরাহ, পৃ. ১৪৮

[৯৫] আল-মুস্তাফাদু মিন কিসাসিল কুরআন, ২/১০৮

[৯৬] প্রাগুক্ত

[৯৭] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ২০৬

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

[৯৯] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ২/১০২, সনদ সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[১০০] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ১২৮

[১০১] ফিকহুস সীরাহ, ড. বৃতি, পৃ. ১৯৩

[১০২] আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ৩৬৪

[১০৩] মুঈনুস সীরাহ, পৃ. ১৪৮-১৪৯

[১০৪] আল-মুসনাদ, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির তাহকীককৃত ১/৩, হাদীস নং ৩, সনদ সহীহ।

[১০৫] ফি যিলালিল হিজরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৫৮

[১০৬] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ২/১৯১, ১৯২

[১০৭] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, দুরূস ওয়া 'ইবরুন, আস-সাবাঈ, পৃ. ৭১

[১০৮] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ২০৪

[১০৯] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু ফারিস, পৃ. ২৫৪

[১১০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আস-সাবাঈ, পৃ. ৬৮

[১১১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু ফারিস, পৃ. ৫৪

[১১২] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ২০৫

[১১৩] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু ফারিস, পৃ. ৫৯; শারহুল মাওয়াহিব, ১/৪০৫

[১১৪] আল-ইসালাহ, ১/১৪৬

[১১৫] সাহীহ আল-জামিউস সাগীর, ১/৩২৮, হাদীস নং ৯৮৬

[১১৬] আল-ফাতহুর রাব্বানি, আস-সাআতি, ২০/ ২৮৯; আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৬৬৯১; আল-মুজমা, হাইসামি, ৬/৫৮, ৫৯

[১১৭] আত-তারীখুল ইসলামি, আল-হামিদি, ৩/১৭৮

[১১৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ১/৪৯৫, বুখারি, হাদীস নং ৩৯০৬

[১১৯] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ১/৪৯৫, সাহীহ আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ১৮১

[১২০] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ৪০৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[১২১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আস-সাবাঈ, পৃ. ৪৩; আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ৩৬৭

[১২২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু ফারিস, পৃ. ৩৫৮, ৩৫৯

[১২৩] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ২০২

[১২৪] বানাউল মুজতামাঈল ইসলামিয়্যি ফি 'আসরিন নাবাউয়্যাহ, মুহাম্মাদ তাওফীক, পৃ. ১১৯

[১২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২, ১২৩

[১২৬] ফিকহুস সীরাহ, আল-বুতি, পৃ. ১৭২

[১২৭] আল-গুরাবাউল আউয়ালূন, পৃ. ১৯৮, ১৯৯

[১২৮] তিরমিযি, মানাকিব অধ্যায়, মাক্কার ফজিলত পরিচ্ছেদ, ৫/৭২২, হাদীস নং ৩৯২৫, হাদীস সাহীহ।

[১২৯] বুখারি, দাওয়াহ অধ্যায়, হাদীস নং ৬৩৭২; বুখারি, হাদীস নং ১৮৮৯

[১৩০] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ২/৩১০

[১৩১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ১/৪৮৯, ৪৯০

[১৩২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, উমারি, ১/২২০

[১৩৩] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ১/৪৯৭

[১৩৪] মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মাদ সাদিক উরজূন, ২/৪২১

[১৩৫] প্রাগুক্ত, ২/৪২৩

[১৩৬] আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ১৭৫

[১৩৭] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাহ, ড. মুহাম্মাদ আবু ফারিস, পৃ. ১৩

[১৩৮] মুবাহাসু ফি উলূমিল কুরআন, আল-কাতান, পৃ. ৫৯

[১৩৯] আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ৮৪

[১৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[১৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[১৪২] তাফসীর আল-বাগাউই, ৪/৩১৮

[১৪৩] আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ১০৬

[১৪৪] আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন, ৩/৫০; তাফসীরু আবিস সাউদ, ১/২১৮

[১৪৫] তাফসীর ইবন কাসীর, ২/৩৯৭

[১৪৬] তাফসীরুর রাযি, ১৫/২০৮

[১৪৭] তাফসীরু আবিস সাউদ, ৪/৫৩

[১৪৮] তাফসীর ইবন কাসীর, ৪/২৯৫; তাফসীরু আবিস সাউদ, ৮/২২৮; তাফসীরু ফাতহিল কাদীর, ৫/২০০; আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ১৩২

[১৪৯] তাফসীরুল মারাগি, ১০/৭৮; তাফসীরুর রাযি, ১৬/১৩, ১৪

[১৫০] হিজরাতুর রাসূলি ওয়া সাহাবাতিহি ফিল কুরআনি ওয়াস সুন্নাতি, আল-জামাল পৃ. ৩৩২, ৩৩৩

[১৫১] যাদুল মাসীর, ইবনুল জাওযি, ২.৯৭, তাফসীর আল-কাসিমি, ৩/৩৯৯

[১৫২] আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, পৃ. ১৬১

[১৫৩] রূহুল মাআনি, আলূসি ৫/১২৮, ১২৯; আসবাবুন নুযূল, আল-ওয়াহিদি, পৃ. ১৮১

[১৫৪] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ১২৪

[১৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

[১৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

[১৫৭] ফিকহুস সীরাহ, আল-গাযালি, পৃ. ১৯১; ফিকহুস সীরাহ, আল-বূতি পৃ. ৫১

[১৫৮] বুখারি, আনসারদের মানাকিব অধ্যায়, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবি-দের মাদীনায় হিজরাত পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৩৯০৬

[১৫৯] মুসলিম, আনসারদের মানাকিব অধ্যায়, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাসজিদ নির্মাণ পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৫২৪

[১৬০] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৩৩, আত-তারীখুস সিয়াসি ওয়াল-আসকারি লি-দাওলা-তিল মাদীনাহ, ড. আলি মু'তি, পৃ. ১৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[১৬১] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৩০৩, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মুহাম্মাদ রেজা, পৃ. ১৪৩

[১৬২] আত-তারীখুস সিয়াসি ওয়াল আসকারি লি দাওলাতিল মাদীনাহ, ড. আলি মু'তি, পৃ. ১৫৭

[১৬৩] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ১/৫০১, ৫০২

[১৬৪] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, উমারি, ১/২৫৭

[১৬৫] ওয়াফাউল ওয়াফা, আস-সামহূদি, ১/৩২১

[১৬৬] আল-ফাতাওয়া, ১১/৩৮

[১৬৭] ফাতহুল বারি, ১/৫৩৫, ৫৯৫

[১৬৮] বুখারি, হাদীস নং ৬৪৫২

[১৬৯] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ তারবিয়াতু উম্মাহ ওয়া বানাউ দাওলাহ, আশ-শামি, পৃ. ১৭৫

[১৭০] আল-ফাতাওয়া, ১১/ ৪০, ৪১

[১৭১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ তারবিয়াতু উম্মাহ ওয়া বানাউ দাওলাহ, পৃ. ১৭৫

[১৭২] আল-মুসনাদ, ৫/৩২৪

[১৭৩] ওয়াফাউল ওয়াফা, আস-সামহূদি, ১/৩২৩

[১৭৪] সুনানু আবি দাউদ, ২/৩৬১

[১৭৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২৫৮, ২৫৯

[১৭৬] প্রাগুক্ত, ১/ ২৫৯

[১৭৭] প্রাগুক্ত, ১/২৬৬

[১৭৮] বুখারি, হাদীস নং ৩৫৮১; মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৭

[১৭৯] আসলুল হাদীস ফিল-বুখারি, হাদীস নং ৩১১৩; আল-মুসনাদ, ১/১০৬, হাদীস নং ৮৩৮

[১৮০] সুনানু আবি দাউদ, ২/২৩৭; ইবনু মাজাহ, ২/৭৩০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[১৮১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২৬৪

[১৮২] বুখারি, হাদীস নং ২০৪৭; মুসলিম হাদীস নং ২৪৯৬

[১৮৩] আল-হুলিয়্যাহ, আবু নুঈম, ১/৩৩৯,৩৪১

[১৮৪] যেমন : আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২৬২, ২৬৩

[১৮৫] ফিকহুস সীরাহ, আল-বুতি, পৃ. ২০৩

[১৮৬] মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মাদ উরজূন, ৩/৩৩

[১৮৭] প্রাগুক্ত, ৩/৩৪

[১৮৮] প্রাগুক্ত, ৩/৩৪, ৩৫

[১৮৯] প্রাগুক্ত, ৩/৩৩, ৩৫, ৩৬

[১৯০] আত-তারীখুস সিয়াসি ওয়াল-আসকারি, ড. আলি মু'তি, পৃ. ১৫৮

[১৯১] সুয়ারু মিন হায়াতির রাসূল, আমীন দাউইদার, পৃ. ২৬১

[১৯২] আত-তারীখুস সিয়াসি ওয়াল-আসকারি, ড. আলি মু'তি, পৃ. ১৫৮

[১৯৩] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, মুনীর আল-গাযবান, ২/২৫২

[১৯৪] কিরাআতু সিয়াসিয়্যাহ, লিস-সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, ড. মুহাম্মাদ কিলআজি, পৃ. ১১৪

[১৯৫] দাউলাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাত-তাকউইনি ইলা-তামকীন, ড. কামিল সামাহ আদ-দাকস, পৃ. ৪৩৮

[১৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৯

[১৯৭] মুসান্নাফ লি ইবনি আবি শাইবাহ, ২/৩৭১, ১২/২০৯-হাদীস নং ১২৫৬৭;

[১৯৮] আল-ইদারাতুল ইসলামিয়্যাতু ফি আসরি উমার বিন আল-খাত্তাব, ড. মুজদালাউই, পৃ. ৫২, ৫৩

[১৯৯] বুখারি, হাদীস নং ৬০৬৫; মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৯

[২০০] বুখারি, হাদীস নং ২৪৪২; আল-মুসনাদ, ২/৯১ হাদীস নং ৫৬৪৬

[২০১] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, উমারি, ১/২৪০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[২০২] আনসাবুল আশরাফ, বালাযুরি, ১/২৭০

[২০৩] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২৪০

[২০৪] প্রাগুক্ত

[২০৫] ফাতহুল বারি, ৭/৩০৪

[২০৬] যাদুল মাআদ, ২/৭৯

[২০৭] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু কাসীর

[২০৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২৪১

[২০৯] ফিকহুস সীরাহ, আল-গাযালি, পৃ. ১৯৩, ১৯৪

[২১০] ফুসূলু ফিস-সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, ড. আবদুল মুনঈম সাঈদ, পৃ. ২০০

[২১১] হিজরাতুর রাসূল ওয়া সাহাবাতিহি ফিল-কুরআনি ওয়াস সুন্নাহ, জামাল, পৃ. ২৪৫

[২১২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ১/৫০৫, ৫০৬; আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু কাসীর, ২/৩২৪

[২১৩] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২৫২

[২১৪] আল-হিজরাতু ফিল-কুরআনিল কারীম, আহযামি জাযওয়ালি, পৃ. ৪১৭

[২১৫] ফিকহুস সীরাহ, আল-বূতি, পৃ. ১৪৮। প্রকাশক : দারুস সালাম

[২১৬] মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, উরজূন, ৩/১২৯

[২১৭] মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৬

[২১৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, উমারি, ১/২০৪; বুখারি, হাদীস নং ৪৫৫৪, ১৪৬১, ৫৬১১ এবং আরও কিছু স্থানে।

[২১৯] বুখারি, বেচাকেনা অধ্যায়, হাদীস নং ২০৪৮

[২২০] বুখারি, রোযা অধ্যায়, হাদীস নং ১৯৬৮

[২২১] বুখারি, হাদীস নং ২৩২৫

[২২২] আত-তারীখুল ইসলামি, ৪/২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[২২৩] মুসনাদু আহমাদ, ৩/২০১, হাদীস নং, ১৩০৭৫; ইবনু আবি শাইবাহ, ৯/৬৮, হাদীস নং ৬৫৬১

[২২৪] আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৪/২৯

[২২৫] বুখারি, সাহাবিদের মানাকিব, হাদীস নং ৩৭৯৪

[২২৬] ফি যিলালিল কুরআন, ৬/৩৫২৬

[২২৭] ফিকহুস সীরাহ, আল-বুতি, পৃ. ১৪৯

[২২৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২৪৬

[২২৯] আত-তারীখুল ইসলামি, ৪/২৫

[২৩০] বুখারি, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং ৪৫৮০

[২৩১] ফিকহুত তামকীন ফিল কুরআন, আস-সাল্লাবি, ২৫৩

[২৩২] বুখারি, ঈমান অধ্যায়, হাদীস নং ১৬

[২৩৩] নাযারাত ফি রিসালাতিত তালীম, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-খাতীব, মুহাম্মাদ আবদুল হালীম হামিদ, পৃ. ২৬২

[২৩৪] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, ড. আবদুর রহমান আল-বার, পৃ. ১৩১-১৩৫

[২৩৫] বুখারি, আনসারদের মানাকিব অধ্যায়, হাদীস নং ৩৭৭৬

[২৩৬] বুখারি, আনসারদের মানাকিব অধ্যায়, হাদীস নং ৩৭৮৫

[২৩৭] বুখারি, আনসারদের মানাকিব অধ্যায়, ঈমানের কারণে আনসারদের প্রতি ভালোবাসা পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৩৭৮৩

[২৩৮] বুখারি, আনসারদের মানাকিব অধ্যায়, হাদীস নং ৩৭৭৯

[২৩৯] বুখারি, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং ৪৯০৬

[২৪০] বুখারি, আনসারদের মানাকিব অধ্যায়, হাদীস নং ৩৮০১

[২৪১] আল-হিজরাতুন নাবাউয়্যাতুল মুবারাকাহ, পৃ. ১৫১

[২৪২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, উমারি, ১/২৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[২৪৩] তানযীমাতুর রাসূলিল ইদারিয়্যাতি ফিল মাদীনাহ, সালিহ আলি, পৃ. ৪, ৫

[২৪৪] মাজমুআতুল ওসাইকুস সিয়াসিয়্যাহ, মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, পৃ . ৪১-৪৭

[২৪৫] মাজমুআতুল ওসাইকুস সিয়াসিয়্যাহ, মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, পৃ . ৪১-৪৭; ইবনু হিশাম, ১/৫০১-৫০৪

[২৪৬] আত-তারীখুস সিয়াসি ওয়াল আসকারি, আলি মু'তি, পৃ. ১৬৯

[২৪৭] দুস্তূর লিল-উম্মাহ, ড. আবদুন নাসির আত্তার, পৃ. ৯

[২৪৮] আত-তারীখুস সিয়াসি ওয়াল হাজারি, ড. সায়্যিদ আবদুল আযীয সালিম, পৃ. ১০০

[২৪৯] কিয়াদাতুর রাসূলিস সিয়াসিয়্যাহ ওয়াল আসকারিয়্যাহ, আহমাদ রাতিব, পৃ. ৯৩

[২৫০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২৯৩

[২৫১] তারীখু খালীফাহ বিন খিয়াত, পৃ. ২৩, ২৪; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/৫৫০

[২৫২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২৯৩

[২৫৩] নিযামুল হুকম, যাফার কাসিমি, ১/৩৭

[২৫৪] আত-তারীখুস সিয়াসি ওয়াল হাজারি, ড. সায়্যিদ আবদুল আযীয, পৃ. ১০২

[২৫৫] তাফসীরুল মানার, ১২/৩০৯

[২৫৬] আল-আহকাম ওয়াত তাহাকুম ফি খিতাবিল ওয়াহয়ি, ১/৪৩৩

[২৫৭] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/২৯১

[২৫৮] দাওলাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাত তাকউইন ইলাত তামকীন, পৃ. ৪২০

[২৫৯] নিযামুল হুকম, যাফার কাসিমি, ১/৩৮

[২৬০] দাওলাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাত তাকউইন ইলাত তামকীন, পৃ. ৪১১

[২৬১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০, ৪২১

[২৬২] নিযামুস সিয়াসি ফিল ইসলাম, পৃ. ৫৮, ৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[২৬৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[২৬৪] আর-রাওযুল আনফ, ২/১৭—নিযামুল হুকম, কাসিমি, ১/৩৮ থেকে চয়িত

[২৬৫] মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ৫/৪১১, হাদীস নং ২৩৪৮৯, আর-রিসালাহ প্রকাশনী, মুহাক্কিক-দের মতে এটির সনদ সহীহ।

[২৬৬] মাবাদিউ নিযামিল হুকম ফিল ইসলাম, আবদুল হামীদ মুতাওয়াল্লি, পৃ. ৩৮৫

[২৬৭] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ১/৫১৮, ৫১৯

[২৬৮] আত-তারীখুল ইসলামি, ৪/৪১, ৪২

[২৬৯] তাফসীর আল-কুরতুবি, ৪/২৯৫

[২৭০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ১/৫৫৮, ৫৫৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩/৫৮৩-৫৮৫; তাফসীরে মুজাহিদ, পৃ. ১৪০

[২৭১] আস-সিরাউ মাআল ইয়াহূদ, ১/৫১

[২৭২] যাদুল মাসীর ফি ইলমিত তাফসীর, ৮/১৮৯; সহীহ মুসলিম, ৪/১৭০৭, হাদীস নং ২১৬৫

[২৭৩] ইবনু হিশাম রচিত সীরাহ, ১/৫৬৭; তাফসীর ইবনু জারীর, ১/৪৪২; আল-ইয়াহূদ ফিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, আবদুল্লাহ আশকারি, ১/২৪২, ২৪৩

[২৭৪] সীরাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, দারওয়াযাহ, ২/১৭৯, ১৮০

[২৭৫] বুখারি, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং ৪৫৬৬

[২৭৬] আসবাবুন নুযূল, ওয়াহিদি, সূরা আলে ইমরান, পৃ. ৬৬, দারুল ফিকর প্রকাশনী

[২৭৭] মুসান্নিফে আবদুর রাযযাক, ১০/৪০৭, হাদীস নং ১৯৫১৫; মুসতাদরাকে হাকিম, ৪/২১৪ সনদ সহীহ।

[২৭৮] বুখারি, হাদীস নং ৫৪৬৯; মুসলিম, হাদীস নং ২১৪৬

[২৭৯] মুসতারাক, হাকিম, সাহাবাদের পরিচিতি অধ্যায়, ৩/৫৪৮, সনদ সহীহ।

[২৮০] বুখারি, ঈমান অধ্যায়, হাদীস নং ৪০

[২৮১] তাফসীরু আবিস সাউদ, ১/ ১৭০, ১৭১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[২৮২] তাফসীরু বায়যাবি—আস-সিরাউ মাআল ইয়াহুদ, ১/১০১ থেকে চয়িত।

[২৮৩] সুনানুত তিরমিযি, ৫/২০৮, হাদীস নং ২৯৬৪

[২৮৪] ফি যিলালিল কুরআন, ১/১৩৩

[২৮৫] আল-আসাসু ফিস সুন্নাহ, ১/৪৪০

[২৮৬] আল-ইয়াহুদ ফিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, ২/৫০৭

[২৮৭] বুখারি, সালাত অধ্যায়, হাদীস নং ৪৩৭

[২৮৮] বুখারি, ৬/৪৩৬, হাদীস নং ৩৪০৩

[২৮৯] ইবনু হিশাম রচিত সীরাত, ১/৫৬৭, ৫৬৮

[২৯০] আল-ইয়াহুদ ফিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, ২/৪৬৩-৪৮২

[২৯১] আল-মুসতাদরাক, হাকিম, ৪/১৪৩, ১৪৪, সনদ সহীহ

[২৯২] তাফসীরু তাবারি, ৮/৩০; আত-তাহরীর ওয়াত তানউইর, ১০/৪৮

[২৯৩] কাযায়া ফিল মানহাজ, সালমান আওদাহ, পৃ. ৮৪-৮৭

[২৯৪] বুখারি, হাদীস নং ২৭৯৭

[২৯৫] বুখারি, হাদীস নং ২৮১৭

[২৯৬] মুসলিম, হাদীস নং ১৯১৯

[২৯৭] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৯১৭

[২৯৮] তাফসীর ইবন কাসীর, ১/২৬২, পৃ. ৪৪৭

[২৯৯] আল-জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ, ড. আবদুল্লাহ আল-কাদিরি, ২/১৬২

[৩০০] হাশিয়াতু ইবন আবিদীন, ৪/১২৪

[৩০১] ফিকহুত তামকীন ফিল কুরআনিল কারীম, আস-সাল্লাবি, পৃ. ৪৮৮

[৩০২] বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস নং ৩৯৫০

[৩০৩] দালাইলুন নাবুয়্যাতি, বাইহাকি, ৩/২৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৩০৪] সুনানু আবি দাউদ, ৩/২১৩, হাদীস নং, ৩০০৪, হাদীস সহীহ।

[৩০৫] আল-জিহাদ ওয়াল কিতাল, ১/৪৭৭

[৩০৬] জাইশুন নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মাহমুদ শীত খাত্তাব, পৃ. ৫৪

[৩০৭] তাবাকাত ইবনু সাদ, ২/৭

[৩০৮] হাদীসুল কুরআন আন গাযওয়াতির রাসূল, ১/৪০

[৩০৯] সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/৫৯৫

[৩১০] তাবাকাত ইবনু সাদ, ২/১০, ১১

[৩১১] সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/৬০০

[৩১২] সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/৬০১

[৩১৩] হাদীসুল কুরআনিল কারীম আন গাযওয়াতির রাসূল, ১/৪৩

[৩১৪] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ১/৭৫, ৭৬

[৩১৫] ফি যিলালিল সীরাহ, গাযওয়াতু বাদর, আবু ফারিস, পৃ. ১২

[৩১৬] দিরাসাত ফি আহদিন নবুউয়্যাহ, আশ-শুজা, পৃ. ১৬৩

[৩১৭] বুখারি, ৭২৩১

[৩১৮] তাফসীরুল কুরতুবি, ৬/২৩০

[৩১৯] ওয়ালাইতুশ শুরতাহ ফিল ইসলাম, ড. উমার মুহাম্মাদ আল-হামীদানি, পৃ. ৬৩

[৩২০] আল-ওয়াসাইকুস সিয়াসিয়ায়্যাহ, মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, পৃ. ২২০

[৩২১] আল-জিহাদ ওয়াল কিতাল ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়্যাহ, ড. মুহাম্মাদ খাইর হাইকল, ১/৪৭৯

[৩২২] দাওলাতুর রাসূল মিনাত তাকউইন ইলাত তামকীন, পৃ. ৫৩০

[৩২৩] আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, ড. আবদুল গাফফার আযীয, পৃ. ২৯৬

[৩২৪] সুনানুত তিরমিযি, ২/২৭৭

[৩২৫] আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুসুন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৯২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৩২৬] মাজমুআতুল ওয়াসাইকিস সিয়াসিয়্যাহ, মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, পৃ. ৬২

[৩২৭] আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুসুন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৮৬

[৩২৮] সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/২১৮, ২১৯

[৩২৯] আত-তারীখুল ইসলামি, মাওয়াকিফ ওয়া ইবার, ৪/৭১

[৩৩০] প্রাগুক্ত, ৪/৭১

[৩৩১] সুনানুল বাইহাকি, ৯/৫৯—আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুসুন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ১০০ থেকে চয়িত।

[৩৩২] সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/৬০৩, ৬০৪

[৩৩৩] আত-তারীখুল ইসলামি, ৪/৭২

[৩৩৪] দাওলাতুর রাসূল মিনাত তাকুইন ইলাত তামকীন, পৃ. ৫৩৩

[৩৩৫] আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুসুন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ১০০

[৩৩৬] গাযওয়াতু বাদরিল কুবরা, ড. মুহাম্মাদ আবু ফারিস, পৃ. ২৩

[৩৩৭] ইবনু হিশাম রচিত সীরাত, ১/৬০২

[৩৩৮] দাওলাতুর রাসূল মিনাত তাকুইন ইলাত তামকীন, পৃ. ৫৩২

[৩৩৯] দিরাসাত ফি আহদিন নবুয়্যাহ, ড. আবদুর রাহমান আশ-শুজা, পৃ. ১৩১

[৩৪০] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, দারওয়াযাহ, ২/৭৩, ৭৬—দিরাসাত ফি আহদিন নবুয়্যাহ, ড. আবদুর রাহমান আশ-শুজা, পৃ. ১৭২ থেকে চয়িত।

[৩৪১] মানাহিজু ওয়া আদাবুস সাহাবাহ ফিত তাআল্লুমি ওয়াত তালীমি, ড. আল-বার, পৃ. ৫৯, ৬০

[৩৪২] বুখারি, ইলম অধ্যায়, হাদীস নং, ৯৫

[৩৪৩] মানাহিজু ওয়া আদাবুস সাহাবাহ, ড. আবদুর রহমান আল-বার, পৃ. ৬২

[৩৪৪] বুখারি, মানাকিব অধ্যায়, হাদীস নং, ৩৫৬৮

[৩৪৫] বুখারি, ইলম অধ্যায়, হাদীস নং, ৬৮

[৩৪৬] মানাহিজু ওয়া আদাবুস সাহাবাহ, পৃ. ৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৩৪৭] মুসলিম, পবিত্রতা অধ্যায়, হাদীস নং ৪১

[৩৪৮] মুসলিম, হাদীস নং ৫৮১

[৩৪৯] মুসলিম, মুসাফিরের সালাত ও সালাতে কসর অধ্যায়, সূরা কাহাফ ও আয়াতুল কুরসির ফজিলত পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৮১০

[৩৫০] মুসলিম, হাদীস নং ২৯৫৭

[৩৫১] বুখারি, হাদীস নং ২৪৪৬

[৩৫২] মুসনাদে আহমাদ, ১/৪৩৫, হাদীস নং ৪১৪২, আর-রিসালাহ প্রকাশনী; হাকিম, ২/৩১৮, সনদ সহীহ।

[৩৫৩] আবু দাউদ, পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়, হাদীস নং ৪০৫৭

[৩৫৪] সহীহ সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৫১৬৩

[৩৫৫] বুখারি, জুমুআহ অধ্যায়, মিম্বারের উপর খুতবা পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ৯১৭

[৩৫৬] আবু দাউদ, পবিত্রতা অধ্যায়, ১/৩, হাদীস নং ৮

[৩৫৭] মানাহিজু ওয়া আদাবুস সাহাবাহ ফিত তাআল্লুমি ওয়াত তালীমি, পৃ. ৮৫

[৩৫৮] মুসলিম, মুসাফিরের সালাত অধ্যায়, হাদীস নং ২৩৬

[৩৫৯] মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, হাদীস নং ৫৩৭

[৩৬০] বুখারি, হাদীস নং ৬৯৭৯

[৩৬১] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/১৭৩, ১৭৪

[৩৬২] বুখারি, ইলম অধ্যায়, হাদীস নং ৯০

[৩৬৩] ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৮৫

[৩৬৪] বুখারি, ঈমান অধ্যায়, হাদীস নং ২০

[৩৬৫] ফাতহুল বারি, ১/১৮৭

[৩৬৬] বুখারি, আদব অধ্যায়, হাদীস নং ৫৯৯৯

[৩৬৭] আর-রাসূলুল মুআল্লিম, আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, পৃ. ১৬০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৩৬৮] তিরমিযি ফিশ শামাইলি মুহাম্মাদিয়াহ, হাদীস নং ৩৩৫

[৩৬৯] মানাহিজু ওয়া আদাবুস সাহাবাহ, পৃ. ৭৭

[৩৭০] মানাহিজু ওয়া আদাবুস সাহাবাহ, পৃ. ৭৮

[৩৭১] ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৪২৮১

[৩৭২] হাকিম, ২/৪৩৭

[৩৭৩] মানাহিজু ওয়া আদাবুস সাহাবাহ, পৃ. ৮০

[৩৭৪] আল-জামি, ১/৩৬৩, ৩৬৪

[৩৭৫] আল-জামি, ২/৮৬, হাদীস নং ১২২৯

[৩৭৬] আল-জামি, ১/২৩৭, হাদীস নং ৪৬৮

[৩৭৭] শারহুন নাবাউই আলা মুসলিম, ৩/৭৪১

[৩৭৮] বুখারি, তাফসীর অধ্যায়, সূরা আলে ইমরান, হাদীস নং ৪৫৪৭

[৩৭৯] বুখারি, হাদীস নং ৭২৮৯; মুসলিম, হাদীস নং ২৩৫৮

[৩৮০] মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/১৫৯

[৩৮১] মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, ইসলামের আরকান সম্বন্ধে প্রশ্ন পরিচ্ছেদ, হাদীস নং ১০

[৩৮২] দিরাসাত ফি আহদিন নুবুয়্যাহ, আশ-শুজা, পৃ. ১৬৬, ১৬৮

[৩৮৩] সুনানু আবি দাউদ, যাকাত অধ্যায়, হাদীস নং ১৬০৯

[৩৮৪] সাহীহ সুনানে নাসাঈ, যাকাত অধ্যায়, হাদীস নং ২৫০৬

[৩৮৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/১১১

[৩৮৬] মুঈনুস সীরাহ, পৃ. ১৬৮

[৩৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

[৩৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

[৩৮৯] ফাতহুল বারি, ইবনু হাজার আসকালানি,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৩৯০] মুসলিম, ইমাম নববির শরাহ, ৬/৩৪০

[৩৯১] আল-মুসনাদ, ১/৪১১; মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬/৬৯; জাওয়ামিউস সীরাহ, পৃ. ১০৮

[৩৯২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, উমারি, ২/৩৫৫

[৩৯৩] আল-মুসনাদ, ১/৪১১; হাদীস নং ৩৯০১

[৩৯৪] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ২/২৩০

[৩৯৫] মাওসূআতু নাযরাতিন নাঈম, ১/২৮৭

[৩৯৬] সাহীহ বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, ৩/৩৯৫২

[৩৯৭] বুখারি, কিতাবুল মাগাযি, ৩/৩৯৫২

[৩৯৮] বুখারি, তাফসীর অধ্যায়, ৩/৪৬০৯

[৩৯৯] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/২৬২, সনদ সহীহ; আল-মুসনাদ, ৫/২৫৯, হাদীস নং ৩৬৯৮

[৪০০] গাযওয়াতু বাদরিল কুবরা, আবু ফারিস, পৃ. ৩৭

[৪০১] আল-মুসনাদ, ৯৪৮; ইবনু হিশাম, ২/২২৯

[৪০২] বুখারি, জিহাদ অধ্যায়, ২/২৯৪৭

[৪০৩] মুসলিম, ৩/১৫১০, হাদীস নং ১৯০১

[৪০৪] ইমাম নববি শরাহকৃত সহীহ মুসলিম, ১৩/৪৫

[৪০৫] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৩/২১

[৪০৬] তাফসীর আল-কুরতুবি, ৮/২৫

[৪০৭] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ২/২৩০

[৪০৮] সীরাতে ইবনে হিশাম, ২/২৩৩

[৪০৯] গাযওয়াতু বাদরিল কুবরা, পৃ. ৬৬

[৪১০] হাদীসুল কুরআন আন গাযওয়াতির রাসূল, ১/৯১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৪১১] আল-কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ, ড. মুহাম্মাদ রশীদ, পৃ. ৪০১

[৪১২] বুখারি, মাগাযি অধ্যায়, হাদীস নং ৩৯৮৪, ৩৯৮৫

[৪১৩] আল-কিয়াদাতুল আসকারিয়্যাহ ফি আহদির রাসূল, পৃ. ৪৫৪

[৪১৪] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ২৩৬

[৪১৫] গাযওয়াতু বাদরিল কুবরা, আবু ফারিস, পৃ. ৫২

[৪১৬] মুখতাসার সহীহ মুসলিম, মুনযিরি, ২/৭০, হাদীস নং ১১৫৭

[৪১৭] সিফাতুস সাফওয়াহ, ১/৪৮৮; যাদুল মাআদ, ৩/১৮২; তারীখ আত-তাবারি, ২/৪৪৮

[৪১৮] সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/২৩৯

[৪১৯] আল-মাদরাসাতুল আসকারিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ, আবু ফারিস, পৃ. ১৪৩

[৪২০] মুসলিম ৩/১৫১০, হাদীস নং ১৯০১

[৪২১] আল-মুনযিরি, মুখতাসার সাহীহ মুসলিম, ২/৭০, হাদীস নং ১১৫৭

[৪২২] মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, হাদীস নং ৩/৩৮৪

[৪২৩] বুখারি, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, বদরের ঘটনা পরিচ্ছেদ ৫/৬, হাদীস নং ৩৯৫৩

[৪২৪] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/২৬৭

[৪২৫] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৩/৩৬

[৪২৬] আল-মুসতাফাদু মিন কিসাসিল কুরআন, ২/১২৫

[৪২৭] আল-আসাসু ফিস সুন্নাতি ওয়া ফিকহিহা, আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ১/৪৭৪

[৪২৮] আল-মুসতাফাদু মিন কিসাসিল কুরআন, ২/১২৬

[৪২৯] আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ১১৬-১১৮

[৪৩০] তাফসীর আয-যামাখশারি, ২/২২৫; তাফসীর ইবন কাসীর, ২/৩১৫

[৪৩১] মুসলিম, জিহাদ অধ্যায়, হাদীস নং ১৭৬৩

[৪৩২] বুখারি, মাগাযি অধ্যায়, হাদীস নং ৩৯৯৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৪৩৩] আল-মুসতাফাদু মিন কিসাসিল কুরআন, ২/১৩১, ১৩২

[৪৩৪] আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৪/১৪৫

[৪৩৫] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ২৫০

[৪৩৬] মাওসূআতু নাযরাতিন নাঈম, ১/২৯১

[৪৩৭] মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাদিক উরজুন ৩/৪৫৩

[৪৩৮] যাদুল মাআদ, ৩/১৮৭

[৪৩৯] বুখারি, হাদীস নং ৩৯৭৬; মুসলিম, হাদীস নং ২৮৭৩, ২৮৭৪

[৪৪০] বুখারি, হাদীস নং ২১৮

[৪৪১] বুখারি, হাদীস নং ৩১৪১

[৪৪২] বুখারি, হাদীস নং ৩৯৬৩

[৪৪৩] মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, সাদিক উরজুন ৩/৪৩১, ৪৩২

[৪৪৪] বুখারি, হাদীস নং ২৩০১

[৪৪৫] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, আলি, পৃ. ১৭৮; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১/৬৩১, সনদ সহীহ।

[৪৪৬] আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৪/১৫২, ১৫৩

[৪৪৭] ইবনু হিশাম রচিত সীরাত, ২/২৪৪

[৪৪৮] আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৪/১৫৩

[৪৪৯] বুখারি, মাগাযি অধ্যায়, হাদীস নং ৩৯৯৮

[৪৫০] আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৪/১৬৩

[৪৫১] প্রাগুক্ত, ৪/১২১

[৪৫২] বুখারি, মাগাযি অধ্যায়, হাদীস নং ৩৯৮২

[৪৫৩] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ২/৩১

[৪৫৪] আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৪/৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৪৫৫] প্রাগুক্ত, ৪/১৭৪

[৪৫৬] মুসনাদ, ইমাম আহমাদ, ৫/৩২৪, হাদীস নং ২২৭৬২; তাফসীর ইবন কাসীর, ২/২৮৩

[৪৫৭] মুসনাদ, ইমাম আহমাদ, ৫/৩২২, হাদীস নং ২২৭৪৭

[৪৫৮] সুয়ারুন ওয়া ইবারুন মিনাল জিহাদিন নাবাউই ফিল মাদীনাহ, পৃ. ৬১, ৬২

[৪৫৯] সুনানু আবি দাউদ, ৫/৫২৫; সাহীহ আবু দাউদ, হাদীস নং ২৭৪৭

[৪৬০] বুখারি, হাদীস নং ৩৬৯৯

[৪৬১] মুঈনুস সীরাহ, পৃ. ২১৫

[৪৬২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/১৭৬

[৪৬৩] মুসলিম, ৩/১৭৬৩

[৪৬৪] মুসনাদ, ইমাম আহমাদ, ১/৩৮৩, ৩৮৪, হাদীস নং ৩৬৩২; তাফসীর ইবন কাসীর, ২/৩২৫

[৪৬৫] আবু দাউদ, হাদীস নং ২৬৮৯

[৪৬৬] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৩/৫৪

[৪৬৭] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৩০৬

[৪৬৮] মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬/৮৬

[৪৬৯] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৩/৬৮

[৪৭০] আবু দাউদ, হাদীস নং ২৬৯২

[৪৭১] আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৪/১৮৩

[৪৭২] মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, উরজূন, ৩/৪৭৪

[৪৭৩] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/১৬৪, ১৬৫

[৪৭৪] গাযওয়াতু বাদরিল কুবরা, পৃ. ১০১

[৪৭৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/১৭১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৪৭৬] সাহীহুস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ২৬০

[৪৭৭] গাযওয়াতু বাদরিল কুবরা, আবু ফারিস, পৃ. ৮২

[৪৭৮] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৩/৭৩

[৪৭৯] মাউসূআতু নাযরাতিন নাঈম, ১/৪৫৩

[৪৮০] বুখারি, মানাকিব অধ্যায়, হাদীস নং ৩৬৩২

[৪৮১] মুসলিম, হাদীস নং ২৮৭৩

[৪৮২] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/১৭৮

[৪৮৩] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৩০৫

[৪৮৪] আল-মানহাজুল হারাকি লিস সীরাতিন নাবাউয়্যাহ, পৃ. ৩৫৪, ৩৫৫

[৪৮৫] আল-আসাসু ফিস সুন্নাতি ওয়া ফিকহিহা : আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ১/৫১২

[৪৮৬] আত-তারীখুস সিয়াসি ওয়াল আসকারি, পৃ. ২৭৭

[৪৮৭] সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/৫১; আত-তারীখুস সিয়াসি ওয়াল আসকারি, পৃ. ২৭৮, ২৭৯

[৪৮৮] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪/৩

[৪৮৯] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৩/১১৮, ১১৯

[৪৯০] ইবনু হিশাম রচিত সীরাত, ৩/৫৬

[৪৯১] তারীখ আত-তাবারি, ২/৪৮১

[৪৯২] সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩/৫৫

[৪৯৩] আল-ইয়াহুদু ফিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, ১/২৮০

[৪৯৪] আস-সারায়া মাআল ইয়াহুদ, আবু ফারিস, ১/১৪৮

[৪৯৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ১/৩০২

[৪৯৬] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম, ৩/ ৬১, ৬২

[৪৯৭] আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৫/৫৬, ৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৪৯৮] আস-সারায়া মাআল ইয়াহুদ, ১/১২৬

[৪৯৯] বুখারি, বিয়েশাদি অধ্যায়, হাদীস নং ৫১২২

[৫০০] সিফাতুস সাফওয়াতি, ইবনুল জাওযি, ১/৮৪

[৫০১] তাফসীর ইবন কাসীর, ২/৩৪১

[৫০২] ফাতহুল কাদীর, ৩০৯

[৫০৩] আল-মাগাযি, ওয়াকিদি, ১/২০৪

[৫০৪] গাযওয়াতু উহুদ, আবু ফারিস, পৃ. ৩৪, ৩৫

[৫০৫] আল-মাকাসিদুল আম্মাহ লিশ-শারীআহ, ইউসুফ হামিদ, পৃ. ১৬৬

[৫০৬] মারউয়্যাতু গাযওয়াতি উহুদ, হুসাইন আহমাদ, পৃ. ৭১

[৫০৭] বুখারি, হাদীস নং ৪০৫১

[৫০৮] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ৩/৩৮২

[৫০৯] মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মাদ উরজুন, ৩/৫৬১

[৫১০] গাযওয়াতু উহুদ : দিরাসাতুন দা'উয়্যাতুন, পৃ. ৮৯

[৫১১] বুখারি, হাদীস নং ৪০৪৩

[৫১২] মুসলিম, সাহাবাদের ফজিলত অধ্যায়, হাদীস নং ২৪৭০

[৫১৩] বুখারি, জিহাদ অধ্যায়, হাদীস নং ৩০৩৯

[৫১৪] মুসনাদে আহমদ, ১/২৮৭, হাদীস নং ২৬০৮

[৫১৫] মাজমাউয যাওয়াইদ, হাইসামি, ৬/১১২

[৫১৬] নাযরাতুন নাঈম, ১/৩০৫, ৩০৬

[৫১৭] বুখারি, মাগাযি, হাদীস নং ৪০৭২

[৫১৮] আল-মুসনাদ, ১/২৭১, হাদীস নং ২৪৪৫

[৫১৯] সুনান ইবন মাজাহ, জানাযা অধ্যায়, হাদীস নং ১৫৯১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৫২০] মুসলিম, আদব অধ্যায়, হাদীস নং ২১৩২

[৫২১] বুখারি, মাগাযি, হাদীস নং ৪০৭২

[৫২২] আল-মুসতাদরাক, ৩/২০০, সনদ সহীহ।

[৫২৩] যাদুল মাআদ, ৩/২১২

[৫২৪] গাযওয়াতু উহুদ, আবু ফারিস, পৃ. ১১৭

[৫২৫] বুখারি, জিহাদ অধ্যায়, হাদীস নং ২৮০৮

[৫২৬] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, ইবনু হিশাম ৩/১০০, ১০১

[৫২৭] আল-ইয়াহুদ ফিস সুন্নাতিল মুতাহহারাহ, ১/৩০৬

[৫২৮] বুখারি, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, হাদীস নং ৪০৪৩; আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাতুস সাহীহাহ, ২/৩৯২

[৫২৯] মুসলিম, হাদীস নং ১৭৭৯

[৫৩০] গাযওয়াতু উহুদ, মুহাম্মাদ বাশমীল, পৃ. ১৭১, ১৭৩

[৫৩১] মাগাযি, ওয়াকিদি, ১/৩১৫, ৩১৬

[৫৩২] তাফসীর ইবন কাসীর, ১/৪১০

[৫৩৩] আল-মুসতাফাদু মিন কিসাসিল কুরআন, ২/১৯৭

[৫৩৪] বুখারি, মাগাযি অধ্যায়, হাদীস নং ৪৪৫৪

[৫৩৫] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪/৫৩

[৫৩৬] মুসলিম, ফাজায়েল অধ্যায়, ৪/১৮০২

[৫৩৭] আত-তারীখুল ইসলামি, হামীদি, ৬/২৩

[৫৩৮] উমদাতুল কারি, শারহু সাহীহ আল-বুখারি, ৬/২৬৩

[৫৩৯] মুসলিম, হাদীস নং ৬৭৭

[৫৪০] সুয়ারুন ওয়া ইবারুন মিনাল জিহাদিন নাবাউই ফিল মাদীনাহ, পৃ. ১৫২

[৫৪১] আস-সারায়া ওয়াল বুউসুন নাবাউয়্যাহ, ২/১২৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

[৫৪২] বুখারি, মাগাযি অধ্যায়, হাদীস নং ৪০৯৩

[৫৪৩] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আস-সাওবানি, পৃ. ১৩১

[৫৪৪] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ, আবু শুহবাহ, ২/২৪৮, ২৪৯

[৫৪৫] আত-তারীখুস সিয়াসি ওয়াল-আসকারি, পৃ. ১৮৮, ১৮৯

[৫৪৬] হাদীসুল কুরআনিল কারীম আন গাযওয়াতির রাসূল, ২৫১, ২৫২

[৫৪৭] হাদীসুল কুরআনিল কারীম, ১/২৯১

[৫৪৮] ফি যিলালিল কুরআন, ১/২২৯

[৫৪৯] বুখারি, ৫/৬২, হাদীস নং ৪১২৮

[৫৫০] বুখারি, যুদ্ধাভিযান অধ্যায়, হাদীস নং ৪১২৮

[৫৫১] ফিকহুস সীরাহ, আল-বুতি, পৃ. ২০০

[৫৫২] আত-তারবিয়াতুল কিয়াদিয়্যাহ, ৩/৩৭৩, ৩৭৪

[৫৫৩] হাদীসুল কুরআন আন গাযওয়াতির রাসূল, ১/৩১১

[৫৫৪] আল-ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, কাহতানি, পৃ. ২০৯

[৫৫৫] আস-সীরাতুন নাবাউয়্যাহ ফী যাওইল মাসাদিরিল আসলিয়্যাহ, পৃ. ৪৪০

[৫৫৬] ফিকহুল ইসলাম, শারহু বুলূগিল মারাম, ফজিলাতুশ শায়খ আবদুল কাদির, ৯/৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com